আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, বি, এ,

সম্পাদক।

অষ্টম-সর্গ।

(১৩২২)

ফরিদপুর—প্রতিভা-প্রেস হইতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩২২ সাল। | ১ম, সংখ্যা।

নববর্ষ।

ত্রয়োদশবিংশ বঙ্গাব্দ একটী দুর্ব্বৎসর হইলেও তাহার পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ একবিংশ তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখের অবতারণা করিয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। বঙ্গের তমসাবৃত যুগ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। দারিদ্র, রোগ শোকের যন্ত্রণা, আত্মীয় স্বজনের আকাল মরণ, ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার, জলপ্লাবন ও পানীয় জলাভাব বঙ্গবাসীর অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। এমন বৎসর নাই যখন এই সমস্ত আধিদৈবিক ও আধি ভৌতিকদুঃখ বঙ্গদেশের নরনারী গণকে সন্তপ্ত না করিতেছে। আমরা বলিয়াছি আধিভৌতিক বিড়ম্বনা মধ্যে বঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার অন্যতম। সেইরূপ পাশ্চাত্য জগত ও মুষ্টিমেয় ধনজন-ঐশ্বর্য্যে অপরসীম পরাক্রমশালী কয়েকজন তেজীয়সাং (superman) ব্যক্তিদ্বারা অত্যাচারিত হইতেছে। এই ক্ষমতাবলে সেই সকল তেজীয়সাং মহাত্মাগণ সমগ্র পাশ্চাত্য জগত রক্তে প্লাবিত করিতেছেন। পাশ্চাত্য জগত যেরূপ এই সকল শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত, সেইরূপ বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। এই উভয়কেই শাসনে আনিতে হইবে। নচেৎ দেশের মঙ্গল নাই।

২। ঐ সকল দুঃখের উপর বিগত বর্ষে একটী অতিরিক্ত উপসর্গ উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা, জরাজীর্ণা বঙ্গমাতাকে মরণের যন্ত্রণা অনুভব করইতেছে। পাশ্চাত্য সমরের ভীষণ প্রভাব সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া তটশালিনী বঙ্গমাতাকে যে নির্দ্দয় ভাবে আঘাত করিতেছে তাহাতে দরিদ্র কৃষকের পর্ণ কুটীর হইতে রাজ্যেশ্বরের প্রাসাদমালা কম্পিত হইতেছে। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে এ পর্য্যন্ত এই প্রকার

বিশ্ববিধ্বংসী লোকক্ষয়কর মহাসমর আর কখনও হয় নাই। বিগত বর্ষের শ্রাবণ মাসে এই সমরাগ্নি প্রধূমিত হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাসে জ্বলিয়া উঠিল। অষ্ট্রীয়াকে নিমত্ত মাত্র করিয়া রণপ্রিয়, দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান জাতি সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য এই ভীষণ সমারাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিল। আজ দশমাস কাল এই সর্ব্বানর্থকরী সমর ভীষণ হইতে ভীষণতর বেগে চলিতেছে, য়ুরোপে রুস, ইংরাজ, ফরাসী, বেলজিয়াম, সার্ব্বিয়া পঞ্চশক্তি একত্রিত ভাবে জার্ম্মান, অষ্ট্রীয়া ও তুরুস্ক বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। এই দশমাসের তুমুল যুদ্ধে য়ুরোপ খণ্ডের কতদূর শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা লেখনী কীর্ত্তন করিতে অসমর্থা। বেলজিয়ামের প্রধান প্রধান নগর এককালে বিধ্বস্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, প্রাচীন অমূল্য কারু কার্য্যে বিভূষিত দেব মন্দির সমস্ত জার্ম্মান কর্ত্তৃক ধ্বংসবিলুণ্ঠিত হইয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ লোক দেশের স্বাধীনতার জন্য সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। কত লক্ষ লক্ষ লোক অরাতিগণ কর্ত্তৃক কারাগারে ও চিকিৎসালয়ে ভীষণ যন্ত্রণায় সন্তপ্ত হইতেছে, কত শত শান্তিপূর্ণ গৃহ শ্মশানে পরিণত হইয়া দিবা রাত্রি ক্রন্দনের রোলে মুখরিত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমাদের প্রিয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার মন্ত্রীগণ এই সমর নিবারণ করে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলজিয়ামাদি ক্ষুদ্র শক্তির প্রতি জারমেনীর নিষ্ঠুরতা এবং উহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যুদ্ধ নিবারিত হয় নাই। কবে এই যুদ্ধ শেষ হইবে কেহ বলিতে পারেনা। বর্ত্তমানে অষ্ট্রীয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তুরুস্ক হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে, মিত্র পক্ষগণের রণতরি, স্থায়োল অধিকার উদ্দেশ্যে দার্দানেলিস্ প্রণালী মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয় পার্শ্বের দুর্গগুলি গোলা বর্ষণে বিনষ্ট করিতেছে। অষ্ট্রীয়া ও তুরুস্কের পতন প্রত্যাসন্ন; কিন্তু জার্ম্মেনী এখনও বীর পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছে।

৩। এই যুদ্ধের প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে, যে পাটের ব্যবসায় তথাকার প্রজাদিগের জীবন-সম্বল তাহার অপ্রত্যাশিত সঙ্কোচে তাহাদের নিদারুণ অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। জমিদার ও তালুকদারদিগের অবস্থাও শোচনীয়, প্রজার নিকট কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। সাধারণতঃ বাণিজ্যের কতদূর দুর্গতি হইয়াছে তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। ভারতে এমন বাণিজ্য ও ব্যবসায় নাই যাহা এই মহাসমরের আস্ফালনে বিধ্বস্ত কি সঙ্কুচিত না হইতেছে, কতকগুলি ব্যাঙ্ক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

৪। এই মহাসমরে ভারতবাসীগণ তাঁহাদের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের একটী সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছেন। প্রায় দুইলক্ষ সৈনিকপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে ফ্লাণ্ডার্সে উপনীত হইয়া ভীম পরাক্রমে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যের সহিত একযোগে শত্রু সংহার করিতেছে। আমাদের সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই যুদ্ধের প্রসাদেই ভারত-

বাসীর সহিত ইংরাজের একটী মহামিলন প্রত্যাসন্ন এবং এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মিলনের প্রভাবে ভারতবাসিগণ সুফল প্রত্যাশা করিতেছেন।

৫। এই সুখ দুঃখের সন্ধিস্থলে নববর্ষের আবির্ভাব। প্রকৃতিসুন্দরী হরিদ্বর্ণ কৌষেয় বসনে বরাঙ্গ আবৃতকরিয়া,প্রস্ফুটিত পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত হইয়া প্রোজ্জ্বল তারকাবলীহার কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া প্রেমানুরাগে নববর্ষকে আহ্বান করিতেছেন এবং আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা তদীয় জীবনের অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়া গ্রাসাচ্ছেদনের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে কায়স্থ-সমাজের প্রতি ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত অনেক বঙ্গবাসীর নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতাই আদর্শ, কিন্তু এই সভ্যতা কি বিষময় ফল প্রসব করিতেছে তাহা কি তাঁহারা দেখিতেছেন না? যে খৃষ্টধর্ম্ম একসময়ে ভারতবাসীর হৃদয়ে এক গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল সেই খৃষ্টধর্ম্মের অধিনায়কগণ কেবল জাতীয় শাসনস্পৃহা সাধন মানসে অকাতরে আপনাদের আত্মীয় স্বজনের প্রাণবধ করিতেছেন। জড়বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র য়ুরোপের এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী তাহা পূর্ব্বেই আমরা জানিয়াছিলাম। মুসলমান জাতি তরবারি বলে জগতকে শাসন করিতে চাহিয়াছিল, সেই মুসলমান শাসন আজ কোথায়? ইংরাজ সুবিচার ও সহানুভূতি দ্বারা ভারতকে শাসন করিতেছেন বলিয়া আজিও তাঁহার শাসনদণ্ড ভারতবাসিগণ মস্তকে ধারণ করিতেছে। আর যে জার্ম্মান পাশববলে জগতকে শাসন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার পতন অনিবার্য্য। তাহার উচ্চ সভ্যতা ও সমাজ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

৬। ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড। যে খরতর জলস্রোতের প্রতিকূলে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান অগ্রসর হইতে অসমর্থ,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি কেমন সচ্ছন্দে উহা অতিক্রম করিতেছে,কারণ জলই তাহার জীবন। "ধর্ম্ম রক্ষতি ধার্ম্মিকং" ধর্ম্মবলে বলীয়ান ভারতকে ধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছেন ও করিবেন। আমরা যতই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইব ততই আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি অপরিহার্য্য।

৭। চারিটী চিরন্তন স্তম্ভের উপর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহোচ্চ সিংহাসন সংস্থাপিত। সদা সত্যংব্রুয়াৎ, মাতৃবৎ পরদারেষু, লোষ্ট্রবৎ পর দ্রব্যেষু, এবং আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু।

৮। ইহাই বর্ণধর্ম্মের ভিত্তি। তাহার পর আশ্রম ধর্ম্মের সর্ব্বাদৌ প্রতিপাল্য ব্রহ্মচর্য্য; বাল্যকালে ও কৈশোরে এই সেবা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত পর জীবনে প্রভুত্ব অসম্ভব। নর যে নারায়ণ তাহাই প্রদর্শনজন্য স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রূপে জগতে অবতীর্ণ হন। কিন্তু মায়া দ্বারা অপহৃত চিত্ত অনেকে তাহা বুঝিল না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং, মন্যন্তেমামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো, মমাব্যয়মনুত্তমং ॥ ২৪
৭ম অঃ

আবার

অবজানন্তি মাংমূঢ়ামানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূতমহেশ্বরং ॥ ১১
৯ম অঃ

ইহাই বেদান্তের অদ্বৈত ভাব,নরই নারায়ণ। মানুষের সেবাই ঈশ্বর সেবা।

৯। আসুন কায়স্থ মহোদয়গণ! আজ নববর্ষের প্রারম্ভে একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

দেখি গত বর্ষে পুণ্য ভূমি ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি কর্ম্মযোগে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে। বংগ মান্য উপনয়নের বিস্তৃতি ব্যতীত আর কোন দিকেই আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই, সেই জঘন্য দাসত্ব, সেই ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য অর্থকরী বিদ্যা, সেই সামাজিক ঃস্থা কার্য্যে ঔদাসীন্য, সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ঘোর অত্যাচার অন্যায় ব্যবহার, সেই পণপ্রথার তাণ্ডব নৃত্য, সেই ভ্রাতৃবিদ্বেষ কায়স্থ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে। কায়স্থ জাতি যতদিন স্বধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ, উপেক্ষা করিবে ততদিন তাহার মঙ্গল নাই এই আমাদের সুদৃঢ় ধারণা। কারণ ধর্ম্মই আমাদের মেরুদণ্ড ও জীবন। ধর্ম্মকে সুদূরে রাখিয়া, ঈশ্বরকে তাঁহার মহোচ্চ সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতি, ধনে, মানে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ আকাশচুম্বি যে সুবৃহৎ মন্দির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এইক্ষণ তাহা ভূতলে বিলুণ্ঠিত।

১০। কায়স্থ মহোদয়গণ! মনে রাখিবেন ধর্ম্মহীন কায়স্থ সমাজ টিকিবে না, এক ধর্ম্মী না হইলে মিলন অসম্ভব, এবং মিলন ভিন্ন সমাজে শক্তি আসিবে না। যদি কায়স্থ সমাজকে উন্নত করিতে চান, স্বধর্ম্ম পালন করুন। কায়স্থের স্বধর্ম্ম কি? ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংস্কার বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞকর্ম্ম, প্রজাপালন ও সমাজশাসন। শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবস্য ক্ষত্র কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

অর্থাৎ—পরাক্রম, শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত না হওয়া, বিপদ কালে অক্লিষ্ট ভাব, কৌশল, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, দান ও ঈশ্বর-ভাব। অদ্য সববর্ষারম্ভে আমি আপনাদিগকে ঈশ্বর ভাবের সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করিব। ঈশ্বরভাবের প্রকৃত অর্থ—প্রভুশক্তি বিস্তার। হায়! হায়! যে জাতি সমাজের ঈশ্বর ছিল সেই বিরাট জাতি আজ কালের আবর্ত্তনে সমাজের সেবক। কাহাদের অদৃষ্ট নেমী ঘুরিতে ঘুরিতে উচ্চ হইতে কোন্ নরকে নিপতিত হইয়াছে। হে কায়স্থ! এখনও তুমি নিদ্রিত। তোমার অবনতি কি চরম সীমায় উপনীত হয় নাই?

You have been hurled headlong from etherial height to bottomless perdition. বৈকুণ্ঠের শীর্ষস্থান হইতে তুমি নরকের অধঃস্থলে নিপতিত হইয়াছ, তুমি ছিলে সমাজের ঈশ্বর, আজ তুমি শূদ্রাচারী ত্রিবর্ণের ঘৃণিত শুশ্রূষক। তুমি কি সেই কায়স্থ যে—

ব্রহ্মকায় সমদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ণ্ম সম্ভবঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়াস্তেবৈ জপযজ্ঞসুরার্চ্চনাৎ॥

যে কায়স্থ সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতির শীর্ষ স্থানীয় ছিল, তুমিকি সেই কায়স্থ!

অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তিতত্রবৈ।
তেষামুত্তমতাং যাগাৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥

তোমারই বংশ ভোজ, শূর, পাল ও সেন বংশাবলী সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর সমগ্র ভারতে রাজত্ব করিয়াছিল। উত্থিত হও, তোমার কুম্ভকর্ণ নিদ্রার অবসান হউক, দ্বিজত্ব প্রভাবে তোমার স্বধর্ম্ম পালন করতঃ বিদ্যায়, জ্ঞানে, সমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, উহাতে শাসন কর এবং কায়স্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। মনে রাখিও যজ্ঞোপবীত প্রভাবে তোমরা একধর্ম্মী না হইলে

তোমাদের মিলন, পণপ্রথার উচ্ছেদন, তোমাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক শিক্ষা কিছুই হইবে না। যাহারা উপনয়নের, দ্বিজত্বের বিরোধী তাহারা দেশবৈরী ও সমাজকলঙ্ক।
ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
ওঁ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মাবিদ্বিষাবহৈ।
অর্থাৎ—আমরা (কায়স্থগণ) যাহা এইক্ষণ শ্রবণ করিলাম, তাহা যেন ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায় আমাদের পুষ্টিসাধন করে, উহা আমাদের বল স্বরূপ হউক, উহা দ্বারা আমাদের (কায়স্থদিগের) এমত বীর্য্য উৎপন্ন হউক যে আমরা নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া অপরের সাহায্য করিতে পারি। আমরা (কায়স্থগণ) যেন পরস্পর কখনও বিদ্বেষ না করি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

সম্পাদক।

বর্ষাভিনন্দনম্।

জন্মমৃত্যুজরাহীনং সর্ব্বব্যাপ্তং সনাতনম্।
মহাবিষ্ণুপ্রতীকাশং মহাকালং নমাম্যহম্ ॥১॥

অভীক্ষ্ণজাতোঽপি চ জন্মবর্জ্জিতো
হ্যমৃত্যুশীলোঽপি পুনঃ পুনর্মৃতঃ।
নিরংশভূতোঽপিযদংশকল্পিতঃ
পুরাতনো নাম স বৎসরো গতঃ ॥২॥

রাধেশ্বরং রসময়ং রভসেন নীত্বা
নানাপ্রসূনরুচিরং বরবেশশোভম্।
শ্রীমাধবোপনশুভং নব-মাধবং তং
বর্ষো নবঃ খগপতি-প্রভ আগতোঽয়ম্ ॥৩॥

পুষ্পকরৈর্বর্হুবিধৈর্বিহগস্য গীতৈ
র্বাদ্যৈর্মৃদঙ্গমধুরৈর্নব মেঘনাদৈঃ।
দীপৈঃ সহস্রকিরণৈর্ব্যজনৈঃ সমীরৈঃ
পূজাং করোতি মধু পশ্যতু মাধবস্য ॥৪॥

প্রফুল্লপুষ্পৈ র্বিবিধৈর্নবোক্তৈ
র্যজন্তি দেবং লতিকাশ্চ বৃক্ষাঃ।
সুতন্ত্রিগীতৈর্ভ্রমরা বিহঙ্গাঃ
পাদ্যৈশ্চ বাদ্যৈর্বারিবাহাঃ ॥৫॥

জড়া হি বাচ্যা ঘনবৃক্ষবল্ল্য
স্তির্য্যগ্ভবাস্তে বিহগাশ্চ ভৃঙ্গাঃ
প্রভূত ভক্ত্যা হি যজন্তি তেঽপি
নারায়ণং কিন্তু ন হী মনুষ্যাঃ ॥৬॥

জড়ানিতান্তং প্রকৃতিস্তু নূনং
পরোপকারস্তু করোতি সম্যক্।
বিহঙ্গভৃঙ্গাঃ পশবশ্চ সর্বে
নিস্বার্থং সেবাং ভৃশমাচরন্তি ॥৭॥

অমৃতমিলনমগ্নাসান্দ্রশান্তিপ্রপূর্ণা
প্রকৃতিরিহ মনোজ্ঞা প্রেমপূর্ণা হসন্তী।
ফলফুলমধুগীতৈঃ ষোড়শৈঃ সূপচারৈ
র্মধুরিপু ধুমিত্রং পূজয়ত্যেব নিত্যম্ ॥৮॥

অহরহরিতিদৃষ্ট্বা পূজনঞ্চ প্রকৃত্যা
ন ভবতি কণুমাত্রং ধিক্কৃতিশ্চিত্তমধ্যে।

প্রথম্যিতু নিহ ভূমৌ গর্বিতং বাক্যমেত
"নিখিলজগতিপূজ্যো" দৃশ্যতাং চিত্রমেতৎ ॥৯॥

নানাভাবৈর্বিবিধবিধিভির্বর্ষরাজো নবীনঃ
প্রীতি সিক্তঃসম্প্রদিশতি শ্রীহরেঃ পাদপূজাম্।
বল্লীবৃক্ষাবিহগমধুপা মেঘমালাঃ সমস্তাঃ
প্রেমার্দ্রাস্তে পরমগুরবস্ত প্রসাদাদ্ভবন্তি ॥১০॥

যাচেতস্মাত্বিনতশিরসা হে প্রভো বর্ষরাজ
কর্ম্মক্ষেত্রে ভবতু ভবতঃ স্বাগতং শোভমানম্।
পশুস্বগ্রে চতুর সচিবো মাধবো মেঘনাদঃ
সজ্জীকুর্বন্প্রকৃতিভবনং সাগ্রহং বর্ত্ততেতে ॥১১

রাগদ্বেষস্বর্দ্ধিতে তু দহনে দগ্ধীকৃতাঃ কেবলং
ভোগেচ্ছাকৃতকিঙ্করাঃ কলিমলৈঃসর্বাঙ্গলিপ্তা বয়ম্
স্বপাশাসুখকামুকাঃ কল্বিতাঃ কামস্য
কেলীমৃগাঃ
স্বার্থান্ধাঃ সমদাঃ সদাশুভারতা
যাতাস্তবাপ্যাশ্রয়ম্ ॥১২॥

গায়ন্তি মানবাঃ সর্বে পশবঃ পক্ষিণস্তথা।
তবাগমনসঙ্গীতং মহোৎসবপরায়ণাঃ ॥১৩॥

আগচ্ছতু ভবান্ বর্ষ কর্মভূমৌ চ ভারতে।
শুভং ভবতু সর্বত্র ত্বৎপ্রসাদাৎসুরেশ্বর ॥১৪॥

অহোরাত্রযুতেসঙ্কো যত্নতঃ সর্বতঃ ক্ষণম্।
কাল ত্বং দেহিমে শিক্ষাং ব্রহ্মপাদানুচিন্তনে ॥১৫॥

আদিমধ্যান্তরহিতং দশাহীনং পুরাতনম্।
মদ্বস্ত্রসদৃশংবন্দে মহাকালং মহেশ্বরম্ ॥১৬॥

দিবারাত্র বর্ষমাস কলাকাষ্ঠাদিমূর্ত্তয়ে।
সূক্ষ্ম স্থূলস্বরূপায় রূপহীনায় তে নমঃ ॥১৭॥

অনন্তনামধেয়ায় সর্বসাক্ষি স্বরূপিণে।
জন্মমৃত্যুবিহীনায় কালায় গুরবে নমঃ ॥১৮॥

অভীক্ষমৃত্যুশীলায় মৃত্যুহীনায় নিশ্চয়
অজাত নবজাতায় কালায়গুরবে নমঃ ॥১৯॥

জন্মমৃত্যুজরাহীনং সর্বব্যাপ্তং সনাতনম্।
বর্ষরূপং মহাকালং ভূয়োভূয়োনমাম্যহম্ ॥২০॥

কৃতিরেষা শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণস্য।

অনুবাদ।

মঙ্গলাচরণ!

জন্মজরা নাইতব, তুমি মৃত্যুহীন,
সর্ব্বদেশেব্যাপ্ত তুমি আছ চিরদিন।
মহাবিষ্ণু সম, প্রভো, মহিমা তোমার,
মহাকাল, তবপদে প্রণাম আমার ॥১॥

পুরাতনবর্ষবিদায়।

জন্মহীন, তবুজন্ম লভে বার বার,
পুনঃ পুনঃ মরে, কিন্তু মৃত্যু নাই তার।
অংশ নাই, তবু খণ্ড হয় বহুতর,
কি আশ্চার্য্য! গেল সেই পুরাণ বৎসর ॥২॥

নববর্ষাগমন।

বিবিধ কুসুমশোভি দিব্যবর-বেশধর,
রাধেশ্বর (ক) রসময় রুচির রসিকবর।
শ্রীমাধবে (খ) লয়ে হর্ষে হের গরুড়ের মত,
নবীন মাধব (গ) সহ নববর্ষ সমাগত ॥৩॥

(ক) রাধেশ্বর = রাধা + ঈশ্বর = শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান, অথবা রাধ—বৈশাখমাস তাহারই ঈশ্বর অর্থাৎ বৈশাখমাসেরঅধিদেব।

(খ) শ্রীমাধব = শ্রীকৃষ্ণ

(গ) নবীন মাধব = নূতন বৈশাখমাস

ফুল ফল নানাবিধ, বিহগের গান,
নব মেঘোত্থিত বাদ্য মৃদঙ্গ সমান।
তপনের দীপ আর পবন-বীজন,
উপচারে করে মধু মাধব পূজন ॥৪॥ (খ)
বিবিধ মনোজ্ঞ পুষ্প করি আহরণ,
বৃক্ষলতা পূজে হের তাঁহার চরণ।
সুস্বর সঙ্গীতে ভৃঙ্গ বিহঙ্গম-গণ,
নবমেঘ পাদ্য বাদ্য করে নিবেদন ॥৫॥
বৃক্ষলতা মেঘমালা জড়বই নয়,
ভৃঙ্গবিহঙ্গম হের নীচযোনি হয়।
তবু তারা ভক্তিভরে পূজে নারায়ণ,
আশ্চর্য্য! মানুষে নাহি করে কদাচন ॥৬॥
প্রকৃতি নিতান্ত জড়, নাহিক সংশয়,
তবু পর উপকারে সদা রত রয়।
পশু পাখী তরুলতা দেখহ কেমন,
নিঃস্বার্থ পরের সেবা করে আচরণ ॥৭॥
অমৃত-মিলন-মগ্না গাঢ় সুখে কেমনে,
প্রকৃতি-প্রেমিকা হের মধুহাসি বদনে।
ফলফুল-মধুগীতি উপচারে যতনে,
রত আজি-মধুমিত-মধুরিপু-পূজনে ॥৮॥(ঙ)
হেরি প্রকৃতির এই নিত্যনব সাধনা,
জাগেনা হৃদয়ে কভু মরমের বেদনা।
বলিতে গর্ব্বিতভাবে "পৃথিবীর মাঝারে,
আমি নর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,পূজাকর আমারে" ॥৯॥

(খ) মধু—চৈত্রমাস বা বসন্ত। মাধব—বৈশাখমাস বা শ্রীকৃষ্ণ

(ঙ) মধুমিত—বসন্তের সখা বৈশাখমাস প্রাচীনকালে মধু মাধব অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত কাল বলিয়া গণ্য হইত। মধুরিপু—বৈশাখমাস যে হেতু মধু বা চৈত্রমাসকে হনন না করিয়া বৈশাখ মাস আসিতে পারে না

প্রীতিস্নিগ্ধমনে,নববর্ষরাজ নানাভাবে নানা প্রকারে
শ্রীহরিপূজনে দিতেছেন হের কৃতউপদেশ সবারে,
তাঁহার কৃপায় তরুগুল্মলতা বিহঙ্গমভৃঙ্গভূতলে,
আকাশে জলদ প্রেমে গদ গদ হন মহাগুরু সকলে ॥১০॥
যাচিতেছি তাই,নতশিরেআমিবর্ষরাজতবচরণে,
শুভআগমন, প্রভো, হে তোমার হউক ভারত ভুবনে।
দেখ আগে আসি মেষযানে বসি প্রকৃতি ভবন সাজায়ে,
চতুর সচিব মাধব কেমন প্রতীক্ষায় তব দাঁড়ায়ে ॥১১॥ (চ)
রাগদ্বেষ ঘৃতসেকে বর্দ্ধিত অনলে দগ্ধকলেবর,
কলিমলে লিপ্তদেহ ভোগসুখ আর কামেরকিঙ্কর।
আশা স্বপ্ন সুখলব্ধ মদেমুগ্ধমন, কলুষে মগন,
স্বার্থান্ধ, অশুভে রত লইলাম, প্রভো, তোমার শরণ ॥১২॥
গাইতেছে নরনারী পশুপক্ষী নানাজাতি।
তব আগমনগীতি মহামহোৎসবে মাতিব ॥১৩॥
এস এস ভুভারতে, নববর্ষ মহাত্মন্।
হউক সর্ব্বত্র শুভ, তববরে নারায়ণ ॥১৪॥
অহোরাত্র উভসন্ধ্যা, যতনেতে সর্ব্বক্ষণ।
কাল, মোরে দাও শিক্ষা,করি-ব্রহ্ম উপাসন॥১৫॥
আদি মধ্যঅন্ত নাই, দশাহীন, পুরাতন।
নমি, মম বত্রসন, মহাকাল জনার্দ্দন ॥১৬॥
দিবারাত্র বর্ষমাস কলা-কাষ্ঠা-অবতার।
সূক্ষ্ম স্থূলরূপ, পুনঃ রূপহীন নমস্কার ॥১৭॥

(চ) মেষযান—বৈশাখমাসে মেষ রাশিতে সূর্য্য বর্ত্তমান থাকেন তাই বৈশাখমাস মেষ বাহন। বৈশাখ নববর্ষের সচিব।

লেখক।

অনন্ত তোমার নাম, তুমি-সাক্ষী সবাকার।
জন্মমৃত্যু হীন কাল, গুরু-তুমি নমস্কার ॥১৮॥
মৃত্যুহীন অচঞ্চল তবু মর বার বার।
নবজাত অন্তকাল, গুরু তুমি নমস্কার ॥১৯॥

জন্মমৃত্যু জরাহীন সনতান সর্ব্বাধার।
বর্ষরূপী মহাকাল ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার ॥২০॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

নববর্ষ।

—(:)—

মানব সভ্যতার যৌবন-সময়ে, যে কাল হইতে কালের সংখ্যা করিবার সৌকর্য্য সাধনের নিমিত্ত, বিশেষ বিশেষ শকাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে, — সেই কাল হইতে পৃথিবী সর্ব্বত্র পুরাতন বর্ষের বিদায় ও নব-বর্ষের শুভাগমন সূচিত হইতেছে। বর্ষ বিদায়ের সহিত বিষাদের কোন সম্বন্ধ থাকুক না থাকুক, — নববর্ষের শুভাগমন অনেক দেশেই মহোৎসব আনয়ন করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় সমাজে জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে কিরূপ ধূমধাম ও ঘটার সহিত নববর্ষের শুভাগমন-মহোৎসব সম্পন্ন হয়, তাহা বর্ত্তমান কালে বঙ্গের কাহারও অবিদিত নাই। চৈত্র মাসের শেষ তারিখে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আমাদের বঙ্গীয় সাল শেষ হয় এবং বৈশাখের প্রথম তারিখে নববর্ষের শুভাগমন হইয়া থাকে। এই শুভাগমনোপলক্ষে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের সর্ব্বত্র এক মহোৎসব হইয়া থাকে। এই প্রথা এত পুরাতন সুতরাং সমাজের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে বঙ্গীয় সালের জন্মবিবরণ এবং নববর্ষারম্ভের উৎসবের কারণ অনুসন্ধান করিতে অনেক প্রথিত নামা প্রত্ন-তাত্ত্বিককেও বেশ বেগ পাইতে হয় আমাদের যে সে গৌরব নাই, তাহার প্রমাণ নিস্প্রোয়জন; সুতরাং এই গহন ও গভীর বিষয়ের ভার আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় অথবা তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের প্রতি সসম্মান ন্যস্ত করত সম্প্রতি প্রস্তুত বিষয়ে প্রবেশ করি। (ক)

(ক) এস্থলে লেখক মহাশয় কোন্ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা জানি না, আজকাল অনেক শাস্ত্রী আছেন। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহোদয় ত কোন শাস্ত্রীর শিষ্য নহে। পুরাতন বন্ধু ও মদ্য ব্যতীত পুরাতন কেহ ভাল বাসে না সকলেই নূতনচায়, কেননা নূতনে অনেক আশা। নববধূ, নবকুটুম্বিনী, নূতনবস্ত্র, নূতনধান্য, নূতনবর্ষ, নূতন বসন্ত-কাল ইত্যাদি এক একটী মহোৎসব আনয়ন করে ইহাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। এই বিষয় অবধারন করিতে প্রত্ন-তাত্ত্বিকের প্রয়োজন হয় না। সম্পাদক।

গত চৈত্রমাসের সহিত ১৩২১ সাল চলিয়া গিয়াছে, এবং বর্ত্তমান বৈশাখে ১৩২২ সাল আরম্ভ হইয়াছে। যে আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও স্নেহ মমতা না রাখিয়া চলিয়া গেল, তাহার প্রতি, সেই বিগত বার মাসের পুরাতন বৎসরের প্রতি, আমাদের কোন শ্রদ্ধাভক্তি নাই। আমরা পুরাতন আর্য্য নহি, নবীন হিন্দু—পুরাতন কোনও বস্তুতে আমাদের আস্থা নাই, আমরা নবীনের ভক্ত। দেখুন, বেদ বা স্মৃতি আমাদের নিকট সম্মানার্হ নহেন, শ্রীমৎ রঘুনন্দনের নিবন্ধই আমাদের কণ্ঠহার! নব্য-ন্যায় ও নব্য-স্মৃতি নব্য হিন্দুর অবলম্বন! কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি এবং ভট্টবাণ এখন বিস্মৃত, আমরা কবিসম্রাটের(ক) স্তুতিবাদে শেষকেও নিঃশেষ করিয়েছি! পুরাতন বৈদিক অথবা আর্য সমাজের আদর্শ কে চাহে?—মোগল পাঠানের পাদপীঠতলে যে হিন্দুসমাজ আত্মগোপন করিয়া কথঞ্চিৎ "সসেমিরা" অবস্থায় বাঁচিয়াছিল, তাহারই আদর্শ লইয়া "সনাতন" হিন্দুধর্ম্মের সেবকগণ মত্ত! তবে যাও পুরাতন বর্ষ ভুমি যাও। আমরা এমন কাপুরুষ নহি যে তোমার জন্য শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিব। শোক নাই করিলাম—কিন্তু যে আমাদের বুকের উপর গোটা এক বৎসর কাল বসিয়া রাজ্য করিয়া গেল, তাহাকে একবার চিনিয়া লইতে দোষ কি? অতএব, আমরা দেখিব সেই লোকটি কেমন। লোকটি কেমন তাহার বিচার করিতে, তাহাকে চিনিতে গেলে, তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে হয়। অতএব,—আমরা এই নিবন্ধের পৃষ্ঠেই ১৩২১ সালকে কষিয়া লইব, কেমন?

১৩২১ সালে আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের অন্ন এবং বস্ত্রের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে সেরূপ কষ্ট অনেক দিন হয় নাই। বর্ত্তমান সভ্যতায় ও শিক্ষায় য়ুরোপ জগতের আদর্শ; সেই আদর্শের আবার শিরোভূষণ জর্ম্মানি। জর্ম্মানির "কাল্‌চার" (Culture) পৃথিবীতে অতুলনীয়, তাহার মহিমা অনির্ব্বচনীয়। "কাল্‌চার" শব্দের অনুবাদ করিতে পারি—এরূপ বিদ্যা আমাদের নাই;—যাঁহারা একান্তই ঐ শব্দের বঙ্গানুবাদ চাহেন, তাহাদিগকে কটকের "বিদ্যানিধি" রায়সাহেব এম, এ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত "সানুনয়" অনুরোধ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই (খ)। সে যাহা

(ক) বর্ত্তমান সাহিত্য সমাজে শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন হইয়াছেন কবিসম্রাট্। ব্রাহ্মণসমাজের বিপ্লব দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। বাঙ্গালাভাষা কি না রসাতলে যায়? কিন্তু মাভৈঃ! নবীন বংশ আজ ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট, সমস্ত সমাজের অনুশাসন প্রত্যাসন্ন।

সম্পাদক।

(খ) জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় রায় সাহেব তৎপ্রণীত "সত্যবাদী ইস্কুল" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে 'শ্যামপট' নামক একটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, উহা শ্রীকৃষ্ণের পট বা ছবি, অথবা শ্যাম কাপড়। একজন বিজ্ঞ লোক আমাদের ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন যে উহা Black Board এর অনুবাদ

হউক, কি ধনে, কি মানে, কি কলা, কি কুশলতায়, কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পে, কি বাণিজ্যে, কি কাব্যে কি ইতিহাসে, কি কি শিক্ষা কি সভ্যতায় কি শৌর্য্যে কি গাম্ভীর্য্যে ইত্যাদি, ইত্যাদি—সকল বিষয়ে জর্ম্মান কাল্‌চার জগতের জনসম্প্রদায়ের চক্ষুর পক্ষে সূর্য্য স্বরূপ,—ইহাই সাম্প্রতিক সভ্য জগতের সর্ব্ববাদী সম্মত অভিমত। এই জর্ম্মানি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অতি পুরাতন, "যার লাঠি তার মাটি" এই বিশ্ববিজয়িনী অথচ বর্ব্বর নীতির উপাসক, তাহা আমাদের এই ১৩২১ সালেই সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়া দিয়াছেন। ১৩২১ সাল এইরূপে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাসমুদ্রে চৌম্বক যন্ত্রের (compass) কার্য্য করিয়া, বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আজ যে য়ুরোপের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য মহাদ্বীপ সমূহের অংশ বিশেষে শোণিতের স্রোতে বহিয়া যাইতেছে,—তাহার সূচনার যে ঐতিহাসিক মহা গৌরব,—তাহা ১৩২১ সালেরই প্রাপ্য। বুঝিয়া দেখুন দেখি, এমন 'শাল' (গ) জন্মেও আর কখনও পাইয়াছিলেন কি না।

"প্রতিভা" রাজনৈতিক চর্চ্চার জন্য প্রস্তুত না হইলেও এ কথা বলিতে লজ্জিত হইবে না যে ১৩২১ সালই বঙ্গে Jute অথবা পাটের একাধিপত্য খর্ব্ব করিয়া তাহার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছে এবং তাহাতে বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত রাণী, অন্নপূর্ণা শ্রীশ্রীধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীকে স্থাপন করিয়াছে। বিশ্বাস না করেন,— এই সময় মাঠের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন দেখিবেন, গত দশ বর্ষে যে সকল ক্ষেত্রে পাটেরই একাধিপত্য ছিল,—আজ তথায় ধান্যের একচ্ছত্র রাজ্য। পাট যেন ভয়ে ভয়ে কচিৎ কোন ক্ষেত্রে লুকাইয়া আত্মগোপন করিতেছে। এই পরিবর্ত্তন ১৩২১ সালই আনিয়াছে, এই কথা কখনও ভুলিবার নহে।

পাটের বাজার একেবারে মাটি হওয়ায় বঙ্গের কৃষককুলে যে হাহাকার পড়িয়াছিল, তাহাও ১৩২১ সালের কার্য্য। এই কার্য্য প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম অথবা সুকর্ম্ম,— তাহা ধীমান্ লোকের বিচার্য্য। আমরা এ কথা বুঝিতে অক্ষম, কারণ,"কর্ম্মের গতি ...

বাঙ্গালার কথা ভারতবর্ষের বাজারে যে (made in Germany) এবং (made in Austria) ছাপমারা জর্ম্মান ও অষ্ট্রীয় দেশীয় শিল্পদ্রব্য রাশির তিরোভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—ভাল হউক, মন্দ হউক, ইহাও ১৩২১ সালের কার্য্য। অবশ্য (made in Japan) মার্কা মারা দ্রব্যাদি কিছু বেশী বেশী বাজার ছাপাইয়া উঠিতেছে ইহা ১৩২১ সালের কিংবা বাঙ্গালীর কৃতিত্বের ফল, তাহা কে বলিয়া দিবে? হায়। বর্দ্ধমানের শ্রীযুত পাঁচু ঠাকুর যে এখন স্বর্গত। (ঘ)

ভারতের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কাশীধামে ও কলিকাতায় বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা ও ১৩২১ সালের উজ্জ্বল

(গ) ... ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'মন্দারমালা' দ্রষ্টব্য।

(ঘ) শুনিলাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো প্রমুখ স্বদেশী পাণ্ডাগণ কেহ স্বাবলম্বক কুটিরের, কেহবা প্রণয়িনীর বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয় লইয়াছেন।
সম্পাদক

কীর্ত্তি। ১৩২২ সাল সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে কিন্তু যশোলাভ তাঁহারই ঘটিবার কথা। অদৃষ্ট অথবা নিয়তির লেখা যে অটল। বঙ্গদেশের ডাক্তার এ, মিত্র কাশ্মীরে, ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় হায়দ্রাবাদে এবং বাবু চারুচন্দ্র মিত্র এলাহাবাদে বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-রত্ন গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে পৃথিবীতে ভারতের নাম উজ্জ্বল হইতে ও উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। ১৩২১ সাল এতই স্বার্থপর যে আপনার সঙ্গী করিবার জন্য তাঁহাদের সকলকেই স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। তাহার পর ঢাকাই মুসলমানদিগের প্রিয় নবাব, পাকপ্রণালীর বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৩২১ সাল আপনার যাইবার আগেই "পরপারে" পার পাইছেন। সাল যে "কাল," এই কার্য্যে তাহার প্রকৃষ্ট ও প্রকট পরিচয়।

১৩২১ সাল স্বীয় তিরোধানের অনতিপূর্ব্বে কলিকাতা রাজধানীতে বসন্তরোগের আবাহন করিয়া আর এক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বীরপ্রসূ পঞ্চনদ ভূমিতে প্লেগরূপী দানবের অত্যাচার হেতু অতিরিক্ত লোকসংহার ও এই ১৩২১ সালের কার্য্য। খাদ্য দ্রব্যের ও পরিচ্ছদের অভাব আর আধি-ব্যাধি যুদ্ধ জনিত লোকনাশে প্রাধান্যে এই ১৩২১ সাল যে অনেক দিন ধরিয়া স্বীয় অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

মানুষের দেহ ও মন লইয়া মানুষ। সেই দেহ মনের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে ১৩২১ সাল যাহা করিয়াছেন, তাহা অনেক দিন কোন সালই করিতে পারেন নাই। এই সাল সমাজিক উন্নতি সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, তাহা একবার দেখা যাউক না কেন?

প্রথমতঃ শিক্ষা। দেশের সর্ব্বোচ্চ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে অতিনিম্ন পাঠশালা পর্য্যন্ত যাবতীয় বিদ্যালয়, টোল মক্তাব কিছুরই সংখ্যা হ্রাস হয় নাই? বরঞ্চ নানা উচ্চাবচ পরীক্ষা মন্দিরে যাত্রীর সংখ্যা গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শিক্ষা অতি দ্রুত গতিতে আমাদের সমাজের অগ্রসর হইতেছে। এই অখণ্ড বঙ্গে দুই প্রকাণ্ড সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া ১৩২১ সাল বঙ্গের সাহিত্যিক গণের সুমধুর ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের মহারাজাধিরাজ স্বীয় বর্দ্ধমান রাজধানীতে এবং উত্তর বঙ্গের মহারাজ স্বীয় জেলার সদর রাজসহীতে সাহিত্যের নানা শ্রেণীর সেবকগণকে রাজসিক সাদর সৎকার করিয়া পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন। কমলার প্রিয় পুত্রের নিকট সারদা সন্তানের সৎকারের এই সাধু দৃষ্টান্ত প্রচলন করিয়া ১৩২১ সাল শ্রীশ্রীসরস্বতীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। রাজদরবারের সনাতন প্রথানুসারে মহারাজানুগৃহীত এই সাহিত্য সম্মেলন যুগলের দরবারে ও সেবকগণের পদমর্য্যাদার অনুপাতে সমাদর লাভ ঘটিয়াছিল। সাহিত্য-সম্রাট হইতে সাহিত্যপদাতিক পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদার মান পাইয়াছিলেন। কমলার কৃপাবঞ্চিত আমরা পাথেয়াভাব নিবন্ধন কোথাও যাইতে পারি নাই,—তবে লোকমুখে জয় জয় কার শুনিয়াছি।

শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি। ১৩২১ সাল এই শুভ সম্মিলনের জন্য ধন্যবাদার্হ। (৬)

সমাজের উন্নতি কল্পেও এই মহাশয় সাল অপ্রচুর আয়াস স্বীকার করেন নাই। পাটের বাজার মাটি হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের নগর-রাজ্ঞী ঢাকা "ভারতবর্ষের নিখিল কায়স্থ সম্মেলন"কে আহ্বান করিবার প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করিতে অপারগ হইলেও মুসলমান-বহুল ক্ষুদ্র বগুড়া "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার" সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুর্ব্বৎসরে একরূপ অসম্ভবকে সুসম্ভব করিবার নিমিত্ত যে কি সাধনা সাধিত হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় এবং তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী প্রেমাস্পদ সুহৃৎশ্রেষ্ঠ সেন মহাশয়ই অবগত আছেন। সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের দ্বারা অসাধ্যও যে সুসাধ্য হয়,—তাহা এই দুই কর্ম্মবীর পুনঃ প্রমাণিত করিয়াছেন। ১৩২১ সালে ইঁহারা একটি অত্যাবশ্যক শিক্ষা দিয়াছেন।

১৩২১ সাল আমাদের অর্থাৎ কায়স্থদিগের শিক্ষা ও উন্নতির দুইটি বড় বড় ভূচিহ্ন (landmark) রাখিয়া গিয়াছেন। (৮) "কায়স্থ পত্রিকা" অতি সন্তোষের সহিত প্রচার করিয়াছেন যে এম,এ, বি,এল উপাধিপ্রাপ্ত, বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ, বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ, সমাজের শ্রদ্ধা ও পূজার আস্পদ, দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসুজ মহাশয় স্বীয় পুত্রের শুভোদ্বাহোপলক্ষে বৈবাহিকের স্কন্ধ নিপীড়নকর কয়েক সহস্র মুদ্রার ভার পরমাত্মীয়ের স্কন্ধ হইতে নামাইয়া স্বীয় সুকোমল স্কন্ধে সংস্থাপন পূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়াছেন। "কায়স্থ পত্রিকার" এই সংবাদ মিথ্যা হইলে তাহার প্রতিবাদ দেখিতাম; তাই এ সংবাদ সত্য বলিয়া লোকে গ্রহণ করিতেছেন। হায় লোকে, অন্ততঃ সকল লোকে, কি অবগত আছেন, যে এই দেবতুল্য প্রিয়দর্শন, দেবতুল্য বিদ্বান্ (ছ) দেবেন্দ্র বিজয় বহুকাল হইতে নানাবিধ অপরা এবং পরা বিদ্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন? সকলে জানেন কি, ইনি "সমাজ ও তাহার আদর্শ" শীর্ষক এক অত্যুপাদেয় গ্রন্থরত্ন প্রণয়ণ করিয়া বাচনিক ও রাচনিক ভাবে সমাজের নিদ্রালস চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যুদ্দামবৎ জ্যোতিষ্মান্ আদর্শ রাখিয়াছেন, এবং সম্প্রতি স্বয়ং সেই আদর্শ কীলককে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের বক্ষোদেশে নিখাত করিলেন? সকলে জানেন কি, এই বাবু মহাশয় আজ শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল হইতে নিষ্কামধর্ম্মের প্রতীক স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে "কিঞ্চিৎ" নহে কিন্তু একেবারে সমূল সপল্লব আত্মস্থ করিয়া "বিজয়া ব্যাখ্যা" সমেত শ্রীগীতা ভগবতীর এক কাব্যময় বঙ্গানুবাদ প্রচার করত দেশে নিষ্কামধর্ম্মের উপদে-

(৬) সংস্কার ও পদমর্যাদা লাভেই সাহিত্যিকগণ বাঙ্গলা ভাষার কোনও উন্নতি করিতে পারেন নাই, নক্ষাগারে "বাপ মা" দুই, থাকিলে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিতেন না।

সম্পাদক।

(৮) আমরাও ক্রমে কটকের "বিদ্যানিধির" বিদ্যা অবগত করিতে পারিব দেখিতেছি।

(ছ) বিদ্বাংসো হি দেবাঃ। শতপথব্রাহ্মণ

ষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন? সেই গ্রন্থ বিরাটকায় ও বহুমূল্য, দরিদ্র বঙ্গবাসীর প্রত্যেকে যে সেই দিব্যানুবাদ ও বিজয়া ব্যাখ্যা ক্রয়করিয়া গ্রন্থকারের নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ প্রচারে সহায়তা করিবে, এরূপ আশা অল্প, তাই গীতার মর্ম্মজ্ঞ বসুজ মহাশয়

যদ্‌যদাচরতিশ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরোজনঃ।
"স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে ॥২১

গীতা, তৃতীয়াধ্যায়।

মহাবাক্য স্মরণপথে আনিয়া সম্প্রতি অতি সুপবিত্র নিষ্কামভাবে বৈবাহিকের মহদুপকার সাধন করতঃ দেশে নিঃস্বার্থ পরোপকারের এবং দেশ ও সমাজে নিষ্কাম হিতৈষণার মনু-মেণ্ট গর্ব্ব খর্ব্বকারী মহোচ্চ দৃষ্টান্ত রক্ষা করিলেন। হায়! কোথায় আজি সেই ঘটিরাম তোতারাম—নীলবাঁদর এণ্ড কোম্পানীর যমসদৃশ অকপট সমাজ-মিত্র মিত্র-নাটিকা? আজ যদি তিনি ভগবৎকৃপায় জীবলোকে থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিজ-গৃহে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সামজিক নক্সা বা নাটকের উপাদান পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন! হায় বঙ্গসমাজের ও বঙ্গ ভাষার দুর্ভাগ্য।

দ্বিতীয় ভূমিকের প্রদর্শক শ্রীদত্তজ সম্বন্ধে আর বেশী কি বলিব! বসুজই বলুন এবং দত্তজই হউন,—সকলেই আমাদের হৃদ্‌দুষ্টের ফল। আমরা অনেকেই সেই কথামালার কথিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত বুদ্ধিমান জীব। অথবা আমাদিগের হৃদয়, চরিত্র ও ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গুলিই নাই। ১৩২১ সাল, তুমি উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফার,—খুব ছবি দেখাইলে;—আমরা মূর্খ দর্শক, দেখিয়া হো হো হাসিলাম কিন্তু ঐ দেখ, আমাদের জননী ও জন্মভূমি অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন। কিন্তু যিনি চিরজীবী, সর্ব্বজ্ঞ,—যাঁহার বয়সের নিকট বর্ষীয়সী বসুন্ধরা ও বালিকা বলিলেই হয়, সেই মহাকালের রাজপ্রতিনিধি ১৩২১ সাল আমাদিগকে বলিতেছেন যে ভয় নাই, ভয় নাই। শুভ এবং অশুভের দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে,—থাকিবেও। আপাততঃদৃষ্টিতে অশুভ জয়লাভ করিতেছে বলিয়া বোধ হয় বটে;—কিন্তু অবশেষে শুভের জয় অনিবার্য্য। দেবাসুর সংগ্রামে, রাম-রাবণের যুদ্ধে, কুরু-পাণ্ডবের বিগ্রহে, শুভেরই জয় হইয়াছে। য়ুরোপেও অশুভের বিগ্রহ,দর্পের মূর্ত্তি,স্বার্থের শরীরী জার্ম্মান রণনীতির পরাজয় অনিবার্য্য। সাময়িক যুদ্ধে ও দুর্ব্বল মানব পদে পদে স্বার্থের নিকট বিদলিত হইলেও অবশেষে নিষ্কাম আদর্শেরই জয় হইবে। দুই একটী দেবব্রবিজয় অথবা বিজয় লালের পরাজয় দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না; দুই একজন পণ্ডিতের পতনে মূর্চ্ছা গেলে হইবে না; যুদ্ধে অনেক বীরের পতনে তবে জয় লাভ হয়। তাই ১৩২১ সাল বলিতেছেন "মাভৈঃ"।

১৩২১ সালে আমরা বহু দুঃখ সহিয়াছি, অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি! আগামীবর্ষে যেন সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি। হে নববর্ষ! হে ১৩২২ সাল, তোমার শ্রীচরণে এই [illegible] তুমি আমাদিগকে, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন মানুষ হইতে পারি। স্বাঃ

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

নববর্ষ।

(১)
নববর্ষ, বর্ষশেষে আসিলে আবার
কতবার আসিয়াছ,
কতবার চলেগেছ,
গতায়াত ধর্ম্মতব, নিয়তি তোমার,
এস নববর্ষ, তুমি এসহে আবার।

(২)
ফুরায়েছে বসন্তের মলয় বাতাস,
নবীন নীরদজালে,
সৌদামিনী নভস্তলে,
পুনঃ খেলে, পুনঃ অই নিদাঘ-নিশ্বাস—
দিগন্ত কাঁপায়, তার নিকটে নাই আশ।

(৩)
ধরিত্রী পরিয়াছিল নব অলঙ্কার,
নূতন মুকুলে ফুলে,
বসন্তের প্রীতিবলে,
পরিণত ফলে শোভা বাড়িল তাহার,
এস নববর্ষ তুমি এসহে আবার।

(৪)
শৈত্যের হিমানী-ক্লিষ্ট প্রাচীন তপন,
কাটায়ে বাসন্তীরাতি,
দিতেছে প্রচণ্ডভাতি,
তব আগমনে পেয়ে নবীন জীবন,
এস, নববর্ষ এস করি আবাহন।

(৫)
তব পরশনে হবে সুখের বিস্তার,
এই আশা হৃদেধরি,
অশেষ যতন করি,
ঢেকে রাখি মরমের ব্যক্ত হাহাকার,
এস, নববর্ষ, তুমি এসহে আবার।

(৬)
বর্ষ শেষে, নববর্ষ, আসিছ আবার,
অগস্ত্য হইয়া এবে,
গণ্ডূষে পুরিয়া তবে,
লও শুষে জগতের দুঃখপারাবার,
এস নববর্ষ, তুমি এসহে আবার।

(৭)
তোমার চরণে মম এই নিবেদন,
বিধাতার পুরস্কার,
পুণ্যপ্রভা অমরার,
আন সে সাবিত্রী সীতা সতী অতুলন,
কৃষ্ণার্জ্জুন ভীষ্ম-দ্রোণ মহারথিগণ।

(৮)
তোমার অম্লান রথে আন আরবার,
জনক বাল্মীকি ব্যাস,
কীর্ত্তিবাস কালিদাস,
নাশিতে এ ভারতের অজ্ঞান আঁধার,
ফোটাতে হাসির রেখা আলোকে ঊষার।

(৯)
তব আগমনে মম এই নিবেদন,
পার যদি একবার,
ঢেলেদাও উপহার,
সুখশান্তি প্রতিজনে, মৃতজনেপ্রাণ,
ক্ষুধার্ত্তের মুখে কর অন্নমুষ্টি দান।

(১০)

তব বৈজয়ন্তী-রথে আন আরবার,
প্রাণ মন ছিন্ন ক'রে,
শমন নিয়াছে হ'রে,
আমার সে ধর্ম্মপত্নী, প্রেমের আধার,
গৃহিণী বিহনে বৃথা গার্হস্থ্য আমার।

(১১)

এস, নববর্ষ তুমি এসহে আবার,
শিখাও কেমনে প্রাণ,
করে স্বার্থ বলিদান,
বহাও এ মরুবক্ষে মন্দাকিনীধার,
হতাশ পরাণে কর উৎসাহ সঞ্চার।

(১২)

সফল এ আগমন হউক তোমার,
কায়স্থ-সমাজ ধরি,
মঙ্গল আরতি করি,
তোমার উদ্দেশে শত করি নমস্কার,
এস নববর্ষ তুমি এসহে আবার।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

নববর্ষে আত্মনিবেদন।

দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করতঃ চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিতে চলিলেন। নানাবিধ অসুবিধা সত্বেও সভা যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে উন্নীত হইতেছেন, তাহাতে আমাদের নিরাশার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর আশার সঞ্চার হইতেছে—আশা হইতেছে সভা এই শৈশবেই যখন কায়স্থ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যখন দেশ ব্যাপী জাতীয় উন্নতির আন্দোলন উত্থিত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, অগণিত কায়স্থের তুলনায় যখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও চেষ্টা যত্নে সভা আজ বঙ্গের, অথবা বঙ্গের কেন সমগ্র ভারতীয়,স্বজাতীবৃন্দের ভক্তি ভালবাসা লাভ করিতে পারিয়াছেন তখন আমাদের নিরাশ হইবার বা দুঃখ করিবার কারণ মাত্র বিদ্যমান নাই। যদি উদ্যোক্তৃবৃন্দ ইহার আয়ুস্কাল বর্দ্ধিত করাইতে সক্ষম হন, যদি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের গণ্য, মান্য, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মহোদয়গণ সভাকে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তবে সভা যে ক্রমশঃই অভিলষিতের দিকে—উন্নতির দিকে—উদ্দেশ্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতঃপর আমরা আশা করি বঙ্গীয় কায়স্থ মাত্রই যেন সমাজের মঙ্গলের জন্য—কলঙ্ক মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। (ক)

(ক) বঙ্গীয় কায়স্থ সভা এখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, লেখক মহাশয়ের এই

জাতীয় সংস্কার গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবটি সভা প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্তও উত্থাপিত করিয়া আসিতেছেন। উহার সাফল্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা চরিত্রও করিতেছেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় শূদ্রত্বে নিমজ্জিত হীনত্ব প্রাপ্ত কায়স্থগণের এখনও চৈতন্য প্রাপ্তি সংঘটিত হইল না—এখনও মোহ নিদ্রা অপনোদিত হইল না—এখনও জাতীয় উন্নতি সংসাধিত করিবার বাসনাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উন্নতি পথের জঞ্জালজালকে দগ্ধীভূত করিল না, এখনও কলঙ্কিত সামাজিকগণের জড়ত্ব বিদূরিত হইল না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যেও বিষকুম্ভ পয়োমুখ কায়স্থগণের কর্ত্তব্যের উন্মাদনা আসিল না। সত্য বটে এ পর্য্যন্ত বহু কায়স্থসন্তান সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সংখ্যার তুলনায় ইহা সামান্য নহে কি? আমরা আজ দৃঢ়ভাবে বলিব ইহা অতি অল্প। এই অল্পত্বের হেতু কি? জড়ত্ব, অবসন্নত্ব, শূদ্রত্বের দাসত্ব, মুখাপেক্ষিত্ব, শাস্ত্র জ্ঞানের এবং সৎসাহস ও সদিচ্ছার একান্ত অভাব। যাঁহারা আজ পর্য্যন্তও সভার উদ্দেশ্য কয়েকটীর বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বা অনিচ্ছার বশবর্ত্তী নিবন্ধন ঐ গুলির কোন একটি বিষয়েও স্ব স্ব বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা, চেষ্টা ও যত্ন আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়কে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন নাই, জানি না তাঁহাদের নিকট সমাজ কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন কি না, জানি না তাঁহাদের নিকট সমাজের কোন সৎ ও শুভ উদ্দেশ্য সফলিত হইবে কি না, বুঝি না ঈদৃশ সংকীর্ণচেতা শূদ্রত্বে নিমজ্জিতগণের দ্বারা সমাজের আধি ব্যাধি, দুঃখ দৈন্য, ক্লেদ কর্দ্দম, উন্নতির অন্তরায়গুলি বিদূরিত হইবে কি না। এই ত্রয়োদশ বর্ষের চেষ্টায় যাঁহাদের চেতনা সম্পাদিত হইল না, তাঁহাদিগকে সমাজের শত্রু অথবা জাতীয় উন্নতি বিরোধী ব্যতীত আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?

যদি তোমার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বলিয়া অভিমান থাকে তবে তাহা দূর কর, যদি অগাধ সম্পত্তির অহমিকা তোমার কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিয়া থাকে তবে কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া অহমিকা বিনষ্ট কর, যদি জাতীয় অভিমান ও জাতীয় উন্নতি সাধনের ইচ্ছার অভাব থাকে তবে ভাই! তাহা সংগৃহীত করিবার উপায় অবলম্বন কর, নচেৎ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া কায়স্থ সমাজের অবমাননা করিবার অবসরের প্রতীক্ষা করিও না। হও তুমি ধনে মানে কুলে শীলে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সমাজের অনুশাসনের হস্ত হইতে তোমার নিষ্কৃতির উপায় নাই; হও তুমি রাজা, মহারাজা, জমিদার তালুকদার তবু তুমি সমাজগণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত, হও তুমি পরমুখাপেক্ষী—পরপদলেহনকারী তবুও তুমি সামাজিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখত ভাই! যে সমাজ শোণিত তোমার বর বপুর শিরায় শিরায় প্রবাহিত সেই সমাজ—সেই সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বাগ্রে রক্ষিতব্য সমাজ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছে কি না?

প্রকার অভিমত আমরা সমর্থন করিতে অপারগ। গত চৈত্র মাসের প্রতিভায় উক্ত সভা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। সম্পাদক

যে সমাজের সহিত তোমার সম্বন্ধ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, যে সমাজকে মনে ভাল না বাসিলে ও মুখে অবজ্ঞা করিবার সাধ্য তোমার নাই, সেই সমাজ এখন তোমাদেরই উপেক্ষায় কিরূপ অবনতির চরমে উপনীত হইয়াছে, তাঁহা আমাদের সকলেরই চিন্তনীয় বিষয় হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য! তুমি যত বড়ই হও সমাজকে ছাড়িবার ক্ষমতা তোমার নাই—অথবা তুমি যত ছোটই হও না কেন সমাজের আদেশ তোমার মান্য করিতে হইবে এবং সমাজের হিত চিন্তা করিতে তুমি লোকতঃ তুমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কিন্তু কৈ তোমার কর্ত্তব্যের প্রেরণা! কৈ তোমার উন্নতির ইচ্ছা! কোথায় তোমার সমাজ চিন্তা! হায় হায়! ইহাই তোমার কায়স্থ নামের পরিচয়—এইরূপ নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম এবং অবসাদসাগরে নিমজ্জিত থাকিয়াই তুমি কায়স্থ নামের সার্থকতা সম্পাদিত করিবে! কায়স্থ সমাজের ত্রয়োদশবৎসরের চেষ্টাতেও যদি তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতি ইচ্ছার বীজ উপ্ত না হইয়া থাকে, তবে আর হইবে বলিয়া কি আশা করা যাইতে পারে? ঐ দেখ সম্মুখে, পশ্চাতে বামে দক্ষিণে শত জনের সহস্র ভ্রুকুটী তোমার উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করিতেছে,—ঐ দেখ তোমার উন্নতির সূত্রপাতের প্রথম হইতেই হিংসুকেরা কত বাধা বিঘ্নের সমাবেশে যত্নপর—ঐ দেখ বিরোধীগণের বিদ্রূপবাণে প্রতিনিয়ত তোমার উদীয়মান সমাজকে জর্জ্জরিত করিতেছে, এই সকল উপেক্ষা করিয়া, পদদলিত করিয়া বিপক্ষের হিংসা-তাড়িত-প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া—বিস্ময় উৎপাদিত করিয়া মসীজীবী ক্ষাত্রতেজের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ এই ভস্মস্তূপে দণ্ডায়মান হইয়া, মহিমাদীপ্ত কায়স্থ-কীর্ত্তির পুনঃ স্থাপনের প্রয়োজন। সেই জন্যই আজ বর্ষ আরম্ভে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিতেছি কায়স্থ মহোদয়গণ! জাতীয় উন্নতির যে বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছে তাহার সুরে সুর মিলাইয়া এক মনে এক প্রাণে বলুন 'বন্দে চিত্রগুপ্তম্' জয় আদি পুরুষ চিত্রগুপ্তের জয়! শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া অনাদর ফুৎকারে উড়াইয়া বলুন জয় কায়স্থের জয়!

হয়ত তুমি বলিতে পার, কায়স্থ বলিয়া তোমার অভিমান আছে, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে তুমি গৌরব অনুভব কর কিন্তু উপবীত ধারণের প্রয়োজনীতা তুমি অনুভব কর না। আমরা বলিব আমাদের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। কারণ শাস্ত্রকারগণ বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন যে দ্বিজমাত্রেই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন। এই উপবীতই দ্বিজত্বের চিহ্ন—এই উপবীতেই দ্বিজের দ্বিজত্ব! এই উপবীতেই ভারতীয় আর্য্যের আর্য্যত্ব নিহিত! এই উপবীতই আর্য্য ও অনার্য্যের পার্থক্য সূচিত করিতেছে এবং এই উপবীতই কয়েস্থগণের আর্য্যত্বের—দ্বিজত্বের—ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকট নিদর্শন! যদি তুমি চিত্রগুপ্তজ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার কর তবে তুমি উপবীত ধারণ করিতে বাধ্য, অন্যথায় শূদ্রত্বের পরিহার তোমার একান্তই অসম্ভব। উপবীত না থাকিলে দ্বিজের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় না সুতরাং তাহার যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ নিষ্ফলত্বে পর্য্যবসিত হয়। বিশেষতঃ যখন আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, আমাদের ভিন্ন প্রদেশীয় দায়াদগণ সকলেই উপবীতধারী

কেবল আমরা বাঙ্গালী কায়স্থগণই উপবীত-হীন, তখন কি মনে হয় না যে আমাদের জাতীয় চিহ্ন উপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য! আবার যখন দেখিতে পাই আমাদের পুণ্যপূত পূর্ব্বপুরুষগণ দ্বিজ সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়াছেন এমন কি ন্যূনাধিক ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরিশোভিত রাজসভায় ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্মান ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহাদেরই বংশধর আমরা—বিষ হারাইয়া ঢেঁড়া আমরা—উপবীতহীনতার জন্যই শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়া কায়স্থকুলে কলঙ্ক আরোপিত করিতেছি তখন কি আমাদের জ্ঞান হয় না যে, আমাদের উপবীত গ্রহণ করা নিতান্তই আবশ্যক।

আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়াও যখন শূদ্র সম্বোধনে সম্বোধিত হইতেছি, তখন যে দোষে ঘৃণ্য ও হীন হইয়া পড়িতেছি, জাতীয় মর্য্যাদা এবং পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত কায়স্থ মাত্রেরই তদ্দোষ ক্ষালণার্থ শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণ-ধর্ম্ম গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং এখন আর আলস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকা অবিধেয়। সেই জন্যই আজ তারস্বরে অনুরোধ করিতেছি হে অনুপবীত কায়স্থ মহোদয়গণ! আর কালবিলম্ব না করিয়া অচিরে ক্ষাত্র সংস্কার গ্রহণ করুন—আমাদের আদি পুরুষ প্রসন্ন হউন!

সত্য বটে কায়স্থ সভার ও ধর্ম্মপ্রচারকগণের আন্দোলন ফলে অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমরা শূদ্র নহি—ক্ষত্রিয় সন্তান, আমরা নীচ নহি চিত্রগুপ্তদেবের বংশোদ্ভব, আমরা হীন নহি উচ্চবর্ণীয়; কিন্তু ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইলেই যে, তদনুযায়ী অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন ইহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না; তন্নিবন্ধন সংস্কার গ্রহণ ব্যাপারেও আবশ্যকানুযায়ী অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছে না। চতুর্ধাবিভক্ত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে একীভূত এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উপরিভাগ গুলিকে বিদূরিত করিতে হইলেও মূলতঃ সকলেই এক চিহ্নে চিহ্নিত না হইলে সুফলের আশা করা যায় না। ইহাতেও আমাদের উপবীত ধারণ করা প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়।

নিজের কাজ নিজে করাই যদি শিক্ষিত সম্মত হয়, তবে আজ আমরা সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করি আমরা যে কার্য্যকে—যে সংস্কার গ্রহণ ব্যাপারকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহা করিতেছি কৈ? আমাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতেছে কৈ? মুষ্টিমেয় কায়স্থ ব্যতীত সকলেই অকারণে কালক্ষয় করিয়া কার্য্য পণ্ড করিবার চেষ্টা উদ্যোক্তৃবৃন্দের উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতির অন্তরায় এবং বিরোধীদিগের হিংসার মাত্রা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, জীর্ণ শীর্ণ কায়স্থ সমাজ—ধিক্কৃত অবমানিত কায়স্থ সমাজ—পরমুখাপেক্ষী কায়স্থ সমাজ-চৈতন্যহীন—কর্ত্তব্যহীন—মর্য্যাদাহীন জাতীয় উন্নতি কামনা হীন হইয়া পড়িয়াছে; ইহাদের শরীরে ক্ষাত্র শোণিত প্রবাহিত হইতেছে না, কাজেই ইহারা আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছে। সামাজিকগণের এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনুপবীত কায়স্থ মহোদয়গণ এখনও কি আপনারা নিশ্চেষ্ট থাকিতে চাহেন? এত ঠাট্টা বিদ্রূপ ভ্রূকুটী ভঙ্গিতেও কি আপনাদের সংজ্ঞালাভ হইতেছে না?

এখনও কি আপনারা আকণ্ঠ শূদ্রত্বে নিমগ্ন থাকিয়া শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন? ধিক্ আপনাদিগকে। ধিক্ আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির। আর শতধিক্ আপনাদের সংকীর্ণতায়। যদি জাত্যাভিমান থাকিত তাহাহইলে এতদিন আপনাদিগকে সংস্কৃত দেখিতে পাইতাম; যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বংশীয় বলিয়া অভিমান থাকিত তাহা হইলে এতদিন উপবীতহীন থাকিয়া জাত্যুন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইতেন না এবং আপনাদেরই কর্ত্তব্য কার্য্যের শিথিলতায় উপবীতী কায়স্থগণ কিরূপ বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইতেছেন তাহা চিন্তা করতঃ অনুতাপের জ্বালা মালায় দগ্ধীভূত হইতেন। সুতরাং আজ প্রাণের প্রবল আবেগবশে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, হে উপবীতহীন কায়স্থগণ আপনাদের জন্য হিন্দুর নরক, মুসলমানের জাহন্নম, খৃষ্টানের হেল্, স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। যদি শূদ্রাচারী থাকিবার ও শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষাই বলবতী হইয়া থাকে তবে হিন্দুর প্রধান শাস্ত্র মনুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আপনাদের জাত কর্ম্মাদি নয়টী সংস্কার পরিত্যাগ করুন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিত একাসনে উপবেশন পরিত্যাগ করুন, তবে বুঝিব আপনারা শূদ্র নচেৎ দ্বিজের কতিপয় সংস্কারে সংস্কৃত থাকিয়া মুখে শূদ্রত্বের ভাণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু সমাজকে কলঙ্কিত করিবেন না।

ভো শূদ্রত্বাভিমানিন্! একবার শাস্ত্রের দিকে চাহিয়া দেখ, শাস্ত্রকার গৌতম তোমাকে কুক্কুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন তোমাকে কুক্কুরের ন্যায় অপবিত্র অস্পৃশ্য বলিয়াছেন। হে কায়স্থকুল ধুরন্ধর—আত্মসম্মান বিরহিত স্বনামধন্যগণ! একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখত ভাই। তোমার শূদ্রত্ব আর কুক্কুরত্ব এক কিনা। আমাদের শাস্ত্র সম্ভার তারস্বরে ঘোষিত করিতেছেন হে কায়স্থ। তুমি ক্ষত্রিয় বংশাবতংশ, তুমি দেব ক্ষত্রিয় ৺চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান, তুমি সচিবের বংশ সুতরাং শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। তবে কেন ভাই। স্বেচ্ছায় শূদ্রত্বের নিকট আত্মা বিক্রয় করিতে চাও? অন্যের সন্তোষবিধানার্থ মসীমলিন শূদ্রত্বের কালিমায়, ক্ষাত্র বীর্য্যোৎপন্ন কম-কলেবর কলঙ্কিত করিতে চাও, কোন্ ধারণার বশে জাতীয় মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিতে অগ্রসর হও, অথবা কোন্ কারণাধীনে পরের কথায় আপনার ও আপনার জাতির কার্য্য পণ্ড কর। যদি পবিত্র চিত্রগুপ্তবংশে যমের সচিববংশে প্রথম রাজার প্রথম মন্ত্রীর বংশে তোমার জন্ম বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে পুরাণের সহিত স্মৃতিশ্রেষ্ঠ মনুসংহিতা মিলাইয়া দেখ তুমি পূর্ণ ক্ষত্রিয়, তুমি মৌল, তুমি শাস্ত্রবিদ্, তুমি শূর, তুমি সন্ধিবিগ্রহকর্ত্তা, তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারক।

তাই আবার করজোড়ে কাতরকণ্ঠে বলিতেছি অনুপনীত ভ্রাতৃবৃন্দ। যদি কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, যদি আদিপুরুষ ক্ষত্রিয়দেব চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তবে এহেন সুবর্ণ-সুযোগ আর হেলায় হারাইবেন না। ঐ দেখুন বিভিন্ন প্রদেশীয় আমাদের স্বজাতীয়গণ আমাদিগের উপনয়ন গ্রহণের দিকে চাহিয়া মিলনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; ঐ দেখুন যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গীয় কায়স্থগণকে কায়স্থ বলিয়া

স্বীকার করিতেন না,মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী কায়স্থকে উপবীত গ্রহণ করিতে দেখিয়া, এইক্ষণে তাঁহারা আমাদিগকে কায়স্থ বলিয়া তাঁহাদের স্বজাতি বলিয়া তাঁহাদের দায়াদ বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা কি আমাদের কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক? যাহার জন্য আমরা জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতেছি, যাহার জন্য আমরা পূর্ব্বমর্য্যাদা লুপ্ত সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেছি— এস ভাই? আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই অমূল্য অতুল্য পরম পদার্থ নবগুণ-সম্পন্ন উপবীত গ্রহণ করি। আমাদের জাতির, আমাদের সমাজের মুখ উজ্জ্বল ও কল্যাণসাধিত হউক, কায়স্থ-সভা সকলের উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট পূর্ণ হউক। ইতি

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

নববর্ষের প্রীতিউপহার!

(১) ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নাই।

(২) ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান; তাঁহার কাছে পক্ষপাতিত্ব নাই

(৩) মায়াযুক্ত বদ্ধ-আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ বা ভাব বুঝিতে পারে না।

(৪) সত্যনিষ্ঠ হইলেই মঙ্গল আবির্ভূত হয়, এবং তাহা হইতে শ্রী, সম্পদ, প্রীতি ও শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

(৫) প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাস কখনই নিষ্ফল হয় না, বরং তাহা হইতে মূল্যবান ফলপ্রাপ্তি হয়।

(৬) কোন বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই দ্রব্য লাভ করা, দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ।

(৭) ধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা থাকিলে চির-জীবন পরমসুখে বাস করা যায়, অধিকন্ত মৃত্যুতেও অশান্তি উপস্থিত হয় না।

(৮) ঈশ্বরে অকৃত্রিম বিশ্বাসই আত্মার চক্ষু স্বরূপ। ইহা হইতেই ক্রমে তাঁহার সকল ভাব বুঝিতে পারা যায়, এবং তিনি সেই বিশ্বাসী ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

(৯) আমি ঈশ্বরে, এবং ঈশ্বর আমাতে; প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত ইহা মনে প্রাণে বুঝিতে পারেন।

(১০) মহৎ ব্যক্তিরাই যাবতীয় সৎকার্য্যের নেতা।

(১১) স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে নেতৃত্বপদ লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। (ক)

(১২) মুখে সুধু উপদেশ দেওয়া ও প্রকৃত কার্য্যকরা, দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। (খ)

(ক) কায়স্থ সমাজের নেতাগণ এই কথা মনে রাখিবেন। সঃ

(খ) কায়স্থ সভার বক্তাগণ ইহা মনে রাখিবেন। সঃ

(১৩) সাধু ব্যক্তিগণ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা পরোপকারেই নিরত রহেন।

(১৪) সাধুরা পরোপকারার্থেই জীবন ধারণ করেন। তাঁহাদের নিজস্ব কিছুই নাই।

(১৫) সংসারের ও জগতের হিতের জন্য পরমপিতা পরমেশ্বর সময়ে সময়ে বড়লোকদিগকে এই ধরা ধামে প্রেরণ করেন।

(১৬) অকৃত্রিম প্রেমই মুক্তিলাভের কারণ।

(১৭) যাঁহার হৃদয়ে প্রেম আছে তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর বর্ত্তমান।

(১৮) স্বার্থত্যাগ না করিলে প্রকৃত ভালবাসা জন্মে না।

(১৯) জীবে ও ঈশ্বরে অনন্ত প্রভেদ।(গ)

(২০) ঈশ্বরে আত্মসমার্পণ করিতে ভারতবাসী,এবং জড়বিজ্ঞানাদির উন্নতি করিতে য়ুরোপবাসী শ্রেষ্ঠ।

(২১). ভক্তের উপাসনার ভাষা মুখদিয়া বাহির হয় না, হৃদয় হইতে উত্থিত হয়। সে ভাষার ব্যাকরণ নাই।

(২২) ফললাভেই প্রার্থনার শক্তি বুঝা যায়।

(২৩) প্রার্থনায় মুখ খুলিতে হয় না। হৃদয় খুলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

(২৪) কাতর হৃদয়ের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে শীঘ্র গমন করে।

(২৫) পাপের বাসস্থান হস্তে বা পদে নহে পাপ হৃদয়ে বাস করে।

(২৬) সংসারের মায়া মোহ হইতে যে যত দূরে যায়, সে তত ঈশ্বর রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হয়।

(২৭) শিশু সন্তানের মুখের হাসি এত মধুর কেন? যেহেতু তখন তাহার হৃদয়ে পাপের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। চিত্ত সরল হইলে হাস্যে মধুরতা থাকে।

(২৮) বিপদের মধ্য দিয়াই সম্পদ আগমন করে। দুঃখই সুখের মূল।

(২৯) ঈশ্বরের উক্তি সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত।

(৩০) স্বার্থত্যাগ না করিলে প্রেমের পথে বিচরণ করা যায় না।

(৩১) ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

(৩২) যাহাকে সকলে ভালবাসে ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাঁহাকে সাধু বলা যায়।

(৩৩) যে ব্যক্তিকে সকলে মান্য করে, যাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য করে, পরোপকারই যাঁহার ধর্ম্ম,তাঁহাতে ভগবানের বিভূতি অধিক পরিমাণে আছে বুঝা যায়।

(৩৪) আলস্যের সদৃশ শত্রু নাই।

(৩৫) যে ব্যক্তি বহুভাষী তাহার অধিক কথাই অসার।

(৩৬) যাহার কথায় ও কাজে মিল নাই, তাহার উপর আস্থাস্থাপন করা যায় না।

(৩৭) দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে অগ্রসর না হয় তাহার জন্মই বৃথা।

(৩৮) পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা ঘৃণিত কার্য্য আর নাই। (ঘ)

(গ) "জীবোব্রহ্মৈব না পরঃ" ইহাই বেদান্তের অদ্বৈত ভাব। সঃ

(ঘ) এইজন্য বঙ্গের মহিলাবৃন্দ কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হওয়া উচিত। সঃ

(৩৯) বিলাসের দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত, কেননা তাহাতে ইন্দ্রিয়-চাপল্য হইতে পারে, এবং দরিদ্রতা আনয়ন করে।

(৪০) চালুনির স্বভাব এই যে, সে ভাল বস্তু ফেলিয়া দিয়া মন্দ বা অসার বস্তু বক্ষে ধরিয়া রাখে, ভাল জিনিষ নিচে ফেলিয়া দেয়। আর—কুলোর স্বভাব এই যে, সে মন্দ ফেলিয়া দিয়া ভাল বা সার বস্তু বুকে ধরিয়া রাখে। (ঙ)

সমাগত নববর্ষের ১ম দিবস, শুভ ১লা বৈশাখে সম্পাদক মহাশয়কে নমস্কার করি। তিনি সর্ব্বতোভাবে জংযুক্ত হউন। অস্ত তাঁহার প্রাণাধিকা কুমারী "প্রতিভা" ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। (চ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা।

(ঙ) বঙ্গীয় কায়স্থ সভা কতকটা চালুনীর মত, উদ্যমী স্বার্থত্যাগী কর্ম্মীর সভার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইলে, উহার মঙ্গল সুদূর-পরাহত। সঃ

(চ) লেখক মহাশয় আমাদের প্রতি-নমস্কার গ্রহণ করুন। প্রতিভা কায়স্থ সমাজের বাক্‌নাম্নী কন্যারূপ তাঁহার আশী-র্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে। সঃ

বহরমপুরে বঙ্গদেশীয় মোক্তার-সমিতির তৃতীয় বার্ষিকাধিবেশন।

বিগত ২০এ ও ২১এ চৈত্র বহরম পুরে মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের ব্যাঙেটিয়া উদ্যানে বঙ্গদেশীয় মোক্তার সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্য একটী প্রশস্ত ও সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ তলে সম্পাদিত হয়। একে দুর্ব্বৎসর, তাহাতে আবার একই সময়ে বগুড়ায় কায়স্থ সভা, কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সমিতি, ও বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হওয়ায় এবারে প্রতিনিধি সংখ্যা অনাধিক একশত মাত্র হইয়াছিল।

প্রথমদিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বহরম পুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার শ্রীযু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ও সম্মিলনীর সভাপতি বর্দ্ধমানের খ্যাতনামা মোক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়, গীতি ও ঐকতান বাদনের পর স্ব স্ব অভিভাষণ পাঠ করিলেন। আবাহন সংগীটী নিম্নে দিলাম।

একতালা।

স্বাগত হে সুধীবন্ধু-সমাজ—
স্বাগত এ শুভ মিলনে।
মিলন মন্ত্রে বরিয়া লইনু—
মোদের এ দীন ভবনে।

মিলন হউক মোদের কর্ম্মে,
মিলন হউক মোদের ধর্ম্মে,
মিলন হউক মোদের মর্ম্মে,
একই লক্ষ্য সাধনে।
বাধা না রহিলে জাগে না শক্তি,
দুঃখ নহিলে জাগে না ভক্তি,
বন্ধন মাঝে জাগাতে মুক্তি,
মিলেছি আমরা মিলনে।
শুভ হো'ক আজি এই আরম্ভ,
দূর করি নিজ মতের দম্ভ,
একটী মন্ত্র হৃদয় যন্ত্রে,
ধ্বনিয়া উঠুক গগণে।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবাবলী গৃহীত হইবার পর সভাপতি প্রভৃতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা-ভঙ্গ করা হয়। আগামী বর্ষে, ঢাকার বিখ্যাত মোক্তার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে, ঢাকায় অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হয়।

এই সম্মিলনীর কার্য্যে কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলেও দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি স্থানান্তরে ছিলেন। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার, স্থানীয় অন্যতম জমীদার শ্রীযুক্ত শ্রীবনবিহারী সেন মহোদয়, বহরমপুরের সিবিলিয়ান্ ও ইংরাজ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও কতিপয় প্রতিষ্ঠাশালী উকিল মহাশয়েরা উপস্থিত থাকিয়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করায় প্রতিনিধিগণ নিতান্ত বাধিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্যও আশানুরূপ উৎসাহ ও দক্ষতা সহকারে পরিচালিত হইয়াছিল।

উদ্যানস্থ বৈঠক খানার সুরম্য ও সুবৃহৎ অট্টালিকায় হিন্দু প্রতিনিধি গণের ও তৎসন্নিহিত অপর একটী সুন্দর অট্টালিকায় মুসলমান প্রতিনিধি গণের অবস্থিতি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণ ও কাসিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের কার্য্য কারক মহাশয়েরা অভ্যর্থনা ও আহারাদি সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা প্রতিনিয়ত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান করায় কোনরূপ ক্রটীর কার্য্য হয় নাই। সকলকেই আমরা আমাদের হৃদয়োত্থিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে মোক্তার সম্মিলনীর উৎপত্তি ও মুখ্যউদ্দেশ্য কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন যে বিগত ১৯১২ খৃঃঅব্দে মোক্তার ব্যবসায়ী দিগের অবস্থা এই বহরমপুরে অতিশয় শোচনীয় হয়; তাৎকালিক বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ হামিল্টন মহোদয় তাঁহার অধীনস্থ মোক্তার দিগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোন কার্য্যেই উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতেন না। ফৌজদারী কার্য্য বিধি ৪ (১) ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুমতি ভিন্ন মোক্তারগণ কোন পক্ষের কাজই করিতে পারেন না। সাহেব মহোদয় মোক্তার দিগকে অনুমতি না দেওয়ায় তাঁহাদিগের ব্যবসায় একপ্রকার রহিত হয়। এই সময় মোক্তারদিগের সমবেত চেষ্টায় তাঁহাদিগের অবস্থার উন্নতিকল্পে, একটী সম্মিলন হইয়াছিল। আমাদিগের প্রিয় সম্রাট বর্ত্তমান সময় একটী ভীষণ যুদ্ধে আবদ্ধ হইলেও আমরা আশা করিতে পারি যে তিনি দরিদ্র প্রজাগণের দীন প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায়

করিবেন। আমরা সম্রাটের অতি নিঃস্ব প্রজা, কোন ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিলেই আমাদিগের ব্যবসায় রহিত করিতে পারেন। সম্রাটের ভারতীয় দরিদ্র প্রজাদগের পক্ষ আদালতে সমর্থন করাই আমাদিগের ব্যবসায়, আমরা যৎসামান্য অর্থে দরিদ্র প্রজাদিগের কার্য্য করিয়া থাকি, উকিল নিযুক্ত করা যে বহু অর্থের প্রয়োজন তাহা তাহাদিগের সাধ্যাতীত। এই জন্য আমাদিগের প্রথম প্রার্থনা এই যে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৪ দফাপরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে নূতন ক্ষমতা দেওয়া হউক। ১৮৮০ খ্রীঃঅব্দের অগ্রে যে সকল রেভিনিউ এজেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারা খাজনার মোকদ্দমায় উকিলদিগের ন্যায় দলিল দস্তাবেজ দাখিল ও ছওয়াল জবাব করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা উক্ত সনের পরবর্ত্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাদিগকে ঐরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় না। এই জন্য আমাদের প্রার্থনা যে ১৮৮০ পূর্ববর্ত্তী রেভিনিউ এজেন্ট গণ ও পূর্ব্বের এজেন্টগণের ন্যায় খাজানার মোকদ্দমায় সমান ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনে যে বিধানের কথা আমারা উল্লেখ করিলাম তাহা সুশানিত মুক্ত তরবারির ন্যায় আমাদের মস্তকের উপর নিরন্তর ঝুলিতেছে।

এই সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ইংরাজিভাষার যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে ও আনুপূর্ব্বিক ঐ সকল বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। আমরা আশা করি আমাদিগের ন্যায়বান বঙ্গাধিপ শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মোক্তার গণের আবেদন পত্রে তাহারা যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহা দুরীভূত করিবেন।

বিগত ৪ঠা এপ্রেল সভাভঙ্গের প্রাক্‌কালে নিম্ন লিখিত সুন্দর বিদায় সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। (ক)

সাহানা একতালা।

এস হে সুহৃদগণ আসিলে যদি এবার।
সুখে থাক মনে রেখো এই চাহি বারে বার॥
আমরা বন্ধু সকলে রব না তোমাদের ভুলে।
বাজিবে হৃদয় মাঝে মধুর স্মৃতির তার॥
তোমাদের গুণের কথা হৃদয়ে রহিল গাঁথা।
(তাই) তোমাদের আশাতে আজি আনন্দে
মগন॥
লভহে দীর্ঘ জীবন সম্পদ যশ সম্মান।
হইব সকলে সুখী মিলিব যবে আবার॥

কুষ্টিয়া। শ্রীহৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা।

(ক) মেদীনীপুর, কৃষ্ণনগর, যশোহর, ফরিদপুর ইত্যাদি স্থানে আমি ৩০ বৎসর কাল ডিপুটী মাজিষ্টেট এবং কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছি। মোক্তারগণকে আমরা আমাদিগের নিজ স্বগণ বলিয়াই গ্রহণ করিতাম; কারণ তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত আমাদের আদালতে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতেন। আমার মনে হয় না যে এই সুদীর্ঘ কালে মোক্তারগণ আমার নিকট কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সর্ব্ববিধ দেশের মঙ্গল কার্য্যে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন।

সম্পাদক

মানুষের নিরুপায়ত্ব।

১। পৃথিবীর সভ্যতা বাড়িতেছে, জীব-জগৎ ক্রমেই উন্নততর পদবীতে সমারূঢ় হইতেছে, মানুষের জ্ঞান সংবর্দ্ধিত হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতাও বাড়িতেছে এবং ইহাও অভ্রান্ত সত্য যে মানুষ পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চায় এসংসার বিপণিতে ক্রমশঃই লাভবান হইতেছেন এবং তড়িৎ বাষ্প প্রভৃতি মানুষের আজ্ঞাধীন হওয়ায় মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণ মুষ্টিতে পর্য্যবসিত হইতেছে। কিন্তু এই সমুদায় আশার মধ্যেও যথেষ্ট হতাশার ছায়াও বিদ্যমান রহিয়াছে। যেহেতু মানুষ তাঁহার সুখ সমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা পর-প্রত্যাশী। এমন কি তাঁহার জীবন ধারণ ও সংরক্ষণ পরের অনুগ্রহ ব্যতীত অসম্ভব। এজগতে অনাবিল সুখ নাই, চিরস্থায়ী আলোকও নাই, চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, চিরজ্যোতির্ম্ময় মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণ জালেও রাহুর ছায়াপাত আছে। আজ আমরা এস্থলে মনুষ্য জীবনের আলোকের শুভ্র রশ্মি পরিহার করিয়া অন্ধকারের ভাগ দেখাবার চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আজ মনুষ্যজীবনের নিরুপায়ত্বের দিকে আকর্ষণ করিব। মানবগণ জননীগর্ভে সূতিকা গৃহে, কর্ম্মক্ষেত্রে, মৃত্যুমুখে, অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা পর প্রত্যাশী এবং ভবের ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়নক স্বরূপে নিরুপায়ত্বের নিশান উড্ডীন করিয়া রহিয়াছেন। নিরন্তর নিরুপায়ত্বের আভা বিকীরিত করিয়া সংসার রঙ্গমঞ্চে মানুষ যে দণ্ডায়মান তাহাই প্রতিপন্ন করিতে এ প্রবন্ধে চেষ্টা পাইব। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনী শিক্ষাপ্রদ এবং পৃথিবীর নশ্বরতা প্রতিপাদনে এবং মোহাচ্ছন্নতার অপনোদনে মনুষ্যজীবনের নিরুপায়ত্বের প্রদর্শন অত্যাবশ্যক।

২। মানুষ মাতৃগর্ভে কিরূপে জীবন সংরক্ষণ করে তাহা ধারণাতীত হইলেও সাধারণ অপার করুণার মহিমায় যে সে তাহা দিনে দিনে প্রতিপালিত হইয়া থাকে তাহা ভুলিবার নহে, ইহা ধ্রুব সত্য। এই সুজাতী বোধহয় জীব জগতের সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট, তবে মানুষ কিন্তু সার্ব্বভৌম গর্ভাবাসে অবস্থিত হইয়া [illegible] তাহার [illegible] নয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব শিশু সৃষ্টিকর্ত্তার অলঙ্ঘ্য বিধানে মাতৃস্তনের অমৃতময় দুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া দিনে দিনে শশী কলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাও স্নেহময়ী জননীর যত্ন ও চেষ্টা। অভাব হইলেই মানব শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিরুপায় মানব শিশুর তখন একমাত্র এই বিধানই। কি জানি কাহার অভিশাপে শিশু শরীরে অমনি রোগের সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং প্রতিকারের জন্য সুচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এইরূপে মানব শিশু প্রথম হইতেই পরকীয় সাহায্য [illegible]। [illegible] জননীর সাহায্য গ্রহণে মানব শিশু [illegible] স্ফূর্ত্ত হইতে থাকে এবং শিশু উঠিতে শিখিতে

বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শতসহস্র উত্থান পতনে, আলিঙ্গনে, পরকীয় সহায়তা গ্রহণে ক্রমে নরশিশু শৈশবকাল পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া বাল্যে সমুপাগত হয় এবং তখনও পরের প্রতিপাল্য হইয়া শরীর ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে থাকে। এইরূপে শৈশব ও বাল্য জীবনেও মানব শিশু প্রাতিনিয়ত নিরুপায়।

৩। মানবীয় শক্তির বিকাশ ও উন্নতি চিরদিনই শিক্ষা সাপেক্ষ এবং শিক্ষা ব্যতীত মানুষ মানুষরূপেই বিকশিত হইতে পারেনা। এই হেতুই পৃথিবীর সমুদায় সভ্যদেশে সকল স্থানেই শিক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে। এই শিক্ষা এবং তাহার বিকাশ ও উন্নতি চিরদিনই সর্ব্বাংশেই অন্যোন্য প্রতীক্ষ।

৪। বাল্য ও কৈশোর এইরূপে পরানুগ্রহে কাটাইয়া মানুষ যৌবনে পদার্পণ করিলেই পিপাসু ইন্দ্রিয়ের প্রবল আকর্ষণে দিশাহারা হইয়া, পুরুষ রমণীর অনতিবিকশিত কোমল প্রাণের সহিত আপনার গভীর প্রাণের অতি গভীর প্রীতি প্রবাহ মিশাইয়া পরকীয় পাদপীঠে দ্রবীভূত প্রাণটাকে সর্ব্বাবয়বে ঢালিয়া দিয়া সুখান্বেষণে নিযুক্ত থাকে। কি পুরুষ কি স্ত্রী এইরূপে তাহার জীবনের অত্যুজ্জ্বল দিনেও অনবরত পরমুখাপেক্ষী এবং এইরূপে তাহার সুখও শান্তি সম্পূর্ণ অন্যের উপর নির্ভর করে। (ক) জনসমূহ পিতামাতায় অটল নির্ভরতা সংস্থাপন করেন এবং কালসহকারে তাঁহাদের তিরোধান ঘটিলেই রোরুদ্যমান মানবের হাহাকারে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে থাকে। ভ্রান্তি বিহ্বল মানুষ পুত্র কন্যায় মায়ার পুতুল সৃজন করিয়া থাকেন এবং পত্নীতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধ্যান মগ্ন তপস্বীর মত ভাবাবিষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়েন এবং সতীসাধ্বী রমণীও স্বামীর চরণপ্রান্তে স্বীয়মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থা হন। কিন্তু বিশ্বজনীন নিয়মে দুরন্ত কালকীট যখন তাঁহাদের জীবন তন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলে তখন মোহান্ধ মানুষের আর দুঃখের পরিসীমা থাকেনা। তখন তাঁহারা শোকের অসহ্য অরুন্তুদ তুষানলে দিবারাত্রি দগ্ধীভূত হইতে থাকেন এবং সংসার চক্রব্যূহে অভিমন্যুর ন্যায় নিঃসহায় অনুধাবনে দশদিক আঁধার দেখিতে রহেন। এইরূপে তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়েই তাঁহারা নিরুপায় এবং তাঁহাদের সুখশান্তি সম্পূর্ণ অন্যের উপর নির্ভর করে। ক্রমে প্রৌঢ়দশা উপস্থিত হয় তখন ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইতে থাকে এবং সর্ব্বতোভাবে পর প্রত্যাশী হইয়া অবসন্ন হৃদয়ে দারুণ বার্দ্ধক্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। অবশেষে দারুণ বার্দ্ধক্য তাহার যাতনা রাশি লইয়া সমুপাগত হইলেই মানুষ নিরুপায়ত্বের ক্রোড়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন এবং ইহা মর্ত্ত্য মানবের অদৃষ্ট চক্রের অপরিহার্য্য পরিণতি মনে করিয়া বর্ষাম্বুপ্লাবনে ছিন্ন কমলিনীর ন্যায় সংসার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই তরঙ্গ বিক্ষোভে জীবনাহুতি দানে কৃতার্থ হয়েন। এই তো অধিকাংশ লোকের জীবন বৃত্তান্ত। আবার কেহবা অকস্মাৎ মলমূত্রত্যাগ সময়ে, কেহবা রাজাসনে

(ক) কিন্তু শিক্ষা ও দীক্ষাবলে যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই পুরুষকারের প্রবল শক্তিদ্বারা মানুষ সকলকেই নিজ আয়ত্তাধীন করিতে পারে। যাহার পুরুষকার নাই সে মানুষ নহে, সে পশু। সম্পাদক।

অতর্কিত ভাবে ঢলিয়া পড়েন, প্রাণ বায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় মাটির দেহ মাটিতেই পড়িয়া রহে। দেখিতে না দেখিতে কেহ বা শৈশবে কেহবা বাল্যে কেহবা যৌবনের প্রথম অভিষেকেই অকালশুষ্ক কুসুমের ন্যায় ঝরিয়া পড়েন। সুতরাং "এই আছে এই নাই" ইহাই মানবের মানবত্ব ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতা। আজ তাহার হৃদয়ে আশা বীজ অঙ্কুরিত, কল্য তাহা মুকুলিত হওয়ায় সে পরশু স্বর্গ শোভা দেখিল, কিন্তু হায় তৃতীয় দিনে অজ্ঞাত কোথা হইতে যেন তুষার আসিয়া সে আশা লতাকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিল। তাহার প্রভুত্ব, পদ সম্মান সকলই বিলুপ্ত হইল। হায় হায়! এইতো মানুষের ক্ষণভঙ্গুর অবস্থ—এইতো তাহার পার্থিব জীবনের পরিণতি। এহেন পদ্মপত্রে জল সম মনুষ্য জীবন নিরুপায় নয়তো এবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর নিরুপায় কে!

৫। দেহাবসানে মনুষ্য জীবনের কি গতি হয় তাহা অনেকেই সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন, তবে আত্মা অবিনশ্বর সুতরাং পরকালেও জীবাত্মা কর্ম্মানুযায়ী শরীর ধারণে এইরূপ নিরুপায়েতো নিশান উড্ডীন করিয়া বায়ুমণ্ডলে অথবা অন্য কোন গ্রহ কি উপগ্রহে বিচরণ করিয়া সুক্ষ্ম শরীরে কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়েন,—ইহা বর্ত্তমান সময়ে একরূপ প্রতিপাদিত ঘটনা। সুতরাং বৈচিত্র্যময় মানব-জীবনের এইতো উত্থান ও পতন! এইতো উৎকর্ষ ও অপকর্ষ! এইতো তাহার প্রদীপ্ত তেজ ও প্রতিভার পরিণতি! প্রকৃতপক্ষে জীব-জগতে মানুষের ন্যায় নিরুপায় জীব আর নাই। অন্যান্য প্রাণী তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক অভাব পূরণে, জীবন সংরক্ষণ এবং আহার্য্য সংগ্রহে এত নিরুপায় নহে! তাহাদের আহার্য্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং তাহা তদনুরূপ ভাবেই গৃহীত। তাহাদের চিকিৎসা বিষয়ে তাহারা স্বয়ং সিদ্ধ, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার বংশেই স্বতঃবিকশিত এবং তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ বিধাতা কর্ত্তৃক তাহাদের স্বীয় স্বীয় শরীরই প্রদত্ত। সুতরাং মানুষের ন্যায় তাহারা সর্ব্ববিষয়ে পরপ্রত্যাশী নহে। অতএব মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা নিরুপায়। গৃহপালিত পশুগুলি মনুষ্যের আত্মাধীন থাকিলেও তাহারা সর্ব্বতোভাবে মানবের ন্যায় নিরুপায় নহে। কিন্তু তথাপি মানব জীব-জগতের রাজা!—সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ! সৃষ্টজগতের মুকুটমণি! এবং ইহাই মানব-জীবনের মহিমা!

সূর্য্য মেঘপটলকে প্রভাত কান্তিতে রঞ্জিত করিয়া মানুষের আনন্দ জন্মাইতেছে, চন্দ্রমার অমল স্নিগ্ধ কৌমুদী কুসুমদল হাসিয়া তাহারই প্রীতির সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। বিহঙ্গমগণ সুললিত কলকণ্ঠে প্রীতি সঙ্গীত গাহিয়া মানবের চিত্তবিনোদন করিতেছে। তরুলতা কুসুমনেত্র বিকশিত করিয়া এবং সুবিস্তৃত সাগরের সুনির্ম্মল সলিলরাশি তাহারই সুখশান্তির জন্য প্রাতর্নিয়ত চঞ্চল করিতেছে। মানুষের হৃদয় মন এবং প্রাণ এইরূপে পরাধীন করুণা [illegible] বিমোহিত [illegible] ঘাম ও শান্তিলাভ [illegible] এইরূপে মানুষ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে জীবনের প্রতিপদ বিক্ষেপে, প্রতি ক্রিয়া কলাপে সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী, এই যে সংসারে সকল স্থানেই অহোরাত্র

অভ্যস্ত হইতে থাকে। শতসহস্র উত্থান পতনের অভিনয়ে, পরকীয় সহায়তা গ্রহণে ক্রমে নরশিশু শৈশবকাল পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া বাল্যে সমুপাগত হয় এবং তখনও পরের প্রতিপাল্য হইয়া শরীর ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে থাকে। এইরূপে শৈশব ও বাল্য জীবনেও মানব শিশু প্রাতনিয়ত নিরুপায়।

৩। মানবীয় শক্তির বিকাশ ও উন্নতি চির দিনই শিক্ষা সাপেক্ষ এবং শিক্ষা ব্যতীত মানুষ মানুষরূপেই বিকশিত হইতে পারেনা। এই হেতুই পৃথিবীর সমুদায় সভ্যদেশে সকল কালেই শিক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে। এই শিক্ষা এবং তাহার বিকাশ ও উন্নতি চিরদিনই সর্ব্বাংশেই অন্যোন্য প্রতীক্ষ।

৪। বাল্য ও কৈশোর এইরূপে পরানুগ্রহে কাটাইয়া মানুষ যৌবনে পদার্পণ করিলেই পিপাসু ইন্দ্রিয়ের প্রবল আকর্ষণে দিশাহারা হইয়া, পুরুষ রমণীর অনতিবিকশিত কোমল প্রাণের সহিত আপনার গভীর প্রাণের অতি গভীর প্রীতি প্রবাহ মিশাইয়া পরকীয় পাদ পীঠে দ্রবীভূত প্রাণটাকে সর্ব্বাবয়বে ঢালিয়া দিয়া সুখান্বেষণে নিযুক্ত থাকে। কি পুরুষ কি স্ত্রী এইরূপে তাহার জীবনের অত্যুজ্জ্বল দিনেও অনবরত পরমুখাপেক্ষী এবং এইরূপে তাহার সুখও শান্তি সম্পূর্ণ অন্যের উপর নির্ভর করে। (ক) জনসমূহ পিতামাতার অটল নির্ভরতা সংস্থাপন করেন এবং কালসহকারে তাঁহাদের তিরোধান ঘটিলেই রোরুদ্যমান মানবের হাহাকারে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে থাকে। ভ্রান্তি বিহ্বল মানুষ পুত্র কন্যায় মায়ার পুতুল সৃজন করিয়া থাকেন এবং পত্নীতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধ্যান মগ্ন তপস্বীর মত ভাবাবিষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়েন এবং সতীসাধ্বী রমণীও স্বামীর চরণপ্রান্তে স্বীয়মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থা হন। কিন্তু বিশ্বজনীন নিয়মে দুরন্ত কালকীট যখন তাঁহাদের জীবন তন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলে তখন মোহান্ধ মানুষের আর দুঃখের পরিসীমা থাকেনা। তখন তাঁহারা শোকের অসহ্য অরুন্তুদ তুষানলে দিবারাত্রি দগ্ধীভূত হইতে থাকেন এবং সংসার চক্রব্যূহে অভিমন্যুর ন্যায় নিঃসহায় অনুধাবনে দশদিক আঁধার দেখিতে রহেন। এইরূপে তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়েই তাঁহারা নিরুপায় এবং তাঁহাদের সুখশান্তি সম্পূর্ণ অন্যের উপর নির্ভর করে। ক্রমে প্রৌঢ়দশা উপস্থিত হয় তখন ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইতে থাকে এবং সর্ব্বতোভাবে পর প্রত্যাশী হইয়া অবসন্ন হৃদয়ে দারুণ বার্দ্ধক্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। অবশেষে দারুণ বার্দ্ধক্য তাহার যাতনা রাশি লইয়া সমুপাগত হইলেই মানুষ নিরুপায়ত্বের ক্রোড়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন এবং ইহা মর্ত্ত্য মানবের অদৃষ্ট চক্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মনে করিয়া বর্ষাম্বুপ্লাবনে ছিন্ন কমলিনীর ন্যায় সংসার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই তরঙ্গ বিক্ষোভে জীবনাহুতি দানে কৃতার্থ হয়েন। এই তো অধিকাংশ লোকের জীবন বৃত্তান্ত। আবার কেহ বা অকস্মাৎ মলমূত্রত্যাগ সময়ে, কেহবা রান্নাসনে

(ক) কিন্তু শিক্ষা ও দীক্ষাগুণে যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই পুরুষকারের প্রবল শক্তিদ্বারা মানুষ সকলকেই নিজ আয়ত্বাধীন করিতে পারে। যাহার পুরুষকার নাই সে মানুষ নহে, সে পশু। সম্পাদক।

অতর্কিত ভাবে ঢলিয়া পড়েন, প্রাণ বায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় মাটির দেহ মাটিতেই পড়িয়া রহে। দেখিতে না দেখিতে কেহ বা শৈশবে কেহবা বাল্যে কেহবা যৌবনের প্রথম অভিষেকেই অকালশুষ্ক কুসুমের ন্যায় ঝরিয়া পড়েন। সুতরাং "এইআছে এই নাই" ইহাই মানবের মানবত্ব ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতা। আজ তাহার হৃদয়ে আশা বীজ অঙ্কুরিত, কল্য তাহা মুকুলিত হওয়ায় সে ধরায় স্বর্গ শোভা দেখিল, কিন্তু হায় তৃতীয় দিনে অলক্ষ্যে কোথা হইতে যেন তুষার আসিয়া সে আশা লতাকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিল। তাহার প্রভুত্ব, পদ সম্মান সকলই বিলুপ্ত হইল। হায় হায়! এইতো মানুষের ক্ষণভঙ্গুর অস্থ—এইতো তাহার পার্থিব জীবনের পরিণতি। এহেন পদ্মপত্রে জল সম মনুষ্য জীবন নিরুপায় নয়তো এবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর নিরুপায় কে!

৫। দেহাবসানে মনুষ্য জীবনের কি গতি হয় তাহা অনেকই সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন, তবে আত্মা অবিনশ্বর সুতরাং পরকালেও জীবাত্মা কর্ম্মানুযায়ী শরীর ধারণে এইরূপ নিরুপায়ত্বের নিশান উড্ডীন করিয়া বায়ুনগুলে অথবা অন্য কোন গ্রহ কি উপগ্রহে বিচরণ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়েন,—ইহা বর্ত্তমান সময়ে একরূপ প্রতিপাদিত ঘটনা। সুতরাং বৈচিত্র্যময় মানব-জীবনের এইতো উত্থান ও পতন! এইতো উৎকর্ষ ও অপকর্ষ! এইতো তাহার প্রদীপ্ত তেজ ও প্রতিভার পরিণতি! প্রকৃতপক্ষে জীব-জগতে মানুষের ন্যায় নিরুপায় জীব আর নাই। অন্যান্য প্রাণী তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক অভাব পূরণে, জীবন সংরক্ষণ এবং আহার্য্য সংগ্রহে এত নিরুপায় নহে! তাহাদের আহার্য্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং তাহা তদনুরূপ ভাবেই গৃহীত। তাহাদের চিকিৎসা বিষয়ে তাহারা স্বয়ং সিদ্ধ, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার বশেই স্বতঃবিকশিত এবং তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ বিধাতা কর্ত্তৃক তাহাদের স্বীয় স্বীয় শরীরই প্রদত্ত। সুতরাং মানুষের ন্যায় তাহারা সর্ব্ববিষয়ে পরপ্রত্যাশী নহে। অতএব মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা নিরুপায়। গৃহপালিত পশুগুলি মানুষের আশ্রিত থাকিলেও তাহারা সর্ব্বতোভাবে মানুষের ন্যায় নিরুপায় নহে। কিন্তু তথাপি মানব জীব-জগতের রাজা!—সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ! সৃষ্টজগতের মুকুটমণি! এবং ইহাই মানব-জীবনের মহিমা!

সূর্য্য মেঘপটলকে প্রভাত কান্তিতে রঞ্জিত করিয়া মানুষের আনন্দ জন্মাইতেছে, চন্দ্রমার অমল স্নিগ্ধ কৌমুদী কুমুদকে হাসিয়া তাহারই প্রীতির সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। বিহঙ্গমগণ সুললিত কলকণ্ঠে প্রীতি সঙ্গীত গাহিয়া মানবের চিত্তবিনোদন করিতেছে। উদ্যানটা কুসুমনেত্র বিকশিত করিয়া এবং সুবিস্তৃত সরোবরের সুনির্ম্মল সলিলরাশি তাহারই সুখশান্তির জন্য প্রাতঃনিয়ত টলটল করিতেছে। মানুষের হৃদয় মন এবং প্রাণ এইরূপে পরাধীন করুণ মূর্ত্তি ... কাল ও ... এইরূপে মানুষ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে জীবনের প্রতিপাদ বিক্ষেপে, প্রতি ক্রিয়া কলাপে সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী, এই যে সংসারে সকল স্থানেই অহোরাত্র

একটী হাহাকার ভাব। সুখী ও দুঃখী সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধিহীন এবং বিলাসী ও সন্ন্যাসী সকলকেই অতৃপ্তির অঙ্কুশ তাড়নায় নিয়ত পীড্যমান হইতে দেখা যায় ইহার কি কিছুই অর্থ নাই? এই অঙ্কুশ তাড়না নিরুপায়ত্বের অপ্রতিহত প্রবর্ত্তনা, এবং তজ্জন্যই মানুষ মোহান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিলেও একসময়ে না একসময়ে সেই অন্ধকূপ হইতে নিরুপায়ত্বের আকর্ষণে আপনা আপনিই উঠিয়া বসিবে এবং তখনই দুর্দ্ধর্ষ ঔদ্ধত্য, দৈন্য নম্রতায়, পাষাণ কঠোর অকৃতজ্ঞতা প্রীতি-স্নেহে, এবং মোহ মদিরান্বিত সুখ সম্পদ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেন হৃদয়ের অতুলনীয় সম্পদে পরিণত হইয়া উঠিবে। আমাদের বুদ্ধি যতই কেন তীক্ষ্ণ হউক না, বিদ্যা যতই কেন গভীর হউক না, আর যতই কেন সুবিস্তৃত হউক না, অভিজ্ঞতা যতই কেন বহুদর্শিতায় উদ্ভাসিত রহুক না, এখানে ভ্রান্তির হাত হইতে আর কাহারও অব্যাহতি নাই। সকলকেই এক সময়ে না একসময়ে নিরুপায় হইয়া লাঞ্ছিত হইতে হইবে এবং তজ্জন্যই উন্নতশীল মানুষও সংসার তরঙ্গে কিছুকাল এদিক ওদিক ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে থাকে বটে কিন্তু অনতি-বিলম্বেই অবনতির চড়ায় ঠেকিয়া পাষাণে বিনষ্ট হয় এবং তজ্জন্যই নেপোলিয়ান, সিজার এবং আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বীরপুরুষগণ সুগভীর বিষাদ-পূর্ণ হৃদয়ে জীবনের শেষাঙ্ক অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেবল মানুষের বুদ্ধি, মানুষের বীরত্ব, মানুষের কৌশলই যদি সর্ব্বশক্তিমান হইত তবে কি ত্রিভুবন বিজয়ী মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত হইতেন? বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ওয়াটারলুর সমরক্ষেত্রে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া সুদূর সেণ্টহেলেনা দ্বীপে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় দিনাতিপাতে বাধ্য হইতেন? এবং তাহা হইলে কি কতিপয় শত সিপাহি সৈন্য লইয়া লর্ড ক্লাইব সমগ্র বঙ্গের অধিপতি সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হইতেন? এবং সেদিন ক্ষুদ্র জাপান সম্মুখ সংগ্রামে কোটি অনিকিনী সমন্বিত মহাপ্রতাপান্বিত রুশিয়াকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইত? মানবীয় শক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই সীমাবদ্ধ এবং মানুষ অনেক সময়েই নিরুপায়। তাহার উৎসাহবহ্নি অন্যের সাহায্যে প্রজ্জলিত তাহার আশাকুসুম অন্যদীয় শক্তিদ্বারাই বিকশিত—তাহার অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তিও পরকীয় সাহায্যে অনুপ্রাণিত এবং তাহার বিজয়ভেরী চিরকালই অন্যদীয় সাহায্যে নিনাদিত।

৭। কি ভীষণ রণস্থলে, কি বিশাল সাগরবক্ষে কি শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানি মধ্যে, কি প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী উত্তরণে, কি অশ্বপৃষ্ঠে, কি পাদচারে, কি কুটীরে, কি প্রাসাদে সকল স্থলেই মানুষ অন্যের মুখাপেক্ষী এবং এমন কি আহারে, বিহারে, শয়নে, জাগরণে, জীবনের প্রতি ক্রিয়াকলাপে, প্রতিপাদ বিক্ষেপে মানুষ প্রতিনিয়ত পরাধীন এবং নিরন্তর নিরুপায় এবং তজ্জন্যই প্রসিদ্ধজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার বিশ্লেষণে বলিয়াছিলেন যে তিনি আজীবন অকূল বিজ্ঞান সাগরের তীরে বালকের ন্যায় উপলখণ্ড আহরণ করিয়াছেন মাত্র। ফলতঃ অসংখ্য

তারকা-বিলসিত-গগণপটের অনুপমা সুষমা, সাগর-গামিনী তটিনীর প্রাণ বিনোদন কুল-কুল-ধ্বনি, বিহঙ্গাবলীর শ্রুতি মধুর মনোমোহকর কূজন—শ্যামল বৃক্ষপত্র নিচয়ের সুচারুশোভা, শারদ শশধরের চিত্তহারিণী অতুল রূপমাধুরী—বসন্তের মৃদুমন্দ-প্রবাহিত মলয়ানিলের সন্তাপহারী সংস্পর্শ সুখের মধুরতা—ভূধরের উচ্চতা, সমুদ্রের গভীরতা, সূর্য্যের বিশালতা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং যাবতীয় নৈসর্গিক ভূত সংঘের বিচিত্রতা পর্য্যালোচনা করিলে মানবীয় শক্তির অভি-ব্যক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিতকর বলিয়াই প্রতীয়-মান হয় এবং সমালোচনায় মনুষ্য জীবন নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই অনুভূত হয়।

এইরূপ মনুষ্য জীবন লইয়া যাঁহারা অহঙ্কারে আত্মহারা তাঁহারা বাস্তবিকই দয়ার পাত্র এবং তাঁহাদের পাষাণ হৃদয়ের প্রতিস্তরে অহর্নিশ ঘন-নির্ঘোষস্বরে মনুষ্য-জীবনের নিরুপায়ত্বের মহাসঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে যিনি জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইতেই দুই একটী কণ্টকে দুই একটী কুশাগ্রে চরণ ক্ষত বিক্ষত হইলেই অবসন্ন হৃদয়ে স্বীয় নিরুপায়ত্ব অনুভব করিয়া হৃদয়াসীন বিশ্বস্রষ্টার শরণাপন্ন হন তিনিই ধন্য, তাঁহারই দুরিত পিপাসান্বিত দগ্ধচিত্ত সংসার্চিত চৈতন্যলাভে কৃতার্থ হয়, পরকালের পথ পাইয়া ধন্য হয় এবং তাঁহারই মানবজীবন সার্থক। ইতি (ক)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেবশর্ম্মা

(ক) অলোকসামান্য কবিত্বসম্পন্ন প্রিয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসুশর্ম্মা মহা-শয়ের এই "মানুষের নিরুপায়ত্ব" প্রবন্ধটী আমরা সাদরে পত্রস্থ করিলাম। দুঃখের বিষয় বন্ধুবর একতরফাভাবে প্রবন্ধটী রচনা করিয়া-ছেন। করুণাময় ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ রচনা মানুষের মঙ্গলার্থে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অপার করুণার আশ্চর্য্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর গান মনে আসিতেছে—

না চাহিতে দিয়াছ সকলি বিভো
সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে অমৃত সলিলানিল।
না গড়িতে এ রসনা, সৃজন করিলে নানা,
ফল শস্য বৃক্ষ আদি নিবারিতে ক্ষুধানল।
জ্ঞানধন মহারত্ন দিয়া তুমি সযতনে
পাঠাইলে ভবের হাটে, সুধা কিনিতে,
হায়! আমি কি করিলাম অবিবেকে বিদরে হিয়া
কিনিলাম সেই রত্নে শোক তাপ পাপরাশি।

এত গেল বহিঃ প্রকৃতি। অন্তঃপ্রকৃতি ভাবিলে মানুষকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবান যে সকল উচ্চমনোবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নিহিত করিয়া-ছেন—দয়া, মায়া, স্নেহ, সমবেদনা, অশ্রুজল, স্বদেশ হিতৈষিণী ত্যাগ ইত্যাদি তাহা দ্বারা মানুষ, পশুপক্ষী সকলেই সুরক্ষিত হইতেছে। মানুষ সকল সময়ে নিরুপায় নহে তবে অনেক স্থলে ভুলকরিয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে।

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ।

চৌরাষ্টকম্ ।১।

(শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত)

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং,
গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরং।
শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং,
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ১
অনেক জন্মার্জ্জিত-পাপ চৌরং,
নবাম্বুদ-শ্যামল-কান্তি চৌরং।
পদাশ্রিতানাঞ্চ সমস্ত চৌরং,
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ২
অকিঞ্চনী কৃত্য পদাশ্রিতং যঃ,
করোতি ভিক্ষুং পথিগেহ হীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষণ চৌরঈদৃক্,
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগৎ ত্রয়েঽপি ॥৩
যদীয় নামাপি হরত্যশেষং,
গিরিপ্রমাণানপি পাপরাশীন্।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চৌ ঈদৃক্,
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ॥ ৪
ধনঞ্চ মানঞ্চ তথেন্দ্রিয়াণি,
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব।
পলায়সে কুত্র ধৃতোঽদ্য চৌর,
ত্বং ভক্তি দাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ ॥ ৫
ছিনৎসি ঘোরং যম-পাশ-বন্ধং,
ছিনৎসি ভীমং ভব-পাশ-বন্ধং।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্ত-বন্ধং,
নৈব আত্মনো ভক্ত জনস্ত বন্ধং ॥ ৬
মন্মানসে তামসরাশি ঘোরে,
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ।
লভস্ব হে চৌর হরে চিরায়,
স্বচৌর্য্য দোষোচিত মেব দণ্ডং ॥ ৭
কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে,
মদ্ভক্তি পাশ দৃঢ় বন্ধন নিশ্চলঃসন্।
ত্বাং কৃষ্ণহে প্রলয়কোটি শতান্তরেঽপি,
সর্ব্বস্ব চৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি ॥৮

চৌরাষ্টক।

(বঙ্গানুবাদ সংকীর্ত্তনের সুরে)

ব্রজে আছে খ্যাতি তোর, ওরে নবনীত চো
তোরে গোপিনী বসন চোরা জানি।
রাধিকার হৃদিচোর, একিরে সান ন্যচো
নমি তোমা চোর শিরোমণি ॥১
বহুজন্ম পাপঘোর, হরিয়েছ তুমি চো
কর নবাম্বুদ-শ্যাম-কান্তি চুরি।
পদ করে যে আশ্রয়, কর চুরি সমুদ
চোরশ্রেষ্ঠ তোরে নমস্করি ॥ ২
পদাশ্রিত যেই জন, কর তারে অকিঞ্চ
পথের ভিখারী গৃহ হীন।
এহেন ভীষণ চোরে, ত্রিজগতে কোন্ জনে
দেখেছে বা করেছে শ্রবণ ॥ ৩
পর্ব্বত প্রমাণ গ্রাসি, অশেষ সে পাপরাশি
নাম যার করয়ে হরণ।
আশ্চার্য রূপ সে চোর, হয়নি হয়নি মোর,
দৃষ্ট শ্রুত হয়নি কখন ॥ ৪

যতছিল ধনমান, এ মোর ইন্দ্রিয় প্রাণ,
ওরে চোর হয়েছ তাহার।
ভক্তিরজ্জু বদ্ধ তুমি, তোমায় ধরেছি আমি,
আজ চোর পালাবে কোথায়॥ ৫
ঘোর যম পাশবন্ধ, ভীম ভব পাশ বন্ধ,
সকলের সমস্ত বন্ধন।
ছেঁড় বটে, কিন্তু নার, করিতে সে আপনার,
ভক্তজন বন্ধন মোচন॥ ৬
মম মন-কারাগারে, মহাঘোর অন্ধকারে,
দুঃখ পূর্ণ ঘরে চোর ধন।
থাক বদ্ধ চিরদিন, পাও দণ্ড সমীচীন,
স্বীয় চৌর্য্য দোষের কারণ॥ ৭
নিশ্চল এ কারাবাসে, দৃঢ়বদ্ধ ভক্তিপাশে,
রহ সদা হৃদয়েতে মোর।
কোটি প্রলয়ের অন্তে ছাড়িব না হৃদি প্রান্তে,
তোরে কৃষ্ণ সরবস্ব চোর॥ ৮

নবীনবর্ষ।২।

নবীনবর্ষ আজি কি স্পর্শ
আনিলি ওরে বহিয়া?
আজি কি ছন্দে বিপুলানন্দে
কি কথা গেলি কহিয়া?॥

(২)

দেখিলি নাপে শুভ প্রভাতে
কোথা সে রাজে কেমনে?
গহনে বনে ভবনে মনে
আসীন কোন্ আসনে?॥

(৩)

সেথা কি ওরে নবীনসুরে
নিতুই গাহে নবীনা?
পূত দরশা প্রেম-সরসা
হরি-চরণ বিলীনা?॥

(৪)

নাথের প্রীতে প্রেমেরগীতে
দিবস কিবা যামিনী,
চির নবীনা রাগে কি বীণা
আলাপে সেথা রাগিণী?॥

(৫)

কুসুমকুটে মলয়লুটে
নব পরিমল গন্ধে?
মধুপ-যূথ ঝঙ্কাররত
চির-নবীন ছন্দে?॥

(৬)

কোমল শষ্পে, বিকচপুষ্পে
রাজে কি চির-নবতা?
পুরিতবাস নহেকি হ্রাস?
রহেকি চির-সমতা?॥

(৭)

কুসুমদল চির-অমল
ঝরেনা সকলি ফুটে
ঝরেনা রেণু? অণুটি অণু
কোনও কালে না টুটে?

(৮)

জনমি যথা, চির-নবতা
যথায় পরিপূর্ণ,
যে দেশ হ'তে আজি প্রভাতে
হ'লিরে অবতীর্ণ॥

(৯)

সে দেশ হ'তে মরজগতে
বহিয়া আনি গ;
কায়হ মাঝে আশাওকাজে
জাগাও নবীনানন্দ!

(১০)
হে নববর্ষ! জাগায়েহর্ষ
নবীন শক্তিদাও,
পরোপকারে দেহত্যাগিবারে
এমহা গীতি গাও।

শ্রীভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা।
বাতানগ।

কতদিন ॥৩॥

স্বার্থশূন্যা হয়ে, নিয়ত তুষিয়ে,
সেজন গিয়াছে অমর আলয়ে,
কতদিন আর, জ্বলিবে আমার,
প্রেম-দীপ এই আঁধার হৃদয়ে।
আদর্শ রমণী সতী সীমন্তিনী,
হারা নিধি মোর মিলিবে কি আর?
বীণা-সাধা স্বর, সে স্বর মধুর,
পশিবে কি আর শ্রবণে আমার?
দাম্পত্য মিলনে, পুত সম্মিলনে,
কতদিনে হায়। মিলিব আবার,
এঘোর আঁধারে, মলয় সমীরে
ফুলিবে কি আর কুমুদ কহ্লার?
বসন্ত কি ফিরে, দগ্ধ তরুবরে
দিবে পুনঃ প্রাণ করি পল্লবিত,
কবে মরুদেশে, তরঙ্গিণী হেসে,
কুল কুল নাদেহবে প্রবাহিত?
কতদিনে হায়। একা অসহায়
হেন ক্ষুণ্ণ প্রাণে রহিব বিজনে,
কতদিন আর, বিরহে প্রিয়ার,
নয়ন আসারে ভাসিব নির্জ্জনে?
কতদিন পরে, মরণের পারে
ডুবিবে এতরী ঘোর অন্ধকারে,
মিটিবে এ আশা, ফুরা'বে এ ভাষা
জুড়াবে এ প্রাণ শান্তির সাগরে। (ক)

জীবন-সঙ্গীত ॥৪॥

জীবনের শৈলবর্ত্ম, এত উচ্চতর রে
এত উচ্চতর (খ)
ভাবিনাই কোনদিন, গিয়াছে তো বর্ষ মাস
যুগ যুগান্তর।
অতল জলধিজলে, এক্ষুদ্র জীবন-তরী
কবে নিমজ্জিত,
হায় এবে চেয়ে দেখি, জীবনের দিনগুলি,
বৃথায় ব্যয়িত।
অব্যয় আত্মার তরে, এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে রে
কিছু করি নাই,
এত কর্ম্ম এত পথ, হেন আদর্শ মহৎ
কিছু দেখি নাই।

(ক) পত্নী মরণে স্বামীর বিলাপ। স্বামীর এক মাত্র সান্ত্বনা যে মরণের পর পারে আবার পুনর্মিলন। সে কোন রাজ্য আমরা জানি না তবে উপনিষদের ভাষায়—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি॥

(খ) কোনও ইংরাজ মহিলা কবি প্রশ্নোত্তরে লিখিয়াছেন—

Does the road wind up-hill all the way?
Yes to the very end.
Will the day's journey take the whole long day?
From morn to night my friend.

সম্পাদক

অনন্তকর্ম্মের বীজ, রয়েছে রোপিত হেথা
অক্ষয় আত্মায়,
কিছুই ত করিনাই, কিছুই ত ভাবিনাই
কি হ'বে উপায় ?
সময়ে বরষে মেঘ, অঙ্কুরিত হয় বীজ
করিলে যতন,
তবেত সাধন বলে, লভে আত্মা মোক্ষফল
মানস মোহন।
বৃথায় গিয়াছে দিন, কভু করিনি যতন
করি নি বপন,
জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট, হায়! পর জন্মে মোর
অবশ্য পতন।
চলেছি একাকী আমি, ব্যথিত আত্মারে ল'য়ে
ভিখারীর প্রায়,
কেহ যদি থাকে দূরে, জুড়াও প্রাণের ব্যথা
শান্তি সুষমায়। (গ)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

(গ) আপনার উপনিষদ্ বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—

ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া।
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ॥

অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব বন্ধুবর শোক পরিত্যাগ করিয়া সংসার বৈরাগ্য ও ত্যাগের অনুষ্ঠান করুন, ইহলোকে ও পরলোকে শান্তি হইবে।

সম্পাদক।

ফিরা, তারে একবার।৫।

ডেকে আন্ ডেকে আন্ তারে,
সঙ্গে আমি যাব তার।
একা সে ত পারিবেনা যেতে,
ফিরা, তারে একবার।
আন্ মনে কতদূরে গেল,
চাহিল না পিছে আর,
ভেঙ্গে পড়ে ক্ষীণ হিয়া মোর
হেরি তার ব্যবহার।
আমি তা'র জীবন-সঙ্গিনী
শৈশব সময় হ'তে,
কোন্ প্রাণে চাহে আজি সে গো
আমায় ত্যজিয়া যেতে।
দেহ যথা, ছায়াতথা স্থির,
পৃথক কভু না রয়।
মম ভাগ্যে হবে কি রে আজি
এ রীতির বিপর্য্যয় ?
ডাক তারে ধীরে সুমধুরে
সঙ্গে ল'য়ে যেতে দাসী,
কি কঠিন প্রাণে ভোলে সে গো
এত ভালবাসাবাসী।
অচ্ছেদ্য প্রণয়-ডোরে বাধা
দু'টী প্রাণ পরস্পর।
দেহ মাত্র ভিন্ন দোঁহাকার,
কিন্তু অভিন্ন অন্তর!
প্রেমডোরে বাধা প্রাণ দু'টী,
শতেক বাঁধন দিয়া!
মন্ত্রপূত শক্ত সপ্ত ফেরে
দৃঢ় বদ্ধ দু'টী হিয়া।
যথা' চন্দ্র তথায় চন্দ্রিকা,
নিত্য যুক্ত পরস্পর,

রবি সহ রহে রৌদ্র যথা
নিরন্তর একত্তর।
প্রেম-বলে না'রে যে ফিরাতে
ধিক্ সেই প্রেমিকায়
শিশিরের সমীর সদৃশ
কলিকা না ফুটে তায়।
কত পাখী ডাকে ঋতুরাজে
অবিরাম সকাতরে,
নাহি গ্রাহ্য করে ঋতুপতি
আসে সে কোকিলা-স্বরে।
হীন আমি তবু বেশ জানি
সে দেবের ব্যবহার।
লব বুঝে প্রাণ পরীক্ষায়,
ফিরা তা'রে একবার। (ক)

শ্রীউৎপলিনী দেবী
কোন্নগর

(ক আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বাল-বিধবা কন্যা শ্রীমতী উৎপলিনী দেবী কর্ত্তৃক রচিত এই মর্ম্মভেদী কবিতাটী। এই বিমল স্বভাবা বিদুষী কায়স্থ ব্রহ্মচারিণী দ্বাবিংশতি বর্ষে পদার্পন করিয়া কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে পারি যে তিনি যে স্বামী মিলনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন মরণের পরপারে তাঁহার সহিত আবার মিলন হইবেক। মাতঃ তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়াছ তাহা দ্বারা অনায়াসে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবে কেননা এই সংসারে "সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং" অর্থাৎ—এই জীবনে সকল বস্তুই মানুষের ভয়ের কারণ কেবল বৈরাগ্য বলেই নির্ভীক হওয়া যায়।

সম্পাদক।

সৌন্দর্য্যানুভূতি ।৬।

তিমিরা যামিনী শোভি
উজ্জ্বল তারকাচয়,
উদার নয়নে চেয়ে
বিশাল অম্বরময়।
অৰ্দ্ধরাত্রি বিগত হইল ধীরে ধীরে,
জগত নিদ্রিত মরি, শয়ন-মন্দিরে
সুখশয্যা সুখ সুপ্ত সব তেয়াগিয়ে,
উনি কে আকাশপানে অনিমিষ চেয়ে,
উনি কেন দুঃখভাগী, জগত সুখের লাগি
অবিরাম করে বিচরণ।
কোন ভাবে নিমগন, আছে কিবা প্রলোভন,
এত ধৈর্য্য তরুর মতন।
ক্ষণ যদি গগনের পানে চেয়ে থাকি
স্থৈর্য্য ধর সুখ যায় কষ্ট হয় আঁখি ।১। (ক)
বিজন গহনবন
অগণিত বৃক্ষলতা,
গভীর ভাবের ছবি
ফল ফুলে সুশোভিতা।
কত পাখী কত পশু অধিবাসী তার,
পুলকে স্বাধীন প্রাণে করয়ে বিহার।
কেহ নাচে, কেহ খেলে, কেহ গায় গান,
কেহ মরে কেহ মারে নির্দ্দয় পাষাণ।
কারবা ভীষণনাদে, হুঙ্কারে কানন কাঁপে
নরকুল ভয়েতে অধীর।
বিভীষিকাময় ক্ষেত্র, হেরিতে না চায় নেত্র
উনি কেগো রচিয়া কুটীর? (খ)
মনে নাহি ভয়, প্রাণে নাহি আশালেশ
নীরবে একাকী কেন সহে এত ক্লেশ? ।।

(ক) গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষক
(খ) তপস্বী।

সংগ্রামের ভীমদৃশ্য
ভীত বিশ্ব বিলোকনে,
চিন্তিলে অবশ অঙ্গ
আতঙ্ক প্রবেশে মনে,
মানবে মানব নাশে দানবের প্রায়,
রক্তনদী প্রেতাবাস সৃষ্টি করে তায়।
সগর্ব্বে গম্ভীরভাবে দৃঢ়তার সহ,
হাসিমুখে উচুবুকে সমর্পিতে দেহ, (গ)
জীবন উপেক্ষা করি, আত্মরক্ষা পরিহরি
দয়া মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
কেন নর যায় চলে, সোণার সংসার ফেলে
রণে কিবা আছে আকর্ষণ,
আগ্নেয়াস্ত্র বজ্রধ্বনি, রাশি রাশি শব
আহতের আর্ত্তনাদ অহো কি ভৈরব। ৩।
জলন্ত অনল সম
অনিল সতত বহে,
উত্তপ্ত বালুকারাশি
পথিকের পদদহে।
সলিল বিহনে ফাটে বক্ষঃ পিপাসায়,
রবিকরে শিরতপ্ত হীন বৃক্ষচ্ছায়।
হরিৎ শস্যের ভূমি দর্শন বিরল,
তৃপ্তিপ্রদ উপাদেয় নাই ফুল ফল।
হেন ভয়ঙ্কর স্থল দুরদৃষ্ট নরদল,
কতকষ্টে যাপিছে জীবন;
সুজল সুফলদেশে, উহাদিগে লয়ে এসে
ভোগ সুখ কর বিতরণ।
যত্ন কর কিছুতেই চিতরত নহে—
ব্যাকুল নিয়ত যেতে দুঃখময় গেহে। (ঘ) ৪।
বিলাস বাসনা রম্য
পূরণের উপাদান,

নিলয়ে সুলয়ে সব
গৃহী কত ভাগ্যবান।
বিলাস-ভাণ্ডারী বটে নাহি করে ভোগ,
দীনবেশে ছোটে তথা যথা শোক রোগ।
যথা অন্নাভাবে ক্লিষ্ট মানব সন্তান,
সান্ত্বনা সাহায্য লয়ে হন আগুয়ান।
প্রবলের অত্যাচারে, প্রপীড়িত করে যারে
পশ্চাতে তাহার দাঁড়াইয়া
দুষ্টের কবল হতে, বিপন্নকে উদ্ধারিতে
যত্নকরে পরাণ ঢালিয়া। (ঙ)
অসতের সহবাসে লভে অপচয়,
পরতরে এতকরে কেন সে হৃদয়? ।৫।
দুরারোহ পর্ব্বতের
দুর্গম সঙ্কীর্ণ পথ,
প্রতিহত পদে পদে
পথিকের মনোরথ।
ভয়াবহ জীবত্রাস মরুময় দেশ,
সহজে মানব যথা না করে প্রবেশ।
অকূল অগাধ নীলসিন্ধুর আধার
উত্তাল তরঙ্গে ভীতি দানে অনিবার।
বিপদ মস্তকে ধরি, সহিষ্ণুতা সঙ্গী করি
দুঃসাহসে কত পর্য্যটক,
ভ্রমিতেছে অবিরত, জীবনের করে ব্রত
সেই সব স্থান ভয়ানক।
গৃহ প্রেম, গৃহশান্তি অগ্রাহ্য করিয়া
কিবা মোহে দেশে দেশে বেড়ায় ঘুরিয়া? (চ)।৬
মদিরায় মাতোয়ারা
কর্ম্মের জীবন ভুলি,
সংসারে না চাহে ফিরে
কর্ত্তব্যের আঁখি তুলি।

(গ) যোদ্ধা।
(ঘ) ধনাশায়লুব্ধ নরগণ।
(ঙ) পরহিতে ব্রতী। (চ) পরিব্রাজক। সঃ

প্রণয়-প্রতিমা, আহা সোণার কমল
পুত্র কন্যা—যার প্রেম পশুরো প্রবল।
অনশনে অর্দ্ধাশনে ছিন্নবাস প'রে
ধিক্কারে অদৃষ্টে শত ভাগ্য বিধাতারে।
মানব জনম লয়ে, পশুরো অধম হয়ে
সুরাসক্ত কাটিছে জীবন;
নরত্ব পেয়েছে লয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয়
সুরাপদে করেছে অর্পণ।
কত ক্ষতি, নিন্দা, ঘৃণা কত অপমান,
লভে নিত্য তবু করে সুরা বিষ পান। (ছ) ।৭
চরিত্র বিহীনা-হীনা
পতিতা ঘৃণিতা নারী,
পাপের সজীব মূর্ত্তি
মায়াবিনী ভয়ঙ্করী।
জলৌকা যেমতি করে শোণিত শোষণ,
যবে যারে ধরে করে সর্ব্বস্ব হরণ।
হৃদে নাই ভালবাসা বাহিরে প্রকাশে
কপট হৃদয় লয়ে মজায় পুরুষে।
আছে গুণ আছে রূপ, প্রশান্ত শান্তির কূপ
সরলতা মাখা সুআননে,

(ছ) মাতাল। সঃ

আছে প্রেম আছে জ্ঞান, পবিত্রতা বিদ্যমান
প্রিয়ম্বদা পত্নী নিকেতনে।
এ হেন কান্তার কান্ত, কেন ভাগ্যহীন
দেবী ভুলি পিশাচীর চরণ অধীন? (জ) ।৮।
সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার ধরা
সুষমায় বিমণ্ডিত।
প্রতি অণু পরমাণু
ধরিত্রীর অনুগত।
সৌন্দর্যের উপাসক মানব নিকর,
সৌন্দর্য্যের অনুভূতি প্রিয় সহচর।
ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য্যের ক্ষুদ্র অনুভূতি,
যে দিকে বিকাশ পায় সেই দিকে গতি।
যে যাহাতে ডুবে থাক, তাহাতে সৌন্দর্য্য দেখে
তাহাতেই লভে কত প্রীতি।
সঙ্কীর্ণ নয়নে চেয়ে, ক্ষীণা অনুভূতি লয়ে
নিন্দি, বন্দি কার গাই খ্যাতি।
সৌন্দার্য্যানুভূতি পূর্ণ পরিস্ফুট হয়,
সদানন্দ সৌন্দর্য্য নেহারি বিশ্বময়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(জ) বেশ্যাসক্ত পাপাত্মা। সঃ

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্মোৎসব।

শ্রীশ্রী-হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্ম তিথি উৎসবোপলক্ষে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থান স্থান ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গণে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার পর্য্যন্ত একটী মহা-মহোৎসব ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রে শ্রীশ্রী হরিনাম সংকীর্ত্তনাধিবাস করা হয়, পর দিবস রবিবার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রী হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অহর্নিশ সংকীর্ত্তনান্তে সমবেত প্রায়

সার্দ্ধসহস্র ভক্ত সুমধুরস্বরে "জয় জগদ্বন্ধু বল হরি বল হরি বল" নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ফরিদপুর নগর প্রদক্ষিণান্তে শ্রীঅঙ্গণে আসিয়া জলকেলি করিয়া শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তনা-নন্দোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলা হইতেই ভক্তগণ আগমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, পুরী, কাশী প্রভৃতি শ্রীধাম সকল হইতেও ভক্তগণের সমাগম হইয়াছিল। অনুমান ছয় কি সাড়ে ছয় সহস্র ভক্তের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীশ্রী-প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর কাল ফরিদপুরের পশ্চিম প্রান্তে সামান্য একখানি পর্ণকুটীরে নির্জ্জনে মৌনাবস্থায় বাস করিতেছেন, কাহাকেও দেখা দেন না কিম্বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। যথা সময়ে সেবাইৎ মহাশয় শ্রীশ্রী ভোগ দিয়া আসেন এবং শ্রীশ্রী মহাপ্রসাদ বাহির করিয়া আনেন। যখন সেবাইৎ মহাশয় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন শ্রীশ্রী প্রভু অন্তরালে অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত বাদলচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দেব সরকার এখন সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন এবার শ্রীশ্রী প্রভু বাহির হইয়া সকলকে দর্শন দিবেন। তাঁহার দর্শন কামনায় বহুদূর দেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাহির হইয়া সকলকে দেখা দেন নাই। এই উৎসবোপলক্ষে ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ ২ বেলা প্রায় ছয় সহস্র লোক শ্রীশ্রীপ্রসাদ পাইয়াছেন।

ঢাকা জেলার সাভার থানান্তর্গত নয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সাহা, ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত রামকুমার মুদী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত ফটীকচন্দ্র নাথ, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সাহা, রাধাচরণ সাহা, মারোয়ারী শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাম ও চুণীলাল, রাজবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দাস, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ পাল, কলিকাতা ২৫।১নং মানিকতলা মেইন রোড নিবাসী শ্রীমতী সুরৎকুমারী হাট খোলার কতিপয় মহাজন, ফরিদপুর নীলটুলীর অনেকা বারাঙ্গনা এবং স্থানীয় ভক্তগণ অর্থ, চাউল, ডাইল তরকারী কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা যথা সাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাম সমাগত ভক্তবৃন্দের পানার্থ জল সরবরাহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বণিক ও শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সাহা নিজ২ বাড়ীতে প্রত্যহ ২০০ কি ২৫০ শত ভক্তের আহার এবং থাকিবার স্থান দিয়াছেন। এই উৎসবোপলক্ষে প্রায় ৪৫০০টাকা ব্যয় হইয়াছে; এখনও প্রায় ৭৫০৲ টাকা দোকানে বাকী আছে। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তবে সেবাইৎ শ্রীযুক্ত বাদলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নামে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গণে পাঠাইবেন।

শ্রীঅঙ্গণে ভক্তগণের অবস্থানোপযোগী গৃহাদি না থাকায় অসুবিধা স্বত্বেও শ্রীঅঙ্গণের নিকটবর্ত্তী মাঠে সমাগত আবাল বৃদ্ধ বনিতা। তৃণ শয্যায় রাত্রি যাপন এক অপূর্ব্ব প্রাণানন্দকর দৃশ্য, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

শ্রীঅঙ্গণের বর্ত্তমান সেবাইৎ শ্রীযুক্ত বাদলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সমাগত ভক্তগণের অসুবিধা দূর

করিতে যথা সম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রম ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য উপস্থিত ভক্তগণকে উৎসাহিত করিয়াছে। ফরিদপুরের কতিপয় ভদ্র লোকে উপস্থিত ভক্তগণের প্রসাদ পাইবার সময় উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে সুচারু রূপে পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় কাহারও কোন অসুবিধা হয় নাই। (ক)

দীন শ্রীনিতাগোপাল সরকার।
টেপাখোলা, ফরিদপুর।

কায়স্থ কুলভূষণ বিহারিলাল রায়

বিগত বর্ষের মাঘ ফাল্গুনের যুগ্ম প্রতিভার ৪৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত মহাত্মার তিরোধানের সংবাদ প্রকাশ করি। আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন বৃত্ত প্রকাশ করিতে পারি নাই, অদ্য সে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল বটে কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মণদী গ্রামে বিহারীলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র গুহরায়। শৈশব কালেই তাহারমাতৃবিয়োগ হয়। বিহারীলাল ফরিদপুর অন্তর্গত মাণিকদহ গ্রামের মধ্যে বাঙ্গালা স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ফরিদপুর জেলা স্কুলে অধ্যয়ন

(ক) আমরা বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবারে রাত্রি ৮ টার সময় শ্রীঅঙ্গণে উপস্থিত হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিলাম। তখনও পর্য্যন্ত সমবেত নরনারীগণের আহার হয় নাই। ২।৩ স্থানে স্তূপীকৃত অন্ন আমরা দেখিয়া ছিলাম। শুনিলাম রাত্রি ৯টা হইতে আহার আরম্ভ হইবেক। তৎকালে প্রায় এক সহস্র নরনারী উপস্থিত ছিল। প্রশস্ত প্রাঙ্গণে হরিসংকীর্ত্তন হইতেছিল। যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে প্রভুর আকর্ষণী শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই অন্নকষ্টের সময় প্রত্যহ সহস্রাধিক লোকের আহার বিতরণ ও পরিচর্য্যা সাধারণ ব্যাপার নহে। যে সকল ভক্তগণ এই মহৎব্যাপারে নিযুক্ত তাঁহাদের অলোকসামান্য উদ্যম ও অধ্যবসায় একটী স্বর্গের পবিত্র দৃশ্য সন্দেহ নাই। যে প্রভুর আকর্ষণী শক্তিবলে এই দশম দিবসীয় মহোৎসব সুসম্পন্ন হইল তিনি যে কতদূর মহোচ্চ দেবতা তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। তিনি মৌনী হইলেও সহস্রকণ্ঠে তাঁহার পবিত্র বিশ্বজনীন বাক্য শ্রুতিগোচর হইতেছিল, লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত হইলেও তিনি যেন সকলের অন্তরাত্মা স্বরূপে বিরাজ করিতেছিলেন; তাহা যদি না হইত তবে কি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নরনারী নির্ব্বিকারচিত্তে একাসনে আহার করিতে পারিত? আমরা এই মহাত্মার ও তদীয় বিশ্বজনীন ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছি।

সম্পাদক

আরম্ভ করেন। তিনি অল্প বয়সেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। মানিকদহের জমিদার বিপিনবিহারী রায় মহাশয় তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তদীয় অধ্যয়ন ব্যয়ের কতকাংশ নিজে বহন করিতেন বিহারিলাল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন, তৎপরে কলিকাতার কালেজে এফ,এ ও বি,এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। এই সময় সংসারিক অসচ্ছলতা হেতু বিহারীলাল পাটনা সরহস্থ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে আরও কিছুদিন কার্য্য করিলে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বদেশবৎসল বিহারীলাল বঙ্গদেশে কর্ম্মক্ষেত্র করিবেন মনস্থ করেন।

১৮৮৯ সালে যে ছয়জন বালক বাগেরহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এন্ট্রান্সপরীক্ষায় উপস্থিত হয়, তাহারা কেহই উত্তীর্ণ হইতে না পারায়, উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ একজন যোগ্যতর প্রধান শিক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহারা বিহারীলালকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন, ঐ সনের জুলাই মাসে তিনি বাগেরহাট প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহার অধ্যাপনা, ইংরাজী ভাষার অগাধ জ্ঞান ও তাঁহার সুশৃঙ্খলতার পরিচয় পাইয়া বাগেরহাট ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইতে থাকেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের অবস্থা উন্নত এবং শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া বিদ্যালয়ের আয়ও বৃদ্ধি হইতে থাকে বিহারীবাবু কার্য্যভার গ্রহণের পরেই ১৯০০ সালে যে তিনজন ছাত্র বাগেরহাট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় তাহারা দুইজন প্রথম বিভাগে ও একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ইহাদের একজন (এখন খুলনার উকিল বাবু চারুচন্দ্র নাগ এম এ,বিএল) ১৫ টাকার বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর ক্রমাগত কয়েক বৎসরই এই বিদ্যালয় হইতে যত ছাত্র পরীক্ষা দেয় সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বিহারীলালের কেবল ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্যছিল এমত নহে। তিনি অঙ্ক, সাহিত্য,—সংস্কৃত, ইতিহাস ইত্যাদিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দেবচরিত্র এবং পাণ্ডিত্য দর্শনে ছাত্রগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সময় ছাত্রগণের নৈতিক আচারণ এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে কোনও দিন কোন ভদ্র লোকেই তাহাদের বিরুদ্ধে কোন রূপ অভিযোগ করিতে পারেন নাই, বিদ্যালয়ে মহা হট্ট গোলের সময় বিহারী বাবুর পাদুকার শব্দ শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত বিদ্যালয়টী নিস্তব্ধ হইত। জনসাধারণ বিশেষত ছাত্রবৃন্দ মধ্যে তাঁহার আকর্ষণী শক্তি অদ্ভুত ছিল। ক্রমশঃ বিহারীলালের গুণে স্থানীয় অধিবাসিগণ এতই মুগ্ধহইয়া ছিলেন যে প্রত্যেক দেশ হিতকর কার্য্যে তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। স্থানীয় প্রধান প্রধান রাজ পুরুষ গণও তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বহুদিন উক্ত বাগেরহাটে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন; তৎকালে অর্থীও প্রত্যার্থী সকলেই তাঁহার সুবিচারে সন্তুষ্ট হইত। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক কি শিক্ষাক্ষেত্র সর্ব্বত্রেই বিহারীলালের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। তাঁহারই

চেষ্টায় ও উদ্যোগে বাগেরহাটে একবার কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। তাঁহারই উৎসাহে স্থানীয় কোন কোন ভদ্র লোক রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তখন প্রতি বৎসরই বাগেরহাট হইতে জাতীয় মহাসমিতিতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইত। বিহারীলালের স্বদেশ ভক্তি চিরদিনই প্রবল ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে তিনি আপন বাসায় স্বদেশ জাত দ্রব্যের একখানি দোকান সংস্থাপন করেন। এখানে তাঁতের কাপড়, সুদেশী কলম, কাগজ, ছিট্ প্রভৃতি সুলভ মূল্যে বিক্রিত হইত।

যখন লর্ডকর্জ্জন বাহাদুর বঙ্গ-বিভাগের আদেশ প্রচার করেন, তখন বিহারীলাল সর্ব্বপ্রথমেই একটী সভা আহ্বান করিয়া বিদেশজাত দ্রব্য পরিহার এবং সুদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি এজন্য পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলী প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল "আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অতঃপর আমি স্বদেশ জাত দ্রব্য পাইলে বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব না। ঈশ্বর আমার প্রতিজ্ঞারক্ষার সহায় হউন"। সেই সময় অনেকেই এই প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে সমগ্র বঙ্গদেশে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। বিহারীলাল বাগেরহাটে স্বদেশী বস্ত্র দুষ্প্রাপ্য হইবে মনে করিয়া বাগেরহাট ভারতভাণ্ডার-নামে একটী যৌথ কারবার সংস্থাপন করেন। এবং এখানে স্বদেশী বস্ত্রের প্রচুর আমদানী করিয়া বাগেরহাট বাসিগণের প্রতিজ্ঞা রক্ষার সহায়তা করেন। এই সময় এদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। বিহারীলালের চেষ্টায় ও কয়েকজন স্থানীয় ভদ্র মহোদয়ের যত্নে প্রচুর পরিমানে রেঙ্গুনহইতে চাউল আমদানী করিয়া সুলভমূল্যে বিক্রয় ও দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইত। এই সময়ে তিনি বাগেরহাটে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া "জাগরণ" নামক একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করেন। "জাগরণ" অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় লোকদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। এই সময়ে বাগেরহাটের ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ আহম্মদের সহিত বিহারীবাবুর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, এবং তাহারই ফলে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। জাগরণ রাজনৈতিক সংবাদপত্র। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে থাকিয়া ঐ প্রকার রাজনৈতিক পত্রিকা পরিচালন করা বাগেরহাটের রাজপুরুষদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ।

উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া প্রায় বর্ষদ্বয় বিহারীলাল বাগেরহাটে ছিলেন। এই সময় তাঁহার বিশেষ যত্নে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। আমি উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, এবং বন্ধুবর বিহারীলালের সহিত এক বাসায় ৩।৪ দিন বাস করিয়াছিলাম। এই বিরাট অধিবেশনে নানা দিগ্দেশ হইতে বহু কায়স্থের সমাগম হইয়াছিল। বহু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তৎকালে কায়স্থ-সমাজের উন্নতিকল্পে ব্রাহ্মণগণ এতদূর উদাসীন ছিলেন না। তখন ও ব্রাহ্মণ জাতি বিস্মরণ হন নাই যে কায়স্থগণ তাঁহাদের

সহিত সশস্ত্র বীরবেশে না আসিলে তাঁহারা শ্বাপদ-সঙ্কুল, দস্যুনিপীড়িত পথে কনৌজ হইতে মালদা আসিতে পারিতেন না, তখনও ব্রাহ্মণগণ ভুলেন নাই যে কায়স্থগণ তাঁহাদিগকে ধনরত্ন ভূমি প্রদান করিয়া প্রতিপালন না করিলে, তাঁহাদের বঙ্গদেশে উপনিবেশ অসম্ভব হইত। বিহারী লালের চেষ্টায় এই কায়স্থ অধিবেশনটী সম্পূর্ণভাবে সুফল প্রদান করিয়াছিল। তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের বিদায় ও পাথেয় আদি ব্যয় সঙ্কুলন করিয়াছিলেন। অধুনা যশোহর সমাজে কায়স্থান্দোলনের যে সফলতা আমরা দেখিতে পাই, তাহার প্রধান নেতা, বিহারীলাল। ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ৺গৌরদাস বসাকের সময় জঙ্গলাকীর্ণ, দস্যু-অত্যাচারিত বাগহাটে প্রথমে মহকুমা স্থাপিত হয়। সে আজ অর্দ্ধশতাব্দী কাল পূর্ব্বে। উক্ত বসাক মহাশয়ের পরে আমি প্রায় বর্ষদ্বয় বাগহাটে ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলাম। অনেক দিন পরে বিহারীলালের আমন্ত্রণে তথায় যাইয়া বাগহাটের উন্নতি দর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। বাগহাটের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তথাকার অধিবাসিগণ চিরকাল স্মরণ রাখিবেন। নিতান্ত অভাবে পতিত হইয়া বিহারীবাবু বাগহাট হইতে কলিকাতায় আসিলেন।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে এই জীবনবৃত্ত যে "জাগরণ" পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিলাম তাহাতে সময়ের কোন উল্লেখ দেখি না এই মহাত্মার জন্ম মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত তাহাতে লিখিত নাই। এই বিষয় তাঁহার পুত্রকে লিখিয়াও কোনও উত্তর পাইলাম না। সুতরাং পাঠক এই বৃত্তান্ত অতীব অসম্পূর্ণ দেখিবেন। "নাই মামা চেয়ে কাণা মামাও ভাল" এই প্রবাদের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই অসম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠকের সম্মুখে ধরিলাম।

যে মহাপুরুষ বাগহাটের শিরোভূষণ ছিলেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়া ধূলিকণার ন্যায় নগণ্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দারিদ্রের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে হইল। কিন্তু —"বীরানামেবকরতলগতামুক্তিঃ. ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্" বিহারীলাল কর্ম্মবীর ছিলেন, তিনি কয়েকমাস টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার ও স্বদেশ-হিতৈষী রায় যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু যাঁহার আত্মা মুক্ত বায়ুর ন্যায় স্বাধীন তিনি পরবশে অধিকদিন থাকিতে পারিলেন না। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ "সমাজ" ও তৎপরে 'পরিচারক' সংবাদপত্র অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। কিন্তু অর্থাভাবে এই সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল। গত বৎসরে যখন আমরা শোকে, রোগে ও অর্থাভাবে ম্রিয়মাণ, তখন "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার" ভার তিনি গ্রহণ করিবেন, ও আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর সোমসপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় প্রতিভা-প্রেস খরিদ করিয়া লইবেন এই প্রকার কথা হয়, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না।

বিগত ৭ই মাঘ তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, মহোদয়ের কন্যার সহিত বিহারীলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রলাল রায় বি, এর শুভবিবাহ ঢেউখালী গ্রামে দেন। এই বিবাহে দেনা পাওনার কোনও কথাই হয় না, ও পবিত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হয়। এই বিবাহ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভীষণ বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হন, ও তথায় ২শরা ফাল্গুন্ তদীয় পবিত্র আত্মা পাপ-তাপময় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করেন।

বিহারীলাল একজন সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত গদ্য-পদ্যময় গ্রন্থ-প্রণয়ন করেন। যথা পাঠকুসুম, শোকগাথা, স্বদেশগাথা, সংস্কৃত বিক্রমোর্ব্বশীর বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর্য্য কায়স্থ-পত্রিকায় তাহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল, ও প্রসাদ গুণযুক্ত ছিল। কায়স্থ সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার শব্দ-সম্ভার বিকশিত, সুগন্ধি কুসুমাবলীর ন্যায় সংস্কৃতকাব্য-নিকুঞ্জ হইতে সংগৃহীত হইত। তিনি গ্রাম্য অপভ্রংশ ভাষাকে বড় ঘৃণা করিতেন। বাগহাটের জমিদার ৺চন্দ্রকুমার নাগ মজুমদারের স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা দিগেশ হইতে সমাগতব্যক্তিগণ তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ফলতঃ তিনি যে একজন প্রতিভা সম্পন্ন কায়স্থ কবি ছিলেন তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। তাহার আকস্মিক অকাল মরণে কায়স্থ সমাজ সমষ্টিভাবে ও আমরা ব্যষ্টিভাবে যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি তাহা পরিকীর্ত্তন করিতে অসমর্থ।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় কায়স্থ-মহিলাগণের লিখিত গদ্য ও পদ্য রচনা আমরা সাদরে প্রতিভায় মুদ্রণের জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি। আশা করি বিদুষী ললনাগণ আমাদের আশাপূর্ণ করিবেন।

২। ব্রহ্মচর্য্য।—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, বেলুড়-মঠে, স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ শরীরে শিষ্যগণ সহিত বাস করিতেছেন। কয়েকদিন হইল মঠে নূতন (Encyclopedia Britanica) ২৫ খণ্ড খরিদ করিয়া আনা হইয়াছে। শিষ্য দেখিলেন যে স্বামিজী অকাগ্রমনে একাদশ খণ্ড পাঠ করিতেছেন। শিষ্য বহিগুলি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এত বহি একজীবনে পড়া দুর্ঘট" স্বামী বলিলেন যে দশখণ্ড আমি পড়িয়া ফেলিয়াছি। ইহার মধ্যে যা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে তাহার উত্তর দিব। শিষ্য তাহাই করিল ও স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক হইল। তখন স্বামিজী কহিলেন—একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য

পালন ঠিক্ ঠিক্ করিতে পারিলে, সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হইয়া যায়, শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর হয়, এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হইয়া গেল। স্বামিজীর এই উক্তি কায়স্থ মাত্ররেই হৃদয়ে চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করিতে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম। ফলতঃ ২১ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ যে সমাজের কতদূর ক্ষতি করিতেছে তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতে পারি না। বাল্য বিবাহ উভয় যুবক যুবতীর পক্ষে কতদূর অনর্থকর তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

৩। আমিক্ষ (ছানা) সম্বন্ধে নানা কথা আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদবর শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভক্ত মহাশয় পাড়ুয়া (হুগলী) হইতে লিখিতেছেন। সহরের অনুকরণ পল্লিতে চিরদিন হইয়া আসিতেছে একথা আর বুঝাইয়া লিখিতে হইবেনা। সহরে ছানার কাটতি অত্যধিক হইয়াছে, সুতরাং সহর হইতে যে পরিমাণ ছানার খরচ সে পরিমাণ দুগ্ধ সহরে উৎপন্ন হয়না বলিয়াই প্রথমে সহর তলি হইতে দুগ্ধ রপ্তানি বা স্থানে স্থানে ছানা রপ্তানি হয়। এখন ঐ দুই স্থানের ব্যবসায়িগণকে তৎ তৎ স্থানের উৎপন্ন ছানায় বা দুগ্ধে সহর রক্ষা করিতে অসমর্থ দেখিয়া, পল্লিবাসিগণ ছানায় ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে প্রচুর লাভ, কাজেই বহু দুগ্ধ ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা দেখা গেল। চারিদিকের রেলপথ-উন্মুক্ত, কাহারও অসুবিধা হইলনা। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বসন্তাদি সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব সময়ে ছানায় পীড়ার আমদানি হয় কর্তৃপক্ষের একরূপ ধারণা হইল। পাড়াগ্রামে নিম্ন শ্রেণীর লোক সে সব কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেনা। এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহারা দেশের ইষ্টানিষ্টের প্রতি বড় একটা নজর দেন না। সুতরাং সহরের কথা সহরেই মিশিয়া গেল। যে শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় অনুকরণ প্রিয় তাঁহারা বলেন এবৎসর কলিকাতায় বসন্ত পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, দুঃস্থ ব্যক্তিরা পয়সার অভাবে পীড়ার প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া দুগ্ধ ব্যবসায়িগণকে দুগ্ধ বিক্রয় করায় ঐ দুগ্ধজাত ছানা সহরে গিয়া রোগ ছড়াইতেছে। এ কথার প্রমাণ কয়েকটী স্থানে প্রাপ্ত হওয়ায় এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতেছে। যাঁহারা সাবধান হইতেছেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর নিরাপদ দেখা যাইতেছে। যে বাড়ীতে বসন্ত পীড়িত রোগী তাহার বাটীর গরুগুলি পীড়িত না হইলেও সংশ্রব দোষে দুগ্ধ দুষ্ট হয়। অনেকের মুখে শুনিতেছি গত বৎসর বসন্ত রোগাক্রান্ত গাভির দুগ্ধ পান করিয়া কয়েকটী গ্রামের অশিক্ষিত লোকের মধ্যে বসন্ত পীড়ার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। এদেশে একটী প্রবাদ অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। যাহার বাটীতে বসন্ত পীড়া হয়, তাহার ভিক্ষা দেওয়া, বস্ত্র রজকবাড়ী-দেওয়া পান বা মৎস্য বাড়ীতে আনয়নকরা প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্য নিষিদ্ধ। তাইবলি ছানায় নানাকথা, সাধুসাবধান।

৪। উক্ত বন্ধুবর আরো লিখিতেছেন—"বসন্ত পীড়াক্রান্ত পল্লিবাসি গৃহস্থের গাভিদুগ্ধজাত ছানায় যেমন সহরের বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া সহরবাসিগণের সংক্রামক পীড়ার কারণ হয়, তদ্রূপ পল্লিগ্রামের অশিক্ষিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদ্বারা সহরবাসী অনেক সুসন্তান কুসন্তান

হইয়াছে। যেমন অসাধু সাধু সহবাস দ্বারা সাধু হয়,তেমনি অসাধু সঙ্গে সাধুও ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কয়েকটী কায়স্থ সন্তান উপবীত গ্রহণ করণান্তর ক্ষত্রিয় আচারাদি অনুষ্ঠান করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে চিত্রগুপ্ত পূজায় উচ্চ অঙ্গের উৎসবাদি হইতেছিল। সহর হইতে উত্তম উত্তম আচার্য্য মহোদয়গণ দয়াপরবশ হইয়া সুদূর পল্লীতে গমন করিয়া বিলক্ষণ উৎসাহিত করিতেছিলেন। বৎসর বৎসর কতসভা বৃদ্ধি হইতেছিল তাহার সংখ্যা নাই। অকস্মাৎ বিধাতা কেন সেই সভ্যমহাত্মাদের মতিভ্রম হইতে দিলেন তাহার কারণ নির্ণয় সুসাধ্য হইলেও বলিতে বা লিখিতে ঘৃণা বোধ হয়। কেহ কেহ উপবীত ত্যাগ করিলেন, কেহ বা অনাচারী হইতে লাগিলেন, কেহ কুলাচার ধর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন। এই নব্য সম্প্রদায়ের উপবীত ত্যাগের কলঙ্ক কি কখনও উন্মোচিত হইবে? যাহারা নবোদ্যমসম্ভূত উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছিল, সেই শিশুগণ ভ্রষ্টাচারী উপবীতত্যাগী কায়স্থ সন্তানগণকে কখন বিশ্বাস করিবে কি? উক্ত কলঙ্ক নিবারণের কোন উপায় থাকে সম্পাদক মহাশয় সুচিকিৎসা দ্বারা তাঁহাদের রোগ নাশ করেন আমার বড়ই ইচ্ছা। তাই বৃদ্ধবয়সে লেখনী ধারণকরিতে প্রবৃত্ত হইলাম" লেখক মহাশয় উপবীত ধারণ করিয়াছেন কিনা জানি না। উপবীত ত্যাগরূপ বিষম রোগের চিকিৎসা নাই। ইহার ফল সামাজিক মৃত্যু (Social death) ভক্তমহাশয় বলিতেছেন—"দামোদর নদীর একটী শাখা বিশেষের নাম বেগুয়ান, উহার তীরে কয়েকটী কায়স্থ গণ্ডগ্রাম আছে, তন্মধ্যে কায়স্থ সভার সাহায্যে একটি কেন্দ্র সভা সংস্থাপিত হইলে ও তথায় প্রচারক পাঠাইলে অনেকে উপবীতী হইতে পারেন। এই প্রস্তাবটি মন্দ নহে, কিন্তু কলিকাতার কায়স্থ-সভা ত প্রচার করিবেন না, এখন উপায় কি?

৫। পণপ্রথা।—দুস্তর পণপ্রথার তাণ্ডব-নৃত্য জ্যৈষ্ঠ মাসে ফরিদপুরে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একই সময়ে তাঁহার কন্যা ও পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। পুত্রের বিবাহে শুনিলাম তিনি নগদ ৪২০০৲ টাকা পণগ্রহণ করিয়া, কন্যার বিবাহে তাঁহাকে ৩৫০০৲ দিতে হইয়াছে, মোটের উপর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ৭০০৲ লাভ, কিন্তু যে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যাকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলেন, তাঁহাকে ৪২০০৲ টাকা নগদ দিতে হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উভয় পক্ষেই বরাভরণ ও কন্যার অলঙ্কার দিতে হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে ফরিদপুর মুন্সেফ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্নঘোষ মহাশয় তাঁহার পুত্রের বিবাহে হতভাগ্য কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মজুমদার মহাশয়ের নিকট নগদ এক সহস্র টাকা পণগ্রহণ করিয়া তাঁহার কায়স্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহাত্মাগণ আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, ইঁহারা সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত ও উদারচেতা। ইঁহারা এই প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া সমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছেন, দেখিয়া আমাদের উচ্চশির অধোগামী হইতেছে। বুঝিলাম এই সংসারে অর্থই সার বস্তু ও ইহার অপ্রতিহত শক্তি, ব্রাহ্মণ

কায়স্থগণ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন।

৬। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।—যে সকল দ্বিজ শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদিগকে আর্য্যগণ "অশূদ্র প্রতিগ্রাহী" আখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন কালে,যখন অসভ্য আদিমবাসী অনার্য্যগণ আর্য্যগণের সহিত অর্থবলে আদান প্রদান ও আহারাদি করিতে আরম্ভ করিলেন তখন যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উক্ত প্রলোভন গ্রাহ্য করেন নাই, তাঁহারাই "অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী"। এখন শূদ্র কে? স্মৃতি বলিয়াছেন—

"বিবাহমাত্রং সংস্কারংশূদ্রোহপি লভতাং সদা।" অর্থাৎ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোনও দশবিধ সংস্কারে শূদ্রের অধিকার নাই, বঙ্গীয় কায়স্থ কি বৈশ্য শূদ্রনহে। অথচ উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ফরিদপুরে কোনও কায়স্থ কি বৈশ্যের বাটীতে জলস্পর্শ পর্য্যন্তও করেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্র-কন্যার বিবাহে অনেক কায়স্থ ও বৈদ্য মহাশয়গণ নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহার নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি ইহার পরে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ প্রকার নির্ব্বিকারচিত্তে কায়স্থ ও বৈদ্য মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণে তাঁহাদিগের বাটীতে আহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। তাহাতে তাঁহার উক্ত অশূদ্রতার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রহিবে।

৭। দৈবাদেশে কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঘটমাজি নামক একখানি কায়স্থ গণ্ডগ্রাম। বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের একখানি পত্রে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"শুভক্ষণে আপনি কেন্দুয়া গ্রামে কায়স্থোপনয়নের বীজ বপন করিয়াছিলেন। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া একটী ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। কেন্দুয়া গ্রাম নিবাসী পেন্সেনপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু এখন মাদারীপুরে সপরিবারে বাস করিতেছেন। উক্ত বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় অনেক দিন হইতে ম্যালেরিয়াতে ভুগিতেছিলেন। জল, বায়ু, পরিবর্ত্তন জন্য তিনি মধুপুরে বাস করিতেছিলেন, আজ কয়েকদিন হইল, "উপনীত হইয়া হিন্দুর পবিত্র আচার পালন করিলে তিনি রোগমুক্ত হইবেন" স্বপ্নাদিষ্ট হন। পরদিন একজন সন্ন্যাসী হঠাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে গত রাত্রের স্বপ্নের বিষয় উপদেশ দিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে মাদারিপুরে বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ একটী কেন্দ্রে উক্ত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ বসু, মাদারিপুরের খ্যাতনামা মোক্তার শ্রীযুত হরিনাথ বসু এবং ডাক্তার শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র গুহ মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। শূদ্রাচারী কায়স্থ মহাশয়গণ! আমাদের সনাতন-ধর্ম্ম ব্যাপারে দেবতাগণ উপস্থিত হইতেছেন। কায়স্থোপনয়নের আবশ্যকতার আর অধিক প্রমাণ চাহেন কি?

৮। আবেদন পত্র।—কায়স্থোপনয়নে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থবর্গকে বহুবিধ উপায়ে নির্য্যাতন করিতেছেন। তাঁহারা উপনীত কায়স্থগণের যজনাদি কার্য্য করিতেছেন না। এই ভয়ে অনেক কায়স্থ মহোদয়গণ উপনয়নে

আন্তরিক ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও সংস্কার লইতে পারিতেছেন না। এই অভাবদূরীকরণ মানসে এবং কায়স্থ বালকগণ যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন হইয়া ধর্ম্ম গ্রন্থাদি আলোচনা ও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হন তজ্জন্য আমরা অত্র রায়কালী গ্রামে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি। আমাদিগের ইষ্টদেবতা অশেষ শাস্ত্রদর্শী অদ্বৈত কুলাবতংস কায়স্থ হিতৈষী পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত মুরলী-মোহন গোস্বামী প্রভুপাদ এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এই বিদ্যালয়ের নাম "অদ্বৈত চতুষ্পাঠী" রাখিয়াছি। দিনাজপুরাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে,সি,আই,ই, বাহাদুর বার্ষিক ৬০৲ টাকা ও দিনাজপুরের স্বনামধন্য দানশীল রায় সাহেব বাহাদুর বার্ষিক ২৫৲ টাকা সাহায্য দানে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু টোলটীর মাসিক ব্যয় ১০০৲ টাকা; আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি দ্বারা উহার পরিচালনা সুকঠিন। কায়স্থ মহাত্মাগণের সহানুভূতি ভিন্ন এই টোলটী স্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সকলেই কিছু কিছু দান ও মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলে এই কায়স্থ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব সানুনয় প্রার্থনা এই টোলটীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সমাদরে গৃহীত হইবে। আরও একটী নিবেদন সকলেই ক্রিয়াকাণ্ডে অত্র চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপক পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর সাংখ্যভূষণ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। তিনি পাথেয় ও যাঁহার যাহা সঙ্গতি তদনুরূপ প্রণামী পাইলেই ক্রিয়া কর্ম্মাদি করাইবেন। ইতি সন ১৩২১ সাল তারিখ ১৯শে চৈত্র।

বিনিত নিবেদক—

শ্রীআনন্দলাল চৌধুরী ও শ্রীরাধাকান্ত সরকার
গ্রাম ও পোষ্ট রায়কালী, জেলা বগুড়া।

৯। আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গোপাল-পুর নিবাসী ঈশানচন্দ্র দাস মহাশয় বিগত ১৫ই বৈশাখ বুধবারে কাশীধামে লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। দাস মহাশয় একজন দেশ-হিতৈষী মহাত্মা ছিলেন। তিনি অনেক দিন হইল তাঁহার নিজ ব্যয়ে দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার জন্য ফরিদপুর নগরে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত দাস মহাশয় তাঁহার গোপালপুর গ্রামে ব্যাকরণ ও কাব্যের একটী চাতুষ্পাঠী তাঁহার নিজ ব্যয়ে বহুদিবস হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই সকল দেশহিতকর কার্য্যের জন্য, সম্রাটের গত জন্মতিথি উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তিনি জীবনে এই উপাধিটী ভোগ করিতে পারিলেন না। বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবারে গোপালপুরে তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০ জন পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সহচর ৬৲ ছিল একটী মাত্র রূপার ষোড়শ হয়। পণ্ডিতগণের সভায় আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই। উপস্থিত থাকিলে কায়স্থ জাতির বিজয়ের একটী বিচার হইত। ঈশান বাবু শূদ্রাচারী ছিলেন, কতকগুলি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বুঝাইয়া

দিয়াছিলেন যে কায়স্থ শূদ্র জাতি, বিজয়ে তাঁহাদের অধিকার নাই। যে সকল ব্রাহ্মণগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা "ছুৎমার্গী" অর্থাৎ ইহাদের ধর্ম্মটা যেন রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছে। বরিশাল জেলান্তর্গত নাকোটীয়ার রায় বাবুদের মধ্যে কাহারও মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে বক্তৃতা ও বিচার হয়। নাকোটীয়ার উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদারগণ নাকি কেহ কেহ বিলাতে গমন করিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছেন। যে সমস্ত পণ্ডিতগণ নাকোটীয়া নিমন্ত্রণে গমন করেন তন্মধ্যে কবিরাজপুরের আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অন্যতম। তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া ঈশান বাবুর শ্রাদ্ধে উপস্থিত হন, কিন্তু তাঁহাকে সভায় যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই, তাঁহার যে কি দোষ তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঈশান বাবুর শ্রাদ্ধে প্রায় ৩০০০ হাজার লোক উত্তমরূপে আহার করিয়াছিল।

১০। পাবনা ব্রাহ্মণ সভা। পাবনাজিলান্তর্গত শাগগাড়িয়া সাহিত্য মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয় লিখিতেছেন—

"গত ১লা, ২রা ও৩রা জ্যৈষ্ঠ দিবস ক্রমে পাবনা ব্রাহ্মণ সভার ৫ম বার্ষিক অধিবেশন-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় আহূত হইয়া এতৎ উৎসবে যোগদান করেন। ১ম দিন সায়াহ্নে ৬ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে সভাপতি শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় জন সাধারণের অবগতির নিমিত্ত পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয়ের যৎসামান্য পরিচয় প্রদান করেন। স্থানীয় দর্শন চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ তর্কভূষণ মহাশয়কে সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দন প্রদান করেন। তদনন্তর তর্কভূষণ মহাশয় অভিনন্দনের যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করত: "শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ৭॥ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত "হিন্দু সমাজের অবনতি ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়, অপরাহ্নে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ, গত বর্ষের কার্য্য বিবরণী পাঠ ও পরে স্থানীয় বক্তৃগণের বক্তৃতা হয়। তৎপরদিন অপরাহ্নে স্থানীয় সভ্যগণের প্রবন্ধ পাঠ হয়; তৎপর রাত্রি ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ "ভক্তি তাহার সাধনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর সভা ভঙ্গ হয়।

১১। সন্ন্যাস।—স্বামি বিবেকানন্দ প্রথমবার বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া আলমবাজার মঠে সশিষ্য অবস্থান করিতেছেন। এই সময় তিনি বহু অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসধর্ম্মে উপদেশ দেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণ না করিলে, কেহই দেশের কি সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না।" সংসারে আসক্ত ব্যক্তি দ্বারা কোনও কাজ হইবে না, কায়স্থ সমাজ মধ্যে সন্ন্যাসী নাই বলিলেই হয়। স্বামিজীর উৎসাহ বাক্যে যে চারিজন যুবক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা স্বামী নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ নামে ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে সুপরিচিত। দুঃখের বিষয় তাঁহার কল্পিত সন্ন্যাসিনী-সংঘ প্রস্তুত করিবার

পুর্ব্বেই তিনি পরলোক অলঙ্কৃত করেন। অধুনা কায়স্থ-সমাজে নরনারীগণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার জন্ত কায়স্থ-সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর প্রয়োজন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বদিন উক্ত ব্রহ্মচারী-চতুষ্টয় মস্তক মুণ্ডন করিয়া, গঙ্গাস্নান ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বামিজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। তদনন্তর শাস্ত্রমতে নিজের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া নিজের পায়ে নিজে পিণ্ড অর্পণ করিলেন। কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পুত্র পৌত্রাদী কৃত শ্রাদ্ধ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহার পরে স্বামিজী সন্ন্যাসী-চতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আজ হইতে সংসারে তোমাদের মৃত্যু হইল, কল্য হইতে তোমাদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা ও নূতন পরিচ্ছদ হইল। তোমরা ব্রহ্মবীর্য্যে প্রদীপ্ত হইয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিবে।

"ন ধনেন ন চেজ্যয়াত্যাগেনৈকেন
অমৃতত্বমানশুঃ।"

১২। ভ্রম সংশোধন—আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার বিগত ১৩২১ সনের চৈত্র সংখ্যার ৫১৮ পৃষ্ঠায় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন" শীর্ষক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। প্রথম দিবসে প্রথম প্রস্তাবের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত ও সমর্থিত হইয়া পরিগৃহীত হয়। ভুলক্রমে উক্ত প্রস্তাবদ্বয় দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য বিবরণী মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় দিবসে রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুরকে কাকিনাধিপ অনুরোধ করায় এবং তাঁহার সভাপতিত্বে উপস্থিত সভ্যগণ অভিমত প্রদান করায় তিনি উক্ত দিবসে সভাপতির কার্য্য করেন। ইহা ব্যতীত সমর্থক ও অনুমোদকদিগের নাম সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমরা উক্ত সভায় উপস্থিত না থাকায় এই সকল ভুল হইয়াছে।

১৩। পাশ্চাত্য যুদ্ধ। বিগত মে মাসের শেষভাগে ইটালী মিত্র পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহার প্রাচীনশত্রু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জার্ম্মানি যৎকালে অষ্ট্রীয়ার বন্ধু, ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছে। য়ুরোপে ইটালী একটী শ্রেষ্ঠশক্তি তাহার বিষয় পাঠকগণের জানা আবশ্যক। ইটালীদেশে সার্দ্ধ তিন কোটী লোকের বাস। বর্ত্তমান সময়ে তাহার সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ লক্ষ। ৪০ হাজার সৈন্যদ্বারা তাঁহার রণপোত সকল চালিত হইতেছে। আকাশযুদ্ধ জন্য তাঁহার একশত ক্ষুদ্র ও দশখানী সুবৃহৎ ব্যোমযান প্রস্তুত আছে। ইটালীর অশ্বারোহী সৈনিক সমগ্র য়ুরোপে কেন, সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ইটালীর সাহায্যে মিত্রপক্ষগণ অতি সত্বর জার্ম্মানির গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিবেন। যুদ্ধের আগে ইটালী তাঁহার কামান ও বন্দুক জার্ম্মানি ও ফরাসী দেশ হইতে আনিতেন, কিন্তু আজ ৯।১০ মাস ইটালী জাপানের ন্যায় তাঁহার অস্ত্রাদী যুদ্ধ সজ্জা নিজ দেশেই প্রস্তুত করিতেছেন।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল। | ২য়, সংখ্যা।

প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক।

(উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী)

মানব-দেহ ব্যাধি-পীড়িত হইলে যেমন তাহার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, দোষ-দুষ্ট সমাজেরও তেমনই সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে; আর চিকিৎসা না করিলে রুগ্ন শরীর যেরূপ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া ধ্বংসের পথে গমন করে, সংস্কারের অভাব ঘটিলে সদোষ সমাজও সেইরূপ ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল ও অন্তঃসারশূণ্য হইয়া, আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। তাই রোগ-জীর্ণ দেহ ও কলঙ্ক-মলিন সমাজ—এই উভয়ের জন্যই যথাক্রমে বৈদ্য ও সংস্কারকের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বৈদ্য হইতে সংস্কারক শ্রেষ্ঠ, সংস্কারকের আসন বৈদ্যের আসন হইতে অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। কারণ বৈদ্য অনেকেই হইতে পারেন কিন্তু সমাজ সংস্কারক হওয়া যে সে লোকের কার্য্য নহে। সংস্কারকগণ ঐশী-শক্তিসম্পন্ন মহা-পুরুষ। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত বা স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ। যখনই কোন মনুষ্য-সমাজে পাপ প্রবিষ্ট হয়, আর তজ্জন্য তাহা সদাচার-শূণ্য হইয়া পতনোন্মুখ হইয়া উঠে, তখনই ভগবান তাহার রক্ষার্থে সংস্কারক প্রেরণ করেন অথবা সংস্কারকরূপে স্বয়ং এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সমাজের সংস্কার বা হিতসাধন করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইয়াছে, তিনি সেইরূপ একজন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বা স্বয়ং ঈশ্বরাবতার। বৌদ্ধ-বিপ্লবে হিন্দুসমাজ উপক্রান্ত, বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে পাঠাইয়া কি স্বয়ং শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করেন—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-

দিগকে স্বধর্ম্মে পুনরানয়ন পূর্ব্বক হিন্দুসমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়া দেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যই ইদানীন্তন কালের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান সমাজসংস্কারক বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাঁহার সময়েও হিন্দুসমাজ উৎপাতশূণ্য সুসংস্কৃত বা সুব্যবস্থিত হয় নাই, বৌদ্ধগণ তাঁহার নিকটে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ-বহিস্কৃত বা বৌদ্ধপ্রভাব সম্পূর্ণরূপে খর্ব্বীকৃত হয় নাই। তখনও বৌদ্ধ আচার্য্যগণ স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া, হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন সহকারে বৌদ্ধমত প্রচার করিতেছিলেন। এজন্য হিন্দুসমাজে বিশুদ্ধ হিন্দু রীতি নীতির, খাঁটি হিন্দুয়ানীর প্রভাব বিস্তার করিতে, শঙ্করের তিরোধানের পরেও, বহুযুগের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময়ে যে সকল মহাত্মা হিন্দুসমাজের হিতৈষীরূপে অগ্রসর হইয়া, হিন্দু শত্রু বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন—বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিয়া শঙ্করের অসম্পূর্ণ কার্য্যের সম্পূর্ণতা সাধন ও হিন্দু-সমাজের কল্যাণ বিধান করিয়াছিলেন—উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী তাঁহাদিগেরই অন্যতম। কিন্তু তিনি মহারাজ বল্লালসেনের ন্যায় সমস্ত হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধনে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের দোষ সংশোধন ও সমাজবন্ধন সম্পন্ন করিয়াই যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। সার্দ্ধ দুইশত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশির গুরুভারে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রপীড়িত ও স্থবীরের ন্যায় নিতান্ত দুর্ব্বল, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাতে ক্রিয়াশীলতার কোনও লক্ষণই বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং উদয়নাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষ যদি সে সময়ে তাহার রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে আর কিছুকাল পরেই যে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এজন্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের রক্ষক, পোষক ও প্রতিপালক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এহেন লোকের, হিন্দু-সমাজের এরূপ হিতকামী ব্যক্তির কোনও জীবনচরিত নাই। তাঁহার জীবনের কোনও ধারাবাহিক বিবরণাদিই কোনও গ্রন্থে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা বহু শ্রম স্বীকারে, অনেক অনুসন্ধানেও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহা কিছু পারিয়াছি তাহাই আজ আমরা একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া, আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি।

উদয়নাচার্য্যের বাসস্থান সম্বন্ধে নানামত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে বগুড়া জিলার মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামের অধিবাসী বলিয়া স্থির করেন। কেহ আবার তাঁহার বাসস্থান বঙ্গদেশে এবং কেহবা রাজসাহীর মধ্যবর্ত্তী নিসিন্দা গ্রামে ছিল বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথিলাই তাঁহার বাসভূমি। কারণ তাঁহার মিথিলা বাসসম্বন্ধে যেরূপ অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এমন আর কোনও স্থান সম্বন্ধেই নহে। (ক) তবে কার্য্যো-

(ক) "ভগবানপি তত্রৈব মিথিলায়াং জনার্দ্দনঃ।
শ্রীমদুদয়নাচার্য্য রূপেণাবততারহ॥"—
ভক্তিমাহাত্ম্য।

পলক্ষে অনেক সময়ে তাঁহাকে উল্লিখিত স্থান সমূহে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধেও উক্ত রূপ ভ্রমের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। উদয়নাচার্য্যের সময় সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ তাঁহার আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ ১১৭৫।৭৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করেন। কেহ আবার তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধশত বর্ষের মধ্যবর্ত্তী কালের লোক বলিয়াও স্থির করিয়া থাকেন। কাহারও মতে তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বা ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে (১২৫০শকে) বর্ত্তমান ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের সমকালবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন—গণেশ, নৃসিংহ নাড়িয়াল নামক শান্তিপুরের এক প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজ-সিংহাসন করায়ত্ত করিয়াছিলেন। নৃসিংহ নাড়িয়াল উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক। সুতরাং তিনি যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন তাহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। এই বিভিন্ন মতবৈষম্য হইতে সত্য নিষ্কাসন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। তবে বহু অভিজ্ঞ লোকের স্বীকৃত বলিয়া শেষের অভিমতটীই আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

উদয়নাচার্য্য সুবিখ্যাত পণ্ডিত বৃহস্পতি আচার্য্যের পুত্র। তাঁহার আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ স্বচ্ছল না হইলেও, সামাজিক মর্য্যাদা অসাধারণ ছিল। কুল-গৌরবে ও বংশগত সম্মানেও তিনি শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নীর গর্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি ও রমাপতি নামক পুত্র চতুষ্টয় (মতান্তরে চণ্ডীপতি ও রুদ্রাণীপতি নামা অপর দুই পুত্র সহ ছয় পুত্র) এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পশুপতি নামে এক পুত্র ও লীলাবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই লীলাবতীকে অনেকে 'লীলাবতী' নামক ব্যক্ত-গণিত বা পাটীগণিত প্রণেতা স্বনামধন্য পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (খ) কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উদয়ের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকিলেও, তিনি যে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক নহেন, পরন্তু তাহার বহু পরবর্ত্তী তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু লীলাবতীকার ভাস্করাচার্য্য ১১১৪ খৃষ্টাব্দে (১০৩৬ শকে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় উদয়ের কন্যার সহিত ভাস্করের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। তার পর উদয় মৈথিল

(খ) যে লীলাবতীর নামে 'লীলাবতী' গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, তিনি ভাস্করাচার্য্যের পত্নী কি না তাহাতেও ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। অনেকে তাঁহাকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—লীলাবতী শৈশবে পতিহীনা ও নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িলে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সান্ত্বনা বিধানে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহাতে সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া শেষে তাঁহার নামে গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক তাহা তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করেন আর তাহাতেই তাঁহার বৈধব্য-জনিত সমস্ত ক্লেশের অবসান হয়। লীলাবতী কন্যা বলিয়া

ব্রাহ্মণ, মিথিলার অধিবাসী,—আর ভাস্করাচার্য্য শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, সুদূর দক্ষিণাপথের সহ্য পর্ব্বত প্রদেশীয় বীজ্জলবীড় গ্রামের অধিবাসী। সুতরাং পরস্পর সমসাময়িক হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন কিরূপে সম্ভাব্য হইতে পারে? অনেকে আবার উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নামে কোনও কন্যা ছিল বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহা হউক, উদয়নাচার্য্য যে একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তৎ-প্রণীত "কুসুমাঞ্জলি" "আত্মতত্ত্ব-বিবেক" এবং "কিরণাবলী" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থত্রয়ই তাহার প্রমাণস্থল। এই গ্রন্থ তিন খানির মধ্যে কুসুমাঞ্জলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ন্যায়ের গ্রন্থ, ইহাতে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া পরমার্থতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু 'লঘুভারত' প্রণেতা বলদেব বিদ্যাভূষণ 'কুসুমাঞ্জলি'কে উদয়নাচার্য্যের প্রণীত না বলিয়া প্রচারিত বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'উদয় তীর্থভ্রমণে গিয়া এই গ্রন্থ-প্রাপ্ত হন এবং বাঙ্গালায় আনিয়া প্রচার করেন। কিন্তু "ভাদুড়ী বংশাবলী"তে উদয়নাচার্য্যকেই 'কুসুমাঞ্জলি'র রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। (গ) যাহা হউক, এই সামান্য পরিচয় ব্যতীত উদয়ের সম্বন্ধে তাঁহার পারিবারিক জীবন বিষয়ে অপর কোনও বিশেষ বিবরণ কোনও স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু তাহা না পাওয়া গেলও,তিনি যে মহৎ কার্য্যের কুলবন্ধন রূপ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুজাতির হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই তাঁহাকে স্মরণীয়, অমর করিয়া রাখিবে। যতদিন হিন্দু সমাজে হিন্দু-সমাজের মুকুটমণি ব্রাহ্মণ জাতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম লোপ পাইবে না, হিন্দু সমাজশীর্ষে উজ্জ্বল সুবর্ণ অক্ষরেই বিলিখিত, দেদীপ্যমান থাকিবে।

যে সমাজ-হিতকর সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা উদয়নাচার্য্য অবিনশ্বর,কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বইচ্ছার ফল নহে অর্থাৎ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই—প্রকারান্তরে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যেই এই পাপক্ষয়কর সমাজ সংস্কার ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁহার সেই ব্রহ্মবধের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিয়া শেষে তাঁহার সমাজসংস্কারের কথা

ভাস্করাচার্য্য তাঁহাকে গ্রন্থের একস্থলে 'অয়ে বালে লীলাবতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষেরা 'বালা' শব্দে 'অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী স্ত্রী', এই অর্থ করিয়া এবং লীলাবতীর স্থান বিশেষ হইতে আদিরসাত্মক প্রশ্ন ও 'মিত্র' প্রভৃতি প্রেমবাচক সম্বোধন বাক্যের আবিষ্কার করিয়া, লীলাবতীকে ভাস্করের পত্নী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মতদ্বৈধের সুমীমাংসা অধুনা অসম্ভব।

(গ)"বৃহস্পতি সুতঃ শ্রীমান ভুবিবিখ্যাত মঙ্গলঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধ বিধ্বংস হেতবে॥
খ্যাত উদয়নাচার্য্য বভূব শঙ্করো যথা।
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিম্॥"—
ভাদুড়ীবংশাবলী।

আলোচনা করিব। উদয়ের পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞানের তুলনা ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রের প্রত্যেক বিধানই তিনি মান্য করিতেন এবং অপৌরুষেয় ও পরম পবিত্র বোধে বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। কিসে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি সংবর্দ্ধিত হইবে, শঙ্কর নির্জ্জিত বৌদ্ধধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শঙ্করাচার্য্যের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম একরূপ লোপ পাইলেও, বৌদ্ধগণ পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেও, তখনও ভারতের নানা স্থানে বৌদ্ধ প্রভাব বদ্ধমূল ছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণ পূর্ব্ব প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া, হিন্দু পণ্ডিতদিগের সহিত, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদক বিচারবিতর্কেও বিমুখ ছিলেন না। সে অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী বৃহস্পতি আচার্য্য কি নীরব থাকিতে পারেন? না, তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভবপর? তিনি অহঙ্কারে আত্মহারা ও ক্রোধে স্ফীত হইয়া, তদানীন্তন এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যকে শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করিলেন। সেই বৌদ্ধাচার্য্যের নাম জিষ্ণুণী। জিষ্ণুণীও মহাপণ্ডিত, অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন। বৃহস্পতি হইতে কোনও অংশেই তাঁহার কোনও হীনতা ছিল না, বরঞ্চ কোনও কোনও বিষয়ে তিনি বৃহস্পতিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। সুতরাং বৃহস্পতির সদম্ভ আহ্বানে তিনি ভীত বা পশ্চাৎপদ হইলেন না, অপিচ বহুতর পণ্ডিত ও শ্রোতার সাহায্যে এক বিরাট সভার অধিবেশন করিয়া তাঁহার সহিত বিচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েক দিবস ক্রমাগত উভয় পণ্ডিতের মধ্যে ঘোরতর বিচার বিতর্ক চলিল, কিন্তু তাহা বৃহস্পতির পক্ষে শুভ হইল না। তিনি বিচারে পরাভূত হইলেন। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে বৃহস্পতির পরাভব ও জিষ্ণুণীর বিজয় ঘোষণা করিলেন। একালে হইলে এইস্থলেই উহার যবনিকা পাত হইত, না হয় পরাজিত বৃহস্পতি আর একবার তাঁহার সহিত বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু একাল আর সেকালের ব্যবহারে আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল। তখন জয়-পরাজয় নির্ণীত হইয়া গেলেই সমস্ত বাদ বিসংবাদের অবসান হইত না। বিজয়ী পণ্ডিত অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরাজিতের লাঞ্ছনা করিতেন। সময়ে সময়ে পদাঘাত ও পাদুকা প্রহার পর্য্যন্তও বাকী থাকিত না। এক এক সময়ে আবার মৃত্যুপণে বিচার আরম্ভ হইত এবং পরাজিত ব্যক্তিকে বিজয়ীর সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগে বাধ্য হইতে হইত। সুতরাং এক্ষেত্রেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন হইবে? বিজয়ী বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রাজ্ঞ হইয়াও সে সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তবে তিনি কোনও গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াই বৃহস্পতি আচার্য্যকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন বৃহস্পতির পক্ষে সে অপমান অসহ্য হইল। তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন এবং বনে গিয়া আত্মহত্যা করিয়া

সমস্ত ঘৃণা, লজ্জা, লাঞ্ছনা গঞ্জনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

যখন উল্লিখিত ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন উদয়নাচার্য্য বালক ছিলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন, আর কিসে দুরাত্মা জিষ্ণুণীর উপযুক্ত শিক্ষাবিধান করিবেন তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তনীয় হইয়া উঠিল। তবে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত, জিষ্ণুণী হইতে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য লাভ ভিন্ন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করিলেন। বাল্যের চেষ্টা যৌবনে ফলবতী হইল। অদম্য অধ্যবসায়, অসাধারণ যত্ন ও প্রাণপাত পরিশ্রম প্রভাবে প্রথম যৌবনেই তিনি একজন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা নিবৃত্তি পাইল না। পাছে তাঁহার সেই অর্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি, শুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান, বৌদ্ধাচার্য্যের পরাভব পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয়, এই আশঙ্কায় অধিক জ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভের আশায়, কাশীতে গিয়া কুমারিকভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কুমারিকভট্ট, পণ্ডিত দিবাকর ভট্টের পুত্র, মধ্যর্থ মুক্তাবলীর টীকাকার আর অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত ও সুবিখ্যাত মীমাংসক বলিয়া সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার তুল্য গুণী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক তৎকালে ভারতবর্ষে অতি অল্পই ছিল। বিশেষতঃ বারবার বৌদ্ধ-প্রচারকদিগকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধাচার-কলুষিত হিন্দুসমাজে বৈদিক আর্য্য ধর্ম্মের প্রাচীন, পবিত্র, আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া তিনি যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার দেশ প্রসিদ্ধির অন্তর কারণ রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। উদয়নাচার্য্য কুমারিকভট্টের নিকটে দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের পরাভব-মূলক যুক্তিতর্কাদি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মিথিলায় ফিরিয়া আসিলেন। জিষ্ণুণী তখনও স্পর্দ্ধা সহকারে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ও বৌদ্ধধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন। উদয়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি জিষ্ণুণীর কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া, তাঁহাকে শাস্ত্র-বিচারে আহ্বান করিলেন। জিষ্ণুণী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, তাচ্ছিল্যের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় পক্ষের চেষ্টায় এক মহতী সভা আহূত হইল। শতশত পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত হইয়া উভয়পক্ষে যোগদান করিলেন। সাধারণের অনুরোধে কয়েকজন দেশবিখ্যাত বিজ্ঞ ব্যক্তি মীমাংসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন উদয়নাচার্য্য ধীরপদক্ষেপে সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, সভামণ্ডলীকে শুনাইয়া জলদগম্ভীরস্বরে আপনার অভিমত পরিব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন—"হে সমাগত পণ্ডিত ও শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা শুনিয়া রাখুন, অদ্য আমি ও মহাত্মা জিষ্ণুণী যে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার পণ জীবন অর্থাৎ এই বিচারযুদ্ধে যিনি পরাস্ত হইবেন তিনি নিজ জীবন দানে বাধ্য হইবেন—তাঁহাকে সর্ব্বজন সমক্ষে এই সভামণ্ডপেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।" পণের কথা শুনিয়া সমস্ত লোক স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু

জিষ্ণুণী ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ না করিয়া, সগর্ব্বে তাঁহার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল— উদয়নাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের এবং জিষ্ণুণী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদন কল্পে নানা তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। উপস্থিত জনসঙ্ঘ অভিনিবিষ্ট চিত্তে নীরবে সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বিচার শীঘ্র শেষ হইল না। সহসা কেহই কাহারও নিকটে পরাভূত হইলেন না। দুইজনেই মহাপণ্ডিত, দুইজনেই শাস্ত্রবিৎ এবং অনন্যসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবিদ্যা-বিশারদ সুতরাং উভয়ে তুল্য বিক্রমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে শেষে জিষ্ণুণীর কপাল ভাঙ্গিল। তাঁহার গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত হইল। তিনি পরাজিত হইলেন। নিরপেক্ষ মীমাংসকগণ উদয়নাচার্য্যের বিজয়বার্ত্তা সভামধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। জিষ্ণুণী মরমে মরিয়া গেলেন। রোষে ক্ষোভে অভিমানে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। বহুদিন সগর্ব্বে সর্ব্বত্র আত্মপ্রাধান্য বিস্তার করিয়া আজ এক বালকের নিকট তাঁহার পরাভব হইল! নিয়তির কি বিকট পরিহাস! বিধাতার কি নির্ম্মম বিধান! জিষ্ণুণী নিজের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনে ইতস্ততঃ কি বিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ সেই সভামধ্যেই মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিয়া, আত্মহত্যা করিয়া নাস্তিকতার পরিচয় প্রদান করিলেন। উদয়ের চির-জীবনের প্রাণের সাধনা আজ সিদ্ধ হইল। পিতার অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়া আজ তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং সমাগত হিন্দু সজ্জনবৃন্দের শত আশীর্ব্বাদ শীরে লইয়া বিজয়োল্লাসে স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। জিষ্ণুণীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মিথিলাঞ্চলে তখনও যে বৌদ্ধ প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইল। চারিদিকে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল।

উদয়নাচার্য্য পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়া, প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। জিষ্ণুণীর দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই তাঁহার হৃদয়ের সুখশান্তি নষ্ট হইল। জিষ্ণুণী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ কুলজাত ছিলেন সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর হেতুভূত হইয়া, তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হইয়া পড়িলেন। সেই পাপের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এবং সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উদয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পাপমুক্তির জন্য তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনের পরামর্শ দিলেন। উদয় আনন্দের সহিত সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং যথাসময়ে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারস্থ হইলেন। কিন্তু তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল না, মহাপাপী বলিয়া জগন্নাথ তাঁহাকে দর্শন দিলেন না। উদয় মনঃ দুঃখে মন্দির পরিত্যাগ করিলেন এবং পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কাতরভাবে শ্রীজগন্নাথ দেবের কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কাতরের করুণ প্রার্থনা কতক্ষণ ভগবান্ না শুনিয়া থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ উদয়নাচার্য্য তাঁহারই নিজ জন। মোহ-

বশতঃ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সহসা একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে কি আর তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন? কিয়ৎকাল তিনি একাগ্রচিত্তে আকুল প্রাণে আহ্বান করিতেই ভক্তবৎসল ভগবানের দয়া হইল। তিনি প্রসন্ন হইলেন আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত বিষাদ অপনীত হইল। তাঁহার কলুষ-কালিমাময় হৃদয়-কন্দর সহসা দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং কে যেন তন্মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সুস্পষ্ট মধুর বাক্যে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—"পুণ্যের দ্বারাই পাপের নাশ হয়। অতএব কুলগ্রন্থসংগ্রহ ও কুল-বন্ধনরূপ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হও।" এই রূপে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া উদয় গৃহে ফিরিলেন এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের হীন দশা দর্শনে তাহারই উৎকর্ষবিধানে, কুলবন্ধন ও সংস্কারসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বহুদিনের আপ্রাণ চেষ্টায় শেষে তাঁহার সে কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিলেন।

উদয়নাচার্য্যের কুলবন্ধন এক বিরাট ব্যাপার, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সবিশেষ আলোচনা সম্ভবপর নহে। অতএব তৎসম্বন্ধে মাত্র দুই চারিটী কথা বলিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। মহারাজ বল্লালসেন মাত্র এক মূলনীতির আশ্রয় লইয়াই তাঁহার কুলবন্ধন ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন। সেই নীতির নাম "বংশবিশুদ্ধি বিধান।" কিসে সমাজের মধ্যে ব্যভিচারাদি কদাচারের প্রবেশ নিবারণ হয়, বংশের মধ্যে নবগুণসম্পন্ন কুলীনের সংখ্যা বাড়িয়া উঠে আর তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজ সকল সমাজের অগ্রণী, শিরোভূষণরূপে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করে তাহাই তাঁহার কুলবন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণ বশতঃ একমাত্র কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন; সমাজ পরিচালনের জন্য বিশেষ কোনও বিধিনিষেধাদির সৃষ্টি বা প্রচলন করিয়া যান নাই। কাজেই তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সার্দ্ধ-দুইশত বৎসর পরে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বল্লালের উত্তরকালবর্ত্তী সামাজিকগণ তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইয়া পুণ্যের নামে পাপের, সংস্কারের নামে সংহারের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন আর তজ্জন্য সমাজে বিবিধ দোষ প্রবেশ করায়, উহা একান্ত দুর্ব্বল, ও ক্রীয়াশীলতাহীন হইয়া সাধারণের চক্ষে হেয় হইয়া পড়িয়াছিল। উদয়নাচার্য্য কুলবন্ধন করিতে গিয়া বুঝিলেন, উপযুক্ত নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তন ও পূর্ব্ব ব্যবস্থাদির সংস্কার বিধান ব্যতীত অপর কোনও উপায়েই হিন্দুসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্ভবপর হইতে পারে না। তখন তিনি সেই কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। তাঁহার কার্য্যের সহায় হইলেন, তাঁহার অধ্যাপক কুল্লূকভট্ট আর দুইজন শ্রেষ্ঠ কুলীন—তাঁহার গুরু ধ্যায় বাগচী ও ধ্যায়ের শ্যালক মধুমৈত্র এবং করঞ্জ গ্রামীন নঙ্গল ওঝা ও ভট্টশালী গ্রামীন ময়ূরভট্ট নামক দুইজন শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক পণ্ডিত তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই সকল কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বিদ্বন্মণ্ডলীর সাহায্যে উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের উপযোগী অনেকগুলি

নিয়ম প্রণয়ন করিলেন, কুলীন শ্রোত্রিয় নির্ব্বাচন করিলেন এবং শ্রোত্রিয়ে কুলীন কন্যাদান রহিত করিয়া দিয়া, কুলীনদিগের মধ্যে ঘটকাগ্রে 'কুশত্যাগরূপ পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা' বা করণের সৃষ্টি করিলেন। (ঘ)

উদয়নাচার্য্য ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবিদ্যা, পাণ্ডিত্য প্রতিভা, বিচক্ষণত ও বহুদর্শিতা প্রভৃতির তুলনা ছিল না। তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ স্বরূপ ছিল। তাঁহার সদৃশ ভগবদ্ভক্ত, সাধু ও সদাশয় লোক তৎকালে হিন্দুসমাজে অতি অল্পই দৃষ্টি-গোচর হইত। সুতরাং তৎপ্রবর্ত্তিত বিধি নিষেধাদি যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে বিশেষ হিতকর, শুভফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তবে পরবর্ত্তী সামাজিকদিগের অযোগ্যতা দোষে, উত্তরকালে উহার কোনও কোনও নিয়ম অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও এখনও যে তদ্দ্বারা সেই ব্যবস্থাদির ফলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ পরিচালিত হইতেছে এবং উদয়নাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষ যদি সে সময়ে আবির্ভূত হইয়া ইহার পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এতদিনে যে বারেন্দ্র সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত, তাহা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

(ঘ) এই কুলীন শ্রোত্রিয় নির্ব্বাচনকালে উদয়নাচার্য্য স্বীয় প্রথমাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র-দিগকে কৌলীন্য হইতে বঞ্চিত করিয়া, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পশুপতিকেই কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার কারণ স্বরূপে এদেশের এইরূপ একটী প্রবাদের প্রচলন দৃষ্ট হয়। "কোনও সময়ে উদয়ের প্রথম পক্ষীয়া স্ত্রী স্বীয় কবরীতে কতকগুলি চম্পকপুষ্প সন্নিবদ্ধ করায়, তাঁহাকে ভ্রষ্টচারিণী বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়, আর তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেন। বিনা দোষে জননীর লাঞ্ছনা দেখিয়া তাঁহার ছয়পুত্র তাঁহার অনুবর্ত্তী হন এবং পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পৃথক্‌ভাবে 'করণ' করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উদয় উক্ত ছয় পুত্রকে 'কাপ' বা পতিত শ্রেণীভুক্ত করিয়া দ্বিতীয়াপত্নীর পুত্রকে কুলীনপদে অধিষ্ঠিত করেন।" উদয়ের উক্ত সপ্তপুত্রের বংশধরগণ অধুনা পাবনা ও রাজসাহী জেলায় এবং সুসঙ্গ পরগণার পূর্ব্বধলা, রামনগর, ধোবাউড়া প্রভৃতি স্থানে বসবাস করিতেছেন।

লেখক।

বরপণ গ্রহণ প্রথা

কি কদাপি দূরীভূত হইবে ?

নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥৫॥

মহাভারতে, আদিপর্ব্বনি, চতুঃসপ্ততিতমোধ্যায়ে।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।
তস্মাৎ সত্যমেব বক্তব্যম্ নানৃতম্ ॥

ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহলতার অভিমানের অনল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে কায়স্থ কুল-কন্যকা নিভাননীও সেই অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। আরও কত স্নেহলতা এবং নিভাননী এইরূপ অত্যাচারাগ্নির ইন্ধনরূপে ভস্মীভূত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, তাঁহা কে বলিবে ? নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন, "সর্ব্বমত্যন্ত-গর্হিতম্"। স্নেহলতার আত্মহত্যা কেন ঘটিল —সভ্যতা বা অসভ্যতা, সুসংস্কার বা কুসংস্কার, সামাজিক কুরীতি বা সুনীতি,— তাঁহার পারিবারিক পরিবেষ, তাঁহার পিতামাতার শিক্ষা দীক্ষা এবং জীবনের আদর্শ, তাঁহার নিজের কর্ম্মফল ইত্যাদি কত অসংখ্য কারণের ফলস্বরূপ উহা ঘটিয়াছিল, —তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রত্যহ বৃথা প্রশংসাবাদে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করার কি কুফল নাই ? স্নেহলতার আত্ম-বিসর্জ্জনরূপ ঘটনার ভাল দিক,—উহার অলঙ্কার ভাবের বা কাব্য কবিতার দিকে, অ নবা ভুল নাই,—সে দিকেরও সু কু উভয় প্রকার ব্যবহার আছে। এই প্রকার ঘটনার ভালদিকের ভাল ব্যবহার করিতে না পারায় আমাদের সমাজে "সতীদাহ" প্রথার আবির্ভাব হইয়াছিল। যে দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, পর্ব্বতাদী উচ্চস্থান হইতে পতন এবং প্রায়োপবেশনরূপ বিবিধ আত্মনাশের ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ ছিল, যে দেশের সভ্যতা চিরকালই ভাব-প্রবণ, যে দেশের দর্শনশাস্ত্রসমূহ সমস্বরে জন্ম বা জীবনকেই অশেষ দুঃখের কারণ এবং পুনশ্চ জন্মগ্রহণ নিবারণকেই মোক্ষ বা পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে দেশে মৃত-স্বামীর সহগমন অবৈধ ও নিষিদ্ধ হইলেও উহার অনুকূলে এখনও প্রবল লোকমত বিদ্যমান, এমনকি, সহগমনোদ্যতা নারীর এককণা চরণরেণুর প্রত্যাশায়, দূরদেশ হইতে শত শত নরনারী আগমন করে, এবং "সতীর" জয় জয় রবে দিগন্ত মুখরিত হয়, সে দেশে একটু চেষ্টা করিলেই একটু বাতাস দিলেই, কুমারী কন্যাদাহের হুতাশন যে অচিরেই প্রবলরূপে

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে,—তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ কুমারীদাহে ফল কি? কবিতা বা কাব্যরচনা এবং পাঠ কালে আমরা যাহাই ভাবি না কেন, সমাজ-বিজ্ঞানের অনুশীলনকালে কোনও রূপ "ভাব লাগিলে" চলিবে না। সে সময়ে সমাজের প্রত্যেক ঘটনা নির্ম্মম হৃদয়ে, বৈজ্ঞানিকের চক্ষু লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। দুই চারিটী ভাবপ্রধান বালিকা অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিলে সমাজ হইতে কি পণপ্রথা উঠিয়া যাইবে? কদাপি না। দুর্ভিক্ষের সময়ে দুই চারিজন দারিদ্র, অর্থশালী মহাজন অথবা শস্যশালী বণিকের উপর অভিমান করিয়া, অনলে আত্মনাশ করিলে কি দেশে খাদ্য শস্য সুলভ হইয়া যাইবে? "আবশ্যকতা এবং আমদানী" এই দুইটী বিষয়ের সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষ দূর হয় না—শত আত্মহত্যাতেও হয় না। তদ্রূপ সামাজিক যৌন Demand and supply এর সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে, পণের কঠোরতা দূরীভূত হইবে না।

সে দিন আমাদের একজন উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষাব্যবসায়ী পলিতকেশ শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিতেছিলেন যে দেশে অবিবাহিতা বালিকাগণের আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই গভর্ণমেণ্ট পণপ্রথার নিরাকরণোদ্দেশ্যে আইন করিতে বাধ্য হইবেন। যাঁহারা Jurisprudence বা ব্যবহার-বিজ্ঞান শাস্ত্রে দক্ষ, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে বৃদ্ধ শিক্ষক মহাশয়ের আশা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না। আমরা এ শাস্ত্রে অনধিকারী, তবে আমাদের আশঙ্কা হয় যে আইনের দ্বারা এই সামাজিক রোগের শান্তি হইবে না। গত চৈত্রসংখ্যা "কায়স্থ পত্রিকায়' এই পীড়ার নিদান-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমরা চেষ্টা করিয়াছি। যদি আমাদের রোগ-নির্ণয় ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সামাজিকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে আইনের ন্যায় মুষ্টিযোগে এই রাজব্যাধি দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। যাহাই হউক, আইনের এ সম্বন্ধে শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, আইন প্রস্তুত করিবার শক্তিই যখন আমাদের নাই, তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করা বৃথা। সামাজিকদিগের নিজের হস্তে এই রোগের কোন ঔষধ আছে কি না, তাহাই বিবেচনার বিষয়। আমরা শুধু সেই বিবেচনাই করিব।

কন্যা এখন আমাদের গলগ্রহ হইয়াছে, মহা দায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতই কি বঙ্গের যুবকমণ্ডলী ইন্দ্রিয়জয়ী পরমহংসের দল হইয়া উঠিয়াছেন? আমাদের শাস্ত্রকার, কাব্যকার, ও আলঙ্কারিকগণ যে মান্ধাতার আমল হইতে স্ত্রীকে মানব-মনমোহিনী রূপে বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন, আধুনিক যুবকদিগের কি প্রকৃতই সেই মোহ কাটিয়াছে? আজ যে চারিদিকে অন্নচিন্তা, জীবিকা সংগ্রাম, হাহাকার, "ভাত ভাত" করিয়া লোকে নাস্তানাবুদ হইতেছে, কেন? কেবল "একটা পেট" পালিবার নিমিত্তই কি এরূপ জটিল জীবিকা সমস্যা উপস্থিত হইয়া দেশের রাজপুরুষ এবং প্রজাপুরুষ, এমন কি নারীদিগেরও মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে? বস্তুতঃ তাহা নহে। বাঙ্গালার যুবকগণ সত্যই "আইবড়" কা[র্ত্তিক] নহেন। সমগ্র ভারতের তালিকা করুনঃ তাহার উপর নির্ভর করিয়া

সংখ্যা বিভাগের প্রধান কর্ত্তা শ্রীযুক্ত গেট সাহেব বলিতেছেন, "৩০ বৎসর বয়সের পুরুষদিগের মধ্যে অবিবাহিতের অনুপাত ২৪ জনে ১ জন অথবা শতকরা ৪'২৫ মাত্র; আর তদূর্দ্ধ বয়সের পুরুষদিগের মধ্যে, দুরারোগ্য চিররোগী, ক্লীব এবং সাধুসন্ন্যাসী ভিন্ন একজনও অবিবাহিত নাই।" তবেই দেখুন আমাদের যুবকদিগের মধ্যে "হা অন্নের" কারণ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন। অদ্য প্রায় দ্বিসহস্র-বৎসর পূর্ব্বে রাজর্ষি ভর্তৃহরি যে বলিয়াছিলেন,

"সংসারেঽস্মিন্নসারে কুনৃপতিভবনদ্বারসেবাকলঙ্ক,
ব্যাসঙ্গব্যস্তধৈর্য্যং কথমমলধিয়ো মানসং সংবিদধ্যুঃ?।
যদ্যেতাঃ প্রোদ্যদিন্দুদ্যুতিনিচয়ভৃতো ন স্যুরম্ভোজনেত্রাঃ,
প্রেঙ্খৎকাঞ্চীকলাপাঃ স্তনভরবিনমন্মধ্যভাগাস্তরুণ্যঃ।"

এই বিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার সময়েও তাহা ঠিক তেমনই নূতন ও তাজা রহিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, আদর্শ যেরূপই পরিবর্ত্তিত হউক, বঙ্গীয় সমাজে পুরুষদিগের বিবাহের সংখ্যা কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং কন্যার প্রয়োজন ত তেমনই রহিয়াছে "সমাজরূপ বাজারে কন্যারূপ পণ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত আসিয়া পড়িয়াছে, তাই তাহাদের আদর নাই" এ কথা ত লোকগণনার প্রত্যক্ষ প্রমাণের মুখে খাটিতেছে না।(ক)Inexcrable Law of demand and supply এর মূল সামঞ্জস্য বজায় রহিয়াছে, তবে কৃত্রিম উপায়ে "কন্যার বাজার' মাটি করা হইয়াছে নিশ্চয়। সেই কৃত্রিম উপায় কি, অগ্রে সংক্ষেপে তাহা দেখিয়া, আমরা রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সম্প্রতি এই সভ্যতার যুগে আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে বৈবাহিক জীবনের আদর্শ কি? ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিবিধান অবশ্যই আমাদের শিরোধার্য্য; হিন্দুসমাজে সামাজিক জীবনের মূলভিত্তিই ধর্ম্ম, হিন্দুসভ্যতারও মূলভিত্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অধিকার এবং প্রভাব কেবল ইহকাল লইয়া নহে, পরলোকেও উহার শক্তি অতুল; বরঞ্চ ইহলৌকিক অপেক্ষা পারলৌকিক সুখ বা দুঃখের প্রতিই ধর্ম্ম অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়াছেন,সেই নিমিত্তই আমরা কথায় কথায় বিবাহ-ব্যপারেও ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ এবং উপদেশের দোহাই দিয়া থাকি। বর্ত্তমান বিবাহ-ব্যাপারে যে বিষম ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে এবং যাহার চিকিৎসার নিমিত্ত সমাজের ছোটবড় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মাথা ঘামাইতেছেন, সে ব্যাধির সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, তাহার সম্পর্ক বরঞ্চ অধর্মের সহিতই অধিক। মানবের যে প্রবৃত্তি অসহায় পথিকের প্রাণনাশ পূর্ব্বক তাহার সর্ব্বস্বাপহরণে মানবকে উত্তেজিত করে, সেই প্রবৃত্তিই বিবাহযোগ্যা বঙ্গবালার দরিদ্র-পিতার গলা টিপিয়া তাহার ভিটামাটী পর্য্যন্ত লইবার নিমিত্ত বরকর্ত্তার লোভ রিপুকে উদ্রিক্ত করে। হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ কেন, জগতের কোন ধর্ম্মই চুরি ডাকাতি কি নরহত্যাকে পুণ্যজনক ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। গত ফাল্গুন মাসের কালীঘাটের বঙ্গীয় মহতী ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী অবশ্য এই পণ-প্রথার নিমিত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা

(ক) তবে কোন কোন বিশিষ্ট জাতি,উপজাতি, কুল, মেল, পটী, থাক, ইত্যাদিতে বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা বিবাহার্থী বরের সংখ্যা অপেক্ষা কিছু অধিক থাকিতে পারে।

এবং সভাতাকে সম্পূর্ণরূপে অপরী সাব্যস্ত করিয়া "রায়" দিয়াছেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণের সম্মিলিত বুদ্ধি যে হিমালয় সদৃশ প্রকাণ্ড স্থূল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই পর্ব্ব-স্পর্দ্ধিনী বুদ্ধি অম্লানবদনে এবং নিঃসংকোচে আপনাদের অপরাধের বোঝা পরের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের "রায়" যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এখন দেশ হইতে যাবতীয় ক্ষুদ্র, মধ্য, বৃহৎ ও সুবৃহৎ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় আচার ব্যবহার পানাহার পরিচ্ছদাদিকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেই সমাজ হইতে 'পণপ্রথা' এক দিনেই লোপ পাইবে। যে রোগের চিকিৎসা এত সহজ, তাহার জন্য আবার চিন্তা। এইবার মহাসম্মিলনী আমাদের দেশের কন্যাদায়-গ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির মহদুপকার করিলেন! ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর নাম, এই সুবর্ণ কার্য্যের নিমিত্ত, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, হীরকা-ক্ষরে লিখিত থাকিবে। (খ)

(খ) বঙ্গ-সমাজের কতকগুলী কঠীন সমস্যা। মীমাংসা জন্য এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী আহূত হয়। ব্রাহ্মণগণকে কে আহ্বান করে? কেহই নহে! ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে পদতলে নিষ্পেষিত করিবার জন্য তাহিরপুরের রাজা শশীশিখরেশ্বর রায় এই সম্মিলনীকে আহূত করেন। যাহাদিগের সম্বন্ধে বিচার হইবে, তাহারা কেহই সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। এই একতরফা বিচারের যে ফল অবশ্যম্ভাবী তাহাই ফলিল। বিচার ও তর্ক সমস্তই ভুল হইয়া গেল, মীমাংসাও তদ্রূপ। কেহই গ্রাহ্য করিল না। সম্মিলনী গঙ্গার অতলজলে ডুবিয়া গেল। মানুষের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডময়ীও মুখ ফিরাইলেন। যুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের পরাজয় হইল। 　　সম্পাদক

মহাসম্মিলনীর মহাবুদ্ধি বুদ্ধিমান্‌দিগেরই একায়ত্ত হউক,—আমাদের স্কন্ধে যেন তিনি দয়া করিয়া আরোহন না করেন। আমরা কখনও নিজের দোষ, দেশের দোষ—পরের, বিশেষতঃ বিদেশীর, স্কন্ধে চাপাইতে পারিব না। "কন্যা মাত্রেরই বিবাহ দিতেই হইবে," "দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করার পূর্ব্বেই বালিকার বিবাহ দেওয়া চাই," "অমুক শ্রেণী, থাক, পটি, মেল, প্রভৃতির সঙ্গে মিল রাখিয়া কিংবা অমুক রাশিগণ নক্ষত্রাদি পরীক্ষা করিয়া বিবাহ দিতে হইবে"—এই সকল ব্যবস্থা ত ভাস্কোডিগামা, কর্ণেল ক্লাইব, ডুপ্লে অথবা রুসিয়ার জার আমাদের স্কন্ধে চাপান নাই; কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ত 'শিক্ষার উন্নতি' (Advancement of Learning) এই শিরোলিপির সহিত "বরপণের বিবৃদ্ধি" (Enhancement of dowry) লিখিয়া রাখেন নাই, কিংবা কন্‌ভোকেসন্ সভায় ভাইশ চান্‌সেলার মহোদয় অথবা শ্রীমান্ চান্‌সেলার কি রেক্টর বাহাদুর নূতন গ্রাজুয়েটদিগকে ত পত্নী-পিতৃ-রক্তশোষণের নিমিত্ত "সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ" করেন নাই। তবে তাঁহাদের উপর এ অনুগ্রহ কেন?

ধর্ম্মশাস্ত্রে সূত্রাকারে অথবা শ্লোকাকারে লিখিত থাকুক, আর নাই থাকুক, জগতে নিখিল প্রাণীর পক্ষেই যৌন প্রবৃত্তি (Sexual instinct) বড় প্রবল। প্রবলতার হিসাবে আত্মরক্ষা এবং বুভুক্ষা এই দুইটি প্রবৃত্তির পরেই যৌন প্রবৃত্তির আসন। সকল দেশের মানুষের পক্ষেই এই মৌলিক নিয়ম সমান বলবৎ। প্রবৃত্তির বেগ সম্বন্ধে অসভ্য এবং সুসভ্য মানব, সকলেই ইহার

সমান অধীন; তবে সভ্যতার অনুপাতে, প্রবৃত্তির বেগ দমন করিবার শক্তির তারতম্য ঘটে। ইন্দ্রিয় নিচয়ের বেগ রোধ বা দমন করিবার শক্তি যাঁহার যত অধিক, তিনি তত সভ্য, শান্ত এবং সুখী। পুরুষের হৃদয়ে স্ত্রীর প্রতি এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা কেন জন্মে, তাহার উত্তর কে দিবে? ভগবান্ তাঁহার নিখিল সৃষ্টির স্থিতি যখন এই স্ত্রীপুরুষের মিলনরূপ ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন, তখন এই অদম্য কামনারও সৃষ্টি-কর্ত্তা তিনি, তাহা কে অস্বীকার করিবে? মানুষ সুখের দাস। সুখের সম্ভাবনা না থাকিলে কেহ কোনও কার্য্য স্বেচ্ছায় করে না। "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মে মা ভূৎ," আমার সুখ হউক, দুখ না হউক—এই মূল নীতি,—'দুঃখের পরিহার এবং সুখের প্রাপ্তি' এই মূলমন্ত্র, আমাদের সমুদায় কর্ম্মের মূলে বর্ত্তমান। এই মূলনীতির বিষয়ে আমরা চিন্তা করি আর নাই করি, ইহা আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মের প্রবর্ত্তিকা। আহার, নিদ্রা, হাস্য, পরিহাস, ক্রীড়া কৌতুক, সমস্তই আমাদের সুখের জন্য। কাজেই, এই স্ত্রীসঙ্গ-লালসার মূলেও সেই সুখস্পৃহা বর্ত্তমান।

স্ত্রীপ্রসঙ্গে কি মানবের প্রকৃত সুখ হয়? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই। "ত্যজ্যং সুখং কিম্? রমণী প্রসঙ্গ" এই উপদেশ, সুতরাং আমরা মুমুক্ষু সাধকের নিমিত্ত তুলিয়া রাখিয়া, সাধারণ সংসারকীটের সুখদুঃখের কথাই আলোচনা করিব। সুখদুঃখালোচনার সময়ে পণ্ডিত পাঠক মহাশয়, যোগবাশিষ্ঠের অথবা কহ্লনপণ্ডিতের নারী-দেহের জুগুপ্সাত্মক বর্ণনা এবং উপদেশ ভুলিয়া যাউন। রাজর্ষি ভর্তৃহরি যোগ এবং ভোগ উভয়েরই তুল্য রসাস্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধানের যোগ্য;—তিনি বলিয়াছেন,—

"বচসি ভবতি সঙ্গত্যাগমুদ্দিশ্য বার্ত্তা
শ্রুতমুখরমুখানাং কেবলং পণ্ডিতানাম্।
জঘনমরুণরত্নগ্রন্থিকাঞ্চীকলাপং
কুবলয়নয়নানাং কো বিহাতুং সমর্থঃ? ॥"

নারী নরের পক্ষে এরূপ দুস্ত্যাজ পদার্থ কেন, —তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন;—

"দ্রষ্টব্যেষু কিমুত্তমং? মৃগদৃশঃ প্রেমপ্রসন্নং মুখং
ঘ্রাতব্যেষ্বপি কিং তদাস্যপবনঃ; শ্রাব্যেষু কিং তদ্বচঃ।
কিং খাদ্যেষু? তদোষ্ঠপল্লবরসঃ; স্পৃশ্যেষু কিং তদ্বপুঃ।
ধ্যেয়ং কিং? নবযৌবনে সহৃদয়ৈঃ সর্ব্বত্র তদ্বিভ্রমঃ ॥"

অর্থাৎ আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্,—এই ইন্দ্রিয়গুলির প্রীতি সম্পাদন করে বলিয়াই জড় বা অজড় বস্তু আমাদের প্রিয় হয়। সুরূপে চক্ষু, সুশব্দে কর্ণ, সুগন্ধে নাসিকা, সুস্বাদে জিহ্বা এবং সুস্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয় প্রীতিলাভ করে;—আর যে বস্তুতে একাধিক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির কারণ থাকে, সেই বস্তু আমাদের অধিকতর প্রিয় হয়। সুন্দর ফুলের সৌন্দর্য্য হেতু চক্ষু, সৌরভ হেতু নাসিকা এবং এবং সুখকর স্নিগ্ধ ও কোমলস্পর্শ হেতু ত্বক্ যুগপৎ আপ্যায়িত হয়, এজন্য ফুল আমাদের এত প্রিয়; আর সুন্দর সুপক্ক রসালফলে চক্ষু নাসিকা, ত্বক্ এই তিনের অতিরিক্ত রসনাও পরিতৃপ্ত হয় তজ্জন্য ফল ফুল অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়। যৌবনকালে যুবাপুরুষের নিকট, প্রেয়সী স্ত্রীর

শরীর একই সময়ে অতি প্রচুররূপে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর হইয়া থাকে, (যুবতী স্ত্রীর নিকটও প্রেমভাজন পুরুষদেহও যে তদ্রূপ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র), সুতরাং স্ত্রীশরীর ইহসংসারের সমুদায় বস্তু অপেক্ষা প্রিয় বোধ হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে যুগপৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের (অথবা পঞ্চেন্দ্রিয় কেন,—ইন্দ্রিয়রাজ মনেরও বটে) তৃপ্তিকারক পদার্থ সংসারে এই স্ত্রীশরীর ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। এমন কি, ঋষিগণ ব্রহ্ম-সংস্পর্শজনিত সুখবোধের দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া আর কিছু না পাইয়া সেই অতীন্দ্রিয় সুখকে এই স্ত্রী-শরীরস্পর্শজনিত সুখের সহিত তুলনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বেদান্তপাঠক এক পণ্ডিত যে দুঃখ করিয়াছেন,—

"অলমতি চপলত্বাৎস্বপ্নমায়োপমত্বাৎ
পরিণতিবিরসত্বাৎ সঙ্গমেনাঙ্গনায়াঃ।
ইতি যদি শতকৃত্বস্তত্ত্বমালোচয়াম—
স্তদপি ন হরিণাক্ষীং বিস্মরত্যন্তরাত্মা ॥"

তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কাজেই আমাদিগকে বলিতে হয়,—

"তথাপ্যেতদ্রূমো ন হি পরহিতাৎপুণ্যমধিকং
ন চাস্মিন্‌সংসারে কুবলয়দৃশোরম্যমপরম্ ॥"

এই যে স্ত্রীশরীরের প্রতি মানবের অনন্যসাধারণী প্রীতির বিষয় উল্লিখিত হইল, এই যে সেই ত্রিজগজ্জয়িনী মহাপ্রীতির কারণ নির্দিষ্ট হইল,—ইহা প্রাচীন কবিকুলের উদ্দাম-কল্পনাসম্ভূত প্রলাপ-বিজৃম্ভণ বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। স্ত্রীর প্রতি মনুষ্যের এই সার্ব্বজনীন ও অচ্ছেদ্য আকর্ষণ এবং তাহার কারণের যে বর্ণনা কবিকুল করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক; আমরা উহাকে বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া মনে না করিলে, কদাপি এই প্রবন্ধে উহাদের আলোচনা করিতাম না; আমরা বিস্মৃত হই নাই যে অদ্যকার প্রস্তাব আদিরসাত্মিকা কবিতার সমালোচনার নিমিত্ত নহে। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শিরোমণী-স্বরূপ চরক-সংহিতায় মহামুনি আত্রেয়ও এই অমানুষ আকর্ষণের বিজ্ঞান-সম্মত কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"ইষ্টা হ্যেকৈকশোঽপ্যর্থাঃ পরংপ্রীতিকরাঃ স্মৃতাঃ।
কিং পুনঃ স্ত্রীশরীরে যে সংঘাতেন ব্যবস্থিতাঃ ॥
সংঘাতো হীন্দ্রিয়ার্থানাং স্ত্রীষু নান্যত্র বিদ্যতে।
স্ত্র্যাশ্রয়ো হীন্দ্রিয়ার্থো যঃস প্রীতিজননোঽধিকঃ ॥
চরকসংহিতা, চিকিৎসাস্থান, দ্বিতীয় অধ্যায় (গ)

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ; অভিলষিত রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ, এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রত্যেকটীই পরম প্রীতিজনক। স্ত্রী-শরীরে এই পাঁচটীই একত্র বিদ্যমান, সুতরাং স্ত্রীই যে সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতিদায়িনী হইবেন,—তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইন্দ্রিয়ের প্রিয় সমুদায় বিষয় একাধারে একত্র স্ত্রী ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না, আবার বিশেষতঃ স্ত্রী-শরীরে যে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান, তাহারা অধিকতর প্রীতিজনক। অর্থাৎ স্ত্রী-শরীরে যে জাতীয় রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ

(গ) স্ত্রী নারীর পঞ্চেন্দ্রিয় আপ্যায়ন জনক বলিয়া এই সকল চিকিৎসা গ্রন্থে বিবিধ রোগে নিবারক উপায়স্বরূপে উহার প্রয়োগ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের বহির্ভূত বলিয়া উহার বোম উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক।

ইন্দ্রিয়গণ ভোগ করিতে পান, তেমন রূপ, তেমন রস, তেমন শব্দ, তেমন গন্ধ ও তেমন স্পর্শ সংসারের আর কোনও বস্তুতেই নাই; আবার এই উৎকৃষ্টতম ইন্দ্রিয়ার্থগুলি একত্র একাধারে যুগপৎ স্ত্রীদেহে বিদ্যমান। সুতরাং মানুষের পক্ষে এমন লোভ-মোহকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

মহর্ষি আত্রেয়ের এই সূত্রের ভাষ্য এবং টীকা শ্রীমান্ ভর্তৃহরি প্রমুখ মহাকবিদিগের কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। মহাকবি-প্রয়োগ কদাপি মিথ্যা নহে। এখন দেখা গেল কেন মানুষের পক্ষে স্ত্রীদেহ বড়ই স্পৃহনীয়, বড়ই দুর্লভ। মোক্ষপথে অধিকদূর অগ্রসর হইয়া যিনি ব্রহ্মানন্দের অতল স্পর্শ, অনন্ত এবং অক্ষয় সুখসমুদ্রের স্বাদ পাইয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর সকলেই এই স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের উপাসনায় মুগ্ধ। জগতের সকল জাতির পুরাণে স্বর্গের যে এত প্রশংসা, তথায়ও এই ভোগ সুখেরই বাহুল্য। তবে আমাদের দেশে এই স্ত্রীর এত অনাদর কেন? সংসারে সভ্যাসভ্য মানব মাত্রেরই নিকট যে স্ত্রী সর্ব্বানন্দের মূল, সর্ব্বভোগের আধার, বঙ্গদেশের যুবকের নিকট সেই অমূল্য স্পর্শমণির এত অবমাননা কেন? অন্যান্য উচ্চাঙ্গের, উচ্চভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বাভাবিক প্রবলতম যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য যাহার একান্ত আবশ্যক, তাহার মূল্য নাই কেন? তাহার জন্য বঙ্গীয় যুবকেরা "অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং" করিয়া অস্থির হওয়া দূরে থাকুক, একটী বিবাহার্থী যুবকের সন্ধান পাইলে শত শত কন্যার পিতা তাহাকে লইয়া রীতিমত কাড়াকাড়ি করিতে থাকেন এবং সুযোগ বুঝিয়া এই পুরুষ-সুন্দরের জন্মদাতা ডাক চড়াইতে চড়াইতে "বড় নেওয়ালা বড় লেও, আচ্ছা মাল যাতা হ্যায়, আউর মিলেগা নেহী" ইত্যাকার বচন ভঙ্গীদ্বারা তাঁহার বৎসটীকে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার আলোচনা করিয়া গত লোক সংখ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীযুক্ত গেট সাহেব বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে বিবাহটা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপার মাত্র; কোন স্থলে কন্যাবিক্রয়, আর কোথাও পুত্রবিক্রয়, এইমাত্র প্রভেদ। সমাজের নানাবিধ কৃত্রিম ব্যবস্থাদ্বারা এখন স্ত্রী আর রত্নরূপিণী নাই। স্ত্রীজাতির এরূপ অনাদর অবমাননা সম্ভবতঃ খুব অসভ্য সমাজেও নাই। এরূপ অবস্থা কি চিরকালই ছিল? স্ত্রী কি চিরকালই এইরূপ অনাদরের বস্তু ছিলেন? আমরা এ সম্বন্ধে ইতিহাসে একটু দেখিব। প্রাচীনকালের আচার ব্যবহারের অনন্ত খনি-স্বরূপ মহাভারত এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহাই আমরা দেখিতেছি—

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যাশ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যামূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যামূলং তরিষ্যতঃ॥৪১॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতঃ
॥ ৪২ ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥৪৩॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্যবৈ (ঘ)
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরাগতিঃ॥৪৪॥"
মহাভারতে আদিপর্ব্বে, ৭৪তম অধ্যায়।

(ঘ) এ সময়ে "পথি নারী বিবর্জ্জিতা" এই নীতিবাক্যের জন্ম হয় নাই।

মর্ম্মানুবাদ।—ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠবন্ধু এবং ভার্য্যা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল; অধিক কি সংসার-সাগর পার হওয়ার মূলও ভার্য্যা। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত সৎকার্য্য করিতে সক্ষম হন, ভার্য্যাবান্ লোকেই গৃহধর্ম্ম করিতে সক্ষম, ভার্য্যাবান্ মনুষ্যেরাই যথার্থ আনন্দ প্রাপ্ত হন, এবং ভার্য্যাবান্ ব্যক্তিগণই সুখ সৌভাগ্য লাভ করেন। নির্জ্জন স্থানে ভার্য্যাই প্রিয়ংবাদ সখা, ধর্ম্মকার্য্যে তিনি পিতৃতুল্য, ও দুঃখের সময়ে তিনি জননী-সদৃশ। পথিকজনের পক্ষে জনশূন্য অরণ্য পথে ভার্য্যা সুখ-শান্তিদায়ক বিশ্রাম স্থল; অধিক কি, যাঁহার স্ত্রী আছে তিনিই বিশ্বাসভাজন। সেই জন্যই বলিতেছি, সহধর্ম্মিণীই নরের পরমাগতি।

কেবল মহাভারত নহে, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে পত্নীর এবংবিধ বহু প্রশংসাবাদ লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রবন্ধান্তরে আমরা অনেকগুলি প্রশংসাবাক্য উদ্ধার করিয়াছি, উহাদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখে বিশেষ কোন ফল নাই। (৬) তৎকালে প্রত্যেক বিদ্বান্ যুবক উপযুক্ত পত্নীসংগ্রহ একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, যেহেতু পত্নীর সাহায্য ভিন্ন নিত্য ও নৈমিত্তিক কোন ধর্ম্মকার্য্যই করা যাইত না, এবং তৎকালে নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকার্য্য না করিলে কোন ভদ্রলোকই সমাজে স্থান পাইতেন না। তখন গৃহধর্ম্ম প্রকৃতই ধর্ম্মকার্য্য ছিল, আধুনিক কালের বিষয়ভোগ মাত্র গৃহীর উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত প্রত্যেক যুবককে প্রযত্ন সহকারে পত্নী সংগ্রহ করিতে হইত। ব্রাহ্মণ যুবক বিদ্যা-বুদ্ধি সহায়ে, ক্ষত্রিয় তেজোবীর্য্য দ্বারা এবং বৈশ্য ধনধান্য উপায়ে পত্নী-সংগ্রহ করিতেন। স্ত্রী "রত্ন" বলিয়া কথিত হইতেন, সেকালে কন্যার পিতা বর খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রান্ত হইতেন না, যেহেতু "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।" "রত্ন তাহার গ্রাহকের অনুসন্ধান করে না, লোকেই তাহাকে খুঁজিয়া লয়" এই কথার সত্যতা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইত।

এখন যেমন পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় কোন গর্হিত আচরণ করিলেও, লোকে সেদিকে বড় একটা দৃষ্টি দেয় না, তাহাও চাপা দিয়া থাকে, তখন তাহা হইত না। "অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য" বা "অক্ষত কৌমার্য্য" তখন নর ও নারীর পক্ষে তুল্য আবশ্যক ছিল। পাঠাবস্থায় যে বালক ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও উপায়ে নিজ ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ করিত, তাহাকে "অবকীর্ণী" বলিত; "প্রবেশিকা" পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য বালকের যদ্রূপ কলেজে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার নাই, সেই অবকীর্ণী যুবকেরও তদ্রূপ গার্হস্থ্যাশ্রমে বা বিবাহ-সংস্কারে অধিকার থাকিত না। এক্ষেত্রেও বালক ও বালিকার অবস্থা তুল্য ছিল। এক্ষণে ব্রতভঙ্গ পাপ নারীরই বিবাহের বাধক বলিয়া গণ্য হয়, নরের হয় না। সেকালে পূর্ণ যৌবনে নারীর বিবাহ হইত, সুতরাং যৌবনের আগমন সূচক দৈহিক পরিবর্ত্তনগুলি তাহার বিবাহে বাধা জন্মাইত না, বরঞ্চ সেগুলি সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিয়া তাহার মূল্য বাড়াইয়া দিত। বর্ত্তমান কালে, যৌবনের পূর্ণ বিকাশ হওয়া ত দূরের কথা, তাহার আগমনের প্রথম নিদর্শন

(৬) "নারী" প্রবন্ধ, "বামহ পত্রিকা" ১৩২০ সাল ও ১৩.১ সাং।

সূচিত হইলেই তাহার বিবাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা মাতার জাতি-পাত ঘটে। এই কৃত্রিম কতকগুলি কারণে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে কুমারীর "বাজার" একবারে মাটি করিয়া দিয়াছে। কারণগুলি সংক্ষেপে পুনরুক্ত করা যাউক;—

১। পুরুষ যত কাল ইচ্ছা অবিবাহিত থাকিতে পারে, ইচ্ছা হইলে আদৌ বিবাহ নাও করিতে পারে; কিন্তু স্ত্রীজন্ম লইয়া আসিলে বিবাহ করিতেই হইবে, এবং তাহাও দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রমের পূর্ব্বে ও একান্ত পক্ষে রজোদর্শনের পূর্ব্বে করিতেই হইবে।

২। অবিবাহিত অবস্থায় পুরুষের চরিত্র স্খলনও মার্জ্জনীয় কিন্তু কুমারী কন্যার পক্ষে তাহার অতি ক্ষীণ সন্দেহের আভাসও মারাত্মক।

৩। ধর্ম্মার্থে এবং পুত্রার্থে এখন কেহ স্ত্রী গ্রহণ করে না, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জন্য করে, কাজেই বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ করা ও তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে করা অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে পিতা মাতা প্রভৃতির অবমাননা ও জাতিচ্যুতি।

৪। বর্ত্তমান সময় স্ত্রীর পক্ষে, সম্মান ও ধর্ম্মরক্ষার সহিত ভদ্রভাবে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা ও উপায়ের অভাব নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে চিরজীবনের জন্য পুরুষবিশেষের গলগ্রহ ও অধীন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই; সুতরাং বিবাহই তাহাদের পক্ষে একমাত্র সাধু সম্মত জীবনোপায় (honest profession) দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে মেয়ে জন্মিলেই, মৃত্যুর ন্যায় বিবাহও তাহার জীবনের অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এই কারণেই "বেটাছেলের" আদর এবং তদনুপাতে "মেয়েছেলের" অনাদর। অন্য কোন দোষের হেতু নহে, কেবল ", কন্যার পক্ষে নিকৃষ্টতার কারণ। এইটীই যত দোষের মূল।

এই সকল কারণগুলি যদি বরপণের অবির্ভাবের ও তাহার আতিশায্যের হেতু হয় তাহা হইলে, নিম্নলিখিত উপায়ে উহার দূরীকরণ হইতে পারে, যথা,—

১। কন্যা যাহাতে পুত্রের ন্যায় স্বাধীন ভাবে অথচ সাধুসম্মত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান।

২। পুরুষের ন্যায় কন্যারও বিবাহ স্বেচ্ছাধীন করা ও বিবাহের কোনও এক সর্ব্বোচ্চ (maximum) বয়স নির্দ্ধারণ না করা।

৩। জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে কন্যাকে পুত্রের সমান গুণের ও সম্মানের পাত্রী করিয়া তুলা। তাহাদের মনে আত্মাদর, নিজমূল্য ও সম্মানের ভাব জাগাইয়া দেওয়া।

যদি সমাজ ভীত হইয়া, এই আপাত যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রচিকিৎসা করিতে কাতর হন, তাহা হইলে, তাঁহার দেহের এই ভীষণ দুষ্টব্রণ একবারে নিরাময় হইবে না; যেহেতু কারণ থাকিতে কার্য্যের নিরাকরণ অসম্ভব। তবে কোন অল্পদর্শী বৈদ্যের প্রদত্ত প্রলেপাদির দ্বারা এই বরপণব্রণ কিছু মৃদু আকার ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সমাজ-শোণিতে যে বিষ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, উহা আবার অচিরে কোন অপেক্ষাকৃত মারাত্মক বাহ্য অথবা আন্তর বিদ্রধির আকারে প্রকাশ পাইতে পারে তখন সমাজ-দেহকে রক্ষা করার নিমিত্ত হয়ত

কোন প্রকাণ্ড অস্ত্রোপচার এমন কি অঙ্গচ্ছেদন (amputation) করার আবশ্যকতা হইবে। যাহাতে সেরূপ অশুভদিন কখনও সমাগত না হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক সামাজিকেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই অকপটে নিবেদন করিলাম, হয়ত বক্তব্য বিষয় বেশ করিয়া সাজাইয়া বলিতে পারি নাই, তাহার নিমিত্ত আমরা পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের রোগ হইলে, কত লোকে কত পরামর্শ দেয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। আমরাও, সমাজের মঙ্গলরূপ সাধু উদ্দেশ্যমাত্র হৃদয়ে লইয়া, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি, ইহাই আমাদের সান্ত্বনার বিষয়। আমাদের প্রস্তাব গৃহীত অথবা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত, সমাজের মাননীয় অভিভাবক মহোদয়েরা তাহার বিচার করিবেন। তাঁহারা পূর্ব্ব কুসংস্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক নিরপেক্ষ বিচার করুন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। (চ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ।

ভাগ্য বিপর্য্যয়।

(গল্প)

(১)

সেটা কোন্ সাল তাহা আমার মনে নাই, কারণ সে অনেক দিনের কথা। সেই সালের আষাঢ় মাসে, একদিন প্রদোষ সময়ে বড়ই বৃষ্টি হইতেছিল। তখন আমি মাতুলালয়ে ছিলাম। আমার মামার বাড়ী এক পল্লীগ্রামে। মামাদের বড় বড় বাগান, পুষ্করিণী, জমী, ধান্যক্ষেত্র, গাভী প্রভৃতি কোন বিষয়েরই অভাব ছিলনা। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সেখানে ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ

(চ) ভারতীভূষণ মহোদয়ের বরপণ বিনাশের উপায়গুলি সুচিন্তিত। কন্যার অভিভাবকগণের দোষেই বরপণের আধিক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কন্যার পক্ষ হইতে যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা হয় যে কন্যার বিবাহে আমরা কখনই বরপণ দিব না, যথাসাধ্য কন্যার অলঙ্কার ও বরের আভরণ দিব, তবে বরপণ প্রথার উচ্ছেদন অবশ্যম্ভাবী

কন্যার কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি কন্যাকে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কলাবিদ্যায় শিক্ষা দেন, এবং স্বাধীনভাবে কন্যাকে বিবাহ করিতে দেন তবে কন্যার বিবাহে কপর্দ্দক তাঁহাদের ব্যয় করিতে হইবে না। বর মহাশয়গণ অন্বেষণ করিয়া স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করিয়া লইবেন। সেই দিন প্রত্যাসন্ন কন্যাগণ একবার বুঝিয়া লউক যে আমরা পুরুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সামগ্রী নহি। আমাদের জীবনের মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে। নর-নারীগণের মধ্যে দয়া, মায়া প্রেম, ভালবাসার বন্যা প্রবাহিত করিবার জন্য আমাদের সৃষ্টি।

সম্পাদক

আম, জাম, কাঁঠাল যথেষ্ট মিলিত। বাল্য-কালে প্রায়ই আমি মামার বাড়ী থাকিতাম। "দাদা মহাশয়" আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। সেই বৃষ্টির দিন, প্রদোষ কালে, মামার বাড়ীর একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, কতকগুলি সুপক্ক সুরসাল মিষ্ট কাঁঠালকোষ লাভ করিয়া তারা অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছিলাম। সেই সময়ে সহসা 'দাদা মহাশয়' ডাকিয়া কহিলেন "কৈ ? আজি যে 'সনাতন'কে দেখিতেছিনা ? সে কোথায় গেল ? আমার গল্প শুনিবে না !" আমার 'ভালবাসার' দাদা মহাশয়ের মধুরাহ্বানেও আজি আমি তাঁহার কাছে যাইলাম না। কেননা, অনেক দিনের পর, আজ আমার ন'মামী আসিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে, আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রলোভন, এক হাঁড়ি সন্দেশ আনিয়াছেন; তাহারই দুই একটী পাইবার প্রত্যাশা করিতেছিলাম। কিন্তু সে আশা দুরাশায় পরিণত হইল, আমার অদৃষ্টে সন্দেশ মিলিল না, তৎপরিবর্ত্তে ছোট মাসী আমার হস্তে একটী সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভা দিয়া, আমাকে দাদা মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন; অহিফেন সেবন জনিত মৌতাতের মহানন্দে বিভোর হইয়া, তৎকালে তিনি প্রাচীনা আকবোলা সুন্দরীর সহিত মিষ্টালাপ করিতে-ছিলেন। আমাকে দেখিয়া সস্নেহে কহিলেন "এস 'সোনাভাই', এস বস, আমার গল্প শুন।" আমার নাম সনাতন। (আহা কি মধুর নাম !) কিন্তু করুণাকর বৃদ্ধ দাদা মহাশয় কৃপা করিয়া আমাকে 'সোনা' বা 'সোনাভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দিদিমা আমাকে ভালবাসিয়া "কেলে সোনা" বলিতেন। বানর জাতির একান্ত প্রিয় পদার্থ সেই সুপক্ক কদলীটির মধুরাস্বাদ পরীক্ষা করিতে করিতে আমি পূজ্যপাদ দাদা মহাশয়ের আষাঢ়ে গল্প শুনিতে আরম্ভ করিলাম। সে গল্পের সার-ভাগ নিম্নে লিখিত হইল।—

অভিরাম শর্ম্মার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সবলরাম কনিষ্ঠ সহোদর শান্তিরামের সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র বাস করিতে লাগিল। শান্তিরামের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; সে বেচারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, অগত্যা তাহার মাতুলের শরণাপন্ন হইল।

অভিরাম শর্ম্মা বৃদ্ধ ও নিঃস্ব ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মূর্খ ছিল বটে, কিন্তু মূর্খ হইলেও সে একটী চটকলে চাকুরি করিয়া বেশ দু'টাকা রোজগার করিত। চটকলে বিদ্যার তত দরকার হয় না। সবলরাম যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে তাহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইত। অর্থের বিশেষ অনা-টান হইত না। শান্তিরামশর্ম্মা কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার সহিত মা লক্ষ্মীর তত সদ্ভাব ছিল না, সে জন্যই সে আব-শ্যক অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার আয় অতি অল্পই ছিল। অভিরামের গৃহিণী অন্নপূর্ণাদেবী সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, স্বামীর পূর্ব্বেই পুণ্যধামে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ত্তার পরলোক প্রাপ্তির পর সবলরাম দেখিল পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নাই, ঘর দুখানিও জরাজীর্ণ, মনুষ্য-বাসের একান্ত অনুপযুক্ত। ভ্রাতাকে লইয়া এক সংসারে বাস করিলে তাহার ব্যয় বাহুল্য হইবে ভাবিয়া, সে অন্যত্র যাইবার মনস্থ করিল,

গরবিনীও এই চিন্তায় আকুল চিত্ত হইয়া, তাহার স্ত্রৈণ স্বামীকে কহিল—"আর কেন এখানে থাকা? চল আমরা ওপাড়ায় সাধুদাসের বাড়ীখানি খরিদ করিয়া সেইখানেই বাস করি। সে বাড়ীটিত আমাদের নিকটই ৩০০৲ টাকায় বন্ধক আছে। সাধুদাসও তাহার বাড়ী বিক্রয় করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিবে স্থির করিয়াছে। সেই জন্যই সে আজ কয়েক দিন তোমার কাছে আসা যাওয়া করিতেছে। সুদ ও আসল টাকা বাদে আর ২০০৲ টাকা দিয়া সেই বাড়ী খানি লেখা পড়া করিয়া লও। আর বিলম্ব করিও না, দত্তপাড়ার হাবু মুখুয্যে ঐ বাড়ীটি লইবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। তুমি সে বাড়ী কিনিয়া লও, আমরা সেখানে গিয়া নিরাপদে বাস করি।" সবলরাম একবার ভাবিল অতি অল্পকাল হইল পিতৃদেবের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। শান্তিরামের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। এখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে লোকে কি কহিবে। সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে পতি-হিতৈষিণী গরবিনীর মতেই মত দিতে হইল। সবলরাম পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, মনসাতলার সাধুদাসের বাড়ীখানি অধিকার করিল। সংসারে সাধুর কেহই ছিল না। সে তাহার পৈতৃক ভিটা বিক্রয় করিয়া, বৃদ্ধাবস্থায় বৃন্দাবন ধামে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(২)

শান্তিরাম দেখিল বড় বিপদ। এই অসময়ে সবলরাম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। শান্তিরামের সহায় সম্পত্তি কিছুই নাই, বুদ্ধি বা পরামর্শদাতাও কেহই নাই। সে এতাবতকাল সবলরামকেই তাহার প্রধান সহায় জ্ঞানে কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু এ বিপত্তিকালে জ্যেষ্ঠ সহোদরের কার্য্য দেখিয়া বসিয়া পড়িল। অতঃপর সে কি করিবে, কি উপায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সেই গ্রামের অতি নিকটে তাহার দূর সম্পর্কীয় এক মাতুল বাস করিত। চাষ আবাদ করিত; তাহার জমি জমা গরু লাঙ্গল, ধানের গোলা, বাগান পুষ্করিণী ছিল। তাহার দুর্ভাগ্য এবং শান্তিরামের সৌভাগ্যক্রমে রাজারামের সন্তানাদি কিছুই ছিল না। কেবল একমাত্র স্ত্রী ও বেতনভুক্ কৃষকাদি এবং জনমজুর লইয়াই তাহার সংসার। ইহাদিগকে লইয়া রাজারাম পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই রাজারামই শান্তিরাম শর্ম্মার দূর-সম্পর্কীয় মাতুল। জ্যেষ্ঠ সবলরামের দুর্ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইয়া, শান্তিরাম করুণাময় রাজারামের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে—শাস্ত্রবিধিমতে—চাষ আবাদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু বঙ্গদেশ এক্ষণে শাস্ত্রশাসনের বহির্ভূত। রাজা মান্ধাতার বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আমলের অসার শাস্ত্র এখানকার কোন ব্রাহ্মণই মানিতে চাহেন না। সে সমাজ নাই, সে ব্রাহ্মণ নাই, সে শাস্ত্রবিচার নাই, সুতরাং বঙ্গে ধর্ম্মোন্নতি নাই। শাস্ত্রাদিকে অনেকদিন বৈতরণী পার করিয়াছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কার্য্য কিছুই নাই, শাস্ত্রের বিধান ধনবানের হাতে। এখন নববিধানে কার্য্য হইতেছে। (ক)

(ক) এই নববিধান ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত যথা—দেশাচার, স্ত্রীআচার এবং কুসংস্কার।

যাহা হউক, অতঃপর শান্তিরাম শর্ম্মা তাহার মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার মাতুলানী শান্তিরামের ছোট ছোট ছেলে দু'টীকে পাইয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিল। শান্তিরাম বেকার ছিল না; সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা যথেষ্ট না হইলেও তাহার মাতুলের সংসারে তাহার কোন অসুবিধা দেখিল না।

(৩)

দীর্ঘকাল ভাই ভাই এক সংসারে একত্র থাকা হেতু, উভয়েই উভয়ের প্রীতির বস্তু হইয়াছিল। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতেই শান্তিরাম জ্যেষ্ঠের অতিশয় অনুরক্ত ছিল। এক্ষণে পৃথক হইয়াও শান্তিরাম সর্ব্বদাই তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সবলরামের সংবাদ লইত। মধ্যে মধ্যে তাহার বাড়ী যাইত। কিন্তু ভাগ্যবান ভ্রাতা ইহাতে বড় সন্তুষ্ট ছিল না। সে কনিষ্ঠকে দর্শন দিতেও বিরক্তি বোধ করিত। ভ্রাতৃজায়ারও একান্ত ইচ্ছা ছিল না যে, শান্তিরাম তাহাদের বাড়ীতে পদার্পন করে। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার এইরূপ ভাব দেখিয়াও শান্তিরাম তাহাতে বিচলিত বা দুঃখিত না হইয়া, মধ্যে মধ্যে বড়ভাইয়ের সংবাদ লইতে যাইত। ভালবাসার প্রভাবই এইরূপ। শত অপরাধ করিলেও লোকে প্রাণের প্রিয় পদার্থটীর দোষ দর্শনে অন্ধ হয়। ভালবাসায় মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু ভালবাসা না থাকিলে, এতদিন এ বসুন্ধরা শ্মশানে পরিণত হইত। এ ভালবাসাকে যে মন্দ বলে সে সংসারের কিছুই বুঝে না; সে এখনও বালক, এখনও তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। লোকে বলে প্রাণ অপেক্ষা আর কিছুই প্রিয়তর নাই। কিন্তু প্রেমিকেরা তাহা স্বীকার করে না; তাহারা কহে, ভালবাসার প্রিয় পদার্থটী প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর।

দাদামহাশয় দেখিয়াছেন যে, অবকাশ পাইলেই শান্তিরাম তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাড়ীতে গমন করিত। দাদাকে পাইলে কত সুখদুঃখের কথা, বাল্যজীবনের কথা, মাতাপিতার কথা, বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিত। ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লইয়া কত আদর, কত সোহাগ, কত মুখচুম্বন করিত। কিন্তু সরলরাম ইহাতে সুখী না হইয়া বরং বিরক্ত হইত, শান্তিরামের কার্য্য তাহার ভাল লাগিত না। শান্তি কখন তাহার গৃহত্যাগ করিবে, তাহাই চিন্তা করিত। কনিষ্ঠ সহোদরকে কথনও এক বিন্দু জল প্রদানে তাহার পিপাসা শান্তি করে নাই। শান্তিরাম তথাপি তাহার অগ্রজকে সুবিধা পাইলেই দেখিতে যাইত। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে ক্রোড়ে লইয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিত। মাতুল মহাশয়ের ক্ষেত্রের ইক্ষু, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, শশা, শাঁকআলু, আম, কাঁটাল প্রভৃতি ভ্রাতৃনন্দনদিগকে সময়ে সময়ে দিয়া আসিত। ইহাতেও সে ভ্রাতৃজায়ার সন্তুষ্টির কারণ হইতে সমর্থ হয় নাই।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজে শ্রুতি ও স্মৃতির স্থানে এই নববিধান চলিত আছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ এখন "ছুৎমার্গী", তাঁহাদের ধর্ম্ম রান্নাঘর, ঈশ্বর ভাতের হাঁড়ী আর মন্ত্র—আমাকে ছুঁয়োনা, আমি উহার ভাত খাইব না, উহার বাড়ী যাইব না ইত্যাদি।

সম্পাদক।

শান্তিরাম তাহার মামা মামীর কাছে আসিয়া সবলরামের সংবাদ বলিত। সে কখন কাহারও নিকটে তাহার বড়ভাইয়ের নিন্দা করিত না।—শান্তিরামের বড়দাদা আছে, সে দাদার অর্থ আছে, বাড়ী আছে, পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীতে বড় বড় মাছ আছে, বাগান আছে, দুগ্ধবতী গাভী আছে, দাস দাসী আছে, পাচিকা আছে, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের গৃহ-শিক্ষক আছে। শান্তির দাদার সংসার ভাল, তাহার দাদার শ্যালকেরাও ভাল। তাহারাও একে একে আসিয়া সবল সবলরামের সংসার উজ্জ্বলতর করিয়াছে। সবল শর্ম্মার শ্বশ্রূঠাকুরাণীও তাঁহার পীড়ার সুচিকিৎসার জন্য, জামাতার সংসারে আসিয়া বাস করিতেছেন। প্রতিবাসীরা আসিয়া শতমুখে তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, তাঁহার পরম সৌভাগ্যবতী কন্যা ও ভাগ্যবান জামাতাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছে।—দাদার এই সুখের সংসার দেখিয়া ছোট ভাইটীর আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। হায় ভালবাসা! তোমাকে ধন্যবাদ।

(৪)

আজ দাদার বাড়ী পাকা ফলাহার। ভোজের লোভে, সেই বাড়ীতে ইতর ভদ্র অনেক লোকেরই শুভাগমন হইয়াছে। দাদা কোনরূপ দায়গ্রস্থ হইয়া এই ভোজের আয়োজন করে নাই,—ইহা প্রীতিভোজ। দশজন ইয়ারবন্ধু লইয়াই এই উৎসব। দাদার কলের মুটে মজুর প্রায় কেহ বাকী নাই। লংক্লথের পিরিহান গায়, তোকা সোজা টেড়ি কাটা, বিট্‌কেল্ ফ্যাসানে চুল ছাঁটা, গালে দোক্তা সংযুক্ত পান, মুখে বার্ডছাই। ইহারা যদি ভোজে না আসিবে তবে আসিবে কে? এ সখের ভোজে নির্ব্বাচিত প্রতিবাসীগণও সানন্দে যোগদান করিয়াছে। কিন্তু নিকট প্রতিবাসী বর্দ্ধিষ্ণু বন্ধু মহাশয়গণ কেন যে এ প্রীতিভোজে যোগদান করেন নাই, তাহার সঠিক সংবাদ 'দাদামহাশয়' জ্ঞাত নহেন। দাদা "কলের বাবু"। আজকাল দু'পয়সা বেশ পাওনাও আছে। পাটের ঘরে লাভের মাত্রা অধিক। মূর্খ্যের ধর্ম্মজ্ঞানও যেরূপ অর্থের সদ্ব্যবহারও সেইরূপ। কাঁচা পয়সার শ্রাদ্ধ অনেক স্থলেই এইরূপ হয় দেখা যায়; তা দাদার দোষ কি?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভূরিভোজেও সবলরাম সাহস করিয়া তাহার কনিষ্ঠ সহোদর শান্তিরামকে নিমন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয় নাই। লেখকের মাতামহের আমলে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সকল স্থানেই সবলরামের অনুষ্ঠিত পদ্ধতিই সম্যক প্রচলিত। কিন্তু আজিকার দিনের বর্ব্বর অসভ্য, আত্মসম্মানহীন, নির্লজ্জ শান্তিরাম তাহার দাদার বাড়ীতে ভোজের সংবাদ পাইয়া স্থির রহিতে পারে নাই। ক্ষুধার্ত্ত না হইলেও—সে দুঃখী, গরিব, ভ্রাতৃ-অনুরক্ত ও সরল। সে যখন জানিতে পারিল যে তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাড়ীতে আজ একটী ভোজের উৎসব আছে, তখন সেই সরলপ্রাণ শান্তিরাম আর স্থির থাকিতে পারিল না। নানাবিধ মিষ্টান্নে রসনার সুতৃপ্তি সাধন ও উদর পূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষায় আনন্দ-উদ্বেগ চিত্তে দ্রুতপদে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, মধ্যাহ্ন-সময়ে শান্তিরাম শর্ম্মা সবলরামের সদনে সমুপস্থিত হইল। ভাহার আনন্দের সীমা নাই। সে আজি অনেক দিন পরে তাহার দাদার বাটীতে

উদর পুরিয়া আহার করিবে, এই আনন্দে তাহার বুক দশহাত হইল।

শান্তিরাম তাহার দাদার বাটীর বহির্ভাগের একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, তাহার অগ্রজের "কোলো" বন্ধুগণ, ইষ্টকামনায় তাহার দাদার "স্বাস্থ্য পান" করিতেছে। সেই প্রকোষ্ঠে ষোড়শোপচারে সুরেশ্বরী দেবীর পূজা হইতেছে। সকলেই আনন্দে অস্থির। সরলরাম প্রকৃতিস্থ ছিল, তাহার কোনরূপ অন্যায় আচরণ বা মত্ততা দেখা যায় নাই। কিন্তু সেই গৃহে শান্তিরামকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। অধীর চিত্তে উচ্চৈস্বরে কহিল—"তোকে ডেকেছে কে? তুই কেন এখানে আসিলি। বে আদপ্! তোর কি সহবৎ জ্ঞান নাই?" ছোট ভাই বুঝিল, দাদাকে ভূতে পাইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সেখানে উপযুক্ত হাওয়া আছে কি না। কিন্তু দেখিতে না পাইয়া দাদাকে বিনয়নম্র বচনে কহিল "দাদা, আমাকে একটু সরবৎ দাও, আমি প্রাণ রক্ষা করি, আমি এখনও উপবাসী আছি। বড় পিপাসা, একটু শীতল সরবৎ দও দাদা।" সেই ঘরে ও বারান্দায় পরিচিত কয়েকটী ছোকরা ঘট ঘটি সরবৎ পান করিতেছিল। বাড়ীতে সরবতের অভাব ছিল না। সরলরামের জনৈক বন্ধুর হাতে সরবৎপূর্ণ পাত্র ছিল, সে শান্তিরামকে জানিত ও চিনিত। সেই ব্যক্তি সেই সরবৎপূর্ণ পাত্র শান্তিরামকে দিতে আসিতেছিল, কিন্তু সরলরাম তাহাতে বাধা প্রদান করিল। সরলরাম সক্রোধে তাহার ভ্রাতাকে কহিল, "বাহিরের ঐ বারান্দায়, গামলায় যথেষ্ট সরবৎ আছে, সেই সরবৎ খাইয়া তুই শীঘ্র এ বাড়ী পরিত্যাগ কর। মা জানিতে পারিলে রক্ষা পাইব না।" এ "মা" সরলরামের শাশুড়ীকে বলা হইল।

তৃষ্ণাকুল শান্তিরাম দেখিল জলাধারে সরবৎ ত নাইই, যে জল আছে তাহাও পানের উপযুক্ত নহে। অপর কোন কার্য্যের জন্য পানাপুকুরের দুর্গন্ধ ময়লা জল রহিয়াছে। পিপাসার ঘোরতর তাড়নায় শান্তিরাম বাধ্য হইয়া সেই বিষ পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। শান্তিরাম সর্ব্বদাই আপন আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া থাকিত। বাস্তবিক এই দুঃখ কষ্টের সংসারে কি করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে হয়, সরলহৃদয় শান্তিরাম তাহা বেশ জানিত। দাদার কথায় তাহার মর্ম্মে কিছু মাত্র আঘাত লাগিল না। জল পানান্তে, একটু সুস্থ হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। তখন রৌদ্রের উত্তাপ নিতান্ত প্রখর বিধায় সে পথিমধ্যে একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় উপবেশন করিল। তাহার দাদার কাণ্ড দেখিয়া সে ভাবিতে লাগিল, দাদার মতিগতি এরূপ বিকৃত হইল কেন! নিশ্চয়ই ইহার মূলে কোন নিগূঢ় কারণ আছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি শান্তিরাম সদানন্দ। তাহার মনে দুঃখ বা অভিমানের লেশ মাত্রও নাই। সে তাহার দাদার বিষয় আর অধিক না ভাবিয়া, পথিমধ্যস্থিত সেই প্রকাণ্ড প্রাচীন বট বৃক্ষের নিবিড় শীতল ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল। অল্প কাল বিশ্রামের পর তাহার দেহ শীতল হইলে সে, আনন্দ মনে গীত ধরিল—

ভক্তি ভরে ডাক্‌রে মনে,
হর কি স্থির রহিতে পারে।

ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু
ছুটে আসে ভক্তের দ্বারে। ইত্যাদি

এই গানটী সম্পূর্ণ গাহিতে না গাহিতে শান্তিরাম সবিস্ময়ে শুনিল যে, তাহার কণ্ঠ-স্বরের সহিত স্বর মিলাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন যেন গান গাহিতেছে। মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে দূরব্যাপী প্রান্তর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গগনবিহারিবিহঙ্গমকুল বৃক্ষ পত্রের অন্তরালে নীরবকণ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে। নিকটে জনপ্রাণী নাই। তবে কে গাহিতেছে? এই বিশাল বটবৃক্ষে অপদেবতার ভয় আছে এই জনশ্রুতি শান্তিরাম শর্ম্মার অবিদিত ছিলনা। সে সহসা নীরব হইল, কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া পুনরপি গান ধরিয়া শান্তিরাম জানিতে পারিল নিশ্চয়ই কেহ অলক্ষিত থাকিয়া তাহার গানে যোগ দিতেছে। শান্তি নির্ভয় অন্তরে উচ্চঃস্বরে কহিল—"কে আমার সঙ্গে গান গাইতেছে? শূন্য হইতে শব্দ হইল "আমি।"

শা। "আমি কে? আমির নাম নাই কি? তুমি কে।"

শূন্যে শব্দ হইল—"আমি--আমি। আমার নাম অভাব।"

শা। "তুমি কোথায়? কোন স্থানে আছ! কই, আমিত তোমাকে দেখিতে পাইতে-ছিনা।"

উত্তর।—"আমি সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছি। সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকি তুমি যেখানেই যাওনা কেন আমি তোমার সঙ্গে যাই। সর্ব্বদাই তোমার কাছে থাকি।"

শা। আমার সঙ্গে? কি অযথা কথা তুমি এ সকল কি কথা কহিতেছ?"

শূন্য পথে শব্দ হইল—"প্রকৃতই বলিতেছি আমি সর্ব্বক্ষণই তোমার সঙ্গে থাকি।"

শা। "আমার সঙ্গে কেন? আমি অতি নিঃস্ব ও হতভাগ্য। আজি এখন পর্য্যন্তও আমার উদরে অন্ন প্রবিষ্ট হয় নাই। আমি স্থির করিয়াছি অদ্য বাড়ী গিয়াই, একটা বড় সিন্দুক তৈয়ার করিয়া, তন্মধ্যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। আমি অদ্যই মরিব, তুমি অপর ব্যক্তিকে আশ্রয় কর, আমার আশা ছাড়িয়া দাও। কেন আমার সহিত অকালে প্রাণ ত্যাগ করিবে।"

"অভাব" উত্তর করিল—"নানা তা হবে না। আমি এতদিন পরে তোমাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি তুমি একান্তই প্রাণ ত্যাগ কর, আমিও তোমার সহিত মরিব।"

হতভাগ্য শান্তিরাম বেশ বুঝিতে পারিল যে ইহা এক অসাধারণ ব্যাপার। এ বিষয়ে সন্দেহ শূন্য হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল ইহা নিশ্চয়ই অপদেবতার কাজ। এই অলক্ষণ দেবতাটাই তাহাকে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করি-য়াছে। ইহার করাল কবল হইতে অচিরাৎ আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সে বাড়ী আসি-য়াই একটা বড় রকমের মজবুত কাষ্টের সিন্দুক সংগ্রহ পূর্ব্বক ভাবিল, ইহার মধ্যে যদি 'অভাব' নামক অপদেবতাটাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি, তবেই আমার মঙ্গল। এই ভাবিয়া সে অপদেবতা 'অভাব' কে ডাকিল "অভাব, অভাব তুমি এই সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ কর। আমিও ইহার উদরে প্রবিষ্ট

হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে মরিবে বলিয়াছ, তবে এস। আর বৃথা মায়া বাড়াইয়া কাজ নাই—এস।” অভাব উত্তর করিল—“বেশ ভালকথা, আমি এখনই সিন্দুকমধ্যে প্রবেশ করিতেছি।” ইহার পলার্দ্ধ পরেই শান্তিরাম জিজ্ঞাসা করিল “হে দেব অভাব। তুমি দয়াকরে সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করেছ কি?” সিন্দুকের অভ্যন্তর হইতে শব্দ হইল হাঁ। আমি ভিতরে আসিয়াছি।” উত্তর শেষ হইতে না হইতে শান্তিরাম সেই মুহূর্ত্তেই সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়া তাহাতে দুইটা তালা লাগাইল, এবং অবিলম্বে কতকগুলা লোকের মাথায় ঐ সিন্দুক চাপাইয়া তাহাকে নদীতীরে প্রোথিত করিল। বিধাতার ইচ্ছায় এত দিনে আপদ দূরীভূত হইল। ঘাম দিয়া শান্তিরামের জ্বর ছাড়িয়া গেল।

(৫)

এই কার্য্য সমাধা হইতে না হইতে, হতভাগ্য শান্তিরাম শর্ম্মার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইতে লাগিল সে, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিতে লাগিল। নানা দিক্ হইতে নানাবিধ লাভজনক কার্য্য আসিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। যেন ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার ঘরে অর্থস্রোত আসিতে লাগিল। তাহার সুখসাগর এতদিনে উথলিয়া উঠিল। উদ্যান, ভূসম্পত্তি, অট্টালিকা, গোশালা, অশ্বশালা, নাট্যশালা, দীর্ঘিকা সরোবর, দাসদাসী, বন্ধু সুহৃদ কিছুরই অভাব রহিল না। দ্বারদেশে যষ্টিস্কন্ধে দৌবারিক প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নায়েব গোমস্তা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে নূতন অট্টালিকা মুখরিত হইয়া উঠিল। গ্রাম পাড়ার কত বেকার লোক আসিয়া চাকরী উমেদারী করিতে লাগিল। কত স্থানে কত মাসহারা বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। গ্রামের অভ্যন্তরে রাসমণ্ডপ, দোলমণ্ডপ, দেবালয়, অতিথিশালা, চতুষ্পাঠী, হাট্, বাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। কত মোদক দোকানী পসারী মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। এই সময়ে যজ্ঞেশ্বর, অঘোরনাথ, হীরালাল প্রভৃতি, “ভুঁইফোঁড়” পণ্ডিত পরিচয়ে, মাসিক বৃত্তি লাভ করিল। নিষ্পন্দ গ্রামখানি যেন, মাসিক কাহারও মন্ত্রশক্তি বলে, সবই জাগিয়া উঠিল দাবদগ্ধ কাননে অকস্মাৎ যেন ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরাম শর্ম্মার পুন্যবান মাতুলেরও সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইতে লাগিল।

শান্তিরামের বিষয় বৈভবের কথা যখন বিপ্রগর্দ্দভ সবলরামের কর্ণগোচর হইল, তখন প্রথমে সে এবিষয় বিশ্বাসই করিল না। কিন্তু ক্রমে যখন এ সকল ব্যাখ্যার প্রকৃত বলিয়া বুঝিল, তখন তাহার হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হইল তাহা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। সবলরাম আসিয়া তাহার কনিষ্ঠ সহোদর শান্তিপ্রিয় শান্তিরামকে জিজ্ঞাসা করিল—“ভাই! তুমি কি উপায়ে, এত অল্প কালে, সহসা এরূপ ঐশ্বর্য্যবান হইলে বল।” জ্যেষ্ঠের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়া শান্তিরাম মৃদু মধুর হাস্যাননে সকল কাহিনীই বিবৃত করিল। সে কোন বিষয় গোপন করিল না। তাহার দাদার বাড়ীর, উৎকৃষ্ট সরবৎ পান হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের সকল ঘটনাই সবিস্তারে প্রকাশ করিল। অলক্ষণ

অভাব অপদেবতাটাকে সিন্দুক মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নদী সৈকতে প্রোথিত করা হইয়াছে, তাহাও বলিল। কনিষ্ঠের বচন শুনিয়া, সবলরাম ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দ্রুত পদে নদীতীরে উপনীত হইয়া, মৃত্তিকা খনন করত সিন্দুক উত্তোলন করিল। পরে উচ্চৈঃ স্বরে ডাকিয়া কহিল "অভাব! অভাব! ওহে অভাব দেবতা। তুমি কি সিন্দুক মধ্যে আছ?" অতি কষ্টে, অতীব ক্ষীণস্বরে, অত্যধিক কাতরকণ্ঠে সিন্দুক মধ্য হইতে কে কহিল "হুঁ।—হুঁ।—অঁ', আ মুই আছই ব-টে। বড় দুর্ব্বল। প্রা—ণটি আছে মাত্র।" সবলরাম হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ সিন্দুক খুলিয়া অভাবকে কহিল—"চল চল, আমার ভ্রাতার কাছে চল, সে এখন খুব বড় লোক হ'য়েছে। সে তোমার উপকার না করিয়া রহিতে পারিবে না। এখন তাহার নিকট যাইলে তোমার যথেষ্ট সুবিধা হইবে।" অভাব ভীত চিত্তে উত্তর করিল "না না, তা হবে না, আমি কখনই সেখানে যাইব না। এবার সেখানে গেলে শান্তিরাম শর্ম্মা আমাকে একেবারে লোকান্তরে প্রেরণ করিবে। এখন হইতে আমি তোমার কাছে থাকিব।" এই বলিয়া 'অভাব' সবলরামের সবল দেহ আশ্রয় করিল।

সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সবলের প্রাক্তন স্রোত ভিন্নপথে প্রবাহিত হইল। গৃহাভিমুখে আসিবার সময় পথিমধ্যেই সংবাদ পাইল তাহার গৃহে ব্রহ্মার প্রকোপ হইয়াছে। সে বাড়ী আসিয়া কাতরপ্রাণে অবলোকন করিল তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সে কাতর হৃদয়ে হাহাকার করিতে লাগিল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অল্পদিনের মধ্যে তাহার সাংঘাতিক পীড়া হইল। চাকরী গেল। একটী সন্তান বিনষ্ট হইল। ক্রমে একে একে সকল সম্পত্তিই হস্তচ্যুত হইল। সাধের কুটুম্বগণ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। বসন্তের কোকিল, ঋতুরাজ সহ অন্যত্র উঠিয়া গেল। বন্ধু-বান্ধবেরা এখন 'কোলোবাবু'র স্বাস্থ্যপানে বিরত হইল। প্রতিবাসীগণ বিমুখ হইল। এক্ষণে সবলরাম শর্ম্মার গৃহ শ্মশান, মনঃ শান্তিহীন, দেহ অনশনক্লিষ্ট, পরিবার রুগ্ন, শীর্ণ জীর্ণ। গৃহ পতিত, দাবদগ্ধকাননে একটীমাত্র নীরস-তরুর সদৃশ, একখানি মাত্র ঘর দণ্ডায়মান। সবলরামের সন্তানগণ অনাহারে বা অল্পাহারে কঙ্কালসার এবং সে স্বয়ং যারপর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

এদিকে শান্তিরামের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতে লাগিল। দেশের লোক তাহাকে 'রাজা' আখ্যা প্রদান করিল। সেও রাজোচিত কার্য্যদ্বারা প্রভূত যশোলাভ করিতে লাগিল। শান্তিরাম তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু 'অভাবের' প্রভাবে তাহাতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

শান্তিরাম অনেকদিন পর্য্যন্ত সপরিবে পরম সুখ-শান্তি ভোগ করিয়া অন্তিমে এক পুণ্যতীর্থে দেহ রক্ষা করিল। রাজোচিত সমারোহে তাহার আদ্যকৃত সমাধা হইল। উদারপরায়ণ উদার "দাদামহাশয়" সে শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই। (খ)　　শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(খ) এই প্রবন্ধে "অভাব" একটী অশরীরী পদার্থ, তাহাকে সিন্দুকে কি প্রকারে

কায়স্থ সমাজের কর্ত্তব্য।

হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদিগের জাতীয় উন্নতি সুদূর-পরাহত বিবেচনায় কায়স্থ সমাজের নেতৃবর্গ সর্ব্বপ্রথমে সভা সমিতি করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কায়স্থ-সভার জন্মের বহু পরে, বঙ্গদেশীয় অন্যান্য জাতীব্যূহ নিজনিজ জাতীয় উন্নতি সাধনার্থ কায়স্থ-সভার অনুকরণে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক সভাসমিতি সৃষ্টি করিয়া যাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ইহা অবশ্যই নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু যে কায়স্থ-সভা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ প্রদর্শক, তাহার জন্মের পরবর্ত্তী সভাসমিতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী দেখা যায়। আর আমাদের জাতীয় সভা শিক্ষিত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান আখ্যা শিরে ধারণ করিয়াও আজ কাল দিশাহারার মত, অন্ধ পথিকের ন্যায় ইতঃস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, ইহা কি সাধারণ ক্ষোভের বিষয়? (ক) অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট বিদিত হইবে যে আমাদের মধ্যে জাতীয় একতার সম্পূর্ণ অভাব। হিংসা দ্বেষের কুটীল প্ররোচনাই ইহার মূল কারণ। সমাজের মধ্যে আমরা চিরকালই মান্য ও গণ্য এবং জ্ঞানচর্চ্চাই আমাদিগের জাতীয় ব্যবসায়, বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ব্রাহ্মণ কায়স্থের একায়ত্ব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমতাবস্থায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদিগের বর্ত্তমান অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি এবং অবনতিতে অবনতি অপরিহার্য্য।

আমরা প্রচারকার্য্যে অনেক সময় অনেকস্থানে গতায়াত করিয়া থাকি। তাহাতে আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে

আবদ্ধ করা যাইতে পারে? জ্যেষ্ঠের ভোজ হইতে বিতাড়িত শান্তিরাম শর্ম্মা প্রান্তর মধ্যে বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় শ্রীহরির কৃপায় দারিদ্রের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধর্ম্মপথে বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে ধনবান হইলেন। পক্ষান্তরে সবলরাম শর্ম্মা অধর্ম্মের পথে বিচরণ করিয়া দারিদ্রগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং অভাবই তাহার অঙ্গের ভুষণ হইল। অভাব যে একটী অপদেবতা তৎপ্রতি সন্দেহ কি? এই ভাবে পাঠকগণ এই প্রবন্ধের উপমা বিশ্লেষণ করিবেন। সম্পাদক।

(ক) ইহার প্রধান কারণ বঙ্গীয় কায়স্থগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন, বঙ্গীয় কায়স্থ-সভাও জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত। আমাদের মধ্যে কর্ম্মবীরের একান্ত অভাব। সম্পাদক

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ৭টী কারণে কায়স্থ-সভার মহোদ্দেশ্যগুলী কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।

১। সাবিত্রী লইবার প্রধান উপযোগিতা কি, অনেকে তাহা খুঁজিয়া পান না।

২। বহুদিন গত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর সাবিত্রী লইবার প্রয়োজন কি?

৩। সমাজের নিম্নস্তরের সম্প্রদায় সকল যদি দ্বিজত্ব গ্রহণ করেন, তবে সম্মানার্হজনগণের মান-সম্মানের প্রাধান্য খর্ব্ব হইবে অর্থাৎ কুলীনের কৌলীন্য থাকিবে না।

৪। অনেকস্থলে গুরু-পুরোহিত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৫। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াও যদি বৈদিক কার্য্যাদি না করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞোপবীতের সার্থকতা কি?

৬। কেহ কেহ বলেন আমরা শূদ্রই বটে, ক্ষত্রিয় হইতে ইচ্ছা করি না।

৭। কেহ কেহ বলেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাই বটে, তবে পিতাপিতামহাদি ৩০দিন অশৌচ পালন করিয়া গিয়াছেন আমরা ১২ দিন কিরূপে মানিব।

৮। উপরোল্লিখিত আপত্তিসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ঐ সকল আপত্তির মূলে বিশেষ কোন সঙ্গত কারণ নাই। কেবল জাতীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া স্ব সমাজের গুরুতর অনিষ্ট সম্পাদন করা হইতেছে মাত্র। সাধারণের অবগতির জন্য ঐ সকল বৃথা আপত্তি ন্যায় ও ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে নিম্নে মীমাংসিত হইল। কায়স্থ-মহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করি। প্রথম আপত্তির আলোচনা করিতেছি।

১। যদি সাবিত্রী লইবার কোন হেতুই না থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষে সাবিত্রীর প্রাধান্য কখনও তিষ্ঠিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ পবিত্রকে অপবিত্র মনে করিয়া ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেন এবং নিরুপবীত কায়স্থদিগের মত নাড়ামুড়া ভাঁড় অবতার হইতেন সন্দেহ নাই। শুধুই জীবনের গণা দিন কয়েকটা কোনরূপে কাটাইয়া দিলেই উদ্ধার হইবার উপায় হইবে না, আমাদিগকে এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আর এক মহান্ রাজ্যে গিয়া উপনীত হইবার জন্য এখন হইতে যথোপযুক্ত চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবেক এবং সেই ভাবী মহারাজ্যে শাশ্বত সম্পদ্ লাভের জন্য এ রাজ্য হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। সে সম্পদ্ লাভ করিতে না পারিলে পরিণাম যে নিতান্তই শোচনীয় বোধ হয় তাহা কাহাকেও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। সুতরাং সেই গরীয়ান জগতে অক্ষয় সম্পত্তি লাভ করাই যে মানবের প্রধান লক্ষ্য বোধ হয় তাহা প্রত্যেক হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এমতাবস্থায় একটু চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে—সেই মহামূল্যবান অক্ষয় সম্পদ্ লাভের সহজ পন্থা অনুসরণ করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? যে পন্থানুসরণ করিতে হইলে ধর্ম্মানুমোদিত বৈদিক শাস্ত্র-সম্মত যোগ যাগ যজ্ঞ ব্রতোপাসনাদি অবলম্বন কি বিধি সঙ্গত নহে? ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলেই বৈদিকাচার যথাবিধি সংস্কার গ্রহণ করতঃ দেহ ও মনের পবিত্রতা যে একান্ত প্রয়োজন সে [illegible] কি আর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতে হইবে?

সংস্কারাদিতে চিত্তের শুদ্ধতা জন্মিলে তৎপর আরাধনা উপাসনা যাগযজ্ঞের অবতারণা করা সম্ভবপর হয়, ইহাকেই শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে। মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান এবং বৌদ্ধ যে তিনটী প্রধান জাতি পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন আকারে সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। বেদ এবং মন্বাদি শাস্ত্র গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, শূদ্রের কোন ধর্ম্মালোচনার অধিকার নাই, আর্য্যগণ পার্ব্বতীয় অসভ্য বর্ব্বর কৃষ্ণকায় জাতিগণকে শূদ্রাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। শূদ্রজাতি আর্য্যগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল এইজন্য শূদ্রের সংস্কার কিংবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অধিকার নাই। অত্রি মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে শূদ্র অস্পৃশ্য, ঘৃণিত ও অন্ত্যজ জাতি। তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল অজ্ঞানতঃ আর্য্যগণ পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু স্পষ্ট বিধান করিয়াছেন যে চাতুর্ব্বর্ণ সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা দ্বিজাতি কিন্তু শূদ্র একজাতি অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতে অধিকার নাই, তজ্জন্য বর্ণ-ধর্ম্মানুরোধে যদি কোন ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞোপবীত না থাকে তবে তিনিও শূদ্রাচারী ও শূদ্রের ন্যায় অস্পৃশ্য ইহা অস্বীকার করা যায় না। নৃসিংহপুরাণ, বৃহৎগৌতম, পরাশর-সংহিতা, অঙ্গিরসংহিতা, আপস্তম্ব, মনু, অত্রি-সংহিতা প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র গ্রন্থে আমরা শূদ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইতেছি। এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া মিতাক্ষরা প্রতিভারকায়া পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করি না। বোধ হয় কায়স্থ-সমাজ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে কায়স্থ শূদ্র নহে; কায়স্থ-জাতীর মধ্যে দশবিধ সংস্কার বিদ্যমান, সমাজেও উক্ত জাতির স্থান অতি উচ্চ, রাজন্য জাতীর বংশধর। কায়স্থ অবধারিত ক্ষত্রিয়বর্ণ, এ বিষয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যসমাজে কাহারও যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে তাঁহাদিগকে আমরা সাধারণ সভায় বিচারজন্য আহ্বান করিতেছি। কলিকাতা, রংপুর, বগুড়া, যশোহর, ফরিদপুর এই সকল স্থানে যে সকল কায়স্থ-সমিতি বর্ত্তমান আছে, আপত্তিকারী ইহার মধ্যে কোনস্থানে সংবাদ দিলেই সভা আহূত হইবে। (খ) বেশী কথার প্রয়োজন কি, কায়স্থের বীজপুরুষ শ্রীভগবান চিত্রগুপ্ত দেবকে এখনও ব্রাহ্মণগণ তর্পণ ও পূজা করিয়া থাকেন।

বঙ্গাগত কায়স্থগণের মূল পুরুষ আর্য্য সন্তান উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশবাসী একথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানেন, যাঁহাদিগের সন্দেহ আছে তাঁহারা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্য কাণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠা হইতে ৫০ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন এবং এসিয়াটিক সোসাইটিতে সুরক্ষিত খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেবের তাম্রশাসন দেখিয়া আসিবেন। সেই সমস্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থ মাত্রেই উপবীতী ফলতঃ সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ-জাতির মধ্যে প্রায় চৌদ্দআনা কায়স্থই বহুকাল

(খ) কায়স্থ যে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় জাতি এবিষয় যে কোন মহাত্মা সন্দিহানচিত্ত হইবেন তিনি ফরিদপুরস্থ আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিলে যে স্থানে আপত্তিকারীর সুবিধা হয় সে স্থানেই তিনি একটি সাধারণ সভা আহূত করিবেন। লেখক

হইতে উপবীতী, কেবল বঙ্গের মুষ্টিমেয় কায়স্থ অনুপবীতী ছিলেন, বর্ত্তমানে তাহাদের মধ্যেও লক্ষাধিক উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। (গ)

এই প্রকার জাজ্জল্যমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াও আমাদের বুদ্ধির গোড়ায় জল যাইতেছে না, ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এক একটী জাতির মধ্যে ছত্রিশটী শ্রেণী-বিভাগ থাকিলে হিংসা দ্বেষের মাত্রাই দিন দিন বৃদ্ধি পায় মাত্র, একতা জন্মিতে পারে না। তদ্ধেতু কায়স্থের ন্যায় একটী বিরাটজাতি খণ্ডাকারে না থাকিয়া সকলে একত্রে এক প্রাণে একতার আশ্রয়ে কার্য্য করিলে সমাজমধ্যে প্রবল জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ইহা কি বাঞ্ছনীয় নহে? এই বিরাটজাতিকে বিরাটাকারে গড়িয়া তুলিতে হইলে সাবিত্রীর একান্ত প্রয়োজন ইহা কে অস্বীকার করিতে পারিবে। একধর্ম্মী না হইলে মিলন অসম্ভব। আমাদিগের আদর্শ ইংরাজ জাতির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক শ্রেণীর বিভাগ ছিল তাহা এই মহাযুদ্ধের সময় মিশ্রিত হইয়া তাঁহারা একটী অখণ্ডজাতি হইয়াছেন। কায়স্থ এখনও সমাজ মধ্যে তাঁহাদিগের ন্যায্য স্থান প্রাপ্ত হন নাই। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধরগণ যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছেন তাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে তাঁহাদিগের নিজ সমাজভুক্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু এই প্রকার মিলনের জন্য ও সাবিত্রীর প্রয়োজন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদিগের মৌলিক সমাজ হইতে দ্বীপান্তরবাসী কয়েদীর মত বঙ্গে বাস করিতেছেন। কায়স্থ মহোদয়গণ যদি একবার ধীর স্থিরভাবে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখেন, দিব্যচক্ষে দেখিবেন যে কায়স্থের পক্ষে সাবিত্রী গ্রহণ একান্তই কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, বিলম্বে কেবল জাতীয় শক্তির অপচয় এবং বিদ্বেষবুদ্ধির মাত্রা বর্দ্ধিত করা হইতেছে, কলিকাতার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মধ্যেও দুই তিন দল হইয়া গিয়াছে। কায়স্থজাতির ন্যায় সামাজিক একতাপরিশূন্য ও দলাদলি প্রিয় জাতি আর ভূভারতে কুত্রাপি নাই। যে ব্রাহ্মণ জাতিকে আমরা গত দুই বৎসর হইল একতাশূন্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলাম তাহারাও আজ স্থানে স্থানে মহাসম্মিলন করিয়া একটী অখণ্ড মহাজাতিতে পরিণত হইতেছেন, ইহার মূল কারণ এই যে তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্যাপি ব্রহ্মতেজ সুরক্ষিত কিন্তু কায়স্থ জাতি প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয় হইয়াও শূদ্রাচারে বিভিন্ন, খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে. সিংহ শৃগালে পরিণত হইয়াছে, সেই শৃগালকে পুনরায় সিংহত্বে পরিণত করা বড় সহজ কথা নহে। কায়স্থদিগের অনুকরণে যে সকল কায়স্থের সম্প্রদায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বৈশ্যত্বলাভ

(গ) বঙ্গীয় কায়স্থের উপবীত-হীনতা গ্রহবৈগুণ্য বশতঃই অর্থাৎ বৌদ্ধোৎপাতের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজ বহুদিন ব্রাত্য অবস্থায় কাল যাপন করিয়াছিলেন, পরে শঙ্করাচার্য্যাদ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত পুনর্গ্রহণ করেন। ভারতে ব্রাত্যতা নূতন কথা নহে, যদু এবং অন্ধকবংশ বহুকাল ব্রাত্য ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব যায় নাই। কায়স্থেরই বা যাইবে কেন? সম্পাদক।

করিয়াছেন, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ২।৪।১০ পুরুষ গতে আমাদের বংশদুলালগণ কি শূদ্রে পরিগণিত হইবেন না এবং যাঁহারা এখন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতেছেন তাঁহারা কি বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবেন না? আমরা যদি আমাদের সামাজিক স্থান এখন হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া না লই তাহা হইলে আমাদিগের বংশধরগণের পরিণাম কি হইবে তাহা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় হইবে না? সুতরাং কালধর্ম্মানুরোধে সাবিত্রী গ্রহণ কায়স্থের পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজন তাহা অস্বীকার করিবে কে? যে অস্বীকার করে সে কেমন বুদ্ধিমান তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। অধিকন্তু ধর্ম্মান্দোলন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাধীন ইহা বিবেচনা করা সঙ্গত হইবে না। ইহা কালের গতি, ধর্ম্মের স্রোত, বিধাতার ইচ্ছা। সুতরাং হে কায়স্থ সমাজ! অচিরে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হউন। এইরূপে আমরা উল্লিখিত প্রথম আপত্তির মীমাংসা করিলাম। এইক্ষণ ২য় আপত্তির বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

২। ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর যখন বৌদ্ধধর্ম্মে দেশ প্লাবিত সেই বুদ্ধযুগের বহু শত বৎসর পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়। বৌদ্ধোৎপাতে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তিরোধানে সুদীর্ঘ কাল ব্রাহ্মণগণ উপবীতহীন অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন ইহা ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব কাহারো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন ব্রাহ্মণধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করেন এবং যখন ব্রাহ্মণগণ পুনঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করেন তখন কোন কোন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে বহুদিন গত হইয়াছে আর যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা কি? (ঘ) কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা প্রবল বলিয়া ঐরূপ বৃথা ওজর আপত্তি তিষ্ঠিতে পারে নাই। পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্মরূপ বিরাট পুরুষ মস্তকোত্তলন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের গুণগানে দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন। অধুনা বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মরূপ বিরাট পুরুষের কেবল মস্তক ও পদ আছে, বাহু ও উরু নাই সেজন্য তিনি সবল হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, টলমল করিয়া একটা সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে গড়াগড়ি খাইতেছেন। বাহু ও উরুদেশ ঠিক হইলে বিরাট পুরুষ সবল হইবেন ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। শ্রীভগবানের কৃপায় বঙ্গদেশে চাতুর্ব্বর্ণ সংস্থাপনের দিন প্রত্যাসন্ন, বিশেষতঃ যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ বিদ্যমান না আছে তাহা শাস্ত্রে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। (ঙ) এইরূপে আমরা বহুদিন সম্বন্ধীয় আপত্তি মীমাংসা করিতে চাই। এইক্ষণ তৃতীয় আপত্তির বিষয় আলোচনা করিতেছি।

৩। সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে উচ্চস্তরের সম্মানার্হ মহোদয়গণের মান, সম্ভ্রম ও প্রাধান্যের কোন লাঘবতা হইবার কি কারণ আছে তাহাতো

(ঘ) মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্করবিজয় দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

(ঙ) চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয়ঃআর্য্যাবর্ত্তস্ততঃপরম্॥
বিষ্ণুপুরাণ। সম্পাদক।

আমরা কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বর্ণ বিপ্রগণ বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তী, অধিকারী, ভট্টাচার্য্যগণ উপবীতী বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, রায়, বাগ্‌চি, মৈত্র প্রভৃতি কুলীনগণের সম্মান ও প্রাধান্যের লাঘবতা কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? যাঁহার যে বংশগত সম্মান, পদমর্য্যাদা এবং পদগৌরব চিরকাল সমাজে প্রচলিত ছিল ও আছে তাহা চিরকালই তদ্রূপ থাকিবে, তাহা নষ্ট হইবার কি সঙ্গত কারণ আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পক্ষান্তরে জাতিগত চিহ্ন (যজ্ঞোপবীত) ভ্রষ্ট হওয়া হেতু অনেক ইতর সম্প্রদায়ের লোক সম্মান পাইবার আশায় কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না; উপবীত থাকিলে কায়স্থেতর জাতিসমূহ সেরূপ পরিচয়ে কখনই আত্মগোপনের সুযোগ কি সুবিধা পাইত না ইহা কি বিবেচনা করিবার বিষয় নহে? বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে 'গোলাম কায়স্থ' বলিয়া একটী নীচ সম্প্রদায় আছে তাহারা এই সময়ে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে ঐ সমাজের সম্ভ্রান্ত বংশের সজ্জনগণের পদমর্য্যাদার লাঘব হয় এইহেতু তাঁহারা যজ্ঞোপবীতের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিতেছেন না এই কথাটি আলোচনা করিয়া আমরা ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না। উক্ত গোলাম কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপায় ঘোষ, বসু, গুহ প্রভৃতির শ্রীচরণে স্থান পাইয়াছেন তাহাদিগকে তো নীচ বলা চলিবে না, "আপন মান আপনি রাখি, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাকি" এই প্রবাদ বচনের সার্থকতা করা কি বিবেচনার কার্য্য হইবে না? ফলতঃ যাঁহারা প্রকৃতই নীচ ও ঘৃণিত তাহাদিগকে লইয়া সমাজ বন্ধন করিতে কেহই যুক্তি বা পরামর্শ দিবেন না, আর যে গুলি সমাজ মধ্যে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ত্যাগ করাও সঙ্গত নহে, 'সেই কাণা ছেলেই পদ্মলোচন' বলিয়া লোকের সমক্ষে তাহার মুখচুম্বন করাই বোধ হয় মান রক্ষার সদুপায়। এইক্ষণে গুরু পুরোহিত ত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৪। গুরু পুরোহিত ত্যাগ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই বা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া কেহই দোষী হইতে ইচ্ছা করিবেন না। তবে যদি কোন গুরু বা পুরোহিত নিজে ইচ্ছা করিয়া শিষ্য ও যজমান ত্যাগ করেন তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিগণ অপরাধী হইতে পারেন না। গুরু বা পুরোহিত যিনিই কেন হউন না, কায়স্থকে কিছুতেই শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদিগের নাই বা হইবে না, তখন শূদ্রোচিত আচার ব্যবহার কায়স্থদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তমান রাখা তাঁহাদিগের নিতান্ত অন্যায় এ কথাটা বুঝাইয়া বলায় দোষ কি? আমরা যখন ক্ষত্রিয় তখন ক্ষত্রিয়ভাবেই আমাদিগকে দীক্ষা ও যাজন করাই সঙ্গত। এই মোটা কথাটা যে গুরু পুরোহিত না বুঝেন বা জেগে ঘুমান অর্থাৎ বুঝিয়াও সামাজিক ভেদের জন্য অবুঝ হন তাঁহাদিগের সঙ্গে ন্যায় ধর্ম্মের তর্ক করিয়াও কোন ফল পাইবার আশা করা যাইতে পারে না, বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের সময় বৈদ্য সমাজে যজ্ঞোপবীতের প্রচলন হইয়াছে সে আজ ১৫০ দেড়শত বৎসরের কথা এখনও বহু বৈদ্য শূদ্রাচারী থাকিয়া ৩০ দিন অশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন, বৈদ্য সমাজে যাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া

পঞ্চদশ দিবস অশৌচ প্রতিপালন আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে গুরু পুরোহিত মহাশয়গণ কোন প্রকার আপত্তি করেন না তাঁহারাই কায়স্থদিগের সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন ইহা কি ন্যায় সঙ্গত হয়? তাঁহাদের সেই আপত্তি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, আমরা তাঁহাদিগকে বিদায় দিব না তাঁহারা ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারেন।

৫। বৈদিক কার্য্য করিবার জন্যই সাবিত্রী গ্রহণ, যে সকল কায়স্থ উক্ত বৈদিক কার্য্য নিজে না করেন, বা করিতে না পারেন তাঁহারা পুরোহিত দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করিতেছেন ও করিবেন ইহাই স্বভাবসিদ্ধ তবে আমরা মনে করি যে নিজের কায় নিজে করাই উচিত এবং সেইরূপ শিক্ষালাভ করা কায়স্থের পক্ষে সমীচীন। এখন কায়স্থগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের নিজের পূজাদি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি, ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজেই সম্পাদন করিবেন।

৬। যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ১ দফায় যথেষ্ট বলা হইয়াছে, আমরা আশা করি তাঁহারা অবহিতচিত্তে উহা পাঠ করিবেন। এই সকল ব্যক্তি বোধ হয় স্বীকার করেন যে তাঁহারা কায়স্থ, এইক্ষণ কায়স্থ শব্দ বিশ্লেষণ করিলেই অর্থাৎ কায়ে অতিষ্ঠৎ যিনি ব্রহ্মার শরীরে ছিলেন তিনিই কায়স্থ। বঙ্গীয় কায়স্থ য ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেব যমের এবং দেব ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এমতাবস্থায় কায়স্থ জাতি শূদ্র হইতে পারে না, তবে যিনি না বুঝ তাহার সম্বন্ধে পৃথক্ কথা।

৭। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে এ দেশে আসিয়াছেন তদ্দেশবাসী কায়স্থগণ দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকেন এমতাবস্থায় বঙ্গীয় কায়স্থগণের ৩০ দিন অশৌচ পালন নিতান্ত অন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যদি আর্য্য সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে কায়স্থের মনে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং যদি তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী ইহা স্বীকার করেন তাহা হইলে ত্রিংশৎ দিবস অশৌচ প্রতিপালনে মহাভ্রম করা হইয়াছে পিতৃ পিতামহাদির ক্রিয়া পণ্ড করা হইয়াছে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দ্বাদশ দিন অশৌচ প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য সুধী সমাজ অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন, এইরূপে এই সাতটি আপত্তি আমরা যথাসাধ্য মীমাংসা করিলাম আশা করি কায়স্থ মহোদয়গণ বৃথা ওজর আপত্তি না করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বধর্ম্মানুরোধে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালন করিবেন। "জগদ্ধিতায়, পরহিতায়" ইহাই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের মূলমন্ত্র। সর্ব্ববিধ ক্ষতঃ অর্থাৎ বিপদ হইতে সমাজকে উদ্ধার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এই মহৎকর্ম্মের মহাদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন, সমাজের মঙ্গল কামনায় তাঁহার চিরজীবন অতিবাহিত হইবে ইহাই ক্ষত্রিয়ের ব্রত; আশা করি ইহা সকলেই পালন করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডু দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্মোৎসব

(প্রতিবাদ)

১। গত বৈশাখমাসের আর্য্য-কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের লিখিত "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দরের জন্মোৎসব" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। লেখক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বাবু একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। আশা করি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

২। জগদ্বন্ধুর "হরিপুরুষ" ও "সুন্দর" এই বিশেষণ দুইটী কি? কেন ঐ বিশেষণ দুইটী তাঁহাকে প্রয়োগ করা হইল? ঐ শব্দ দুইটীর অর্থ ও প্রয়োগের সার্থকতা কি?

৩। নিত্যগোপাল বাবু জগদ্বন্ধুর প্রসাদকে 'শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ' বলেন কেন? মহাপ্রসাদ কাহাকে বলে? জগদ্বন্ধুর প্রসাদ যে মহাপ্রসাদ নিত্যগোপাল বাবুকে শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে অনুরোধ করি।

৪। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার জগদ্বন্ধুর জন্মোৎসবে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং তদনুসারে অর্থব্যয়ও অধিক হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই উৎসবের ব্যয়-দাতাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম ও ঠিকানা নিত্যগোপাল বাবু উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কে কি দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই কেন? প্রবন্ধে উল্লেখিত কয়েক জন দাতা ভিন্ন আর কেহ কি কিছু এই উৎসবে প্রদান করেন নাই? নিত্যগোপাল বাবু কি সে সকল খবর কিছুই জানেন না?

৫। নিত্যগোপাল বাবু লিখিয়াছেন—"এই উৎসবে ৪৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে এখনও ৭৫০ টাকা দোকানে বাকী আছে। যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তবে সেবাইত শ্রীযুত বাদলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নামে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে পাঠাইবেন।"

৬। এই উৎসবে যে এতগুলি টাকা ব্যয় হইল ইহার একটা হিসাব দেওয়া কি নিত্যগোপাল বাবু দরকার মনে করেন না? সাধারণের প্রদত্ত টাকা সাধারণের কার্য্যে ব্যয় করিলে অবশ্য একটা হিসাব রাখা সঙ্গত। উৎসবের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়া বাকী টাকা দেখান কি যুক্তিযুক্ত নহে? নচেৎ সাধারণের মনে সন্দেহ আসিবে বিচিত্র কি? আশা করি নিত্যগোপাল বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক গত উৎসবের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দিতে অন্যথা করিবেন না।

৭। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের অর্থে পরিচালিত যে সমস্ত সাধুর আশ্রম আছে, তাহার সকল স্থানেই আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব রাখ

হয়। দুঃখের বিষয় জগদ্বন্ধুর আশ্রমেই কেবল ঐ নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। সেবাইতগণ কেন এ নিয়ম লঙ্ঘন করেন?

৮। শ্রীযুত বাদলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সম্বন্ধে নানা অপ্রীতিকর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এবং গত উৎসবের সময় সাধারণের যে সভা হয় তাহাতেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ অবস্থাতেও নিত্যগোপাল বাবু উক্ত বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট অর্থাদি পাঠাইতে অনুরোধ করেন কেন?

৯। নিত্যগোপাল বাবুর লিখিত প্রবন্ধে আর একটী দোষ এই যে তিনি উৎসবের বিবরণীতে ২।১ স্থানে সত্যতা রক্ষা করিতে পারেন নাই যথা—"এই উৎসবোপলক্ষে ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুইবেলা প্রায় ছয় সহস্র লোক শ্রীশ্রীপ্রসাদ পাইয়াছেন।" আমি ইহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি উহা সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ই একজন ঐ ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি নিত্যগোপাল বাবুর লিখিত প্রবন্ধের ফুটনোটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই নিত্যগোপাল বাবুর বাক্যের অসারত্ব অনুভব করা যায়!! আমরাও অবশ্য সম্পাদক মহাশয়ের অভিমতই অনুমোদন করি।

১০। উৎসবের কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া নিত্যগোপাল বাবু স্বকীয় প্রবন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন। এবিষয়ের উত্তর কি আর দিব? ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় পত্রিকা হিতৈষিণী ও সঞ্জয় উৎসব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন নিত্যগোপাল বাবু কি তাহা অমূলক বলিতে চাহেন? (ক)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত

(ক) আমরা কম্পিত হৃদয়ে এই প্রতিবাদটী সন্নিবিষ্ট করিলাম। যে মহাপুরুষের জন্মোৎসব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি তিনি মৌনী ও লোক লোচনের অন্তরালে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞ। আমার দৃঢ় ধারণা যে তাঁহার ইচ্ছা ও আকর্ষণী শক্তি বলেই আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত। আশা করি নিত্যগোপাল বাবু গুপ্ত মহোদয়ের প্রশ্ন সকলের যথাযত উত্তর প্রদানে আমাদের সত্য সন্ধিৎসু-হৃদয়ের বাসনা পরিতৃপ্ত করিবেন। মনে রাখিবেন—

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।
তস্মাৎ সত্যমেব বক্তব্যম॥

সম্পাদক।

হরি-য়ুপীয়া। (EUROPE)

ইয়ুরোপে যে বিশ্ববিধ্বংসী সমরানল জ্বলিতেছে তাহাতে উক্ত শব্দের একটুক ঐতিহাসিক আলোচনা এ সময়ে বোধ হয় অসাময়িক হইবে না।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত (এক্ষণে দাশগুপ্ত) বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "মন্দারমালা" নামক মাসিক পত্রিকার একটী উক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা এই আলোচনা উপস্থিত করিতেছি। উক্তিটী এই;—

"ভট্ট মোক্ষমূলর চারিবেদ চৌদ্দশাস্ত্র কৃতশ্রম হইয়াও বলিলেন যে, সংস্কৃত উর্ব্বশী শব্দহইতে বিলাতী Europa অথবা Europe শব্দ ব্যুৎপাদিত, কিন্তু আমরা "দিবীব চক্ষুরাততং" মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী জগন্মান্য ঋগ্বেদে যে একটী 'হরিয়ুপীয়া' শব্দ রহিয়াছে, ইয়ুরোপ শব্দ তৎপ্রভব।"

মন্দারমালা ১৭১ পৃষ্ঠা প্রথমবর্ষ
৪র্থ সংখ্যা ১৩২০ সাল।

এই আবিষ্কার ঘোষণা করিতে গিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় যে বাহ্যাস্ফোট প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাতেই প্রকাশ। কিন্তু আবিষ্ক্রিয়াটি তাঁহার নিজস্ব নহে।

"অভ্যাবর্ত্তী চায়মানে　　সত্তোবিতেধনদানে
(২) বরশিখ শেবগণে করিলে সংহার।
পূর্ব্বার্দ্ধে হরিয়ুপীয়ার　　বৃচীবান্ পুত্রদিগে
(৩) বধিলে, ভয়ে বিদীর্ণ প্রধান কুমার।৫
হয়ে যশ অভিলাষ　　তোমাকে দিতেআসি
(৪) যব্যাবতী নিকটেতে ত্রিংশৎ শতক
যজ্ঞপাত্র ভঙ্গকারী,　　যুগপৎ ধর্ম্মধারী
হত হল বৃচীবান্ সকল পুত্রক।" ।৬

বেদসংহিতা ১ম ভাগ ৬।২৭।৪-৬ঋকে
(১৩১৪ সালে মুদ্রিত)

ঐ দুই ঋকে ২।৩৪ সংখ্যক যে টীকার উল্লেখ আছে, সে টীকা তিনটিও অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

(২) মূলে শেবশব্দ আছে, অর্থ পুত্র।

(৩) সায়ণ বলেন হরিয়ুপীয়া নামক কোন নদী-বা নগরী ছিল। শব্দটি ইউরোপ শব্দের আদ্যাবস্থা বলিয়া বোধহয়। সায়ণ বলেন যখন ইন্দ্র হরিয়ুপীয়ার পূর্ব্বার্দ্ধে বৃচীবানের পুত্রনায়কে বধ করেণ তখন অপরার্দ্ধের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইল।

(৪) যব্যাবতী হরিয়ুপীয়ার অন্য নাম (সায়ণ)

এক্ষণ বোধহয় পাঠকেরা বুঝিতে পারিলেন যে হরিয়ুপীয়া যে ইউরোপ শব্দের আদ্যাবস্থা এ মন্তব্য আমরাই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিয়াছি। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ইহা স্বীকার করা অন্যায় হইত না।

এই হরিয়ুপীয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যব্যাবতীর উল্লেখ [illegible]

সম্ভবতঃ D[illegible]

যব্যাবতী ও,ধ্যানর একই শব্দ। Danube নদীর

যে বৃহৎ দুইটী উপনদী আছে তাহা বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন। যেমন সিন্ধু পঞ্চ উপনদী বিশিষ্ট জনপদকে পাঞ্জাব করে, সেই-রূপ Danube এর হাঙ্গারীতেও তরঙ্গ প্রবাহিত দুইটি নদীতীরস্থ জনপদের অতি প্রাচীন নাম ছিল যব্যাবতী বা হরিয়ূপীয়া। হরিয়ূপীয়া হইতেই সমগ্র ইয়ুরোপের সাধারণ নাম ইয়ুরোপ হইয়াছে।

এই জনপদ ও ইহার নিকটস্থ জনপদগুলি যে আর্য্যঋষিগণের সুবিদিত ছিল তাহা আরও একটি মন্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হয়।

যথা রুমেরুশমে শ্যাবকে কৃপইন্দ্র মাদয়সে সচা।
কণ্বাসস্ত্বা ব্রহ্মভিঃ স্তোমবাহস ইন্দ্রায়চ্ছন্ত্যাগহি॥
৮।৪।২

যদিও তুমি রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপ নামক লোকের সহিত (সোমপানে) হৃষ্ট হইতেছ, তথাচ হে ইন্দ্র! কণ্বগণ স্তোত্রবাহক হইয়া তোমাকে স্তোত্র প্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর।

রুশম সম্বন্ধে ৫।৩০।১২ ঋকের টীকায় সায়ণ বলিতেছেন "রুশম ইতি কশ্চিৎ জনপদ বিশেষঃ অত্র রুশমঃ শব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে; রুশমাঃ ঋণঞ্চয় নাম্নোঃ রাজ্ঞঃ কিংকরাঃ।

রুম, রুশম শ্যাবক ও কৃপ এ সকলই জনপদের নাম, কখন কখন জনপদের অধিবাসী দিগকেও ঐ ঐ শব্দে আখ্যাত করা হইয়াছে।

শ্যাবক কোন স্থানটিকে বলা হইত ঠিক বলিতে পারি না।

রুম (Rome) রুশম (Russia) কৃপ বা কৃপস্থান (Carpathians) ইহা অক্লেশে বুঝা যায়। যে স্থানকে এক্ষণ যুদ্ধের Eastern Theatre বা প্রাচ্যরণ ক্ষেত্র বলা যাইতেছে তাহার প্রায় সকলাংশই আর্য্য ঋষিগণের সুবিদিত ছিল। হরিয়ূপীয়া (Europe) ইহাদের মধ্যবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী জনপদ। এই খানেই ক্ষত্রস্বের ভীষণ লীলা চলিতেছে। ইন্দ্র অভ্যাবর্ত্তী রাজার জন্য এইখানেই বরশিখের পুত্রগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

সমালোচনা।

১। নব্যভারত ১৩২১ ফাল্গুন সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রবাবু বিপিন বাবুর লিখিত বিষয় সমালোচনা করিয়াছেন, আমরা ধীরেন্দ্র বাবুর লিখিত প্রবন্ধ সমালোচনা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের আভাস দিয়া ধীরেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন "বিপিন বাবু আমাদের কাছে দুইটী মাত্র পথ খুলিয়া দিয়াছেন—শাঙ্কর বেদান্ত আর বৈষ্ণব বেদান্ত, তৃতীয় পথ নাই। শাঙ্কর বেদান্ত বলিতে তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তো abstraction দোষে দুষিত। তাঁহার বৈষ্ণব বেদান্ত আমরা গ্রহণ করিতে পারি কিনা? যাহা দ্বারা অবতার, পৌত্তলিকতা, ব্যভিচার

ইত্যাদি সমর্থিত হয় তাহা আমরা কিরূপে গ্রহণ করি ? ইত্যাদি। ধীরেন্দ্র বাবুর বৈষ্ণব বেদান্ত আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বেদান্তের মত নানা ভাগে বিভক্ত সত্য, যথা অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি। মোটের উপর বৈদান্তিক সম্প্রদায়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা দ্বৈতবাদী রামানুজ ও অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে রামানুজ, দাক্ষিণাত্যের মধ্বাচার্য্য ও বাঙ্গালা দেশে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সকল মহাত্মাগণই ত বৈষ্ণব বেদান্তের প্রচারকর্ত্তা। এই বৈষ্ণব বেদান্তের ন্যায় পরম পবিত্র ধর্ম্মমত পৃথিবীতে আর কুত্রাপি নাই। ইহাকে অবতার, পৌত্তলিকতা, ব্যভিচার দোষে কলঙ্কিত মনে করা পাগলামী বৈ আর কি ? প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্ত্তমান যুগের ব্যক্তিগণ একবাক্যে কৃষ্ণ চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা ধীরেন্দ্র বাবুকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুর শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, দামোদর মুখোপাধ্যায়ের ও স্বামী বিবেকানন্দের কৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা অভিনিবেশচিত্তে অধ্যয়ন করিতে বলি। প্রাচীন ঋষিগণ যথা নারদ, অগস্ত্য, দেবল, জনক ও ব্যাস যাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যাস যাঁহাকে ভাগবতে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ বলিয়াছেন ধীরেন্দ্র বাবু তাঁহার চরিত্রকে অবতার, পৌত্তলিকতা ও ব্যভিচার দোষে কলঙ্কিত বলিতেছেন। কিন্তু ধীরেন্দ্র বাবু হিন্দু নহেন। তিনি ব্রাহ্ম। দুঃখের বিষয় নব্যভারতে এই প্রকার ছাইভস্ম কেন মুদ্রিত হয়। পাষণ্ড ব্যতীত কৃষ্ণচরিত্রকে নিন্দা করিতে কেহ পারে না। আমরা ৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কুরুক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণচরিত্রের "অনন্তকাল স্পর্শী মধ্যলীলার" নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিব।

"—কর্ম্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার ; নির্লিপ্ত সে জন"।
নিষ্কাম বা নির্লিপ্তের আদর্শ উজ্জ্বল
মহিমা-মণ্ডিত ওই সম্মুখে তোমার—
কৃষ্ণের জীবনচিত্র পবিত্র নির্ম্মল।।

এই পবিত্র ও নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিয়া ধীরেন্দ্রবাবু যে মহাপাপ করিয়াছেন তাহা প্রায়শ্চিত্তার্হ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার মাধুরী ধীরেন্দ্র বাবুর ন্যায় কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত ব্যক্তি কি প্রকার বুঝিতে পারিবে। তাই বলি ভ্রাতঃ!

Where you cannot unravel
Learn to trust.

অর্থাৎ যাহা তুমি বুঝিতে না পার তাহা বিশ্বাস করিতে শিখ।

২। গত চৈত্র সংখ্যা "ত্রিশূলে" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত "শূদ্র কোথায় গেল" শীর্ষক একটী আস্তোপান্ত প্রলাপ বাক্যে পরিপূর্ণ, অশাস্ত্রীয় এবং মিথ্যা কল্পিতবাক্যে পূর্ণ একটী প্রবন্ধ আছে। কায়স্থ-বিদ্বেষী রাজা শশীশেখরেশ্বর মুখপত্র ত্রিশূলে এই প্রকার প্রলাপপূর্ণ প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়। এই লেখা, বিদ্যাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মীমাংসা করিয়াছেন যে—"আর্য্য-সমাজে দুই শ্রেণীর শূদ্র বর্ত্তমান, প্রথম আচরণীয়, দ্বিতীয় অনাচরণীয়" তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

যে শাস্ত্রবাক্য ছাড়িয়া দিয়া আমরা এই প্রকার মীমাংসা করিলাম। এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ না করিলে কায়স্থকে শূদ্রগণ্য যায় না। সুতরাং রাজা শশীশেখরের স্থির বজায় রাখিতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন শূদ্র একটী বর্ণ, ইহারা একজাতি, দ্বিজাতি নহে। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ কোনও স্থানে শূদ্রকে দুইভাগ বিভক্ত করেন নাই। কোল, ভিল, সাওতাল পার্ব্বতীয় জাতিগণ ইহারাই শূদ্র তাহা লেখক স্বীকার করিয়াছেন, আর শূদ্র কায়স্থগণও। বলিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যার দৌড়! আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে "কায়স্থ" শব্দটীকে একবার বিশ্লেষণ করিতে বলি—

"কায়ে অতিষ্ঠৎ যঃ সঃ কায়স্থ"

যিনি ব্রহ্মার শরীর হইতে বাহির হইয়াছিলেন তিনিই কায়স্থ। ভবিষ্য পুরাণান্তর্গত অহল্যা কামধেনুস্থ নবম খণ্ড ধৃত কার্ত্তিক শুক্লা-দ্বিতীয়া ব্রতকথা সন্দর্ভে লিখিত আছে,সমাধিস্থ ব্রহ্মার শরীর হইতে একজন মহাপুরুষ নির্গত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন—

মম কায়াৎ সমুৎপন্ন স্থিতি কায়েত্ত্বভবান্ যতঃ।
"কায়স্থ" ইতি তত্মাথনামচক্রে প্রতিষ্ঠিত॥
চিত্রে বাচা ময়া গুপ্ত শ্চিত্রগুপ্তঃ স্মৃতো বুধৈঃ।

কায়স্থ জাতির আদিপুরুষের নাম শ্রীশ্রীচিত্র-গুপ্তদেব। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাঁহাকে অজস্র পূজা ও তর্পণাদি করিতেছেন তাঁহারই বংশধর ভারতের প্রায় একক্রোটী কায়স্থ। [illegible] নিবাসী সমগ্র কায়স্থ দ্বিজ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] হেই [illegible] শূদ্র বলিয়া গা[illegible] হইল না,

হা ধিক্। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থকে ঘৃণা করিবেন না, কেননা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের মহামিলন প্রত্যাসন্ন, আর পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যেই এই দুই জাতি মধ্যে আহার বিহার ও আদান প্রদান হইয়া যাইবে, কারণ ইহাই ভারতের মৌলিক ধর্ম্ম, বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে ইহাই নিয়ম ছিল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন, "শূদ্র কায়স্থগণ রাজসেবাদ্বারা বলশালী হইয়া উঠিলে, তাহাদের শূদ্র প্রকৃতি পুনরুদ্দীপিত হইলে, প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার হওয়া সম্ভব এবং এই প্রকার অত্যাচার যে না হইত তাহাও নহে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

চাটুতস্কর দুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানা প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চবিশেষতঃ॥

অর্থাৎ প্রতারক, তস্কর, দুর্বৃত্ত দস্যু ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি এবং বিশেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রাজা সতত রক্ষা করিবেন।" পাঠক মহাশয়গণ! চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কায়স্থজাতির প্রতি কি ভীষণ জাতীয় বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন!

কায়স্থজাতি কেবল শূদ্র নহে, তাঁহাদের প্রকৃতিও শূদ্র জাতির ন্যায় অসভ্য। কেন না তাহারা প্রজাগণকে অত্যাচার করিত। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে বিশেষতঃ কায়স্থগণকে কি প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা কি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখেন না তজ্জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ ঢ যত শূদ্র জাতির ন্যায় উক্ত তর পরিচয় দিতেছেন বলা কি সঙ্গত উক্ত শ্লোকের টীকায় মিতাক্ষরাকার বলিতেছেন কায়স্থ : গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানা

বিশেষতো রক্ষেৎ ইত্যাদি ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তৎকালে কায়স্থগণ গণক ও লেখক ছিলেন। উক্ত মিতক্ষরাকার তদীয় ব্যবহার অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

শ্রুত্যধ্যয়ন সম্পন্নমিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতি, তৎ সাহচর্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।

ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কায়স্থ দ্বিজাতি, সকলেই জানেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তথাপি শূদ্র শূদ্র বলা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী রোগ বিশেষ। তিনি কি শূদ্রবাতিক রোগ-গ্রস্ত? পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

৩। ভারত বিধবা। ফরিদপুর হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থ-কর্ত্তার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে ভারতবাসিনী বিধবাদিগের বিলাপের কোন সঙ্গত কারণ আমরা দেখিতে পাই না, বিধবাগণকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। ইহা মহানন্দজনক ব্রত। সকল দেশেই কুমারীগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া অপার আনন্দানুভব করিতেন, প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশের ঋষিগণ কুমারীগণকে সংযম শিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে ও কুমারীগণকে সংযম শিক্ষার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে কুমরীগণ মঠে (convent) এ বাস করিয়া নন (nun) হইতেন। নর নারীর সেবা শুশ্রূষা করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল, অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রথমে বিষবৎ কঠিন কিন্তু পরিণামে শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের চিরানন্দ ইহার ফল, শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্॥

এই প্রকার সাত্বিক সুখ বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যের ফল, কিন্তু যাঁহারা বালিকা কি যুবতী তাঁহাদের পুনর্বিবাহ কলিকালে পরাশর ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে" ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে সকল রমণীগণ ব্রহ্মচর্য্য পরিচালনে অসমর্থা তাঁহারা পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন। মধ্যে মধ্যে এই প্রকার বিবাহ হইতেছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে এই নিয়ম প্রচলিত হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হইবে মনে করিয়া হিন্দু সমাজ এই প্রকার বিবাহ অনুমোদন করেন না।

এই ক্ষুদ্র কাব্য খানি একটি ক্ষুদ্র গল্প আশ্রয়ে বিরচিত। অনেক গৃহস্থ রমণী যৌবনে স্বামী হারাইয়া পর পুরুষে আসক্ত হয় ও পরিণামে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নরকের শেষ সীমায় উপনীতা হইলে কোন ব্রহ্মচারীর কৃপায় শেষ জীবনে শান্তিলাভ করে। এই প্রকার অবস্থার জন্য গ্রন্থকার হিন্দু সমাজকে দোষী করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সমাজকে দোষ দেই না, কারণ পাপ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। গ্রন্থশেষে ব্রহ্মচারীর উপ-দেশের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই পুস্তকের সমালোচনা শেষ করিলাম।

"যে আসক্তি সংপেছিলে ঘৃণিত বিলাসে,
কর সমর্পণ বামা নিরঞ্জনেতে
অনন্ত শক্তি সর্ব্বব্যাপী জগদীশে
অনাসক্ত রহিঃস্থা পার্থিব জগতে॥
নিরখ আপন হৃদয়ে দেখিবে সতত
আনন্দ ও তৃপ্তি এই দেহ ব্রহ্মময়।

পশু পক্ষী বৃক্ষলতা এ জগতে যত
সকলই ঈশ্বর মূর্ত্তি, প্রেমানন্দময়॥
এ জগতে নহে কিছু তোমার আমার
মোহত্যজি, কৃতকর্ম্ম করি সমর্পণ
ভগবানে, রহ ভবে সদা নির্ব্বিকার
অন্তরে পাইবে সুখ স্বর্গনিকেতন॥

এই পরমসুখ, মোহপূর্ণ গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে লব্ধ হইবে না কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পালনে পাওয়া যাইবে। আমরা সকলকে এই সুন্দর কবিতাময় কাব্যখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। জ্যৈষ্ঠের প্রতিভা প্রচারিত হইল। যাঁহারা ১৩২১ সনের ভিক্ষা দেন নাই অথবা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদের বার্ষিক ভিক্ষা ১৷০ মাত্র অনতিবিলম্বে পাঠাইয়া দিবেন। আমাদের প্রায় এক সহস্র গ্রাহক প্রায় সকলেই কায়স্থ। তাঁহারা মনে রাখিবেন যে এই সামান্য বার্ষিক ১৷০ কায়স্থ সমাজের উন্নতি কল্পে কায়স্থ মহোদয়গণ আমাদিগকে ভিক্ষা স্বরূপ দিতেছেন. প্রতিভার মূল্য স্বরূপ আমরা কপর্দ্দক গ্রহণ করি না। যিনি প্রতিভা গ্রহণ করিবেন না, তাঁহার নিকটও আমরা উক্ত ১৷০ বর্ষ বর্ষ প্রার্থনা করি, তবে ভিক্ষা দেওয়া না দেওয়া দাতার ইচ্ছা। আজ চতুর্দ্দশ বৎসর কায়স্থ সমাজের কার্য্যে জীবনপাত করিলাম, এখনও করিতেছি। পত্রিকা প্রচার, সভায় যোগদান ও কায়স্থধর্ম্ম প্রচার, নানাবিধ পুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কায়স্থ-তত্ত্ব, কায়স্থ কুসুমাঞ্জলি, কায়স্থ সমাজের প্রতি স্নেহলতার উক্তি, বাল্যবন্ধু শ্রীশ্রী চণ্ডী ইত্যাদি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া কায়স্থ সমাজকে তাহার কর্ত্তব্য পালনে উদ্বোধিত করিতেছি। কলিকাতার কায়স্থ সভা কত টাকা দান প্রাপ্ত হইতেছেন, আমাদিগকে কায়স্থ সমাজ এই ১৷০ ব্যতীত আর কেহ কিছু দেন না। তবে দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর আমাদিগকে বার্ষিক ১৫৲ দিতেছেন ৺রাজা সূর্য্যকুমার গুহ বাহাদুর মহাশয় বার্ষিক ৫৲ দিতেন, ৺রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের ষ্টেট হইতে এই বৎসর ৫৲ দান প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু উহা বার্ষিক কিনা জানিতে পারি নাই। কায়স্থ মনীষিগণের এই সকল দানের জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ, কায়স্থ সমাজ আমাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপা দৃষ্টি না করিলে আমরা এই মাসিক কায়স্থ-প্রতিভাকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না

২। বৈশাখের প্রতিভা যে ভাবে ফেরত আসিতেছে তাহাতে আমরা বিচলিত হইয়াছি। আমরা সমানভাবে গ্রাহক নির্ব্বিশেষে ভিঃ পিঃ করিতেছি, যাঁহারা ভিঃ পিঃ চান না তাঁহারা দয়া করিয়া নিষেধ পত্র লিখিবেন, এই

দুর্ব্বৎসরে ফেরত দিয়া অনর্থক ক্ষতি করিবেন না। বৎসরে ১॥৵০ দিতে অসক্ত এমত ব্যক্তি আমাদের গ্রাহক নাই, তবে এত ভিঃ পিঃ ফেরত কেন হয়?

৩। বড়ই দুঃখের সহিত আমরা লিখিতেছি যে আজ কাল ধুয়া উঠিয়াছে মাসিক পত্রিকা যত সকাল সকাল বাহির হইবে ততই ভাল, কেহই প্রবন্ধগৌরব দেখেন না, পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে সময় সাপেক্ষ, একটু বিলম্ব অপরিহার্য্য।

৪। সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত।—বিবেকানন্দ বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত। "দূরে অতি দূরে যথা লিপিবদ্ধ ইতিহাস এমন কি কিম্বদন্তীর ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্য্যন্তপ্রবেশে অসমর্থ—অনন্ত কাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে সেই আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্রে কখনও কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ কখনও বা অত্যুজ্জ্বল কিন্তু চিরকাল অনির্ব্বাণ থাকিয়া শুধু কেবল ভারতে নহে, সমগ্র চিন্তা জগতে উহার পবিত্র রশ্মি—নীরব অননুভাবা, শান্ত অথচ সর্ব্বশক্তিমান পবিত্র রশ্মি বিকীরণ করিতেছে; উষাকালীন শিশির সম্পাতের ন্যায় অশ্রুত অলক্ষ্যভাবে পতিত হইয়া অতি সুন্দর গোলাপকলিকা নিকরনিবহরাশিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে, এ সেই উপনিষদের তত্ত্ব-রশ্মি এ সেই বেদান্ত দর্শন। কেহই জানে না কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভাব হইল, অনুমান ও তথ্যাবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে, বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুমানসমূহ এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা অসম্ভব। আমরা হিন্দু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বেদান্তের কোনও উৎপত্তি স্বীকার করি না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি মানব আধ্যাত্মিক জগতে যাহা কিছু পাইয়াছে ও পাইবে বেদান্ত তাহার প্রথম ও শেষ। এই বেদান্ত সমুদ্র হইতে সময়ে সময়ে জ্ঞানালোক রূপ তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়া কখনও পূর্ব্বে কখনও পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। অতি প্রাচীন কালে এই তরঙ্গ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া অ্যাথেন্স্, আলেক্জান্দ্রিয়া অ্যান্টিয়কে (Antioch) যাইয়া গ্রিকদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহা নিশ্চিত। সাংখ্য ও ভারতীয় অন্য সকল প্রকার ধর্ম্ম অথবা দার্শনিক মত সমস্তই উপনিষদ ও বেদান্ত রূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি দ্বৈতবাদী হও, অদ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধা দ্বৈতবাদী হও অথবা যে কোন প্রকারের অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈত বাদী হও অথবা তুমি যে নামেই আপনাকে অভিহিত কর না কেন তোমাকে তোমার শাস্ত্র উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি ভারতের কোন ধর্ম্ম মত উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে তবে সেই মতকে সনাতন হিন্দু মত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে আমরা যাহাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলি সেই অনন্ত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহান্ অশ্বত্থ বৃক্ষ উপনিষদ ও বেদান্তের প্রভাবে সদাই অনুপ্রাণিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ, আমরণ আমরা বেদান্তের উপাসক আর হিন্দু বলিলেই বেদান্তী বুঝাইবে।

৫। বেদান্ত ও ন্যায়— (ক) "বেদান্ত" আর "ন্যায়" আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ। বেদান্ত অদ্বৈতবাদী, ন্যায় দর্শন দ্বৈতবাদী। ন্যায়ের মতে জীব ও ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে বিভিন্ন, বেদান্তের মতে জীব ও ব্রহ্ম এক ও সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। বেদান্তের সূত্র কর্ত্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং ভাষ্যকার ভারত বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য। রামানুজ প্রভৃতি আরো অনেক বড় লোকে বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কৃত "শারীরক ভাষ্য" নামক মহাগ্রন্থই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি বলিয়া জগতের পরিচিত। ন্যায় দর্শনের সূত্রকর্ত্তা গৌতম ঋষি, বৃত্তিকার মিথিলার মুকুটমণি গঙ্গেশ উপাধ্যায়, গঙ্গেশের গ্রন্থের নাম "চিন্তামণি" উহা চারি খণ্ডে বিভক্ত এবং উহাই ন্যায় দর্শনের প্রধান গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত; যাঁহাদিগের হৃদয় বেদান্তের তত্ত্বরসে নিমজ্জিত তাঁহারা ন্যায় শাস্ত্র ভাল বাসেন না, ন্যায় শাস্ত্রের সমীচীনব্যাখ্যা কিম্বা পক্ষ সমর্থন করিতেও পারেন না। পক্ষান্তরে যাঁহারা নৈয়ায়িক ন্যায় শাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যা লইয়া বিভোর বেদান্তের কোন কথাই তাঁহাদের ভাল লাগে না। ন্যায় ও বেদান্তের এই প্রকার পার্থক্য পাঠকগণ সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন। পূর্ব্বে কেবল মিথিলায় (বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলা) ন্যায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিত ব্যতীত ন্যায়ের উপদেশ আর কেহই দিতে পারিতেন না। আজ প্রায় ৪০০ শত বৎসর অতীত হইল নবদ্বীপের ক্ষণজন্মা পিত্র্যভিমানী (খ) রঘুনাথ শিরোমণি ভগীরথযেমন ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে সুরধুনী গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনেন, তদ্রূপ ন্যায়কে মিথিলা হইতে আনিয়া নবদ্বীপে সংস্থাপন করেন, উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্কলিত "চিন্তামণি দীধীতি" একখানা অপূর্ব্বগ্রন্থ। কাশী যেমন বেদ বেদান্তের কেন্দ্র সেইরূপ নবদ্বীপে ন্যায়ের কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। নবদ্বীপে বেদের কোন আলোচনা হয় না, বঙ্গদেশে বেদের আলোচনা না হওয়াতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ দৈনন্দিন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আশা করি কোন ক্ষণজন্মা বঙ্গের সুসন্তান আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল মহামহিমান্বিত বেদ শাস্ত্রকে নবদ্বীপে কি অন্য কোন স্থানে সংস্থাপিত করিয়া বঙ্গের এই অভাব দূরীভূত করিবেন।

৬। আকবরের নবরত্ন সভা।—ইংলণ্ডের ইতিহাসে যেমন মহারাণী এলিজাবেথের সময়ে বিদ্বন্মণ্ডলীর আবির্ভাবে তাঁহার রাজত্বকে মহামহিমান্বিত করিয়াছিল, তদ্রূপ ভারত বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা ও সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক দরবার-ই-নৌরতন্ নামে সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত নৌরতন সভার ছয়টী রত্নের নাম আমরা জানি বাকী ৩টী রত্নের নাম ও গুণাবলীর বিষয় প্রতিভার পাঠক বৃন্দ-

---

(ক) ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "প্রভাত" নামক গ্রন্থ-হইতে সঙ্কলিত। সং

(খ) ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরাজী (patriotism) শব্দের অনুবাদ পিত্র্যভিমানী করিয়াছেন আমরা কিন্তু "স্বদেশভক্ত" বলি পিতৃ + অভিমানী পিত্র্যভিমানী, পিতার সম্বন্ধে যে ব্যক্তি গর্ব্বিত, এই শব্দটী আভিধানিক নহে নূতন শব্দ। সং

মধ্যে যদি কেহ জানেন আমাদিগকে জানাইলে কৃতার্থ হইব। যে ছয়টীর বিষয় আমরা জানি তাঁহাদের নাম (১) আবুলফৈজ সাধারণতঃ ফৈজীনামে পরিচিত ছিলেন, তিনি যেমন কবি তেমনই দার্শনিক ছিলেন, ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দরবারে যোগ দেন। (২) ফৈজীর অনুজ আবুল ফজল যাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস "আকবর নামা" তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে, এই ইতিহাসে বঙ্গীয় কায়স্থ রাজনাবর্গের ইতিবৃত্ত বিশেষ নিরপেক্ষতা সহকারে লিখিত আছে, (৩) অম্বরের রাজাধিরাজ মানসিংহ, ইনি রাজপুতগণ বিশেষ সুপরিচিত। (৪) টোডরমল; টোডরমল ও হিন্দু ছিলেন, তিনি অযোধ্যার জনৈক ক্ষত্রিয়। তিনি আকবরের প্রধান রাজস্ব সচিব ছিলেন, আমরা মনেকরি যদি ৺গোপালকৃষ্ণ গোখলে জীবিত থাকিতেন তিনিও ভারতের রাজস্ব সচিব পদে সম্ভবতঃ নিযুক্তহইতেন। টোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্ত টোডরমল বন্দোবস্ত নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, (৫) নবরত্নের মধ্যে হিন্দু বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মহেশ দাস শর্ম্মা, তাঁহার রচিত পারস্যগ্রন্থাদি আছে। পরিহাস রসিকতায় তিনি বঙ্গীয় দীনবন্ধু মিত্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন (৬) সঙ্গীতাচার্য্য তান সেন তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া ভারতীয় হিন্দু আজিও গৌরব করেন, প্রবাদ আছে যে যখন তানসেন, দেহাগ, মুলতান ও বাগেশ্রী উচ্চ শ্রেণীর রাগরাগিনী তন্ত্রীর বীনে কি সুরবীনে আলাপ করিতেন, তখন নরনারী এমন কি নিকটস্থ পশু পক্ষিগণ চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল ও নিস্তব্ধ থাকিত।

৭। একাদশীতত্ব।—অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য্য ও চন্দ্রের যুগপৎ আকর্ষণ জনিত পৃথিবীতে সাগর উদ্বেল হয়। অর্থাৎ বাণ ডাকে মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুর শরীর তখন রসস্থ হয়। আর্য্য ঋষিগণ মানুষের শরীরে সেই রস পরিপাক জন্য একাদশীর উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একাদশীতে উপবাস: করিলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রসাধিক্য কি প্রকারে পরিপাক হয় বিজ্ঞান সম্মত তাহার প্রমাণ আমাদের জানা আবশ্যক, এই রহস্যে গণিতশাস্ত্রের কথা আছে। আমাদের পৃথিবী যেমন সূর্য্যের উপগ্রহ চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর উপগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র একমাসে পৃথিবী পরিক্রমণ করে একবার পরিক্রমণের ফল গণিত শাস্ত্রানুসারে ৩৬০ ডিক্রী একপক্ষে অর্থাৎ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা কি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৮০ ডিক্রী। প্রতিপদ হইতে একাদশী উহার ১।৩ অংশ হইল ৬০ডিক্রী; একটী সমত্রিভুজের প্রত্যেক কোণ ৬০ ডিক্রী এই সমত্রিভুজের (Equilateral Triahgle) ন্যায় শরীরের সমস্ত রস সমতাপ্রাপ্ত(Equilibrium) হইবে বলিয়া একাদশীতে ঋষিগণ উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিভার পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ এই জটিল রহস্যে আরো অধিক আলোক প্রদান করিতে পারেন তবে দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত দেশী ও বিদেশী পুস্তক হইতে ১৭৪ পৃষ্ঠার একাদশীতত্ব শীর্ষক অধ্যায় হইতে আমরা উপরোক্ত বিবরণ সঙ্কলন করিলাম।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।—কানপুর হইতে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রবাসী কায়স্থের আলোকস্তম্ভ স্বরূপ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

"আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বিগত ২৫শে বৈশাখ পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য ত্রয়োদশ দিবসে সম্পাদন করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় আড়াই সার্দ্ধ এক বৎসরের মধ্যে নিষ্ঠুর নিয়তির ঘোর আবর্ত্তনে আমার ২টী পুত্রদ্বয়ের শ্রাদ্ধ ১৩ দিনে করিতে হইল। আমার বড়ই আশা ছিল উক্ত পুত্রদ্বয়ের বিবাহ, সমাজের অপর কোনও শ্রেণীমধ্যে বিনা বরপণে, রূপের লালসা পরিত্যাগে সম্পন্ন করিব, তাহা শ্রীভগবান্ আমার অদৃষ্টে বিধান করেন নাই। তাঁহারই মঙ্গল বিধান পূর্ণ হউক। সংযোগ ও বিয়োগ তাঁহারই ইচ্ছায় হয়। আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই বিষম বিপদে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের আকাঙ্খা আমার মনে সতত বিরাজ করে। আমার এই শেষ কটাদিন তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনে পরিণত হয়।" "বন্ধুবরের শোকে সমগ্র কায়স্থ-সমাজ আজ মর্ম্মাহত। এ প্রকার পরহিতৈষী ও জগদ্ধিতায় ব্রতী কায়স্থ-সমাজে বিরল। শ্রীভগবান তাঁহার শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে এবং পক্ষাঘাতে তদীয় শয্যাশায়িনী ধর্ম্মপত্নীর শোকাচ্ছন্ন মনে বৈরাগ্য-সান্ত্বনা প্রদান করুন।

৯। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত মাদারীপুর হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

"বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু মহাশয়ের বাটীতে একটি কেন্দ্র হইয়া তথায় নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। মণ্ডপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শর্ম্মণ মজুমদার ও ফুলহরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ যথাক্রমে তন্ত্রধার, আচার্য্য ও সদস্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, (অবসরপ্রাপ্ত সবজজ)
„ হরিনাথ বসু, (মোক্তার)
„ যতীন্দ্রমোহন বসু,
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু,
„ সত্যেন্দ্রনাথ বসু,
„ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়,

সর্ব্বসাকিন কেন্দুয়া

বাজিতপুর, শিরখাড়া প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণ অতি শীঘ্রই উপবীতী হইবেন, এমত আশা করা যাইতেছে।

১০। কায়স্থোপনয়ন।— নিম্নলিখিত সংবাদটী স্থানাভাব বশতঃ বিগত বৈশাখী প্রতিভায় স্থান পায় নাই। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল মহাশয় লিখিতেছেন—

বিগত ২১শে চৈত্র বার-লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ দেববর্ম্মা এম,এ ও বি,এল মহাশয়ের বাসাবাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ১৭ জন কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র উপবীতী হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ,
২। „ হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, বি, এল
৩। „ মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বি, এল

৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, বি এল
৫। „ সুবোধচন্দ্র ঘোষ,
৬। „ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ,
৭। „ আশুতোষ ঘোষ,
৮। „ সুধীরচন্দ্র ঘোষ,
৯। „ নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ,
১০। „ বিমলচন্দ্র ঘোষ,
১১। „ সুনীলচন্দ্র ঘোষ,
১২। „ সুরেশচন্দ্র ঘোষ,
১৩। „ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ,
১৪। „ শৈলেশচন্দ্র ঘোষ,
সর্ব্বসাকিন হাঁসড়া, বিক্রমপুর
১৫। „ প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, বজ্রযোগিনী
১৬। „ নিবারণচন্দ্র গুহ, হাঁসড়া
১৭। „ কালীকুমার দে মজুমদার,
সাং পাইকপাড়া

দ্বিতীয় কেন্দ্র উক্ত তারিখে শ্রীযুক্ত রাইমোহন পাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাসায়—

১। শ্রীযুক্ত রাইমোহন পাল রায়চৌধুরী,
২। „ মথুরানাথ পাল রায়চৌধুরী,
৩। „ হরিনাথ পাল রায়চৌধুরী,
৪। „ বিশ্বেশ্বর পাল রায়চৌধুরী,
৫। „ ক্ষিতীশচন্দ্র পাল রায়চৌধুরী,
৬। „ শিশিরকুমার পাল রায়চৌধুরী,
৭। „ বীরেন্দ্রকুমার পাল রায়চৌধুরী
৮। „ মদনমোহন পাল রায়চৌধুরী,
৯। „ হরিসাধন পাল রায়চৌধুরী,
১০। „ হরিচাঁদ পাল রায়চৌধুরী,
১১। „ যতীন্দ্রলাল রায়চৌধুরী,
সর্ব্বসাকিন হাঁসড়া
১২। „ ভূপেন্দ্রনাথ সরকার বাড়ৈখালী
১৩। „ গোপালচন্দ্র দত্ত, মজুনীয়া

তৃতীয় কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে—

১। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু, সাং বজ্রযোগিনী
২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, সাং তথা

প্রথমকেন্দ্রে আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন, তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কেন্দ্রে হাঁসড়ার পালচৌধুরী মহাশয়দিগের কুলগুরুদেব উপস্থিত থাকিয়া উপনয়ন দেওয়াইয়াছেন।

অসাময়িক বৃষ্টি।—বিগত চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে প্রচুর পরিমাণ জল বর্ষণে নদী নালা জলপূর্ণ হইয়া যাওয়াতে ধান্য, পাট ও তিল ইত্যাদি শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। চৈত্রমাসের বৃষ্টিতে আম্রফলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এবার পূর্ব্ববঙ্গে অনেকের গৃহেই হাহাকার উঠিয়াছে। প্রজার অদৃষ্টে কি আছে জানি না। দুর্ভিক্ষের বৎসর আম্র খাইয়াও লোক জীবন ধারণ করিয়াছিল, এ বৎসর তাহাও হইল না। হা! হতবিধে! পূর্ব্ববঙ্গের অদৃষ্টে কত দুঃখ লিখিয়াছ। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে মাতা বলিয়াছিলেন যে অনাগত কালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমি শাকম্ভরী রূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইয়া মানুষকে রক্ষা করিব। ফলতঃ এ বৎসর আমাদের দেশে কচুগাছের বৃদ্ধি ও প্রচুর পরিমাণে উহার উদগম দেখিয়া, আমরা পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছি।

১২। কায়স্থোপনয়ন।—আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার শরচ্চন্দ্র শিকদার দেববর্ম্মা মহাশয় ফরিদপুর জেলান্তর্গত মালিয়াট গ্রামে হইতে লিখিতেছেন,—

"জেলা নদীয়া সোমসপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঘর দেববর্ম্মা

মজুমদারের উদ্যোগে ও খোকসা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পৌরোহিত্যে উক্ত মালিয়াট গ্রামে আমার বাটীরকেন্দ্রে বিগত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিম্নলিখিত ১২ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ পুলিন বিহারী কুণ্ড কবিরত্ন
- „ রাইচরণ বিশ্বাস,
- „ কুঞ্জবিহারী শিকদার,
- „ শৈলেন্দ্রনাথ শিকদার,
- „ খগেন্দ্রনাথ শিকদার,
- „ প্রফুল্লকুমার শিকদার,
- „ দেবেন্দ্রনাথ শিকদার;
- „ শশাঙ্কশেখর ঘোষ,
- „ শ্রীশচন্দ্র সিংহ,
- বিধুভূষণ বসু সর্ব্বসাকিন মালিয়াট
- „ সুধীরচন্দ্র ঘোষ, সাং দীঘলহাট,
- „ নীলরতন বসু, সাং কেওয়াগ্রাম
- „ সুধীরচন্দ্র ঘোষ, সাং দিঘলহাট
- „ নীলরতন বসু, সাং কেওয়া গ্রাম

১৩। কায়স্থোপনয়ন।—পাঁচড়িয়া হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

বিগত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সোমসপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর প্রযত্নে নদীয়া জেলান্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে উক্ত সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসুবর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে একটী কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত কালীপদ দেবশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের আচার্যত্বে ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দেবশর্ম্মা মহাশয়ের সদস্যতায় নিম্নলিখিত কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে সাবিত্রীমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু, সাং রঘুনাথপুর, (নদীয়া)
- „ সুকুমার দেবরায়, সাং ছোটভাকলা, (ফরিদপুর)
- „ অতুলকৃষ্ণ মৌলিক, সাং বাগচুলী, (ফরিদপুর)
- „ প্রমথনাথ বিশ্বাস, সাং বারাদিয়া, (যশোহর)
- „ যোগেন্দ্র নাথ দাস, সাং ঐ

১৪। পাশ্চাত্য মহাসমরে অর্থের ভীষণ অপব্যয়। প্রতিভার পাঠকগণ অবগত আছেন যে বর্ত্তমান সময়ে মিত্রপক্ষের বড় বড় সামরিক অর্ণবপোত সকল দার্দ্দেনেলীশ প্রণালী ভেদ করিয়া স্তাম্বোল নগরীকে অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ অর্ণববাহিমধ্যে "রাণী এলিজেবেথ সর্ব্বপ্রধান।" এই প্রকাণ্ড সমর পোতের (Sapes Dreabnought) সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ কামানগুলী একঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে হইলে ইহার বারুদাদির ব্যয় ৩৭৫০০০ তিনলক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা। এখন ৭।৮ ঘণ্টা এইরূপ গোলাবর্ষণ করিলে তাহার ব্যয় কত হইবে একবার মনে করিয়া দেখিবেন।

১৫। এখন (১৯১৫ খৃঃ জুনমাস) শুনিতেছি এই ভয়ানক অর্থ ও লোকক্ষয়কারী পাশ্চাত্য-সমর আরও দুই বৎসের কম শেষ হইবে না। কি ভয়ানক কথা।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। আষাঢ়, ১৩২২ সাল। ৩য়, সংখ্যা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ইতিবৃত্ত। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি তৃতীয় প্রস্তাব)।

১। দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সংস্থাপন সময়ে মধ্যে মধ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। কায়স্থ এবং বৈদ্যজাতি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ মীমাংসা জন্য কলিকাতা টাউনহল সভায় উক্ত ঘোষ মহাশয় স্বজাতির পক্ষ বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য বৈশ্য বর্ণান্তর্গত প্রতিপন্ন করিয়া ছিলেন। তদনন্তর সভা সমিতিতে উক্ত ঘোষজ মহাশয় যখন কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন, তখন কায়স্থের প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইত, ফলতঃ তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বহু কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে অদ্যাপি উপবীত গ্রহণ করেন নাই, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় ?

২। মাননীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্ম হইতে উহার কৈশোর পর্য্যন্ত সভার কর্ণধার ছিলেন; সুতরাং কায়স্থ-সভার ইতিবৃত্ত মধ্যে তদীয় কার্য্যাবলীর উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। এই প্রস্তাবের সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি যে কায়স্থের স্ববর্ণোচিত সংস্কারগ্রহণের বর্ত্তবাত্তা নির্দ্দেশ জন্য একটি সভার অধিবেশন হয় এবং উহাতে উক্ত

* আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর এই প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন, উক্ত প্রতিবাদের সংশোধন আবশ্যক মনে করিয়া আমরা ফেরত দিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্যাপি তাহা ফেরত না আসায় মূল প্রবন্ধ মুদ্রিত করিলাম। সম্পাদক।

ঘোষজ মহাশয় যোগদান করেন। উক্ত সভায় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ প্রস্তাবটীর অতিরিক্ত আর দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয় অর্থাৎ চারি শ্রেণী মধ্যে অবাধ আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলন এবং বরপণ প্রথার উচ্ছেদন। এই তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে শেষোক্ত দুইটী প্রস্তাবে উক্ত ঘোষজ মহাশয় অসাধারণ উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৩। এই সময় উক্ত ঘোষ মহাশয়ের কায়স্থ-সভায় যোগদানের একটী বিশেষ প্রয়োজন আমরা লক্ষ্য করি। তিনি ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র পরস্পর বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও, কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহাদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে, তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে অনেকের তীব্র দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। কায়স্থ সভাদ্বারা এইরূপ আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা অনুমোদিত হইলে তাঁহাদিগের এবং সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবেক ইহাই ঘোষজ মহাশয়ের সভায় যোগ দিবার একটী বিশেষ কারণ আমাদের মনে হইত। এই সময় হইতে উক্ত ঘোষ মহোদয়ের পরিচালনায় কায়স্থ-সভা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু সভার মূল প্রস্তাব উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ সম্বন্ধে এই সময় যদিও সর্ব্ব সাধারণ কায়স্থের বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করিতাম, তথাপি কায়স্থ-সভা যেন ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে "সবুরে মেওয়া ফলে" নীতি শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেন। সভার বাহিরের কায়স্থগণ, কেহ কেহ যখন উপনয়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন সভা "উপনয়ন গ্রহণ করুন" এই উপদেশ বিতরণ করিতে যেরূপ তৎপরতা দেখাইতেন "আসুন আমরা উপনয়ন গ্রহণ করি" বলিতে তেমন উৎসাহ দেখাইতেন না। ঘোষ মহাশয় কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কায়স্থ সভায় বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু আমাদের মনে হইত কায়স্থগণ অনেকে যখন উপবীত ধারণ করিবেন তখনও তিনি অনুপবীতী রহিবেন। আমাদের ঐরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে ঘোষ বাহাদুরের পৌত্র বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় বিরুদ্ধ পক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহানুভূতি তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইবে এবং উক্ত সহানুভূতি পাওয়ার উদ্দেশেই কায়স্থ-সভা হইতে তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে হইবে এবং সেই জন্যই তাঁহার উপনয়ন সংস্কার অচিরে সংঘটিত হইতে পারিবে না। কায়স্থ-সভা হইতে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে থাকিলেও বিদ্বান্ প্রশান্তহৃদয় তেজস্বী লোকে পরিপূর্ণ কায়স্থ-সভা ঘোষ মহাশয় প্রতি ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না কিম্বা বিদ্যার্থী বিলাত প্রত্যাগতের প্রায়শ্চিত্তের ও বিরোধী হইবেন না, এই উপায়ে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে তিনি উভয় দলের সহানুভূতি পাইতে পারিবেন।

৪। উক্ত ঘোষ মহাশয়ের কায়স্থ-সভার নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়া, এইসময় কায়স্থ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ রাজা, মহারাজা, এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অসাধারণ উৎসাহ সহকারে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় কায়স্থ সভায় উক্ত গৃহীত তিনটী প্রস্তাব অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

এই সময়ে কায়স্থ সভার উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং বাহিরের সহস্র সহস্র কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছিলেন এবং আন্তর্বর্ণিক বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি কাহারও মুখে বেশী শুনা যাইত না। যে সময়ের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি, তখন ঘোষ বাহাদুরের বিলাত প্রত্যাগত পৌত্রের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় প্রত্যাসন্ন হইয়াছিল; এই সময় হইতেই বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ-সভার অধিবেশনে ঘোষ বাহাদুরের উপস্থিতি মন্থর ভাব ধারণ করিয়া ছিল। ঘোষ মহাশয় কায়স্থ-সভার দল এবং উহার বিরুদ্ধ দল এই উভয় দল লইয়াই সুসমারোহের সহিত তদীয় বিলাত প্রত্যাগত পৌত্রের প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। একই ব্যাপারে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুই দলের মন রাখা কায়স্থ-শ্রেষ্ঠ পুরুষ-সিংহ ঘোষ বাহাদুরই কেবল পারিয়াছিলেন। বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ-সভার কোন কোন অধিবেশনে আগামী প্রথম সুযোগেই ঘোষ বাহাদুর উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন। তাহার পরে বহু বৎসর অতীত হইল এখনও তিনি অনুপবীতী রহিয়াছেন। ইহাতে অনেকে কায়স্থ-সভার চঞ্চল হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই "প্রথম সুযোগ" তখন পর্য্যন্তও না ঘটিয়া থাকিলে তাঁহার কথায় অপলাপ হয় না, সুযোগ ত যুগ যুগান্তর পরও ঘটিতে পারে সুতরাং ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ শীঘ্র ঘটিবে বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধারণা ঠিক হয় নাই। ফলতঃ ঘোষ বাহাদুর এখন উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করুন বা না করুন তাহাতে কায়স্থ-সভার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেনা অথবা তাহার ফলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন গ্রহণ স্থগিত থাকিবে না। প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন আজি হউক আর দশ দিন পরে হউক বঙ্গীয় সমস্ত কায়স্থই যে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। (ক)

৫। বিশেষতঃ ঘোষমহাশয় প্রাচীন, অনেক প্রাচীন কায়স্থগণ উপবীতের পক্ষ সমর্থন করিয়াও প্রাচীন অবস্থা বশতঃ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন না। কায়স্থসভায় উপনয়ন গ্রহণে তিনি প্রতিশ্রুত হওয়ার বহু সময় পরে একদা শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থাচার্য্য ৺বামাপদ পাল চৌধুরী মহাশয় এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ ভাবসাগর মহাশয় একযোগে হাই-কোর্টের সম্ভ্রান্ত উকিল বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃতান্তকুমার বসু ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদীয় পুত্রগণের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে কৃতান্ত বাবু বলেন আপনারা চন্দ্রমাধব বাবুকে যদি তাঁহার পৌত্রগণের উপনয়ন গ্রহণে রাজী করাইতে পারেন, তবে সেই একযোগে আমার পুত্রগণও উপনীত হইবে। বামাপদ বাবু এবং ভাবসাগর মহোদয় তখনই চন্দ্রমাধব বাবুর বাসভবনে যাইয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তিনি বলেন যে আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন

(ক) কলিকাতা নিশ্চেষ্ট থাকিলেও উপনয়ন যে প্রকার দ্রুতগতিতে মফঃস্বলে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে লেখক মহাশয়ের আশা। শীঘ্র ফলবতী হইবে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক।

আমার স্বগ্রাম ঘোলঘরের সকলে একযোগে যতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন গ্রহণ না করিবেন ততদিন আমার পরিবারস্থ কাহারও উপনয়ন হইবে না। এই ঘটনায় ঘোষবাহাদুরের কিভাবে প্রথম সুযোগ ঘটিবে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

৩। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আন্তর্বর্ণিক বিবাহপ্রথা প্রচলনের প্রস্তাবটি কায়স্থ সভায় ঘোষ মহাশয়ই প্রথমে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আন্তর্বর্ণিক বিবাহ প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠক গণকে জানান আবশ্যক মনে করি। অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পরম পূজনীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা স্থাপিত হইবার বহুপূর্ব্বে ইনি তাঁহার কন্যাকে বঙ্গজ কায়স্থের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ছোট খাটো অবস্থার কায়স্থের মধ্যেও তৎপূর্ব্বে ঐরূপ দুই চারিটি বিবাহ না ঘটিয়াছিল এমনও নহে। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন কায়স্থ সভার প্রস্তাবনা হইতেই সমাজে উহা আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস।

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু আপনার সমস্ত জীবন ও অর্থ বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর চরণকমলে উৎসর্গ করিয়া প্রতিনিয়ত যে নব নব সৃষ্টি ও আবিষ্কার করিতেছেন তাহা কেবল সমগ্র বিশ্বকে বিমোহিত করে নাই; তাঁহার এই কঠোর ও ঐকান্তিক তপস্যার ফল সমগ্র পৃথিবী উপভোগ করিতেছে। মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তিনি নিত্য নুতন যে সকল অমূল্য রত্নসম্ভার সঞ্চিত করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত সভ্য জগতের নিকট তাঁহার ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল হইতেছে।

জগদীশচন্দ্র সম্প্রতি বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রায় সমস্ত মহাপীঠ পরিদর্শন করিয়া দেশে আসিয়াছেন। গত বৎসর মার্চ্চমাসে বিলাতের রয়েল সোসাইটী তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এবার বিদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইবার ইহাই তাঁহার অন্যতম কারণ। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটী সম্মুখে বক্তৃতা করিবার অধিকার পৃথিবীর সাহিত্যিকগণের পক্ষে শুধু শ্লাঘার বিষয় নহে, ইহা তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিজ্ঞান রাজ্যের মহারথিগণ ব্যতীত আর কেহ এই সভার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইবার কল্পনা করিতেও সাহস করেন না। সেই রয়েল সোসাইটীতে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত

হওয়া যে বঙ্গদেশ ও কায়স্থ জাতির পক্ষে কতদূর সৌভাগ্যের কথা তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। আচার্য্য জগদীশ এই প্রথমবার রয়েল সোসাইটীতে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রিত হন নাই, ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার তিনি তথাকার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

গত ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই বন্দর পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আমেরিকা ও জাপানে গমন করেন। তাঁহার সহিত যে সহকারী মহাশয় গিয়াছিলেন তিনি বিশেষভাবে এই ভ্রমণের এক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা আমরা দৈনিক ১লা আষাঢ়ের বাঙ্গালী হইতে সংগ্রহ করিলাম।

ইংলণ্ডে।

গত ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল ডাক্তার জগদীশচন্দ্র পত্নী সমভিব্যাহারে বিলাত যাইবার জন্য বোম্বাই বন্দরে জাহাজে আরোহণ করেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তথাকার সুধীমণ্ডলী তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি রয়েল সোসাইটীতে, প্রধান প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান-মন্দিরে এবং বিজ্ঞান সভা-সমিতি বৃন্দে তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সকল স্থানেই বড় বড় বিজ্ঞান রথীবৃন্দ, তাঁহার গবেষণা, আবিষ্কার ও সৃষ্টির নূতনত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান এবং অজস্র সাধুবাদ প্রদান করেন। বিশেষতঃ অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উদ্ভিদের জীবন ও স্পন্দন (Response) সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া পণ্ডিতবৃন্দ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও তরুজীবনের জীবগণের ন্যায় আনন্দ অবসাদ প্রমত্ততা মূর্চ্ছা ও মরণাদি বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত দেখিয়া বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার ফ্রান্সিস ডারউইন এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, যে তিনি(ক) মুক্তকণ্ঠে ডাক্তার বসুর প্রশংসা করেন! আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড ক্রু, মিষ্টার ব্যালফোর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষবৃন্দ ও স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্ স্যার জেম্‌স ডাবার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত বিজ্ঞানের সকল বিভাগের বিশেষতঃ ভূত বিজ্ঞান (Physics) আলোক সংক্রান্ত রসায়ন (Photo chemistry) উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Botany) শরীর বিজ্ঞান (Physiology) মনস্তত্ত্ব (Psycology) ও ভৈষজ্য বিজ্ঞান (Medicine) প্রভৃতি বিষয়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

অষ্ট্রীয়া

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের সমস্ত নিমন্ত্রণ এক প্রকার রক্ষা করিয়া অষ্ট্রীয়া গমন করেন। তথায় তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন তাহা শুনিয়া অষ্ট্রীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞা-

(ক) ইনি মানুষের ক্রমবিকাশ আবিষ্কারক বিশ্ব-বিখ্যাত ডারউনের পৌত্র। — সম্পাদক

নিক, উজ্জ্বল বীজাণু (Luminous Bacteria) আবিষ্কারক অধ্যাপক মলিস (Prof Moliseoh) বলিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর লীলাভূমি ইউরোপ যে ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। ডাক্তার বসু অষ্ট্রীয়ায় যে সকল বক্তৃতা করেন বৈজ্ঞানিক-দিগের উপকারার্থে অষ্ট্রীয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়াছিল। (খ)

ফরাসীদেশে।

৭। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র অষ্ট্রিয়া হইতে প্রত্যাগমন পথে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন, তথায় ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার যে আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন তাহা ইংরাজদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। এখানেও তিনি সুবিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানশালা সমূহে যে সকল বক্তৃতা করেন, সুধীবৃন্দ তাহা আগ্রহের সহিত শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করেন। বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। ফ্রান্সে তিনি অধিকদিন থাকিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন।

৮। শীঘ্রই তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হয়, কারণ এই সময়ে তাঁহার বিদায় প্রায় শেষ হয়, যাহা হউক তিনি এবার পুনরায় ইংলণ্ডের নানাস্থানে বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে "বেড্ফিল্ড কলেজ অব সায়ান্স" ও "রয়েল সোসাইটি অব্ মেডিসিন" নামক ইংলণ্ডের প্রধানতম বিজ্ঞানাগার দুইটিতে ও বক্তৃতা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ইতি-মধ্যে গবর্ণমেন্ট তাঁহার বিদায়ের কাল বর্ত্তমান বৎসরের জুনমাস অবধি বর্দ্ধিত করিয়া দেন, ইহাতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া গেল, কারণ সমস্ত সুসভ্য দেশ হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিতেছিল, এই অতিরিক্ত বিদায় না পাইলে তাঁহাকে হয়ত এই সকল দেশের উৎসুক জ্ঞানপিপাসু সুধী মণ্ডলীকে নিরাশ করিতে বাধ্য হইতেন। জর্ম্মা-নীর নানা প্রদেশ হইতে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং নানা বিজ্ঞান সমিতি তাঁহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করিতেছিলেন কিন্তু এই সময় যুদ্ধ বাধিয়া গেল কাজেই আর ডাক্তার বসুর 'কুন্টরের' দেশ দেখিবার সৌভাগ্য হইল না, নহিলে হয়ত এতদিন তাঁহাকে বার্লিনের কারাগারে বসিয়া রাইন নদীর জল বিশ্লেষণ অথবা পটস্ডাম প্রাসাদের উদ্যানের বৃক্ষ সমূহে কোনও স্পন্দন এখনও আছে, না তাহা কুন্টর প্রিয় জর্ম্মনগণের হৃদয়ের মত তাহাদের উদ্ভিদ্ গুলিও একেবারে স্পন্দন বিহীন হইয়া গিয়াছে তাহার গবেষণা করিতে হইত সন্দেহ নাই।

আমেরিকার উদ্দেশে।

৮। যাহা হউক তিনি বিলাতে আর কিছুকাল থাকিয়া গত ১৪ই নভেম্বর বিজ্ঞান দেবীর লীলাস্থলী আমেরিকায় যাইবার উদ্দেশ্যে লিভারপুল ত্যাগ করিলেন। মার্কিন রাজ্যে প্রথমেই তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে আমন্ত্রিত হন, তৎপরে

(খ) আমাদের দেশে ডাক্তার বসুর আবিষ্কার সকল বিশদভাবে বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। সং

সিকাগো, ইলিনয়, উইসকনসিন, অ্যানারবর, আইওয়া, কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত ফিলাডেলফীয়ায় "আমেরিকান এসোসিয়েসন ফরদি এডভান্সমেন্ট অফ সায়ান্স" নামক আমেরিকার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সমিতি আছে উহা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন, এখানে বক্তৃতার সময় আমেরিকার যাবতীয় বড় বড় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাজ্যে উদ্ভিদ্ প্রভৃতির প্রতি যত্ন লইবার জন্য গবর্ণমেন্টের বিশেষ একটী বিজ্ঞান বিভাগ আছে, আমেরিকার তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ-ষ্টেট মিষ্টার ব্রায়ান এই "হিন্দু বৈজ্ঞানিককে" তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। এখানেও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উপস্থিত ছিলেন। যেখানেই ডাক্তার বসু বক্তৃতা দিয়াছেন সেখানে সুপণ্ডিত শ্রোতৃমণ্ডলী একবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারও বক্তৃতার বিবরণ যথাসময়ে দৈনিক বাঙ্গালীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের এই পদদলিত দেশের এই কৃতী সন্তানটিকে আমেরিকাবাসীগণ হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যেরূপ ভাবে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন শুধু আমাদের পক্ষে নহে সমগ্র জগতের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। মিষ্টার ব্রায়ান তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার কথা। আমেরিকার যে ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট হইতে তাহার বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ হয়, ঐ বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর অন্যূন ৩০ লক্ষ ডলার (১ ডলার = ৩৷০) কেবল উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যয় হইয়া থাকে। বিজ্ঞান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ এই অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার বসুর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা বলেন যে, এই "হিন্দু বৈজ্ঞানিক" তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন রত্নের সমাবেশ করিয়াছেন। ডাক্তার বসু বক্তৃতাদি করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রাদি লইয়া গিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ একেবারে আশ্চর্য্য, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রস্তুত, ইহা এত সূক্ষ্ম যে আমেরিকার নিপুণতম যন্ত্র নির্ম্মাতাও সেরূপ সূক্ষ্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। মার্কিণ বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রগুলি দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও জাপান যাত্রা।

এইরূপে একাদিক্রমে পরিশ্রম করিয়া আচার্য্য বসুর স্বাস্থ্য এমনই ভগ্ন হইয়া পড়িল যে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম না করিয়া আর পারিলেন না, কাজেই সকল পরিশ্রম হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার জন্য তিনি জাপান যাত্রা করিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার বিশ্রাম হল না। দাই নিপ্পণের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিল। তিনি টোকিওর ওয়াসাদা ইম্পীরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইলেন। তবে এখানে যে দেড়মাসকাল তিনি অবস্থান করেন তাহার অধিকাংশ কালই বিশ্রামে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। জাপানে আচার্য্য জগদীশ যেন সাধারণের নয়নপুত্তলী হইয়া পড়িয়াছ-

লেন। আপামর সাধারণ সকলেই "ভারতবর্ষের পণ্ডিত" বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এক দিন তাঁহার কোনও সহকারী বাজারে তাঁহার জন্য কিছু পুষ্প কিনিতে গিয়াছিলেন। ফুলওয়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে এই পুষ্প আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্য ক্রীত হইতেছে, তখন সে বলিয়া উঠিল যে সে সেই অদ্ভুত-কর্ম্মা "ভারতীয় পণ্ডিতকে" বিশেষ শ্রদ্ধা করে। এই বলিয়া সে বাছিয়া বাছিয়া মূল্যের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুষ্প দিল। জাপানে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা ও তাঁহার অভ্যর্থনার কথা অনেকেই জানেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র গত ১২ই জুন হইতে বৎসরাধিকাল প্রবাসের পর আবার স্বদেশে ফিরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য তিনি এখন দার্জ্জিলিংএ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ভারত-মাতার এই কৃতি সন্তানকে দীর্ঘ জীবন-প্রদান করিয়া বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে নব নব সৃষ্টির আবিষ্কার করিবার অবসর দান করেন সমস্ত দেশবাসী কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন। ইতি

ভুলের পরিণাম।

(সামাজিক চিত্র, বামারচনা)

(১)

ভবানীপুরের সান্নিধ্যে একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটীরসংলগ্ন একটী সুন্দর উদ্যান। উদ্যানে নানা প্রকার ফল ফুলের গাছ। বিবিধ দেশী পুষ্প বৃক্ষ, নানা রকমের ক্রটনের গাছ, তদ্ভিন্ন আম, জাম, লিচু পেয়ারা প্রভৃতির গাছও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। বাগানের চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত, তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণি। পুষ্করিণির জল অতি স্বচ্ছ! মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা সোপান প্রস্তুত। প্রখর গ্রীষ্মের সময়েও উদ্যানটী বেশ স্নিগ্ধ ছায়ালোকময়। উদ্যান দেখিলেই উদ্যান স্বামীর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহর কালে দুইটী বালক ও একটী বালিকা তথায় ক্রীড়া করিতেছিল। একটী বালকের বয়স অনুমান দশ বৎসর, দ্বিতীয়টী আট বৎসরের হইবে। বালিকাটী ছয় বৎসরের মাত্র! জ্যেষ্ঠ বালকটী পিপাসিত হইয়া জল পানার্থে পুষ্করিণির নিকটে গেল এবং জল পান করিয়া অনন্যমনে একটী কামিনী-ফুলের শোভা দর্শন করিতে লাগিল। ছোট বালকটী এবং বালিকাটী লুকোচুরি খেলিতে লাগিল।

ছুটাছুটি করিতে করিতে বালক খেলার ছলে বালিকাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। বালিকা ভূপতিত হইল, আঘাত লাগিয়া

তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। বালিকা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বালিকা বড় ধীর, বড় শান্ত। এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ বালকটি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার অবস্থা দেখিয়া তাহার বড় রাগ হইল। জিজ্ঞাসা করিল "কে তোকে ফেলে দিলে বুড়ী! সুধীর বুঝি?" বালিকা ক্রন্দনের স্বরে বলিল "হাঁ—সুধীর দাদা আমায় ঠেলে ফেলে দিলে" শুনিয়া বালক বড় চটিয়া গেল। বলিল "দাঁড়া, সুধীরকে মজা দেখাচ্ছি" বলিয়া সে বালিকার গাত্রের ধূলি ঝাড়িয়া স্বীয় বস্ত্রাগ্রে মুছিয়া দিল। সস্নেহে বালিকার হাতখানি ধরিয়া সুধীরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কিন্তু প্রহারের ভয়ে সুধীর পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল, বালক তাহা দেখে নাই। বালিকা ভাবিল সুধীরের অদৃষ্টে আজ প্রহার আছে। বালিকা মনে মনে দুঃখিত হইল। ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় টুকু স্নেহ মমতায় পূর্ণ। বালিকা ব্যগ্র হইয়া বলিল না, অনাথ দাদা তুমি সুধীর দাদাকে মের না। আমার ত লাগে নি?

অনাথের আদরে যথার্থই বালিকা সকল যাতনা বিস্মৃত হইয়াছিল। অনাথ বালিকার হাত ধরিয়া একটী প্রস্তর বেদীর উপরে বসিল। বাল-সুলভ কত কথা, কত গল্প দুইজনে করিতে লাগিল। কত পাখী, কত ফুল, কত গাছ দুজনে দেখিল। শেষে কতকগুলি সুপক্ক লিচু ও পেয়ারা উভয়ে উদরসাৎ করিল। দুই একটা কাঁচা আমও খাইতে ভুলিল না। কতকগুলি বকুল ফুল কুড়াইয়া দুজনে মালা গাঁথিল, বালকের মালা বড় সুন্দর হইল। বালিকা ভাল গাঁথিতে পারিল না। বালিকার ছিন্ন মালা দেখিয়া অনাথ বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কিন্তু বালিকা তাহার ছিন্ন মালা অনাথের গলায় পরাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। অনাথ হাসিয়া উঠিল। অনাথ অতি সুন্দর মালা গাঁথিয়াছিল সে তাহা অতি যত্নে বালিকার গলদেশে পরাইয়া দিল, এবং তাহার পরে হাসিয়া বলিল "মালা গলায় দিলে কি হয় জানিস্ বুড়ি?"

বুড়ী। কি হয়, অনাথ?

অনা। বে' হয়।

বে'টা যে কি তাহা সে বুঝিতে পারে নাই তাহা নিঃসন্দেহ। সে আর দুইটা পেয়ারা পাড়িয়া দিবার জন্য অনাথকে অনুরোধ করিতে লাগিল। অনাথও তার অনুরোধ রক্ষা করিল। তাহার পরে মনের আনন্দে উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিল।

(২)

অনাথের বাল্য জীবন বড় সুখময় ছিল। মাতার অপরিসীম স্নেহ পিতার ভালবাসা, বন্ধুগণের অকৃত্রিম প্রেম অনাথের জীবনকে সর্ব্বদা প্রীতি প্রফুল্লতাময় রাখিত। তিনি ধনাঢ্যের পুত্র কখনও কোন অভাবের হাতে পড়িতে হয় নাই। তাঁহার যেমন সুন্দর আকৃতি হৃদয়ও তদুপযুক্ত সদ্‌গুণ রাশি দ্বারা বিভূষিত ছিল। বাল্য, কৈশোর, যৌবনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তিনি বড় সুখে দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই ধার্ম্মিক সরল যুবকের জীবনের বিষাদ-কাহিনী পরে বিবৃত হইবে।

বেণীমাধব মিত্রের সুবৃহৎ রেশমের কারবার ছিল, বহু লোক তথায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। দাস, দাসী, পাচক, দ্বারবান, গাড়ী ঘোড়া কিছুরই অভাব ছিল না। এ সংসারে

যাহার অর্থ থাকে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না, তিনি পাপী হইলেও ধার্ম্মিক, রূপ না থাকিলেও রূপবান, এবং গুণ না থাকিলেও গুণবান। এ সংসারে অর্থ মানুষকে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিতে পারে। (ক) যাহার অর্থ নাই তাহার জীবনই বৃথা। আমাদের বেণী বাবু ধনবান্, সুতরাং তাঁহার ধন ও সুনামের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার নিন্দা করিত—বলিত তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী, নিষ্ঠুর, এবং কৃপণ। তাহা সত্যমিথ্যা আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির দোষে তাঁহার অর্থলোভে কি প্রকারে তাঁহার সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল, তাহাই আমরা বিবৃত করিতেছি।

তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ অনাথ, কনিষ্ঠ সুধীর। অনাথ তিনবার এণ্ট্রান্স ফেল হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। সুধীর উত্তরোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতে লাগিল। যদিও অনাথ মা-সরস্বতীর কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া ছিলেন কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার কোন সদ্‌গুণের অভাব ছিলনা, তাঁহার গুণে আত্মীয় স্বজন ও প্রতি বেশিগণ সকলে বিমোহিত হইতেন। অনাথের প্রাণে গর্ব্বের লেশ মাত্র ছিলনা, দীন দুঃখী তাঁহার সুযশ সর্ব্বত্র প্রচার করিত, অনাথ গোপনে দরিদ্রগণকে দান করিতেন, তাঁহার দান কেহ দেখিতে পাইত না কেহ জানিতে পারিত না, কেবল তাঁহার স্নেহময়ী জননী, তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেন। (খ) কেহ তাঁহার কাছে অভাব জানাইলে তিনি সাধ্য মত তাহার সে অভাব মোচন করিতেন। কোন-ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় কাতর হইলে অনাথ রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। কোনও মৃতের সৎকারের লোকাভাব ঘটিলে অনাথ স্বয়ং সে অভাব পূরণ করিতেন। এই সকল গুণে লোক অনাথকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। এবং অনাথ ও নরনারীর সেবাকে নারায়ণের সেবা মনে করিত, কিন্তু অনাথের ধনবান পিতা,এ সকল ভাল বাসিতেন না। অনাথের এই সকল কার্য্যে সে ক্রমশঃ পিতার বিরাগ-ভাজন হইতে লাগিল। সুধীর পিতার প্রিয়পাত্র, কারণ অষ্টাদশ বৎসরের সুধীর, বি, এ পড়িতেছেন, সুতরাং পিতার অনেক আশা ভরসা, প্রধান আশা সুধীরের বিবাহ দিয়া একখান "তালুক মুলুক" কিনিয়া ফেলিবেন ইহা বেণীবাবু স্থির সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন। তবে অনাথ জ্যেষ্ঠ তাহার বিবাহ না হইলে সুধীরের বিবাহ হইতে পারে না। যদিও অনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু তা বলিয়া আজি কালিকার বাজারে তাঁহার মত পাত্রের বিবাহের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। নানাস্থান হইতে অনাথের বিবাহ সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। লোকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ৪৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। ঘটক ঘটকীগণ আনাগোনা করিয়া পায়ের 'সূতা' ছিঁড়িতে লাগিল। বেণীবাবু "চিনের"

(ক) একথা ঠিক নহে পুরুষার্থ চতুষ্টয় যথা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম ও মোক্ষ মিলে না, তবে পার্থিব বাসনার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন হয়। সঃ।

(খ) ইহাই সাত্ত্বিক দান, অধুনা রাজসিক দানই আমাদের দেশে প্রচলিত। ঢাকঢোল বাজাইয়া দানই রাজসিক দান। সঃ।

মত চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন, সুবিধা পাইলেই একটা "ছোঁ" মারিবেন। অনাথ কিন্তু তাঁহার প্রাণ মন হৃদয় সমস্তই উমাকে দান করিয়াছিলেন। উমা অনাথের জননীর 'সই'য়ের কন্যা। অনাথের পিতার আশ্রয়েই প্রতিপালিতা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা একদিন বেণীবাবুর উদ্যানে এই বালক বালিকা তিনটীকে খেলা করিতে দেখিয়াছিলাম। তখন ইহারা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, আজ তাহাদের জীবন নাটকের প্রথমাঙ্ক শেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতি শৈশবেই উমা পিতৃমাতৃ হীনা হয়। উমার পিতা পশ্চিমাঞ্চলের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু কালের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। প্লেগে হঠাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। উমার মাতা তখন কার্য্যবশতঃ দেশে আসিয়াছিলেন হঠাৎ একেবারে এই নিদারুণ শোক সংবাদে সতী একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। পতির বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনিও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। এদিকে সময় বুঝিয়া জ্ঞাতি শত্রুগণ বিষয় সম্পত্তি লইয়া গোল বাধাইল। নানাবিধ মনের কষ্টে উমার মাতা সে যাত্রা আর রোগের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সাধ্বীও পতির অনুগামিনী হইলেন। অন্য আত্মীয় না থাকায় মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র কন্যাটীকে তাঁহার সইয়ের হাতে, সমর্পণ করিয়া গেলেন। অনাথও বালিকাকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। সর্ব্বদা একত্রে বাস, একত্রে আহার বিহার, একত্রে খেলা, অনাথ এক মুহূর্ত্তও উমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কোথানে যে ভাল খেলনাটী ভাল খাবারটী পাইত, অনাথ তাহা আনিয়া উমাকে দিত। শশীকলার ন্যায় উভয়েই ক্রমে বড় হইতে লাগিল; অনাথ উমাকে লেখাপড়া শিখাইত, সঙ্গীত ও পিয়ানো বাজাইতে শিখাইত। হাতে গড়া পুতুলের ন্যায় উমাকে তাহার মনের মতন করিতে লাগিল। উমা বড় ঠাণ্ডা মেয়ে, উমার মুখে কথাটী নাই! অনাথ যাহা ভাল বাসিত, উমা সে কার্য্য আগ্রহের সহিত সত্বর সম্পাদন করিত। উমার গুণে উমাকে সকলেই ভালবাসে। উভয়ের ভালবাসা দেখিয়া গৃহিণীর বাসনা যে অনাথের সহিত উমার বিবাহ দিয়া চিরদিন উমাকে স্বগৃহে রাখেন। তিনি মনে করিতেন উমা আমার লক্ষ্মীযুক্ত মেয়ে কেননা তাহাকে গৃহে আনা অবধি তাহার গৃহ ধন ধান্য সমৃদ্ধি পূর্ণ ছিল। উমা শ্যামাঙ্গী। গল্পে উপন্যাসে যেখানে পাঠ করা যায়, সেইখানেই দেখা যায় সুন্দর নায়ক সুন্দর নায়িকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েন, আমাদের উমা উপন্যাস বর্ণিত নায়িকার মত সুন্দরী নহেন, অথচ "ভ্রমরের" মত কালো "কুচকুচে"ও নহে সাধারণে যাহাকে "পাঁচপাঁচি" বলিয়া থাকে আমাদের উমাও সেইরূপ। অনাথ কিন্তু এই "পাঁচপাঁচির" করে তাঁহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। উমা ভিন্ন তিনি আর বিশ্বসংসারে কোথায়ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন না তাঁহার হৃদয় উমাময়! যে দিন হইতে উমাকে বেণীমাধব বাবুর বাটিতে আনা হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই অনাথ উম

প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ভালবাসা আরও প্রগাঢ় হইল। বেণীবাবুও উমাকে স্নেহ করিতেন কিন্তু স্নেহ করিতেন বলিয়া অনাথের সহিত উমার বিবাহ দিবার ইচ্ছা তাঁহার কোন দিন হয় নাই। পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। পিতৃ মাতৃ হীনা অনাথা বালিকাকে পুত্রবধূ করিতে তিনি আদৌ সম্মত নহেন। গৃহিণীর অনুরোধ আব্দারে কোনও ফল ফলিল না। উমার সঙ্গে বিবাহ দিলে এক কপর্দ্দকও লাভের প্রত্যাশা নাই, এমন কি একটা তত্ত্ব পাইবারও ভরসা নাই, একার্য্য কি বেণীমাধব বাবু করিতে পারেন? এতটা স্বার্থত্যাগ তাঁহার সাধ্যায়ত্ব নহে।

(৩)

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ অনাথের ভাগ্যে ঘটেনাই, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার বিবাহের কোনও প্রতিবন্ধক হইল না। ঘটক ঘটকীরা নানাস্থান হইতে নানা সম্বন্ধ আনিয়া অর্থ লোলুপ বেণীবাবুকে আরও প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, কন্যাদায় গ্রস্ত অনেক উমেদার ব্যক্তি বেণী বাবুর বৈঠকখানা "জোড়" করিয়া প্রায়ই বসিয়া থাকিত। একদিন গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন ঘরে এমন লক্ষ্মী-মন্ত মেয়ে থাক্‌তে তুমি কেন বনে খুঁজে বেড়াচ্ছ? উমাও বড় হ'য়েছে অনাথও বড় হ'য়েছে ওদের বিয়ে দিয়ে দাও। ওদের দুটীতে বিয়ে হ'লে, ওরাও খুব সুখীহবে।

বেণীবাবু।—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন বল কি তুমিকি অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিতে চাও নাকি? কতমান্যগণ্য ব্যক্তি অনাথকে মেয়ে দিতেও আমারসঙ্গে কুটুম্বিতা করিবার জন্য লালায়িত, তা জান?

গৃহিণী বলিলেন।—"না তাতো আমি জান্‌তে ও চাইনা, উমাকে আমি খড় ভাল বাসি। উমাকে আমি পরহ'তে দেবনা, অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিতেই হবে।"

বেণীবাবু।—ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন ভালবাস্‌লেই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। গৃহিণী কাতর কণ্ঠে বলিলেন দেখ, আমি সইয়ের মৃত্যুকালে সত্য করেছিলুম যে অনাথ বড় হলে অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিব, আমাকে সে সত্য হইতে মুক্ত কর।

বেণীবাবু।—বুঝে সুঝে সত্য কর্ত্তেহয়, তুমি যদি সত্য কোত্তে উমার হাতে চাঁদ ধরে দেবে তা পার্‌তে কি?

গৃহিণী।—ওমা চাঁদ ধরবার কথা বোল্‌ছকেন চাঁদধরবার সঙ্গে কি একথার তুলনা হয়?

বেণীবাবু।—তা নয় ত কি? অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিলে লোকে আমায় বলবে কি, কত সম্ভ্রান্ত লোক অনাথের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ কচ্ছেন, হাজার হাজার টাকা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে তাঁরা আমাকে সাধ্‌ছেন, আর আমি একটা কুড়নে মেয়ের সঙ্গে অনাথের বিয়ে দেব?

বেণী বাবুর একথা শুনিয়া গৃহিণী মর্ম্মাহত হইলেন বলিলেন "হায়! কুড়ুনে মেয়ে উমা! কার মেয়ে? তা'জান না? সাতপুরুষে ব'নেদী বংশ; জগদীশ প্রসাদের নাম কে'না জানে? নীচ বংশের মেয়ে হ'লে কি আমি উমাকে বউ ক'রতে চাই? উমার পিতৃবংশ যে তোমার বংশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এবার বেণীবাবু

অত্যন্ত চটীয়া গেলেন বলিলেন "যাও, যাও, তোমার আর কুলজি গাইতে হ'বেনা! আমার ছেলের বিয়ে আমি ইচ্ছেমতন দিব, তাঁরজন্যে তোমার কাছে পরামর্শ চাইনা। তারজন্যে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই।" গৃহিণীও ছাড়িবার নহে বলিলেন "ছেলে তোমার একার নহে। ছেলেতে আমারও অধিকার আছে। তাই আমার মাথাব্যথা, তোমার টাকাই কি এতবড়? তুমি ছেলের সুখ চাইবেনা? ছেলের সুখ খুঁজবে না; আমি জানি অনাথ উমীকে বড় ভালবাসে। যদি উমার সঙ্গে অনাথের বিয়ে না দাও, তাহলে অনাথ বড় অসুখী হবে। ছেলে যাতে সুখী হয়, তোমার কি তা করা উচিত নয়? টাকার তোমার অভাব কি? টাকারচেয়ে কি ছেলে বড় নয়?

(৪)

অনাথ বুঝিলেন উমালাভ তাঁহার দুরাশা মাত্র, উমালাভ তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তাঁহার চির পোষিত আশালতা ছিন্ন হইয়াগেল, নিরাশায় তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল। কিন্তু তিনি পিতৃভক্ত পুত্র, পিতার মুখেরউপরে একদিনও একটী কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অনাথ বুঝিয়াছিলেন তাঁহার পিতা, অর্থ এবং বড়লোক-কুটুম্ব প্রয়াসী, সুতরাং উমালাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ইহাতে অনাথের কষ্ট হইল না কি? উমালাভে হতাশহইয়া অনাথ অতিশয় মর্মাহত হইলেন বৈকি? লোকচক্ষে উমাসুন্দরী না হইলেও অনাথের চক্ষে সে সৌন্দর্য্য-প্রতিমা, সে তাঁহার শৈশবে সঙ্গিনী, কৈশোরে ছাত্রী এবং যৌবনে সখী। উমার চরিত্র বড়মধুময়। সে অনাথের হাতগড়া পুতুল হৃদয়ের চিত্র। অনাথের শৈশব হইতে সকল কথাগুলি মনে হইতেলাগিল। শৈশবে উভয়ে একত্রে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন, বাগানে গিয়া কুল, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি উভয়ে মনের সুখে খাইতেন সংসারের মলা ধুলাতে তখনও হৃদয় আবরিত করে নাই। নির্ম্মল স্বচ্ছ-আনন্দ সর্ব্বদা উপভোগ করিতেন। ক্রমে উভয়ে বড় হইলে অনাথ তাহার প্রিয় সঙ্গিনীকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। উমা বড় মনযোগ সহকারে পাড়ত খুবশীঘ্র পাঠ শেষ করিয়া ফেলিত। অনাথ তাহাকে পুতুল, গল্পের বই, ছবির বই প্রভৃতি কতকি প্রাইজ দিতেন। আবার দৈবাৎ যদি কোন দিন উমা পড়া বলিতে না পারিত সে দিন অনাথ বড় রাগ করিত, এমন কি উমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। "যা তোর কিচ্ছুহবেনা" বলিয়া রাগ করিয়া বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। উমা কিন্তু সেজন্য কোন দিন রাগ করিত না, কাঁদিতও না কেবল উদ্দেশ্য বিহীন দৃষ্টিতে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া অনাথের মুখেরদিকে চাহিয়া থাকিত। অনাথ কিছুক্ষণ পরে আবার উমাকে আদর করিত, আর কখনও এরূপ করিবে না বলিয়া উমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিত, আবার যত্ন করিয়া পড়া বলিয়া দিত। উমা কিন্তু অনাথের কিছু দোষ দেখিতে পাইত না, প্রহার লাভ করিয়া উমা ভাবিত দোষ তাহারই! দোষ না হইলে কখনও মারিতেন না। বাল্যের সেই স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া অনাথের অন্তর্দ্দাহ করিতে লাগিল। হায়! এ জগৎ কি নিষ্ঠুর, কেহ কাহারও মুখ চাহে না, এমন কি স্বীয় পিতা মাতা পর্য্যন্ত সন্তানের সুখের দিকে লক্ষ্য করেন না! অর্থই জগতের

একমাত্র মূলমন্ত্র। এক্ষেত্রে পিতা অর্থলোভে স্বীয় সন্তানের মনের সুখ ও শান্তি বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কি ঘোর অরাজকতা! কি দারুণ নিষ্ঠুরতা! অনাথ ভাবিলেন একমাত্র বরপণই এই উমা লাভের অন্তরায়। বিবাহ দিয়া অর্থলাভের সম্ভাবনা না থাকিলে উমার সহিত বিবাহে আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কুলে, শীলে, বংশ-মর্য্যাদায় উমা কোন অংশে ন্যূন নহে। কেবল পিতার অর্থ লিপ্সাই এ বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। অনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যাহাতে এ কু প্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারেন প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবেন। (গ)

অনাথ সেই সময় হইতে স্বদেশী সভা সমিতিতে যোগদান করিতে লাগিলেন। এবং এই সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ সকল লোকের হৃদয়গ্রাহী হইত, আগ্রহের সহিত সকলে তাহা পাঠ করিত। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতঃ লোককে বুঝাইতেন যে অগ্রে সমাজ সংস্কারের আবশ্যক, তাহার পর রাজনীতি (ঘ) আমরা আমাদের নিজের সমাজ-সংস্কার করিতে অসমর্থ, সমাজের কুরীতি, সমাজের গ্লানি দূর করিতে আমরা সক্ষম নহি। আমাদের কাহারও প্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই, পুত্রের বিবাহের ন্যায় শুভকর্ম্মে পরপীড়ন পূর্ব্বক আমরা অর্থ শোষণ জন্য লালায়িত, আমাদের মত স্বার্থ পরায়ণ ব্যক্তিরা আবার কোন্ সাহসে স্বায়ত্ব শাসন চাহে? স্বদেশবাসীর প্রতি যাহাদের সহানুভূতি নাই, কুটুম্বের প্রতি দয়ামায়া নাই, অর্থলাভই যাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র, তাহারা রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত কখনও নহে। ভারতবাসীগণ তোমাদের হৃদয়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, তোমাদের স্বঃ স্বঃ প্রকৃতি স্মরণ করিয়া তোমাদের কি লজ্জা হয় না? তোমাদের প্রাণে একতা আনয়ন কর, আগে তোমাদের সমাজ সংস্কার কর, সেই পূতপূজ্য আর্য্যদিগের চরিত্র আলোচনা করিয়া সেই পথের অনুগামী হও, তবে রাজশক্তির চর্চ্চা করিও! (ঙ)

অনাথ যখন বুঝিলেন উমা লাভের আশা তাঁহার আদৌ নাই, তিনি উহাকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাহিত্য-চর্চ্চা, সভা সমিতিতে যোগদান ব্যতীত গীতবাদ্যে মনোনিবেশ করিলেন। উমার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রহিত করিলেন, কিন্তু হায়! চিরজীবনের বাসনা কি লোকে বিস্মৃত হইতে পারে? হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে মূর্ত্তি খোদিত হইয়া গিয়াছে তাহা কি সহজে মুছিয়া ফেলা যায়? হৃদয়ের সহিত অনবরত

(গ) অনাথ সনাথ অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন আজও করিতেছেন আর; শতবর্ষ করিবেন কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় অপদার্থও স্বার্থ পরায়ণ জাতি কি অর্থলোভ ত্যাগ করিতে পারে?

সম্পাদক।

(ঘ) ঠিক তাহা নহে, উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ, ভিন্ন পথ হইলেও একসঙ্গে চলিবে।

সম্পাদক

(ঙ) হে উপাধিধারী বঙ্গমহাশয়গণ। একজন বঙ্গমহিলা তোমাদের নৃশংস কার্য্যের জন্য কি প্রকারে তাড়না করিতেছেন লজ্জায় তোমাদের মস্তক হেট করা উচিৎ! সম্পাদক

যুদ্ধ করিয়া তাঁহার শরীর এবং মনঃ উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুন্দর গৌর-বর্ণ ম্লান হইতে লাগিল, বদনে কালিমা পতিত হইল। ফলে এই দাঁড়াইল লোকে অনাথের নামে কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। তাঁহার নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। ক্রমে এ সকল কথা অতি রঞ্জিত হইয়া বেণীমাধব বাবুর কাণেও স্থান পাইল, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন অনাথকে এজন্য যথেষ্ট অযথা তিরস্কার করিলেন। অনাথ অবনত মস্তকে নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন। পিতার একটি কথারও প্রতিবাদ করিলেন না। সংসারে লোক চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের কিরূপ অভিজ্ঞতা তাহা স্মরণ করিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু তিনি নিজের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না।

প্রায় সর্ব্বদাই তিনি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন পিতার সহিত প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ হইত না। ইহাতে বেণীমাধব বাবু আরও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান না করিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া লইলেন যে ছেলে একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। একবৃন্তে দুটি কুসুমের মত অনাথ ও উমা একত্রে বর্দ্ধিত হইয়াছে, উভয়েই যে উভয়ের অনুরাগী তাহা গৃহিণী বেশ বুঝিয়াছিলেন, উভয়ে যাহাতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হয় এইজন্যই গৃহিণী তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না অর্থলোলুপ বেণীবাবু উমার সঙ্গে অনাথের বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, উমার জন্যও তিনি একটি পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বেণী-বাবুর কন্যা ছিল না, কিন্তু উমার জন্য তাঁহাকে কন্যাযন্ত্রণা কিঞ্চিৎ উপভোগ করিতে হইল। যেখানেই পাত্র অনুসন্ধান করেন সামান্য অবস্থাপন্ন লোকেও দুইহাজার তিন হাজার টাকা চাহিয়া বইসে। কেহ বলেন পাত্র পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পায় ভাল আফিসে কায করে, তিনহাজার টাকা দিতে হইবে। কেহ বা বলেন মশাই, বুঝে কথা কবেন, আজিকালিকার বাজার কেমন পড়েছে ছেলে এণ্ট্রান্স্ পাশ করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ছেলের হাটের মহাজনেরা ছেলের দর হাঁকিয়া বলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বেণী-বাবুর কঠোর অন্তঃকরণ আরও কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। যাহাদের অন্তভক্ষ্য ধনুর্গুণ এমন কি বসতবাড়ীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক—তাহারাই যদি দুই তিনহাজার টাকা চাহিয়া বসে এবং তাহা না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত না হয়, তবে তিনি অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, পুত্রের বিবাহ দিয়া কেন একখান "তালুক" "মুলুক" না কিনিবেন?

হায়! এইরূপেই ত আমাদের বাঙ্গালী জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে! যিনি স্বয়ং কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যাভারে প্রপীড়িত হইয়া দিবারাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তিনিও স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া অপর কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না বরং কন্যার বিবাহে যাহা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার "সুদ" সমেত আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। এই জন্যই এ কুপ্রথা সমাজ হইতে অন্তর্হিত হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাই-

তেছে। আবার অনেকে আছেন স্বদেশ এবং সমাজ সমাজ করিয়া বক্তৃতার স্রোতে দেশ ভাসাইয়া দেন, বাক্য-যুদ্ধে ও মসিযুদ্ধে পাশ্চাত্যসংগ্রামের বীরত্ব অপেক্ষা যাঁহারা অধিক বীরত্বদেখান, কার্য্যকালে কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এসকল বড়ই পৈশাচিক ব্যাপার। এই রোগশোক জরা মৃত্যু পূর্ণ সংসারে সকলি অস্থায়ী, ভ্রান্ত মানুষ অর্থলোভে সে কথা চিন্তা করে না। পরপীড়ন যে মহাপাতকের কার্য্য সেকথাও তাহারা ভাবে না।

হায়! এই সকল লোকই কি সেই আর্য্যবংশ সম্ভূত? যে দেশের লোক পরোপকারের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেন, শরণাগতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সহস্তে স্বীয় গাত্রমাংস কাটিয়া দিতেন, সত্যরক্ষাহেতু স্বহস্তে পুত্রের মস্তক ছেদন করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না, আমরা কি তাঁহাদের জাতি? এ সকল নরপিশাচকে সেই আর্য্যবংশাবতংশ বলিতে ঘৃণা হয়, তাঁহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

দিন দিন আমাদের সমাজের কি অধঃপতনই ঘটিতেছে। ধনী নির্ধনী, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত সকলেই এখন পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থ গ্রহণ জন্য লোলুপ হইয়া বেড়াইতেছেন কুল, শীল বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি কিছুই তাহারা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। চাহেন কেবল অর্থ। (চ) কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপভাবে পুত্রের দর দস্তুর করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ না করিয়া বরং গৌরবের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। যিনি যত অবস্থাপন্নের পুত্র, তাঁহার মূল্য তত বেশী। এই বরপণজন্য দেশের যে কি ঘোর অনিষ্ট সাধন হইতেছে, কত গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইতেছে, অন্ধ বঙ্গ সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। অধঃপতিত বঙ্গদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যকোন সমাজে এই প্রকার বরবিক্রয় প্রথা নাই, এখানে সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ সাধনোদ্দেশেই ব্যস্ত। আমাদের বেণীবাবু নগদ পাঁচহাজারে এক স্থানে অনাথের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। উমার অন্যও একটী পাত্র স্থিরীকৃত হইল। তিনি পুত্রের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টি করিলেন না, গৃহিণীর অনুরোধ রাখিলেন না, তাঁহার "পাঁচহাজার" টাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল।

হায়! এ সংসারে কত বেণীবাবু আছে তাহার সংখ্যা কে করিবে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা দেবী।
দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

(চ) তাই পল্লীগ্রামের লোক বলে-
ইংরাজীগোর দালান গাই,
ইহার চেয়ে আর কুলীন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর,
লোহার সিন্দুক আর টীনের ঘর॥

সম্পাদক।

হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি কি ?

প্রাচীন মিশর দেশের অভ্রভেদী পিরামিড্, অতি প্রাচীন চীনদেশের সুদৃঢ় প্রাচীর প্রভৃতি প্রতিনিয়ত জনসঙ্ঘের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। উহারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়াই এযাবৎকালের ধ্বংসনীতিকে উপেক্ষা করিয়া যেন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদূরে দিগন্ত-প্রসারী অশ্বত্থবৃক্ষ বহু নিরাশ্রয় বন-বিহঙ্গকে আশ্রয়দানে এবং পথশ্রান্ত বহু পথিকের সন্তাপহরণে অশেষ মঙ্গল সংসাধিত করিতেছে তাহাও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অই যে সুরসাল ফল-সমন্বিত-বৃক্ষ উহাও সুগঠিত ও দৃঢ়সার ভিত্তির উপর সংস্থিত। সুতরাং জড় ও উদ্ভিদ্ জগতে সুদৃঢ় ভিত্তির আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রাণিজগতেও নিয়ত ক্রীড়াশীল এবং তজ্জন্যই যে জাতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত তাহার জাতীয় জীবন ধ্বংসনীতির অনুবর্ত্তনে আবর্জ্জিত হয় না, সে জাতীয়বিগ্রহ,কালাপাহাড় বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়না,গীতার কি আলেকজণ্ডারের দিগ্বিজয়েও উহা বিপর্য্যস্ত হয় না। নেপোলীয়ান বোনাপার্টির চকিত আক্রমণেও উহা পর্য্যুদস্ত হয়না; অথবা বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাট কৈজারের কোপানলেও এতাবৎকালের দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়না তাহা যেন অক্ষয় ও অমর স্বরূপে চিরকাল দেদীপ্যমান রহে।

২। সমগ্র পৃথ্বী যখন অজ্ঞান তিমিরের ক্রোড়দেশে সুষুপ্ত ছিল তখন জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া এই হিন্দু জাতিই জগজ্জনকে প্রথম জাগাইয়াছিল এবং তাঁহাদের তপঃসিদ্ধ মানসাকাশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের পাবক শিখা স্বতঃ-প্রস্ফুরিত হইয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত করিয়াছিল। যে অতুলনীয় মহাকাব্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্যের নিকট সকলে ভক্তিও প্রীতির সহিত আজও মস্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন তাহাও এই হিন্দু-জাতির রসময়ী লেখনী হইতে প্রথম বিনির্গত হয়—যে দর্শনাদি শাস্ত্রে অলোকসাধারণ জ্ঞান গরিমার বিকাশ দেখিয়া সকলে অদ্যাপি স্তম্ভিত হইতেছেন হিন্দু দার্শনিকগণই তাহার প্রচার করেন—যে প্রভাবতী চিকিৎসা বিদ্যায় নানারোগের প্রতিকার হইতেছে এই হিন্দুস্থানেই তাহার বীজ উপ্ত হয়, যে মধুময় কবিতাবলীর স্বর্গীয় সুগন্ধে সমগ্র সভ্যজগৎ সুরভিত তাহাও এই হিন্দু জনপদেই উদ্ভূত হয়। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ব্রহ্মাণ্ডের অলৌকিক রহস্যের উদ্ঘাটন হইতেছে তাহাও এই ভারত ভূমিতে প্রথম উদ্ভূত হয়; যে গীতার শ্লোকাবলী বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাটের প্রিয় ও প্রীতিকর তাহাও এই আর্য্যস্থানে উদ্ভূত হয়। ফলতঃ একসময়ে এইরূপে হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শীতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কি জ্যোতিষ শাস্ত্রে কি কলা বিদ্যায় কি শৌর্য্যবীর্য্যে হিন্দুগণ এরূপ স্তরে

জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া গরীয়সী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভীম দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুনের বীরত্ব, কপিলের দৈবী প্রতিভা, বিশ্বামিত্রের তপোবল এবং জনকের সংসার নির্লিপ্ত ভাব জগত-ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদে এই হিন্দুস্থানেই হয় এবং রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাবৎসল রাজা, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক নৃপতি, শুকদেবের ন্যায় আজন্ম পরিব্রাজক, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় বিশ্বাস-পরায়ণ-ভক্ত, শাক্যসিংহের ন্যায় জ্ঞানী, রাজা শিবির ন্যায় স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ; সীতার ন্যায় সতী, লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল এবং কর্ণের ন্যায় দাতা এই হিন্দু জাতিতেই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আমরা অধঃপতিত পাদদলিত এবং সর্ব্বথা গৌরব ভ্রষ্ট হইলেও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে মহা মহিমান্বিত আদর্শ পুরুষ ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত এবং তাঁহাদের কার্য্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা করিলে এবং তাহা অপক্ষপাতিত্বের স্বচ্ছ-দর্পণে অবলোকন করিলে ঘোর অবিশ্বাসীর পাষাণবক্ষ বিদারণ করিয়াও মহাভক্তির উৎস উথলিয়া পড়িবে। অতএব এইরূপ গুণ সম্পন্ন মহৎ জাতির জাতীয় ইতিহাস এবং তাহার ভিত্তির সম্যক্ আলোচনা যে শিক্ষাপ্রদ তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

৩। বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রবল অভিঘাতে হিন্দুর শাস্ত্রকানন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল বটে—মুসলমান সম্রাটদিগের কঠোরতর পীড়নে হিন্দুজাতি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে এবং বর্ত্তমান সময়ে জড়বিজ্ঞানের জটিলতা-সর্ব্বস্ব ইউরোপীয় সভ্যতার খরতর প্রবাহে হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু জগতের ইতিহাস হইতে আজও হিন্দুনাম বিলুপ্ত হয়নাই; এবং আজ পর্য্যন্তও বুঝিয়া হউক অথবা বুঝিয়া না হউক সহস্র সহস্র হিন্দু আহারে, বিহারে শয়নে জাগরণে শত সহস্রপ্রকারে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুসারে চলিতেছেন। শত সহস্র বৎসরের ঝঞ্ঝাবাতেও এজাতি আপন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেননাই। হিন্দু—গ্রীক, শক প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, পাঠানের শাসনে নিষ্পেষিত হইয়াছেন, মোগলের অধীন হইয়া শত শত বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছেন কিন্তু হিন্দু হিন্দুই আছেন এবং বর্ত্তমান সময়েও সুসভ্য ইংরেজ জাতির অধীনে বাসকরিতে বাধ্য হইয়াও হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছেন। যে জাতি শত তাড়নাতেও বিচলিত হয়না শত আঘাতেও বিপর্য্যস্ত হয়না সহস্র বিপদ পাতেও অধীর হয়না সে জাতির জাতীয় জীবন যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থিত তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারেনা এবং সে জাতিযে সুসভ্য তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ জাতির সভ্যতার ভিত্তি কি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ক্ষণকালতরেও কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইলেই স্বীয় পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

৪। হিন্দু সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তির প্রধান ও প্রথম উপাদান ঈশ্বর পরায়ণতা। যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোকই হউনা কেন তদনুরূপ ভাবেই তাঁহার প্রকৃতির অনুযায়ী ধ্যান ধারণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব্বভূতে ভগবান্ এই বিশ্বাসে যে যে ভাবে স্বীয় প্রকৃতির অনুবর্ত্তিনী

প্রণালীর অবলম্বনে ভগবানের সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। এই উদারভাবে অনুমোদিত হইয়াই হিন্দু সমাজের কেহবা বৈষ্ণব, কেহবা শাক্ত, আবার কেহবা শৈব। (ক) কেহবা কমনীয় মূর্ত্তির উপাসক কেহবা বীভৎস মূর্ত্তির ভজনাকারী। ফলতঃ রৌদ্র, সৌম্য, কমনীয়,বীভৎস প্রভৃতি সমুদায় বিভিন্ন ভাবই ভগবানের অভিব্যক্তি বিধায় আমরা আমাদের রুচি অনুযায়ী প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তিনী যেরূপ মূর্ত্তিরই কল্পনা করিয়া ভজনা করিনা কেন তাহা তাঁহাতেই বর্ত্তে। এই মহা উদার ভাব এক হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মে নাই। খৃষ্টান বলেন খৃষ্টীয় উপাসনা ব্যতীত অন্যরূপ উপাসনায় কোন ফল নাই। মহম্মদীয়গণ একহস্তে কোরাণ ও অপরহস্তে শাণিত কৃপাণ গ্রহণে মহম্মদীয় শিক্ষা দীক্ষা প্রচারে ব্যতিব্যস্ত কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র কখনও কোন বিশেষ প্রণালী সর্ব্ব সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। বিভিন্ন প্রকৃতিরজন্য বিভিন্ন প্রণালীর প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম্ম এবং সর্ব্বপ্রকার উপাসনা প্রণালীই অনন্ত ব্রহ্মের লক্ষীভূত এবং এইরূপ উদারভাবই হিন্দু সভ্যতার প্রধান ভিত্তি এবং তজ্জন্যই মূর্খও পণ্ডিত সাধু এবং অসাধু, ধনী এবং নির্ধনী, ভদ্র এবং ইতর সকল শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকৃতির লোকই স্বতঃ পরতঃ যাহাতে ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত হইতে পারেন তাহারই সুব্যবস্থা রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণ গণ্ডারও ভালুকের ন্যায় ভয়ঙ্কর হিংস্রকজন্তু বিশেষ। সে শ্রেণীতে ঈশ্বরের কোন নাম নাই, পাশ্চাত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্রকীর্ত্তি খৃষ্টেরও কোন পরিচয় নাই এবং মনুষ্যোচিত চরিত্রের সামান্য কোন চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়না। সেখানে শুধুই পেটের ক্ষুধা, প্রচণ্ড পশুবিক্রম এবং পাশব লালসায় সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব। আর আমাদের হিন্দুসমাজের নিম্ন-শ্রেণীস্থ জনগণ মূর্খও সন্ধিকালস্থ হইলেও অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম্মপরায়ণশীল মনুষ্য এবং তজ্জন্যই শাকার সবল চণ্ডালও জীবনের বিকাশে কিয়দংশে যেন মহাপুরুষের ছাঁচে গঠিত। প্রকৃতপক্ষে অন্যদেশে পাখীআছে এমন সুকণ্ঠ কোকিল নাই, ফল আছে এমন সুমিষ্ট আম্র নাই, অতিথি আছে এমন অতিথি শালানাই, পথিক আছে এমন পান্থশালা নাই ভিখারী আছে এমন মুষ্টিভিক্ষা দানের ব্যবস্থা নাই, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নাই, সতীত্বের এমন আদর্শ নাই, ধর্ম্মভীরু পক্ষী নাই। এই ধর্ম্ম-প্রাণতাই হিন্দু সভ্যতার দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি।

৫।. হিন্দু সভ্যতার তৃতীয় ভিত্তি পরজন্মে বিশ্বাস এবং কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তনা। হিন্দু শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন "সে পৃথিবীর সুখদুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িওনা, তৎসমুদায়ই তোমার শিক্ষার জন্য। এই মুহূর্ত্তস্থায়ী পৃথিবীর সুখ সম্পদে মোহিত কিম্বা প্রতারিত হইওনা। অনন্তস্থায়ী আত্মিকের পক্ষে এই পার্থিব জীবন একটী পরিচ্ছেদ মাত্র"। আত্মা অবিনশ্বর। মনুষ্যদেহ রূপান্তরিত হয়বটে এবং বাহ্যতঃ

(ক) অধিকারী ভেদে ধর্ম্মের তারতম্য না থাকিলে উপাসকগণের হিতার্থে তাহা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। সেই জন্য খৃষ্ট, মহম্মদীয়, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্ম মানুষের হৃদয়ে সম্ভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। সম্পাদক]

তাহা বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু দেহস্থিত জীবপুরুষের বিনাশ নাই। তিনি কর্ম্মানুযায়ী দেহান্তর গ্রহণে অনন্ত যাত্রার যাত্রী। সুতরাং পার্থিব জীবনের পরিমিত অল্পটুকুর জন্য অনন্তস্থায়ী আত্মার উদ্বেগ সংঘটন কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুর এই বিশ্বাস তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে এক প্রধান সহায়। অন্য কোন ধর্ম্মে আত্মা অবিনশ্বর অনন্তস্থায়ী এবং কর্ম্মফলানুযায়ী ফলভোগে জন্মান্তর পরিগ্রহে বাধ্য এ শিক্ষা এ দীক্ষা নাই সুতরাং ইহ-জীবনের সুখ দুঃখ লইয়াই উহা ব্যস্ত। সে শিক্ষা দীক্ষায় পরকাল এবং পরজন্ম জন্য মনুষ্য হৃদয়ে আনন্দ ও ভীতির ডমরুধ্বনি নিনাদিত হয়না। ফলতঃ পারলৌকিক পুরস্কারের আশা ও বিশ্বাস ব্যতীত, অসাধারণ ধর্ম্মনৈতিক দৃঢ়তা ও অসীম আত্মত্যাগ সম্ভাবিত নহে।

৬। হিন্দুসভ্যতার চতুর্থ ভিত্তি রক্ষণশীলতা। হিন্দু অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, বিভিন্নজাতির শাসনাধীনে আসিয়া পড়িয়াছেন কিন্তু হিন্দু স্বীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া জেতার সহিত এক হইয়া যায়নাই। মহম্মদীয়গণ এক হস্তে কোরাণ অপর হস্তে কৃপাণ লইয়া প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে এ ভারত ভূমিতে সমাগত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে হিন্দু নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন—স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া মরুভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং এমন কি মৃত স্বদেশসেবক বৃন্দের উপবীত প্রভৃতিতে ৭৪ মণ সংখ্যাবধারণে জেতার হৃদয়ে বিস্ময় জন্মাইয়াছেন, কিন্তু তথাপি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগে জেতার ধর্ম্মগ্রহণে জেতৃহৃদয়ে আনন্দলহরী প্রবাহিত করেন নাই। আমাদের আদিপুরুষ মনু, যাঁহার নাম হইতে আমরা মানব নামে আখ্যাত হইয়াছি, তিনি তারস্বরে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে—তোমার নিজের ধর্ম্ম খুবভাল না হইলেও অপরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মও গ্রহণ করিবে না কারণ তাহা হইলে তোমার মানবত্ব তোমার হিন্দুত্ব বিনষ্ট হইবে। (খ) এ ভারত ভূমিতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকগণ অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু সন্তানকে কোন কোন স্থলে বলপূর্ব্বক ইসমাইলধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। হিন্দুর উচ্চবর্ণের ধর্ম্ম বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ অচল ও অটল ছিল। এমনকি সুসভ্য ইংরেজ বহু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক নগরে নগরে, এমনকি পল্লীতে পল্লীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন:এবং স্বীয় শিক্ষা দীক্ষা প্রচার জন্য বহু স্কুল কলেজের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারই

(খ) মনুর মূল শ্লোকটী এই—

বরং স্বধর্ম্মোবিগুণঃ ন পারক্য স্বনুষ্ঠিতাৎ।
পরধর্ম্মেণ জীবন হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ:পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

স্বধর্ম্ম মন্দহইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরধর্ম্ম কখন ও গ্রহণ করিবে না, এই স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে মৃত্যুও স্বীকার করিবে তথাপি অন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। এই শ্লোকে "স্বধর্ম্ম" শব্দটী সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহার হইয়াছে, অর্থাৎ নিজের ধর্ম্ম, নিজের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ আহার ইত্যাদি সমস্ত পূর্ব্বমত বজায় রাখিতে হইবে। সম্পাদক।

স্থলে মেষের পরিবর্ত্তে খাইবেন, দর্শনের স্থলে রসিক, এবং গীতার পরিবর্ত্তে মীনের আদর সর্ব্বত্র হইলেও হিন্দু শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে পরিচ্ছদে সভ্যতায় এবং সামাজিকতায় এখনও হিন্দুই রহিয়াছেন। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই বৃথা প্রলোভনে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা বহুদিনাবধি অস্তগামী প্রভাকরের ন্যায় স্তিমিত ভাবাপন্ন হইলেও সে জ্যোতিঃ একবারে অন্ধকারের কুক্ষিগত হয় নাই। হংকং, ব্রহ্মদেশ এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসিগণ সুসভ্য ইংরেজ সংস্পর্শে একবারে স্বীয় স্বীয় জাতীয়তা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণে ইংরেজ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ ভারতভূমির হিন্দু বহু সংঘর্ষে এবং বহু জাতির সংস্পর্শেও স্বীয় জাতীয়তা পরিত্যাগে হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই। হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছেন। রক্ষণশীলতাই হিন্দুকে হিন্দুত্ব পরিত্যাগ করিতে দেয় নাই। অতএব রক্ষণশীলতায় অন্যদোষ থাকিলেও জাতীয়তা সংরক্ষণে হিন্দুর ইহা পরম সুহৃদ।

৭। হিন্দু সভ্যতার পঞ্চমভিত্তি—নিবৃত্তি। যাঁহারা মানব চরিত্রের অন্তর্দর্শী এবং অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির গূঢ়তম প্রদেশের প্রিয়চিকীর্ষু তাঁহারা একবাক্যেই বলিবেন যে প্রবৃত্তিদ্বারা প্ররোচিত হইলে মানুষ প্রায় সর্ব্বত্র স্বার্থপরতার আবিলতা লইয়া কলুষিত হইয়া একদিকে যেমন নিজের সর্ব্বনাশ অন্যদিকে তেমনি জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি পর্য্যন্ত নষ্টকরিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির মান দণ্ডস্বরূপ সর্ব্বনাশ পতাকা উড্ডীন করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপে সুগভীর বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে আমরা মহারাজ দুর্য্যোধনের নাম এবং মহাবীর নেপালিয়ানের জীবন কাহিনী স্মরণ পথে আনিয়া নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারি। ফলতঃ প্রতারণাময়ী আশার কিছুতেই নিবৃত্তি হয়না এবং তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তজ্জন্যই অনেক মহাবীরের অকলঙ্ক চরিত্রেও কলঙ্ক রেখা নিপাতিতকরে এবং অত্যুচ্চ অলোকসামান্য পুরুষ পুঙ্গবকেও কলুষিত করিয়া থাকে। তদ্ধেতুই অনন্ত জ্ঞান-নিধান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার,
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ,
তৃতীয় অধ্যায় ১৯শ শ্লোক।

অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবে এবং তাহা হইলে মানুষ মোক্ষফল লাভ করিতে পারিবে।

৮। হিন্দু সভ্যতার ষষ্ঠ ভিত্তি যুগে যুগে সংস্কারকের আবির্ভাব। কালের কুটিলা গতিতে দেব মন্দির ও শূকর শালায় পরিণত হয়, নন্দন কাননেও পিশাচ বাসকরে এবং পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীও মলমূত্রে কলুষিতা হয়। ধর্ম্মজগতেও তেমনি অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় এবং তাহা নিরাকরণ জন্য মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব এবং তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষাও অত্যাবশ্যক। আগুন যেমন অনিল সংবর্দ্ধনায় অতিক্রত বর্দ্ধিত হয় তেমনি হিন্দুর ধর্ম্ম বিশ্বাসও সংস্কারক দিগের শিক্ষা দীক্ষায় অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছিল। তজ্জন্যই বুদ্ধদেব হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সময় পর্য্যন্ত বহু মহাপুরুষ সমাজ সংস্কারক রূপে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুর

জাতীয়তা ও স্বত্যতা অটুট রাখিয়াছেন। সৌরকর সমাগমে পৃথিবী যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনে জীব হৃদয় যেমন প্রফুল্ল হয়, পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণে সন্তাপিত দেহ যেমন স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয় মহাপুরুষ দিগের আবির্ভাবে এবং তাঁহাদের সহবাসেও জনসাধারণ সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, উপদেশ-দানে প্রফুল্ল এবং সদাচারে বিগত-সন্তাপ হইয়া থাকে। এইরূপ মহাপুরুষ দিগের আবির্ভাব এদেশে যেমন হইয়াছে অন্যদেশে সেরূপ হয়-নাই। সুতরাং ইহাও হিন্দু জাতির একটা বিশেষত্ব এবং হিন্দু সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি।

৯। সত্যবটে এখন হিন্দুর ত্যাগের স্থানে ভোগ আসিয়াছে, সংযমেরস্থলে বিলাস আসিয়া অধিকার করিয়াছে। বিদ্যা ব্যবসায়ী নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বী ব্রহ্মচারী আজ ভোগী ও বিলাসী হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতেছেন। কিন্তু এ দুরবস্থা হিন্দুর আর বেশী-দিন থাকিবেনা। হিন্দু আত্ম-ভ্রষ্ট, উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট এবং জীবনের তত্ত্ব-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। বিধাতার ইচ্ছায় হিন্দুর এই অবনতি অচিরেই অতীতের তিমির অন্ধকার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখের উপশম করিবে। ঐ দেখুন অমা-রাত্রির অবসান হইতেছে এবং তিমিরাবৃত আকাশ প্রান্তে অরুণোদয়ের আলোক রেখা সঞ্চারিত হইতেছে। কালসহকারে উহা স্ফুলিঙ্গময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবার দিঙ্-মণ্ডল ঝলসিয়া দিবে। মহাপুরুষের আবির্ভাবে আবার এইদেশে অমৃত প্রবাহের ধারা বহিবে, পরিবর্ত্তন প্রবাহে এদেশ পুনরায় প্রবাহিত-হইয়া হীনতা ও দীনতা পঙ্কে নিমজ্জিত না রহিয়া মহৎকার্য্যে পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। (গ) যে জাতি বহু ক্লেশ-স্রোতেও বিচলিত হয় নাই শত্রুর শত আঘাতেও বেদনা বোধ করেনাই, শত নিপীড়নেও দুঃখ বোধ করেনাই সে জাতির জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত এবং তাহা নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া কালসহকারে বিশ্বজয়ী পুরুষ সিংহের ন্যায় বিশ্বসংসারে আবার প্রসিদ্ধি লাভকরিবে। এ সংসারে বিধাতা কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি এবং উত্থান ও পতন চক্রবৎ ঘুরিতেছে। ঐ দেখুন মেঘমুক্ত আকাশ আবার হাসিতেছে, রাহু-গ্রাস মুক্ত চন্দ্রমা আবার সুধা কিরণ বিকীর্ণ করি-তেছে। অমানিশার অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া প্রভাতের মধুর বালার্ক কিরণ আবার দিঙ্-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে, বসন্ত সমাগমে শুষ্কপ্রায় তরু নিবহ হইতে আবার নব কিসল-য়ের উদগম হইতেছে। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুও আবার উন্নত হইবে, তাহার ও দুঃখের তামসী নিশি পোহাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

(গ) এই সংখ্যার ভূতাত্মার ভবিষ্যবাণী দ্রষ্টব্য। সঃ

কায়স্থ রামচন্দ্র দেববর্ম্মা ।

Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air.

সাধারণের অপরিজ্ঞাত এই কায়স্থ মহাত্মা ১২৭২ সালের চৈত্রমাসে পাবনা জেলার করঞ্জা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনুপনারায়ণ দাস নামক জনৈক সম্রান্ত সমৃদ্ধ সম্পন্ন কায়স্থ উক্তগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র গঙ্গানারায়ণ দাস, গঙ্গানারায়ণের চারিপুত্র ও তিনটী কন্যা ছিল। ১ম ও ২য় পুত্রের নাম আমরা অবগত হইতে পারি নাই। তৃতীয় রামচন্দ্র দাস, যাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এই প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে। অনুপনারায়ণের মৃত্যুর পর এই পরিবার ঋণজালে জড়িত হইলে কতকগুলি ভাল ভাল জোত জমা নীলাম হইয়া যায়। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন গঙ্গানারায়ণ পরলোকে গমন করেন। মাতা নাবালক পুত্র ও কন্যাগুলি লইয়া অতিকষ্টে জীবন ধারণ করেন, তিনটী কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাদ্বয় বিবাহিতা হইলে তাহাদিগের স্বামীদ্বয় অর্থাৎ চাকলাগ্রাম নিবাসী কৃষ্ণসুন্দরচন্দ্র এবং সাগদা নিবাসী রামধন দত্ত মহাশয়দ্বয় এই নিঃস্বপরিবারকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বলিহার জমিদারের মধ্যে একটি মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং কোনরূপে নাবালক ভ্রাতৃগণ লইয়া কষ্টে সৃষ্টে কালযাপন করিতে থাকেন। রামচন্দ্র দাস মহাশয় গ্রাম্য পাঠশালায় যখন শিশুশিক্ষা পাঠ করেন তাঁহার বয়স ৮।৯ বৎসর, সেই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের বাটীর নিকট একটী কদলী বাগানে ক্ষুদ্র একখানী খেলার ঘর তুলিয়া তাহাতে কৃষ্ণ ও গণেশমূর্ত্তি (ক) স্থাপন করতঃ ভক্তিভাবে প্রত্যহ রামচন্দ্র পূজা করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্প তুলসী আদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করতঃ রামচন্দ্র বিগ্রহদ্বয়ের উপাসনায় এতদূর নিমগ্ন হইয়া যাইতেন যে সময়মত তাঁহার আহারাদিও হইত না।বাল্যজীবনে তাঁহার শিক্ষার অন্তরায় দেখিয়া স্থানীয় জমিদার কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় উক্ত চালাঘর ভাঙ্গিয়া মূর্ত্তিদ্বয় ইচ্ছামতী নদীতে বিসর্জ্জন দেন। এই ঘটনায় রামচন্দ্র ২।৩ দিন আহারাদি ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ক্রন্দন করেন। তৎপরে সমবয়স্ক বালকগণের নানারূপ সান্ত্বনায় শান্তিভাব অবলম্বন করেন।

দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম সময়ে তিনি তাঁহার ভাগিনামতা রাজসাহির প্রসিদ্ধ মোক্তার মহেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসায় বিদ্যাশিক্ষা

(ক) শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ও গণেশ মসীজীবীর অধিদেবতা। স

করিতে থাকেন এবং তথাকার এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া সাংসারিক দুরবস্থায় বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে আসেন। এই সময় তিনি চাকলাগ্রামে, তাহার ভগ্নিপতি কৃষ্ণসুন্দর চন্দ্র মহাশয়ের বাটিতে কয়েক দিবস বাস করেন। তথায় জনৈক সাধু সুবলদাস গোঁসাই বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণসুন্দর মহাশয়ও একজন পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ছিলেন, এই সাধুসঙ্গে রামচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত হন এবং তাঁহাদিগের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত, রাধাকৃষ্ণ বিলাস, প্রেমভক্তি, প্রার্থনা ইত্যাদি নানাবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

যৎকালে হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় পাবনা নগরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন তথায় তৎকালে তাঁহার স্থাপিত একটী হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ে রামচন্দ্র দাস অধ্যয়ন করিয়া সাগরকান্দী বড়ুরিয়া গ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। ৩।৪ বৎসর চিকিৎসা করিয়া কোন উন্নতি করিতে না পারিয়া অন্য কাজের চেষ্টায় কলিকাতা চলিয়া যান. তথায় শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, নব্যভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়, এবং মাণিকদহ গ্রামের জমিদার বিপিনবিহারী রায় মহাশয়দিগের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হয় এবং ঐ সকল মহাত্মাদিগের সাহায্যে বঙ্গের নানাস্থান ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন দুই বৎসর এই কার্য্য করিবার পর পুনরায় সাগরকান্দী আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত আহার বিহার করিতে থাকায় দেশে আত্মীয় বন্ধু সকল বিরক্ত হইয়া উঠে। এই অশান্তিতে তিনি সাগরকান্দী পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ি প্রস্থান করেন। তথায় পোষ্টাল বিভাগে কয়েকমাস কার্য্য করিলে উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতা আগমন করেন। তথা হইতে বৈদ্যনাথে জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাস্থ্য ভাল হইলে গয়াধামে প্রস্থান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়। এই সময় তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

পশ্চিম থাকার সময়ে পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের ধর্ম্ম বক্তৃতায় তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয় যে তিনি যাবজ্জীবন কৌমার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সংকল্প করেন। এই সময় কোন বন্ধুর সাহায্যে ধুবড়ী কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে ৩০ টাকা বেতনে কেরানীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় ১৩০৪ সনে প্রবল ভূমিকম্পে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হওয়ায় বাটী প্রত্যাগমন করেন। এই সময় ৩১ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া দার পরিগ্রহ করেন। এবং তদনন্তর দিনাজপুর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়, পরে ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে অক-

সাৎ অববিকারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও মধ্যমা কন্যাটির মৃত্যু হয়।

পত্নীর অভাবে দশ বৎসরের কন্যা ও দুই বৎসরের একটী শিশু পুত্র লইয়া মহাকষ্টে পতিত হন, এমন কি অনেক সময় স্বহস্তে পাক করিয়া নিজে আহার করিতেন ও পুত্র কন্যাকেও খাওয়াইতেন। তাঁহার ভগ্নদেহ এই প্রকার পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা সহ্য করিতে পারিল না! ক্রমে শরীর ও মন দুর্ব্বল, অবসন্ন হইয়া পড়িল। তদনন্তর ১৩২১ ১৭ই ভাদ্র ৪৯ বৎসর বয়সে পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজনের মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করেন।

রামচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাভগ্নির পুত্র শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। স্বদেশ স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মে রামচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। দরিদ্রতার ভীষণ নিষ্পীড়নে তদীয় মনীষা সাধারণ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাই এই প্রবন্ধের শিরোভাগে আমরা একটী ইংরাজী শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি। বিজন বনমধ্যস্থ প্রস্ফুটিত মল্লিকার ন্যায় রামচন্দ্র বর্ম্মার ধীশক্তি ও প্রজ্ঞা লোক লোচনের অন্তরালে প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার আদর্শ জীবনের সুগন্ধ নিতান্ত আত্মীয় স্বজন ব্যতীত আর কেহই ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি এক সময় ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত হন। কিন্তু যখন দেখিলেন নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব, উহাতে উপাসনার মূল তত্ত্ব ভক্তির সমাবেশ হয় না, তখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মই পুনর্গ্রহণ করেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তবাদী শ্রীবিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের সাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র বর্ম্মা মহোদয় আমার একজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহিত কলিকাতা ও ফরিদপুরে আমার মধ্যে মধ্যে দেখা হইত। কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বানর্থকরী দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়াও তিনি কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, অনেককে কায়স্থধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার শেষ জীবনের কর্ম্ম "জগদ্ধিতায়" ছিল। হে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ। তোমাদের সমাজের এই মহাত্মার আদর্শ জীবনের স্পন্দন অনুভব কর, ও কায়স্থাকাশে তদীয় তরুণারুণচ্ছটা অবলোকন করিয়া তোমাদের জীবনে নববলের সঞ্চার কর।

সম্পাদক

ভারতবর্ষীয় মহাসম্মিলন।

বিগত ২৬শে চৈত্র শুক্রবার হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে কুম্ভমেলার নিবা... উক্ত মহাসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় সম্পাদিত হয়। একটী

বিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত প্রায় ৫০০ শত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এবং পণ্ডিতবর্গকে এক-সূত্রে গ্রথিত করা এই মহা সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। উক্তদিবসে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা কাশীমবাজার, শ্রীযুক্ত করমচাঁদ গান্ধী, শ্রীযুক্তা সরলাদেবী, মাননীয় সুখবীর সিংহ প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ অনেক সন্ন্যাসী, অধ্যাপক, পণ্ডিতগণ।

প্রথমতঃ সামবেদোক্ত মন্ত্র সকল গীত হইলে, পণ্ডিতগণ একটী হবন কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীযুক্ত ভাগবত ঈশ্বর দাস এম, এ ঈশ্বর স্তুতি এবং ভজন গান করিয়াছিলেন। তদনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি লক্ষ্মণ দাসের পক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন। তৎকালে কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সময় মিরাটডিবিসনের কমিসনার শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারস্ সাহেব মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য প্রশংসা করিয়া বলেন যে যে সকল বীরপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে সম্রাটের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পাশ্চাত্য যুদ্ধানলে তাঁহাদিগের জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন এবং যে সমস্ত সৈনিক পুরুষ আহত হইয়াছেন তাঁহাদের মঙ্গলার্থে আপনারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। এই সময় পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা ভারতবাসীর রাজভক্তি সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় সভা অল্প সময়ের জন্য স্থগিত হয়। বিশ্রামান্তে পুনঃ সম্মিলন হইলে একটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। যথা—নিখিল ভারতবর্ষীয় সনাতনধর্ম্ম মহা-সম্মিলন চিরস্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সমগ্র হিন্দুজাতির ধর্ম্মোন্নতি জন্য ভারতের নানাস্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হউক। লালা মুরলীধর, লালা হরিচাঁদ, রায়সাহেব কেদারনাথ, পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিত এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর প্রস্তাবে এই মহাসম্মিলনের নিয়মাবলী এবং কার্য্য প্রণালী অবধারণ করা হইল।

এই মহা সম্মিলন অতি বিস্তীর্ণ কুম্ভমেলার একটী অংশ মাত্র। ২৬শে চৈত্র পর্য্যন্ত, উক্ত মেলায় ভারতবর্ষীয় সেবক সমিতি, প্রয়াগের সেবা সমিতি, এবং কলিকাতার মাড়োয়ারীদিগের সহায়ক সমিতি এবং স্বেচ্ছা-সেবকগণ প্রাণপণে যাত্রীদিগের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। স্থানে স্থানে পীড়িত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতেছিল পোলিসের কর্ম্মচারীগণ বিশেষ যত্ন সহকারে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন।

২৭শে চৈত্র শনিবার কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুর, দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান যাত্রীগণ মহাসম্মিলন কার্য্যে যোগদান করেন। কাশ্মীর এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর দ্বয়ের আবাসের জন্য ঋষিকুলক্ষেত্রে একটী অতি বিস্তীর্ণ বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন মঠের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য জন্য তিন দিবস হইল হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। কুম্ভ পর্ব্বোপলক্ষে এই মহাসম্মিলনের প্রথম প্রস্তাব দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর সম্মিলনের

সভাপতি স্বরূপে উপস্থিত করেন। তিনি বলিলেন যে হিন্দুদিগের রাজভক্তি স্থায়ীত্ব কামনায় আমি এই প্রস্তাবটী আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তিনি নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সঙ্কলন করিয়া দেখাইলেন যে রাজাই ধর্ম্মের রক্ষক ও প্রতিপালক। প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য (ক) যে তিনি নিরন্তর রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মোন্নতি সংস্থাপন করেন। ধর্ম্মরক্ষা শাস্ত্ররক্ষা, হিন্দুদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হিন্দুদিগের অভাব পরিপূর্ণার্থে রাজনৈতিক আন্দোলন, হিন্দুদিগের সামাজিক উন্নতি বদান্য হিন্দুদিগের দানকার্য্য সুপ্রণালী মতে চালিত হওয়া এবং গোরক্ষা ইত্যাদি এই মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য। সভার উন্নতির সহিত নানাস্থানে বালক বালিকা বিদ্যালয় পুস্তকাগার ইত্যাদি সংস্থাপিত করিতে হইবেক।

সভাকে রেজেষ্টি করিয়া যাহাতে উহার আয় বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি সকলেই সাহায্য করিবেন।

বিগত ২৭শে চৈত্র তারিখে কাশীতে ভারতধর্ম্ম মহা মণ্ডলের একটী অধিবেশনে সভ্যগণ উক্ত সম্মিলনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে সমগ্র ভারতবাসীর জন্য যৎকালে ধর্ম্মমহামণ্ডল কাশীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তখন আর একটী মহাসম্মিলন করা কি প্রয়োজন।

এখন হইতেই আবার দলাদলি আরম্ভ হইল।

সম্পাদক।

(ক) শাস্ত্রানুসারে রাজা অষ্টদিক্‌পালের অন্তর্ভুক্ত যথা—

অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতোনৃপঃ।

সম্পাদক।

কায়স্থ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ শ্রীশ্রী-চিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

মহাবাহু শ্যামবর্ণ কমল-লোচন,।
কম্বুগ্রীব গূঢ়শিরা পূর্ণেন্দু আনন ॥
লেখনী ছেদনী মসীভাজন সংযুত।
ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্ত দেবনরস্তুত ॥

তুমি পূজ্য পিতৃদেব আমাসবাকার।
কৃপাকরি পুত্রগণে করহ উদ্ধার ॥

শ্যামা-শ্রীচরণে স্নেহেতে পালিত
হয় মাগো যে সন্তান,
তারমত কেবা অখিল সংসারে
আছে আর ভাগ্যবান ?

সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আজি টলমল। বঙ্গের হিন্দুসমাজে আজি যেন এক মহাঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইতেছে। উন্নতির মহা-প্লাবনে আজি সমগ্র দেশ প্লাবিত। আমরা কায়স্থ, সুতরাং বিরাট হিন্দুসমাজের অন্য জাতির কথা আজি পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের নিজের কথা লইয়াই সামাজিক মহাশয়গণের নিকট উপস্থিত হইতেছি; আমাদের বিনীত প্রার্থনা, কায়স্থ সমাজের নেতৃবৃন্দ একবার দীর্ঘতন্দ্রা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করুন এবং আমাদের সকলের কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া দিন। সামাজিক নেতৃগণ আমাদের সমাজ তরীর কর্ণধার, এই উপস্থিত প্লাবন প্রবাহে তাঁহাদের কার্য্যকৌশলের উপরই এই তরীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অতএব তাঁহারা এই সময়ে সাবধান হউন, এবং সময় থাকিতে যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের সকলের সুখ সৌভাগ্য এবং স্বচ্ছন্দতার বিধান করুন।

আমরা সমাজের মধ্যে অতি নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, "তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, এত বড় কথায় তোমার কাজ কি, সমাজের কর্ত্তব্য সমাজপতিগণ নির্দ্ধারণ করিবেন, তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? সমগ্র সমাজকে এরূপ উপদেশ দিতে কে তোমাকে আহ্বান করিয়াছ? ইত্যাদি" এরূপ প্রশ্ন অবশ্যই অসঙ্গত নহে, সুতরাং একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। জানিনা কি কারণ ভগবান্, আমাকে আপনাদের এই বিশাল সমাজ-নৌকার দীর্ঘতম মাস্তুলের উপর বসাইয়া দিয়াছেন। জাহাজের কোন এক নগণ্য কর্ম্মচারী বা খালাসীকেই কাপ্তেন এই স্থানে বসাইয়া দেন, বোধ হয় সেই হেতুই ভগবান্ এই নগণ্য ব্যক্তিকেও এই সামাজিক জাহাজের সেই স্থানেই বসাইয়াছেন। সমাজ-জাহাজের চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ কি প্রবল বেগে লম্ফ দিতেছে, কি ভয়ানক গর্জ্জনই করিতেছে, ভীষণ হইতে ভীষণতর বাত্যা কি ভয়ঙ্কর বেগেছুটিয়া আসিতেছে, জাহাজের কেবিনে সুখসুপ্ত উচ্চ-শ্রেণীর আরোহীগণ তাহার কোন খবরই পাইতেছেন না, কিন্তু বিপদের প্রত্যেক ভয়াল চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই ভাসিতেছে, আমরা তাই বড়ই ভীত হইয়াছি, অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া তরীর পার্শ্বে অতি সামান্যরূপ আঘাত করিতে না করিতে সর্ব্বাগ্রে আমাদেরই সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে, আমরাই আসন্ন বিপদে অতিশয় আতঙ্কিত হইতেছি, সেই জন্যই আমরা প্রাণভয়ে, কাতরক্রন্দনে, আর্ত্তনাদ করিয়া আপনাদিগকে জাহাজের কাপ্তেন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গকে, সাবধান করিয়া দিতেছি। এখন

আপনারা প্রভু, আপনাদের কার্য্য আপনারা করুন আমাদের কার্য্য, চীৎকার এবং রোদন তাহা করিতেছি।

বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে কায়স্থ জাতির স্থান স্মরণাতীত কাল হইতে বহু উচ্চে অবস্থান করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কোন কালেই, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতিই কায়স্থ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানের দাবী করেন নাই, স্বপ্নেও সেরূপ করিবার আশা রাখেন নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার সময় সহসা এক বিষম গণ্ডগোল উৎপন্ন হইয়া আমাদের শান্তিময় সমাজে অশান্তি আনয়ন করিয়া দিল। (ক) কায়স্থগণ বিস্ময় এবং আতঙ্কের সহিত দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের চিরকালের মর্য্যাদার হ্রাস হইবার উপক্রম হইয়াছে, রাজদ্বারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আরও কতকগুলি জাতির নিম্নে বসিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য হিন্দু সমাজে তাঁহারা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে অর্থাৎ শূদ্রের শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। এই এক নিদারুণ আঘাতে বঙ্গদেশের কায়স্থ সমাজের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বহুদিনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহারা নিজ জাতির প্রকৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলেন, আত্মমর্য্যাদা-বোধ তাঁহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সেই জাগরণের ফলেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উৎপত্তি হইল। সে আজ ত্রয়োদশ বৎসরের কথা।

"কায়স্থ-সভার" জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই কিন্তু কায়স্থ সমাজের কোন কোন মহাপ্রাণ সুসন্তানের প্রাণে এই আত্মবোধের উদয় হইয়াছিল। ভট্টপল্লীর ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হলধরতর্ক চূড়ামণি মহাশয়কে বাঙ্গলার কোন্ অধ্যাপক পণ্ডিত আজিও সসম্মান স্মরণ করেন না? এই হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বহু প্রাচীন গ্রন্থাদি দৃষ্টে বুঝিতে পারেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ প্রকৃতপক্ষেই ক্ষত্রিয় এবং তাঁহার শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থাপত্রে তদানীন্তন বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই একমত হইয়া স্বাক্ষর করেন এবং এই ব্যবস্থানুসারেই আন্দুলের প্রসিদ্ধ রাজা বাহাদুর উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মুখোজ্জ্বল করেন (খ) এই দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপি তুলিয়া দেখাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। তবে যদি কেহ এই ব্যবস্থা পত্র দেখিতে চাহেন, আমরা অতি আনন্দের সহিত তাঁহাদের সেই কৌতূহল পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি। (গ) সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে এই ব্যবস্থাপত্রে বাঙ্গালার পণ্ডিত প্রধান সকল স্থান হইতে ৩৯ জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন। ইহাতে প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন, জয়শরণ তর্কালঙ্কার, পীতাম্বর তর্কভূষণ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগের সম্মতি যুক্ত স্বাক্ষর রহিয়াছে। তৎপরে ১৯২৮ সংবতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ শুক্ল মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন পুরঃসর আর একটী দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র প্রদান

(ক) ইহাই বঙ্গীয় সমাজ বিপ্লবের প্রধান কারণ। সম্পাদক।

(খ) এই উপনয়ন ব্যাপার ১২৫৩ বঙ্গাব্দে সংঘটিত হয়। সঃ।

(গ) মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে এই ব্যবস্থাপত্র আছে। সঃ।

করেন,এবং এই ব্যবস্থাপত্রে শ্রীশ্রীকাশীধামের সুবিখ্যাত ৯৬জন অধ্যাপক সম্মতিযুক্ত স্বাক্ষর করেন। এই পণ্ডিতগণের মধ্যে কাশ্মীর হইতে মহারাষ্ট্র এবং পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ সমুদায় ভারতবর্ষের ঋষিকল্প কাশী প্রবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ছিলেন। আন্দুলের রাজা বাহাদুরের উপনয়ন গ্রহণের সময়ে দেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে আমাদের মধ্যে মূল শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলন ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই, এবং তৎকালে দেশান্তরের কায়স্থ মহোদয়দিগের আচার ব্যবহার বিষয়েও আমরা অনভিজ্ঞ ছিলাম। সেই কারণে এবং প্রধানতঃ স্বার্থপর সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিকূলতা হেতু, অসময়ে এই সংস্কার দেশব্যাপী হইতে পারে নাই। উত্তর পশ্চিমে প্রাতঃ-স্মরণীয় কায়স্থ-কুল-ভাস্কর ৺ মুন্সীকালী প্রসাদের অতুলনীয় চেষ্টার ফলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তুমুল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়া আশাতীত ফললাভ হইয়াছিল। তথায় উচ্চনীচ বিচারালয়ে, রাজদ্বারে এবং সমাজে সর্ব্বত্রই কায়স্থ নিজ বর্ণোচিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ভেতো বাঙ্গালী আমরা খুব অঘোরে ঘুমাইতে ছিলাম। এবং তজ্জন্যই বিচারালয়েও রাজদ্বারে "শূদ্র" বলিয়া নিন্দিত, অবমানিত ও অধঃকৃত হইলাম।

আজি বিংশ বৎসরের ও অধিক হইল অশেষবিদ্যার আকর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ "বিশ্বকোষ" নামক বিরাট অভিধানে "কায়স্থ" শব্দের ব্যাখ্যা উপলক্ষে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করেন এবং সেই বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয় এবং ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্তপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অচির-জাত "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে অনেকগুলি বাদ প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই "জন্মভূমিতেই" তর্করত্ন মহাশয় অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়ই বটে তবে কিনা দীর্ঘকালপর্য্যন্ত তাঁহাদের উপনয়ন না থাকায় তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় হইয়াছেন মাত্র। তর্করত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বেই কিন্তু ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা ৺ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় (ব্রাহ্মণ) এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কায়স্থ-সভা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে এই প্রশ্ন কেবল মাত্র লেখা পড়া ও তর্কাতর্কির বিষয় ছিল। কায়স্থ সভাই উহার প্রকৃত মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদিগের পদাঙ্কানুসরণ করতঃ রীতিমত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কারের প্রচার আরম্ভ করিলেন। দেশের বড় বড় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থাপত্র দিলেন এবং অনেকে প্রথমে ব্যবস্থাপত্রে স্বীকার করিয়া অবশেষে "হাঁ না" করিয়া পাশকাটাইবারও চেষ্টা করিলেন। গত বর্ষের "গুপ্ত প্রেস" ও "পি, এম, বাগচি" কোম্পানির পঞ্জিকার কলহ যাঁহারা একটু মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে এই হতভাগ্য দেশের মনু পরাশরের আসনস্থ বলিয়া পরিচিত বড়বড় উপাধিধারী পণ্ডিতেরা কিরূপ নির্লজ্জভাবে নিজ নিজ বাক্যের প্রত্যাহার করিতে পারেন। সুতরাং কায়স্থান্দোলন লইয়া অনেক পণ্ডিত যে লুকোচুরি খেলিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয়ই বা কি আছে? যাহা হউক দেখিতে দেখিতে

দুইটী একটী করিয়া উপনয়নের সংখ্যা ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কতকগুলি কায়স্থবিদ্বেষী লোক একটী দল বাঁধিয়া প্রাণপণে এই নব সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সামাজিক অভ্যুদয় অথবা ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলনের রীতিই এই। জগতের ইতিহাস এই বিষয়ের অনন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। দেশ হিতকর অথবা সমাজ হিতকর একটা নূতন শক্তির অভ্যুত্থান আরম্ভ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটা প্রতিকূল শক্তির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। নবদ্বীপের প্রেমাবতার শ্রীশ্রী মহাপ্রভুই পণ্ডিত দিগের ঘাতুক ত্রিপুর অসুরের অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন, "অন্যে পরে কা কথা!" যাহা হউক বিবাদে ও কলহে এই উপনয়ন সংস্কার বেশ পুষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিদ্যাবুদ্ধি সম্ভ্রমে সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় এমন কি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজেও কায়স্থদিগের মধ্যে এই সংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল এবং আজি প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন। সভা সমিতিতে, সংবাদপত্রে, স্কুল কলেজে, ভদ্রলোকদিগের মজলিসে, মহিলাদিগের অন্তঃপুরে সর্ব্বত্রই এই কায়স্থের পৈতা লওয়ার আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবলবেগে বহিতেছে। সংস্কারের বিরোধী মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ আর এ বেগ থামাইতে পারিতেছেন না তাঁহারা ইহার প্রতিকূলে সভা, সংবাদপত্র, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতানুমোদিত সকল উপায়ই অবলম্বন করিতেছেন, নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে ইংরাজী অনুপবীতী কায়স্থকে (Boycot) বয়কট পর্য্যন্তও করিতেছেন। কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইতেছে! ভাগিরথীর স্রোতে দাম্ভিক মত্তদন্তী ঐরাবতের মত কায়স্থ সমাজের সম্মিলিত উদ্যম স্রোতের নিকট তাঁহাদের দম্ভ ভাসিয়া যাইতেছে! আজি বঙ্গদেশে পৈতা আর ব্রাহ্মণের এক চেটিয়া নাই, বহু কায়স্থেরই গলদেশে যজ্ঞোপবীত মন্দারমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ব্রাহ্মণ এই সংস্কারের বিরুদ্ধ কেন দাঁড়াইয়াছেন তাহার উত্তর কে দিবে? (ক) আমরা অনেক বিদ্বেষী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সদুত্তর পাই নাই। আমাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিতে গিয়া তাঁহারা যে নিজের পায়ে কুড়ুল মারিতেছেন। তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বই যে বাজেয়াপ্ত হইতে চলিয়াছে, এই সহজ কথাটাও তাঁহাদের বুদ্ধিস্থ হইতেছে না! হিংসা ও বিদ্বেষ তাঁহাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন বাঙ্গলাদেশে স্বতঃ অথবা পরম্পরিত ভাবে কায়স্থের বৃত্তিভোগী নহেন—এমন ব্রাহ্মণ আছেন কি? আবার অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে কায়স্থের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত

(ক) ইহার উত্তর দিবে—

১। ফরিদপুর জেলাস্থ কায়স্থবিদ্বেষী শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ।

২। কাশীধাম হইতে প্রচারিত ত্রিশূল পত্রিকা।

৩। কলিকাতাস্থ পঞ্চানন তর্করত্ন। সঃ

দেবপূজা যে ব্রাহ্মণের নিত্য জীবনোপায়— তিনিই আবার নাকি প্রাতঃকালে কায়স্থের মুখদর্শন ভয়ে নিজের মুখে ঘোমটা দেন (ঙ) হায় কলিকাল! রাক্ষস বিভীষণ "কলির ব্রাহ্মণের" সপথ করিয়াছিলেন বলিয়া যে উপাখ্যান আছে, তাহা যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনিই এই ভূদেব গণের লীলার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। (চ) আমরা অজ্ঞ ইহার কি বুঝিব? আমরা স্পষ্টই বলিব বাঙ্গলার কায়স্থগণ যদি প্রকৃতই শূদ্র হন, তাহা হইলে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণও বহুদিন হইল তাঁহাদের সহিত একগতি অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

ন্যায়ের প্রতি।

ন্যায় তোমার মূর্ত্তিটী বড় কঠোর—ভাষা বড় কর্কশ—হাসি বড় শুষ্ক, ব্যবহার বড় নিষ্ঠুর —জগতে তুমি একজন ঘোর অসামাজিক। তুমি কাযের বেলায় কাহারও মুখের দিকে চাহ না, শুধু কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া থাক— বলিবার সময় স্বার্থের দিকে না চাহিয়া কেবল সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাক্য ব্যয় কর— চলিবার সময় শুধু গন্তব্য পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া থাক, আশে পাশে একটী বার চাহ না। তুমি বন্ধুর অনুরোধ, আত্মীয়ের ক্রন্দন, এমন কি নিজের জীবনোপায়কেও অন্যায়ের অনুগত বোধে নির্ব্বোধের মত উপেক্ষা করিয়া থাক। তোমার জন্য জাগতিক কোন সুখ নাই—তোমার স্বভাব সুখের প্রত্যাশাও করিতে পারে না। তুমি বিলাসিতাকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছ, সে আর তোমার পাশে আসে না। তুমি লোভকে নির্য্যাতনে আনন্দানুভব কর, সে তোমার সংসর্গ ভাল বাসিবে কেন? তুমি কামকে সীমাবদ্ধ করিয়াছ, সে তোমার প্রতি প্রীতিশীল থাকিবে কেন? তুমি অন্যায়কে ভ্রাতার ন্যায় না দেখিয়া শত্রুর মত দেখ—জাগতিক সুখভোগে তাহার সহায়তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, তুমি বুঝিয়াও বুঝিতে চাহ না—আত্মসুখকে তোমার মত পদদলিত করিতে কাহাকেও ত দেখি না। আর তোমার ব্যবহারের পরিণাম যে কি তাহাও জানি না। তোমার প্রকৃতি নিয়তি নর-কুলকে ভীত, পীড়িত, বিরক্ত এবং তোমার প্রতি বিদ্বেষী করিয়া তোলে—ছি! তুমি তোমার স্বভাবের

(ঙ) শুনিতে পাই পণ্ডিতরাজ কায়স্থ-বিদ্বেষী যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যাঁহার অনেকগুলি বড় বড় কায়স্থ যজমান আছে প্রাতঃকালে কায়স্থের মুখদর্শন করেন না। সঃ

(চ) আর বুঝিয়াছেন আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক যিনি বারংবার কায়স্থ সমাজকে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে বয়কট করিতে অনুরোধ করিতেছেন। সঃ

পরিবর্ত্তন কর—হয় পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যায়ের সহিত মিশিয়া অনায়াসে পার্থিব যশ-মান-ধনের অধিকারী হও; যদি অনিচ্ছা হয় ধীরে ধীরে ধরণীবক্ষ হইতে অপসৃত হও; এ ধরা তোমার জন্য নহে! (ক)

ওহে কঠোর মূর্ত্তি! একবার চাহিয়া দেখ, তোমার পার্শ্বে অন্যায়ের কি মোহিনী ছবি—মুখে কি মধুর হাসি—চক্ষে কি বিনয়ের মাধুরী, ব্যবহার কি মোলায়েম। দেখিলে নয়ন জুড়ায়, হৃদয় ঢলিয়া পড়ে! অন্যায়ের ভাষা কি সুধামাখা মিথ্যার ছাঁচে ঢালা হইলেও কি প্রাণ মাতান! অন্যায় জাগতিক সুখের জন্য না করিতে পারে এমন কিছু নাই, তাহা আমি জানি—সে অবিরাম জগতের অপচয় করিয়া থাকে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে। তা হইলে কি হয়, তাহার চলনে, তাহার বলনে, তাহার আচরণে হৃদয়ে ক্ষণেকের নিমিত্তও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। কিছু বলি বলি বলি মনে করিলেও বলিতে পারি না—তাহার নয়ন পানে চাহিলে, স্তুতিপূর্ণ বাক্য শুনিলে, লজ্জায় মুখ নির্ব্বাক হয়, হৃদয় কারুণ্যে পূর্ণ হইয়া যায়! তাহার প্রতি কে না সন্তুষ্ট? তুমি তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পার না বটে পরন্তু জগৎ তাহাকে বড় ভালবাসে। সে যথাসম্ভব সবদিক বজায় রাখিয়া পথ চলিয়া থাকে; তোমার মত অপ্রীতিকর আচরণ তাহার কাছে নাই! তাহার আহ্বানে শত শত লোক সোৎসাহে সমবেত হয়, তুমি ডাকিলে কেহ ফিরিয়া চাহে না; ইহা কি ভাবিয়া দেখ নাই? একমুঠা অন্নের জন্য তুমি ভগবানের দিকে চাহিয়া থাক, কোন কার্য্য করিতে হইলে কত কথাই ভাবিয়া থাক, কার্য্যোদ্ধারে অসত্যের আশ্রয় লইতে চাও না সরল পথ ছাড়িয়া জটিল পথে যাও না। সেকি তাহা করিয়া থাকে? অন্নের সংস্থান করিতে, যশ মান আয়ত্ত করিতে কার্য্যোদ্ধার করিতে, সে তোমার সম্পূর্ণ বিপরীত! ছলে বলে কৌশলে, যে কোন উপায় অবলম্বনেই হউক স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লয়, যশ-মান-ধন তাহার কার্য্য প্রণালীর গুণে অনায়াস-লভ্য হয়। তুমি কতকাংশে নিজত্ব না ছাড়িলে কথনিত তাহার তুল্য ভাগ্যবান হইতে পারিবে না। তাই বলি ন্যায়! আর অন্যায়ের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি রাখিও না, কর্ত্তব্যের কঠোরতা পরিহার করিয়া তাহার দলভুক্ত হও; তোমার প্রতি জগতের সহানুভূতি হইবে। তুমি যদি তাহা না পার, সাংসারিক সুখের আশা ছাড়—(খ) পুনরায় বলি—এ ধরা তোমার জন্য নহে!!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

(ক) যেমন কায়স্থ শূদ্রাচারী হইলে, তাহার কায়স্থত্ব বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ন্যায়ত্ব বিনষ্ট না হইলে, সে অন্যায়ের সহিত মিশিতে পারে না। সম্পাদক

(খ) "ন্যায়" অন্তর্দ্ধান করিলে অন্যায়ের উৎপাতে জগৎ ক্ষণকাল তিষ্ঠিবে না, সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নররক্তে জগৎ প্লাবিত হইবে এবং মহাপ্রলয় আসিয়া জগৎকে গ্রাস করিবে। গীতার সেই মহাবাণী—"স্বল্পমপস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তেমহতোভয়াৎ।" ন্যায়ধর্ম্মের স্বল্পানুষ্ঠানে ও জগৎ মহানুভয় হইতে রক্ষিত হইবে। অতএব হে ন্যায়! তুমি অন্যায়কে এককালে নিধন করিয়া তোমার রাজ্য ধর্ম্ম জগতে সংস্থাপন কর। সম্পাদক

পরোপকার।

পুণ্যংপরোপকারঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নং।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসী কল্পান্তস্থায়িনীগুণাঃ॥

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী। তাহাতেই এ সংসারে কত মানুষ আসে যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত চরিত্রবান মহৎব্যক্তির সদ্‌গুণ-রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিকীর্ণ করে তাহাদের সেই কীর্ত্তি কথা যাবচ্চন্দ্র দিবাকর অমর হইয়া থাকে। কত যুগ যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি আজিও অধর্ম্ম নাশের জন্য দধীচি মুনির অস্থিদান, আশ্রিত রক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র, পিতৃসত্য পালনে রামচন্দ্র ও অতিথি সেবায় দাতাকর্ণের মহত্ত্ব কথা লোকমুখে বিঘোষিত হইতেছে। পৌরাণিক মহাপুরুষ গণের মহত্ত্ব কাহিনীও বিরল নহে। জগতের মঙ্গলের জন্য,দেশ হিত সাধনের জন্য, মহাপ্রাণ মহাপুরুষদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, দান, ত্যাগ প্রভৃতি আত্মোৎসর্গ কথা পুণ্যভূমি ভারত ইতিহাসের পত্রাঙ্কে বহুস্থানে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টান্তে আমাদের যেন সে সমস্ত কথা বিস্মৃতি সলিলে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে লোকের সেরূপ অকপটতা নাই, সেরূপ পরোপকারে প্রবৃত্তি নাই, সেরূপ সমাজ হিতৈষণা নাই, আছে কেবল পরদ্বেষ,পরপীড়ন স্বার্থান্বেষণ ও অহঙ্কার। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনও সমাজের চরম অধঃপতন হয় নাই। এখনও সমাজের এমন অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা প্রকৃতই পরের সুখে সুখী এবং পরের দুঃখে দুঃখী হন। এখনও কাহারও বিপদ দেখিলে কেহ কেহ উহা নিজের বিপদ বলিয়া মনে করেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

২। বিগত অগ্রহায়ন মাসে জনৈক ভদ্রলোক ষ্টীমারে জলপাইগুড়ি যাইতেছিলেন পথে তাঁহার সমস্ত দ্রব্য চুরী হয়। পকেট কাটা চোর তাহার পকেট কাটিয়া নোট টাকা ইত্যাদি সমুদায় চুরি করিয়া লয়। তাঁহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী, একটী পুত্র ও কন্যা ছিল। সুতরাং ভদ্রলোকটী সে কিরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তৎকালে তিনি ষ্টিমারের অনেক শিক্ষিত ভদ্রবেশধারী যাত্রিগণের নিকট তাঁহার বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া, ভিক্ষা নহে, হাওলাত স্বরূপ কয়েকটী টাকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। ভদ্রলোকটী সাহায্য প্রার্থনায় বিফল মনোরথ হইলে অবশেষে জনৈক উদার হৃদয় মহাত্মার নিকট হইতে বিশেষ সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হন। অর্থদাতা কিছুতেই তাঁহার প্রদত্ত অর্থ পুনঃ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন!

নাই, এমন কি তাঁহার নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত উক্ত ভদ্রলোকটীর নিকট জ্ঞাপন করেন নাই, তদনন্তর উক্ত বিপন্ন ভদ্রলোকটী ঐরূপ অর্থ সাহায্যে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। এবং স্বস্থানে গমন করিয়া ঐ কয়েকটী টাকা মনিঅর্ডার যোগে সাহায্যকারীর নিকট পাঠাইয়াদেন। টাকা কয়েকটী প্রত্যার্পণ করিলে ভদ্রলোকটী বড়ই মনঃকষ্ট পাইবেন মনে করিয়া সাহায্যকারী মহাত্মা তদীয় প্রদত্ত অর্থ পুনঃ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য ঐ টাকা কয়েকটী গ্রহণ করিয়া দীন দরিদ্রকে দান করিয়াছেন। পাঠক উক্ত মহাত্মার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দেব সরকার। তিনি বর্ত্তমানে নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধরাইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদারী ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার। তাঁহার মহৎহৃদয়ের গুণাবলী সম্যক কীর্ত্তন করা আমার অসাধ্য। তবে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত মহাত্মার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আর একটু বলিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী উপসংহার করিব। উক্ত ম্যানেজার মহাত্মা তাঁহার অধীনস্থ জমিদারী ষ্টেটের কার্য্য অতিশয় দক্ষতা, সততা ও সুযশের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। এবং বিনামূল্যে আপন ঔষধদ্বারা দীন দরিদ্রকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় অনেক কলেরারোগাক্রান্ত ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিও আরোগ্য লাভ করিয়াছে। উপসংহারে শ্রীভগবানের নিকট আমি উক্ত মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

কবিতাগুচ্ছ।

পাশ্চাত্য মহাসমর উপলক্ষে। ১।

এ যদি সে কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণ,
আমৃত্যু অকৃতদার,
অটল প্রতিজ্ঞা যাঁর,
কোথা ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কোথা তবে দ্রোণকৃপ,
কোথা দুর্য্যোধন নৃপ,
কোথা কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিত-পাবন,
কোথা ধর্ম্মরাজ্য,কোথায় শ্রীবৃন্দাবন ? ১।

এ যদি সে কুরুক্ষেত্র কোথা সে অর্জ্জুন,
কোথা ধীর যুধিষ্ঠির,
কোথা তবে ভীমবীর,
কোথা মাদ্রি সুতদ্বয় শত্রুনিসূদন।
কোথা বা সে জয়দ্রথ,
কোথা বৈজয়ন্তী রথ,
কোথা অভিমন্যু বীর অপার্থিব-ধন,
পূজ্যপাদ মহাঋষি কোথা দ্বৈপায়ন ? ২।

কোথা সে গান্ধারী দেবী সতী অতুলন,
মিত্রতার পূতমূর্ত্তি,
কোথা কর্ণ মহাকীর্ত্তি,
কোথা সে সঞ্জয় অহো দেবেন্দ্র-রঞ্জন।
অনুপম সুমহত্ত্ব,
কোথা সেই ধর্ম্মতত্ত্ব,
গীতায় যে জ্ঞান চক্ষুর হয় উদ্‌ঘাটন,
কোথা সেই ক্ষাত্রধর্ম্ম ভুবন মোহন। ৩
মিছেকথা সে আহব এ আহব নয়,
সে যে ছিল সুপবিত্র,
এ যে রে নরক-চিত্র,
সে যে স্বর্গ এসে দেখি নরক নিলয়।
লইয়া নিষ্ঠুর ব্রত,
ইহারা লুণ্ঠনে রত,
উচ্ছৃঙ্খল, নিরদয় দম্ভী দুরাশয়,
সদা প্রতারিত এরা নর-গরিমায়! ৪
তাইতো হতেছে নিত্য নারী নির্য্যাতন,
নিত্যই স্বদেশভক্ত,
মাখিয়া বালক রক্ত,
বৃদ্ধের শোণিতে সদা করিছে তর্পণ।
লইয়া বিমান যান,
করিতেছে খান খান,
বন্দুক কামানে করে ধরা বিদারণ।
সেই বীর ব্রত কিহে এদের ভূষণ? ।৫
ইহারা কি সেই ক্ষত্র? সুধাই কাহারে,
যাহারা সুসভ্য বলি,
বিজয়-পতাকা তুলি,
বিরচি সুনীতিচয় ধর্ম্মরাজ্য তরে,
একদিন যোদ্ধৃ বেশে,
এসেছিল এই দেশে,
হাসিমুখে দিয়াছিল প্রাণ অকাতরে,
সে ক্ষত্রিয় জাতি কিহে পাশ্চাত্য সমরে? । ৬

এ যদি সে কুরুক্ষেত্র সমর দুর্ব্বার,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়,
এ নীতির অভ্যুদয়,
দেখিবতো শুনিবতো আর একবার।
যদিও জীয়ন্তে মরা,
হয়েছি আপন হারা,
তথাপি যোগাব আমি পূজার সম্ভার,
শুনাইব মৃদুতানে প্রাণের ঝঙ্কার। ৭

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

বৃটিশের জয়। ২।

শুভ্রসুহাসিনী সাগর-বাসিনী
বৃটেনিয়া মাতা মোর।
তবযশ গায় সমগ্র ধরায়
কিভয় বলমা তোর ॥১।
ভয়কি বৃটন হও আগুয়ান
আমরা থাকিতে কিবা ভয়?
বৃটিশপতাকা চাই মান রাখা
বলসবে বৃটনের জয় ॥২।
মোরা নাহিডরি কৃতান্ত নেহারি
অষ্ট্রীয়ায় তুচ্ছ করি।
দেখুক জগত পারেকি ভারত
নাশিতে জর্ম্মন অরি ॥৩।
শিবাজী প্রতাপ সূর্য্য সমতাপ
একদিন ছিলগো ভারতে।
ভীমসিং, বীরেন্দ্র জগৎ, সমরেন্দ্র
শিশোদীয়া রাঠোর বংশেতে ॥৪।
কি ভয় বৃটন ভারত-নন্দন
করিবে জর্ম্মন ক্ষয়।
ক্ষত্র-বীরগণ হও আগুয়ান
গাও বৃটনের জয় ॥৫।

যেন মনে শিখ দিবে সবে ধিক্
বিমুখ হইলে রণে ॥
গুরখা সকল হয়োনা বিকল
নাশিতে অরাতি গণে ॥৬।

শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ তহবিলদার দেববর্ম্মা।

কি যেন । ৩ ।

কিযেন মরমে মোর,
জাগে নিশিদিন,
কি যেন হারায়ে সদা
বিষাদে মলিন ।১
হতাশ ব্যথিত প্রাণে
উঠে হাহাকার,
কে যেন লুটিছে মোর
সৌভাগ্য সম্ভার । ২
কি যেন আমার ভাবি
ধরিবারে যাই,
পাইনা ধরিতে তাহা
চকিতে হারাই । ৩
কি যেন কি লুকায়েছে
গভীর নিশায়,
কি যেন পাইনা ব'লে
কাঁদি নিরাশায় । ৪
অন্তরে জাগিছে নিতি
দুর্ব্বার পিপাসা,
কে যেন কহিছে ধীরে
"মিটিবেনা আশা ।" ৫

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ভবভয় হরণ । ৪ ।

অহরহ ভজ মন নটবর চরণ ।
ভবভয় লয় কর ভবভয় হরণ ॥
অমল কমল তব শশধর বদন ।
নব নব নটবর হর-মন-রমণ ॥
শতদল দল সম ঢল ঢল নয়ন ।
রসময় নটবর গজ-জয়-গমন ॥
হয় মম অযযত কণ-ধর-শয়ন ।
সততদমন কর মম মনমদন ॥
জনম সফল কর ভবভয়-হরণ ।
অভয়-চরণ-তল লহমন শরণ ॥

শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ তহবিলদার দেববর্ম্মা ।

গান । ৫ ।

যাবে কিগো সেথা-যেথা নীল-গগন-তলে
পুষ্পিত-কাদম্ব-মূলে
কালা বাঁশরী বাজায় ।
পরিয়ে মোহন চূড়া
অইগো সেই ননী-চোরা
গোপীকা মন মাতায় ॥
(সই যাবেকিগো সেথা) যেথাসুন্দরশ্যামল মাঠে
গোপাল লইয়া গোঠে
গোপাল নাচিয়া বেড়ায় ।
(অইদেখ) হাতেলয়ে কানাই-নড়ি
কৃষ্ণরূপ পরিহরি
রাখাল সেজেছেহায় ।
(সই) চ'লেযায় শ্যামরায়
হায় ফিরিয়ে না চায়
(অইযেগো) নেচে নেচে চলে যায় ।
(ঐ শোনলো) রুণ্গিণ চরণের নূপুর ধ্বনি
ঝলসিছে কিবা মরকত মণি

অই নিপট-নিঠুর শ্যাম যায়রে ॥
যাও যাও নটবর ফিরে আর চেয়না
পরাণে না জাগিলে আকুলপিয়াসা ফিরে এসনা।
শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ তহবিলদার দেববর্ম্মা।

"শ্রেষ্ঠত্ব"। ৬।

সূক্ষ্মবুদ্ধি নৈয়ায়িক মহা জ্ঞানবান
ন্যায়ের বিচারে মত্ত, শিখাআন্দোলিয়া;
মুহু মুর্হু গ্রন্থ হ'তে সূত্র উদ্ধারিয়া
প্রতিমার বাস্তবতা করিছে প্রমাণ।
স্থূল বুদ্ধি, নিরক্ষর শাস্ত্র জ্ঞানহীন
শূদ্র এক বসি' তার জীরণ কুটীরে,
'মামা' বলি' ডাকিতেছে ভাসি' অশ্রুনীরে
সম্মুখে স্থাপিত এক প্রতিমা মলিন।
কে শ্রেষ্ঠ? গরিমা-দৃপ্ত নৈয়ায়িক বর
কিংবা শূদ্র উপাসক মুর্খ ঘোরতর?
শ্রীস—

"বাসনা"। ৭।

আমি চাইনা অর্থ
চাহিনা স্বার্থ
চাহিনা মুক্তাহেম্।
আমি চাহিনা শক্তি
চাহিনা ভক্তি
চাহিনা মানুষী প্রেম্॥
আমিচাহিনা ধর্ম্ম
চাহিনা কর্ম্ম
চাহিনা প্রীতিরহার।
আমি চাহিনা যুক্তি
চাহিনা মুক্তি
চাহিনা সুখের সার।
এ ধরণী মাঝে
তবকাজে যদি,
বেঁধে মোরে প্রভু
রাখ নিরবধি,
সে নহে বন্ধন; বাসনা আমার।
ইহা ছাড়া কিছু নাহি আশা আর॥
শ্রীস—

(বাল্য রচনা) ॥ ৮ ॥

আমারে সকলে শুধু করে অবহেলা।
মুকুতা মাণিক পেলে,
কেবা বল হাত মেলে?
অনাদরে পায় ঠেলে মৃত্তিকার ঢেলা;
অভাগায় সকলেই করে অবহেলা। ১
আমারে সকলে সদা করে অযতন।
নন্দন-কুসুম-চয়,
সুরপতি শিরেলয়,
দেবতার ভালে শোভে অগুরু-চন্দন
বনজ হিজল ফুলে শুধু অযতন। ২
আমারে সকলে ভাই করে অনাদর।
সম্রাট অতিথি পেলে,
কেবা তাঁয় অবহেলে?
দরিদ্র ভিখারী প্রতি ঘৃণা নিরন্তর,
অভাগারে সকলেই করে অনাদর। ৩
আমারে সকলে হায় করে অবহেলা।
জলদে যতন ক'রে,
সুমেরু মাথায় ধরে,
সমল কুপের জলে শুধু "থু থু" ফেলা,
অনাদরে ফেলে যায় করি অবহেলা। ৪
আমারে সকলে হায় করে অবহেলা।
সুগন্ধি কুসুম রাশি,
সম্ভাষে শরতে হাসি,

শীতের পরশে হয় ব্রততী বিকলা,
অভাগারে চিরদিন সবে করে হেলা। ৫
তাহাকে যে বাসে ভাল কি মহত্ব তার ?
নির্গুণ পাপীরে তুলে,
স্নেহে বেঁধে লয় কোলে,
পুণ্যের পবিত্র পথে লয়ে অনিবার,
সেবুঝি মানব নহে দেবতা ধরার। ৬ (ক)

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

ভূতাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী।

আজ ১৯১৫। ৪ঠা এপ্রিল রবিবার। এইদিনে ১৯১৫ বৎসর পূর্ব্বে দুষ্কৃতগণ ভগবান্ খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করে। আজ সেই মহৎ দিনের সাম্বাৎসরিক মহোৎসব খৃষ্টীয় জগৎ নানা ভাবে সেই দিনের মহত্ব প্রচার করিতেছেন। (ক)

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের বাণিজ্য-রাজধানী নিউইয়র্ক নগরে তত্রস্থ প্রসিদ্ধা গায়িকা ম্যাডেম মহোদয়ার ম্যাডিশান এভিনিউ নামক পুস্তকাগারে প্রাতঃ কালে নিউইয়র্ক নগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মবিদ্যা বিশারদ মহাত্মাগণ (Distinguished spiritualists) ভূতাত্মাগণের নিকট পাশ্চাত্য যুদ্ধের শেষ-কাহিনী শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। প্রাতঃসূর্য্য-কিরণ সম্পাতে সম্মুখস্থ আট্‌লাণ্টিক্ মহা সাগরের মনোমোদ সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। সমগ্র নগর হৈম কিরণে উদ্ভাসিত। সমবেত বৈজ্ঞানিকগণ পবিত্র চরিত্রা উক্ত ম্যাডেমকে মধ্যস্থা (medium) হইতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, মার্কিণ দেশের মধ্যস্থগণ অর্থগ্রহণ করেন বলিয়া নিন্দার্হ হইয়াছেন। পরিশেষে বন্ধুগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এবং তাঁহার প্রেতাত্মা-উপদেষ্টাগণের (Spiritual guides) আদেশে তিনি মধ্যস্থা হন। এই ম্যাডেম একজন মার্কিণ পরমা সুন্দরী যুবতী, তাঁহার উপদেষ্টাগণের কৃপায় তিনি আজ কয়েক বৎসর হইল ভুবন-ভুলানো মধুর ধ্বনি তদীয় কমনীয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রতি রাত্রে নিউইয়র্ক নগরের অধিবাসিগণকে অভিনয় মঞ্চে মুগ্ধ করিতেছিলেন। নগরে তাঁহার প্রতিপত্তি কম নহে। তাঁহার অনুরোধে তাহার নাম আমরা গোপন করিলাম। আমরা তাঁহাকে "ম্যাডেম" নামেই অভিহিত করিব।

(ক) ওয়ার্লড ম্যাগেজিন (World magazine) নামক মার্কিণ মাসিক পত্র হইতে বিগত ১৯১৫ সনের ১০ই জুন কলিকাতার দৈনিক পত্রিকায় (Indian Daily News)এ উদ্ধৃত বিবরণ হইতে অনুদিত।

(ক) তাই শ্রীচৈতন্যদেব বলিতেন—"অমানিনা মানদেন" সম্পাদক

পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় ম্যাডেম অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল,হৃদ্ পিণ্ডের গতি অনিয়মিত ও সচঞ্চল, বন্ধুগণ তাঁহাকে লইয়া বিষম বিপদে পড়িলেন, অনেক রকম শুশ্রূষার পরে তিনি অচৈতন্য অবস্থায় স্থির ভাব ধারণ করিলেন। (খ) মধ্যাহ্ন ম্যাডেম প্রথমতঃ সূর্য্য দেবের একটি স্তোত্রপাঠান্তে সবিতৃ দেবকে প্রণাম করিলেন, তখন সমবেত বন্ধুগণ বুঝিলেন যে, ভারতীয় প্রাচীন আলোক দেবতা মিথ্রো (Zoroaster) যাঁহাকে ইরাণীয় আর্য্যগণ উপাসনা করিতেন তাঁহার আত্মাই ম্যাডেমের আত্মার উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন। (গ)

আলোক দেবতা ম্যাডেমের মুখ দিয়া বলিতেছেন "আমার নাম জোরোয়াষ্টার খৃষ্ট জন্মিবার ৫৭১১ বৎসর পূর্ব্বে আমি ভারতে অবতীর্ণ হইয়া এই অখণ্ড মণ্ডলাকার পরিদৃশ্যমান বিশ্বে "একমসৎ" এবং তাঁহার একটি সার্ব্বজনীন শক্তি (One Universal Law) দেখিয়াছিলাম। মানুষ যে ভাবে বর্ষ গণনা করেন আমি ২১০ বর্ষ পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলাম। (ঘ) আমি ঈশ্বরের একমাত্র অভিব্যক্তি সূর্য্যকে দর্শন করিয়া ছিলাম। এই সবিতৃ দেবতা সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত। সেই উজ্জ্বল আলোক রূপেই আমি ম্যাডেমে আবিষ্ট হইয়াছি। পৃথিবীতে অনেকবার খৃষ্ট আসিয়াছেন ও আসিবেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে পূর্ব্বদেশ হইতে (From the East) একজন মহাত্মা আবির্ভূত হইবেন। যিনি সমগ্র বিশ্বে ও য়ুরোপে শান্তি ও প্রেম চিরদিনের জন্য সংস্থাপন করিবেন। পাশ্চাত্য সমর সত্বর শেষ হইবে। ইহুদীয় খৃষ্ট পৃথিবীতে পবিত্রজীবনের একটি অনন্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। রোম গ্রীষ বাসিগণ যিসুকে তাঁহাদের পরিত্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আর একজন শ্রেষ্ঠ অবতারের সময় প্রত্যাসন্ন, তিনি পূর্ব্বদেশ (Form the East) হইতে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি খৃষ্ট হইতেও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, এবং তিনি সমগ্র বিশ্ব না হইলেও অধিকাংশ বিশ্বে তাঁহার শক্তি বিস্তার করিবেন। প্রাকৃত রাজ্যের ন্যায় অধ্যাত্ম রাজ্যেও বিপ্লব বা বিদ্রোহ মঙ্গলের নিদান। সময়ে সময়ে অধর্ম্মের আবির্ভাব না হইলে রাজ্য সুদৃঢ় হয়না (ঙ)

(খ) উক্ত ওয়ালর্ড ম্যাগেজিনের অনেক প্রবন্ধ লেখক সি, ডবলিউ, উড (C. W. Wood) উক্ত ৪ঠা এপ্রিল তারিখের বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া এই প্রবন্ধটি উক্ত ম্যাগেজিনে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(গ) কায়স্থ জাতীর আদিপুরুষ শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্তদেবের পিতা মিত্র,সূর্য্য ও জোরোয়াষ্টার একই দেবতা।

(ঘ) শুনিয়াছি শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ২১০ বৎসর কাশীধামে এবং অন্যান্য স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

(ঙ) শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপে অতি ভীষণ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত, আবাল বৃদ্ধ বনিতার রক্তে দেশ প্লাবিত হইতেছে! নারীগণ নির্য্যাতিত ধর্ম্ম-মন্দির সকল বিধ্বস্ত, গ্রামসকল লুণ্ঠিত হইতেছে, এমন কোন পাপই নাই যাহা ইয়ুরোপের যুদ্ধখণ্ডে না হইতেছে'। অবতারের আবির্ভাব প্রত্যাসন্ন।

তাই মানুষের পাপ রাশি ধ্বংস ও সত্যের বিকাশ জন্য এই ভীষণ পাশ্চাত্য মহা সমর প্রায়শ্চিত্তরূপে উপস্থিত। প্রচুর রক্ত ধারায় এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বিদ্রোহ (Revolt) হইতেই মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করে। রবিদ্রোহ ও বিপ্লব হইতেই পুনর্জ্জীবনের সৃষ্টি (Resurrection must come fom revolution) বিদ্রোহীগণ বা বিপ্লবকারীগণ জানেন না যে তাঁহাদের কার্য্যাবলী অধ্যাত্মিক শক্তি মূলে নিবদ্ধ এবং স্থূল অশরীর আত্মাগণ দ্বারা তাঁহারা নিরন্তর পরিবেষ্টিত। ইহারা সকলেই জ্ঞানী নহে, ইহাদের মধ্যে ভালমন্দ আছে। মন্দকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ অধিকারী আত্মার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে গুরূপদেশ প্রয়োজন।

এই ভয়াবহ সময়ের শেষ ফল একটী মহাপরিবর্ত্তন, তাহাতে মানুষ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে নূতন জ্ঞানের আলোক দর্শন করিবে। বিশ্বের সমুদায় জাতি নূতন জ্ঞানের আলোকে জাগরিত হইবে।

পাশ্চাত্য সমর শেষ হইয়া আসিল। ১৯১৭ ২১শে হইতে ৩০শে জুলাই মধ্যে ইহার শেষ প্রায় লোকলোচনে আবির্ভূত হইবে, এবং আগামী অক্টোবর মাসেই যুদ্ধ একরকম শেষ হইবে। অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইবেক, এবং ১৯১৮, জানুয়ারী মাসে ইয়ুরোপে সন্ধি সুদৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হইবে।

আমি আগেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বদেশ হইতে (Out of the East) একজন মহাত্মা আবির্ভূত হইবেন। যাঁহার প্রীতি কামনায় সমগ্র জাতি উত্তেজিত হইবেক। আমি তাঁহার নাম আজ বলিতে পারিবনা। কিন্তু তোমাদের বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইবেনা, তাঁহার প্রেমের রাজ্য অবনত মস্তকে সমগ্র জাতি স্বীকার করিবে। মার্কিণ জাতি এই সুযোগে বিশেষ ভাবে উন্নত হইবেন, এবং তোমাদের যে মহাত্মা তোমাদের দেশের শাসন কার্য্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন তাঁহার সাহায্যে পৃথিবীর অনেক উপকার হইবে। এই মহা সময়ের বিপ্লবে ইয়ুরোপের কোন কোন রাজা মহারাজা তাঁহাদের রাজ্য ভ্রষ্ট হইবেন, এবং কেহ কেহ বা তাঁহাদের জ্ঞান হারাইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় বিচরণ করিবেন। এই মহাসমরের তিরোধানে ইয়ুরোপে কতকগুলি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রজা তন্ত্র, (Republics) সংস্থাপিত হইবেক। এবং সামাজিক ও রাজ নৈতিক প্রচুর পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইবে। বর্ত্তমান অধর্ম্মের স্থানে ধর্ম্মরাজ্য ও বিদ্বেষের স্থানে প্রেমরাজ্য ইয়ুরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সংস্থাপিত হইবেক এই সকল পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হইবেক। এবং এই বিশ্ব নূতন সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইবে। ইতি।" এই পর্য্যন্ত বলা হইলে ম্যাডামের চৈতন্য হইল।

সম্পাদকের মন্তব্য—

বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্য। এই স্থানে স্বামি বিবেকানন্দ তাঁহার বৈদান্তিক ধর্ম্মের বীজ প্রথমে বপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মার্কিণ দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই স্থানেই প্রভূত আদর ও সহানুভূতি ও সফ-

লাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই কায়স্থের আলোকদেব, কায়স্থ জাতির আদি পুরুষের পিতা জোরোয়াষ্টার একজন প্রসিদ্ধ গায়িকার শরীরে আবিষ্ট হইয়া এই মহাসমরের ফলাফল নির্দ্দেশ করিতেছেন।

আমরা অভ্রান্ত প্রমাণের বলে জানিতেছি যে, বিগত ৪ঠা এপ্রিল রবিবারে নিউইয়র্ক নগরে উক্ত ম্যাডেম প্রমুখ জোরোয়াষ্টার দেবতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আগামী অক্টোবর মাসে এই মহাসমরের পরিসমাপ্তি হইবে। বিগত ১৪ই জুলাই ইয়ুরোপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে বার্লিন ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ কৈজারের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করেন যে আগামী শীত ঋতু পর্য্যন্ত যদি এই সমর চলিতে থাকে তবে জার্ম্মানির নিদারুণ অর্থাভাব হইবে। তাঁহারা আর অর্থ দিতে পারিবেন না। এই সময় কৈজার প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে তিনি এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করিয়া দিবেন। এইক্ষণে অক্টোবর মাসে যুদ্ধ শেষ হইলে উক্ত ভূতাত্মার ভবিষ্যবাণীর সফলতা হয়। উক্ত ভবিষ্যবাণীর দ্বিতীয় কথা পূর্ব্বদেশ হইতে মহাত্মার আবির্ভাব। এই পূর্ব্বদেশ আমরা পুণ্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষ মনেকরি, কারণ ভারতবর্ষ অবতারের দেশ, বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বক্তা জোরোয়াষ্টার ভারতের লোক, ভারতবর্ষ হইতে কোন্ মাহাত্মা অধুনা অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বের পাপ তাপ হরণ করিবেন তাহা নিশ্চয় প্রকারে বলা যায়না। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি যে দেবতা সমাজে অগ্নি ও বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ, এমতাবস্থায় আমরা অনেকরি যে কোনও ব্রাহ্মণ অবতার হইতে পারেন। বিশেষতঃ ভবিষ্যতের অবতার কল্কী ও ব্রাহ্মণ। নানা স্থানে মহাপুরুষ দেখিয়াছি কিন্তু ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গণে অবস্থিত শ্রীশ্রী-জগদ্বন্ধু সুন্দরের ন্যায় চতুর্দ্দশবর্ষ নির্জ্জনে অবস্থিতি ও মৌনী মহাত্মা আমরা আর কুত্রাপি দেখিনাই। শ্রীভগবান্ গীতার মোক্ষ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

'সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথাব্রহ্ম তদাপ্নোতি নিবোধ মে।' অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন, সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি যে প্রকারে ব্রহ্ম লাভ করেন, জ্ঞানের সেই পরানিষ্ঠা আমার নিকট শ্রবণ কর।—

বিবিক্ত সেবী লঘাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

অর্থাৎ নির্জ্জনস্থান বাসী, স্বল্পাহারী, বাক্য কায় মনঃসংযম বিশিষ্ট, নিরন্তর ধ্যান যোগ পরায়ণ এবং বৈরাগ্য মিশ্রিত হইয়া অহঙ্কার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম ও শান্ত ভাবে যিনি অবস্থান করেন তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ইত্যাদি—শ্রীভগবান্ জগদ্বন্ধু সুন্দরের এই সমস্ত গুণাবলী অক্ষরে অক্ষরে পর্য্যাপ্ত হইতেছে, ইহা ত আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন। অধুনা তিনিই যে সেই অবতার তাহা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। প্রভুর অগণ্য ভক্তগণ ধীরে অপেক্ষা করিতেছেন।

সম্পাদক

জজ ৺ বরদাচরণ মিত্র বাহাদুর।

আমরা অতীব সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কায়স্থ আকাশ হইতে একটি জ্যোতির্ম্ময় তারকা সহসা স্খলিত হইয়া সমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়াছে। বিগত ১৩ই আষাঢ় রাত্রি ১ ঘটিকার সময় জজ বরদাচরণ মিত্র বাহাদুর পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। কতিপয় দিবস হইল তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার পঞ্চমপুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে মিত্র মহোদয় শোকচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে মিত্র মহোদয়ের কার্য্য তদীয় জীবনের কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে।

মিত্র মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে দেওয়া হইল। আসাকরি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হিরণচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, কিম্বা অন্য কোন বন্ধু মহাত্মা তাঁহার জীবনবৃত্ত সবিস্তারে আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২১ই জানুয়ারী মিত্র মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ৫২ বৎসর বয়সে তদীয় জীবলীলা সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ৺ বেণীমাধব মিত্র মহাশয় কলিকাতা কষ্টম্‌স বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরদাচরণ কলিকাতা প্রসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং এফ, এ পরীক্ষায় ৪র্থ বি, এ পরীক্ষায় তৃতীয়, এবং এম, এ পরীক্ষায় সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তদনন্তর প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিচার বিভাগে নিযুক্ত করেন। তিনি যখন ফরিদপুরে জজ ছিলেন আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বহরমপুর, বীরভূম এবং হুগলিতে তিনি পূর্ণ দক্ষতার সহিত জজের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক সুবিচারক আমরা কমই দেখিয়াছি। বহরমপুর বীরভূম এবং হাওড়ায় যে কায়স্থ-সভা হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্যোক্তা তিনিই ছিলেন। তাঁহার হঠাৎ ও অকাল মৃত্যুতে আমরা অধীর হইয়া পড়িয়াছি। রাজকার্য্যে তাঁহার অবসর অতি অল্পই ছিল, তথাপি আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় এবং নব্য-ভারতে তাঁহার রচিত কবিতা সকল পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেই বিমুগ্ধ হইতেন। তিনি এক জন স্বভাব-কবি ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার কবিতা সকল বড় বড় ইংরেজ কবি হইতেও নিকৃষ্ট ছিল না। ফরিদপুরে অবস্থিত সময়ে আমাদিগের কৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীর বঙ্গানুবাদ তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম তাঁহার কবিত্বশক্তি অতীব শ্রেষ্ঠ ছিল। বঙ্গভাষায় তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ তদীয় কবিত্ব শক্তির অনুপম নিদর্শন। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ তাঁহার নিকট কতদূর ঋণ জালে আবদ্ধ তাহা আমরা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন এবং তাঁহার পুত্র কন্যা পরিবার বর্গকে ও আত্মীয় স্বজনকে এবং বন্ধু-বান্ধবকে এই দুর্ব্বিসহ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। হাওড়ার সভার কয়েকদিন পরে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে তিনি যে সুন্দর

অভিভাষণটী দিয়াছিলেন, তাহার একটী নকল আমাকে দিবার জন্য মিত্র মহাশয় স্বয়ং একদিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতায় আমার বাসা-বাড়ীতে উপস্থিত হন। আমি বলিলাম যে মহাশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজে না আসিলেই হইত। তখন তিনি আমার সম্বন্ধে যে সকল অতিরঞ্জিত ভাষা সামাজিক ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা আমি এস্থলে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। অহো! বন্ধুবরের সহিত আমার সেই মিলন যে শেষ তাহা ত আমি জানি নাই। তাঁহার হৃদয় কুসুম কোমল ছিল, তাঁহার স্থায় অমায়িক মহাত্মা ও বিনয়াবনত সজ্জন কায়স্থ সমাজেও বিরল। বিচারাসনে তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও বজ্রসম কঠোরতা অবলোকন করিয়া পাপাত্মাগণ ও অত্যাচারী জমিদারবৃন্দ নিরন্তর কম্পান্বিত কলেবরে কালযাপন করিত।

হাওড়ার সভাগৃহের বিশ্রামপ্রকোষ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আপনার কোষ্ঠী লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী যে শেষ জীবনে আপনি সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিবেন, তাহার আর কতদিন বাঁকী? মিত্র মহোদয় কোনও উত্তর দিলেন না, কেবল মৃদু মধুর হাস্যরেখা তদীয় সৌম্য অধর যুগলে ও বিস্তৃত লোচন প্রান্তে বিকসিত হইল। কিন্তু শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে—হাই-কোর্টে একবার বসিবার আশা আছে তাহা দেখিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। যদি পুত্র শোকে ভগ্ন হৃদয় না হইতেন তবে বুঝি এত শীঘ্র আমরাও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ তাঁহাকে হারাইতেন না। শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

গ্রাহকগণের ঠিকানা জানিতে না পারায় অনেক সময় প্রতিভা পাঠাইতে বিলম্ব হয়, এবং যথাসময়ে প্রতিভা গ্রাহকগণের হস্তগত না হওয়ায় বড়ই গোলমাল উপস্থিত হয়। আমরা গ্রাহক মহোদয়গণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি ঠিকানা পরিবর্ত্তন হওয়া মাত্রই তৎসংবাদ আমাদিগকে প্রেরণ করেন।

২। অদ্য ১৭ই শ্রাবণ, আষাঢ় মাসের প্রতিভা প্রচারিত হইল। যে মাসের প্রতিভা সেই মাসেই প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু মফঃস্বলে নানাবিধ বিঘ্ন বশতঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। কলিকাতার স্থায় সকল প্রকারের সুবিধা মফঃস্বলে থাকে না। কম্পজিটার অথবা অন্যান্য কর্ম্মচারী পীড়িত হইলে তাহার স্থান পূরণ করা যায় না।

৩। ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।—পাবনার সুরাজ নাম্নী পত্রিকায়, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৩ই আষাঢ় নিম্নলিখিত কায়স্থের শ্রাদ্ধ বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কায়স্থ-কুলভূষণ দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের ভ্রাতৃ বধূর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাত

মহানগরে সম্পন্ন হইয়াছে। নবদ্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত রামগোপাল তর্কতীর্থ শ্রীযুক্ত ত্রিভুবন স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত ঋষিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শশীভূষণস্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ এবং দিনাজপুরস্থ অনেক অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বহুসংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণ বক্তৃতাতে মীমাংসা করেন যে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণ করা অতীব কর্ত্তব্য। সমবেত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব নাম লিখিয়া উক্ত প্রকার ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ইহার পর আমরা মনে করি যে ব্রাহ্মণ উপবীতী কায়স্থের বাটীতে যাজনাদি কর্ম্ম না করিবেন তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্যই নহেন।

৪। আমাদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় রাজবাড়ী দত্তকুটীর হইতে লিখিতেছেন——বিগত ১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে আমাদের পরম সুহৃদ সুবিদ্বান, কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী কর্ম্মবীর পোড়াবাড়ী গ্রামের অন্নদাকৃষ্ণ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় দুরারোগ্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করতঃ তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পোড়াবাড়ী গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকসন্তপ্ত। তদীয় শ্রাদ্ধকার্য্য ত্রয়োদশাহে উক্ত গ্রামের কুলপুরোহিত যোগেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় দ্বারা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু নিম্নলিখিত উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণের এবং মহিলাগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদিও ত্রয়োদশাহে উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় দ্বারা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১। অভয়চরণ দত্ত দেববর্ম্মা ২। নিধিরাম মজুমদার দেববর্ম্ম ৩। বঙ্কিমচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা ৪। দীননাথ মজুমদার দেববর্ম্মা ৫। শ্রীযুত মোহিনীমোহন পাল দেববর্ম্মার মাতা ৬। শ্রীযুক্ত লালনচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মার মাতা ৭। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার দেববর্ম্মার মাতা ৮। পোড়াবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রের শুভ-বিবাহ গত ১৯শে-জ্যৈষ্ঠ তারিখে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহে দেনা পাওনার কোন কথা হয় নাই।

৫। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।——বিগত ২৯শে আষাঢ় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুর গ্রাম নিবাসী পরলোকগত বেণীমাধব দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে খানখানাপুর, হাটকৃষ্ণপুর, নিমতলা, খোলাবাড়ীয়া, কাটাখালী, আলিপুর, দয়ালনগর বনগ্রাম, জগৎপুর, মরডাঙ্গা, ছোটভাকলা, তেনাপচা, বরাট, রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রামের উপবীতী এবং অনুপবীতী প্রায় একসহস্র কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেবল নিমতলা গ্রাম নিবাসী কতিপয় কায়স্থ, উপনয়নে-বিরুদ্ধবাদী ভেদনীতি বিশারদ কতিপয় ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় যোগদান করেন নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভিন্ন বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান দীন দুঃখীদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য বিতরিত হইয়াছিল।

এই শ্রাদ্ধের কার্য্য পণ্ড করিবার উদ্দেশে কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ বদ্ধপরিকর হইয়া সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু দত্ত মহাশয়দের কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে বিদ্বেষীদিগের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, অগ্রদানী এবং আচার্য্য শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের অযৌক্তিক আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া শ্রাদ্ধসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ অন্তে অপরাহ্নে রাজবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাকাশী গোস্বামী ভাগবতভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় রাজবাড়ী লক্ষীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় এবং ভবদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় কায়স্থের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। কায়স্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত অনুপবীত কায়স্থ মণ্ডলীকে সদাচার গ্রহণের যুক্তি যুক্ততা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে সদাচার গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে উত্তেজিত করেন। তদন্তর উপরোক্ত গ্রাম নিবাসী অনুপবীত কায়স্থমণ্ডলী সত্বরই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। উক্ত সভায় উল্লিখিত গ্রাম সমূহ লইয়া একটী কায়স্থসভা গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ এতৎ প্রদেশে এই প্রথম; সুতরাং অপরাপর বিভিন্ন জাতীয় লোকেরাও ইহার কৃতকার্য্যতা দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। পরমপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এবং আমাদের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

নিমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে দীন দুঃখী পর্য্যন্ত সকলেই স্বর্গীয় বেণীমাধব বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলমাধব দত্ত বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় দিগের আদর আপ্যায়নে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা উপনয়ন গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে নির্ভিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া পুরুষোত্তম দত্তের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা

৬। গুপ্ত বৃন্দাবন।—বিগত ১৩ই জুলাই তারিখের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে অনুদিত। নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ট মিঃ হোসেন লিখিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভক্ত বৈষ্ণব মহাত্মাগণ ব্যতীত বোধ হয় আর কেহই গুপ্ত বৃন্দাবনের সংবাদ রাখেন না। বিস্তৃত মৈমনসিংহ জেলার সুদুর বর্ত্তী প্রান্তভাগে সহরাবাড়ী নামক গ্রামে এই গুপ্ত বৃন্দাবন অবস্থিত। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র বৈষ্ণবগণ এই পবিত্র স্থান সন্দর্শন করিয়া দেহ ও মন পবিত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না এই সুদুর বর্ত্তী স্থানটির নাম কিজন্য গুপ্ত বৃন্দাবন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা উক্ত পশ্চিমাঞ্চলস্থ মথুরা এবং শ্রীবৃন্দাবনেই সম্পাদিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশে কখনই হয় নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এবং সাগররাজ দুহিতা সুমতীবালার জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলে পূর্ব্ব বঙ্গের এই স্থানটিতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্য লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা এবং বৃন্দাবনে তাঁহার বাল্যলীলার প্রকট করিতেছিলেন, সেই সময় মৈমনসিংহের উক্ত স্থানটি গর্গজালি নামে প্রসিদ্ধছিল, সাগর নামক জনৈক প্রতাপান্বিত রাজা উক্ত স্থানে রাজত্ব করিতেন। সুমতী নাম্নী তাঁহার একটি সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা ছিল। তিনি ভগবানে নিতান্ত আসক্ত থাকিয়া নিরন্তর তাঁহার ধ্যানোপাসনায় রত থাকিতেন। শ্রীভগবান্ তাহার অভিষ্ট কামনা পরিপূর্ণ করিবার মানসে একদা রাত্রিযোগে স্বপ্নাবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হন। সুমতী শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় ভগবানের বাল্য লীলা অভিনিত হউক এবং তাহার মৃত্যু কালে ভগবান্ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার অভীষ্ট কামনা পরিপূর্ণ করুন। শ্রীভগবান্ তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করেন।

কিছু কাল পরে সুমতীর মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ রাধিকা বলরাম এবং অন্যান্য বাল্যসখাও গোপিকাগণ সহ সুমতীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কতিপয় লীলার অভিনয় করেন। শ্রীভগবান্ তদীয় অপূর্ব্ব ক্ষমতাবলে সেই বনভাগে অগণ্য গোধন গো বালক গোপিকা ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন লীলার প্রকট করেন। তথায় মানকুঞ্জ, যুগল মিলন ইত্যাদি অভিনীত হয়। ঐস্থানে সাগর দীঘী নামক একটি অতি বিস্তীর্ণ পুষ্করিণী ছিল। উহা তৎকালে শুষ্ক অবস্থায় ছিল কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় উহা তখন জলপূর্ণ হয়। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পুষ্করিণী নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জলাভাব দূরীভূত করিতেছে।

৭। এবার পূর্ব্ববঙ্গে চাঁদপুর, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। প্রচুর জল বর্ষণে শস্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে শিলচরের নিম্ন নদী প্লাবিত হইয়া শিলচর এবং কাচাড়ের নানা স্থান জল মগ্ন হইয়া মানুষ গরু অনেক মারা গিয়াছে। শিলচরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া মাননীয় কামিনীকুমার চন্দ্র মহাশয় লিখিতেছেন, ৭ই জুলাই তারিখে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অনবরতঃ ৬।৭ দিন অবিশ্রান্ত জল বর্ষণে নদী প্লাবিত হইয়া সমগ্র শিলচর নগর এবং তৎসন্নিহিত গ্রাম সমূহ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে ঘরের চালের উপরদিয়া জল চলিয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বাটী ছিল অর্থাৎ কমিশনারের আফিস, স্কুল গৃহ, কাছারী বাড়ী ইত্যাদি স্থানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা জাতি মান নির্ব্বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিল। কুমিল্লা জেলায় প্রায় ২৫০০০, পচিশহাজার নরনারী অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। অনশনে কোন কোন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নগরও জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তথাকার আউস আমন পাট সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৮। আসাম প্রদেশে ক্রমশঃ জলবৃদ্ধি হইয়া অনেক ক্ষতি করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন জলাধিক্যে কষ্ট পাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গে জলা-

ভাবে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বিহার এবং উৎকল দেশে আরও বৃষ্টির আবশ্যক, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পঙ্গপালে অনেক শস্য নষ্ট করিয়াছে। এবং অনেক স্থানে জলাভাবে শস্যের ক্ষতি হইতেছে। মধ্য ভারত,কাশ্মীর এবং দাক্ষিণাত্যে জলাভাবে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমর জনিত ভারতবর্ষে আধিভৌতিক কষ্ট, তেমনই অপর দিকে জলাভাব এবং অতিবৃষ্টি জনিত জল প্লাবনে আধিদৈবিক কষ্টের পূর্ণমাত্রা হইতেছে। এবৎসর ভারত বর্ষের অদৃষ্টে শ্রীভগবান কি লিখিয়াছেন কে জানে? আমাদের নিকট বোধহয় যেন, সমগ্র বিশ্ব টল মল করিতেছে।

৯। পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীগণের সাহায্যার্থে একদিকে আমাদের শাসন কর্ত্তাগণ এবং অপর দিকে ধনবান মহাত্মাগণ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তথাপি চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি আমাদিগকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। অন্নকষ্ট, অর্থকষ্ট বাণিজ্যাদির দুর্দ্দশা, খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্যতা সর্ব্বোপরি কোন কোন স্থানে জল প্লাবন এবং অন্যস্থানে অনাবৃষ্টি জনিত শস্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া একটি বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

১০। এই দুর্দ্দিনে আমরা পাঠক মহোদয় দিগকে নিজ নিজ গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অবস্থা যথা যথা বিবরণ লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের নিকট ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

১১। মেদিনীপুর জিলা অন্তর্গত কাঁথী হইতে প্রকাশিত নীহার নামী সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া দেখিবেন মেদিনীপুরের কি অবস্থা হইয়াছে।

দেশে হাহাকার, পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থলে বৃষ্টির অভাবে সাধারণের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে। অন্যদিকে ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর ঘোর আর্ত্তনাদে দেশ প্রকম্পিত হইতেছে। বুভুক্ষিত নরনারী অনাহারে থাকিয়া অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং দুর্ব্বিসহ জঠরযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ উদ্বন্ধনেও প্রাণত্যাগ করিতেছে। এর উপর পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান ভীষণ বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে জলপ্লাবনে ত্রিপুরা জেলার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সম্প্রতি আসাম প্রদেশে অত্যধিক বৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের ভীষণ বন্যায় ডিব্রুগড়, শিলচর প্রভৃতি স্থানের ঘোর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে, গৃহপালিত অনেক পশু বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে রেলপথ ভগ্ন ও টেলিগ্রাফতার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে,খাদ্যাভাবে নিরাশ্রয় নরনারীর দুর্গতির অন্ত নাই। সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া আর্ত্ত-বিপন্নদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এখন দেশের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত চারিদিকেই বুভুক্ষিতের ঘোর আর্ত্তনাদ! বিধাতার কি বিচিত্রলীলা কে বুঝিতে পারে।

১২। নিরাশ্রয় অনশনে ক্লিষ্ট নরনারীগণের সাহায্যার্থে আশাকরি সকলেই তাঁহাদিগের শক্তি অনুসারে অর্থদান করিবেন। স্থানে স্থানে অর্থসংগ্রহের জন্য কেন্দ্র হইয়াছে আমরা আশাকরি সকলেই সাধ্যমত সেই সকল স্থানে সাহায্য প্রদান করিবেন।

১৩। পাশ্চাত্য সমর অতি ভীষণ বেগে চলিতেছে। তুরস্কের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ভাবুল নগরে মিত্র পক্ষদিগের অবরোধ ছলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। উক্ত নগরে নরনারীগণ বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ওয়ারসা নগরের সম্মুখে রুষ জার্ম্মেনীও অষ্ট্রেরিয়ার সহিত ভীষণ বেগে যুদ্ধ চলিতেছে পশ্চিম সীমান্তে ফরাসী দিগের সঙ্গে জর্ম্মেনীর যুদ্ধ চলিতেছে। পাশ্চাত্য সমরের বিশ্রাম নাই।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। } ৪র্থ, সংখ্যা।

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৩২১ আষাঢ়ের ১০৩ পৃষ্ঠা হইতে)।

নিত্যপ্রিয়া যথা—

রাধা চন্দ্রাবলীমুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়াঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ নিত্যপ্রিয়া, ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণতুল্য নিত্য সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়া।

গোপাঙ্গনাগণ যে লক্ষ্মীস্বরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষ তাহাই বলিতেছেন—

চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ঐ।

যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পতরু পরিবৃত চিন্তামণি সমূহ দ্বারা ভূষিত গৃহে বাসকরিয়া গাভীগণ পরিপালন করেন সেই স্থানে শত সহস্র লক্ষ্মী সসম্ভ্রমে যাঁহাকে সেবাকরেন আমি সেই আদিদেব গোবিন্দকে ভজনা করি।

উপপত্তিভাব অতিঘৃণিত, শ্রীকৃষ্ণভগবান হইয়া যে ঈদৃশ আচরণ করিবেন তাহা সম্ভবপর নহে। উপপতির লক্ষণ যথা—

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়া বলার্থিনা।
তদীয় প্রেম সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ নায়ক ভেদ প্রকরণে।

পরকীয়া রমণীর প্রতি আশক্তি জনক রাগ বশতঃ যিনি পাণিগ্রহণ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ পরকীয়া রমণীর প্রেমের পাত্র হয়েন, রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উপপতি বলিয়া থাকেন।

সুতরাং উপপতিভাব অত্যন্ত ঘৃণিত কিন্তু এই উপপত্তিভাব সাধারণ নায়কে ঘৃণিত, শ্রীকৃষ্ণে নহে—

লঘুত্বমত্রযৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
নকৃষ্ণে রস নির্য্যাস স্বাদার্থ মবতারিণি॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ নায়কভেদ প্রকরণে।

পরস্ত্রীতে রসাভাস হয় বলিয়া, উপপত্য রস নিন্দনীয় বলিয়া যে কথিত হইয়াছে তাহা প্রাকৃত নায়কে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে নহে কারণ তিনি পরকীয়া রসের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্যই বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ৪ পরিচ্ছেদে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়া রস আস্বাদন করিয়া পরকীয়া রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছাকরিবা ছিলেন কারণ পরকীয়া ভাবে শৃঙ্গার বা মধুর রসের অত্যন্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বজন নিন্দিত পরকীয়াতে রসহয় না যথা—
পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা—
সাহিত্যদর্পণে ৩ পরিচ্ছেদ ১১০ কারিকায়াং
সুতরাং ব্রজ পরকীয়া ভিন্নবিষয়াত্মক হইল।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহাশয় স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাব থাকাতেই পুষ্টিকর স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজ ভিন্ন অন্যস্থানে স্বকীয়ায় পরকীয় ভাব হয়না এবং প্রকৃত পরকীয়া হওয়াতে তাহাতে রস হয় না। ইহাতে ব্রজে পরকীয় যে একটি অপূর্ব্ব ভাব তাহা স্বীকৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কান্তা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে উপপতি ভাব হওয়া অসম্ভব যদি এ আশঙ্কা হয় তাহাতেই বলিয়াছেন যে অঘটন ঘটনা পটীয়সী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া অসম্ভবকে ও সম্ভব করিতে পারেন কারণ তিনিজগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখেন যথা—

বিষ্ণোর্মায়াভগবতী যয়া সং মোহিতং জগৎ।
শ্রীভাগবতে ১০।১।২৫।

সুতরাং যিনি জগৎ মুগ্ধ করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে গোপ গোপাঙ্গনা প্রভৃতিকে মুগ্ধ করা অসম্ভব নহে, এবিষয়ে শ্রীচরিতামৃতকার মহাশয় ও লিখিয়াছেন যে—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ৪র্থপরিচ্ছেদে।

আমার সম্বন্ধে গোপাঙ্গনাগণের সে উপপতি ভাব তাহা সাধারণ জারের ন্যায় নহে; উহা দাম্পত্য প্রেমের আবরক ভাব বিশেষ, উহা দাম্পত্যেরই পরিপাক।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিচালিতা হইয়া যোগমায়া পরস্পরকে পরস্পরের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্যই স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাব অর্থাৎ দাম্পত্যে উপপত্যভাব উৎপন্ন করিয়া থাকেন। দম্পতি ও পত্নী, ধর্ম্মের অনুরোধে যে পরস্পরকে ভালবাসেন;তাহাতে বিধিকৈঙ্কর্য্য থাকাবশতঃ সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের অস্বাদন সম্ভব হয়না; কিন্তু পরকীয়া ভাবে অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ যে উভয়ে পরস্পরকে ভালবাসেন তাহাতে বিধির বাধ্যতা না থাকা বশত সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের অস্বাদন সম্ভব হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি রূপা যোগমায়ার ইচ্ছানুসারে এই স্বকীয়াতে পরকীয়াভাবের দাম্পত্যে উপপত্য ভাবের সংঘটন-রূপ অঘটন ঘটনা করিয়া থাকেন। যোগমায়ার সেই অঘটন ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গোপজনাগণ উৎকট অনুরাগ বশতঃ বিবাহরূপ

সেতুবন্ধ ভঙ্গ করিয়া পরস্পর সঙ্গত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের স্বাভাবিক দাম্পত্যই উপপত্যরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে ভাবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাইয়া থাকে।

যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি বশতঃ যোগমায়ার মোহে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের হানি হয় না কারণ সেই মোহের প্রেরক শ্রীকৃষ্ণ। পতি পত্নী ভাবে উভয়ের প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায়না। পতি পত্নী ভাব আচ্ছাদিত থাকিলে যে পরস্পরের আবেশ হয় তাহার কারণ পরস্পরের মাধুর্য্য। এই অবস্থায় পরস্পরের মাধুর্য্য, পরস্পর অনুভব করিতে পারেন।

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্ গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরব তারিতানাং
কংশারিণা রসিক মণ্ডল শেখরেণ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকা ভেদ প্রকরণে।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখ্য শৃঙ্গার বা প্রধান রসে যে পরকীয়া রমণী ইচ্ছা করেন না তাহা গোকুলের কমল-লোচনা গোপাঙ্গনা ব্যতীত; যেহেতু রসিক ব্যক্তিসকলের শীরোমণি শ্রীকৃষ্ণ রসবিশেষের আস্বাদন অভিলাষে স্বপত্নী গোপাঙ্গনাগণকে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া রসের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার বাসনায় নিজ পত্নীকে অবতারণ করা বশতঃ রসাভাস না হইয়া স্বকীয়ায় পরকীয়া ভাব প্রযুক্ত রসবিশেষই হইয়াছে।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, কিন্তু যোগমায়া কল্পিত বিবাহ বশতঃ তাঁহারা মায়িক পরকান্তা। অপ্রকট লীলায় পরকীয় ভাব না থাকা বশতঃ তাঁহাদিগের সহিত নিত্য স্বকীয়া ভাবে বিহার হয়; কিন্তু প্রকটলীলায় পরকীয়া ভাবে রসের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় বলিয়া যোগমায়া কৃত অন্যের সহিত বিবাহ লোকদৃষ্টি মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুতরাং তাহাতে রসাভাস দোষ হয় না; কিন্তু রস বিশেষ পরমগুণই তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

গোপাঙ্গনাগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নহেন তাহা ব্রহ্ম সংহিতাতেও কহিয়াছেন—

আনন্দ চিন্ময় রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজ রূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ম ভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥৩৭॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভ প্রকরণে।

যিনি আনন্দ ও চিন্ময় রসে প্রতিভাবিত ও নিজ স্বরূপের তুল্য এবং অংশরূপে বিখ্যাত সেই আত্মরূপিণী প্রেয়সীগণের সহিত আত্মভূত ভগবান্ গোলোকেই বাস করিতেছেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু কহিয়াছেন—

"পরম লক্ষ্মীণাং তাসাংতৎ পরদারত্বা সম্ভবাদস্য স্বদারত্বময় রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিত তয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকট লীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতম্"।

অর্থাৎ গোলোকে গোপিকাদিগের স্বদারত্বই প্রসিদ্ধি, যেহেতু পরম লক্ষ্মী গোপাঙ্গনাগণের পরদারত্ব অসম্ভব, কিন্তু পরদারত্বে উৎকণ্ঠার আধিক্য হইয়া থাকে, তজ্জন্য কৌতুকপূর্ণ

সমুৎকণ্ঠা দ্বারা স্বদারত্বময় রসের পোষণ জন্য প্রকটলীলায় গোপীগণের মায়িক পরদারত্ব ব্যঞ্জিত হইল।

ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে অপ্রকট লীলায় গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া এবং প্রকট লীলায় তাঁহারা মায়িক পরকীয়া। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের উপপতি বলা যায় না, কারণ শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু ও কহিয়াছেন যে—

"তাসাং নিত্য প্রেয়সীনাং তস্মিন্ জারত্বং ন সম্ভবত্যেব"।

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে।

অর্থাৎ নিত্য প্রেয়সীগণের জারত্ব দোষ সম্ভব হয় না। কিন্তু শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন যে—

তমেবপরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা।
জহুর্গুণ ময়ং দেহং সদ্য প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২৯।১১

গোপাঙ্গনাগণ সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি ভাবে প্রাপ্ত হইয়াও সেই সময়ে সুখ দুঃখদ্বারা অশেষ কর্ম্মক্ষয় করণান্তর, তদ্গত চিত্ত হইয়া পাঞ্চভৌতিক গুণময় দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহার সমাধান কি? তদুত্তর এই যে শ্রীভাগবতে শুকদেব সাধনসিদ্ধা গোপাঙ্গনাগণের সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়াছেন কিন্তু নিত্যকান্তা সম্বন্ধে বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম তিনি প্রত্যেক শরীরে রমণ করেন, সুতরাং তিনি সকলের পতি তজ্জন্য তিনি গোপাঙ্গনাগণের ও পতি। পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিতে গিয়া ধাত্রী গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে যে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণ জন্য পতি ধনকুল মান প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই গোপাঙ্গনাগণের বহির্দৃষ্টিতে জার বুদ্ধি প্রকাশ পাইলেও তাঁহাদের একান্ত ভক্তিদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তাগণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী না হইলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না; ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—

আসামহো চরণ রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপিগুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চহিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

শ্রীভাগবতে ১০ম ৪৭।৬১

ভক্ত উদ্ধব মথুরাধাম হইতে ব্রজে গমন করিয়া গোপাঙ্গনাগণের পরাভক্তি দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন যে আমি যেন এই সকল গোপাঙ্গনাগণের চরণ রেণু সেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ম, লতা ওষধীর মধ্যে কোন একটি হই, যে হেতু ইঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন এবং সদাচার রীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষনীয় মুকুন্দের পাদপদ্ম ভজনা করিয়া ছিলেন।

মনুষ্যের পাশ অষ্টবিধ যথা—

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথাজাতি রষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

কুলার্ণবতন্ত্রে ১ উল্লাসে। আরও

"পাশবদ্ধোভবেদ্ জীবঃ পাশমুক্ত সদাশিবঃ।"

গোপাঙ্গনাগণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু লজ্জাত্যাগ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য বস্ত্রহরণে সে লজ্জাও ত্যাগ করাইয়া ছিলেন।(ক) প্রেমিক ভক্তের সংসার ধর্ম্মাতীত গতি বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

(ক) লেখক মহোদয় বস্ত্রহরণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিলেন। সঃ

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

শ্রীভাগবতে ১১।২।৩৮

অর্থাৎ এইরূপে ভক্ত্যঙ্গ-যাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও অবশ হৃদয় হওয়াতে উন্মাদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন কথাবার্ত্তা, কখন গান, কখনও নৃত্য করিয়া থাকেন। [এই সকল কার্য্যের কারণ কহিতেছেন— কখন ও ভগবানকে ভক্ত পরাজিত মনে করিয়া হাস্য করেন ; "হে ভগবন্ ! তুমি এত-দিন আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলে" মনে করিয়া রোদন করেন; কখনও বা "হে প্রভো ! তুমি কোথায় আছ" বলিয়া চীৎকার করেন ; কখনও "হে হরে ! আমার অনুগ্রহ কর" বলিয়া অতি আনন্দে গান করেন ; কখনও বা "হে কৃষ্ণ। তুমি পরাজিত হইলে" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন।]

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কান্তা স্বকীয়া হইলেও প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহারা পরকীয়ার ভাব আচরণ করেন মাত্র কিন্তু, বাস্তবিক তাঁহারা পরকীয়া নহেন যথা—

"অথ বস্তুতঃ পরম স্বীয়াঅপি প্রকট লীলায়াং পরকীয়া মানাঃ শ্রী ব্রজদেব্যঃ।"

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে।

আরও ভক্তি নববিধ যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতাবিষ্ণৌ ভক্তিশ্চন্নবলক্ষণা॥

শ্রীভাগবতে ৭।৫।২৩

এই নববিধ ভক্তির মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহাই কহিতেছেন—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদস্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃপৃথুঃপূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাংপরম্॥

পদ্যাবলী।

শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে পরীক্ষিৎ, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজনে লক্ষ্মী, পূজাতে পৃথু, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে কপিপতি, সখ্যে অর্জ্জুন, সর্ব্বস্ব আত্ম-নিবেদনে বলি ভক্ত হইয়াছেন; ইহাদের কেবল একাঙ্গ-ভক্তি যাজনেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণে পরীক্ষিৎ শ্রেষ্ঠ, সেই মহানুভব পরীক্ষিৎ ও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ কীর্ত্তনে শ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণ হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৬॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্! পরদারাভিমর্ষণম্॥ ২৭॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ংছিন্ধি সুব্রতে ॥২৮॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।

হে ব্রহ্মন্! জগদীশ্বর শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ এবং অধর্ম্মের প্রশমার্থ শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে পরদারাভি-মর্ষণ রূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন অর্থাৎ কি রূপে অধর্ম্মের কার্য্য করিলেন? হে

সুব্রত ! অর্থাৎ হে সদাচারনিষ্ঠ ! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিয়াও কিরূপে এই পরদারাভিমর্ষণরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন আমাদিগের এই সন্দেহ নিবারণ করুণ।২৬।২৭।২৮।

কিন্তু এই প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন শ্রবণে শ্রেষ্ঠ পরিক্ষিতের মনে স্থান পায় নাই ; তবে গঙ্গাতীরে সেই সভাতে অনেক কর্ম্মী ও জ্ঞানী শ্রোতা ছিলেন তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া পাছে এ সংশয় উপস্থিত হয় তজ্জন্য তিনি এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“এবং প্রীতি বিশেষণ শ্রীবাদরায়ণিনা বর্ণিতায়াঃ শ্রীরাসক্রিড়ায়াঃ শ্রবণাখিথোঽপ্যাজ কৃণৈর্বিলোকমানানামীষদ্ধসতাং শুষ্ক তার্কিক মীমাংসকাদীনাং কেষাঞ্চিদবৈষ্ণবানামভিপ্রায়ং বিতর্ক্য কৃপয়া তেষামেবহিতার্থং তমুত্থাপ্য স্বসন্দেহ ব্যাজেন পৃচ্ছন্তি।”

বৃহদ্বৈষ্ণব তোষণী।

এই প্রকারে মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব সুখবিশেষে নিমগ্ন হইয়াই প্রশংসা সহকারে এই রাসলীলা বর্ণন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরিক্ষিতেরও সেই লীলাতে সুখোবোধই হইল (তিনি এই লীলায় কোনরূপ দোষ দর্শন করেন নাই) কিন্তু সেই সভাতে যে সমুদয় শুষ্ক তার্কিক মীমাংসক প্রভৃতি অবৈষ্ণবগণ ছিলেন তাঁহাদের পরস্পর নয়নেঙ্গিত দ্বারা অবলোকন ও ঈষৎ হাস্যকরণ দেখিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া কৃপান্বিত হৃদয়ে তাঁহাদের হিতার্থে অর্থাৎ কামাদি দোষ শূন্য এই লীলায় সন্দিগ্ধচিত্ত শ্রোতাগণের সন্দেহ দূরীকরণ রূপ পরম মঙ্গল বিধানার্থ তাদৃশ সন্দেহ উত্থাপন পূর্ব্বক যেন নিজের সন্দেহ হইয়াছে এই ছলেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কায়স্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রস্তাব)

যাহা হউক—সমাজের ত এই অবস্থা, এক্ষণে সাধারণের কর্ত্তব্য কি ? এই কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত আমরা সমুদায় কায়স্থ সন্তানকে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের ভিক্ষা তাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, জড়তা বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নিরূপণ করুন। এখন আর সেই প্রাচীন কাল নাই। এখন কেহই অপরের কথায় অন্ধের মত চালিত হইতে ইচ্ছা করেন না। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে অভিলাষ করেন। আমাদের মতে এই যে অভিলাষ, তাহা কদাপি নিন্দনীয় নহে। মানুষ জ্ঞানবান্ জীব, ভগবান্

তাহাকে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়াছেন, সে কেন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিবে। আমরা ও পাঠক মহাশয়দিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই অনুরোধ করিয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা নিজ নিজ গুরু এবং পুরোহিতদিগের উপদেশ এবং পরামর্শানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতাম, এবং সেই দিন কাল থাকিলে আমাদের কোনই ভাবনা ছিল না, কারণ আমরাও গুরু পুরোহিতের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিতে পারিতাম। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে সকলেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এখন যাঁহারা গুরু-পুরোহিতের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এমন পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান নাই, যাহাদ্বারা তাঁহারা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই গতানুগতিক এবং নূতনের (ভালই হউক আর মন্দই হউক) ঘোরতর বিরোধী। আর যদিও বা ভাগ্যক্রমে কাহারও পুরোহিত পণ্ডিতরাজ বা মহামহোপাধ্যায় উপাধি সংযুক্ত থাকেন, তাঁহার পক্ষে বিপদ আরও অধিক। সেই উপাধিপ্রাপ্ত (ক) ব্রাহ্মণ জাতি বা সমাজতত্ব সম্বন্ধে কোন শাস্ত্র গ্রন্থের অনুশীলন না করিয়াই বলিয়া বসিবেন "সর্ব্বনাশ! কায়স্থের পৈতা! কায়স্থ ক্ষত্রিয়! ইত্যাদি।" দেশে অধুনা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুইটী দল বর্ত্তমান, একটী অনুকূল দ্বিতীয় প্রতিকূল;—নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত একটীও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এমত অবস্থায় যিনি উপনয়নের অনুকূল মত দিবেন, তিনিও ত এক পক্ষের লোক, তাঁহার কথারও পরীক্ষা আবশ্যক। তাই বলিতেছিলাম, এখন আর সে কালের মত গুরু-পুরোহিতের কথায় একান্ত নির্ভর করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড করিবার উপায় নাই। তাই আমাদিগকেই একটু বোঝাপড়া করিয়া লইতে হইবে। আর আমরা সকলেই জানি আমাদিগের জাতি ভগবানের অনুগ্রহে বুদ্ধিজীবি জাতি, সুতরাং চেষ্টা করিলে আমরা এই সমস্যার সমাধান করিতে একেবারে অক্ষম হইব কেন? আমরা এ সম্বন্ধে কত দূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাও নিবেদন করিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্র কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। আজিকালি এই শাস্ত্রমত অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রকথা শুনিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্বান "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা গীতাভূষণ বি, এ মহাশয়ের "কায়স্থ-তত্ব" পড়িবার জন্য অনুরোধ করি। তাহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, নানাপ্রকার যুক্তি, ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিধান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাপত্র সকলই আছে, অথচ পুস্তকের মূল্য অতি সুলভ, ছয়আনা মাত্র। আমরা এ সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে সংস্কৃত বাক্য রাশি রাশি উদ্ধার করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে এবং হিন্দু সন্তান মাত্রই এই

(ক) অথবা ব্যাধিগ্রস্ত। সঃ

শাস্ত্রাদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। (খ)

এক্ষণে একটী নিতান্ত আবশ্যক কথা বলিতে হইতেছে। অধুনা বঙ্গদেশে প্রধানতঃ "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীগণের যত্নে অনেকগুলি মহাপুরাণ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থূলদর্শী লোকে এই সকল মুদ্রিত পুরাণে কায়স্থ বিষয়ক শ্লোকগুলি দেখিতে না পাইয়া ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীকে অসভ্য অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছেন। এই সকল পল্লবগ্রাহী পাঠক "বাচস্পত্য" এবং "শব্দকল্পদ্রুম" কোষগ্রন্থের সংকলনকারী পণ্ডিতদিগকে "জালিয়াৎ" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে ঐ সকল পণ্ডিত, কায়স্থদিগের অর্থে বশীভূত হইয়া এই সকল শ্লোক রচনা করিয়া পুরাণের নাম দিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। আমরা এই শ্রেণীর লোকদিগের ধৃষ্টতা বা মূর্খতা দেখিয়া বিস্মিত হই নাই। কুক্ষণে ৺ বঙ্কিমবাবু "প্রক্ষিপ্ত বাদের" দোহাই দিয়াছিলেন। তদবধি পণ্ডিত বা মূর্খ কেহ কিছু লিখিতে গেলেই এই প্রক্ষিপ্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেদিন একজন উন্মত্ত লেখক বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিজ পিতৃপুরুষকে ধন্য করিয়াছেন।

যাহাই হউক, আমাদিগের একটী কৈফিয়ৎ আবশ্যক। যদি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণসূচক শ্লোকগুলি আসল, তবে প্রচলিত পুরাণে পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। সকলেই অবগত আছেন যে মুসলমানদিগের বারংবার অত্যাচারে আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থই ভস্মসাৎ হইয়াছিল। কেবল দাক্ষিণাত্যেই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ গ্রন্থগুলি অক্ষতদেহে বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর প্রাচীন টীকা যতগুলি পাওয়া যায় প্রায় সকলগুলিই দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিত দিগের রচিত। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য হইতে কাব্য টীকাকার মল্লিনাথ সকলেই দাক্ষিণাত্যবাসী, বেদান্তের ভাষ্যকার সকল আচার্য্যই দক্ষিণী। আর্য্যাবর্ত্তে যে পণ্ডিত ছিলেন না, বা তাঁহারা বেদ বেদান্তে অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে,—কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিরাজি সমস্তই শত্রুর হস্তে লুক্কায়িত থাকিতে পারে। ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুরাণাদি গ্রন্থ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে, সমুদায়ই দাক্ষিণাত্য হইতে প্রাপ্ত। এই দাক্ষিণাত্য দেশে মহারাষ্ট্র রাজত্বের সময়ে শক্তিশালী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতির মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে কায়স্থদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছিলেন, কায়স্থেরা যে অদ্বিজ ও উপনয়নের অযোগ্য তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা পুরাণ গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোকগুলি ফেলিয়া দিতেছিলেন। এই সময়ে পুরাণ গ্রন্থ হইতে কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূল প্রমাণগুলি "উৎক্ষিপ্ত" হইয়াছে ইতিহাস এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

(খ) কায়স্থ-সাহিত্যে আজকাল বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় প্রভৃতি কর্ত্তৃক কায়স্থ বিষয়ক পুস্তক দ্রষ্টব্য। — সম্পাদক

গ্রাণ্টডফ্ সাহেবের ইতিহাস,মহামতি রাণাডে প্রণীত"মহারাষ্ট্র উত্থান"প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের উক্তির অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে। (গ) অধিক কি পঞ্চম বেদ "মহাভারত" ও এই ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। প্রায় তিনশত বৎসর হইল মহাত্মা কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারত প্রণয়ন করেন। তাঁহার সময়ে মূল সংস্কৃত আদিপর্ব্বে বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে কায়স্থ কুলের বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত ছিল এবং তাহা হইতে তিনি নিজ গ্রন্থে উহার অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পাঠকগণ এখনও ঐ অনুবাদ দেখিতে পাইবেন। অথচ আধুনিক কোন এক মুদ্রিত মূলমহাভারত খুলুন, দেখিবেন চিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তির কথাগুলি কে উঠাইয়া দিয়াছে এবং সেই স্থলে তজ্জন্য প্রকরণ ভঙ্গজনিত দোষ উৎপন্ন হইতেছে। আমরা একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে ঐ উৎক্ষিপ্তাংশ এবং কবিবর কাশীরাম দেব কর্তৃক উহার অনুবাদ নিম্নে উঠাইয়া দিলাম। পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

"অগস্ত্যউবাচ।

ব্যাসো যদাহ ভগবান্ সত্যমেতন্নরাধিপ।
পুরা যজ্ঞাতমেতস্মৈ শৃণুরাজন্ বদাম্যহম্॥

নৈমিষারণ্যমগমদ্ যজ্ঞার্থ মেকদা পুরা।
ধর্ম্মরাজস্তদা ক্ষিত্যাং মনুষ্যাশ্চির জীবিনঃ॥
পশ্যোস্তান্ দেব নিকরো ভীতো ব্রহ্মপুরং যযৌ
শ্রুত্বাশ্চর্য্যং দেবমুখাদ্ ব্রহ্মা দেবগণৈসহ॥
গত্বাতু নৈমিষারণ্যং পপ্রচ্ছ লোকনাশকং

ব্রহ্মোবাচ।

কিং কর্ম্ম ক্রিয়তে কাল হিত্বা লোকবিনাশনম্
জীবানাং পাপপুণ্যসা বিচারে স্থিতবান্ময়া।
মদীয়ং বচনং লঙ্ঘ্য যজ্ঞকারী কুতো-বদ

যমউবাচ।

ত্রৈলোক্যেশঃ শচীনাথো যজ্ঞংকর্ত্তুং ক্ষমোভবেৎ।
কুবেরবরুণাদ্যাশ্চ সর্ব্বেঽপি যজ্ঞকারিণঃ॥
বিনাশকর্ম্মণা যজ্ঞং ন করোমি কদা হ্যহম্।
তস্মাদশক্তো জীবানাং পাপ পুণ্যবিচারণে॥

তচ্ছ্রুত্বা যমবাক্যঞ্চ চিন্তিতঃ সঃ প্রজাপতিঃ।
কায়াৎ সৃজাতি সৌন্দর্য্যং চিত্রগুপ্তং সুলক্ষণম্।
লেখনী পত্রিকা হস্তঃ কায়স্থবর্ণনিশ্চতঃ।
ত্রিকালজ্ঞঃ সদা বিজ্ঞশ্চাস্তে ব্যাধিস্বরূপকঃ॥

মহাভারতে,আদিপর্ব্বে, বৈবাহিকপর্ব্বাধ্যায়ে॥

কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্তকাশীরাম দেবেরঅনুবাদ—

"অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন পূর্ব্বের আভাষ॥
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পুরিলক্ষিতি দৈবেভয় হৈল।
সবে আ স ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষকাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেণ।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥

(গ) Mr. Grant Duff রচিত History of the Marathas, Mr. Ranade প্রণীত Rise of the Maratha Power, মারাঠা কায়স্থ প্রভুবখর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। অন্নের মধ্যে বিশ্বকোষ সম্পাদক কৃত"কায়স্থের বর্ণ বিনির্ণয় গ্রন্থে" অনেক কথা পাওয়া যাইবে। লেখক।

সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপপুণ্য বুঝি দণ্ড দিবে সবাকার॥
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞ দিলা মন।
মম আজ্ঞা লঙ্ঘিতেছ, না চাহি শমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড় পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নাহ'ল পদ্ম-যোনি॥
সর্ব্ব দেব গণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হইয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞে করিবারে পান অবসর॥
কুবের বরুণযজ্ঞ ইচ্ছা কৈলেকরে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে
না পারিনু পাপপুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে কায় হৈতে করিলা উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্তনামে॥
যমেরে বলেন তুমি রাখহ ইহারে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধি রূপ হয়ে তারে সংহার করিবে

কাশীরাম দেবের মহাভারত আদিপর্ব্ব।(খ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি চতুর্থ প্রস্তাব)

কায়স্থ সভার আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাবনা অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে ও ব্যষ্টিভাবে স্থানে স্থানে উহা সংঘটিত হইতেছিল। সমগ্র কায়স্থ সমাজ ঐ প্রথা অনুমোদন করিয়াছিলেন না। কায়স্থ সভার প্রস্তাবনা হইতেই সাধারণভাবে

(খ) এই বিষয় ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত অহল্যা কামধেনুস্থ কার্ত্তিক শুক্লাব্রত কথা সন্দর্ভেও পাওয়া যায়। বোধ হয় দাক্ষিণাত্য-বাসিব্রাহ্মণগণ উক্ত পুরাণ হইতে এই বিষয়টী উৎক্ষিপ্ত করিতে সময় পান নাই। আমরা পাঠকগণকে মৎ্র চত কায়স্থ তত্ত্বের ১৬ ও ২৬ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অধুনা কায়স্থ সমাজেই নবীন শাস্ত্রবেত্তা শাস্ত্রী নামধারী কোন কোন মহাত্মা উত্থিত হইয়া পুরাণ ও মহাভারতের প্রমাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ অশাস্ত্রীয় মতের অবতারণা করিতেছেন। এই শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, যে কায়স্থ জাতি কায়গ্রাম স্থান বিশেষ হইতে সমাগত, সেই জন্য ইহারা কায়স্থ। এই সকল কথা প্রলাপ বাক্যভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা এই সংখ্যার সমালোচনাস্তম্ভে দেখিবেন।

সম্পাদক

আন্তর্গণিক বিবাহ সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বটে। সামাজিকভাবে হইয়াছে বলিয়াই যে শত শত আন্তর্গণিক বিবাহ সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে। পূর্ব্বেও যেমন প্রতি বৎসর দুই চারিটী বিবাহ হইতেছিল, সমাজের মঞ্জুরের পরেও ঐরূপ ২।৪ টা হইতেছে। ফলতঃ আন্তর্গণিক বিবাহ সমাজে পূর্ণভাবে প্রচলিত হয় নাই কারণ এই সকল কার্য্য সমাজের মঙ্গল ভাবিয়া কেহ করে না, ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই লোকে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। যে সকল পরিবারের মধ্যে একই রকমের আচার ব্যবহার, চাইল চলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের মধ্যেই আন্তর্গণিক বিবাহ হইতে পারে। সমাজের মঙ্গলার্থে স্বার্থ শূন্য হইয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনকারী কোন: ব্যক্তি আমাদের চক্ষে আজ পর্য্যন্ত পড়ে নাই। (ক)

যদি দেখিতে পাইতাম ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে কোন ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি দরিদ্রের গৃহের আদর করেন এবং মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংসারে নিজের ছেলে মেয়ে লইয়া তাঁহার মলয় বাতাসের প্রবাহ সেই দরিদ্রের গৃহে প্রবাহিত করাইয়া তত্রস্থ পলাশ শাল্মলী বৃক্ষদিগকে চন্দন তরুতে পরিণত করিতে প্রয়াস করিতেন, তবে বুঝিতে পারিতাম মানুষ আর মানুষ নাই দেবতা হইয়াছে, বিবাহ কার্য্যেও সমাজ হিতৈষণার দিকেই দৃষ্টি পড়িয়াছে।

২। আমাদের কথা এই যে স্বার্থের অনুকূল মতেই লোকেরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন এবং করিবেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। যদি কেহ স্বার্থের ব্যাঘাত না করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহাকেও আমরা প্রশংসা করিব, কারণ তাঁহার সেই কার্য্য দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ী কায়স্থগণ মধ্যে একতা ঘটিবে। এবং ঐরূপ ক্রমশঃ সংঘটিত হইয়া কায়স্থগণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়িকতা লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে একটী অখণ্ড শক্তিশালী বিরাট জাতিতে পরিণত করিবে, শিশির বাবু ও চন্দ্রমাধব ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, এবং এ যাবৎ অন্যান্য যে সকল মহাত্মাগণ স্বার্থের মমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অথবা স্বার্থত্যাগী হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থ সমাজের ধন্যবাদার্হ। আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলনে কাহারও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। পরন্তু উহা প্রভূত মঙ্গলপ্রসূ; অহিমাচল কুমেরিকার সমস্ত কায়স্থ-সমাজ বঙ্গজ, বারেন্দ্র, উত্তর দক্ষিণ রাঢ়ীয়, মারাট্টা, গুজরাটী, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, বিহারী, উৎকলী প্রভৃতি একত্র মিলিত হইবার উপায় হইবে। ফলতঃ আন্তর্গণিক বিবাহ ভিন্ন ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতির মিলন অসম্ভব। কায়স্থ যে প্রকার সংরক্ষণশীল জাতি তাহাতে কোন্ দূরাগত সময়ে এই মহা-মঙ্গলকর ব্যাপার

(ক) লেখক মহাশয়ের এই প্রকার উক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কারণ বিনাপণে কোন প্রকার স্বার্থভোগী না হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ যে মধ্যে মধ্যে হইতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না তবে ভাল জিনিষ সকল স্থানেই বিরল। সঃ।

কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

৩। অনেকে মনে করেন, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ে বরপণ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ে এখন পর্য্যন্ত পণ না দিয়াও বিবাহের বর পাওয়া অসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয় নাই। কিন্তু এই সুবিধা যে অধিক দিন বর্ত্তমান রহিবে সে বিষয় ঘোর সন্দেহ। কায়স্থ সমাজ মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ীয়েরা অপেক্ষাকৃত ধনবান। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে তাঁহারা বেশী টাকা দিয়া অপরাপর শ্রেণীর উত্তম উত্তম বরগুলি গ্রহণ করিবেন সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কন্যা কর্ত্তাদের এখনও যে কিঞ্চিত সুবিধা আছে তাহা হারাইয়া কন্যা বিবাহ অধিকতর কঠিন সমস্যায় পরিণত হইবে। কিন্তু আমাদের মতে এই সকল কথার বিশেষ কোন মূল্য নাই। যদিও এই প্রথা প্রবর্ত্তনে প্রথমে কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে তাহা স্থায়ী অসুবিধায় পরিণত হইবে না। যে সময়ে অপরাপর সম্প্রদায়ীরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে বরের অভাব অনুভব করিবেন, সেই সময় দক্ষিণ-রাঢ়ীয়গণের বর বিক্রয়কারীদের বাধ্য হইয়া ছেলের পণ কমাইতে হইবেক, সুতরাং অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থেরা সুলভেই দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বর পাইতে পারিবেন। আমাদের বিশ্বাস বিবাহের গণ্ডী, অন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলনের ফলে, যখন সমস্ত ভারতব্যাপী হইয়া প্রসারতা লাভ করিবে, তখন বিবাহের পণ গরুর মূল্যে পরিণত হইবে. লোকে হাট দেখিয়া গরু কেনার ন্যায় সুবিধা ও সুলভে বর মিলাইতে পারিবেন।

৪। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ দ্বারা কায়স্থের যেমন ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত তেজোলাভ হইতেছে এবং জাতীয় বিদ্যাও বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পাইয়া দৈহিক বল বুদ্ধি ও আয়ুবৃদ্ধির উপায় হইতেছে, আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন দ্বারাও তদ্রূপ বিভিন্ন স্থান ও শ্রেণীর কায়স্থগণের রীতিনীতি ও আচার ব্যাবহারের মিশা মিশি হইয়া উহাদের বহু উন্নতি হইবেক। যাঁহারা অদ্যাপি এই সকল শুভানুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে উদাসীন রহিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই বিষয় গুলি বিশেষ মনোযোগ সহিত ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে এযাবৎ প্রধানতঃ কে কি করিয়াছেন এই ইতিবৃত্তে তাহা নির্ণয় করাস্থলে আমরা দেখিতেছি: মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষই সর্ব্ব প্রথমে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে চন্দ্রমাধব ঘোষ উহা চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে প্রচলনমানসে সর্ব্ব প্রথমে সামাজিক সভায় উহার প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন, তদনন্তর সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ঐ প্রথা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়া যাহাতে আহিমাচল কুমেরিকার সমগ্র কায়স্থ সম্প্রদায় এক অখণ্ড বিরাট কায়স্থ জাতিতে পরিণত হয়, তাহার সূত্রপাত করিয়াছেন।

৫। বরপণ রহিত করিয়া কন্যা বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ জন্য উক্ত ঘোষ মহোদয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় যে প্রস্তাবনাটী উপস্থিত করিয়া ছিলেন আমরা এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কএকটী কথা বলিতেছি। এই বিষয়ে সভা সমিতিতে আন্দোলন দ্বারা বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে কিনা তাহা প্রথমেই অনেকে

সন্দেহ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই কয় বৎসরের আন্দোলনে আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এইযে, যে সকল শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যবান লোকের নিকট সমাজের কুকীর্ত্তি বিদুরিত করিবার আশা করিতে পারাযায়, তাঁহারাই এই ঘৃণার্হ বরপণের প্রশ্রয়দাতা এবং যে সকল শিক্ষিত বর এবং উপাধিগ্রস্ত (খ) যুবক আমাদের ভরশার স্থল তাহারাই ইহার প্রধান নায়ক সুতরাং যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়ান যাইবে, আমাদের গ্রহদোষে সেই সরিষাকেই ভূতে ধরিয়াছে।

৬। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কন্যাপণ একসময়ে সমাজকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। তাহার তীব্র অনুশাসন আমরা মন্বাদি শাস্ত্রে পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু যাহারা কন্যা বিবাহ দিয়া পণ গ্রহণ করিতেন, তাহাদের সেই কার্য্যে একটা যুক্তিসিদ্ধ কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কন্যার পিতা অথবা অভিভাবকগণকে,কন্যার বিবাহদেওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে যত্নপূর্ব্বক লালন পালন ও শিক্ষিত করিতে বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয় করিতে হয়, সেই কন্যা বিবাহের পর হইতে পিতৃকুলের আর কোনও উপকারে আসে না। সেই সময় হইতে আজীবন স্বামী কুলের সেবা শুশ্রূষায় তাহার কালাতিপাত করিতে হয়। এমতাবস্থায় বিচার আমলে কন্যার পিতৃকুলের পক্ষ হইতে একটা অর্থের দাবী দাওয়ার কথা হইতে পারে। কিন্তু আজ কালের বর পক্ষীয় ব্যক্তিরা ও শিক্ষিত বর মহাশয়গণ চিরকালের জন্য কন্যাগ্রহণ ব্যতীত সেই কন্যার অভিভাবক গণের নিকট হইতে বরের সাত পুরুষের সংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ দাবী করেন। ইহার ন্যায় সঙ্গত কোন হেতুই নাই। সুতরাং কন্যার পণ গ্রহণ অপেক্ষাও ছেলের পণ গ্রহণ প্রথা যে অধিকতর অন্যায় অত্যাচার তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা এইরূপ কুপ্রথা উত্তরোত্তর প্রশ্রয় লাভ করিতেছে, ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। কত স্থানে কত কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। কতকন্যা ঘৃণা ও অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে, তথাপি এই পাপাচারী সামাজিক দস্যুদিগের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব দয়া, মায়া জাগ্রত হইতেছেনা! কায়স্থ সভার ও মাসিকপত্রিকার আন্দোলনের পর হইতে পুত্র বিক্রয়জন্য আত্মীয় স্বজনের নিকট লজ্জা পাইতে হইবে ভাবিয়া যাঁহারা সভা সমিতিতে বড় গলায় কথাকহেন তাঁহারাও অনেকে কপটাচার ব্রত ধারণ করিয়া গৃহিণী দিগকে এ বিষয়ে দোষী করতঃ আত্মরক্ষা করিতেছেন দেখিতে পাই। (গ) এই সকল দেখিয়া

(খ) অথবা পাশ্চাত্য ব্যাধিগ্রস্ত। সঃ

(গ) আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় এই সমস্ত সামাজিক অপ্রীতিকর কথা লিখিতে হয় বলিয়া কতক গুলি কুলিন কায়স্থ মহাশয় যাহারা উপনয়ন ও আন্তর্গণিক বিবাহ ঘৃণা করেন তাহারা ক্রমেই উক্ত পত্রিকা গ্রহণ ও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতেছেন। ধনশালী কুলীন মহাশয়গণ শূদ্রত্ব মোহে সমাজকে কলঙ্কিত করিবেন তথাপি জাগরিত হইয়া সমাজের মঙ্গল কামনা করিবেন না। এই প্রকার সমাজ-দ্রোহী-ব্যক্তি বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

শুনিয়া বলিতে হয় যে, বাক্‌সর্ব্বস্ব লোকের সংখ্যা কায়স্থ সমাজে দিনেরদিন বৃদ্ধি হইতেছে। সমাজ চালাইতে হইলে যেরূপ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন তাহা কায়স্থ সমাজে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকেরা কথায় ভিন্ন কার্য্যে করা প্রয়োজন অনুভব করেন না।

৭। স্ব সমাজের প্রতি নেতৃবর্গের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য আমরা এস্থলে তাহার একটী আদর্শ প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কবিরাজ শ্রীযুক্তমহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি মেদিনীপুর জিলান্তর্গত কাঁসারিয়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পৌণ্ড্র নামক জনৈক ধনবান জমিদার তাঁহার দ্বারা। চিকিৎসা করাইতে কলিকাতা আসিয়া ছিলেন। উক্ত যুবকজমিদার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্, ইংরাজী সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। মাসিক ১০০৲ টাকায় একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া কেদার বাবু কলিকাতায় ৪।৫ মাস থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিলেন। পরিবার বর্গ দাসদাসী পাচক ওকর্ম্মচারী প্রায় ২৫ জনলোক তাঁহার সঙ্গে ছিল। চিকিৎসকের দর্শনি ও ঔষধের মূল্য, অতিথি অভ্যাগতের জন্য ব্যয় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অর্থদান প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কেদারবাবুর কৃপণতা ছিলনা; কিন্তু কেদারবাবুর পত্নীর বালা ও অলঙ্কারাদি সমস্তই রৌপ্য নির্ম্মিত দেখিয়া ভাবসাগর মহাশয় কেদার বাবুকে পত্নীর গহনা সুবর্ণ নির্ম্মিত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কেদার বাবু প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন আমি ও আমার জাতি কুটুম্বগণের সোণার কেন হীরার গহনাও ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকের সেই শক্তি নাই; আমি যে সময় দেখিব পৌণ্ড্র জাতির সকলেই পত্নীদিগকে সোণার গহনা দিবার উপযুক্ত হইয়াছে তখন আমি আমার পত্নীকে তাহা দিতে পারিব। তৎপূর্ব্বে দিলে সেই সোণার গহনা আমার পরিবারের অহঙ্কারেরও অন্যান্য পৌণ্ড্র স্ত্রীগণের বিবাদের কারণ হইবেক ফলতঃ সমাজকে তদুপযুক্ত না করিয়া যিনি চাল চলন বড় করিয়া সমাজকে অসুবিধায় ফেলেন তিনি সমাজের মিত্র নহেন, শত্রু। ভাবসাগর মহাশয়! আপনি কেন আমাকে আমাদের সমাজে এইরূপ বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে পরামর্শদেন? ভাবসাগর মহাশয় সেই পৌণ্ড্র জমিদারের স্বজাতি বাৎসল্য ও কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বুঝিয়া ছিলেন।

৮। কায়স্থগণ! আপনাদের সমাজের সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিরা যে, দিন উপরোক্ত কেদার বাবুর ন্যায় সমাজের ভাবনা ভাবিতে শিখিবেন, সেই দিন আপনাদের কায়স্থ সমাজ হইতে ঘৃণ্য বরপণ প্রথা অন্তর্হিত হইবে (ঘ)

কিন্তু বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয় দিগের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। সম্পাদক

(ঘ) এই শুভদিন বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে কখন ও হইবে আমারা মনে করিনা। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ লোক। আজ ৮।১০ বৎসর কায়স্থ পত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা কায়স্থ সমাজ মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও সহস্রাধিক গ্রাহক সংখ্যার অধিক কেহই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। হায়! হায়! কায়স্থের ন্যায় সামাজিক বিষয়ে উদাসীন জাতি আরকুত্রাপি লক্ষিত হয় না, নিতান্ত দায় না ঠেকিলে সমাজের কোনও ধার ধারিতে চাহেনা। সম্পাদক

ধনী ব্যক্তিরা স্বার্থান্ধ হইয়া হাটে গরু ডাকার মত বর দিগকে সর্ব্বোচমূল্যে যে খরিদ করেন তাহা যদি তাঁহারা না করেন, বরের অভিভাবকেরা অবশ্যই তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পূর্ব্ববঙ্গের ২।৩টী বিবাহের বরকে অভিভাবকগণ হাটের গরুরমত বিক্রয় করার চেষ্টা করিলে শিক্ষিত বরগণ সেই ঘৃণিত প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই। আমরা ইহাই বরপণ প্রথা আন্দোলনের ফল বলিয়াই মনে করি, আমাদের ইচ্ছা আছে এইরূপ প্রসস্ত-হৃদয় ও দেব-চরিত্র বরদিগের নামের একটি নির্ভুল তালিকা করিয়া তাহাদিগের কীর্ত্তি সমাজে চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করি এবং তাহাদিগকে কায়স্থ সমাজ দ্বারা গুণানুরূপ উপাধিদ্বারা ভূষিত করিতে ইচ্ছা করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস।

কৈফিয়ৎ।

গত বৈশাখ মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায় আমি শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু সুন্দরের জন্মতিথি উৎসব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমার লিখিত প্রবন্ধের কয়েক স্থানে দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি যে যে বিষয়ে দোষ দেখাইয়াছেন, সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা বলিব। আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ, আশাকরি সুধীবর্গ আমার ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

হিন্দু মাত্রেই অবতারবাদী, হিন্দুশাস্ত্রে যে দশাবতারের কথা আছে তন্মধ্যে ৯টী অবতার ইতিপূর্ব্বে হইয়াছেন, একটী অবতার ভবিষ্যতে হইবেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনেকে অবতার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দশাবতারের মধ্যে কেহ নহেন। শ্রীবলরামই দশাবতারের অন্যতম অবতার। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকেও অনেকে অবতার বলেন কিন্তু তিনিও দশাবতারের মধ্যে কেহ নহেন, (ক) শ্রীকৃষ্ণা-

(ক) শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী এই দশবিধ অবতার। কিন্তু জয়দেব উক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্থানে বলরামকে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গীতে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই। বরাহপুরাণে হলধরের নাম নাই, শ্রীকৃষ্ণের নামই আছে। ভাগবত মহাপুরাণের ১ম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে একবিংশতি অবতার বলা হইয়াছে। অবতারের কথা সম্বন্ধে উক্ত পুরাণকার বলিতেছেন—হে মুনিগণ! সত্বগুণের নিধিস্বরূপ ভগ-

বতার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যথা—

* * * * *

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হৈল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥

বানের অবতার অসংখ্য। তাহা আর কত বলিব।

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃসত্ত্ব নিধের্দ্বিজা
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।
ঋষয়োমনবোদেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব স প্রজাপতয়ঃস্মৃতাঃ।
এতেচাংশকলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

অর্থাৎ—অক্ষয় সমুদ্র হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ অক্ষয় শক্তি ঈশ্বর হইতে বহু অবতার উৎপত্তি হন। এই সকল অবতার অংশ, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ ও পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীজগবন্ধু সুন্দর যে একজন অবতার তাহাতে তাঁহার ভক্তগণের ও আমাদের মনে সন্দেহ নাই। সম্পাদক।

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥

* * * * *

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥

পক্ষান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাইতেছি যথা—

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতার মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এই মত ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ধর্ম্ম করিল প্রচার ॥

অতএব আমরা দেখিতেছি যে শ্রীভগবান নিজ লীলারস নিজে আস্বাদন করিতে এবং জীবকে সেই প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করাইতে মানুষের মধ্যে মানুষ রূপেই আসিয়া থাকেন। মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিলেও তিনি মায়ার অতীত বস্তু। তিনি মায়াতীত, জ্ঞানাতীত, শাস্ত্রাতীত "একমেশ্বর" স্বতন্ত্র "ঈশ্বর" জ্ঞান দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব কে বুঝিতে

পারিবে ? শাস্ত্র দ্বারাই বা তাঁহাকে কে চিনিতে পারিবে ?

"কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়"

অতএব তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে চিনিতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

* * * * * *

কৃপা বিনে ঈশ্বর তত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই তো ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২৮)

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদ লেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরংবিচিন্বন্ ॥ ৯।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু সুন্দরকে তাঁহার ভক্তগণ শ্রীভগবান্ জ্ঞানে পূজা আরাধনা করিয়া থাকেন, যদি এস্থানে প্রশ্ন হয়, তিনি যে ভগবান্ তাহার প্রমাণ কি ? তবে তাঁহার ভক্তকে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে তিনি নিজেই তাহার প্রমাণ। তিনি যখন প্রকাশ্যে তাঁহার ভক্ত-গণের সহিত বেড়াইতেন, কথা বলিতেন তখন তিনি নিজগুণে তাঁহার ভক্তগণকে জানাইয়াছেন যে তিনিই হরি তিনিই পুরুষ তিনিই জগবন্ধু তিনিই সুন্দর। (খ) যদিও তিনি এখন নির্জ্জনে আছেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না কিম্বা কাহাকেও দেখা দেন না তথাপি আমরা দেখিতেছি প্রত্যহ শত শত লোক তাঁহার কৃপায় ধন্যহইয়া তাঁহাকে একমাত্র প্রাণের দেবতা জ্ঞানে তাঁহার শ্রীশ্রী-রাতুলচরণে নিজ নিজ মন প্রাণ দেহ ঢালিয়া দিতেছেন। এই সব-লোক দিগের একমাত্র প্রভু-জগবন্ধু সুন্দর ব্যতীত অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নাই।—

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভগবত্তা সম্বন্ধে যদি কেহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি শাস্ত্রানভিজ্ঞ, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্তই অল্প, নাই বলিলেই হয়, তথাপি সামান্য দুই একখানি গ্রন্থ যাহা আমার পড়ার ভাগ্য হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিয়াছি যে যদিও তিনি শাস্ত্রাতীত তথাপি শাস্ত্রেও তাঁহার এই সময়ে অবতারের প্রমাণাভাব নাই শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭।

(খ) গীতায় ১০ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার ভক্ত অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরংধামপবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতোদেবলোব্যাসঃ স্বয়ংচৈবব্রবীষিমে ॥১৩

অর্থাৎ—অর্জ্জুন কহিলেন—

তুমি পরব্রহ্ম, পরমাস্পদ, পরম পবিত্র, নিত্যপুরুষ জ্যোতির্ম্ময়, আদিদেব, জন্মরহিত, এবং বিভু। নারদাদি সমস্ত ঋষিগণ, অসিত, দেবল ও ব্যাস সকলে তোমাকে উক্তরূপে বর্ণনা করেন, এবং তুমি স্বয়ং ও তাহা আমাকে বলিলে। অবতারগণ ভক্তগণের নিকট স্বপ্রকাশ হইয়া থাকেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সঃ

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥৮।
৪র্থ অঃ।

সুধীবর্গ স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন শ্রীশ্রীগীতার এই মহা বাক্যানুযায়ী এখন শ্রীভগবানের অবতার হইবার সময় হইয়াছে কিনা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব-প্রভৃতি নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে জগৎ-বাসী সকলে নানারূপ অশান্তিতে পড়িয়া আর্ত্তস্বরে শ্রীভগবানের নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিতেছে। পরম দয়াল শ্রীভগবান্ জীবের দুঃখ দেখিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন তাই তিনি জগদ্বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (গ)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই যখন শ্রীনিমাই মায়ের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অনুমতি লইতে গিয়াছিলেন মাতা বারংবার নিষেধ করিলে মাকে সান্ত্বনা প্রদান ছলে বলিয়াছিলেন—

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥

এবং তাঁহার ভক্তগণকেও বলিয়া ছিলেন

এইমত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তোমা সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥

শ্রীশ্রীপ্রভু বাল্যকালাবধি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা দ্বারা এবং তাঁহার উপদেশাবলী হইতে বেশ বুঝাযায় যে ঐ দুই অবতারের মধ্যে একটী এই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু অবতার।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ তদুপরি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত পত্র, তাঁহার রূপ, তাঁহার কার্য্য এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার কৃপায় ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীহরি পুরুষ বলিয়া জানিতে ও চিনিতে পারিয়াছেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুকে হরি-পুরুষও সুন্দর আখ্যা প্রদান করা হইল কেন? ইহার উত্তর আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে তিনি নিজে জানাইয়াছেন যে তাঁহার নাম হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু। আদি নাম জগদ্বন্ধু মধ্যম নাম পুরুষ ও শেষ নাম হরি। যিনি জীবের মন প্রাণ হরণ করেন, কিম্বা যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। আত্মাকে পুরুষ বলে কারণ তিনি জগৎ-বাসী সকলেরই আত্মা তাইতিনি পুরুষ। পক্ষান্তরে তিনিই যে একমাত্র পুরুষ আর সব প্রকৃতি তাহা জীবকে জানাইয়া জীবের পুরুষাভিমান চূর্ণ: করিবেন বলিয়াই তিনি পুরুষ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সুন্দর তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর, তাঁহার বচন সুন্দর, তাঁহার গমন সুন্দর তাঁহার হাসি সুন্দর তাহার ভঙ্গি সুন্দর তাঁহার সবই সুন্দর—

"তাঁহার চলন নটন লীলা, বচন সঙ্গীত কলা
নয়নে চাহনী আকর্ষণ।
রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ
রসময় প্রেমের গঠন॥"

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যখন তাঁহার প্রাণের আরাধ্য ধন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের রূপ দর্শন করিলেন তখন দেখিলেন সুন্দর সুন্দর সুন্দর সবই সুন্দর। তাই তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

(গ) এই সম্বন্ধে প্রভুর ভক্তগণকে আমরা প্রতিভার আষাঢ় সংখ্যায় "ভূতাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঃ

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং বদনং মধুরং মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুকে যিনি একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন,যিনি তাঁহার সুধা মাখা কথা একবার মাত্র শুনিয়াছেন তাঁহাকে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ন্যায় বলিতে হইবে যে পৃথিবীতে একাধারে সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায় সে সবই জগদ্বন্ধু সুন্দরের সৌন্দর্য্য সাগরের এক একটী বিন্দুমাত্র।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর—যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া তাঁহার ভক্তগণ সেবা করেন তাঁহার ভোজনাবশিষ্ঠ অন্নকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বলিব না কেন ? তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গুপ্ত মহাশয় কি কখনও মহাপ্রসাদ নাম শুনেন নাই ? শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিকটে যে ভোগ নিবেদন করা হয় তাহাকে যে মহাপ্রসদে বলা হয়—তাহা কি গুপ্ত মহাশয় জানেন না ? (ঘ)

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবকগণ দেশে দেশে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন গুপ্ত মহাশয় কি কখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদও গ্রহণ করেন নাই। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিকটে নিবেদিত দ্রব্যকে যদি মহাপ্রসাদ বলিতে পারা যায় তবে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বলিতে আপত্তি কি ?

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দেব সরকার শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, বিশ্বাস মহাশয়ের উপর সেবা সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার আছে,মহেন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতানুযায়ী সেবার কার্য্য করিতে হয়। গত উৎসবের সমুদয় কার্য্য বিশ্বাস মহাশয়ের তত্বাবধানেই সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। যদিও ভক্তগণ সাধ্যায়ানুযায়ী অর্থ, চাউল ডাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রদান করিয়া উৎসব করিয়াছেন তথাপি যখন যে জিনিষের আবশ্যক হইয়াছে অথচ সংগ্রহ নাই তখন সে জিনিষ বিশ্বাস মহাশয় বাজার হইতে আনাইয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনে জমা-খরচের লিখিত কোন হিসাব রাখা হয় না, গত উৎসবেও রাখা হয় নাই। চাউল ডাউল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা দিয়াছেন,অভাব হইলে বাজার হইতে তখনই বিশ্বাস মহাশয় আনাইয়াছেন। বাজারে যে টাকা বাকী আছে তাহার জন্য পাওনাদার গণ যে সমস্ত ভক্তগণ উৎসব করিয়াছেন তাহাদের ধরিতেছেন না। শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবইৎ শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয়ের নিকটেই টাকা চাহিতেছেন। সুতরাং যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবাইৎ বিশ্বাস মহাশয়ের নামে টাকা না পাঠাইয়া আর কাহার নিকট পাঠাইবেন। (ঙ)

গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীঅঙ্গনে উৎসবের সময় একটি সাধারণ সভাতে বিশ্বাস মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কাহিনী

(ঘ) আমাদের বোধ হয় গুপ্ত মহাশয় সমস্তই জানেন, তবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা এই যে প্রভুর সকল বিষয় তদীয় ভক্তগণ সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারেন। সম্পাদক

(ঙ) আমাদের মনে হয় সাধারণ ভক্তগণের নিকট হইতে যৎকালে অর্থ বিশ্বাস মহাশয় গ্রহণ ও ব্যয় করিতেছেন তখন একটী হিসাব উৎসবান্তে দেওয়া কর্ত্তব্য সঃ

শুনা গিয়াছিল, কেবল বিশ্বাস মহাশয় কেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও অনেকে কিছু দোষারোপ করিয়াছিলেন। যে লোকটি বিশ্বাস মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তখন সাবধান হইয়া সত্যকথা বলিতে বলা হইয়াছিল তাহা কি গুপ্ত মহাশয় অস্বীকার করিবেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীজয়নিতাই সেই সভাতে মহেন্দ্র যে নির্দ্দোষী তাহার প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাকে সেই সভাতে বলিতে দেওয়া হইল না কেন? তখন উপস্থিত কয়েকটী সভ্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন শ্রীশ্রীজয়নিতাইকে সভায় কিছু বলিতে দিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই তাঁহারা নানারূপ আপত্তি দেখাইয়া তাঁহাকে বলিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বলিতে দিলে উপস্থিত সকলেই বিশ্বাস মহাশয় ও মহেন্দ্র যে নির্দ্দোষ তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং যে উদ্দেশে সভা করা হইয়াছিল তাহা ঐ স্থানেই শেষ হইত।

গুপ্ত মহোদয় লিখিয়াছেন যে আমি প্রবন্ধের দুই একস্থানে সত্যতা রক্ষা করিতে পারি নাই। তিনি মাননীয় আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ফুটনোট হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে শ্রীঅঙ্গনে প্রায় এক সহস্রের অধিক লোক প্রসাদ পায় নাই। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যখন শ্রীঅঙ্গনে গিয়াছিলেন তখন রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা। আমার বিশ্বাস তখন তিনি কেবল শ্রীঅঙ্গনের প্রাঙ্গনে প্রায় এক সহস্র নরনারী উপস্থিত দেখিয়াছিলেন, শ্রীঅঙ্গনের উত্তর এবং পশ্চিম পার্শ্বস্থিত মাঠে সমবেত নরনারীগণকে লক্ষ্য করেন নাই। (চ) এ সব স্থলে লোকের সংখ্যা নিরূপণ করা একরূপ দুঃসাধ্য তবে যাঁহারা পাক ও পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহারা অনুমানে যাহা কিছু বলিতে পারেন। আমার বিশ্বাস এবং পরিবেশনকারী কাহারও কাহারও নিকটে শুনিয়াছি শ্রীঅঙ্গনে প্রায় এক সহস্র স্ত্রীলোকেই প্রসাদ পাইয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনের উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড মাঠ জুড়িয়া বসিয়া ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া গ্রামের ভিতরেও কয়েকটী বাড়ীতে ভক্তগণের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রায় ৪০।৪৫ জন লোক প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছেন। কোন কোন দিন পরিবেশন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, স্থানীয় অনেক বাড়ীতে উৎসবের কয়েকদিন রন্ধন কার্য্য বন্ধ ছিল। সকাল বেলা উপস্থিত ভক্তগণকে বাসী প্রসাদ, আম তরমুজ ফুটী প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় বুঝি এ সব সংবাদ রাখেন নাই! প্রয়োজনানুরূপ প্রসাদ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু দেওয়া হয় নাই, সেই কারণে হয়ত কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে যে ত্রুটী হইয়াছে আশা করি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করিবেন না।

স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ফরিদপুর হিতৈষিনী ও সঞ্জয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তৎ-সম্বন্ধে আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি

(চ) লেখক মহাশয়ের এই কথা সত্য কারণ পূর্ণ চলচ্ছক্তি অভাবে আমি সকল স্থান বিচরণ করিতে পারি নাই। সঃ

আমার বিশ্বাস বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়া কোন নিন্দুকের নিকটে শুনিয়াই তাহা পত্রস্থ করা হইয়াছে। (ছ)

শ্রীঅঙ্গনে অন্যান্য সাধুর অঙ্গনের মত জমা-খরচ হিসাব রাখা হয় না কেন? ইহার উত্তরে এই বলিতে চাই যে শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু পূর্ণ ভগবান্; শ্রীঅঙ্গন, সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, তাঁহাদের আশ্রম ও মায়িক জগতের ভাবে হিসাব নিকাসের ভিতর দিয়া আপন পর লইয়া চলিয়া থাকে। শ্রীঅঙ্গনে উদার বিশ্ব-প্রেম বিশ্ববাসীর জন্য অনন্ত ধারায় ক্ষরিত এ স্থানে বিশ্ববাসী একই প্রেমের অঙ্কে আপনার ভাবে আহূত হইতেছে। এস্থানে জমার হিসাবও নাই খরচের হিসাবও নাই। শ্রীঅঙ্গনে অভাবও নাই জমাও নাই। শ্রীশ্রী-প্রভুর পূর্ণ বিশ্ব-প্রেমের উদার ভাবের অদৃশ্য প্রেরণায় সেবাইতগণ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও শ্রীশ্রীপ্রভুর উদার বিশ্ব-প্রেমের ভিতরে সংকীর্ণতা ব্যঞ্জক জমা-খরচের খাতা খুলিয়া মায়িক ব্যবহার লইয়া আপন পর ভাবের সঙ্কীর্ণ হৃদয় লইয়া শ্রীঅঙ্গনে থাকিতে পারেন না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুর কয়েকটী ভক্ত শ্রীঅঙ্গনের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস মায়িক জীব আমরা, আমাদের মায়িক ভাবের সঙ্কীর্ণ হৃদয় লইয়া যতই কেন শ্রীঅঙ্গনে মায়িক সঙ্কীর্ণ ভাব প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সে আশা কিছুতেই ফলবতী হইবে না।

আমি গত উৎসবে সাহায্যকারী ভক্তগণের নামের কোন ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশ করি নাই, মোটামুটী কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া উৎসবের বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। বহুসংখ্যক লোকে অর্থ জিনিস-পত্র দ্বারা উৎসবে সাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সর্ব্বশত শত লোকের নাম ও জিনিস-পত্রের বিবরণ সামান্য প্রবন্ধে উল্লেখ করা নিতান্ত অসম্ভব। অনেকে যাহাতে নাম জাহির না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া উৎসবে সাহায্য করিয়াছেন। অধিকন্তু যখন শ্রীঅঙ্গনে কোন জমা-খরচের হিসাব রাখা হয় না সে অবস্থায় সাহায্য-দাতাগণের নামের, সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করাও অসম্ভব, তবে যদি নাম প্রকাশ না হওয়াতে কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন তবে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে ক্রটী স্বীকার করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাঁহার নামটী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনিত্যগোপাল সরকার

(ছ) শ্রীভগবান্ জগবন্ধু সুন্দর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সরকার মহাশয় যাহা যাহা এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা প্রভুর ভক্তগণ সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি।

সম্পাদক

ভৃত্য সমস্যা।

আজকাল অনেকেই কায়স্থ বিদ্বেষ বশতঃ বলিয়া থাকেন, কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তানেরা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং কখন "কায়স্থ" ও কখন "ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ কেহ শিষ্টাচারের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, "কায়স্থেরা" ইহা বিবেচনা করিবেন না যে আমরা তাঁহদিগকে কায়স্থ হইতে নীচ পদে আনিতে অভিলাষী। (ক) এরূপ শিষ্টাচারের বাক্যে বড় কৌতুক বোধহয়। কেননা তাঁহারা কায়স্থকে নীচ পদে আনিতে ও অভিলাষী নহেন অথচ প্রকারান্তরে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে ত্রুটী করেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন "ভৃত্য" শব্দে কেবল শূদ্র জাতিকেই বুঝায়; ব্রাহ্মণাদি অন্য কোন বর্ণ ভৃত্য নহেন। এই সংস্কার নিবন্ধন তাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র গণ্য করিয়া অনেক স্থলেই কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তান বলিয়া কায়স্থের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ভৃত্য সন্তান বলিলে কায়স্থদিগের লজ্জা বোধ করিবার কোন কারণ নাই, যে হেতু রাজসেবা অর্থাৎ রাজকার্য্য পরিচালন নিমিত্তই ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে কায়স্থ শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশীয় হইয়াও যে কাল মাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ দিগের নিকট শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন ইহাই লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয় বটে। তাহাদের জানা উচিত যে কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তান বলিলে কেবল কায়স্থকে বুঝাইবেনা ব্রাহ্মণগণ ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইবেন। আর্য্যঋষিগণ ভৃত্য শব্দে কাহাকে কাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গোচরার্থে নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

ভৃত্যা বহুবিধাজ্ঞেয়া উত্তমাধম মধ্যমাঃ।
নিযোক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥
ভৃত্য পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্যাহি যো গুণঃ।
তমিমংসং প্রবক্ষ্যামী যদ যদা কথিতানিচ॥

(ক) কায়স্থ যিনি স্বীকার করিলেন তিনি কায়স্থের দ্বিজত্ব ও স্বীকার করিলেন, কারণ "কায়ে" যিনি ছিলেন তিনিই কায়স্থ, ব্রাহ্মার কায়া হইতে আমাদের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের উদ্ভব তিনি ও দেব ক্ষত্রিয়। বিশেষতঃ বেদবাণী (পুরুষসূক্ত) "পদ্ভ্যাংশূদ্রোঽজায়ত" ব্রহ্মার পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি, এতাবতা কায়স্থ ও শূদ্র এক জাতিহইতে পারেনা। এই পার্থক্যটী অতি বড় মূর্খ ও বুঝিতে পারেন।

সংম্পাদক।

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষতে তুলা ঘ র্ষণ ছেদন তাপনেন।
তথা চতুর্ভিঃ ভৃত্যকং পরীক্ষতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা ॥
কুল শীল গুণোপেতঃ সত্যধর্ম্ম পরায়ণঃ।
রূপেণ সুপ্রসন্নশ্চ রাজ্যাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥
মূল্যরূপ পরীক্ষা রত্নবেত্রথ পরীক্ষকঃ।
বলাবল পরীজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥
ঈঙ্গিতাকারতত্বজ্ঞো বলবান প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী প্রমাথীচ প্রতিহার স উচ্যতে ॥
মেধাবী বাক-পটুঃ প্রজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র সমালোচী হেযঃ সাধুঃ স লেখক ॥
বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ক্রূরো যথোক্ত বাদীচ এষদূতো বিধীয়তে ॥
সমস্ত কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শৌর্য্য বীর্য্য গুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥
পিতৃভক্তঃ মহোদক্ষঃ শাস্ত্রকঃ সত্যবাচকঃ।
শৌচযুক্ত সদাচারী সূপকারঃ স উচ্যতে ॥
আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞ প্রিয়দর্শনঃ।
ধৈর্য্যশীল গুণোপেতো বৈদ্য এষ বিধীয়তে ॥
বেদ বেদাঙ্গ তত্বজ্ঞো জপ হোম পরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদ পরোনিত্যমেষরাজপুরোহিতঃ ॥

গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১২২ অঃ

এই প্রমাণে রাজ্যাধ্যক্ষ হইতে পুরোহিত পর্য্যন্ত সকলেই ভৃত্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। যাঁহাদিগের আদিপুরুষ আদিশূর রাজার যজ্ঞে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে ভৃত্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগের অধস্তন বংশধরগণের পক্ষে ভৃত্য নামোল্লেখে শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করা কি উচিত? প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় রাজার পৌরোহিত্য করিয়াই ব্রাহ্মণ গণ ভৃত্য শ্রেণীতে গণ্য হইতেন। সেই ব্রাহ্মণ বংশধর হইয়া ইদানীন্তন সময়ে পুরুষানুক্রমে ম্লেচ্ছ যবনাদির দাসত্ব করিয়াও যাঁহারা আপনাদিগকে ভৃত্য সন্তান বলিতে কুণ্ঠিত হন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পুরাণ কায়স্থের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি সেই চিত্রগুপ্তদেবই আজ-কালকার কোন কোন অর্ব্বাচীনের মতে শূদ্র বলিয়া অভিহিত, তবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় কিরূপে সেই চিত্র-

গুরুদেবের উদ্দেশে প্রত্যহিক আপোষ্ণসন ও তর্পণ করিয়া থাকেন। (খ) রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্যই কায়স্থগণ মসীজীবী ক্ষত্রিয় নামে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়াছেন। অক্ষর বৃত্তি রাজ সেবাই কায়স্থের জাতীয় বৃত্তি, তাহাতে কখনও শূদ্রের অধিকার ছিলনা। শুক্র-নীতিতে কথিত আছে ব্রাহ্মণ স্ব কার্য্যে অক্ষম হইলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে অক্ষম হইলে বৈশ্য বৃত্তিও করিতে পারিবেন কিন্তু প্রাণান্তেও শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। তদনুসারে চিরকাল কায়স্থের অক্ষর বৃত্তি অবলম্বনে ব্রাহ্মণগণ রাজ সেবা-দ্বারা জীবীকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে-ছেন এবং তন্নিবন্ধন দেবল, পাচক ইত্যাদি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ হইতে আপনাদিগকে সমাজে ভদ্র বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহার বৃত্তি অবলম্বনে ভদ্রতার কারণ হইতেছে তাহাকে অনায়াসে শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা কি উচিত কায়স্থ যে শূদ্র নয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আদিশূরের যজ্ঞে কানাকুব্জ হইতে যে পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন তাঁহারা যে শূদ্র নয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা তাঁহাদের আগমন যানাদীয় প্রমাণ-দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

গোযানেনাগতাবিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃকুল শ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

দেবীবর।

গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ॥
গো যানারোহিণো বিপ্রাঃপত্তিবেশ সমন্বিতাঃ

ধ্রুবানন্দ।

যাহারা এইরূপ কায়স্থকে দাস উল্লেখ শূদ্র বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত মনিবগণ গোশকটে আর তাহাদের ভৃত্যগণ শ্রেষ্ঠ যান গজ, অশ্ব, শিবিকাতে আগমন করিলেন। হস্তী মূর্খ ব্যতীত এই কথা সকলেই বুঝিবেন যে ভৃত্য কখনও এইরূপ ভাবে আসিতে পারেনা। বিশেষতঃ আদিশূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা পাঠ করিলে সহজে প্রতীয়মান হয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়বই আর কিছুই নহে। সেবকের কখনও পরিচয়ের আবশ্যক করেনা। কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য ছিলেন; তাঁহারা নিজেদের দাস বলিয়া গুরুর প্রতি ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। বিশেষ প্রমাণ এই যে তাঁহারা হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় আসিয়াছিলেন। রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে রাজসভায় সমাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বল্লালের সভায় ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থগণ ও সম কৌলিন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া ছিলেন। একই নবগুণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৌলিন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ ও

(খ) ব্রাহ্মণা ভীক্ষ্ণিয়স্থানী দেবাগ্নোর্গরুভুক্ সটে।
ভোজনাচ্ছ সদা তস্মাদ্ধৃতিদীর্ঘতে ইতৈঃ॥
পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে।

কায়স্থের বংশ কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, কায়স্থ যে শূদ্র নহে এসকল তাহারই বিশিষ্ট প্রমাণ। রাজা ব্রাহ্মণদের সহিত শূদ্রদিগকেও যে সমকৌলিন্য মর্য্যাদা দিয়াছিলেন ইহা অসম্ভব কথা।. আজ-কাল সকলেই your most obedient servant লিখিয়া থাকেন তবে কি সকলেই শূদ্র। ইতি

শ্রীতারাপদ বসুবর্ম্মা।

বিমাতা।

নীলমাধবের বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার মাতা পরলোক গমন করেন। দেহ ত্যাগের অনতিপূর্ব্বে নীলমাধবের জননী, পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামী, রাধাবল্লভ দত্তকে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে অস্পষ্ট-স্বরে নীলমাধবকে মানুষ করিবার জন্য পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। রাধাবল্লভ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না—নয়নজলে বুক ভাসাইয়া ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন "নির্ব্বোধ রমণি, বিবাহ হয়ত করিতে হইবে, কিন্তু সেকি নীলমাধবকে মানুষ করিবে—বিমাতার সপত্নী তনয়ের প্রতি স্নেহভাব কি আকাশ-কুসুম নয়?" রাধাবল্লভ সাধ্বী পত্নীকে অবিলম্বেই হারাইলেন। তাঁহার জীবনের সুখের সেতু ভগ্ন হইল বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শোকাকুল চিত্তে শিশুপুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ তাঁহার প্রতিপালনের ভার কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে যাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পত্নী-শোক হইতেও নীলমাধবের চিন্তা তাঁহার পক্ষে গুরুভার বোধ হইল। রাধাবল্লভের সংসারে এক পত্নী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আত্মীয়ের মধ্যে এক ভগ্নী ছিলেন, তিনি নিজের সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সংসারে বাস, করিবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। নীলমাধবের যদিও এক বিধবা মাসী ছিলেন—তাহার অবস্থাও তত ভাল ছিল না; তাহার রাধাবল্লভের গৃহে থাকিয়া নীলমাধবকে লালন পালন করার অন্তরায়ও কিছু ছিল না, পরন্তু যৌবন কাল সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না থাকায় অনিন্দিত-চরিত্র রাধাবল্লভ তাহাকে নিজ গৃহে রাখিতে সাহসী না হইবারই কথা। মাসীর নিকট রাখিলে নীলমাধবের প্রতিপালনের উপায় হইত—মাসে মাসে কিছু না হয় সাহায্য করিলে চলিত কিন্তু পত্নী-বিয়োগ-কাতর রাধাবল্লভ শিশু পুত্রটীকেও কাছ ছাড়া করিয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারিলেন না। রাধাবল্লভ প্রিয়তমা ভার্য্যাকে শ্মশানস্থ করিবার দিন হইতে প্রায় এক বৎসর যে কিরূপ অশান্তিতে কাটাইলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু লোকাভাবে তাঁহার

আলয় যন্ত্রণার আগার হইয়া উঠিল। শিশু পুত্রটীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহার ব্যয় হইত—বিষয় কর্ম্মের নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, পরিশেষে এমন হইল, শিশুটিও তাঁহাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্য অন্যের নিকট থাকিতে চাহিত না তিনিও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে সুখবোধ করিতেন না। রাধাবল্লভ সর্ব্বথা নীলমাধবের জননীর স্থান অধিকার করিয়া সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

স্বজাতি, পরজাতি, আত্মীয়, অনাত্মীয় যাহার সহিত রাধাবল্লভের দেখা হইত, তিনিই অযাচিতভাবে দার পরিগ্রহের উপদেশ দিতেন। রাধাবল্লভ নীরবে শুনিয়া যাইতেন, কোন উত্তর করিতেন না। নীলমাধবের সম্মুখে কেহ বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রাধাবল্লভ বালককে বাহুযুগলে আবদ্ধ করিয়া মুখ চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। কোনরূপে একটি বৎসর অতীত হইয়া গেল। রাধাবল্লভের ভগ্নী পিতৃগৃহে আসিলেন, তিনি সঙ্কল্প করিয়া আসিলেন, ভ্রাতাকে বিবাহ না দিয়া স্বালয়ে ফিরিবেন না। ভগ্নীর আগমনে ভ্রাতার মানসিক অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল দেখা যাইতে লাগিল। স্নেহময়ী ভগ্নী দিন কয়েক পরে ভ্রাতার সন্নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। রাধাবল্লভ বলিলেন—বিবাহ করিলে নীলমাধবের সুখ সুবিধার অভাব হইবে; তিনিও পত্নীর বাধ্য হইয়া পুত্রের প্রতি স্নেহহীন হইতে পারেন, কাজেই এমন অশান্তির অনুষ্ঠানের প্রয়োজনাভাব। ভগ্নীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনিও দুই তিন জন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সপত্নী-তনয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের উল্লেখ করতঃ বিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলেন—এবং সকল বিমাতাই যে কৈকেয়ী হয় না তাহা বুঝাইলেন। ধনীনগরের শশীরায়ের একটী বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে আছে, চরিত্রও অতি সুন্দর। তিনি সম্বন্ধ উত্থাপন করার তাহার সম্মতি পাইয়াছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় ঐ মেয়েটী বধূরূপে ঘরে আসিলে তাঁহার বিশ্বাস সংসারের শান্তি অব্যাহত থাকিবে—নীলমাধবের ভাবনা কাহারও ভাবিতে হইবে না। পুরুষ লোকে কতদিন বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ছেলে মানুষ করিতে পারে? ভগ্নীর যুক্তি-তর্কে ভ্রাতা পরাস্ত হইলেন—ভগ্নী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। (ক)

(ক) আমরা এই স্থানে একটী টীকা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন পুরুষের পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ যে নিদারুণ অসঙ্গত তাহা প্রমাণ করিতে ২।১টী দুরউত্তর যুক্তির অবতারণা অতিশয় সহজ, রাধাবল্লভের পরাস্ত হইবার ত কারণ ছিল না। রাধাবল্লভ তৎকালে ৩০বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। ভালবাসা সমবয়স্ক দম্পতি ভিন্ন অসম্ভব, যেমন বৃদ্ধের সহিত যুবকের ভালবাসাও অসম্ভব। ১৪ বৎসরের যুবক কি ৩০ বৎসরের রমণীকে ইচ্ছাকরিয়া বিবাহকরে, না ১৪ বৎসরের কিশোরী ৩০ বৎসরের পুরুষকে বিবাহ করিতে চায়? এই প্রকার মিলনে দুঃখ ভিন্ন সুখের আশা যে করে সে বাতুল। পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ ইহা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য। সং

যথা সময়ে ধনী নগরের শর্ম্মীরায়ের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সহিত রাধাবল্লভের উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। গৃহশূন্য শান্তিশূন্য রাধাবল্লভ, শ্যামাসুন্দরীকে গৃহে আনিয়া গৃহপূর্ণ করিলেন, শুষ্ক হৃদয় সরস করিয়া তুলিতে লাগিলেন। রাধাবল্লভের ভগ্নী তাঁহাকে কহিলেন—'রাধাবল্লভ, বৌয়ের কোলে নীলুকে দাও এবং বলিয়া দাও যে, নীলুকে মানুষ করিবার জন্যই তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছ।' রাধাবল্লভ, ভগ্নীর উপদেশানুসারে তাহাই করিলেন। নীলমাধব শ্যামাসুন্দরীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্যামাসুন্দরী জানিনা কি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিলেন, নীলমাধব সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে আর কাহারাও ক্রোড়ে যাইয়া সুখানুভব করিত না। রাধাবল্লভের যেমন পত্নীর অভাব দূর হইল নীলমাধবের তদ্রূপ জননীর শান্তিময় ক্রোড় লাভ হইল। ভগ্নী সুখের সংসার পাতাইয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। রাধাবল্লভ, যখন দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর। ক্রমে শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে রাধাবল্লভের চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান জন্মে। শ্যামাসুন্দরী গৃহে আসিবার পর হইতে রাধাবল্লভের ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হইল। মান প্রতিষ্ঠায় তিনি বিমণ্ডিত হইলেন। দেশের দশের মধ্যে তিনি প্রধানতম একজন হইয়া উঠিলেন। ভাগ্যবান রাধাবল্লভ পরিণত বয়সে উপযুক্ত পাঁচপুত্র ও দুইকন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্র সাক্ষাতে প্রচুর যশ অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া, পুত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বিদ্যমান দর্শনকরিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমাধবের প্রতি সংসারের সমগ্র ভারার্পণ করতঃ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন; পিতার গুরুতর দায়ীত্ব শিরে ধারণ পুরঃসর নীলমাধব মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বৃহৎ সংসার পরিচালন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর সুখেই কাটিয়া গেল, রাধাবল্লভ যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, নীলমাধব বুদ্ধির গুণে তাহার উন্নতি বিধান করতঃ নিজেও কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সম্পত্তির পরিমাণ বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইলেন। সদ্ব্যবহারে ভদ্র ইতর সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শ্যামাসুন্দরীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি বড় সরলাত্মা ছিলেন মনের ভাব গোপন করিতে পারিতেন না। প্রায়ই পুত্রদিগের সমক্ষেও অন্য আত্মীয়গণের নিকট বলিতেন—"আমি ভাবিয়া ছিলাম, কর্ত্তার অভাবে সংসারের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তা, আমার নীলুর বুদ্ধিরগুণে সে চিন্তা হইতে আমি নিস্কৃতি পাইয়াছি। নীলু আমার, সততা ও বুদ্ধিমত্তায় সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।" তিনি নীলমাধবকে প্রশংসা করিয়া সুখী হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা যে তাহাতে কষ্টানুভব করিত এবং বিরক্ত হইত. তাহা অনুভব করিতে পারিতেন না। তাঁহার গর্ভজাত প্রথম পুত্র বেণীমাধবের মনেই অতিরিক্ত দ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। নীলমাধব যেখানে যায়, সেই খানেই সম্মান পায় সকলেই নীলমাধবের সুখ্যাতি গায়। ইহা বেণীমাধবের অসহ্য হইয়া পড়িল। গৃহে আসিয়াও শান্তি নাই, মাতার মুখেও নীলমাধবের যশোগীতি। তিনি নীলমাধবের যশঃ ও প্রতিপত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে সকলে তাঁহাকে আদর আপ্যায়ন সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাই অনব-

রত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যেও পরামর্শ চলিতে লাগিল; যদিও অন্য ভ্রাতৃত্রয় নীলমাধবের পক্ষপাতীছিলেন কিন্তু বেণীমাধবের কুমন্ত্রণায় ক্রমে তাহাদের হৃদয় ও কলুষিত হইয়া গেল। ভ্রাতৃচতুষ্টয় একমত হইয়া স্থির করিলেন "নীলমাধবকে প্রতিপত্তি-হীন না করিতে পারিলে তাহাদের লোক-সমাজে যশোমান লাভ করা সম্ভব হইবেনা। তাহার প্রতিপত্তির কারণ সমস্ত সম্পত্তির ভার একমাত্র তাহার উপর, পাঁচ ভাগের একভাগ সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিতে হইলে এত মর্য্যাদা প্রভাব কথনই থাকিবেনা। যাহাদের সম্পত্তি অধিক হইবে মান প্রতিপত্তি তাহাদেরই অধিক হইবে। অবিলম্বে নীলমাধবের হস্ত হইতে তাহাদের চারি ভ্রাতার সম্পত্তি বিচ্যুত করিয়া নিজেদের হস্তগত করা অত্যাবশ্যক।" মন্ত্রণা স্থির হইল বটে কিন্তু কিরূপে মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহাই সমস্যা। দাদার এমন কোন দোষ দেখান যাইবেনা, যাহাতে সম্পত্তি পৃথক করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা যাইতে পারে। জননী শ্যামাসুন্দরী ও একবিষম বাধা। তিনি জীবিত থাকিতে নীলমাধবের সহিত তাঁহার পুত্রেরা বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত হইবেনা, এমন অবস্থায় কি করা যাইবে? অথচ পৃথক না হইলে ঈর্ষ্যানলে যে অন্তর ভস্ম হইয়া যায়। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। বেণীমাধব, নীলমাধবের স্ত্রীর সঙ্গে কোন্ সূত্রে কলহ করিবেন, তাহারই সুযোগ খুঁজতে লাগিলেন– ঘর সংসার করিতে গেলে ত্রুটীবিচ্যুতি কাহার না হয়? সামান্য কথা বা কার্য্য লইয়া বেণী-মাধব, নীলমাধবের স্ত্রীরসহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় উপেক্ষিত হইত, এখন তাহাই কলহের বিষয় হইতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী প্রমাদ গণিলেন। তিনি বেণীমাধবের আচরণে অতিমাত্রে রুষ্ট হইতেন বধূর পক্ষ হইয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতেন কিন্তু কলহের নিবৃত্তি হইতনা। উত্তরোত্তর অশান্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বেণীমাধব নীলমাধবের সাক্ষাতে কিছু না বলিলেও পরোক্ষে নানারূপ কুৎসা রটনা করিত। নীলমাধব শুনিয়া বিস্মিত হইতেন কাহাকেও কিছু বলিতেন না। সর্ব্বদাই বিষন্ন বদনে সময় যাপন করিতেন। শ্যামাসুন্দরী নীলমাধবের মুখ দেখিয়া ভয় পাইলেন, তাঁহার মনে যে ভীষণ যাতনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিলেন। নিভৃতে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করি-লেন "নীলু, তোর চেহারা দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছে কেন? মুখে যেন কালির পোঁচ দিয়াছে তোর কি কোন ব্যারাম হল নাকি?" নীলমাধব ছলছল নয়নে উত্তর করিলেন—'মা, আমার আর বাঁচিয়া ফল কি সংসারে যদি শান্তিই না থাকল' তবে জীবন ধারণ কি বৃথা নয়?"

মা। নীলু, এমন কথা বলছিস্ যে?

নীলু। তুমিত জাননা, বেণীমাধবের আমার প্রতি কিভাব, সেবাড়ী আসিয়া তোমার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, বাহিরে যায় তার কাছে আমার অখ্যাতি করে। ভায়ের প্রতি ভা'য়ের যদি এরূপ ভাব থাকে তবে এক সংসারে কিরূপে থাকা যায়?

মা। আমি বুঝেছি সে বংশের কুঠার হয়েছে। শান্তির সংসারে অশান্তি সেই আনবে আমি ভেবে ছিলাম কর্ত্তার ন্যায় আমিও পাচ

তাইকে মিলেমিশে থাক্‌তে দেখে যেতে পারবো তা আমার অদৃষ্টে বুঝি নাই।' ইহা বলিয়া শ্যামাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন। নীলমাধব বলিলেন 'মা, কেঁদোনা ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে, বেণীর মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর এখনও শান্তি অক্ষুণ্ণ থ কৃতে পারে।'

শ্যামাসুন্দরী বেণীমাধবকে অনেকরূপ বুঝাইলেন, নীলমাধবের সহিত পূর্ব্ববৎ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দিলেন, সোণার সংসার ছারখার না করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কিছুতেই কিছু হইলনা। বেণীমাধব উত্তরোত্তর দুর্ব্ব্যবহারে নীলমাধবকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। শ্যামাসুন্দরী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামী বিয়োগে তাঁহাকে যত না অধীর করিয়াছিল, এই ঘটনা তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলিল। স্বামী শোক তাঁহার হৃদয়ে নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। নীলমাধব ও বেণীমাধব প্রভৃতি যেদিন পৃথক্ হইলেন; শ্যামাসুন্দরী সেদিন জলমাত্রও গ্রহণ করিলেন না সারাদিন রাত্রি অশ্রুপাতে ও দীর্ঘশ্বাসে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে আপনার যেসব জিনিষ পত্রছিল, তাহা লইয়া নীলমাধবের ঘরে উপনিতা হইলেন।

শ্যামাসুন্দরীর ব্যবহার দর্শনে সকলেই অবাক্। নীলমাধব, বিষন্ন বদনেও হাসির রেখাপাত করিয়া বলিলেন 'মা, একি।' মা বলিলেন তুই কি আমায় একমুঠা ভাত দিতে পারবি না? না পারিস্ ত বল বাপের বাড়ী চলে যাই ও কুলাঙ্গারদের সংশ্রবে আমি থাক্‌বোনা।'

নীল। মা, আমি ভাত দেবার কে? তোমার ভাত তুমি খাবে। আমি ভাব্‌ছি, আমার মধ্যে তুমি থাকলে ওদের হিংসা আরো বাড়্‌বে। তা যা হয় হবে। তুমি যখন আমার স্নেহ ত্যাগ কর্‌লেনা, তখন আমার কোন ভাবনা নাই।

মা। নীলু, তুই কেমন করে বুঝ্‌বি, তোর প্রতি আমার স্নেহ কি। তুই গর্ভে না হয়েও আমার প্রথম সন্তান; তোর উপরেই বাৎসল্য বৃত্তি প্রথম অনুশীলিত হইয়াছিল। কত দুঃখের ধন তুই, কত অনাহার, অনিদ্রায় উৎকণ্ঠায় প্রতিপালিত হৃদয় পুত্তলি তুই, তাহা আমিই জানি। হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হলে দেখাইতাম। তোকে কি আমি ত্যাগ কর্‌তে পারি? হতভাগারা আমার সোণার সংসার শ্মশানকরে ফেল্‌লো, আমার এও দেখ্‌তে হ'ল।

নীলমাধব জননীকে সান্ত্বনা দান করিয়া নিজেও মানসিক সুস্থতা লাভ করিলেন। কাযকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। মাতা নীলমাধবের সংসার ভুক্ত হইয়া রহিলেন। নীলমাধব যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। শ্যামাসুন্দরী নীলমাধবের সংসারে থাকায় বেণীমাধব প্রভৃতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। নীলমাধবের কুপরামর্শে মাতা তাহাদিগকে পরিহার করতঃ তাহার সংসার ভুক্ত হইয়াছেন, লোক-লোচনের সমক্ষে তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য ও মাতার সম্পত্তি হস্তগত করার অভিসন্ধিতে যে নীলমাধব মাতাকে অধিকতর সমাদরে গৃহে স্থান

দান করিয়াছে, তাহায় কোন সন্দেহ নাই। ইহাই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তাহারা নীলমাধবকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নীলমাধব মাতাকে সব খুলিয়া বলিল। বেণীমাধবদের সংসারেও বৎসরের কিছু সময় থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝাইয়া মাতাকে বাধা করিলেন, তদবধি শ্যামাসুন্দরী উভয় সংসারেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, শ্যামাসুন্দরীর মনে আর শান্তি আসিলনা, মনের কষ্টে তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন। নীলমাধব চিকিৎসার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন সস্ত্রীক সর্ব্বদা মাতৃ পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। বেণীমাধব প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও সেবা শুশ্রূষায় যথোচিত সাহায্য করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিছুতেই কিছু হইলনা, শ্যামাসুন্দরীর মহাযাত্রার সময় হইয়া আসিল; তিনি সেই আসন্ন সময়ে নীলমাধবের হস্তে আলমারীর চাবি দিয়া বলিলেন নীলু, ঐ আলমারীর মধ্যে আমার গহনা ও পাঁচহাজার দুইশত টাকার নোট আছে, উহা খুলিয়া আন্‌ত।'

নীলমাধব, বেণীমাধবকে আদেশ করিলে বেণীমাধব গহনা ও টাকা আনিয়া মাতার নিকট দিলেন। মাতা গহনা ও টাকা নীলমাধবের হাতে দিয়া বলিলেন—নীলুরে! এই আমার শেষ স্নেহোপহার—আর কাহাকেও ইহা দিও না; তুমি গ্রহণ করিও। নীলমাধব বলিলেন মা বলেন কি? মার সম্পত্তি আমরা পাঁচ ভাইয়ে সমান ভাগেই লইব।' মা সজল-নেত্রে জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন—'তোর যা ইচ্ছা করিস্।' দেখিতে দেখিতে দেহ-পিঞ্জর পরিহার পুরঃসর শ্যামাসুন্দরীর আত্মা স্বর্গে প্রয়াণ করিল। নীলমাধব বালকের ন্যায় ধরণীর অঙ্কে অঙ্গ লুটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আজিই তিনি মাতৃহীন হইলেন বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। বিমাতার কলঙ্ক কালিমা ক্ষালণ করিবার জন্যই যেন দেব প্রকৃতি শ্যামাসুন্দরী মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র স্নেহ-প্রবল হৃদয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা স্মরণ করিলেও আত্মা উচ্চতা লাভ করে। বিমাতা, কৈকেয়ীর চরিত্র-বিমাতা-মহলে অসংখ্য। সুখের বিষয়, খুঁজিলে শ্যামাসুন্দরীর ন্যায় স্বভাবের বিমাতা দুর্লভ হইলেও একেবারে অঘট নহে। সংসারে ভালর সংখ্যা কমই বটে।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

ভুলের পরিণাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

বৈশাখের প্রভাতকাল, সবে মাত্র পূর্ব্বাকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। ঝির্ ঝির্ করিয়া মৃদু-মধুর বাতাস বহিতেছে। বেল মল্লিকা, টগর, চম্পক, গোলাপ, গন্ধরাজ

প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প, প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, অনিল সে সৌরভ বহিয়া লইয়া দিগন্তে ছুটিতেছে। উমা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে। বৈশাখ মাসে বালিকারা, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকে। উমাও শিব-পূজার জন্য প্রত্যূষে স্নান করিয়া পূর্ব্ব কথিত উদ্যানে পুষ্প-চয়ন করিতেছিল। পুষ্প চয়নান্তে উৎকৃষ্ট ফুল বাছিয়া সুন্দর মালা একছড় গাঁথিল। তাহার পর স্বহস্তে গঙ্গা-মৃত্তিকায়, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গাজল বিল্বদল ও পুষ্প চন্দন দিয়া শিবপূজা করিল। পূজান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, বহুক্ষণ অবধি সে প্রণত হইয়া রহিল,জানি না বালিকা তাহার অন্তরের কি প্রার্থনা শিবের চরণে জানাইতেছিল।

প্রণাম করিয়া যেমন উঠিবে অমনি পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "উমা"! সে মধুরকণ্ঠ উমার চির-পরিচিত, সে স্বর উমার প্রতি-হৃদয় তন্ত্রীতে ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল। উমা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার অভিপ্সিত দেবতা অনাথ! অনাথ বহুদিবস উমার সহিত কথা কহেন নাই। বহু দিবস তিনি "উমা" বলিয়া ডাকেন নাই। অনাথ পূর্ব্বে উমাকে বুড়ী বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু বহুদিন হইতে তিনি সে স্নেহ-সম্বোধন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি যদি দৈবাৎ উমার সহিত ইদানীং তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তিনি মুখ নত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেন। হঠাৎ অনাথের এই ভাবান্তরে, এই নিষ্ঠুরাচরণে উমা কি মনে করিত, অনাথের উপর রাগ করিত কি দুঃখিত হইত, তাহা আমরা অবগত নহি। আজি বহুদিবস পরে এই নির্জ্জন নিভৃত স্থানে অনাথকে দেখিয়া আজি উমার মনে কি হইতেছিল,তাহা সেই জানে।

অনাথ পুনর্ব্বার ডাকিলেন "উমা"! উমা অনাথের মুখের দিকে চাহিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। সে কখনও বেশী কথাকহিতে পারে না মুখরা বালিকার ন্যায় বাজে কথা কহা তাহার কখনও অভ্যাস নাই, তাহাতে আজি বহুদিবস পরে অনাথকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তাহার কি যেন একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। কথা "বলি" "বলি" করিয়া বলিতে সক্ষম হইলনা তাহার হৃদয় মধ্যে কি এক ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল, সে নীরবে অনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনাথবলিলেন "উমা আমার উপরকি রাগ করিয়াছ?"

উমা তথাপিও নীরব, অনাথ একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগকরিলেন "উমা আজ্ তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে আসিয়া ছিলাম আজ না বলিলে হয় ইহ জীবনে আর বলি-বার অবকাশ পাইব না। শুনিবে কি?

উমা ধীরে ধীরে জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল "কি কথা?"

অনাথ।—উমা, লোকে আমাকে মাতাল বলে, লোকেবলে আমি মদখাইতে শিখিয়াছি কিন্তু মদ আমি কোন দিন স্পর্শ করিনাই। মদ খাওয়া দূরে থাক্ যে মদখায় আমি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দখি তাহাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

উমা।—তা' আমি জানি।

অনাথ।—লোকে আমাকে বেশ্যাসক্ত লম্পটবলে, কিন্তু উমা জগদীশ্বর জানেন আমি পরস্ত্রীকে মাতা ভিন্ন আরকিছু ভাবি না। স্পর্শকরা দূরে থাকুক, আমি কখনও স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ ও করিনা।

উমা।—আমি সে কথা জানি!

অনাথ।—উমা, শুনেছ কি, পিতা আমার জন্য এক সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সেইজন্যই আমি তোমাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম কিন্তু ভুল, উমা ভুল, মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিজে কখনও ভুলিতে পারেনা! পাঁচটা বাজে কাজ লইয়া বাহিরে বাহিরে থাকি, গৃহে আসা অশান্তি মাত্র।

উমা।—তা' আমি জানি।

অনাথ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, তিনি বিস্মিত ভাবে উমার মুখের দিগে চাহিয়া বলিলেন "কি বলিতেছ উমা? তুমি জান? কিজান সবই জান কি ক'রে জান্‌লে? আমিত তোমাকে কোন দিন কোন কথা বলি নাই! সকলে যাহাকে লম্পট মাতাল বলিয়া ঘৃণাকরে, তুমি তাহা করনা কেন? তোমার সহিত আমি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছি, তবুও তুমি আমাকে অবিশ্বাস করনা কেন?,

অনাথ বহুদিবস পরে আজি আবার সস্নেহে উমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন "উমা, আমি আমি পিতার অধীন পিতার কথার উপর কথা কহিবার আমার শক্তিনাই, তাই আমি তোমার সঙ্গে এত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, কিন্তু সেজন্য আমি মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইয়াছি। এখন বল উমা! তুমি আমাকে অসচ্চরিত্র মনে করনা কেন? সকল লোকে যাহাকে দুশ্চরিত্র ভাবিয়া ঘৃণা করিতেছে তুমি তাহা করনা কেন?

এবার উমার মুখ ফুটিল।' বলিল "অনাথ সকল লোকে, আর আমাতে অনেক প্রভেদ আছে। চিরজীবন তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সঙ্গিনী শিষ্যা দাসী হইয়া যদি তোমার হৃদয় ভাব বুঝিতে আমি না পারিব, তবে পারিবে কে? আমাদের বিবাহে পিতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, তুমি সাধু-পিতৃবৎসল, কুসন্তানের মত তুমি পিতার অবাধ্য হইতে পারিবেনা, সে স্থলে আমাকে তোমার ভুলিয়া যাওয়াই উচিৎ। তুমি যে সেই চেষ্টাতেই কোন সৎকার্য্যে মন নিয়োজিত করিয়াছ, ত হা আমি বহুদিন পূর্ব্বে বুঝিয়াছি।"

অনাথ বড় সন্তুষ্ট হইলেন—"বলিলেন" পৃথিবীতে যে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বন্ধু সে যে আমাকে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বলিয়া জানে, ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর আমার কিছুই নাই। আমি আমার নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিবার জন্যই, তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার কি সৌভাগ্য! যে তুমি আমাকে দোষী বলিয়া মনেও করনাই।

অনাথ মনে মনে ভাবিলেন এমন না হইলেই বা আমি উমার জন্য উন্মত্ত হইব কেন বালিকার কি গভীর প্রেম! কি নিঃস্বার্থ ভাল বাসা।

অনাথ প্রকাশ্যে আবার বলিলেন "একটা কথা তুমি ভুল বুঝিয়াছ উমা!. পিতৃ আজ্ঞা পালন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এতদিন

তোমাকে ভুলিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভুল, উমা, তাহা ভুল! এ ভুলের জগতে সকলি ভুল! পিতা অর্থলাভ করিয়া সুখী হইবেন ভাবিতেছেন তাহা ভুল! আমি তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা ভুল. তোমাকে পাইব বলিয়া এতদিন যে আসা করিয়াছিলাম তাহাও ভুল! সবভুল! উমা সবভুল! তুমি ভুল, আমি ভুল, মানুষের জীবনই ভুল। তাই বলি উমা, এ ভুলের জগতে সবি ভুল। যে মূর্ত্তি একবার পাষাণে খোদিত হয়, তাহা জলে ধুইলে যায় কি? জানিনা শুভ কি অশুভক্ষণে তোমাকে দেখিয়াছিলাম দেখা অবধি আমি তোমার প্রাণারাম মূর্ত্তিখানি প্রাণের ভিতর আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার পর বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ছবি খানি, হৃদয়ের আরাধ্য দেবী বলিয়া পূজা করিতে লাগিলাম। তখন ভাবিনাই আমার এ সুখ স্বপ্ন দুদিন বাদে ভাঙ্গিয়া যাইবে, ভাবি নাই দুদিন বাদে তুমি অপরের স্ত্রী হইবে,পিতা পাঁচ-হাজার টাকা লইয়া ধনাঢ্যের নিকটে আমায় বিক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইবেনা উমা, আমি শীঘ্রই দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এই বলিয়া অনাথ একটী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা শত খণ্ডে ছিন্ন করিতে লাগিল, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। উমা উদ সনেত্রে অনাথের মুখেরদিকে চাহিয়া কহিল কোথায় যাইবে অনাথ।

অনাথ বস্ত্রাগে চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া বলিলেন কাথায় যাইব? তাহা বলিতে পারনা যেদিগে মন যাইতে চাহিবে সেই দিকে যাইব। তবে ইচ্ছা আছে সংসারের মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়া যিনি প্রেমের রাজা মোক্ষের পরম পদ্ম তাঁহার অনুসন্ধানে জীবনের বাকি দিন কাটাইব। লোকালয়ে মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা নাই।

উমা।—সন্ন্যাসী হইবে? না অনাথ। সে কায করিওনা, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিওনা, মাতার মনে কষ্ট দিওনা, আমি ক্ষুদ্র অনাথা বালিকা, আমার জন্য তুমি কেন সব পরিত্যাগ করিবে? শোন অনাথ। যদি প্রকৃতই আমাকে ভাল বাস, তবে আমার কথা শোন। তুমি বিবাহ করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট কর। সংসারে আত্মজয়ী হইয়া ভগবানের পায়ে মন স্থির রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম কর। সংসার ধর্ম্মই কঠিন ধর্ম্ম, সন্ন্যাসাশ্রম তেমন কঠিন নহে। (ক) আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমাকে কি উপদেশ দিব? তোমারি শিক্ষামত যাহা শিখিয়াছি তাহাই বলি, বীরের মত অটল চিত্তে সংসার সংগ্রামে জয়ী হও।

অনাথ।—উমা, আমি ঘোর র্থপর,

(ক) প্রকৃত সন্ন্যাস বড়ই কঠিন ব্যাপার। মৎ সঙ্কলিত গীতা তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি—মুখ্য অথবা গুণাতীত সন্ন্যাসী দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—ফলরূপ ত্যাগী অথবা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী ও সাধনরূপ ত্যাগী অথবা বিবিদিষা সন্ন্যাসী। জন্মান্তরীন্ কর্ম্মফলে যাঁহারা শুকাদির ন্যায় আজন্ম ত্যাগী তাহারা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী, আর যাঁহারা বর্ত্তমান সাধনার বলে বাল্মীকাদির ন্যায় গুণাতীত হইয়াছেন তাঁহারা বিবিদিষা সন্ন্যাসী। গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৭।৮।৯।১১ ১২ এই ৫টী শ্লোক সটীকা দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

তুমি যে পরের স্ত্রী হইবে আমি তাহা অবিচলিত চিত্তে দেখিতে পারিব না।

এবার উমা একটু হাসিল। প্রতিভায় বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তাহার এখনকার এমূর্ত্তি দেখিলে কে বলিবে যে এ বালিকা।

উমা বলিল অনাথ! আমি পরস্ত্রী হইব? সেকথা তুমি মনেও করিওনা! তুমি ভুলিয়াছ, আমি ভুলিনাই, এই বৈশাখ মাসে, এই উদ্যানে একদিন তুমি মালা গাঁথিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলে "বুড়ী আজ আমাদের বিয়ে"। সেইদিন যথার্থই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতে আমি মনে জানি, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। যত বড় হইতেছি ততই আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে। আমি প্রাণে প্রাণে তোমাকে পতি দেবতা বলিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতেছি। সেই আমাদের ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিবাহ লৌকিক বিবাহ নাই বা হইল? আমার দেহে তোমার অধিকার নাইবা রহিল! তাহাতে ক্ষতি কি? পতি পত্নী সম্বন্ধ পবিত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধ তাহা শুধুরিপু চরিতার্থের জন্য নহে। তাহলে মানুষও পশুতে প্রভেদ কি? যেমন গোপীর কৃষ্ণ-প্রেম, তাতে ত কামের গন্ধ ছিলনা। আমার, প্রাণ, মন, হৃদয়, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, যাহা কিছু আমার তাহা সব তোমার চরণে অর্পণ করিয়াছি। তুমি মনে জানিবে আমি তোমার স্ত্রী, আমি জানিব তুমি আমার স্বামী। লোকে নাই জানিল তাহাতে কি আসে যায়! শৈশবে একদিন তুমি আমার গলায় মালা দিয়াছিলে, আজ আমি এই দেব-তার প্রসাদী মালা তোমার গলায় পরাইয়াদিয়া আমার স্বহস্ত নির্ম্মিত ও পূজিত শিবলিঙ্গ সাক্ষী তুমি আমার স্বামী, এদেহ অপরে স্পর্শও করিতে পারিবেনা।

এই বলিয়া উমা তাহার পূজিত শিব লিঙ্গের গলদেশ হইতে মালা তুলিয়া লইয়া অনাথের কণ্ঠে-পরাইয়া দিল। অনাথ স্তম্ভিত পুলকিত, এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পর উভয়ে নতজানু হইয়া সেই শিব লিঙ্গের নিকটে স্বঃ স্বঃ মনের বাসনা জানাইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। উপাসনান্তে অনাথ দেখিলেন তাঁহার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইয়াছে, মনে যেন অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কিয়ৎ ক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন, পরে অনাথ বলিলেন "উমা, তোমার কথামত আমি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। পিতা, তোমারও বিবাহ দিবারজন্য চেষ্টা করিতেছেন। পর লোকে আমাদের মিলন হইবে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু ইহলোকেও, আমাদের মিলন হইবার নহে।"

উমা বলিল "না অনাথ। ইহলোকে আমার আর বিবাহ হইতে পারেনা। তাহা হইলে আমাকে দ্বিচারিণী হইতে হইবে। তুমি পুরুষ তুমি অনায়াসে বিবাহ করিতে পার পুরুষে কি দুই সংসার করেনা! একস্ত্রীর বর্ত্তমানে কি অবর্ত্তমানে পুরুষ কি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেনা। তুমি বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্মকর, আমি তোমাদের সেবা করিয়া তৃপ্ত-হইব। পিতা যদি বল পূর্ব্বক আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে মরিব, ভারতের হিন্দু রমণী পাপকে যত ভয়করে মৃত্যুকে সে রকম

করেনা। রমণীর সতীত্ব ভিন্ন আর কোনও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। যে রমণী রিপুর দায়ে অবহেলে সে রত্ন সে পবিত্র ধর্ম্ম হারায় সে কুকুরীরও অধম॥

(৬)

দেখিতে দেখিতে অনাথের বিবাহের দিন সন্নিকট হইল। আজি গাত্র-হরিদ্রা। বেণী বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলেই আনন্দিত সকলেরই হাসি-মুখ, কেবল যাহার বিবাহ সেই অসুখী। তাহারই মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। বদনে হাসি নাই, তিনি যেন কোন মন্ত্র বলে চালিত হইয়া কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। গৃহিণীর মনেও সম্পূর্ণ সুখ নাই। তিনি তাঁহার সইয়ের মৃত্যুকালে সইয়ের নিকটে সত্য করিয়াছিলেন, উমাকে লালন পালন করিয়া স্বীয় পুত্র-বধূ করিবেন, সে সত্য পালন করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয়তঃ অনাথের ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে অনাথ এ বিবাহে কিছুমাত্র সুখী নহেন। আজি উমার সহিত অনাথের বিবাহ হইত তাহা হইলে অনাথ আজি কত সুখী হইত। এ কথা স্মরণ করিয়া গৃহিণীর মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। উমা কিন্তু সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া বেশ আমোদ করিয়া বেড়াইতে ছিল। গত রাত্রে উমার জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সেজন্য ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বিবাহের সকল কার্য্যেই যোগদান করিতেছে। তাহার নিজের কতকগুলি ভাল ভাল পুতুল ক'য়েকখানা ভাল কাপড় গুছাইয়া রাখিয়াছে নববধুকে 'দিবে বলিয়া। নববধূর গাত্র-হরিদ্রার দ্রব্যাদি পাঠাইতে হইবে উমা তাহা সযত্নে গুছাইয়া দিতেছে। যথাসময়ে অনাথের গাত্র-হরিদ্রা হইয়া গেল। দ্রব্য সম্ভারাদি কন্যার বাটীতে প্রেরিত হইল, উমা হাসিমুখে খুব শাঁখ বাজাইতে লাগিল। অনাথ কয়েকবার উমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু তাহার মনের প্রকৃত ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনাথের নয়নে জল, হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস! অনাথ ভাবিতে লাগিলেন ঐ বালিকা কে? মানুষের মনের কি এত স্থৈর্য্য সম্ভব?

উমা সমস্ত দিন নানা কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হাস্য কৌতুকে বাটী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার পরে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। তাহার জ্বর অত্যন্ত বেশী হইল। সে চুপে চুপে নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া শয়ন করিয়া পড়িল। পরদিন অনেক বেলা অবধি উমাকে দেখিতে না পাইয়া সকলে উমার তত্ত্ব লইতে লাগিল। কিন্তু গৃহিণীর স্নেহ-চক্ষু একদণ্ডও উমার কাছ ছাড়া ছিল না। তিনি কার্য্যে অবসর পাইয়া অর্দ্ধ-রাত্রিতে যখন বিশ্রাম করিতে আসেন, তখন উমার পাশে আসিয়া শয়ন করিলেন, তৎপূর্ব্বে সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি উমার কথা ভোলেন নাই, দশবার আসিয়া উমার গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া গিয়াছেন উমার অত্যন্ত জ্বর! গায়ের উত্তাপ অতি প্রবল, রাত্রি প্রভাতেও জ্বর কম পড়িল না। উমার জ্বর শুনিয়া একে একে সকলে উমাকে দেখিতে গেল, উমা সংজ্ঞা-শূন্য, অচৈতন্য!

উমার জ্বর শুনিয়া অনাথ উহাকে

দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন উমা পালঙ্কের নীরব নিস্পন্দ। অনাথ তাহার মস্তকে ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন অতিশয় উত্তপ্ত, অনাথ ডাকিলেন "উমা" উমা চাহিয়া দেখিল, চক্ষুর্দ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ, জড়িত-কণ্ঠে বলিল "কে তুমি? আমাকে নিতে এসেছ? দাঁড়াও যাই! অনাথ ভীত হইলেন, ধীরে মাতাকে ডাকিয়া তাহার কথা বলিলেন। শুনিয়া গৃহিণীও ভীতা হইলেন, উমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। অনাথ বলিলেন "মা তুমি উহার মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দাও আর বাতাস কর, আমি শীঘ্র একজন ডাক্তার নিয়ে আসি, উমার গতিক বড় ভাল বলে মনে হচ্ছে না। এই কথা বলিয়া অনাথ দ্রুত-পদে ডাক্তার আনিতে গেলেন। অনতি বিলম্বে তিনি একজন খ্যাতনামা ডাক্তার সহ প্রত্যাগত হইলেন। ডাক্তারবাবু উমার নাড়ীপরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন রোগ শক্ত দাঁড়াইয়াছে কতদিন হইতে জ্বর হইয়াছে? অনাথ বলিলেন মাত্র কাল রাত্রি হইতে জ্বর টের পাওয়া গিয়াছে, ডাক্তার আর কিছু বলিলেন না। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। বলিয়া গেলেন রোগী কেমন থাকে সংবাদ দিবেন।

অনাথ ঔষধের ব্যবস্থা লইয়া নিজেই ঔষধ আনিতে ছুটিলেন, ঔষধ আনিয়া উমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। সমস্ত দিন-রাত্রি তিনি তাহার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে ডাক্তার আসিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন। রোগীর ভাব একই প্রকার। উমা কেবল মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতেছে "কে তুমি? দাঁড়াও যাই" কেবলমাত্র এই তিনটী কথা, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কথা বলে নাই। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা। যেন নির্জ্জীব প্রতিমার মত খাটের উপর শুইয়া আছে। তাহার পর দিনেও সেই ভাবে কাটিয়া গেল। ডাক্তার প্রত্যহ দুইবেলা আসিয়া উমাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন দুই বেলা ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

দেখিতে দেখিতে একই ভাবে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, এ তিন দিনের মধ্যে উমার একবারও জ্ঞানোদয় হয় নাই। আজি অনাথের বিবাহ। নান্দীমুখ প্রভৃতি হিন্দুর উদ্বাহের যাহা কিছু আচার অনুষ্ঠান, তাহা যথানিয়মে সম্পাদিত হইল। অনাথ কোন বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিলেন না। যন্ত্র-চালিত পুতুলের ন্যায় অনাথ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে স্ত্রীলোকেরা মিলিয়া বর সাজাইতে বসিলেন। নানাবিধ ছাঁদে মহিলাগণ অনাথকে সাজাইতে লাগিলেন। প্রভাত কালের শশধরের ন্যায় যদিও ইদানীং অনাথের সৌন্দর্য্য মাধুরী ম্লান হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার শরীরে যে সৌন্দর্য্য বিদ্যমান ছিল, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যথাসময়ে বেণীবাবু আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে গমন করিলেন। দেশী ও ইংরাজী বাজনা আলোকমালা প্রভৃতির কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ধনাঢ্য বেণীবাবু মনের স্ফূর্ত্তিতে "বড়লোক কুটুম্ব" হইবার আশায় অগ্রসর হইলেন।

নির্ব্বিঘ্নে অনাথের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন

হইয়া গেল। কিন্তু আমরা শুনিয়াছিলাম বাসর ঘরে রমণীগণ বহু যত্নে এবং বহু আয়াসে ও অনাথকে কথা কহাইতে পারেন নাই। বহুকষ্টে তাঁহারা যখন অনাথকে একটী মাত্র কথা কহাইতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা "বর বোবা" সিদ্ধান্ত করিয়াচলিয়া গেলেন। অনাথের হৃদয় মধ্যে যে কি এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা বহিতেছিল, কি দারুণ চিন্তার তরঙ্গগুলি ওত প্রোত হইতেছিল তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার এ মর্ম্মবেদনা এ সংসারে কয়জন বুঝিবে?

পর দিবস বেলা দশটার সময় বেণীবাবু পুত্র পুত্র-বধূ এবং "নগদ পাচহাজার টাকা ও প্রচুর দ্রব্য সম্ভারাদি সহ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বাদ্যধ্বনি অনাথের বড়ই বিরক্ত-কর হইতেছিল। বাটীর সন্নিকটে আসিয়া তিনি শকট হইতে অবতারণ করিয়া পদব্রজে গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন উমার প্রাণহীন দেহ খানি গৃহ-প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে। গৃহিণী ছিন্ন লতিকার ন্যায় ধূলায় লুণ্ঠিতা হইয়া উমার পার্শ্বে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন, পৌরবর্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছিল। গৃহিণীর গর্ভজ কন্যা ছিলনা তিনি বাস্ত-বিকই উমাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং কন্যার ন্যায়ই ভাল বাসিতেন।

অনাথ গৃহ প্রবিষ্ট হইবামাত্র এই ভীষণ শোকাবহ দৃশ্য তাহার নয়ন গোচর হইল। বারেকমাত্র তিনি উমার জীবন-হীন দেহখানী জন্মশোধ দেখিয়া লইলেন; তাহার পর মাথা হইতে টোপরটী খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করি-লেন। আত্ম-হারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওহো-হো! স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন!! পাঁচ হাজার টাকারে পাঁচ হাজার টাকা!! এই বলিয়া অনাথ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন কোথায় গেলেন কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না, নববধূর বরণ হইল না। যাঁহারা বরযাত্রী গিয়াছিলেন তম্মধ্যে জন কয়েক আত্মীয় ব্যক্তি উমার দেহ সৎকারার্থে শ্মশান ভূমিতে লইয়া গেলেন। তথায় যথা-রীতি বালিকার শবদেহ সৎকার করা হইল। চীতা যখন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল তখন উন্ম-ত্তের ন্যায় এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধান ছিন্ন-বস্ত্র নগ্নপদ এবং অঙ্গ অনাবৃত! সে ব্যক্তি পাগলের ন্যায় বিহ্বল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওহো-হো স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন!! পাঁচ হাজার টাকারে পাঁচ হাজার টাকা!! বলিতে হইবে না এ ব্যক্তি অনাথ, অনাথ জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িতে যাইতেছিলেন কয়েকজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি অনাথকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল। যতক্ষণ চিতা জ্বলিতে লাগিল ততক্ষণ অনিমেষ নেত্রে অনাথ তাহা দেখিতে লাগিলেন। চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া যখন নিভিয়া গেল, উমার শেষ চিহ্ন-টুকু যখন পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গেল অনাথ তখন তথা হইতে প্রস্থান করিল। সেই দিন হইতে অনাথকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তিনি যে কোথায়, জীবিত কি মৃত, এ সংবাদও কেহ প্রদান করিতে পারিল না।

তুচ্ছ টাকার লোভে বেণীমাধব বাবু এই ঘোর অনিষ্ট সাধন করিলেন। তাঁহার

সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। তাঁহার ভুলের পরিণাম তিনি পরে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, অসময়ে বুঝিয়া ফল কি? পূর্ব্বে যদি তিনি ভাবিয়া দেখিতেন অর্থ অপেক্ষা পুত্রের সুখশান্তি অধিক বাঞ্ছনীয় তাহা হইলে এরূপ সর্ব্বনাশ সাধন হইত না। বরপণ গ্রহণে সমাজের ত ঘোর অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তদ্ভিন্ন পুত্র-কন্যাগণের সুখ শান্তি ও জীবনের মত ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত বিদ্যমান। সন্তানের পিতামাতাগণের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। অর্থের অপেক্ষা সমাজ ও সন্তান যে অধিক প্রিয়বস্তু এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে এমন আছেন অর্থলোভে হিতাহিত বিবেচনা শক্তি তাঁহাদের লোপ হইয়া যায়। (খ)

শ্রীচারুশীলা দেবী
দর্জীপাড়া কলিকাতা।

(খ) বামারচনা বলিয়া আমরা সাদরে এই প্রবন্ধটী গ্রহণ করিয়াছি। এই সত্যমুলক উপাখ্যানটী সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সময়ে এই মহিলা ভাল লেখক হইবেন। আর বরপণ বৃত্তিভোগী মহাশয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে বরপণে দেশের কতদূর সর্ব্বনাশ হইতেছে। সম্পাদক

সমালোচনা।

বিগত বৈশাখ সংখ্যার কায়স্থ পত্রিকায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্রশাস্ত্রী মহাশয় "কায়স্থ শব্দের নাম-নিরুক্তি" শীর্ষক গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিতে চান যে, ভারতবর্ষমধ্যে ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্ভূত কায়না বা কায় বা কাইথল তহশীল নামক যে একটী জনপদ ছিল, তাহার অধিবাসী ক্ষত্রিয়গণই কায়স্থ জাতি এবং তাঁহাদের রক্ষক বা রাজা চিত্রই চিত্রগুপ্ত নামে পুজিত হইতেছেন। ইহাই "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে" শ্লোকোর্দ্ধের প্রকৃত মীমাংসা বা নিরুক্তি। পক্ষান্তরে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতির ধারণা এই যে, ব্রহ্মার কায় অর্থাৎ শরীর হইতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি। এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র হইতে চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আক্ষেপের বিষয় শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিমত গ্রহণ করিলে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব শশবিষাণে পরিণত হয়।

২। প্রবন্ধটী প্রয়োজন হইলে বিশ্লেষণ পরে করা যাইবে। প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—"যাহা হউক আলোচ্য কায়স্থ জাতির নিত্যত্ব যখন সিদ্ধ হইল তখন এই জাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত? এই প্রশ্নও হইতে পারে। তদুত্তর—ক্ষত্রিয়

বর্ণের অন্তর্গত"। এই বিষয় মীমাংসা করিতে শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত "কায়না" তহশীলের খিয়োরী তুলিয়াছেন।

৩। সাধারণতঃ প্রমাণ ত্রিবিধ, যথা— প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। কায়না জনপদ হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, এই নবতত্বের আবিষ্কার করিতে শাস্ত্রী মহোদয় কি কি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রথমে পাঠক মহোদয় গণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। তাঁহার প্রমাণ, প্রথমতঃ মহাভারতের দুইটী শ্লোক, ২য় মিঃ রামচন্দ্র গুপ্তের "কায়স্থ প্রভু" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তিকা, তৃয় ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ১৭।১৮ মন্ত্রদ্বয়, ৪র্থ কৌষিতকি উপনিষদের ১।১ মন্ত্র এবং পঞ্চম ১ খানি ক্ষুদ্র মানচিত্র। এখন দেখা যাউক এই প্রমাণের বলে লেখক মহাশয় কতদূর তাঁহার প্রতিজ্ঞা (Problem) প্রমাণ (Demonstrate) করিতে পারিয়াছেন। এইগুলি সমস্তই শাব্দ প্রমাণ,ইহাতে অনুমান ও প্রত্যক্ষের লেশমাত্র নাই।

৪। প্রমাণ্য গ্রন্থ সকল কি কি? তাহাই প্রথমে অবধারণ করিতে হইবে। চতুর্দ্দশ বিদ্যাই আমাদের প্রমাণ যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
ইতিহাস পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥

এই হিসাবে মহাভারত ইতিহাস প্রমাণ। মহাভারতের শ্লোক যাহার সাহায্যে শাস্ত্রী মহাশয় এই সমাজ-বিপ্লবকর নূতন তত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন; তাঁহার উদ্ধৃত মতে নিম্নে দেওয়া গেল।

কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকাহংস-কায়নাঃ।
ত্রিগর্ত্ত-শিবি-যৌধেয়া রাজন্যা মদ্র-কেকয়াঃ॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
আহুর্যুঃ ক্ষত্রিয়াবিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥
সভাপর্ব্ব ৫২ অধ্যায়।

৫। ইহার বঙ্গানুবাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেন নাই। শ্রীমৎ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত মূল সংস্কৃত মহাভারত হইতে শ্লোক কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকাহংসকায়নাঃ।
শিবিত্রিগর্ত্তযৌধেয়া রাজন্যা মদ্রকেকয়া॥১৪॥
অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।
বশাতলাশ্চ মৌলেয়াঃ সহ ক্ষুদ্রকমালবৈঃ॥১৫॥
পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব শকাশ্চৈববিশাম্পতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যাগয়াস্তথা॥১৬॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃশস্ত্রধারিণঃ।
আহার্ষুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥১৭

বর্দ্ধমানের সংস্করণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইতে ঐ চারিটি শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

হে বিশাম্পতে। কাশ্মীর, কুমার, ঘোরক, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কৈকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ, পহ্লব বশাতি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, কুক্কুর, শক, অঙ্গ,বঙ্গ,পুণ্ড্র,শাণবত্য, ওগয়,এই সমস্ত সুজাতি গোষ্ঠীমন্ত, শ্রেষ্ঠ, ও শস্ত্রধারী, ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের, নিমিত্ত শত শত ধন আহরণ করিয়া ছিলেন।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, যে শাস্ত্রী মহাশয় মূল মহাভারতের ৫২ অধ্যায়ের ১৪ এবং ১৭ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ১৫ এবং ১৬ শ্লোক ত্যাগ করিয়াছেন। অথচ উৎক্ষিপ্তের চিহ্ন

দেন নাই। অনুবাদ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে "হংসকায়ন" একটী জনপদ বিশেষ, ইহাকে দুইটি পৃথক জনপদে বিভক্ত করা যায় না। সংস্কৃতে ছেদ ভিন্ন, কমা আদি বিরাম চিহ্ন ছিলনা, অনুবাদক পণ্ডিতগণ কমা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাম উল্লেখ, করিয়াছেন। মদ্র, কেকয়াঃ মূল সংস্কৃতে হাইপেন, অর্থাৎ যোগ চিহ্ন নাই, উহাশ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজকৃত। হংস কায়না শব্দের মধ্যেও মূলে কোন হাইপেন কিম্বা যোগ চিহ্ন নাই। উহাও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজকৃত। গঞ্জ বড় বালাই, হংসকায়না রাজন্য দিগকে কায় শব্দে পরিণত করা শাস্ত্রী মহাশয় কেন স্বয়ং ব্যাসদেবও পারেন না। মনে রাখিবেন শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বক্তা এবং স্বয়ং গণপতি লেখক। শাস্ত্রী মহাশয় একটি জনপদ হংসকায়নাকে জনপদ দ্বয়ে বিভক্ত করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তিনি কায়না শব্দটিকে ব্যাকরণের তীক্ষ্ণ যুক্তি বলে "কায়" করিয়াছেন,কেননা কায় শব্দে পরিণত করিতে না পারিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়না, ব্যাকরণের সূত্রানুসারে কোনও পণ্ডিত জনপদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এরূপ অযৌক্তিক পরিবর্ত্তন আমরা আরচক্ষে দেখি নাই। দেশ, জনপদ বা প্রদেশ, মহাদেশ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির নাম যদি ব্যাকরণের সূত্রানুসারে পরিবর্ত্তিত করা যাইত তবে উহাদিগকে চিনিতে পারা যাইতনা। অতএব "হংসকায়ন" জনপদকে কায় শব্দে পরিণত করা শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধ্যায়ত্ব নহে। এই প্রকার পরিবর্ত্তনে আমাদিগের ঘোর আপত্তি আছে।

৭। দ্বিতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মিঃ রামচন্দ্র গুপ্তের ইংরাজী পুস্তক খানা আমরা কোন মতেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহার ইংরাজী "কায়স্থ প্রভু" নামক পুস্তকখানি প্রভু কায়স্থ দিগের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইলেও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ সম্বন্ধে উহাকে গ্রহণ করা যায় না। প্রভু কায়স্থগণ চতুর্ব্বিধ কায়স্থ জাতির অন্যতম, সকল কায়স্থই অবগত আছেন যে বিরাট কায়স্থ জাতি প্রধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত যথা—(১) চিত্রগুপ্তজ (২) চান্দ্রসেনী (৩) সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থ (৪) চন্দ্রবংশীয় প্রভু কায়স্থ, স্কন্দপুরাণে এই চারি শ্রেণীর কায়স্থ বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ যুক্তিবলে প্রভু কায়স্থদিগের পুস্তক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। উক্ত পুস্তকানুসারে মহাকায় কিংবা কায়দেশ যদি পৃথিবীর কোন স্থানে ছিল তবে প্রভু কায়স্থদিগের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে। ফলতঃ কায়দেশ বলিয়া কোন জনপদ ভারতবর্ষে ছিল, ইহার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ শাস্ত্রী মহাশয় দিতে পারেন নাই কোন কোষাবিধানে ইহার নাম গন্ধ পাইনা। কায়স্থ জাতির আদিস্থান ৮টী মাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় নূতন ২।৪টি স্থান কি জনপদ ইহার মধ্যে ভুক্ত করিলে কায়স্থ সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে কেন? আমাদের আদিস্থান—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকাশ্চৈব কায়স্থ স্থানমষ্টকম্॥

সাগর মন্থনে উৎপন্ন পূজ্যপাদ আমাদের আদিপুরুষ ব্রহ্মার শরীরে বিলীন হন। তাহার পর পৌরাণিক যুগে ধর্ম্মরাজের প্রার্থনানুসারে তিনি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থে তাঁহার একাংশ ধর্ম্মরাজ পুরে অবস্থান করে। অপরাংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কায়স্থ জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা হন। তথাহি পুলস্ত্য-ভীষ্ম সংবাদ ভবিষ্যপুরাণে—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈখ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতুতে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাং॥
ক্ষত্র বর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্বভোঃ পুত্র ভুবি ভার সমন্বিতাঃ॥
তস্মৈ দত্বাবরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে চিত্রগুপ্ত দেব ব্রহ্মার শরীর হইতে সমুদ্ভূত এবং তজ্জন্যই তিনি কা স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার বংশধরগণ ক্ষত্রো-বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবেন। উক্ত পুলস্ত্য সংবাদে আমরা আরও দেখিতে পাই যে চিত্র-গুপ্ত বংশে নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত হইয়াছিল যথা—

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণুতান্ কথয়ামিতে।
শ্রীমদ্রা নাগরা গৌড়াঃ শ্রীবৎসাশ্চৈব মাথুরাঃ॥
অহিফণাঃ সৌরসেনাঃ শৈবসেনাস্তথৈব চ।
বর্ণাবর্ণদ্বয়শ্চৈব অম্বষ্ঠাশ্চ সত্তম

আমাদিগের আদিপুরুষের ১২টি ধারা ভারত-প্রসিদ্ধ তাহা হইতে মাথুর শ্রীগৌড় সখসেনা অম্বষ্ঠ ইত্যাদি বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল স্থান এবং বংশের মধ্যে কায়না-রাজন্যদিগের কোন নাম গন্ধ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন ব্রহ্মর্ষি দেশ মধ্যে তাঁহার কায় জনপদ অবস্থিত। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে ব্রহ্মর্ষি দেশের কথা লিখিত আছে। আমরা দেখিতে পাই উক্ত দেশ মধ্যে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং সুরসেনক এই চারিটী জনপদ ছিল, যদি ব্রহ্মর্ষি দেশমধ্যে কায়দেশ বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে এই সকল গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। মহাভারতে হংস কায়না রাজন্যদিগের নাম উল্লেখ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সহিত চিত্রগুপ্ত এবং কায়স্থের কি সম্বন্ধ ছিল আমরা দেখিতে পাই না।

৮। শাস্ত্রী মহাশয়ের তৃতীয় প্রমাণ ঋগ্বেদোক্ত ৮ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ১৭।১৮ মন্ত্র, উক্ত মন্ত্র দ্বয়ে এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে চিত্র নামে রাজা সরস্বতী নদীর সমীপে যজ্ঞ করিয়াছিলেন দেখা যায়। এই চিত্রের সহিত আমাদের চিত্রগুপ্তের কি সম্বন্ধ তাহা অবধারণ করা যায় না। বেদ এবং পুরাণে চিত্র নামে ২১৪ জন রাজা ছিলেন দেখা যায়। কিন্তু এই চিত্রের সহিত আমাদিগের আদিপুরুষের কোন সম্বন্ধ থাকা প্রকাশ পায় না। শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় প্রবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদ সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের ১৭।১৮ ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই দুইটি ঋকের বঙ্গানুবাদ যাহা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের সঙ্কলিত বেদ সংহিতার ২য় ভাগের ৪০৫ পৃষ্ঠায় আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

করিলা কি ইন্দ্র এই ধন বিতরণ।
অথবা সুভগা সরস্বতী দিলা ধন।
অথবা হে চিত্র তুমি করেছে প্রদান।
আমাকে, কেননা, আমি হব্য করিদান॥১৭

অন্য যে সকল রাজা সরস্বতী তীরে।
বাস করে তাহাদিগে মেঘ যথা করে

বারি দ্বারা, চিত্ররাজ করিলেন প্রীত।
প্রদান করিয়া ধন সহস্র অযুত ॥১৮

উক্ত ঋক্ দ্বয়ের টীকায় সরকার মহাশয় সায়ণভাষ্যের অনুবাদ করিয়াছেন যথা চিত্র নামক রাজা সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিতে ছিলেন, সোভরী তাঁহার যজ্ঞে বহুধন লাভ করতঃ এই দুইটি ঋকের দ্বারা তাঁহার দানের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলের ১১৩ সুক্তের প্রথম ঋকের অনুবাদ উক্ত সরকার মহাশয় দিয়াছেন যথা—

আসিলেন জ্যোতী এই, জ্যোতীর ঈশ্বরী যেই
চিত্র প্রকাশক রশ্মি ব্যেপে প্রাদুর্ভূত। (১)

এই ঋকের টীকায় সরকার মহাশয় লিখিতেছেন যে, মূলে "চিত্র প্রাকেতো অজনিষ্ট বিভ্ব" আছে। "চিত্রশ্চায়নীয়ঃ প্রকেতোঽন্ধকারস্থ সর্ব্বস্থ পদার্থস্থ প্রজ্ঞাপক শুদীয় রশ্মি "সায়ণ অর্থাৎ বিশ্বের চিত্র প্রকাশক রশ্মি ব্যাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। মূলে মাত্র চিত্র প্রকাশ (চিত্রঃ প্রকেতঃ) আছে। পরবর্ত্তী ঋকে উষাকে সূর্য্যবৎসাবলা হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য প্রসবের পূর্ব্বে উঁহাযে বিচিত্র তমোনাশকরূপ প্রকাশ করেন তাহাই উক্ত "চিত্রঃ প্রকেত" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। উদ্ধৃত ৮ম মণ্ডল, এবং প্রথম মণ্ডলের যে তিনটি ঋক্ আমরা উদ্ধৃত করিলাম তাহার প্রথম দুইটি (যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে) এবং অপরটী (যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে নাই) তদ্বারা চিত্ররাজা এবং উষার বর্ণনা হইতেছে। পাঠকগণ দেখিবেন যে, এই চিত্ররাজার সহিত আমাদের চিত্রগুপ্তের কোন সংস্রব নাই, থাকিলে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অথবা অনুবাদক সরকার মহাশয় তাহার কোন উল্লেখ করিতেন, অতএব এই অপ্রাসঙ্গিক ঋক্ শাস্ত্রী মহাশয় কেন উদ্ধৃত করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষ এই চিত্ররাজা বৈদিকযুগে যজ্ঞ করেন, আমাদের চিত্রগুপ্তদেব ত্রেতায় উৎপন্ন হন। শাস্ত্রীমহাশয় এই যুগান্তরের সামঞ্জস্য কি প্রকারে করিবেন ?

৯। শাস্ত্রী মহাশয়ের ৪র্থ প্রমাণ, কৌষিতকী উপনিষৎ তাহাতেও এক চিত্রের নাম আছে, ঋগ্বেদের চিত্র, এবং উপনিষদের চিত্র, একব্যক্তি কিনা তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই, শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন "ঋকবেদের চিত্র এবং ঋকবেদীয় উপনিষদের, চিত্র এক কিনা পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন। বেদের চিত্রকে যেমন রাজা বলা হইয়াছে উপনিষদের এই চিত্র কেও সদস্য বলা হইয়াছে বেদের রাজ চিত্র এবং কায়স্থের আদি পুরুষ চিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি শাস্ত্রী মহাশয়ের ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বৈদিক যুগে চিত্রগুপ্ত দেবের নাম গন্ধ পাওয়া যায়না। তিনি পৌরাণিক, যুগের লোক ইহা প্রসিদ্ধ। মনুতে চিত্রগুপ্ত কিংবা কায়স্থ জাতির কোনও নামগন্ধ নাই। যদি বেদের চিত্র কায়স্থজাতি প্রবর্ত্তক হইতেন তাহাহইলে মনুতে তাহার কি কায়স্থ জাতির উল্লেখ থাকিত। বর্ত্তমান সংখ্যার ১৫৩ পৃষ্ঠায় কায়স্থ শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীভূষণ মহাশয় মহাভারতের যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই আমাদিগের বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। যম তদীয় বিনাশ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন। (ক)

(ক) ত্রেতাযুগে নৈমিষারণ্য তীর্থছিল,

জীবের পাপ পুণ্য বিচারের বিশৃঙ্খলতা হইলে দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তথায় যাইয়া যমকে জিজ্ঞাসা করিলে যম বলিয়াছিলেন যথা—

ত্রৈলোক্যেশঃ শচীনাথোযজ্ঞংকর্ত্তুংক্ষমোভবেৎ।
কুবের বরুণাস্তাশ্চসর্ব্বেঽপি যজ্ঞ কারিণঃ॥
বিনাশ কর্ম্মণা যজ্ঞং ন করোমি কদাহ্যহম্।
তস্মাদশক্তো জীবানাং পাপ পুণ্যবিচারণে॥
তচ্ছ্রুত্বা যমবাক্যঞ্চ চিন্তিতঃ স্বঃ প্রজাপতিঃ।
কায়াৎ স্বজাতি সৌন্দর্য্যং চিত্রগুপ্তং সুলক্ষণম্॥
লেখনী পত্রিকা হস্তঃ কায়স্থ বর্ণ নিশ্চিতঃ।
ত্রিকালজ্ঞঃ সদাবিজ্ঞশ্চান্তে ব্যাধিস্বরূপকঃ॥

মহা-ভারতে আদিপর্ব্বে, বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে। যে মহাভারতের সভা পর্ব্বের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহোদয় কায় জনপদ হইতে উৎপন্ন চিত্রকে আমাদিগের আদি পুরুষ করিতে চান, সেই মহাভারতের আদি পর্ব্বের প্রমাণদ্বারা আমরা দেখাইতেছি যে, যমের প্রর্থনানুসারে ব্রহ্মার শরীর হইতে চিত্রগুপ্তদেব উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। বেদব্যাস একই ইতিহাসে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বিবরণ দুই প্রকারে কীর্ত্তন করিবেন ইহা অসম্ভব। ব্রহ্মার তনু হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি পৌরাণিক প্রমাণে দৃঢ়তর হইতেছে। কায় দেশ হইতে তাঁহার উৎপত্তি শাস্ত্রীমহাশয়ের থিওরী গ্রহণ যোগ্য নহে। বেদ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন তাহা অনেকস্থলে উপমা (metaphor) চিত্রকে সূর্য্য, অগ্নি ও উষার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

আমাদের বেধিহয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ত্রেতাযুগে আভির্ভূত হইয়াছিলেন। সম্পাদক।

১০। শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চম এবং শেষ প্রমাণ একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্র। উক্ত মানচিত্রে প্রথুদক, বা প্রশস্তসরচিহ্নিত হইয়াছে। উহা সরস্বতী নদীর নিকট,শাস্ত্রীমহাশয় বলিতেছেন ঐ সর এখনও বর্ত্তমান আছে। এবং উহা তাঁহার প্রতিপাদ্য "কায়" ভূমির অদূরে পশ্চিম উত্তরে রহিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই বলিতেছেন, কাল প্রভাবে এখন আর উহা পরিলক্ষিত হয়না। তাঁহার উদ্ধৃত বামণ পুরাণেও কায়ভূমির কোন উল্লেখ নাই এমতাবস্থায় কায় জনপদ উক্ত ব্রহ্মর্ষি ভূভাগের অন্তর্গত বলা ভ্রমাত্মক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? এইক্ষণে কাইথল জনপদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বৃটেনিকায় আমরা দেখিতে পাই যে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শিখ যোদ্ধা দাসু সিং কাইথল নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তদনন্তর তাঁহার বংশধরগণ যাহাদিগকে কাইথলের ভাইবংশ বলে বহু দিন উক্ত নগর অধিকার করেন। ইহারা ক্ষত্রিয় রাজন্য মধ্যে পরিগণিত, ইহার পৌরাণিক ইতিহাস মধ্যে কোনও স্থানেই "কায় কি" কায়স্থ নামগন্ধ নাই। ফলতঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাইথল পাওয়া যায় কিন্তু "কায়" পাওয়া যায় না। বিশেষ চিত্র কি চিত্রগুপ্ত নামে যে কোনও রাজা ঐস্থানে ছিলেন তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

১১। এই প্রকারে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সমস্ত প্রমাণগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে সমালোচনা করিলাম। প্রয়োজন হইলে তাঁহার লিখিত বৈদিক প্রমাণগুলি আরো বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে পারি। বেদে আমার অধিকার নাই এই জন্য বিলম্ব

হইবে। আমরা দেখিলাম যে শাস্ত্রী মহাশয়ের "কায়" জনপদের অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র গুপ্তি মহাশয়ের পুস্তকে কায় জনপদের উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন শাস্ত্রে কি গ্রন্থে কায় কিম্বা কাইথল্ জনপদের নাম গন্ধও নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মূলতত্ত্ব "কায়" যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাঁহার এই প্রবন্ধ লিখিত বিষয় আমরা ভ্রমপূর্ণ বই আর কিছুই বোধ করি না। এই সমালোচনার প্রতিবাদ "কায়স্থ পত্রিকায়" কিম্বা "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায়" কেহ যদি করিতে চান, তাহা আমরা সাদরে পাঠ করিব।

১২। উপসংহারে কায়স্থ সমাজের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই প্রবন্ধের লিখিত বিষয় তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করিবেন না। কারণ তাহা হইলে আমরা পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইব! অধুনা প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব মহাশয়ের প্রমুখ কায়স্থ মহাত্মাগণের চেষ্টায় কায়স্থ-সাহিত্য যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত তাহাতে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব স্বয়ং ব্রহ্মা ও বিচলিত করিতে পারেন না।

১৩। এই সমস্ত প্রমাণরাশি যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী দ্বারা বিচলিত হয় তবে সামাজিক বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ মনোযোগের সহিত শাস্ত্রীমহাশয়ের থিওরী পাঠ করিলেই ইহার অসারত্ব প্রতীয়মান হইবে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা এই সংখ্যা প্রতিভার ১২৩ পৃষ্ঠায় (খ) চিহ্নিত একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই (খ) মন্তব্যে শাস্ত্রীমহোদয়ের এই প্রবন্ধটীকে আমরা "প্রলাপ বাক্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে" বলিয়া নিন্দা করিয়াছি। যৎকালে এই মন্তব্য লিখিত হয় তৎকালে শাস্ত্রীমহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ আমরা আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করি নাই, এই সমালোচনার সময় আমাদিগকে বিশেষভাবে মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয়ের এই প্রবন্ধকে "প্রলাপ" বাক্য বলা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা উহা প্রত্যাহার করিলাম। শাস্ত্রীমহাশয়ের এই প্রবন্ধটীতে অনেক বিষয় প্রশংসার যোগ্য আছে তাহা উল্লেখ না করিলে আমাদের সমালোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সাহিত্য দর্পণে লিখিত আছে যথা——

"চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ ॥

অর্থাৎ অগ্নি যেমন শুষ্ককাষ্ঠমধ্যে তাড়িতবেগে পরিব্যাপ্ত হয় তদ্রূপ রচনার ভাষা ও ভাবে যে সকল গুণ থাকিলে তাহা ক্ষিপ্রগতিতে সমস্ত হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হয় তাহাকে প্রসাদ গুণ বলে। এই প্রসাদগুণ এই প্রবন্ধের প্রত্যেক অংশে লক্ষিত হইবে, এবং তজ্জন্য প্রথমবার পাঠান্তে পাঠকের মনে সেই প্রসাদগুণ প্রভাবে ইহার মীমাংসা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে, কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসা গ্রহণ করিলে কায়স্থ জাতির বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা।

১৪। কায়স্থপত্রিকায় বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় এই বিষয়টী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশনে পঞ্চম প্রস্তাবে সম্পাদক কর্ত্তৃক

উপস্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"রাজসাহী, ঘোড়ামারা হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী পত্র যোগে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন কায়স্থ পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত কায়স্থ শব্দের নাম-নিরুক্তির প্রবন্ধটী পুনরায় কায়স্থসভার ব্যয়ে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হউক, যে হেতু উহা আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধ-চারী দিগের সন্দেহ অপনোদনের পক্ষে অমোঘ মহাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে ইত্যাদি। উক্ত সভার উপস্থিত পণ্ডিতবর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বলিলেন এই প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য পৃথক্ সমিতি গঠন করা হউক। অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা বলিলেন আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থিত সভ্য বৃন্দ পুনরায় পাঠ করিয়া আগামী মাসের অধিবেশনে মতামত প্রকাশ করিলে কর্ত্তব্য অবধারণকরা যাইবে। উক্ত সভায় শেষে তাহাই স্থির হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আমার স্থির ধারণা এই যে, যতদিন আমার সোদর প্রতিম ভ্রাতা নগেন্দ্র বাবু উক্ত সভার সদস্য থাকিবেন ততদিন তাঁর অভিমত দ্বারা কায়স্থসভা পরিচালিত হইতে পারিবেন না। ইতি শম্।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বাঙ্গালী নাম্নী দৈনিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে, এবং আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় রাঁচী হইতে উক্ত সংবাদটী আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদটী ব্রাহ্মণ বর্জ্জন নামে অভিহিত হইয়াছে।

"কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চান্দেছাড় গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ও বৈদ্যদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। বিরোধের কারণ এই যে, কায়স্থ এবং বৈদ্যগণ সিদ্ধান্ত করেন যে তাঁহারা অতঃপর আর নামের সহিত "দাস" শব্দ ব্যবহার করিবেন না; কারণ কি বর্ত্তমানে, কি অতীতে তাঁহাদিগের দাসত্বের কোন প্রমাণ নাই। ইহাতে তথাকার দেব-শর্ম্মাগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঘোষণা করেন যে, যে সকল কায়স্থ অথবা বৈদ্য আপনা-দিগকে দাস বলিয়া স্বীকার না করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সকল প্রকার পূজা পাঠাদি বন্ধ করিবেন। কায়স্থ ও বৈদ্যগণ হটিবার পাত্র নহেন, তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া পূজাপাঠাদি করিবার জন্য অন্যগ্রাম হইতে পুরোহিত লইয়া আসিলেন, কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ভয় দেখাইয়া ও অন্যান্য উপায়ে অচিরে তাঁহাকেও আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। তখন কায়স্থ ও বৈদ্যগণ স্বাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন এবং নিজেরাই দেবার্চ্চনা আরম্ভ করিয়াছেন!" !

আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা এবং কায়স্থ

সমাজকে বারংবার বলিতেছি যে, পূজা পার্ব্বণাদি সম্বন্ধে আমাদের স্বাবলম্বনেই উত্তম কল্প। যদি কায়স্থ মহোদয়গণ নিজের পারলৌকিক মঙ্গল চান, তবে নিজের কার্য্য ভ ক্তভাবে পুণ্যপদ্ধতি দেখিয়া সম্পাদন করিবেন অন্যথায় তাঁহাদের যজ্ঞোপবীতের অবমাননা করা হইবে। ইহাতে হৃদয়ের আনন্দ, কর্ম্মের পূর্ণতা ও পারলৌকিক ফল সমস্তই পূর্ণাঙ্গ হইবেক। ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিলে প্রায়শঃ ঐ সকল লাভ করা যায় না। ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের দ্বারা করিলে যে স্থলে ১৲ ব্যয় হয় তথায় ।০ আনা ব্যয় করিলেই যথেষ্ট। বর্ত্তমান সময়ে ব্যয় কমান সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবেক। আশাকরি পুরোহিতদর্পণ ও অন্যান্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কায়স্থগণ নিজের পূজাদি নিজেই সম্পাদন করিবেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখী সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহোদয়ের লিখিত "নববর্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল—"এই নববর্ষাগমনোপলক্ষে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের সর্ব্বত্র এক মহোৎসব হইয়া থাকে। এই প্রথা এত পুরাতন সুতরাং সমাজের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, যে বঙ্গীয় সালের জন্ম নিরূপণ এবং নববর্ষারম্ভের উৎসবের কারণ-অনুসন্ধান করিতে অনেক প্রথিতনামা প্রত্নতাত্ত্বিককেও বেশ বেগ পাইতে হয়। আমাদের সে গৌরব নাই তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই গহন ও গভীর বিষয়ের ভার আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় অথবা তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের প্রতি সসম্মান ন্যস্ত করতঃ সম্প্রতি প্রস্তুত বিষয়ে প্রবেশ করি।"

প্রবন্ধের এইস্থানে আমরা (ক) মন্তব্য করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় কোন্ শাস্ত্রীর শিষ্য আমরা জানি না। এইক্ষণ জানিতে পারিলাম যে লেখক মহাশয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন।' নূতন বর্ষাগমে হিন্দু সমাজে যে মহোৎসব পরিলক্ষিত হয়, প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। পাঠক মহোদয়গণকে এবং এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণকে লেখক মহাশয়ের সহিত আমরাও আহ্বান করিতেছি।

৩। বিনাপণে ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।—কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্তমাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহোদয় ফরিদপুর জিলা অন্তর্গত পাঁচুড়িয়া হইতে লিখিতেছেন—বিগত ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার সোমশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর যত্নে কাদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার দেববর্ম্মা মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রলাল সরকার দেববর্ম্মার বিবাহ যশোহর জেলার অন্তর্গত মঙ্গলপাত, নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তিবালা দেবীর সহিত উক্ত সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্তআশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাস-ভবন সোমেশপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে পাত্র পক্ষে বরপণ বা যৌতুকাদী কিছুই গ্রহণ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে বরের পিতা সরকার

মহাশয় উক্ত সম্মিলনীর হস্তে শুভ কার্য্যেরজন্য এককালীন ২৫৲টাকা দান করিয়াছেন বিবাহ সভার দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, তিনশ্রেণীর বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক উক্ত শ্রীযুক্তমাখনলাল ধর মহাশয় ও সামাজিক ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া উদ্বাহ কার্য্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী-প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ফরিদপুর ও রাজবাড়ী নিবাসী কতিপয় ভক্তগণ কীর্ত্তনানন্দে বিবাহ সভা মুখরিত করিয়াছিলেন। আশু বাবুর আদর আপ্যায়নে ও সৌজন্যতায় সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। আশাকরি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

৪। আমাদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্তমহেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় পাঁচুড়িয়া হইতে লিখিতেছেন। বিগত ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাদিরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিজবাটীতে তদীয় চতুর্দ্দশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয় শ্রীমান্ কান্তিভূষণ ও শ্রীমান কামিনী রঞ্জনের শুভ উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৫। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বঙ্গ দেশের শাসন কর্ত্তা নোয়াখালি এবং কুমিল্লা জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য ৩০০০০৲টাকা এবং প্রজাবর্গকে তকাবী কর্জ্জ দেওয়ার জন্য তিনলক্ষ টাকা চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কৃষক দিগের সাহায্যার্থে যে তিনলক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ১১১০০০ টাকা ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বিতরিত হইয়াছে এবং উক্ত ৩০০০০৲ টাকার মধ্যে ২৫০০০৲ টাকা দরিদ্র নরনারীগণকে সাহায্য জন্য দান করা হইয়াছে। যে পরিমাণ দুর্ভিক্ষ এবং কৃষক দিগের অভাব জল নিমজ্জিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকেই মনে করেন যে, উক্ত অর্থ সম্পূর্ণ রূপে উপযোগী হইবেনা। আর দুইটী মাস চালাইয়া লইতে পারিলে আশ্বিন মাসের শেষে আমন ধান্য পাকিতে আরম্ভ করিবে। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত ধান্যের অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে, আশাকরি ঐধান্য দ্বারা দুর্ভিক্ষ স্থানের অনেক সাহায্যে হইবেক।

৬। অদ্য ৮ই আগষ্ট মোতাবেক ১৮ই শ্রাবণ ১৩২২ বঙ্গাব্দ গত বৎসর এই দিনে আমাদের সম্রাট জারমেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। জারমেনির অত্যাচার হইতে সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধার করিতে ন্যায়বান্ ব্রিটিশ জাতি যে দিনে বদ্ধ পরিকর হন, এ সেই মহাদিন। সমগ্র বিশ্ববিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে সম্রাটের বিজয় কামনা করিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও উপাসনা করা হইতেছে। বেদ বলিয়াছেন,"একংসৎ বিপ্রাবহুধা বদন্তি" সেই এক জগৎপিতাকে উপাসকগণ নানা ভাবে পূজা-করেন। অদ্য দিবা ১০টার সময় আমাদের ফরিদপুর কালী বাড়ীতে পূজা দেওয়া হইল। আমরা রাজভক্ত প্রজাগণ ব্রহ্মাণ্ডময়ীর নিকট ইংরাজের বিজয় কামনা ও জারমানির অধঃপতন সমম্বরে প্রার্থনা করিতেছি। "জয়স্তু ব্রিটনধুরন্ধরাণাং যসাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ" ধর্ম্ম যদি সত্যহয় তবে ব্রিটনের জয় অবশ্যম্ভাবী।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—জিলা নদীয়া

অন্তর্গত সোমোশপুর কায়স্থ-সম্মিলনী সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেব-বর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—বিগত ১৭ই শ্রাবণ সোমবার অত্র সম্মিলনীর উদ্যোগে কাদিরপুরে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাষ মহাশয়ের বাটীয় কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন মহাশয় আচার্য্য এবং খোকসার মাননীয় ভট্টাচার্য্য বংশে অগ্রণী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় হোতার কার্য্য করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত খোকনচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর শিরোমণি শ্রীযুক্ত কালীপদ মজুমদার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নাথ বাগচি প্রভৃতি ১০।১২ জন সামাজিক ব্রাহ্মণ সদস্য রূপে উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাষ দেববর্ম্মা কাদিরপুর
২। " নগেন্দ্রনাথ দাষ কাদিরপুর
৩। " কিরণচন্দ্র মিত্র দুধসর (যশোহর)
৪। " সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ড মালিয়াট (ফরিদপুর)
৫। জ্যোতীন্দ্রনাথ শিকদার, দিঘলহাট, (ঐ)

৮। ক্ষত্রিয়াচারে শুভবিবাহ।—আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় রেঙ্গুন হইতে লিখিতেছেন, জেলা ঢাকার বজ্রযোগিনী বসুপাড়া নিবাসী আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র বসুবর্ম্মার সহিত শ্রীমৎ স্বামি জগদানন্দ যোগাচারী পরমহংসদেবের পৌত্রী ও বজ্রযোগিনী নাহাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল গুহ রায় দেববর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর শুভ-পরিণয় ঢাকা ১৭নং গেণ্ডারিয়া ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে, এই বিবাহে বরপণ দিতে হয় নাই।

৯। শক্তি সঞ্চারের কথা।—স্বামি বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বেলুড়মঠে বলিয়াছিলেন —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঠাকুরের দেহ পরিত্যাগের ৩।৪ দিন আগে তিনি আমাকে এক দিন একাকী কাছে ডাকিলেন। আমাকে সামনে বসাইয়া একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম যে তাঁহার শরীর হইতে একটী সূক্ষ্ম তেজ তাড়িৎ কম্পনের মত (Electric shock) আমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে আমিও বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলাম মনে হয় না। যখন বাহ্যচেতনা লাভ করিলাম দেখি ঠাকুর কাঁদিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে সস্নেহে বলিলেন আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়া ফকির হইলাম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে ফিরে যাবি। আমার বোধ হয় এই শক্তি আমাকে একাজে সেকাজে কেবল ঘুরায়। বসিয়া থাকিতে দেয় না।

১০। হিন্দুদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বামি বিবেকানন্দ দেবের অভিমত—"আহার পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়। বিদ্যা সকলের নিকট শিখা যায়, কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয় তাহাতে উন্নতি হয় না অধঃপাতের সূচনাই হয়। সাহেবদের নিকট যাইতে হইলে অথবা অফিস অঞ্চলে কোট্ প্যাণ্টুলেন চাপকান ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু ঘরে গিয়া ঠিক বাঙ্গালী বাবু হওয়াই উচিত। সেই কোঁচা ঝুলানো ধুতি ও কামিজ গায় চাদর কাঁধে। আমাদের দেশে কেবল সার্ট পরেই এবাড়ী ওবাড়ী যাওয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সার্টের উপর কোট না দিলে বড় অসভ্যতা হয়। ভদ্রলোকের বাড়ী প্রবেশ করিতে দেয় না।" সময়ে সময়ে ধুতি কামেজ চাদর গায়ে সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কেহ কেহ অপমানিত হইয়াছেন। তাহাদিগকে আমরা সাবধান করিতেছি। পোষাক ও আহার সম্বন্ধে আমাদের ঠিক হিন্দুত্ব বজায় রাখা উচিত। তবে সাহেবদিগের সহিত দেখা করিতে হইলে আফিসের পোষাক ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২২ সাল। } ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৩২১ চৈত্র ৪২৪ পৃষ্ঠা হইতে)

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ততোভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—যে অবিদ্যাং (বিদ্যায়াঃ অন্যা অবিদ্যা তাং, অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) উপাসতে (তে) অন্ধং (অদর্শনাত্মকং) তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ (তু) (কর্ম্ম হিত্বা) বিদ্যায়াং (দেবতাজ্ঞানে এব) রতাঃ তে ততঃ (তস্মাৎ, অজ্ঞানাত্মকাৎ তমসঃ) ভূয় ইব (বহুতরমেব) তমঃ প্রবিশন্তি ইত্যর্থঃ ॥৯॥

ভাষ্যম্। অত্রাদ্যেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা প্রথমো বেদার্থঃ। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনমিত্য জ্ঞানাং জিজীবিষূণাং জ্ঞাননিষ্ঠাসম্ভবে কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেদিতি কর্ম্মনিষ্ঠোক্তা দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ। অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োর্বিভাগো মন্ত্রপ্রদর্শিতয়োর্বৃহদারণ্যকেঽপি প্রদর্শিতঃ। সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদিত্যাদিনা। অজ্ঞস্য কামিনঃ কর্ম্মাণীতি মন এবাস্যাত্মা বাগ্জায়েত্যাদিবচনাৎ। অজ্ঞত্বং কামিত্বং চ কর্ম্মনিষ্ঠস্য নিশ্চিতমবগম্যতে। তথা চ তৎফলং সপ্তান্নসর্গস্তেষ্বাত্মভাবেনাত্মস্বরূপাবস্থানং জায়াদ্যেষণাত্রয়সংন্যাসেন চাত্মবিদাং কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেনাত্মস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা। কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইত্যাদিনা। যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনস্তেভ্যোঽসুর্যা নাম ত ইত্যাদিনাবিদ্যাদ্বারেণাত্মনো যাথাত্ম্যং স পর্য্যগাদিত্যেতদন্তৈর্মন্ত্রৈরুপদিষ্টং। তে হ্যধিকৃতা ন কামিন ইতি। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি। অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টমিত্যাদি। বিভজ্যোক্তম্। যে তু কর্ম্মিণঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব জিজী-

বিষয়ত্বেন ইদমুচ্যতে। অন্ধংতম ইত্যাদি। কথং পুনরেবমবগম্যতে নতু সর্ব্বৈষামিত্যুচ্যতে। অকামিনঃ সাধ্যসাধনভেদোপমর্দ্দেন। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইতি। যদাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানং তন্ন কেনচিৎ কর্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বাহ্যমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াবিদ্বাদি নিন্দাক্রিয়তে তত্র চ যস্য যেন সমুচ্চয় সম্ভবতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা তদিহোচ্যতে। যদ্দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বেনোপন্যস্তং ন পরমাত্মজ্ঞানম্। বিদ্যয়া দেবলোক ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ। তয়োর্জ্ঞান কর্ম্মণোরিহৈকৈকানুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া ন নিন্দাপরৈবৈকৈকস্য পৃথক্ফল শ্রবণাৎ। বিদ্যয়া তদারোহন্তি। বিদ্যয়া দেবলোকাঃ। ন তত্র দক্ষিণাযন্তি। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। নহি শাস্ত্রবিহিতম্ কিঞ্চিদকর্ত্তব্যতামিয়াৎ। তত্র অন্ধং তমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে যেঽবিদ্যাং অন্যবিদ্যা তাং কর্ম্মেত্যর্থঃ। কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যামগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে তৎপরাঃসন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাত্তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি কে কর্ম্ম হিত্বা যে উ, যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ। তত্রাবান্তরফলভেদং বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ। অন্যথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োরঙ্গাঙ্গিতৈব স্যাদিত্যর্থঃ॥৯॥

অনুবাদ। জ্ঞাননিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠা বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। একের উদয়ে অপরের অপগম হয়। জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিতে আরম্ভ করিলে কর্ম্মনিষ্ঠা ক্ষীণ হইয়া আইসে। জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জন্মিলে কর্ম্ম একেবারে তিরোহিত হয়। অপরপক্ষে কর্ম্মে আসক্তি থাকিলে জ্ঞান নিষ্ঠার উদয় হয় না। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ একত্র অবস্থান কিম্বা অনুষ্ঠান হইতে পারে না। এখন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও দেবতাজ্ঞান ইহাদের সমুচ্চয় উদ্দেশ্যে যাহারা নিষ্ঠ, অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াই যাহারা কালাতিপতি করিতে ইচ্ছাকরে, তাহাদিগের প্রতি এই মাত্র কথিত হইয়াছে। ইহা জ্ঞানাধিকারীর প্রতি উপদিষ্ট হয় নাই। কারণ সপ্তমমন্ত্রোক্ত আত্মবিজ্ঞান জন্মিলে সকলপ্রকার কর্ম্মের অবসান হয়, ইহা "তত্র কোমোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। পরন্তু দেবতাবিষয়ক জ্ঞানও কর্ম্মসম্বন্ধীয়, এবং আত্মজ্ঞানের ন্যায় কর্ম্মবিহীন নহে, যথা "বিদ্যয়া দেবলোকঃ কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ।" এই বেদবচনে বিদ্যাশব্দের অর্থ দেবতাজ্ঞান এবং কর্ম্মশব্দের অর্থ সকাম বর্ণাশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া। সুতরাং দেবতাজ্ঞানও কর্ম্মাধিকারের অন্তর্ভূত এই উভয়ের সমুচ্চয় ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগের পৃথক অনুষ্ঠানের নিন্দা করা হইতেছে। যাহারা কেবল মাত্র অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারা আত্মার অদর্শনাত্মক অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়। অপর পক্ষে, যাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবতা জ্ঞান অর্থাৎ কেবলমাত্র দেবোপাসনায় অভিরত হয়, তাহারা পূর্ব্বোক্ত অন্ধতাত্মক তমঃ হইতেও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। জন্ম-মৃত্যু-রূপ সাংসারিক যাতনাকে অন্ধকার বা অজ্ঞান বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম মোক্ষপ্রদ নহে, ফল কাম-

নায় অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অনুষ্ঠাতৃগণ ফলভোগার্থে পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশ ভোগ করে; কিন্তু এই সকল বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম হইতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকার জন্মে। অপরপক্ষে যাহারা বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র দেবোপসনায় অভিরত, তাহাদিগের জ্ঞান প্রাপ্তির সোপান স্বরূপ চিত্তশুদ্ধির অভাবে প্রথমোক্ত কর্ম্মীদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্টাবস্থা লাভ হয়॥৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

কায়স্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি তৃতীয় প্রস্তাব)

কায়স্থ দিগের একনিষ্ঠ নিন্দুক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন, কাশীরাম দেবের মহাভারতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির কথা নাই। এতবড় একটা মিথ্যাকথা মানুষে কি করিয়া প্রকাশ্য পুস্তকে লিখিতে পারে, তাহা সাধারণের বুদ্ধিতে আসেনা। দাসগুপ্ত মহাশয় যদি অন্ততঃ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মহাভারতখানি দেখিয়া লিখিতেন, তাহা হইলেও এরূপ ভুল করিতেন না। তবে তাঁহার গরজের কথা, স্বতন্ত্র। লোকেবলে, "গরজবড় বালাই"। এই গরজের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মুনি, ঋষি, পুরাণকার, ভাষ্যকার টীকাকার প্রভৃতিকে কত গালাগালিই দিয়াছেন; থাকুক তাঁহার কথা, আমারা প্রকৃতের অনুসরণ করি।

প্রকৃত কথা এই যে আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকগুলি দেখিয়া যাঁহারা ঋষিবাক্যের আসল নকল নির্দ্ধারণ করিতে যাইবেন, তাঁহারা বড়ই ভুল করিবেন। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অতি সামান্যরূপ ও অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাবলীর কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। সামবেদের সহস্রাধিক শাখার অস্তিত্বের কথা সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ এক কৌথুমী ভিন্ন অন্য শাখার দর্শনলাভের আর উপায় নাই। অন্যান্য বেদেরও অনেক শাখা লুপ্ত হইয়াছে। সূত্রগ্রন্থগুলির কয়খানি আজ পাওয়া যায়? স্মৃতি সকল খণ্ডিত। নিবন্ধ পুস্তকগুলিতে যে সকল স্মৃতি বাক্য প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অল্পমাত্রই ছাপান পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ্যগুলির দশাও তদ্রূপ। অধিক কি একখানি পুরাণ ও অবিকৃত বা সম্পূর্ণ নাহি। বিষ্ণু পুরাণ খুব প্রাচীন এবং সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়, কিন্তু উহার দ্বিতীয় ভাগই লুপ্ত হইয়াছে। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে এবং অন্যান্য পুরাণে উক্ত পুরাণ গ্রন্থগুলির যে শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, ছাপান পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন, এক খানিরও মিলনাই।

রামায়ণ মহাভারত ও এই দুর্দশার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, প্রামাণ্য নিবন্ধকার দিগের ধৃত কোন শ্লোক আধুনিক ছাপার পুস্তকে না পাইলেই ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগকে "জালিয়াৎ" বলিয়া যাঁহারা গালিদেন তাঁহাদের ধৃষ্টতার সীমানাই, পাপের ইয়ত্তা নাই, কোন হিন্দু এপ্রকার কথা ভ্রমেও মুখে আনিতে পারিবেন না। ধর্ম্মত্যাগী, সমাজদ্রোহী, কালাপাহাড়ের কথায় আমরা ভুলিব কেন? সাহেবেরা যে বেদকেই "চাষারগান" বলিয়াছেন। সংস্কৃত অভিধানে বেদ-নিন্দুককে নাস্তিকে বলিয়াছেন। আমরা আর অধিক কি বলিব? কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূল এপর্য্যন্ত যে সকল শাস্ত্রবাক্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট। এই সকল শাস্ত্রবাক্য যাঁহারা একটু মন দিয়া পড়িবেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। আচার, সামাজিক সম্মান শারীরিক গঠন, মানসিক বৃত্ত যে কোন বিষয় লইয়াই বিচার করা হউক না কেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণ বর্ণের অব্যবহিত নিম্নেই স্থান লাভ করিয়াছেন। বিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম, কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার নাই।

প্রত্যক্ষের অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ নাই। দেখুন, আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, ত্রিহুতে, বেহারে, এবং গুজরাত, কাটিয়াবাড়, মধ্যে প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া সাদরে গৃহীত হইতেছেন এবং সর্ব্বত্রই তাঁহারা দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন। রাজদ্বারে, সমাজে, ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। আমরা সকলেই জানি যে এদেশের চারি শ্রেণীর কায়স্থই নানা কারণে ও নানা সময়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন। যখন আমরা সকলেই হিন্দুস্থানের দ্বিজধর্ম্মী ক্ষত্রিয় কায়স্থ, তখন আবার সন্দেহ কেন?

বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মবিপ্লব কালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ অনাবশ্যক বোধে উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে তাঁহারা "সৎশূদ্র" (ক) "শ্রেষ্ঠশূদ্র" ইত্যাদি অসম্ভব নামে পরিচিত হইতে ছিলেন। কায়স্থের এই শূদ্র-পরিচয় কদাপি প্রকৃত পরিচয় হইতে পারেনা। শূদ্র পাদসম্ভব, কায়স্থ কায়সম্ভব বিশেষতঃ শূদ্রের বৃত্তি ত্রিবর্ণের সেবা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বাড়ীতে কাঠ কাটা, জলতোলা, বাসন মাজা, পা হাত টেপা ইত্যাদি। কৃষিকার্য্য ও শূদ্রের পক্ষে উচ্চবৃত্তি; যেহেতু কৃষি বাণিজ্য ও গোপালন দ্বিজধর্ম্ম বৈশ্যের বৃত্তি, শূদ্র, পক্ষান্তরে চাষীদোকানদার এবং গোয়ালার বাটীতে এঁটো বাসন মাজিবে, ঘর ঝাঁটদিবে এবং পাতের ভাত খাইবে। ভারতের কুত্রাপি, কোনও স্থানে, কেহ, কায়স্থকে এইরূপ জবন্য ভাণ্ডারি গিরি কি খানসামা গিরি করিতে দেখিয়াছেন কি? সর্ব্বত্রই কায়স্থ "প্রভু," "বাবু" "লালা" প্রভৃতি উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা পরিচিত। খাজিপাতো কায়স্থ, চাকরও নহেনই কিন্তু "প্রভু"

(ক) সচ্ছূদ্র আখ্যা কায়স্থের নহে প্রাচীন কাল হইতে সকলেই জানেন "সচ্ছূদ্র গোপনাপিতৌ। সম্পাদক।

এই উচ্চ উপাধি কায়স্থ ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে আর কাহারই নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও "বাবু" কায়স্থ ও "বাবু," আর যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ প্রভৃতি প্রদেশ ব্রাহ্মণ মূর্খই হউন আর পণ্ডিতই হউন "পণ্ডিত" এবং কায়স্থ "বাবু" অথবা "লাল"। 'লাল' অর্থ প্রিয়, বল্লভ। কায়স্থ স্মরণাতীত যুগ হইতে সম্রাট, ও রাজগণের লাল বা প্রিয়; কায়স্থের অপর নাম রাজবল্লভ। কায়স্থ ভাণ্ডারী নহে, কিন্তু চিরকালই, মহামাত্য, সেনাপতি, সান্ধিবিগ্রহিক, মহাপাত্র, প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশে কি ইহার ব্যভিচার হইয়াছে? বঙ্গদেশে কায়স্থ আরও উন্নত। সম্রাটের সিংহাসন, রাজার রাজ্য, সামন্তভূপতির মণ্ডল, বঙ্গদেশের কায়স্থ অধিকার করিয়াছেন। মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের পরে মগধে ও বঙ্গে কায়স্থই সম্রাট (খ) গুপ্তবংশ, পালবংশ, শূরবংশ, সেনবংশ সকলই সম্রাট বংশ ইহারা সকলেই কায়স্থ। এক ঈশ্বর ঘোষকেন,(গ)কত ঘোষ,বসু,দত্তগুহবংশবঙ্গদেশে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থবংশ কত মহাকবি উৎপন্ন করিয়াছেন কে তাহার গণনা করিতে পারে? কাশীরাম দেব, মধুসূদন দত্ত, হঠাৎ জন্মেনা। মহাকবি কালিদাস যাঁহাকে অনুকরণ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন, সেই বিবুধবর গুণিশ্রেষ্ঠ মহাকবি রাজর্ষি ও রাজগুরু অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য "বুদ্ধচরিত" লিখিয়া কায়স্থ প্রতিভার অনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আবার এই বঙ্গদেশে কলিকাল বাল্মীকি মহাসান্ধিবিগ্রহিক শ্রীকর নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" দ্ব্যর্থক মহাকাব্যে সেই কায়স্থ প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছেন, সেই প্রতিভাই কাশীরাম দেব ও মধুসূদন দত্তে, দীনবন্ধু মিত্রে, গিরিশচন্দ্র ঘোষে, বিকসিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোষবসু মিত্র দত্ত, সিংহ, পালিত প্রভৃতির

(খ) পুরুষ পরম্পরায় রাজসংসারে বাস রাজকীয় লেখ্যবৃত্তি গ্রহণ রাজসাহচার্য্য হেতু ভারতীয় কায়স্থজাতি পুরাণেও ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ছিলেন। কিন্তু স্থান ও কার্য্য বিশেষে এই জাতির ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা হইয়াছে। ভারতীয় সুপ্রাচীন লেখমালায় এই জাতি লাজুক বা রাজুক শ্রীকরণ, করনিক, কায়স্থঠক্কুর ও শ্রীকরণিক, ঠক্কুর ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল আখ্যা কত পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাও ঠিক জানা যায় নাই। মৌর্য্য সম্রাট প্রিয়দর্শীর অনুশাসন সমূহে আমরা সর্ব্বপ্রথম রাজুকের পরিচয় নাই।

* * * * *

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অভ্যুদয়। তৎপূর্ব্ব হইতেই কায়স্থগণ রাজসংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। বিষ্ণুস্মৃতি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি হইতে আমরা তাহার আভাস পাই।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড ১৫পৃষ্ঠা)

সম্পাদক।

(গ) মহামাণ্ডলিকঈশ্বর ঘোষ। সাহিত্য-পত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, "কায়স্থ পত্রিকা" আষাঢ়, শ্রাবণ, সংখ্যা এবং "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য। লেখক

এই যে এখন সর্ব্বভেদিনী, সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভা দেখিতেছ, ইহা ইংরাজের যাদুবিদ্যার ফল নহে; ইহা সহস্র সহস্র বৎসরের শত শত পূর্ব্বপুরুষের সাধনার ফলে। এই মহামহিমাময় জাতি, হিন্দুশাস্ত্রে চণ্ডাল ও কুকুরের সহিত উপমিত, খাদ্যাখাদ্য, আচার অনাচার, পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানহীন, কৃষি কার্য্যেরও অনধিকারী শূদ্র? (ব) যে এমন পাপকথা উচ্চারণ করে, তাহার রসনা খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুরকে দেওয়া উচিত। মহর্ষি বিবেকানন্দ শূদ্র? যোগেশ্বর শ্রীশ্রীশিবগণ স্বামী শূদ্র? যে বর্ণ হইতে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, মর্য্যাদা পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও যোগীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ শাক্যসিংহের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সনাতন ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতেই যুগ পাবন এই সকল মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে। কায়স্থ যে বৈশ্য নয়, তাহা সকলেই জানেন; আর ভিক্ষাবৃত্তি—সর্ব্বস্য ব্রাহ্মণের সম্মানের প্রতি কায়স্থ কোন ও দিনই লোভ করেন নাই। তাঁহার বৃত্তি প্রজার রক্ষণ। অসিদ্বারা ও মসীদ্বারা প্রজারক্ষণই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। কায়স্থ সেই কার্য্যই করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের কোনও লক্ষণই কায়স্থে নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই, কারণ কায়স্থ দ্বিতীয় বর্ণ, কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

(ব) যে সকল কায়স্থ এখনও শূদ্রাচারী আছেন তাঁহাদের অবিলম্বে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ যতই আমরা কায়স্থের সামাজিক সম্মানের কথা লিখি না কেন; যজ্ঞোপবীত হীনতাই তাহার বিশেষ পরিপন্থী। সঃ

বঙ্গদেশে কায়স্থগণ উপবীত বিহীন থাকায় তাঁহাদের মধ্যে মাসাশৌচ গ্রহণের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই অশৌচ নিয়মের প্রথা হইতে অনেক স্থূলবুদ্ধি কূপ-মণ্ডুক কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চান। অশৌচের নিয়ম লইয়া যে জাতি ঠিক করা যায় না, তাহা কে'না জানে? হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল দিগের দশাহ অশৌচ,—তাহারা কি ব্রাহ্মণ? অনেক অনার্য্য পাহাড়ী জাতি হিন্দুত্বের নিম্নতর সোপানে থাকিয়া দশ বা দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিতেছে। ওড়িসা প্রদেশে সকল বর্ণই দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যদি কায়স্থ প্রকৃতপক্ষে শূদ্র হইতেন, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির প্রমাণানুসারে তাঁহার পঞ্চদশ দিন অশৌচ হইত। কারণ যাজ্ঞবাক্য বলিয়াছেন যে ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের পঞ্চদশ দিন অশৌচ। কায়স্থের অতি বড় শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে কায়স্থ শূদ্র হইলে, সে ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র বটে। যাহা হউক অনুপবীত কায়স্থের ত্রিশদিন অশৌচই শাস্ত্র-সম্মত অশৌচ। স্মৃতি শাস্ত্র আজ্ঞা দিয়াছেন,—

উপবীতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতি।
মাসেনানুপনীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতে তথা॥

সুতরাং যে দিন কায়স্থ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, সেইদিন হইতে তিনি দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিবেন। উপনীত কায়স্থগণ প্রায় সর্ব্বত্র তাহাই করিতেছেন। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অশৌচের দিন সংখ্যার দ্বারা জাতিত্ব নির্ণয় হয় না। মহাভারতে দেখা যায় যে মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জ্ঞাতি বধের নিমিত্ত মাসাশৌচ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক

অতি পণ্ডিত, এই মহাভারতের প্রমাণকে ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যাস-বাক্য রূপ পর্ব্বত উড়ান তাহাদের শক্তিতে কুলায় নাই।

ভারতের সমস্ত কায়স্থই ক্ষত্রিয়। দাক্ষিণাত্যের "প্রভু" আখ্যাধারী কায়স্থগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, এবং আর্য্যাবর্ত্তের কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকেই চন্দ্র বা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় শাখা হইতে উদ্ভূত হইলেও তাঁহারা সকলেই বৈবাহিক সম্বন্ধ বশতঃ সূর্য্যবংশীয় চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ভারতের সকল কায়স্থই একজাতি। কয়েক বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলে এই বিরাট বিশাল জাতির ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় গুলি একত্র মিলিত হইয়াছে। সম্রাট্ মিত্রবংশের ভূষণ স্বরূপ রাজর্ষিকল্প শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নাম, এই মিলন কার্য্যের নিমিত্ত বঙ্গীয় কায়স্থেতিহাসে চিরকাল সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। যাঁহারা স্বচক্ষে কলিকাতার মহা-কায়স্থ-সম্মিলন দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। টাউন হলের বিরাট সভা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদধারী এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী আত্মীয়বর্গের দীর্ঘ বিরহের পর মিলনানন্দ পরস্পরের সহিত পরস্পরের অকপট ও ঐকান্তিক ভ্রাতৃভাব এবং সর্ব্বশেষে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে সকল কায়স্থের একত্র প্রীতি-ভোজন,—একবার এই সকল দৃশ্যাবলী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারের প্রভাবই যে এবম্বিধ অপ্রত্যাশিত, অচিন্তিত-পূর্ব্ব মহামিলনের মুখ্য কারণ, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আমরা জানি, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী কায়স্থেরা বাঙ্গালী কায়স্থদিগকে দর্শকরূপেও তাঁহাদের জাতীয় সভায় যোগদান করিবার অনুমতি দেন নাই; আর এখন তাঁহারা ফৈজাবাদে বাঙ্গালী কায়স্থকে নিজ সভায় সভাপতি করিলেন, কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সহিত ভাত খাইলেন! একি ইন্দ্রজাল? না ইহা ইন্দ্রজাল নহে, বঙ্গীয় কায়স্থ সভার যত্ন ও চেষ্টার ফল, বঙ্গীয় কায়স্থদিগের স্কন্ধে উপবীত দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, বাঙ্গালী কায়স্থ তাঁহাদেরই আপনার জন; আপনার জনকে চিনিতে পারিলে কে তাহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারে? উপনয়নই আমাদের এই একতার, এই মিলনের যাদুমন্ত্র ইহাই আমাদের ইন্দ্রজাল। যে একতার প্রভাবে ভারতের মুষ্টিমেয় পারসিক জাতি ধনে মানে বিদ্যায় বাণিজ্যে আজ ভারতবাসীর আদর্শ, সেই একতার প্রভাবে এই বিশাল কায়স্থ সমাজ যাহার জন সংখ্যা পারসিক দিগের অপেক্ষা শতগুণ অধিক,—কতদূর উন্নতি করিতে পারিবেন,—কে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে সাহস করিবে? কে'না জানে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি একতার প্রভাবেই আজ বঙ্গদেশের মধ্যে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সম্মান লাভ করিতেছেন? আইস আমরাও এই একতার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ধন্য হই।

বর্ত্তমান সময়ে জীবন সংগ্রামের এই বিষম বিপদ সঙ্কুল দিনে, একতার কি মহান্ প্রয়োজন, সমাজ রহস্যবিদ্ জ্ঞানী পণ্ডিত বর্গের তাহা অবিদিত নাই "একতার প্রভাবে

তুচ্ছ তৃণ ও মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে”ইহা ভারতেরই নীতি। এই মহানীতি অবলম্বন করিয়াই আজি য়ুরোপের ও আমেরিকার মহাদেশের লোক কি অসাধ্য সাধনই না করিতেছেন। অধুনা এখন এক সময় উপস্থিত হইয়াছে যে এখন আর আমাদের স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় নাই;—যদি উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে না পারি, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই উন্নতির সেই পথটী যোগ্যতর জাতীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এবং তাহার অর্থ এই যে আমাদিগকে সেই মুহূর্ত্ত হইতে অধঃপতিত হইতে হইবে, হে সামাজিক সুধীবর্গ! আপনারা কি আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিতে চাহেন? শুধু দেখা নহে আপনার কি অন্যান্য জাতিকে কল্যাণকর এই রাজ মার্গ ছাড়িয়া দিয়া নিজে অশান্তির ও অকল্যানের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হইতে বাঞ্ছা করেন? যদি তাহা না চাহেন,—তবে অগ্রসর হউন, একতা অবলম্বন করুন এবং সকলে মিলিয়া ইহলৌকিক পারলৌকিক উভয়বিধ সুখের হেতুভূত দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করুন। শুধু ইহাই একমাত্র পথ, আপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে “নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।”

উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ না করিলে আমরা সামাজিক সম্মানে যে খুব খাটো হইব, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সাম্যবাদীরা মুখে যাহাই বলুন,—এখন ত কোন সাম্যবাদী ব্রাহ্মণকে পৈতা ছাড়িতে দেখিতে পান না। তাঁহারা হোটেলে নানা জাতির সাহচর্য্যে নানাবিধ অখাদ্য কুখাদ্য খাইতেছেন, অথচ কেবল পৈতার জোরে মুখ মুছিয়া পুনঃ ব্রাহ্মণ্যের অহঙ্কার করিতেছেন। এতদিন কেবল বৈশ্যজাতিরমধ্যে কেহ কেহ পৈতা লইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বঙ্গের এবং আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য অনেক জাতি পৈতা লইতেছেন। আগুরি পৈতা লইয়াছেন, স্থানে স্থানে বারুই পৈতা লইয়াছেন,—রাজবংশী পৈতা লইয়াছেন, ওদিকে পশ্চিমাঞ্চলে কুর্ম্মি জাতির সম্প্রদায় বিশেষে পৈতা লওয়ার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। যে রূপ গতিক দেখা যাইতেছে, বঙ্গের কৈবর্ত্ত ও সাহা এবং সুবর্ণবণিক জাতিও অচিরে এবং বৈশ্য পরিচয়ে পৈতা লইবেন। আগ্‌দের এমনই সংস্কার যে দু'মাস আগে যাহাকে কাছে বসিতে দিতেও ইচ্ছা হইত না,—আজ তাহার গলদেশে পৈতা দেখিয়া তাহাকে সম্মান করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। উত্তর বঙ্গে রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার অঞ্চলে অসংখ্য রাজবংশীর গলায় পৈতা দেখিয়া বাঙ্গলার অনেক জাতিই তাহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেছেন। উহাদের জল পর্য্যন্ত অচল, কিন্তু আজি তাহারা পৈতার প্রভাবে ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনে অস্বীকৃত। উহারা নাপিতকে উহাদের ভাত খাইবার জন্য জেদ্ করিতেছে। দুই দশ বৎসর পরে উহারা যে নিরূপণীতি জাতি মাত্রেরই উর্দ্ধ স্থান গ্রহণ করিবে, তাহা নিশ্চয়ই। এখনই আগুরি বুক ফুলাইয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিতেছেন। তিনি “উগ্র” ক্ষত্রিয় বলিয়া উপবীত লইয়াছেন ও দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিতেছেন। কই দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ ত এই সকল জাতিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। পারিবার কথাও নহে নিম্নাভিমুখ জল এবং স্থির-সংকল্প মনকে কে কবে প্রতিরুদ্ধ করিতে

পারিয়াছে? পাঠক মহাশয়! আপনি বেশ বিবেচনা করিয়া দেখুন অনতিবিলম্বে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ না করিলে সামাজিক সম্মান আমাদের থাকিবে কি না। ঘরে গৃহিণীর অঞ্চল তলে বসিয়া নিজকে বড় দেখিলে চলিবে না,—একবার সমাজের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া দেখুন, তবে বুঝিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত।

সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক গ্রন্থ রাজ তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে লিখিত আছেঃ—

পুরা সতীসরঃ কল্পারম্ভাৎ প্রভৃতি ভূরভূৎ।
কুক্ষৌ হিমাদ্রেরর্ণোভিঃ পূর্ণা মন্বন্তরাণী ষট্॥
অথ বৈবস্বতীয়েস্মিন্ প্রাপ্তে মন্বন্তরে সুরান্।
দ্রুহিণোপেন্দ্র রুদ্রাদীনবতার্য্য প্রজাসৃজা॥
কশ্যপেন তদন্তস্থং থাতয়িত্বা জলোদ্ভবম্।
নির্মমে তৎসরো ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্॥

পুরাকালে কল্পারম্ভ হইতে ষষ্ঠ মন্বন্তর পর্য্যন্ত এই পৃথিবী হিমালয়ের কুক্ষিস্থিত জলপূর্ণ হ্রদরূপে অবস্থিতি ছিল। অনন্তর বৈবস্বতঃমন্বন্তরে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র দেবগণ আগমন করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন, প্রজাপতি কশ্যপ হ্রদের অন্তঃস্থিত জলচরগণকে বিনাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই কাশ্মীর মণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন। রাজ-তরঙ্গিণীর এই সমস্ত শ্লোকগুলি মিথ্যা অথবা অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। আর্য্যগণ পূর্ব্বাবধি হিমালয় পর্ব্বতবাসী ছিলেন বলিয়াই হিমঋতু অবলম্বন করিয়া বৎসর গণনা করিতেন, হিম শব্দ বৎসর অর্থে প্রয়োগ হইত। ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথাঃ—(ক)

"তোকম্ পুষোম তনয়ং শতং হিমাঃ।"
"ঈশানাম্ পিতৃ বিত্তস্থ রায়ে বিভূরয় শত
হিমানো অশ্যাঃ॥

তৎকালে তাঁহারা যে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসভোজী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছেঃ—

ভূরি কর্ম্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্যশুষ্মা যস্থন
বাযসোমং।
য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরোঽযজ্বনো
বিভজন্নেতি বেদঃ॥
ঋগ্বেদ।

(ক) লেখক মহাশয় ঋগ্বেদের যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোন্ সূক্তে কোন্ মণ্ডলে কিছুই উল্লেখ না করায়, অথবা কোনও শ্লোকের ব্যাখ্যা না দেওয়াতে, পাঠকগণ তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিবেন না। ১০৬২২ ঋগাত্মক সমগ্র ঋগ্বেদ অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ইহা বিবেচনা করিয়া লেখক মহাশয় উপরোক্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা উচিত ছিল। সঃ

যোযুদেবা অদঃ স্বরবপাদি দিবস্পরি।
মাসোমস্য শং ভুবঃ শুনে ভূম কদাচন বিত্তং মে অস্য রোদসী।

ঋগ্বেদ।

উবট্রং বাড়বমালভেত তস্য চ মাংসমশ্নীয়াৎ।

যজুর্ব্বেদ। (খ)

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে কল্পা অন্ত-যুগে হিম প্রলয়ের পর, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসান্তিক ক্রান্তি পাত হইলে,যম সহোদর বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতেই প্রথম রাজত্ব স্থাপন করেন।

ত্রিলোকে কৈলাস পর্ব্বত এবং তন্মধ্যে কাশ্মীর মণ্ডলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান।—

ত্রিলোক্যাং রত্নসূঃ শ্লাঘ্যা তস্যাং ধনপতে-র্হরিৎ।
তত্র গৌরীগুরু শৈলে যত্রাস্মিন্নপি মণ্ডলম্ ॥

রাজ-তরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ।

প্রকৃত পক্ষেই ভূঃ স্বর্গ কাশ্মীরের ন্যায় রমণীয় স্থান এ জগতে দুর্লভ। স্বয়ং মহেশ্বর নীল ইহার রক্ষাকর্ত্তা। এই স্থানেই অগ্নি, ভূগর্ভ হইতে স্বতঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া শিখা হস্তে হোতৃ-প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করেন। এই স্থানেই পাপসূদন তীর্থস্থিত উমাপতির মূর্ত্তি স্পর্শ করিলে ভক্তি ও মুক্তি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই থানেই ভেড়-গিরি-শিখরে ত্রিতাপ হারিণী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। এই কাশ্মীরেই পুণ্য শিখরস্থিত সরোবরে হংসরূপিণী সরস্বতী দেবী বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

যে কাশ্মীরের নন্দি ক্ষেত্রস্থিত হরের আবাসে ব্যোমচারীগণের অনুষ্ঠিত পূজার চন্দন বিন্দু অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহার দর্শনে কালিদাস প্রভৃতি সদ্যঃ কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন ; সেই সারদাদেবী যে কাশ্মীরের সারদামঠে মধুমতী নদীতীরে বিরাজিতা ; যাহার সমস্ত স্থান তীর্থময় এবং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত অপূর্ব্ব মন্দির নিচয়ে সুশোভিত ; যে স্থান প্রবল শত্রুরও অজেয়, এজন্য অধিবাসিগণের পরলোক ভিন্ন অন্য ভয়ের কারণ নাই ; উচ্চবেদ বিদ্যালয়, কুঙ্কুম, দ্রাক্ষা ও তুষারবারি প্রভৃতি ত্রিদিব দুর্লভ দ্রব্য সকল যে স্থানে অনায়াস-লভ্য ; যাহার চতুর্দ্দিকে শৈল প্রাকার যেন নাগগণের রক্ষার্থে, বাহু প্রসারণ করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে ; উত্তর দিকস্থিত ধনপতি গৌরীগুরু পর্ব্বতের যে স্থানে এই কাশ্মীর মণ্ডল অবস্থিত ত্রিলোক মধ্যে সেই রত্নভূমিই শ্লাঘ্য। যে কাশ্মীর-মণ্ডল জগতের আদিস্থান,—ত্রিলোক পূজ্য প্রাচীনতম আর্য্যজাতির একমাত্র প্রসূতী-গৃহ, ত্রিলোক মধ্যে সেই রত্নভূমি অবশ্যই শ্লাঘ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ যে আর্য্য সভ্যতার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত, যে আর্য্য সভ্যতার গৌরবে, পৃথিবীর

(খ) ঋগ্বেদের উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অন্বয়াদি বোধগম্য না হওয়াতে উহার ছন্দও বর্ণাশুদ্ধি অবধারণে অক্ষম হইলাম। লেখক মহাশয়ের থিওরী যে আর্য্যগণ বৈদিকযুগে মাংস ভোজী ছিলেন, তাহা তাঁহার উদ্ধৃত যজুর্ব্বেদীয় শ্লোকার্দ্ধে দেখা যায় অর্থাৎ উষ্ট্র ও যণ্ড মাংস তাঁহারা ভোজন করিতেন, কিন্তু ঋগ্বেদের শ্লোক গুলিতে লেখক মহাশয়ের মাংস থিওরী কতদূর প্রমাণ হইতেছে বুঝিলাম না। সঃ

অনেক জাতি এখনও অসভ্যতার আবরণ পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, সেই আর্য্য-সভ্যতার বীজ হিমাচলের এই পুণ্য ভূমিতেই উপ্ত হইয়াছিল। এবং তথা হইতেই ক্রমশঃ ভারতের সমতল ক্ষেত্রে বিস্তারিত হইয়া পরিশেষে দেশ দেশান্তরে নীত হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃথরণ্টন যথার্থই বলিয়াছেন—"Ere yet the pyramids looked down upon the valley of the Nile, when Greece and Italy, those cradles of European civilisation, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of wealth and grandeur. অর্থাৎ যখন মিসর দেশের পিরামিড্ নীলনদতীরে নির্ম্মিত হয় নাই, যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার লীলানিকেতন গ্রীস এবং ইটালী বন্য মানবের আবাসস্থলছিল, ভারতবর্ষ তখন সম্পদেও সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেও আর্য্যজাতির সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তখন তাঁহারা, তাঁহাদিগের তুষার মণ্ডিত আদি-বাসস্থানে হিমগিরির চিত্ত-চমৎকারিণী জল-প্রপাত, চঞ্চল-শিখা-নিঃসারিণী তেজোময়ী জ্বালামুখী, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত-নিদাঘকাল ও সুধাময়ী শারদীয়া পূর্ণিমা এবং অসংখ্য তারকা মণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগণ মণ্ডল প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। তাহারই ফল আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই।

বঙ্গ ভাষায় গদ্য সাহিত্য সম্রাট স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন "বৈদিক সংহিতায় হিন্দু জাতির মনোবৃত্তি যতদূর বিকসিত ও বহুবিষয় ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত প্রথমাবস্থার লক্ষণ নয়।' তখন তাঁহারা "রাজম্বপদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, অস্ত্র, বর্ম্ম ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন এবং গগণ পর্য্যবেক্ষণ ও মাস মলমাসাদির কালাংশ নির্দ্ধারণ এই সমস্ত মহত্তর বিষয়ের পৌনঃ পুনিক উল্লেখ সংহিতা কালীন হিন্দুসমাজের সমধিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।'

বিজ্ঞ ঐতিহাসিক রিজডেভিডস্ মহাশয়ও বলিয়াছেন :—(গ)

But a Comparison with the general course of the evolution of religious beliefs elsewhere, shows that the beliefs reached in the Rigveda are not primitive.

যাহাহউক কৈলাশ পর্ব্বতস্থিত কাশ্মীর মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া, যে সমস্ত আর্য্যসন্তানগণ আদিম অধিবাসিদিগের হইতে বিচ্ছন্ন হইয়া ভারতের সমতল ক্ষেত্রাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহারাও ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া বিভিন্ন

(গ) এই স্বামীর কোনও সুপরিচিত ঐতিহাসিক আমরা জানি না। সঃ।

আচারও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক হইতে দ্বাবিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্ত, তৎপরে ব্রহ্মর্ষিদেশ, তাহা হইতে মধ্যদেশ এবং সর্ব্বশেষে আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থানের যে রূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত, তাহাও কথিত হইয়াছে। স্বস্থানচ্যুত হইলেই ক্রমশঃ আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন প্রায় সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন প্রথা অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়, প্রাচীন গ্রন্থেরও স্থানে স্থানে সংযোগ ও বিয়োগ সাধিত হইয়া থাকে, এবং প্রাচীন ভাষাও ক্রমশঃ সংস্কৃত হইয়া সহজবোধ্য হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ভূঃস্বর্গ কাশ্মীর এখনও আমাদিগের সেই প্রাচীনত্বের স্মৃতি-মন্দির এই কাশ্মীর মণ্ডলই কায়স্থ ক্ষত্রিয় গণের আদি নিবাস স্থান। আর্য্যজাতির আদি বাসভূমি। (ঘ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা

(ঘ) এই ভূঃস্বর্গ কাশ্মীরে কায়স্থ রাজবংশ দুর্লভ বর্দ্ধন হইতে উৎপলাপীড় পর্য্যন্ত ১৬ জন নৃপতি ২৭০ বৎসর একাধিক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বিষয় রাজতরঙ্গিণীতে বিবৃত আছে। কায়স্থজাতি যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে।

সম্পাদক

কবিতাগুচ্ছ।

কায়স্থদশক।১।

ভেঙ্গেদাও ভুল। *

(শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের প্রতি)

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
যে ক'দিন বেঁচেরব,
তোমাকে আমারি কব,
সকল সময়ে চা'ব ও চরণমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥১॥
প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
তুমি কায়স্থের পিতা,
তুমি সমাজের নেতা,
কি কাজ খুঁজিয়া তব সৃষ্টিতত্বমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥২॥
প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
আমি পুত্র তুমি পিতা,
আমি প্রার্থী তুমি দাতা,
কায়স্থ দেবতা তুমি অমৃত অতুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৩॥

* কায়স্থ কবীশ্রাণী শ্রীমতী মানকুমারী দেবী প্রণীত কাব্যকুসুমাঞ্জলির "ভাঙ্গিওনা ভুল" কবিতার অনুকরণে। সঃ

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
কায়স্থ জাতির ধরা,
তোমারি ঐশ্বর্য্যে ভরা,
কায়স্থ গৌরব তুমি অনন্ত অতুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৪॥
প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
তোমারি কীর্ত্তির যশে,
চাঁদহাসে রবি হাসে,
চন্দ্রমা সূর্য্যের বংশ ভারতে অতুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৫॥
প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
ঘোষ বসু গুহ মিত্র,
সকলি তোমার চিত্র,
ব্রহ্মপুত্র চিত্রগুপ্ত পবিত্র অমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৬॥
প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
তোমার আশীষ বরে,
থাটি যেন তোমা তরে,
কি দুঃখ? হিংসুক যদি ভাবে চক্ষুঃশূল
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৭॥
প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
ভয় কি সে রোগ শোকে,
ভয় কি অশান্তি ভোগে,
আমার ক্ষত্রত্ব যাহা তুমি তার মূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো ভেঙ্গে দাও ভুল ॥৮॥
প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
বুঝিয়া পুরাণ তন্ত্র
পালিয়া তপস্যা মন্ত্র,
ব্রহ্মার শরীরজাত, এই জানিমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৯॥
ভেঙ্গেদাও ভুল প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল;
যমের সোদর তুমি,
দেব-ক্ষত্রিয়-ভূমি,
ব্রাহ্মণের পূজ্য তুমি জানিয়াছি মূল।
কায়স্থ দ্বাদশ কুল,
সবে হয়ে সমতুল,
বহুক যমুনা গঙ্গা করি কুল-কুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥১০॥

সম্পাদক।

সেই আর্য্য ।২।

(১)

তোমরা কি হায়, সেই আর্য্যের সন্তান?
যে শিবি দয়ার বশে,
স্বীয় প্রাণ অর্পিহেসে,
তুলিয়াছে এ জগতে কীর্ত্তির নিশান,—
সেই দয়া সেই মতি,
সেই স্নেহ সেই প্রীতি,
হৃদয়ের গুণাবলী মানস মোহন
কোথা তবে, কোথা হায় সে আর্য্য এখন?

(২)

যে জাতিতে দাতাকর্ণ দেব অবতার,
অতিথির প্রীতি তরে,
অর্পি প্রিয় তনয়েরে,
সদানন্দে করিয়াছে অতিথি সৎকার
সে জাতি স্বার্থেতে ভরা,
পরসুখে মর্ম্মেমরা,
নাহি সেই গুণরাশি বিন্দুমাত্র আর।
সে আর্য্য কি প্রাণহীন এতই অসার?

(৩)

তোমরা কি সেই বংশ হৃদয়রঞ্জন?
জম্মি যথা সীতা পতি,
সত্যনিষ্ঠ দাশরথি,
পিতৃআজ্ঞাতরে ত্যজি রাজ সিংহাসন

পাইলা কতই ক্লেশ,
ভ্রমিলা কতই দেশ,
বিসর্জ্জি সে সীতা সতী ভবে অতুলন
করিয়াছে অকাতরে প্রকৃতি রঞ্জন।

(৪)

কোথা এবে ভারতের বীর অগণন
কোথা ভীষ্ম মহারথি,
দ্রোণ গুরু কর্ণরথী,
কোথা ভীমার্জ্জুন আদি শত্রুর শমন,
কোথা চন্দ্রবংশ আজ,
কোথা সূর্য্যবংশ রাজ,
কোথা খ্যাত রথিদল রাজ অগণন
যাঁহাদের তেজবীর্য্যে কাঁপিত ভুবন।
মিছেকথা সে জাতি কি এজাতি কখন
কোথা ইন্দ্রপ্রস্থ আজ,
অভিমানী কুরুরাজ,
কোথা সে বাল্মীকিমুনি ঋষি দ্বৈপায়ণ
কোথা সেই ঋষিবালা,
সুপবিত্রা শকুন্তলা,
সাবিত্রী গান্ধারী সতী কোথায় এখন
মনে হয় সব যেন নিশার স্বপন।

(৬)

তোমরা কি সেই আর্য্য বল একবার,
কোথা সে জনক ঋষি,
কোথা সেই কীর্ত্তিরাশি,
কোথা সেই যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
কোথা সে গৌরাঙ্গ এবে,
শাক্যসিংহ কোথা তবে,
কেন তবে জালাময় শত হাহাকার
অহুদিন কেন বহে দুঃখ অশ্রুধার?

(৭)

ভক্তের আরাধ্য ধন কোথা নারায়ণ
কোথায় সে ব্রজধাম,
সে মুরলী সেই শ্যাম,
কেন তবে চারিভিতে করুণ ক্রন্দন?
আত্র ধর্ম্ম উপদেশ,
দিলা যথা সে দীনেশ,
তথা কেন পাপ তাপ দুশ্চিন্তা ভীষণ
জালাময় দুঃখ কেন তথা আমরণ?

(৮)

মনেহয় সেই বংশ নাহিক ধরায়
আকাশ-কুসুম প্রায়,
আছে শুধু কল্পনায়,
কোথা হ'তে আসি তারা গিয়াছে কোথায়
নীলিম গগন কোলে,
সুধায়েছি তারাদলে
চারু শশধরে আমি সুধায়েছি হায়,
দেয়না উত্তর তারা হেসে চলে যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ভবতত্ত্ব।৩।

(মৃত পত্নীর উদ্দেশে)

দিনযায়, দিনআসে মিশিতে অতীতে,
ঝরে পড়ে ফুল যায়,
ফল পরিণাম তায়,
সম্মুখেতে যত, তত আরও পশ্চাতে,
নরনারী তাই কিছু গণেনা জগতে।

(২)

প্রেমিক পতঙ্গ বিনা কে চাহে অনলে?
প্রেমিকা ঐ কমলিনী,
সেই হয় শাগজিনী,
প্রচণ্ড তপনযবে যায় অস্তাচলে।
শুধু কুমুদ সকল,

দুঃখে হয় টলমল,
ডুবিলে বিমলশশী গগনের কোলে,
আর কেহ তার তত্ত্ব রাখেনা ভূতলে।

(৩)

তবতত্ত্ব আর কেহ রাখেনা ধরায়,
গগন প্রাঙ্গণ তলে,
সুদর্শন তারা দলে,
বিরাজে চন্দ্রমা যবে সুধায়েছি তায়,
সন্ধান তোমার কিছু বলেনা আমায়।

(৪)

মৃদুল অনিল যবে কুসুম কাননে,
অলক্ষ্যে কাতর স্বরে,
সুধায়েছি প্রীতিভরে,
বলিল জলদস্বরে গম্ভীর বচনে,
তব তত্ত্ব নাহি কিছু তাহারো সন্ধানে।

(৫)

সুধায়েছি তব তত্ত্ব গিরিপারাবারে,
নীরব নিস্তব্ধ অতি,
জড় বুদ্ধি জড় মতি,
নাহি দেয় সাড়াশব্দ ব্যথিত অন্তরে,
ভাবিনু সে তত্ত্ব আমি পাইব কি ক'রে।

(৬)

কে কবে তোমার তত্ত্ব নশ্বর সংসারে,
মৃত্যুশীল জড় দেহ,
শ্মশান তাহার গৃহ,
অমর জীবন রহে মরণের পর পারে,
তোমার সংবাদ এবে কে দিবে তোমামারে।(ক)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

আত্ম-বিলাপ।৪।

অয়ি মাতঃ বীণাপাণি,
নিখিল জ্ঞানের রাণী,
কুজ্ঞান কলুষহরা সুজ্ঞান দায়িনী,
বড় আশা হৃদে ধরে'
আসিয়াছি তব দ্বারে
জুড়াতে বিদগ্ধ প্রাণ জগত জননি!।১।
বিগত শিক্ষার ফলে
মিসিয়া কুসঙ্গী দলে
অবহেলে রাজা-পদ হয়ে বিস্মরণ!
না লয়ে জ্ঞানের তত্ত্ব
খেলা রসে হয়ে মত্ত
মহা সুখে করিলাম সময় যাপন।২।
নাহি পুজি মা তোমায়
সুখাশায় আমি হায়
বিপথে কুপথে কত করিনু ভ্রমণ
সকলি হল বিফল
না ফলিল কোনো ফল
মরুভূমে বারি যথা বৃথা অন্বেষণ! ৩।
ভাবিনি তখন মনে
পড়িব এমন দিনে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাবে দিবস যামিনী
করিতে হইবে শেষ
জীবনের অবশেষ
হিন্দুর আগারে যথা বিধবা কামিনী।৪।
এবে এ জগত ময়
ভিখারীর মত হায়
ভ্রমিলাম দ্বারে দ্বারে করিয়া রোদন,

(ক) পত্নীশোকে মোহাচ্ছন্ন কবিবর। আপনার পত্নীর প্রেতাত্মার সহিত যদি সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতে চান, আমাদের এই সংখ্যায় "পরলোক-বিজ্ঞান" প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ফলতঃ বন্ধুবর আপনি আত্ম-মোহে তাঁহার জন্য যে প্রকার শোকাচ্ছন্ন, তিনি কিন্তু ততদূর আপনার জন্য শোক করেন না। সঃ।

নিঠুর বধির প্রায়
শুনিল না কেহ হায়
চির-দুঃখী অভাগার মরম বেদন! ।৫।
ঠেকিয়া শিখিনু এবে
তৃণ তুল্য সেই ভবে
তব কৃপা নাহি পারে লভিতে যে জন,
অস্থানে পড়িয়া হায়
বিফলে বহিয়া যায়
অজ্ঞান আচ্ছন্ন তার আঁধার জীবন ! ।৬।
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর
টুটেছে মোহের ডোর
অনুতাপানল এবে করিছে দাহন,
সহিতে পারে না আর
দুঃসহ উত্তাপ তার
লক্ষ্য-হারা ভাগ্যহীন তাপিত জীবন ।৭।
তাই মাগো অবশেষে
হীন অতি দীন বেশে
তব পদে আজি পুনঃ লইছে শরণ,
আপন মহত্ত্ব গুণে
কিঞ্চিত আশ্রয় দানে
সন্তপ্ত অন্তরে কর করুণা সিঞ্চন ॥৮॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু-বর্ম্মা

ভুলায়ে রেখনা ।৫।

দয়াময় বিভো ! ভুলায়ে রেখনা
সৌভাগ্য সম্পদ মাঝে
তোমারি করুণা যেন থাকে মনে
সকাল বিকাল সাঁঝে ।১।
দাও দাও প্রভো দুঃখ দৈন্য শোক
দুহাত পাতিয়ে লব
এ তোমারি দান ভেবে দিন রাত
নীরবে সকলি সব ।২।
এ জগতে হায় যার যত আছে
বেশী সেই আরো চায়
আশা-জলধির সীমা কোন খানে
খুঁজে কেহ নাহি পায় ।৩।
সুখের মাঝারে থাকিলে কখন
তোমায় মনে না রবে
যত দিবে তুমি দাও দাও বলে
মম মন আরও চাবে ।৪।
ক্ষণিকের সুখে মুগ্ধ করি বিভো !
দিওনা আমাকে ফাঁকি
সুখ পাব আমি যত দিন মন
তোমার চরণে রাখি ।৫।
বলহীন প্রাণে বল দাও মম
দাও দাও বিভো শক্তি
মধুময় নাম ভুলি না তোমার
পদে থাক্ তব ভক্তি ।৬।

শ্রীনির্ম্মলাবালা দেবী
পাইখন্দ ।

দুঃখ-বরণ ।।

চূর্ণ করি দাও প্রভো
আমিত্বের অভিমান।
সহিবারে শক্তি দাও
শোক দুঃখ অপমান ॥
আমার এ অহঙ্কার
ভেঙ্গে দাও ভেঙ্গে দাও।
আমারে চরণ স্পর্শে
তোমার করিয়া নাও ॥
তোমার চরণ মধু
যে জন হৃদয়ে রাখে।

সীমাহীন দুঃখরাশি
কেমনে ব্যথিবে তাকে॥
সকল দুঃখের মাঝে
অপার করুণা তব।
এনে দাও প্রাণে মোর
আশা জ্যোতিঃ অভিনব॥
জানি আমি কালমেঘ
বরষিবে জলধার।
দুঃখ মাঝে কত শান্তি
আশীর্ব্বাদ দেবতার॥
শোক দুঃখ ব্যথারাশি
এনে দাও প্রাণে মোর।
ঘুচে যাক্ অহঙ্কার
ভোগ বিলাসিতা ঘোর॥
যেন ওই রাঙাপদে
বিকায়ে রহিতে পাই।
প্রাণভরে সুধামাখা
নামটি জপিতে চাই॥
হোক না এ ভবনদী
ভীষণ তরঙ্গময়।
তুমি যার কর্ণধার
তাহার কিসের ভয়॥

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
কলিকাতা, ২২নং সীতানাথ রোড।

তুমি কি আমার হবে? ।৭।

তোমার বন্দন-গীতি তোমার ভাষায়,
গাহিতে হবেগো আজি তোমারি সুতান।
তোমার লহরি ছন্দে নূতন আশায়,
আমার হৃদয়-বীণা ঝঙ্কারিবে গান॥
আত্মা-পাখী মত্ত হবে, সুধায় সুধায়,
পিবে তব নামরূপ সুধা অবিরাম।
এ কিগো ভক্তির প্রীতি, প্রণয়েরি ধারা,
ঐ বুঝি বাজে বীণা কিবা প্রাণারাম॥
কত আশা, কত ভাষা, কত ব্যাকুলতা,
নিষ্কাম প্রেমের কত গভীর সাধন
ব্যক্ত করে বীণা। হৃদয়ের আবিলতা
ঘুচাইয়া কর হেথা তোমার আসন।
তুমি প্রভু, আমি দাস, সদা এই ভাবে,
সেবিব তোমায়, তুমি কি আমার হবে?

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

সন্ধ্যা ।৮।

দিনান্তের রক্তরবি পড়িল হেলিয়া
অস্তগিরিশিরে, সন্ধ্যারাণী সুমোহন
ধূসর বসনে ধীরে আইলা নামিয়া,
সীমন্তে সিন্দুর-রাগ গোলক তপন।
হাসিতে অধর হ'তে তরল-কাঞ্চন
ঝরিয়া পড়িল বিশ্বে, তড়াগে তড়াগে,
নদীনীরে, তরুশিরে, শোভিল কানন।
কনক-কিরীট পরি' নব নব রাগে
রঞ্জিয়া শোভিল চূর্ণ-কাদম্বিনী-কুল
সুবর্ণ হীরক মুক্তা শুক্তি পদ্মরাগে,
অসিত কুন্তল যেন শোভিল অতুল।
বনানি কুসুম অর্ঘ্য, মত্তভৃঙ্গে, মাগে
"প্রাণ সঞ্চারিণী সুধা নীহারের কণা।"
স্বর্গ হ'তে এল সন্ধ্যা রত্ন-আভরণা।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার।
সিরাজগঞ্জ।

আগমনী ।৯।

বর্ষপরে মা আমায় আসিছ আবার,
তাই ত পুলক ভরে,

বসুন্ধরা ধীরে ধীরে,
করিতেছে অনুদিন সুষমা বিস্তার,
উঠিছে উন্মাদ তান মাধুরী বীণার।

(২)

তাইত মা, নাহি আর ঘন-গরজন,
প্রস্ফুট চন্দ্রমা নভে,
তারকা স্তবকে শোভে,
নবরাগে শোভে এবে প্রাচীন গগন,
নব অনুরাগে ফুল্ল কুমুদ এখন।

(৩)

অতি দূরে দিবাভাগে পুরাতন রবি,
উছলি সৌন্দর্যদাম,
তীব্র প্রভা অবিরাম,
ছায়ান্বিত করে দূরে নিবিড় অটবী,
নলিনী শোভিছে নীরে কি মোহন ছবি!

(৪)

সুরভি অনল বহি কাংশ ফুলদল,
দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে পড়ি,
হইল সন্তাপহারী,
হাসিছে প্রকৃতি যেন পেয়ে নববল,
চকিতে মুছিল সবে শোক অশ্রুজল।

(৫)

অন্নপূর্ণা মা আমার আসিছ আবার,
এস মা এ বঙ্গদেশে,
দুর্ভিক্ষের তপ্ত শ্বাসে,
উঠেছিল চারিভিতে সদা হাহাকার,
হুলুধ্বনি তথা এবে পরিণাম তার।

(৬)

দুঃখহরা মা আমার আসিলে আবার,
গগন ভূতল এবে,
পরিপূর্ণ জয়রবে,
ধরায় এসেছে যেন জ্যোতি অমরার,
তব আগমনে মাতঃ প্রীতি উপহার।

(৭)

দয়া করি মর্ত্তে যদি আসিলে জননী,
শিখাও কেমনে তবে,
সত্যের চরণে সবে,
দিবে উপহার মাগো পতিত-পাবনী,
নিষ্কাম হইবে ত্যজি কাঞ্চন-কামিনী।

(৮)

তোমার চরণে মম এই নিবেদন,
একটী বরষ ধ'রে,
নররক্তে বসুধারে,
করিতেছে কলঙ্কিত খৃষ্টান সুজন,
বহাও সে রুক্ষ বক্ষে শান্তি প্রস্রবণ।

(৯)

এস তবে মা আমার বসুধা পালিনি,
জ্বালিয়া ধর্ম্মের বাতি,
দূর কর যম-ভীতি,
ষড়রিপু নাশি রক্ষ, জগত-তারিণি,
অধম সন্তান সবে বিশ্ব-প্রসবিনি!

(১০)

বর্ষপরে মা আমার আসিছ আবার,
অবোধ সন্তান প্রতি,
মার নাকি স্নেহ অতি,
তাইকিম' সকলের আনন্দ অপার?
হতাশ পরাণে তাই আশার সঞ্চার?

(১১)

এস মা দুঃখার্ত্ত দেশে দুর্গতি-নাশিনি,
কহ কোন্ মন্ত্র বলে,
পাপীর হৃদয় গলে,
মৃতজনে ঢেলে দে মা সুধা-সঞ্জীবনী,
অন্ধজনে চক্ষুদান কর গো জননি।

(১২)
প্রতি প্রাণে হইতেছে সুখের সঞ্চার,
আমার অন্তরে কেন,
জ্বলিবে অনল হেন,
আমি কি পাবনা দেবি, করুণা তোমার ?

কুপুত্র যদ্যপি হয়,
কুমাতা কখন নয়,
তবে কেন আমি মাতঃ হীন অন্তঃসার,
কৃপাসিন্ধো, কৃপাবারি পাবনাকি আর ?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ইংরেজের আমলে কায়স্থের মান।

কায়স্থজাতি বলিয়া যাঁহারা বঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যত্র পরিচিত, তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদা ও পদগৌরব কাহাকেও চক্ষে অঙ্গুলীদিয়া দেখাইতে হইবেনা। হিন্দু রাজত্বেও মুসলমান রাজত্বে তাঁহাদের কিরূপ সামাজিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহা আজ উল্লেখ করা হইবে না। হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে কিরূপে পরাক্রান্ত কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণদিগের সহায়তা করিয়া, সমাজে আদর্শ দেখাইতে যাইয়া দাস সেবকাদি বিনয় ভুষণ কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে শূদ্র আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। কিরূপে পরমার্থ-তত্ত্ব-বর্জ্জিত, বেদ বিদ্যাহীন, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে বিষয়াসক্ত হইয়া, সমাজ সংস্কারে তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ কায়স্থ জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, সমাজ পতির স্থান গ্রহণ করতঃ পূর্ব্বকৃত উপকার ও কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া অহঙ্কার ও বৃথাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বার্থচিন্তায় অন্ধ হইয়া, সমাজ হিতৈষণার জলাঞ্জলি দিয়া চিরানুগত নিত্য সহচর ধর্ম্মবন্ধু, কর্ম্মবন্ধু, ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক, সমাজ-সেবক কায়স্থ জাতির শিরে শূদ্রত্বের কলঙ্ক মুকুট পরিধান করাইয়া তাঁহাদিগকে যথার্থই ক্ষুদ্রভাবাপন্ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, এই সকল অপ্রিয় কথার পুনরুক্তি করিয়াও এই প্রবন্ধের উপযোগিতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। ইংরাজ রাজের শক্তিশালী সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর কায়স্থজাতি তাঁহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম্মিষ্ঠতা, প্রতিভা ও মস্তিষ্কশক্তির বলে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইয়া সমাজে কিরূপে উন্নতিলাভ করিয়া গুণ কর্ম্মবিভাগে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহাই আজ সাধারণ ভাবে আলোচ্য।

১৭৬৫ সনে সম্রাট্ সাহ আলমের সনন্দ বলে ইংরেজ কোম্পানী বঙ্গের দেওয়ানী লাভ করিলে তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ম্মচারী ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন কায়স্থ রাজা সীতাব রায়। ইনি পাটনায় ডেপুটী ও নবাব

নাজিমের কার্য্য করিতেন। ১৭৬৫—১৭৭২ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ও বিহার দেশে নবাব রেজা খাঁ ও রাজা সীতাব রায় একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কায়স্থ-সমাজের প্রতিনিধি রাজা সীতাব রায়,কোম্পানীর এবং নবাব নাজিমের ও প্রতিনিধি ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই শাসন কার্য্যে কায়স্থ-জাতির দক্ষতার পরিচয় পাইয়া মুসলমান বাদসাহেরা তাঁহাদিগকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিতেন, ডেপুটী নবাবের ন্যায় উচ্চতম পদ দেশীয়ের ভাগ্যে বোধহয় সীতাব রায় হইতেই শেষ হইয়াছিল। পাইক পাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম বাঙ্গালী পাঠক কখন ও ভুলিতে পারিবেন না।

পশ্চিম বঙ্গের সমাজপতি শোভাবাজারের কায়স্থ রাজবংশ কোম্পানীর কৃপায় কিরূপ যশস্বী ও সম্মানিত হইয়াছেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। রাজা নবকৃষ্ণের পর ও ঐ বংশে বহু ব্যক্তি ক্ষমতাবলে রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। ষ্ট্যাটুটারী সিবিলিয়ান রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ কিছুদিন ফরিদপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ও কৃষ্ণনগরে জজের পদে আসীন ছিলেন। মিঃ রমণকৃষ্ণ দেব প্রভৃতিও এই বংশের লোক। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভারতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না।

কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র তাহার পর স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ এই উচ্চসম্মান লাভ করেন, বঙ্গের ব্রাহ্মণাদি অন্য কোনও জাতি এই সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র জজিয়তি করিয়া যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে তাহা সুলভ হয় নাই। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের জজিয়তী করিয়া যে রূপ স্বাধীনতার ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহার উপমার স্থল বিরল।

বিহারের প্রস্তাবিত হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম হিন্দু জজ মনোনীত হইয়াছেন, কায়স্থ রায় বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদ। বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম দেশীয় দিগের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার হইয়াছিলেন, মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত। ইনি গায়কোবাড়ের দেওয়ান হইয়া রাজকার্য্যে কায়স্থ মস্তিষ্কের অসাধারণ শক্তি ও উপযোগীতা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইনি শ্বেতকায় হইলে বঙ্গের শাসন কর্ত্তার পদে উন্নীত হইতেন। মহাত্মা কালিকাদাস দত্ত কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ানী কার্য্যে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ষ্ট্যাটুটারী সিবিলিয়ানগণের মধ্যে কবি বরদাচরণ মিত্র, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও নন্দকৃষ্ণ বসুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম যশস্বী ডাক্তার ছিলেন জগবন্ধু বসু ও ভগবচ্চন্দ্র রুদ্র। উভয়েই কায়স্থ; বর্ত্তমানে ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসা শাস্ত্রে কলিকাতায় দুইজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহারথী। সিবিল সারজ্জন কর্ণেল কিঃ, কেঃ, বসু ও কিঃ,ডিঃ, বসুর কথা এখন ও বাঙ্গালীর স্মরণ আছে; কর্ণেল এনঃ, পিঃ, সিংহ এখন কুমিল্লায় সিবিল সারজ্জন।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য ইহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। দেওয়ান বাহাদুর ডাক্তার হীরালাল বসু সম্রাটের নিকট রাজ সম্মানের অধিকারী হইয়া এখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর এইরূপ গভর্মেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের কত উচ্চে অবস্থিত তাহা পাঠকগণ দেখিবেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী কায়স্থ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম অবৈতনিক ভাইস-চেয়ারম্যান ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষা বিভাগের চন্দ্র সূর্য্য, ইহারা সমগ্র সভ্য জগতের সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া দেশবাসীকে ধন্য করিয়াছেন। রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। কায়স্থ রায় বাহাদুর ভগবতী সহায় বিহার প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম স্কুলসমূহের দেশীয় ইনস্পেক্টর ছিলেন। বাঙ্গলা গভর্মেণ্টের অনুবাদ বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশস্বী কর্ম্মচারী ছিলেন, চন্দ্রনাথ বসু। ইংরাজীর অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার ও লালবিহারীদের নাম বাঙ্গালীর চিরকাল মনে থাকিবে। বহু ভাষাবিৎ হরিনাথদেবের ন্যায় দ্বিতীয় একটী পণ্ডিত ভূভারতে ব্রাহ্মণাদি জাতিরমধ্যে কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অত্রাবস্থায় শুণকর্ম্ম বিভাগে ব্রাহ্মণের দর্প যে তাঁহারা কায়স্থ অপেক্ষায় উচ্চজাতি ইহা প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম এম, এ (১৮৬৫) ইতিহাসে, চন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও মহেন্দ্র লাল মিত্র; দর্শনে, জয়গোবিন্দ সোম এবং বিজ্ঞানে প্রসন্নচন্দ্র রায়। ইংরাজী শিক্ষায় ইংলণ্ড ও ভারতের প্রথম যশস্বী ছাত্র ডাক্তার পি, কে, রায়। প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু ডি, এল, ইহার নাম ও যশ জগৎ-প্রসিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, নন্দকৃষ্ণ বসু, অবিনাশচন্দ্র বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি শিক্ষায় বাঙ্গালী শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণাদি সমাজে বিরল। সরকারী এডভোকেট শ্রীযুক্ত বি, সি, মিত্র, ইনি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের উপযুক্ত পুত্র; বড়লাট সাহেবের মন্ত্রী সভায় সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী সভ্য স্যার সত্যপ্রসন্ন সিংহ, ইনি বীরভূমের রায়পুরের কায়স্থ-কুল-তিলক। ব্যবহারাজীব মনোমোহন ঘোষ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ সরকারী কর্ম্ম না করিয়াও লোকমান্য হইয়াছিলেন। দানবীর ব্যবহারাজীব স্যার তারকচন্দ্র পালিত, ও ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ এখন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—"দানমেকং কলৌযুগে" অর্থাৎ একমাত্র দান দ্বারা কলিযুগে শ্রেষ্ঠতা অবধারিত হইবে। উক্ত দানবীর মহাশয়দ্বয় মধ্যে একজন ১৪শ লক্ষ ও অপর মহাত্মা ১২শ লক্ষ টাকা শিক্ষাবিভাগে দান করিয়াছেন।

এই অত্যুচ্চ মহাসম্মানিত বিরাট জাতিকে "শূদ্র শূদ্র" বলা একটা জঘন্য বাতুলতা ভিন্ন ব্রাহ্মণদের আর কি হইতে পারে।

বঙ্গের লাট সাহেবের জেনেরেল সেক্রেটারী মিঃ কে, সি, দেব, উপবীতধারী কায়স্থ, তিনি অনেকদিন ফরিদপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র মিত্র ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ছোটলাটের অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। ফরিদপুরের ভুতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ সিভিলিয়ান মিঃ বি, দেও কায়স্থ। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় রেজিষ্ট্রারের কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের দেশীয় জজ কবি রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের উপযুক্ত পুত্র। ৺রায় যোগীন্দ্রনাথ মিত্রবাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বিশ্বাস (এখন অবসরপ্রাপ্ত), রায় সাহেব নন্দকৃষ্ণ বসুবর্ম্মা, নগেন্দ্রচন্দ্র বসুবর্ম্মা প্রভৃতি কায়স্থগণ পুলিস বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন। পূর্ত্ত বিভাগে বহু কায়স্থ এক্জিকিউটীভ ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করিয়াছেন।

মহাত্মা অক্ষয়চন্দ্র দত্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান গদ্য রচনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্য-সম্রাট উপাধি লাভ করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদবধ রচনা করিয়া কবি মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষাকে যে সেবা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। ৺ রাজনারায়ণ বসু ৺ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, কবীন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র দাস, ৺ রমদাচরণ মিত্র, ৺ চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺ গিরিশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, রায়সাহেব বিহারীলাল সরকার, ৺রামদাস সেন, ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ডাক্তার ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিধ্বনির মূর্ত্তিশালিনী,কায়স্থ কবীন্দ্রাণী শ্রীমতী মানকুমারী দেবী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তরু দত্ত, ৺ কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, ৺ আর, সি, দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার, ৺বিহারীলাল গুহ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, মন্মথনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার প্রভৃতি কায়স্থ বংশীয় মনস্বিগণ সাহিত্য-সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। কায়স্থপত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ পত্রিকায় লেখকগণের নাম কায়স্থ পাঠকদিগের নিকট বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থ সমাজসেবক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, ৺শশীভূষণ নন্দী,৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র ভক্তিতীর্থ প্রভৃতিও খ্যাতনামা লেখক ও বক্তা

বান্ধব, নেশন, নব্যভারত, কায়স্থ-পত্রিকা, আর্য্য-কায়স্থ-পত্রিকা, সময়, সঞ্জীবনী, অমৃত-বাজার, আনন্দ বাজার, বঙ্গবাসী, হিন্দু-পেট্রিয়ট (বর্ত্তমান), আর্য্যাবর্ত্ত, বিজয়া, প্রভৃতি সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র কায়স্থ স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক দ্বারা পরিচালিত। বেঙ্গলীর ৮ টি, পি, মিত্র, রিপণ কলেজের অমৃত বাবু, মেট্রপলিট্যানের বৈদ্যনাথ বসু, সেন্ট্রালকলেজের খুদীরাম বাবু বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশ বাবু, ব্রজমোহনের অশ্বিনী বাবু, কুমিল্লা কলেজের সত্যেন্দ্র বাবু, ময়মনসিং কলেজের যজ্ঞেশ্বর বাবু, সিটিকলেজের আনন্দমোহন বাবু, ইহারা সকলেই উচ্চ কায়স্থ বংশসম্ভূত।

কায়স্থ লেফটেন্যান্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সামরিক বিভাগে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে বর্ত্তমান মহাসমরে এম্বুলেন্স কোর গঠন করিতে সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী কায়স্থ মহাবীর ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। অনেক কায়স্থ যুবক এম্বুলেন্স কোরভুক্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে, কেহ কেহ বা বিলাতে সৈনিক বিভাগেও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতপক্ষে গুণকর্ম্ম বিভাগে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা হীরকাক্ষরে উজ্জ্বলীকৃত করিতেছেন।

স্বামি বিবেকানন্দ বর্ত্তমান অর্ব্বাচীনযুগে ধর্ম্মপ্রচারক মণ্ডলীর অগ্রণী। তাঁহার আকর্ষণে তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার তেজস্বীতায়, তাঁহার জ্ঞানে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বহু আমেরিকা দেশীয় সাহেব এবং বিবি গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। ইনি আকুমারিকা হিমাচল শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত বৈদান্তিক ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারক বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজেও নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৮ রামগোপাল ঘোষ, ৮ মনোমোহন ঘোষ, বক্তা লালমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি সকলেই অদ্বিতীয় কায়স্থ।

এটর্ণি ৮ শ্রীনাথ দাস, ৮ গণেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সকলেই ক্ষণজন্মা কায়স্থ। রেল বিভাগে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ ও তাঁহার পিতা যেরূপ যোগ্যতা দেখাইয়াছেন সে প্রকার আর কেহ আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া মসীজীবী ও অসিজীবী ক্ষত্রিয়শাখা কায়স্থজাতির মনে ও দেহে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে তাহার ফলে নূতনক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দী-তায় সমরে জয়লাভ করিয়া কায়স্থ জাতি ইংরাজী আমলেও সকলবিভাগের শিখর দেশে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন। মনীষা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, বঙ্গে সমাজপতির পদে অনধিকারে প্রবেশ করিয়া, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কায়স্থের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন। ফলতঃ বঙ্গীয় সমাজের ঈশ্বরত্ব কায়স্থেরই ন্যায্যপ্রাপ্য। গুণকর্ম্ম বিভাগে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ উক্ত অধিকার গ্রহণ করিতেছেন। বুদ্ধিজীবী

বহুবিত্ত সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী বৈদ্য পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শোণিত শুক্রের আদান প্রদান করিয়া এদেশে রাজকার্য্যে ও রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে কায়স্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যত্র বৈদ্যজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ শিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছে পর এখন নমঃশূদ্রজাতি হইতে অন্যান্য জাতির শিক্ষিত লোকেরাও কার্য্যক্ষেত্রে কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্যের সম্মুখীন হইতেছেন, ভবিষ্যতে আরও অধিক হইবেন। এ সমস্ত শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই, কালক্রমে হয় ত শক্তি ও প্রতিভা এদেশে কোন জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকিবে না, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইংরাজী আমলের প্রথম আলোক, উদ্যোগ ও যোগ্যতার হিসাবে মানসিক শক্তিদ্বারা হিন্দুসমাজে কায়স্থ-জাতির অতীত স্থান নির্ণয় করিতে হইলে, বুদ্ধিমান, নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা বিচারক অবশ্যই বলিবেন উহা রাজসিক যোগ্যতায় প্রথম এবং মানসিক যোগ্যতায় হয়ত দ্বিতীয়। (ক)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(ক) আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় সাহিত্যিক আসনে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চস্থান অধিকার করিতেছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধটী আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। যে সকল শক্তিশালী কায়স্থ মহাত্মাগণের নাম এই প্রবন্ধে নাই তাঁহারা আমাদিগকে ও লেখক মহাশয়কে ক্ষমা করিবেন। ইহাতে কায়স্থ মহাত্মাদিগের পূর্ণ তালিকা (Exhaustive List) দেওয়া গেল না। লেখক মহাশয় বঙ্গের বাহিরে যান নাই, ইহা পাঠক মহাশয় মনে রাখিবেন। বিহারে ২১ নাম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উৎকল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যে ভারত ও দাক্ষিণাত্যের কোনও কায়স্থ মহাত্মার নাম লিখিত হয় নাই। আমরা আশাকরি বীর পূজক কোনও ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহাত্মা তাহাদের স্বীয় স্বীয় মহাত্মাগণের নাম এই প্রবন্ধের লিখিত মতে সুসজ্জিত করিলে আমরা ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিব। সংস্কৃত কলেজের প্রথম শাস্ত্রী ও হিন্দু আইনের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ৺ গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী, সিবিলিয়ান মিঃ গুরুসদয় দত্ত, কবি শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী, বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, লেখক শ্রী হরিদাস পালিত, ইহাদের নাম লেখক মহাশয় ভ্রমক্রমে মূল প্রবন্ধে ভুক্ত করেন নাই।

হিতোপদেশ কারক লিখিয়াছেন—

সদসি বাক্‌পটুতা যুধিবিক্রমঃ
যশসিচাভিরুচির্ব্যসনংশ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদংহি মহাত্মনাম্।

বঙ্গের এই সমস্ত মহাত্মাদের নামই আমরা চাই।

সম্পাদক।

পরলোক বিজয়।

(Conquest of the Unknown)

স্বর্গস্থ প্রেতাত্মাদিগের সহিত পৃথিবীর আমাদের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে বহু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পৃথিবীর নানাস্থান হইতে শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। তথাপি পরোলোক সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা সকলের মনে উপস্থিত হইতেছে না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! যেমন জন্ম হইলে মরণ, তেমনই মরণ হইলেই জন্ম। অথবা ইহলোক থাকিলে যেমন পরোলোক, পরলোক থাকিলেও তেমনি ইহলোক। কুরুক্ষেত্র সমরের প্রারম্ভে রাজ্যলোভের জন্য আত্মীয়স্বজনাদিকে বধ করা নিতান্ত পাপজনক মনে করিয়া অর্জ্জুন যৎকালে যুদ্ধে বিমুখ হন তখন শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন যে,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
গীতা ২য় অ: ১৬।

অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের অস্তিত্ব কখন থাকে না, এবং নিত্য পদার্থের অস্তিত্বের অভাবও কখন হয় না। পৃথিবীর আদি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পরলোক সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা লোকের হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। আদৌ পরলোক যদি না থাকিত তবে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটী ধারণা কখন থাকিত না। তাই প্রাচীন রোমক সদস্য (Roman Senator) কেটো, প্লেটোর পরলোক সম্বন্ধীয় যুক্তিবাদ পাঠান্তে উত্তেজিত স্বরে বলিয়াছিলেন "Plato! thou reasonest well, or whence this longing, this yearning, after eternity" অর্থাৎ হে প্লেটো। তোমার যুক্তি সঙ্গত নতুবা পরলোক সম্বন্ধে মানুষের এই আকাঙ্খা কোথা হইতে আসিল? হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ গীতার "যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা" অনেক স্থলে পরলোক সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনুষ্য আত্মার গতিবিধি দেখিতে পায় না। কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা দর্শন করেন। তথাহি গীতা

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
১৫অঃ।

অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেহান্তরগামী ও দেহে অবস্থিত ও ভোক্তাগুণযুক্ত জীবাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে এ যাবৎ অনেক জ্ঞানচক্ষু সম্পন্ন মহাত্মাগণ পরলোক দর্শন করিয়াছেন। তথাকার আত্মাদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছেন। পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান একটী গুহ্য আধ্যাত্মিক রহস্য। হিন্দুজাতি অবিচলিত চিত্তে তাহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু জড়োপাসক পাশ্চাত্যগণ ইহাতে বিশ্বাস করিতেন না। অধুনা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ এবং বিদুষী মহিলাগণের পরলোক সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। তাঁহারা প্লানচেট্ (Planchette) এবং বংশী

(Trumpet) দ্বারা ভূতাত্মাদিগকে মধ্যস্থ (Medium) যোগে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। আবির্ভূত জীবাত্মা মধ্যস্থের হস্তদ্বারা সঞ্চালিত প্লানচেট্ কিম্বা মধ্যস্থের সাহায্য ভিন্ন স্বাধীনভাবে বংশী বাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করেন। প্লানচেটে যে পেন্সীলটী সংলগ্ন থাকে তদ্দ্বারা প্রেতাত্মা একখানি কাগজের উপর প্রশ্নের উত্তরাদি লিখিয়াদেন। এই প্লানচেট্ অনেকেই দেখিয়াছেন, ইহা অচেতন মধ্যস্থদ্বারা চালিত হয়। কিন্তু বংশীটি এ দেশে অনেকেই বোধ হয় দেখেন নাই। উহা টিন্ নির্ম্মিত, ৩০ ইঞ্চি লম্বা। মুখের দিক হইতে পশ্চাৎভাগ ক্রমে মোটা প্রেতাত্মা ইহা নিজে তুলিয়া লইয়া উহা দ্বারা কথোপকথন করেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার সাহায্যে মৃদু শব্দ উচ্চশব্দে পরিণত হয়। এইজন্য উহা আত্মিক বৈঠকে (Spiritual seances) আজকাল প্রচুর ব্যবহার হইতেছে। মধ্যস্থ দ্বিবিধ, অচেতন ও সচেতন, মিঃ ষ্টেডের (W. T. Stead) মধ্যস্থা জুলিয়া অচেতন হইতেন ও তাঁহার করধৃত প্লানচেটে সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইত। পক্ষান্তরে মিসেস্ এটা রিয়েট্ (Mrs Etta Wriedt) সচেতন অবস্থায় উপবিষ্ট থাকিয়া সকলের সহিত কথোপকথন করিতেন। প্রেতাত্মাগণের উপর তাঁহার যে আধ্যাত্মিক আধিপত্য ছিল, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন প্রেতাত্মাগণও তথায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তিনি অন্যত্র চলিয়াগেলে আর কোন কার্য্যই হইত না। বর্ত্তমান যুগে উল্লিখিত ষ্টেট সাহেব, তাঁহার যুবতী কন্যা মিস্ ষ্টেল্, অধ্যাপক স্যার উইলিয়ম ক্রুক্, সার্ভিয়া দেশবাসী কাউণ্ট মিয়াটোভিচ, স্যার অলিভার লজ, ডাক্তার পীবলস্, স্যার টায়নার, ডাক্তার ওয়েলেস ইত্যাদি বহু মনীষিগণের গবেষনার ফলে পরলোকতত্ত্ব সন্দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া সত্যের অবিনাশীস্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে থিয়শোফিষ্ঠ শ্রীমতী আনি বিসান্ত মহোদয়া প্রমুখ অনেকেই এই বিষয়ে বিশ্বাস করেন। আমাদের কলিকাতাস্থ অমৃতবাজারের ঘোষ পরিবার এই তত্ত্বের একনিষ্ঠ উপাসক, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ববোধিনী (Spiritual magazine) ইহার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। বিগত জুন মাসের লণ্ডন ম্যাগজিন হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিশেষ ভাবে প্রমাণিত ঘটনা গুলি উদ্ধৃত করিলাম। নিতান্ত অবিশ্বাসী সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তিগণও এই সকল ঘটনা অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কারণ পাশ্চাত্য জগতের কতিপয় বিদ্বান, জ্ঞানী এবং সত্যসন্ধ মহাত্মাগণ ইহাদের প্রত্যক্ষ দর্শী।

(ক) উল্লিখিত মিঃ ষ্টেড্ মহোদয়ের উইম্বলডন গৃহে, ১৬ই মে ১৯১২, উক্ত এটা রিয়েট মধ্যস্থা উপস্থিত ছিলেন। কাউণ্ট মিয় টোভিচ্ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনিই লিখিতেছেন—"আমরা সকলে বৈঠকে উপস্থিত হইলে মধ্যস্থা রিয়েট্ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অদ্য ২।১টী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবেন, প্রেতাত্মার বাক্য শুনিবেন

এবং তাহার সূক্ষ্ম দেহ (Astral Body) দর্শন করিতে পারিবেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি বলিলেন দেখুন আপনার সুপরিচিত একটী যুবতীর প্রেতাত্মা অত্র উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখুন, কিন্তু আমি মূর্ত্তি দেখিতে পারিলাম না। সূর্য্যকিরণে আলোকিত একখণ্ড কুয়াসার মত সম্মুখে দেখিলাম। মধ্যস্থা বলিলেন শুনুন তিনি কথা বলিতেছেন তাহার মৃদু শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। বলিলেন যে আমার নাম ছিল "এডামেয়েল" এই নামটী শ্রবণ মাত্র আমি রোমাঞ্চিত হইলাম। কেননা কুমারী এডা আজ ৩সপ্তাহ হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত এই বৈঠকে উপস্থিত কোন ব্যক্তির আলাপ পরিচয় ছিল না কিন্তু তিনি আমার একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন এবং আমি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতাম। উক্ত স্থানে ক্রোটীন ভাষাভাষী আমার একজন বন্ধু মিঃ হিক্‌ভিচ্ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এডামেয়েলের ভুতাত্মা অন্তর্দ্ধান করিলে টেবলস্থিত বংশীটী তীব্র স্বরে বাজিয়া উঠিল। উপস্থিত কেহই সে ভাষা বুঝিলেন না। কেবল আমার বন্ধু উক্ত হিক্‌ভিচ্ তাঁহার স্বদেশী ভাষা বলিয়া বুঝিলেন। উক্ত ভুতাত্মাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি যে তাঁহার স্বদেশী লোক তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

(খ) ১৯১২। ৬ই মে; উক্ত স্থান অর্থাৎ ষ্টেড্ সাহেবের পুস্তকাগারে আর একটী অকাট্য প্রমাণ সম্বলিত বৈঠক হয়। তাহাতে উক্ত মহিলা রিয়েট্ মহোদয়া মধ্যস্থা ছিলেন। গৃহস্থিত আলো নির্ব্বাপিত হইলে বংশী বাজিয়া উঠিল। ভুতাত্মা বলিলেন "আমি কার্ডিনেল নিউম্যান" ইনি বিলাতের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা। তিনি সুগম্ভীর স্বরে ল্যাটিন ভাষায় একটি আশীর্ব্বাচন আবৃত্তি করিলেন। তাহার পর উক্ত মিঃ ষ্টেড্ সাহেবের আত্মা (ক) উপস্থিত হইয়া প্রায় ৪০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত তদীয় উল্লিখিত কন্যা মিস্ ষ্টেল সহিত তাঁহার দলিলপত্রের কি ব্যবস্থা হইবে তদ্বিষয় কথোপকথন করেন। ষ্টেডের আত্মা তৎকালে সকলের মস্তকোপরি বংশীটী ধারণ করিয়া অদৃশ্যভাবে বংশীবাদন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কাগজ পত্র সম্বন্ধে পিতার উক্তি শ্রবণ করিয়া কন্যা মিস্ ষ্টেল পিতৃ বাৎসল্যে এতাধিক অভিভূতা হন যে ষ্টেডের ভুতাত্মা তীব্রস্বরে বংশীবাদন করিয়া কহিলেন "হা আমার ঈশ্বর" বলিয়া বংশীটী নীচে ফেলিয়া দিলেন।

(গ) আর একটী বৈঠকে নিম্ন লিখিত ঘটনাটি মৃত পুত্রের পিতা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য তৎপ্রতি কোন সান্দহ হইতে পারে না। পিতা লিখিছেন আমি মধ্যস্থাকে আমার মৃত পুত্রের আত্মাকে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলাম, আমার স্ত্রী অর্থাৎ উক্ত পুত্রের গর্ভধারিণীও আমার সঙ্গে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহারই কাতরতায় বাধ্য হইয়া পুত্রের আত্মার সহিত দেখা করিবার জন্য মধ্যস্থাকে

(ক) মিঃ ষ্টেডের, টাইটানিক অর্ণবপোত নিমজ্জিত হইবার সময় মৃত্যু হয়। এই বৈঠকটী তাহার পরে হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তি উক্ত বর্ণনা লিখিয়াছেন।

সম্পাদক।

অনুরোধ করি। অনতিবিলম্বে আমার প্রিয় পুত্র হ্যারলডের আত্মা উপস্থিত হইল। প্রথমেই ২।৪ টী কথা যাহা হইল তাহাতে আমাদের নিশ্চিত ধারণা হইল যে হ্যারলডের আত্মাই আসিয়াছে। তথাপি এমন একটী গুহ্য প্রশ্ন করিলাম, যাহা হ্যারলড ব্যতীত কেহই জানিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমার কি বৃদ্ধ কিরিজ'কে মনে পড়ে? প্রেতাত্মা উত্তর করিল হা বাবা! আমার খুব মনে পড়ে। আমি তাহাকে বড় বিরক্ত করিতাম, তখন সে মেও মেও করিয়া কতই কাঁদিত। ভুতাত্মাকে বিড়ালের শব্দ অনুকরণ করিতে শুনিয়া বৈঠকে উপস্থিত সকলেই বিস্মরান্বিত হইলেন, কেননা আমি যে সময় কিরিজের নাম করিয়া ছিলাম সে যে আমাদের বাড়ীর বিড়াল তাহা আমি ও আমার স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। ইহার পর আর ১টি বৈঠকে আমার স্ত্রী ও আমি হ্যারলডের মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইয়া ছিলাম।

যে সমস্ত ঘটনা এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইল পাঠকগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া অধ্যয়নকরিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পরলোক সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার সময় নাই। উহা নিশ্চিতবিজ্ঞান মধ্যে এখন পরিগণিত হইয়াছে। পরলোক যদি একটী বাস্তব দেশ হয় ও আমাদের আত্মা যদি অমর হয়, তবে পৃথিবীর নর নারীগণ পাপকার্য্য করিতে একটু ইতস্ততঃ করিবেন। হিন্দুগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে সপ্তস্বর্গে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা গায়ত্রীর সহিত ইহাদের নাম করিয়া থাকেন। যথা—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্। জীবাত্মাগণ এই সপ্তলোকে বিরাজ করেন। যে সকল আত্মাগণ নিম্ন স্বর্গে অবস্থান করেন তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়। উচ্চ স্তরে স্থিত মহাত্মাগণের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুত্রাদি আত্মীয়স্বজন পরলোকে প্রস্থান করিলে, আমরা তাহাদের জন্য যেমন শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, পরলোকবাসী আমাদের আত্মীয়স্বজন কিন্তু আমাদের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন না। কারণ অন্নময় কোষ পরিত্যাগের সময় আত্মাগণ মায়ার হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হয়। এই জন্য পরলোকবাসী আত্মার জন্য আমাদের শোক করা নিতান্ত অন্যায়। তথাহি গীতায়——

দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনংজরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ যেমন আমাদের দেহে শৈশব হইতে কৈশোর, তাহার পর যৌবন ও বার্দ্ধক্য একের পর অপরটী আইসে, তদ্রূপ দেহান্তর অর্থাৎ মৃত্যুও একটী পরিবর্ত্তন মাত্র, ধীর মহাত্মাগণ ইহার জন্য শোক করেন না। অতএব নরনারীগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে পরলোকে প্রস্থিত আত্মার জন্য কেহই যেন শোকে অভিভূত না হন। প্রেতাত্মাগণ অন্নময় কোষটী পরিত্যাগ করিয়া বাকী ৫টী কোষ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পরলোক সম্বন্ধীয় আলোচনা আমি শ্রেষ্ঠ আলোচনা মনে করি, তাই ইহার আলোচনার জন্য আমি সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। সম্পাদক।

—:—

হরিদ্বার কুম্ভমেলা। (ক)

হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়া ভেদ করতঃ মদোন্মত্ত ঐরাবতের দর্পচূর্ণ করিয়া করুণা-রূপিণী সর্ব্বতীর্থময়ী ভাগিরথী পরম পবিত্র তপোভূমি তীর্থরাজ হরিদ্বারে ত্রিধারাতে বিভক্ত হইয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা হইয়াছেন।

২। এই হরিদ্বারেই একদিন মদান্ধ দক্ষ-রাজ শিববিহীন বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, পতিপ্রাণা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে এই তপোভূমিতেই মায়িক দেহের অবসান করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মের উজ্জ্বল ও অতুলনীয় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। যে সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া নানা স্থানে পতিত হইয়া এক একটী মহাপীঠে পরিণত হইয়াছিল, সেই দেহপাতের পবিত্র কুণ্ডস্থানটী অদ্যাপি কনখলে বিরাজিত থাকিয়া মহাতীর্থরূপে মোক্ষফল প্রদান করতঃ প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা যে স্থানে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,—যে যজ্ঞে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু প্রকট হইয়া লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মকুণ্ড আর সেই বিষ্ণু-পদ চিহ্ন অদ্যাপি বিরাজিত থাকিয়া মানুষকে মোক্ষফল প্রদান করিতেছে। শ্রীভগবানের ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয় তপোবল প্রভাবে যেখানে গঙ্গার ধারাকে আবর্ত্তন করিয়া তদীয় কুশ প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া লইয়াছিলেন, সেই কুশাবর্ত্ত ঘাট এখনও অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রকার কত প্রাচীন এবং পবিত্র স্মৃতি এই পবিত্র ক্ষেত্রের সহিত বিজড়িত আছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? কি প্রাচীনত্বে কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, কি গঙ্গার সুমধুর কলনাদে হরিদ্বার জগতে অতুলনীয়। একাধারে শান্তি প্রীতি, এবং ভক্তির আধার, এই তীর্থ প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন। মোক্ষদায়ক সপ্ত ভূমির মধ্যে হরিদ্বার (খ) অন্যতম। এবং সেই সপ্তভূমিই ভারতীয় কায়স্থ জাতির আদি বাসস্থান কেবল হরিদ্বারবর্ত্তী স্থানে হস্তিনা হইয়াছিল।

(ক) আসাম প্রদেশস্থ কোকিলামুখ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত আর্য্য-দর্পণ মাসিক পত্রিকায় জনৈক দর্শক কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত। সম্পাদক।

(খ) পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা,—হরিদ্বার হরদ্বার, গঙ্গাদ্বার, স্বর্গদ্বার, মায়াপুরী, মোক্ষদ্বার কনখল ইত্যাদি এই সব নাম একই ক্ষেত্রকে বুঝাইয়া থাকে যথাঃ—

"কেচিদূচুর্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগুঃ।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেচ্যপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ॥
কাশীখণ্ড।

প্রত্যেক নামের পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। মহামায়া সতী এই ক্ষেত্রে মায়িক দেহাবসান করায় এই স্থানের নাম মায়াপুরী হইয়াছিল।

৩। এহেন হরিদ্বারে এ বৎসর কুম্ভ-যোগে সাধু-মহাসম্মিলনী হইবে, লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর শুভাগমনে এই পবিত্র ক্ষেত্র আরও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে, আর এই মধুর সম্মিলন যে দর্শন করিবে তাহার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে !! বহুদিন হইতে এই মহাসম্মিলন দর্শনের জন্য প্রাণে আকাঙ্খা জাগিয়াছিল তাই আমরা আমাদের কোকিলামুখ সেবাশ্রম মঠ হইতে কুম্ভে যোগ দেওয়ার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়াছিলাম। ২৬শে ফাল্গুন বুধবার (১৩২১ সন) কাশীধামস্থিত "শ্রীনিগমানন্দগম্ভীরা" হইতে হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তৎপর আউড-রোহিলখণ্ড রেলে লাক্সার জংসন হইয়া; রাত্রি ৩টার সময় আমরা পুণ্যভূমি হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। তখন বৃষ্টি হইতেছিল, কাজেই নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি কাটাইলাম। প্রাতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অহো ! কি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নে প্রতিবিম্বিত হইল !!

চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালা বাল সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। উহারা যেন দুর্গ প্রাচীরের ন্যায় হরিদ্বারকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারা যেন নিস্তব্ধতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! আর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গঙ্গা কল কল নিনাদে হিমাদ্রির সানুদেশ ধৌত করতঃ উচ্ছ্বসিত অঙ্গে প্রবল বেগে প্রধাবিত। এদিকে রাজপথে বিরাট জনপ্রবাহ আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়াছে। বিবিধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বেশধারী সাধুগণ চলিয়াছেন—কাহারও বা রাজার ন্যায় বৈভব, কেহ বা জটাজুটযুক্ত বিভূতি মণ্ডিত কৌপীন মাত্রৈক সম্বল আবার কেহ বা দিগম্বর বেশে চলিয়াছেন। কখন বা সেই জন প্রবাহ হইতে "গঙ্গা মায়ীকি জয়" ধ্বনি উঠিয়া শৈল শিখরে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগদিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে; সকলের মুখেই যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ছটা খেলিতেছিল! সকলেই যেন একপ্রাণ হইয়া এই বিরাট যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। প্রাকৃতিক মাধুর্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই বিরাট কুম্ভমেলার সবিশেষ বিবরণ

মায়াপুরী মাহাত্ম্যে, এই নামের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। কেদারনাথে শিব আছেন, আর বদরীনাথে নারায়ণ আছেন এই দুটী স্থানই ভগবানের অতি প্রিয় এবং এই দুই স্থানে যাইতে হইলে এই ক্ষেত্রই একমাত্র দ্বার বা পথ; এইজন্য এই ক্ষেত্রের নাম হরিদ্বার বা হরদ্বার। কনখল নামের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে যথা :—

খলঃ কোনাম মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রু র্মনীশ্বরাঃ॥

অর্থাৎ এমন খল কে আছেন যিনি এই কনখল তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ করেন না? এজন্য ইহার নাম মুনিগণ কনখল রাখিয়াছেন।

• বর্ত্তমানে এই নামগুলির কোন কোনটি দ্বারা এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগকে বুঝাইয়া থাকে। লেখক।

সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে, তবে আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে কুম্ভযোগ কি ; এই অপূর্ব্ব সাধু-সম্মিলনের উদ্দেশ্যই বা কি এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতাই বা কে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক ঃ—

৪। অমৃত কুম্ভযোগ।—অতি প্রাচীন কাল হইতে "অমৃত-কুম্ভযোগ" আর্য্যগণের নিকট অতি পবিত্র এবং মোক্ষদায়ক অত্যুত্তম যোগ বলিয়া সমাদৃত ও আচরিত হইয়া আসিতেছে। এসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয় যথা ঃ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কলসোৎপত্তিমুত্তমাম্।
উত্তরে হিমবত পার্শ্বে ক্ষীরোদ নাম সাগরঃ॥
আরব্ধং মন্থনং তত্র দেব দানব পূর্ব্বকৈঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্॥

স্কন্দপুরাণ।

* * * *

কলসশ্চ সমুদ্ভূতো ধন্বন্তরি করোল্লসৎ।
সুধাঢ্যং সুধয়া পূর্ণঃ সর্ব্বেষাংহি মনোহরঃ॥

স্কন্দপুরাণ।

৫। এই সব পৌরাণিক বচনের সারাংশ এইঃ—উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে ক্ষীর-সমুদ্র ; এই সমুদ্র মন্থন করার জন্য দেবাসুর মিলিত হইয়াছিলেন। মন্দর পর্ব্বত মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকী মন্থনরজ্জু হইলেন। সমুদ্র মন্থনে পুষ্পকরথ, ঐরাবত, পারিজাত, কৌস্তভ, লক্ষ্মী, চিত্রগুপ্ত, সুরভী প্রভৃতি উত্থিত হইলেন, পরিশেষে অমৃত-কুম্ভ সহ ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন। এই কলসের মুখপর্য্যন্ত সুধাধারা পূর্ণছিল। [illegible] সেই কুম্ভ দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তে দিলে, তিনি তৎপুত্র জয়ন্তের নিকট রাখিলেন। দেবগণের প্রেরণায় জয়ন্ত সেই "অমৃত কুম্ভ" লইয়া স্বর্গাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। জয়ন্তের এরূপ গর্হিত আচরণ দেখিয়া দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলেন এবং জয়ন্তের নিকট হইতে সেই কুম্ভ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে দৈত্যগণকে আদেশ দিলেন। গুরু আজ্ঞায় উৎসাহিত হইয়া দৈত্যগণ স্বর্গপথ রোধ করিল ; এদিকে জয়ন্তকে রক্ষা করার জন্য দেবগণও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল, দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল, জয়ন্তও এই কয়েক দিনের সুযোগে পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে অমৃত কুম্ভটী লুক্কায়িত করিয়া রক্ষা করেন, কিন্তু পরিশেষে দেবতাগণের পরাজয় হইল। দৈত্যগণ তখন অমৃত কুম্ভ খুঁজিয়া বাহির করিল, এবং পান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। এই অমৃত কুম্ভ পৃথিবীর যে চারিস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে পুণ্যশীল জনগণ কর্ত্তৃক পবিত্র কুম্ভ-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবতাদিগের দ্বাদশ দিবস নরলোকের দ্বাদশ বৎসর কাল সমতুল্য থাকায় দ্বাদশ বৎসর অন্তে প্রত্যেক কুম্ভ রক্ষার স্থানে কুম্ভ মহোৎসব হইয়া থাকে।

৬। সেই সময় হইতেই "কুম্ভযোগ" পর্ব্বরূপে ভারতের আর্য্যগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত নিয়মে আচরিত হইয়া আসিতেছে। তথাহি স্কন্দপুরাণে

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ ধারা গোদাবরী তটে।
কলসাখ্যোহি যোগোহয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ

অর্থাৎ—(১) গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার (২) প্রয়াগ (৩) ধারা অর্থাৎ অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) (৪) গোদাবরী-তট (নাসিক) এই চারি স্থানে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক তিন তিন বৎসর অন্তর এক এক স্থানে কুম্ভ হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে হরিদ্বার কুম্ভ কাল এরূপ বর্ণিত আছে যথাঃ—

বসন্তে বিষুবে চৈব ঘটে দেব পুরোহিতে।
গঙ্গাদ্বারেচ কুম্ভাখ্যা সুধামেতি নরোযতঃ॥

স্কন্দ পুরাণ।

পুরাণান্তরেঃ—

কুম্ভরাশিগতেজীবে যদ্দিনে মেষগে রবৌ।
হরিদ্বারে কৃত স্নানং পুনরাবৃত্তি বর্জ্জনং॥
লোকেকুম্ভমিতিখ্যাতং জানিয়াৎ সর্ব্বতোনরৈঃ।
গঙ্গায়াং স্নানমাহাত্ম্যং নালং বক্তুংচতুর্মুখঃ॥

হরিদ্বার মাহাত্ম্যে—

ধন্যানাং পুরুষাণাং হি গঙ্গাদ্বারস্ত দর্শনং।
বিশেষতস্তু মেষার্ক সক্রমেতীব পুণ্যদং" ॥

তথা স্কন্দে—

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিংগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ॥

অর্থাৎ যৎকালে বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে এবং সূর্য্য মেষ রাশিতে অবস্থিত হন, সেই সময় হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

প্রয়োগের কুম্ভ কাল ঃ—

যথা—

মেষরাশিংগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥

অর্থাৎ গুরু মেষ রাশিতে চন্দ্র সূর্য্য মকর রাশিতে এবং তিথি অমাবস্যা হইলে তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়।

পুরাণান্তরে—

মকরেচ দিবানাথে অজগেচ বৃহস্পতৌ।
কুম্ভযোগ ভবেত্তত্র প্রয়াগে হ্যতি দুর্লভঃ॥

অর্থাৎ—সূর্য্য মকর রাশিতে আর বৃহস্পতি মেষরাশিতে অবস্থিত হইলে প্রয়াগধামে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

গোদাবরীতটে কুম্ভ কাল ঃ—

যথা—

কর্কে গুরুস্তথা ভানুশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রক্ষয়স্তথা।
গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভঃ জায়তেঽবনীমণ্ডলে॥

অর্থাৎ—কর্কট রাশিতে গুরু, সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে এবং অমাবস্যা যোগ হইলে গোদাবরী তটে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। পুরাণান্তরে ঃ—

সিংহরাশিংগতে সূর্য্যে সিংহরাশৌ বৃহস্পতৌ।
গোদাবর্য্যাং ভবেৎকুম্ভঃ পুনরাবৃত্তি বর্জ্জনঃ॥

সূর্য্য ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে মুক্তি-দায়ক কুম্ভযোগ হয়।

অবন্তিকা বা উজ্জয়িনীর কুম্ভ কাল ঃ—

ঘটে সুরিঃ শশি সূর্য্য কুহ্বাং দামোদরে যদা।
ধারায়াংচ তদা কুম্ভো যায়তে খলু মুক্তিদঃ॥

তুলা রাশিতে সূর্য্য ও চন্দ্র ও গুরু সংযোগ তিথি অমাবস্যা হইলে উজ্জয়িনীতে সকলের সুখদায়ক "সুধাকুম্ভযোগ" হইয়া থাকে।

পুরাণান্তরে ঃ—

মেষরাশিং গতে সূর্য্যে সিংরাশৌ বৃহস্পতৌ।
উজ্জয়িন্যাং ভবেৎকুম্ভ সর্ব্ব সৌখ্য বিবর্দ্ধনঃ॥

সূর্য্য মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে উজ্জয়িনীতে সকলের সুখদায়ক কুম্ভযোগ হয়।

৭। পুরাণোক্ত কুম্ভ-পর্ব্বের কতকাংশ

আলোচনা করা গেল। এক্ষণে ইহার সহিত সন্ন্যাসী মহা-সম্মিলনের কিরূপে সংযোগ হইল, তাহাই বর্ত্তমানে বিশেষ আলোচনার বিষয়। শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যই এই মহা-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা, এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। যৎকালে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দেব ভারতের তদানীন্তন বেদবিগর্হিত সৌগত ধর্ম্মের আচারগুলির উচ্ছেদ সাধনকরতঃ জন-সাধারণের ভ্রান্তি নিরাশ করিয়া বিমল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অজ্ঞানান্ধ জনগণ তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানা-লোকে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। শঙ্করাচার্য্যদেব তাঁহার এই রূপ দিগ্বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। এই সকল মঠের সন্ন্যাসীগণ যাহাতে কোনও সময়ে কোনও বিশেষ স্থানে সম্মিলিত হইয়া কোথায় কিরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে, কিরূপ কার্য্য করিলে জন সাধারণের মঙ্গল হইবে এবং সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তদ্বিষয়ের আলোচনা করি-বার সুযোগ পান, তজ্জন্য তিনি শিষ্যগণকে প্রতি তিন বৎসর অন্তর কুম্ভযোগে হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতে মিলিত হইবার জন্য আদেশ করেন। সেই অবধি এই সকল স্থানে যথারীতি কুম্ভোপলক্ষে সন্ন্যাসীগণ মিলিত হন, এই সম্মেলনই কুম্ভমেলা এই উপলক্ষে সাধারণ জনগণও সমবেত হও-য়ায় এই সকল সাধু মহাত্মাগণের উচ্চ আদর্শ-জীবন জন সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহাত্মা-গণও এই সম্মেলনের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সানন্দে ইহাতে যোগদান করেন। এইরূপে ভারতে এক নূতন জাগরণের দিন উপস্থিত হয়, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে দেশের জনগণের মধ্যে যেমন ধর্ম্মভাবের অভাব হইতে লাগিল, তেমনই এই কুম্ভ মিলনের উদ্দেশ্যও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। কঙ্কালমাত্রে পরি-ণত হইলেও, এখন যাহা আছে, তাহাও হিন্দুর গৌরব ঘোষণা করিতেছে, আর ঐ সকল সাধু মহাত্মাদিগের মঙ্গল চিন্তার ফলেই ভারতে সনাতন-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দূর ভবিষ্যতে এই সম্মেলন আরও মঙ্গলদায়ক হইবে, বর্ত্ত-মান কুম্ভে আমরা এরূপ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

৮। হরিদ্বার কুম্ভের চিরন্তন প্রথানুসারে শিবচতুর্দ্দশী-যোগে স্নানের পর হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসিগণ ক্রমে ক্রমে হরি-দ্বারে আসিয়া মিলিত হইতে থাকেন। এ বৎসরেও এই নিয়মের অন্যথা হয় নাই; বরং অন্যান্য কুম্ভ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সাধুর মিলন হইয়াছিল। এ বৎসর কুম্ভযোগের প্রথম স্নানের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ১লা চৈত্র সোমবার; আর শেষ স্নানের দিন ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার। প্রথম স্নানের শোভা যাত্রার বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে, মেলা স্থানের পরিচয়, প্রধান প্রধান সাধু মণ্ডলিদের আসন স্থান, এবং শোভাযাত্রার গতিপথ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়া এ স্থলে আবশ্যক মনে করি।

৯। মেলাস্থানের পরিচয়ঃ—হরিদ্বার, মায়াপুর, কনখল, জ্বালাপুর ভীমগোদা (ভীমকুণ্ড) এবং ভীমগড়ার উত্তরে

প্রায় দেড় মাইল ব্যাপিয়া সাধু সন্ন্যাসী ও মোহান্তদের আসন হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এই মেলা স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ মাইল হইবে (গ) এবং প্রস্থে কোথাও অর্দ্ধ মাইল কোথাও সিকি মাইল এবং কোথাও কম বেশীও হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত গঙ্গার অপর পারে ও বেলওয়ালা দ্বীপে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত স্থানে মেলা বসিয়াছিল। সুদীর্ঘ মেলা স্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষাধিক অস্থায়ী খড়ের কুটিয়া (কুঁড়েঘর) বসিয়াছিল। সাধু, সন্ন্যাসী গৃহস্থ, দোকানী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই সমস্ত কুটিয়াতে আশ্রয় লইয়াছিল। দূর হইতে সারি সারি কুটিয়াগুলি সুদৃশ্য বন্দরের মত দেখাইত। মেলা উপলক্ষে স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে অসংখ্য রুটী, মিঠাই এবং অন্যান্য খাবারের দোকান বসিয়াছিল। কনখলের সংলগ্ন গঙ্গাধারার অপর তীরে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত বালুর চড়ে, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের শত শত তাঁবু ও অসংখ্য বৃহৎ ছাতা বসাইয়া আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এপারে ওপারে যাতায়াতের জন্য ১৪টী অস্থায়ী বড় পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ভীমগড়ার উত্তরে ২টী, কাশ্মীর জম্বু ঘাটে ১টী, কুশাবর্ত্ত ঘাটে ২টী, ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের নিকট ২টী, এবং কনখলের নিকটে ১টী, এই ৮টী পুল গঙ্গার মূলধারার উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঙ্গার প্রবল স্রোতের উপর এতগুলি অস্থায়ী পুল কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পাঠকের কৌতূহল জন্মিতে পারে; এজন্য এবিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। একটী প্রকাণ্ড মোটা দড়ি এপারে ওপারে বৃক্ষ কিম্বা লৌহস্তম্ভে বাঁধা হইয়াছে, তৎপরে এই দড়ির সহিত বড় বড় নৌকা শ্রেণীবদ্ধভাবে এপার হইতে অপরপার পর্য্যন্ত বাঁধা হইয়াছে। তৎপর এক নৌকা হইতে অপর নৌকা পর্য্যন্ত কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি পাতিয়া ক্রমশঃ তাহার উপর খড় এবং মাটী দিয়া প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই পুলগুলি মজবুতও কম ছিল না, মাঝে মাঝে উপর দিয়া বোঝাই গরুরগাড়ী ও চলিয়া যাইত। উপরোক্ত ৮টী পুল ব্যতীত নীলধারা এবং অন্যান্য ধারার উপর আরও ৬টী অস্থায়ী পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুলগুলি অনেক স্থলেই জোড়া জোড়া করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল অর্থাৎ একটী দিয়া এপার হইতে ওপারে শুধু যাইবার জন্য, এবং অপরটী দিয়া ওপার হইতে এপারে আসিবার জন্য, কাজেই ভিড়ের সময়েও যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় নাই। যাহাতে উপরোক্ত নিয়মের কোন-ব্যতিক্রম না হয় তজ্জন্য উভয় পারেই পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত ছিল।

(গ) হরিদ্বার সহরটি প্রায় দুইমাইল দীর্ঘ, কনখল সহর প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ এবং হরিদ্বার হইতে উত্তরাভিমুখে ভীমগড়া হইতে প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছিল; সুতরাং মোটামুটী ৭ মাইল ব্যাপিয়া মেলা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত—মেলা উপলক্ষে হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত ঋষিকেশেও অসংখ্য লোক সমাগম হইয়াছিল; কারণ মেলাতে আগত যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই সুপ্রসিদ্ধ তপোভূমি—ঋষিকেশ ও লছমনঝোলা, দর্শন: প্রয়াসী ছিলেন; সুতরাং ধরিতে গেলে মেলাস্থান ঋষিকেশ পর্য্যন্ত প্রায় বিংশতি মাইল বিস্তৃত হইয়াছিল। লেখক

১০। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট—কি সাধু-সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ, কুম্ভযোগে এই ঘাটে স্নান করাই সকলের উদ্দেশ্য। যুগ যুগান্তর হইতে কুম্ভযোগে এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া কত যে চাপা পড়িয়া ও পদদলিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহার শেষ নাই। নাগা সন্ন্যাসী, নানকপন্থী শিখগণ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে কে আগে স্নান করিতে অধিকারী এই লইয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক প্রাধান্ত স্থাপনের জন্য এখানে যে কি ভীষণ রক্তারক্তি ও পৈশাচিক অভিনয় হইয়াছে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। গঙ্গাস্নান করিয়া মোক্ষলাভ করিবার পূর্ব্বেই অনেকেই মল্লযুদ্ধে বা লগুড়াঘাতে মোক্ষলাভ করিত। সরকারী কাগজাদিতে উল্লেখ আছে যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের কুম্ভমেলাতে সাধুদের মধ্যে দাঙ্গাদাঙ্গামা হইয়া ১৮০০লোক নিহত হয় এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কুম্ভে নানকপন্থী শিখগণ ৫০০শত গোস্বামীকে হত্যা করে। সদাশয় ইংরাজগবর্ণমেণ্ট এই পৈশাচিক অভিনয়ের উপর চিরযবনিকা পাতন করিয়াছেন। ভারতীয় প্রধান মঠ ধারিগণ, দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন্ সম্প্রদায় আগে স্নান করিবে তাঁহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এই নির্দ্ধারণ মতে জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসিগণই সর্ব্বাগ্রে স্নানের অধিকারী (নাগা সন্ন্যাসিগণও এই দশনামীর অন্তর্ভুক্ত)। এই ঘাটটী পূর্ব্বে খুব অপ্রশস্ত ছিল, তৎপরে অম্বরাজ মানসিংহ ইহা প্রশস্ত করিয়া বান্ধাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু কালক্রমে তাঁহাও অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কুম্ভমেলার সময় স্নান করিতে আসিয়া ৪১০জন যাত্রী ভিড়ে চাপা পড়িয়া এবং পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তদবধি সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট তখন এই ঘাটটি আরও প্রশস্ত করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন; এবং পরে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে এই ঘাট এবং কুম্ভের নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং ভীমগড়ার নিকট হইতে কৌশলে গঙ্গার ধারা ফিরাইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে বসিয়া ধ্যান, পূজা, অর্চ্চনাদি করিবার জন্য এবং গঙ্গাদর্শনের জন্য সুদৃশ্য মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, "হর কি প্যারী" (ক) দ্বীপের সহিত একটী বৃহৎ পাকা সেতুদ্বারা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট সংযোজিত হইয়াছে। এই কুম্ভের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীহরির পদচিহ্ন আছে। হিন্দুস্থানিরা ইহাকে "হরিকী চরণ পৈঠী" বলিয়া থাকেন। এই মন্দিরটী কুণ্ডজলে একটী দ্বীপের মত অবস্থিত, চারিদিকে বুক জল হইবে। স্নানের সময় এই মন্দির প্রদক্ষিণ করাও যাত্রিগণের অন্যতম কাজ। এই ঘাটে মোট ৩৯ টী প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি আছে। উপরের সিঁড়িগুলি প্রায় ৪০ হাত লম্বা হইবে, ঘাটের উপরিভাগ প্রায় ২৫।৩০ হাত প্রশস্ত, এবং কুণ্ডটীর ব্যাস ৬০।৭০ হাত হইবে। এই

(ক) হর কি প্যারী অর্থাৎ হরের প্রিয়, ইহা ব্রহ্মকুণ্ডের সংলগ্ন পাকা বাঁধান একটী দ্বীপ বিশেষ। কথিত আছে, পুরাকালে মহাদেব এখানে বসিয়া যোগ করিয়া ছিলেন; তাই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লেখক।

কুণ্ডের নিম্নদেশ পাথরে বাঁধান; কোন স্থানেই বুক জলের অধিকজল হইবে না। পতিতপাবনী গঙ্গা সকলের পাপতাপ ধৌত করতঃ কুণ্ডের মধ্যে দিয়া সবেগে ছুটিয়াছেন।

১১। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এখানে সর্ব্বদাই লোকে লোকারণ্য, দিবারাত্রি স্নান দান পূজার্চ্চনাদি চলিতেছে। কি মনোহর দৃশ্য! যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে; কি অপূর্ব্ব সম্মিলন—এখানে জাতিভেদ নাই, স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই সমস্ত ভেদাভেদ একত্বে বিলীন হইয়াছে! সকলের মুখেই যেন আনন্দের ভাব খেলিতেছে, ভক্তি-বিহ্বল অসংখ্য নরনারী গায়ে গায়ে ঠেকিয়া উল্লাসে স্নান করিতেছে; কিন্তু কাহারও মুখে কুভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোকগণ এখানে একত্র হইয়া একই উদ্দেশ্যে "গঙ্গামায়ীকি জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি তুলিতেছে। সানন্দে চরণ-পদ্ম-মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে। কোথাও বা যুবকগণ জল-ক্রীড়াতে মগ্ন, কেহ বা গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে স্নান করিতেছেন। কোথাও বা সাধুগণ "গঙ্গেহর" বা "হর হর ব্যোম" রবে গঙ্গা জল কাঁপাইয়া সুশীতল জলে অবগাহন করিতেছেন, আবার কেহ বা সংকল্পপাঠ, দান, তর্পণ বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত। ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারেই "হরকি প্যারী" বাধান দ্বীপ এবং তাহাতে অনেকগুলি বিস্তৃর্ণ সোপান সংলগ্ন আছে: এই সোপান-গুলিও ব্রহ্মকুণ্ডের সংলগ্ন সুতরাং এই দ্বীপে আসিয়াও অসংখ্য লোক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতেছেন এখানে বসিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী ধ্যান ধারণায় নিরত থাকিতেছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে মৎস্যের খেলা আর এক বিচিত্র দৃশ্য; শত শত প্রকাণ্ড মহাশূল মৎস্য নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে—যাত্রিগণ রুটী, আটার গুলি, মুড়ি, কিম্বা মিঠাই ছড়া-ইতেছে, আর মৎস্যগুলি—লাফাইয়া কে আগে খাইবে, তাহার চেষ্টার ত্রুটী করিতেছে না। মৎস্যগুলি এমন নির্ভীক যে, যাত্রিগণের হাত হইতে কখনও খাইতেছে, আবার কেহ বা তাহাদের পৃষ্ঠদেশেও হাত বুলাইয়া দিতেছে কি মনোহর দৃশ্য!—ধন্য স্থান মহাত্ম্য! আজ এখানে অহিংসা স্থাপিত থাকায় জলচরগণও যেন পোষা হইয়া গিয়াছে। ইহারা ভয় কাহাকে বলে জানে না বরং আহার পাইবে আশায়, মানুষ দেখিলে সেই দিকে ধাবিত হয় এবং জলের উপর ভাসিতে থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের সান্ধ্য-দৃশ্য আরও সুন্দর! সন্ধ্যার পূর্ব্ব হই-তেই যাত্রিগণ দীপাধারে প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহা ঠোঙ্গাতে ফুলের উপর বসাইয়া গঙ্গাজলে ভাসাইতে থাকে। সারি সারি—অসংখ্য দীপগুলি তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে—সে অতি মনোহর দৃশ্য!! ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরেই অনেকগুলি সুগঠিত দেবমন্দির উচ্চ উচ্চ চূড়া লইয়া শোভমান রহিয়াছে। সন্ধ্যার সময় "হরকি প্যারী" দীপ হইতে এখানকার অভাবনীয় শোভা দর্শন করা যায়। সে সময় কুণ্ডসংলগ্ন মন্দিরগুলিতে ভৈরব গর্জ্জনে সমস্বরে শঙ্খ, ভেরী, কাঁসর ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠে। গগন-ভেদী সেই শব্দে জল স্থল কাঁপিতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বলয়াকার কুণ্ডটী অসংখ্য

আলো বক্ষে করিয়া যেন নাচিতে থাকে !! কুণ্ডের নিম্ন সোপানে দাঁড়াইয়া বৃহৎ-আরত্রিক হস্তে লইয়া পুজারীজী গঙ্গামায়ের সান্ধ্য-আরতি করিতে থাকেন, আর তাঁহাদের পশ্চাতে সোপানাবলীতে দাঁড়াইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত অসংখ্য নরনারীগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তি-গদগদ-চিত্তে উচ্চঃস্বরে সানন্দে জয়ধ্বনি করিতে থাকে। কি সুন্দর দৃশ্য ! এ দৃশ্য না দেখিলে বুঝান যায় না, এমন ভাষা নাই, যাহা দ্বারা এই ভাব সম্যকরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

১২। আখড়া প্রভৃতির বিবরণ।

জুনা আখড়া ঃ—হরিদ্বার সহরের ভিতর এই আখড়াটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই আখড়াটী প্রায় সিকি মাইল লম্বা এবং প্রস্থে হইবে। এখানে দশনামী সন্ন্যাসী গণের পঞ্চায়েৎ থাকেন। দশনামীভুক্ত বহু সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক সন্ন্যাসীগণের আসন এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে নাগা, আলেখিয়া এবং নির্ব্বাণী সম্প্রদায় ভুক্ত সাধুগণের সংখ্যাই অধিক ছিল। এতদ্ব্যতীত আলেখিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ৩।৪ শত ভৈরবী'ও এই আখড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্ত স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তাঁহাদের কুটীরার সহিত পুরুষদের কুটীরার কোন সংশ্রব ছিল না। এখানে আলেখিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত প্রায় সকলেই পঞ্চায়তী সমষ্টি ভাণ্ডারের পঙ্গতে বসিয়া আহারাদি পাইতেন। আলেখিয়া সম্প্রদায়ের ভৈরব-ভৈরবীগণ দুবেলাই সুসজ্জিত বেশে সারি সারি হইয়া ভীক্ষার্থে বহির্গত হইতেন। ইহাঁরা সুদীর্ঘ চিমটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেন এবং মাঝে মাঝে সুমধুরস্বরে "আলেখ" "বোম্ বোম্ হর" বলিয়া দুলিতে দুলিতে চলিতেন ইঁহাদের বেশ ভুষা অদ্ভুত,—সর্ব্বাঙ্গে বিভুতি মাখা, মস্তকে দীর্ঘ জটাভার, ললাটে সিন্দুরের দীর্ঘফোটা শরীর ছিন্ন রঙ্গিন কাপড়ে ঘেরা, তদুপরি কালরঙ্গের দড়ি দিয়া বুকে পিঠে জড়ান, দুহাতে কতকগুলি বিচিত্র রঙ্গের রুমাল বাঁধা, মালার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, হাঁটুর উপর বড় বড় ঘুঙুর ঝুলান, চলিবার সময় ঠং ঠং করিয়া বাজিতে থাকে, হাতে দরিয়া নারিকেল খাপরী (ভিক্ষাপাত্র) এই অদ্ভুত সাধুগণ কাহারও নিকট কিছু মুখে যাচঞা করেন না, শুধু "বোম বোম" বলিয়া চলিয়া যাইতে থাকেন, যদি কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ খাপরীতে ফেলিয়া দিতে হয়। ইহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া চিমটা বাজাইতে বাজাইতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হয়; আর বহুদূর হইতে চিম্‌টা এবং ঘুঙুরের শব্দ শুনা যায়। এই আখড়াতে বহু নাগাসন্ন্যাসী ধুনি জ্বালাইয়া দিগম্বর হইয়া বসিয়া থাকিতেন, আবার কেহ বা দিগম্বর হইয়া বালকের মত বেড়াইতেন। ইহাঁদের সকলেই সর্ব্বাঙ্গ বিভুতি-ভুষিত করিয়া থাকিতেন, ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা জটাজুট সমাযুক্ত আবার কেহ বা সমস্ত শরীর মুণ্ডন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময়ে এই আখড়াতে সাধুগণ ললিত ছন্দে স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন— ইহা শুনিতে বড়ই মধুর বোধ হইত।

১৩। মহানিরঞ্জনী আখড়া—

এই আখড়াটী জুনা আখড়ার নিকটেই অবস্থিত। ইহা দশনামী সন্ন্যাসীগণের পঞ্চায়তী

আখড়া। এই আখড়াতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে উপস্থিত সাধুগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত এবং মণ্ডলী সাধুদের পঙ্গত হইত। এই আখড়ার মোহান্ত দুয়ের নাম গঙ্গাপুরীজী ও মহাদেব গিরিজী।

১৪। গোরক্ষনাথী আখড়া :— এই আখড়াটি হরিদ্বার সহরের প্রকাণ্ড ঘেরা-বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় হাজার সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আরতি হইত। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিভূতি-মণ্ডিত এবং কৌপিন মাত্র পরিহিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেকের দুই কাণেই বৃহৎ ছিদ্র করিয়া এক একটি বেলওয়ারী চুড়ীর মত জিনিষ পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা-দিগকে কাণফোড়া সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে। এই আখড়াতে একজন সিদ্ধ-মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন ; তাহার নাম "বাবা গম্ভীরনাথ"। ইহার নামটী যেমন কাজেও তেমন ; একটি সাদা ধুতি পরিয়া আসনে গম্ভীরভাবে বিরাজিত থাকিতেন। সৌম্যমূর্ত্তি এই মহা-ত্মাকে দর্শন করিবার জন্য বহুলোক তথায় আগমন করিত, ইনি বিনয় নম্রবচনে এবং জলদ গম্ভীরস্বরে উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করিতেন।

১৫। ভোলানন্দ গিরির আশ্রম। এই আশ্রমটী জুনা আখড়ার নিকটে গঙ্গাতীরে বিস্তীর্ণ স্থানে অবস্থিত। ভোলানন্দ গিরি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ইনি খুব নামজাদা সাধু। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহুলোক ইঁহার শিষ্য ও ভক্ত। বাঙ্গালা দেশেও ইঁহার রাজা, জমিদার এবং বহু গণ্য মান্য শিষ্য আছেন। এই আশ্রমেও কতক সাধু সন্ন্যা-সীর আসন হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বহু শিষ্য ও ভক্ত ইঁহার আশ্রমে এবং আশ্রমের নিকটেই ইহার দুইটী ধর্ম্মশালাতে স্থান পাইয়াছিলেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে ইনি ১টী "দাতব্য-চিকিৎসা-লয়,' "সেবা বিভাগ," "অনুসন্ধান বিভাগ" প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেক ভক্ত ও শিষ্য উপরোক্ত "ভোলানন্দ রিলিফ মিশনের' সেবকের কায করিতেন। আশ্রমের পথের পার্শ্বেই ১টি কাষ্টাসনে ইহার আসন হইয়াছিল ; ইনি সেখানে বসিয়া উপ-স্থিত সকলকে উপদেশ প্রদানে সুখী করিতেন। এখানে সন্ধ্যার সময়ে আরতি এবং সুললিত ছন্দে স্তোত্র পাঠ হইত।

১৬। নির্ম্মলা আখড়া :— এই আখড়াটী ষ্টেসনের রেল লাইনের অপর পারে মায়াপুরের বিস্তীর্ণ ময়দানে বহু তাঁবু খাটাইয়া অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এটি নির্ম্মলা-সম্প্রদায় ভুক্ত। নির্ম্মলা সাধুগণ নানক-পন্থী ; দশম গুরু গোবিন্দ সিংজী প্রতি-ষ্ঠিত সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের সাধুগণ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকিতেন। অনেকের পায়ে নাগরাই জুতা, মস্তকে সুরঞ্জিত পাগড়ী এবং গায়ে আলখেল্লা। ইহাঁরা খুব জাগজমকের সহিত চলিতেন। এখানে প্রায়ই দেশীয় ব্যাণ্ড এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে শিক্ষিত ব্যাণ্ড বাজিত। ইহাঁদের ৫।৬টা হাতী, বহুউট, মূল্যবান নিশান, গুরু-

পাদুকা রাখার স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত দোলা, বহু মূল্যবান হাওদা, আটাসোটা প্রভৃতি নানা-প্রকার ঐশ্বর্য্য ছিল; এখানে সহস্রাধিক সাধুর আসন হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত বহু গৃহস্থও এখানে স্থান পাইয়াছিলেন। এখানে "গ্রন্থসাহেব" পাঠ বক্তৃতা ও উপদেশাদি দেওয়া হইত।

১৭। রাধাগোবিন্দজীর মন্দির ঃ—এই মন্দিরটী হরিদ্বার সহরেই ষ্টেসনে যাওয়ার রাস্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। হরিদ্বার সহরে ইহাই একমাত্র বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত মন্দির, গৌরবের বিষয় বটে! এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী; ইনি এক জন বাঙ্গালী সাধু। ইনিও কতক সাধু সন্ন্যাসীকে তাঁহার আশ্রমে স্থান দিয়াছিলেন এবং যথাযোগ্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮। কেশবানন্দজীর আশ্রম ঃ—এই আশ্রমটী ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের সোজাসুজি, গঙ্গার অপর পারে উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। অনেক ফল ফুলের গাছে আশ্রমটীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার নাম স্বামী কেশবানন্দজী ইনিও একজন বাঙ্গালী সাধু। ইনি বৃন্দাবনে খুব সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠাবান। ইনি অধিকাংশ সময়েই বৃন্দাবনে থাকেন। ইনি বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ। পাঞ্জাবে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহার বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন। অনেক রাজা মহারাজাও ইহার ভক্ত হইয়াছেন; ইনি শাস্ত্রোক্ত বিধান-মতে ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা বহু দুরারোগ্য রোগীর রোগ আরাম করতঃ শাস্ত্র বাক্যের সত্যতা লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সৌম্যদর্শন, পক্কশ্মশ্রু এবং জটা-জুট সমাযুক্ত, ইহাঁর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভক্তির উদ্রেক হয়। ইনি উপস্থিত লোকগণকে যথাসাধ্য উপদেশ দানে এবং মিষ্টালাপে তুষ্ট করিতেন। ইহার আশ্রমে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এবং সকলেই পরিতোষের সহিত যথাযোগ্য আহারাদি পাইতেন।

(ক্রমশঃ)

জনৈক দর্শকস্য।

শ্রীকৃষ্ণা দেবী।

"শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।"

যে সকল নারীরত্নের চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল প্রভাদ্বারা প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক সাহিত্য উদ্ভাসিত ও আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চালরাজকন্যা দ্রুপদ দুহিতা শ্রীমতী কৃষ্ণাদেবীর স্থান নির্ণয় সহজ সাধ্য না হইলেও তাহা যে অতি উচ্চে অবস্থিত, তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদি-সম্মত। ভারতের চির প্রচলিত এক-পতিত্ব-রূপ ধর্ম্ম-হইতে তাঁহাকে

[ঘটনাচক্রের প্রভাবে বিচ্যুত হইতে হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আর্য্য-নারীরত্নমালার মধ্যমণি বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন নাই,—নতুবা তাঁহার পক্ষে এই গৌরব দুষ্প্রাপ্য হইত না। আমাদের দেশে অতিপ্রাচীন কাল হইতে [নারীগণের একপতিত্বধর্ম্ম সতীত্ব এবং পাতিব্রত ধর্ম্মের সহিত অভেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের নিকট দ্রৌপদী দেবীর চরিত্র অদ্ভুত বলিয়া বোধহয় এবং তন্নিবন্ধন ব্যাসদেব হইতে বঙ্কিমবাবু পর্য্যন্ত অনেকেই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধে নানারূপ সম্ভব ও অসম্ভব কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছেন। সামাজিক লোক সমূহের রুচি অনুসারে এই কৈফিয়তের নানা-আকার হইয়াছে। ব্যাসদেব অথবা মহাভারতের অধ্যায়িকাকার কৃষ্ণার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলকে এই অদ্ভুতপ্রকার বিবাহের কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,আর আধুনিক সময়ের গ্রন্থকার বঙ্কিমবাবু দ্রৌপদী দেবীর পঞ্চস্বামিত্বের আখ্যান প্রক্ষিপ্ত উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। পাঠকগণ নিজ নিজ শিক্ষা দীক্ষা এবং রুচি অনুসারে এই উভয় কৈফিয়তের একতর গ্রহণ করিতে পারেন অথবা উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নিজ মনোমত ভিন্ন এক সন্তোষজনক কৈফিয়তের সৃষ্টি ও করিতে পারেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দ্রৌপদী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধ যে প্রকারেই বিবেচিত হউক না কেন, উহার দ্বারা তাঁহার চরিত্রানুশীলনের কোনরূপ বাধানাই। সীতা, শকুন্তলা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী এই সকল অতুলনীয় চরিত্রা রাজকন্যার জীবনী অবলম্বন অনেক গুলি প্রাচীন কাব্য ও নাটকাদি রচিত হওয়ায় এবং তাহার পর তাঁহাদের আখ্যায়িকা অবলম্বনে দেশীয় ভাষায় গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের কাব্যাদি রচিত হওয়ায় তাঁহাদের চরিত্রের বিষয় অনেক পাঠক পাঠিকারই সুপরিচিত হইয়াছেন,কিন্তু দ্রৌপদী দেবীর চরিত্র-সম্বন্ধে এরূপ সুবিধা হয় নাই। মহাকবি ভারবি-প্রণীত "কিরাতার্জ্জুনীয়" এবং ভট্টনারায়ণ রচিত "বেণীসংহার" এই দুইখানি সংস্কৃতনাটকে দ্রৌপদী চরিত্রের অতি অল্পাংশই বিবেচিত হইয়াছে ও (এবং আমাদের যতদূর জ্ঞান তাহাতে) বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন উৎকৃষ্ট পুস্তকের অস্তিত্ব আমরা অবগত নাই। অথচ এই আদর্শ নারী এবং রাজ্ঞীর চরিত্র সকলেরই অনুধ্যানের যোগ্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্য-রাজশক্তির অধঃপতনের যুগ পর্য্যন্ত আমরা নানাবিদ্যা ও গুণে সুভূষিত অনেক নারীরত্নের পরিচয় পাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা, কলা ও গুণাবলীর সহিত রাজনীতিশাস্ত্রের পারদর্শিনী নারীর সংখ্যা অধিক নহে। পৌরাণিক সাহিত্যে দ্রৌপদী ও মদালসা দেবী ভিন্ন আর কাহারও নাম ত আমাদের মনে পড়িতেছেনা। আমরা অবশ্যই পৌরাণিক সাহিত্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং আমাদের কথা প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য নহে ;—তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে রাজনীতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নারীর সংখ্যা আমাদের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সাহিত্যে নিতান্ত অল্প এবং দ্রৌপদী দেবীর নাম এসম্বন্ধে বিশেষ গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইতে পারে। অন্ততঃ এই একমাত্র বিষয়ের জন্যও তাঁহার চরিত্র আলোচিত হওয়া উচিত।

শ্রীমতী দ্রৌপদীদেবীর চরিত্রে অনন্য-সাধারণ আর একটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় আধুনিক সমাজে উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চকুলজাত নরনারীর মধ্যে মিত্রতা সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত এক দ্রৌপদী চরিত্র ভিন্ন অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের শিরোভূষণ স্বরূপ "কাদম্বরী"গ্রন্থে নায়ক চন্দ্রাপীড়ের সহিত অন্তরা নায়িকা মহাশ্বেতার সখিত্ব দৃষ্ট হয় বটে,—কিন্তু ঐ চিত্র মহাকবিগণের কল্পনাপ্রসূত অথবা তদানীন্তন যবন (গ্রীক্) সমাজের আদর্শ হইতে গৃহীত তাহা বলা যায় না;—আর যাহাই হউক, উহা পৌরাণিক আখ্যায়িকার সম্মান-লাভের যোগ্য কখনই নহে। দ্রৌপদী অথবা কৃষ্ণার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সখ্য তাহা প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেমের অতি গৌরবময় আদর্শ। দ্রৌপদী দেবী, সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃজায়া অথবা বান্ধবস্ত্রী মাত্র, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় মিত্রতার সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কোন প্রকার সামাজিক কুটুম্বিতার ফল নহে। কিন্তু উভয়ের হৃদয়জাত স্বাভাবিক স্নেহবশতঃই হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যসমাজের উচ্চস্তরে নরনারীর মধ্যে এরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহ অথবা পবিত্র প্রেমের নিদর্শন নিতান্তই দুর্লভ এবং এই হেতুও দ্রৌপদী-চরিত্র অনুশীলনের যোগ্য।

দ্রৌপদী দেবীর অতি গৌরবময় চরিত্র সর্বপ্রকারেই অনুশীলনের যোগ্য হইলেও আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত উহা উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। শক্তিশালী কোন সাধক কি এই বিষয়ে নিজ সামর্থ্যের বিনিয়োগ করিবেন না? দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও, সময়ের ও শক্তির একান্ত অভাব; সুতরাং আমাদের পক্ষে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 'উচ্চবৃক্ষশীর্ষস্থ ফললোভে উদ্বাহু বামনের চেষ্টার ন্যায়, হাস্যকর হইবে সন্দেহ নাই। তবে প্রাসাদ নির্ম্মাণের হেতুভূত প্রস্তরাদি সংগ্রহ যেরূপ অশিক্ষিত ও বর্ব্বর "কুলি" দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে, এবং পরে বিদ্বান্ ও অভিজ্ঞ স্থপতি এবং ভাস্করেরা সেই সকল প্রস্তরাদি হইতে পরম সুশোভন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন;—আমরাও তদ্রূপ অধুনা মহাভারত রূপ মহাখনি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকি এবং "প্রতিভার" ভাণ্ডারে ঐ সকল উপাদান সঞ্চিত হউক;—আশাকরি "প্রতিভা ভাণ্ডারে' এই সকল সঞ্চিত উপাদান দেখিয়া ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য বিদ্যায় সুনিপুণ কোন প্রতিভাশালী মহাশয় উদ্যোগী হইয়া "দ্রৌপদী চরিত" রূপ সুবিশাল এবং সুদর্শন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিবেন, এবং তাঁহার পরিশ্রম ও শিক্ষার পুরস্কার স্বরূপ অক্ষয় যশোলাভ করিবেন। আমরা অন্ততঃ সেই আশায়ই প্রলুব্ধ হইয়া এই উপাদান সংগ্রহকারী মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি,—অদৃষ্টে কি আছে তাহা ভগবতী ভবিতব্যতাই জানেন।

"দ্রৌপদী" এই আখ্যা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি "দ্রুপদ" রাজার কন্যা ছিলেন এবং "পাঞ্চালী" এই অভিধা দ্বারা তিনি যে "পঞ্চাল" নামক রাজ্যের রাজদুহিতা ছিলেন, তাহাও জানিতে পারা যায়। এই

দ্রৌপদী আখ্যাই তাঁহার সম্বন্ধের পরিচায়ক। তাঁহার প্রকৃত নাম "কৃষ্ণা" ছিল;—মহাভারতকারের মতে তিনি কৃষ্ণাঙ্গী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে মহাভারতকার স্বয়ং, যদুপতি ভগবান্ বাসুদেব এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন এই হেতুই,—অর্থাৎ তাঁহাদের গায়ের রঙ কাল ছিল বলিয়াই,—তিনজনেই, "কৃষ্ণ" নাম লাভ করিয়াছিলেন। সে কালের আর্য্যগণ সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ ছিলেন, ও ক্ষত্রিয়গণ প্রায়ই লোহিতাঙ্গ হইতেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সমাজে চতুর্ব্বিধ "বর্ণভেদ" (Colour distinction জাতিভেদ বা Caste distinction নহে) স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধেও শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাগণের মনোযোগ ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীমতী কৃষ্ণা অথবা দ্রৌপদী দেবী পঞ্চাল রাজ দ্রুপদের কন্যা ছিলেন বলিয়া সকলেই অবগত আছেন কিন্তু তিনি কিরূপ কন্যা ছিলেন? রামায়ণ পূজিতা, জগদ্বিদিতা, রামময়জীবিতা রামমহিষী সীতাদেবীর মত দ্রৌপদী দেবীও অযোনিসম্ভবা কন্যাছিলেন বলিয়া মহাভারত কার পরিচয় দিয়াছেন। তবে উভয় রাজ্ঞীর জন্মের প্রভেদ আছে; সীতাদেবী বসুন্ধরার কন্যা এবং সদ্যোজাতা অবস্থায় যজ্ঞভূমি কর্ষণ কালে মিথিলাধিপতি সীরধ্বজ জনক কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হন বলিয়া রামায়ণে কথিত আছে আর মহাভারতকার বলিতেছেন যে পঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণ-বিনাশ-ক্ষম পুত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে পর যজ্ঞকুণ্ড হইতে অমিত বিক্রম মহাবীর্য্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং যজ্ঞবেদী হইতে দ্রৌপদী দেবী উৎপন্ন হন পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত রাজা দ্রুপদ যজ্ঞ করায় তাঁহার উপাধি যজ্ঞসেন এবং সেই যজ্ঞকালে উৎপন্ন বলিয়া এই ভ্রাতা ভগিনী যজ্ঞসেন ও যাজ্ঞসেনী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মৈথিলী সীতা দেবীকে তাঁহার পিতা যখন প্রাপ্তহন, তখন তিনি সদ্যোজাতা বালিকা। রাজা এই কন্যারত্ন পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহিষীর ক্রোড়ে প্রদান করেন, এবং এই শিশু অন্যান্য শিশুর ন্যায় কাল সহকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব কিন্তু বলিতেছেন যে রাজা দ্রুপদের যজ্ঞকালে এই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা দুই ভ্রাতাভগিনী যৌবনদশা প্রাপ্ত হইয়াই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা মহাভারতীয় শ্লোকাবলী উদ্ধার করিতেছি যথাঃ—

"উত্তস্থৌ পাবকাত্তস্মাৎকুমারো দেবসন্নিভঃ॥৩৯॥
জ্বালাবর্ণো ঘোররূপঃ কিরীটিবর্ম্মচোত্তমম্॥
বিভ্রৎসখড়্গঃ সশরোধনুষ্মান্ বিনদন্মুহুঃ ॥৪০॥

* * * * *

কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎসমুত্থিতা।
সুভগাদর্শনীয়াঙ্গীস্বসিতায়ত লোচনা ॥৪৪
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষীনীল কুঞ্চিত মূর্দ্ধজা।
তাম্রতুঙ্গনখীসুভ্রুশ্চারুপীন পয়োধরা ॥৪৫॥
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী।
নীলোৎপলসমোগন্ধোযস্যাঃ ক্রোশাৎপ্রধাবতি॥৪৬
যা বিভর্ত্তি পরং রূপং যস্যানাস্ত্য পমাভুবি।
দেবদানবযক্ষাণাংমীপ্সিতাং দেবরূপিণীম্॥৪৭॥
তাং চাপিজাতাং সুশ্রোণীং বাগুবাচাশরীরিণী।
সর্ব্বযোষিদ্বরাকৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্ক্ষয়ম্॥৪৮॥

সুরকার্য্যমিয়ং কালেকরিষ্যতি সুমধ্যমা।
অস্যাহেতোঃ কৌরবাণাং মহদ্ভয়ং সমুৎপৎস্যতে॥৪৯
মহাভারতে, আদিপর্ব্বণি, ১৬৭ তম অধ্যায়ে।

অর্থাৎ অগ্নিমধ্য হইতে ঘোরদর্শন, অগ্নিবর্ণ বর্ম্মপরিহিত, কিরীট ভূষিত ধনুর্ব্বাণও খড়গাদি অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত দেবোপম এক কুমার উঠিলেন।

* * * * *

পঞ্চাল রাজকুমারী ও বেদীমধ্য হইতে উত্থিতা হইলেন। তিনি সুভগা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পদ্মপলাসের ন্যায় সুনীলও সুবিশালনয়না যৌবন-মধ্যস্থা (ক) তাম্রতুঙ্গনখী, সুভ্রূ, চারুপীনপয়োধরা ও মানুষরূপধারিণী সাক্ষাৎ দুর্গার ন্যায় ছিলেন (খ) তাঁহার গাত্রের সুগন্ধ ক্রোশাধিকদূর হইতে জানিতে পারা যাইত, এবং তিনি পৃথিবীর মধ্যে অনুপমা সুন্দরী, ছিলেন। দেবদানব যক্ষ প্রভৃতি দেব যোনিদিগেরও প্রার্থিতা সেই নিতম্বিনী জাত হইলে এই আকাশবাণী হইল যে "সর্ব্বরমণী কুলের শিরোমণি কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়কুলের ক্ষয় সাধন করিবেন এবং ইহা হইতে কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে ও ইনি যথাকালে দেবগণের অভীপ্সিত কার্য্য সাধন করিবেন।" দ্রৌপদীর নামকরণ সম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণেত্যেবাব্রুবন্‌কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূৎসাহিবর্ণতঃ॥"
অর্থাৎ তিনি "কৃষ্ণাবর্ণ বলিয়া" এই নাম পাইয়াছিলেন।

রাজস্থান-ইতিহাসে দেখা যায় যে রাজপুতনার "অগ্নিকুল" নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলের আদিপুরুষ চতুষ্টয়ও (তুয়ার, পামার' রাটোর, এবং চৌহান) এইরূপে অগ্নিকুণ্ড হইতে একেবারে বয়স্থও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রকার পৌরাণিক আখ্যানের মর্ম্ম অবধারণ করা সহজ নহে। প্রজ্বলিত হুতাশনগর্ভ অগ্নিকুণ্ড হইতে নরনারীর উৎপত্তি যে অতিশয় অস্বাভাবিক ব্যাপার তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। পুরাণে এইরূপ নানাপ্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তানোৎপত্তির কথা দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়। দ্রোণ, কৃপ, কৃপী বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, শুকদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, মাণ্ডুক্য, জম্বুক, কৌশিক্য প্রভৃতি বহুঋষি অথবা ব্রাহ্মণের এবং রাজা সগরের পত্নীর ও ধৃতরাষ্ট্র মহিষীর সন্তানাদিগের জন্ম এইরূপ বিবিধ অলৌকিক উপায়ে হইয়াছিল বলিয়া পুরাণে

(ক) "শ্যামা" শব্দের অর্থে আমরা "যৌবনমধ্যস্থা" করিয়াছি। "শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা" ইতি উৎপলমালায়াম্, মহামহোপাধ্যায় সূরি মল্লিনাথ "মেঘদূত" কাব্যের "তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" এই শ্লোকে "উৎপলমালা" অভিধান হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। দ্রৌপদীর সম্বন্ধে পারিভাষিক—
"শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥"
এই শ্লোকের অভিধেয় অর্থ-সম্ভবতঃ খাটিবেনা যেহেতু তিনি "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা" নহেন। তবে "শ্যামা" শব্দে "কৃষ্ণা" করা যাইতে পারে তবে পরে "চারুপীনপয়োধরা" থাকাতে "যৌবনমধ্যস্থা" অর্থ অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। টীকাকার নীলকণ্ঠ কিছুই বলেন নাই। লেখক।

(খ) "অমরবর্ণিনী দেবকুমারী দৃষ্টবধা স্তোত্বাতাদুর্গেত্যর্থঃ" নীলকণ্ঠ। লেখক।

বর্ণিত আছে। সীতাদেবীর জন্ম বিবরণ ও অলৌকিক। এই সকল ব্যক্তির জন্মের বিবরণের সহিত আমাদের উপস্থিত প্রস্তাবের কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাহাদের আলোচনা করা অনাবশ্যক। তবে দ্রৌপদী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কুমারী এবং কুমারের জন্মবিবরণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত বলিয়া বিবেচনা হয়। অধুনা "আর্য্য-সমাজের" কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ অনার্য্য ও ম্লেচ্ছজাতির নরনারীকে "শুদ্ধি" অথবা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া "আর্য্য করাইয়া লইতেছেন। এবং তাদৃশ "শুদ্ধ" নরনারী আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইতেছেন,— পূর্ব্বে ও এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিভিন্ন সমাজের লোককে আর্য্য করা হইত। পুরাণেও দেখা যায় যে বহু শক এবং যবনাদি জাতির লোক ক্ষত্রিয়বর্ণে গৃহীত হইয়াছেন। ভবিষ্য-পুরাণের এক আখ্যায়িকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহর্ষি কর্ণ মিশ্র (মিশর Egypt) দেশবাসী দশসহস্র ম্লেচ্ছকে একদা আর্য্য বর্ণাশ্রমে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। আমাদের ধারণা এইরূপ যে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদী দেবীও ঐরূপে সমাজান্তর হইতে প্রায়শ্চিত্ত অথবা শুদ্ধি দ্বারা আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইয়া রাজা দ্রুপদের দত্তক পুত্র পুত্রীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত অথবা শুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞকুণ্ডে যে হোমানল প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল,—পৌরাণিক শৈলী অথবা রীতির অনুসারে ঐ ঐ কুণ্ড এবং বেদীই কুমার কুমারীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। অগ্নিকুল রাজগণের সম্বন্ধেও আমাদের এইরূপই বোধ হয়। (গ)

(গ) যাজ্ঞসেন ও যাজ্ঞসেনী অনার্য্য সমাজ হইতে "শুদ্ধি" দ্বারা দ্রুপদরাজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীরূপে পাঞ্চালে পরিগৃহীত হইয়াছেন এই প্রকার কল্পনা আমরা নিতান্ত বীভৎস ও হীন মনে করি। আমাদের মনে একটা থিওরী উদয় হইতেছে। সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর ভারতীভূষণ মহাশয় ও পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের উভয়কেই যজ্ঞসেন রাজার মহিষীর গর্ভজাত বলিলে দোষ কি? দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুত্র ও কন্যা দ্রোণবধ ও কুরুকুল ধ্বংসের জন্য নিযুক্ত হওয়াতে এই মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মানসে যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। লেখক মহাশয় আদিপর্ব্বের ১৬৭ অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকার্দ্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮ শ্লোক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে যজ্ঞকারী যাজমহর্ষি হবিগ্রহণ করিতে মহিষীকে আহ্বান করিলে রাজ্ঞী বলিলেন—হে ব্রহ্মণ! আমার মুখ দিব্য গন্ধ-দ্রব্য দ্বারা অবলিপ্ত। আপনি অপেক্ষা করুন আমি শুচি হইয়া আসিতেছি, কিন্তু পুরোহিত অপেক্ষা না করিয়া আহুতি প্রদান করিলে যজ্ঞ হইতে কুমার ও কুমারী উৎপন্ন হন। রাজা ও রাণীকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। আমরা কি মনে করিতে পারি না যে মহারাণী হবিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভ হইতেই সন্তানদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিল। মহারাণীকে এতদুর উপেক্ষা করা পুরোহিতের সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষ ভাবে সঙ্গত না হইলেও অনার্য্য দোষ হইতে মুক্ত পাইবার অভিপ্রায়ে আমরা এই থিওরী তুলিতেছি। সঃ

আমাদের এই যে ধারণার কথা লিখিত হইল, উহার নিমিত্ত আমরাই দায়ী এবং উহা প্রকৃত হউক না হউক তাহার সহিত মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। মহাভারত হইতে আমরা এই মাত্র পাইতেছি যে দ্রৌপদী দেবী প্রাপ্ত যৌবনাবস্থাতেই মহারাজ দ্রুপদের কন্যাত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার শৈশব-কালের কোন কথাই আর পাইবার উপায় নাই।

জতুগৃহ দাহে মাতা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধ জনরব উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা যে কেহই বিনষ্টহন নাই,পরন্তু ছদ্ম বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহা মহাভারত পাঠক মাত্রেরই সুবিদিত। এইরূপে তাঁহারা যখন একচক্রা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখনই দ্রৌপদী দেবীর সয়ম্বর সমারোহের কথা তাঁহারা শুনিতে পান এবং সকলে পঞ্চাল নগরে আগমন করতঃ এক কুম্ভকার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব অনাহূত ব্রাহ্মণের বেশে ব্রাহ্মণদিগের দলে মিলিত হইয়া স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হন। তাঁহারা সভাস্থ হইয়া দেখিলেন যে তদানীন্তন কালের সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজপুত্র দিগের মধ্যে অনেকেই তথায় আগমন করিয়াছেন। কুরুবংশীয় দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রমুখ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ, অঙ্গরাজপুত্র কর্ণ, গান্ধার, মদ্র, বাহ্লীক, সিন্ধু, ভোজ, বৃষ্ণি, কাম্বোজ, মৎস্য ও প্রাগ্জ্যোতিষ প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের যাবতীয় প্রসিদ্ধ রাজপুত্রেরাই দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হইয়া স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশাধিপতি সমুদ্রসেন-পুত্র কুমার চন্দ্রসেন এবং কায়স্থ কুলভূষণ, ঘোষবংশসূর্য্য, মহাত্মা সূর্য্যধ্বজ ও এই নৃপতিমণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। (ঘ)

মহারাজ দ্রুপদ পাণ্ডুরাজকুমার অর্জ্জুনের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই নিজ-কন্যা মনস্বিনী কৃষ্ণার যোগ্যপাত্র মনে করিয়াছিলেন কিন্তু জতুগৃহদাহ ব্যাপারে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। তিনি মনের সেই সংকল্প আর প্রকাশ করিতে পারিলেন না, তথাপি, একেবারে হতাশ হন নাই। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী এবং অলোকসামান্য প্রজ্ঞাবুদ্ধি ভূষিত দেবপুত্র প্রতিম পাণ্ডবগণ যে সাধারণ পশুর ন্যায় গৃহদাহে বিনিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, দ্রুপদের অন্তরাত্মা তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; তিনি ভাবিয়াছিলেন, রাজনীতি কুশল রাজকুমারগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণের বৈরভাব বুঝিতে পারিয়া জতুগৃহ হইতে যথাসময়ে পলায়ন করিয়াছেন এবং অনুকূলসময়ের আগমন প্রতীক্ষা করতঃ আত্মগোপন করিয়া আছেন। তাই, তিনি অর্জ্জুনকে জামাতৃ রূপে পাইবার নিমিত্তই সাধারণ বীরের দুর্ভেদ্য শূন্যস্থিত কৃত্রিম মৎস্যযন্ত্র রূপ লক্ষ্যভেদ কৃষ্ণার বিবাহের পণ রাখিয়াছিলেন এবং সেই লক্ষ্যভেদ নিমিত্ত অতি

(ঘ) আদিপর্ব্ব, ১৮৬ অধ্যায় যথা।
সূর্য্যধ্বজো রোচমানোনীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা।
* * * * * *
স্বদর্থমাগতা ভদ্রেক্ষত্রিয়াপ্রথিতাভুবি॥

কঠিন ও অনমনীয় এক বৃহৎ ধনু ও করিয়াছিলেন। দ্রুপদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে অর্জ্জুন ভিন্ন আরকেহই তাঁহার এই দুষ্পূর পণ পূরণ করিতে পারিবেন না। মহাভারতকার বলিতেছেন,—

"যজ্ঞসেনস্য কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে।
কৃষ্ণাং দদ্যামিতি সদা নচৈতদ্বিবৃণোতি সঃ ॥৮॥
সোঽন্বেষমাণঃ কৌন্তেয়ং পাঞ্চাল্যোজনমেজয়।
দৃঢ়ং ধনুরনানম্যং কারয়ামাস ভারত ॥৯॥
যন্ত্রং বৈহায়সং চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্।
তেন যন্ত্রেণ সমিতং রাজা লক্ষ্যং চকার সঃ॥১০॥
দ্রুপদ উবাচ।
ইদং সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা সজ্জৈরেভিশ্চ সায়কৈঃ।
অতীত্যলক্ষ্যংযোবেদ্ধা সলব্ধামৎসুতামিতি॥১১॥"

মহাভারতে আদিপর্ব্বণি, ১৮৫ তম অধ্যায়ে।

অর্থাৎ—রাজা যজ্ঞসেনের সর্ব্বদা এই কামনা ছিল যে, পাণ্ডুনন্দন কিরিটী অর্জ্জুনকেই কন্যা দান করেন; পরন্তু তিনি একথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই ॥৮॥ হে জন্মেজয়! তিনি কৌন্তেয় অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া, অর্জ্জুন ব্যতীত কেহ নত করিতে না পারে, এমত এক দৃঢ় শরাসন প্রস্তুত করাইলেন ॥৯॥ আকাশ-গত কৃত্রিম এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া সেই যন্ত্রযুক্ত একলক্ষ্য প্রস্তুত করাইলেন ॥১০॥ দ্রুপদ রাজা কহিলেন, যে রাজা এই শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া এই সজ্জিত সায়ক দ্বারা ঐযন্ত্র অতিক্রম পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যা লাভ করিবেন ॥১১॥

যাহাহউক, মহারাজ দ্রুপদ এবং রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নাদির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই পঞ্চপাণ্ডব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত বসিয়াই স্বয়ম্বরের সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন। যথাকালে সদ্যঃস্নাতা, সুবসনা, সর্ব্বাভরণ ভূষিতা কুমারী কৃষ্ণা সুবর্ণনির্ম্মিত হার-হস্তে ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সভা প্রবেশ করিলেন। সমবেত জনসংঘ নির্নিমেষনেত্রে সেই স্বয়ংবরার্থিনী রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপরাশির প্রভাবে সেই বিশাল রাজসমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মঙ্গলবাদ্য ও স্বস্তিবাচনাদি নিরস্ত হইলে, জন সমুদায়ের বিস্ময় কোলাহল নিস্তব্ধ হইলে সেই নিঃশব্দ সভামধ্যে রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় স্বাভাবিক সলিলপূর্ণ মেঘনির্ঘোষতুল্য গম্ভীর স্বরে সর্ব্বজন শ্রবণোচিত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—

" ইদং ধনুর্লক্ষ্যমিমেচ বাণাঃ
শৃণ্বন্তু মে ভূপতয়ঃ সমেতাঃ।
ছিদ্রেণ যন্ত্রস্য সমর্পয়ধ্বং
শরৈঃশিতৈর্ব্যোমচরৈর্দশার্দ্ধৈঃ ॥৩৫॥
এতন্মহৎকর্ম্ম করোতি যো বৈ
কুলেন রূপেণ বলেন যুক্তঃ।
তস্যাদ্য ভার্য্যা ভগিনী মমেয়ং
কৃষ্ণা ভবিত্রী ন মৃষা ব্রবীমি ॥৩৬॥"

আদিপর্ব্বে, ১৮৫ তম অধ্যায়ে।

অর্থাৎ হে সমবেত রাজগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। যে রূপগুণবলশালী পুরুষ এই ধনুর্ব্বাণ সহায়ে এই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবেন, আমার এই ভগিনী কৃষ্ণা অদ্য তাঁহার ভার্য্যা হইবেন,—মিথ্যা বলিতেছি না।"

এই ঘোষণাদিবার পর কুমার নিজ ভগিনীকে সমাগত রাজা এবং রাজকুমারদিগের নাম, দেশ ও গোত্রাদির পরিচয় দিলেন এবং তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। ব্যগ্র

হইলে কি হইবে; সমাগত রাজগণ লক্ষ্যভেদের সেই মহাধনুর নিকটে গিয়া তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই হতাস হইলেন, উহাকে তুলিবার চিন্তা পর্য্যন্ত মনে আনিতে পারিলেন। বহুসংখ্যক রাজা এইরূপ ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার পর মহাবীর সূর্য্যসম তেজস্বী সূর্য্যপুত্র কর্ণ গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি ধীরপাদবিক্ষেপে ধনুর নিকটে গিয়া অবলীলাক্রমে ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহাতে গুণারোপণ করতঃ শরযোজনা করিলেন। কর্ণকে উদ্যতায়ুধ দেখিয়া পাণ্ডুপুত্রগণের হৃদয়ের আশা নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া গেল; তাঁহারা ভাবিলেন যে মহাবীর কর্ণ নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবেন এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন। ইতোমধ্যে দ্রৌপদীদেবী স্বয়ং সকল সন্দেহের নিরাশ করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন,—

"দৃষ্ট্বাতু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ
জগাদ না হং বরয়ামি সূতম্।
সামর্ষ হাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং
তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তং॥২৩॥

আদিপর্ব্বণি, ১৮৭ তম অধ্যায়

অর্থাৎ কর্ণকে দেখিয়াই দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমি কদাপি সূতকে বিবাহ করিব না।" সুতরাং কর্ণকে নিরস্ত হইতে হইল। এই একটী বাক্য দ্বারাই দ্রৌপদীর মনস্বিতা ও তেজস্বিতা স্পষ্ট প্রকটিত হইল। সেই সুবিশাল স্বয়ম্বর সভার মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণের সম্মুখে, নিজ পিতা এবং ভ্রাতার নিকটেই এই অনূঢ়াবালা স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে মহাবীর কর্ণকে "সূত" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন! ধন্য সেই দেশ, শতধন্য সেই কুল, যথায় এরূপ তেজস্বিনী বীর্য্যবতী নারী জন্মগ্রহণ করেন। (ড)

(ক্রমশঃ)

অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

(ড) অঙ্গদেশের রাজা অধিরথের ঊর্দ্ধতম রাজা জয়দ্রথ যে কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কন্যার পিতা ক্ষত্রিয় কিন্তু মাতা ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। ইহা হইতে জয়দ্রথের বংশধারা চলিয়াছিল বলিয়া তাঁহার পুত্র বিজয় হইতে এই বংশ সূতবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে হেতু ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে "সূতের" জন্ম হয় মনুসংহিতায় দেখা যায় (মনু দশম অধ্যায় ১১শ শ্লোক)। বিজয় হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ অতিরথ অথবা অধিরথ; তিনিই কর্ণের পালক পিতা। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"সো গঙ্গাগতো মঞ্জুষাগতং পৃথাপবিদ্ধং কর্ণং পুত্রমবাপ।" পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে (deserted) "অপবিদ্ধ" বলে (মনু ৯ম অঃ ১৭১।)

লেখক।

জন্মাষ্টমী।

অর্দ্ধনিশি শেষে কৃষ্ণাতিথি অষ্টমী।
জনমিলেন যোগেন্দ্র হৃদি-নিধি ভূতলে
কৃষ্ণাতিথি অষ্টমী॥

অবতার উপক্রমে, সুখের মথুরাভূমে,
ধরিলা অপূর্ব্বরূপ প্রকৃতিসুন্দরী।
প্রাবৃটের অবসানে, মথুরা বাসীর প্রাণে,
ভাতিল শরতধরি অপূর্ব্ব মাধুরী॥

(২)
নীলিম গগনতল, গ্রহগণ সমুজ্জ্বল,
উজ্জ্বল সুধাংশু রশ্মি ছাইল গগন।
নির্ম্মল সরসীজল, প্রফুল্লিত শতদল,
বহিল প্রশান্তভাবে স্রোতস্বতীগণ॥

(৩)
সৌরভে করি আকুল, ফুটিল কাননেফুল,
ঝংকারিল শাখাদল ভ্রমর গুঞ্জনে।
ডালে বসি বিহঙ্গম, বর্ষিস্বর অনুপম,
পূরিল কানন বন মধুর নিঃস্বনে॥

(৪)
কুসুম স্তবক বনে, প্রফুল্ল বল্লরীসনে,
রঞ্জিল শ্যামল পত্র বিচিত্র শোভায়।
ধীরে ধীরে সমীরণ, সুসৌরভে পূরিবন,
প্রমোদিত প্রাণসাথে বনান্তরে যায়॥

(৫)
মহানন্দে যোগিগণ, ধ্যানযোগে নিমগণ,
জ্বালিল হবনকুণ্ডে পূর্ণ হুতাসন।
আনন্দে বিভোর ঋষি, প্রতীক্ষা করিছেবসি,
হেরিবে চরম চক্ষে বিষ্ণুর চরণ॥

(৬)
নির্জ্জন গুহায় বসি, ভাবিছে কলুষদ্বেষী,
কবে হবে আর্য্যভূমে বিষ্ণু অবতার।
নাশি কংস শিশুপালে, নরক অসুরদলে,
করিবেন ধর্ম্মরাজ্য অহিংসা বিস্তার॥

(৭)
অতীত দশমমাস, দেবকী হৃদয়ে ত্রাস,
কেমনে কংশের হস্তে রক্ষিবে নন্দন।
বসুদেব চিন্তান্বিত, আতঙ্কে ত্রাসিতচিত,
নাহি জানে হিতাহিত কর্ত্তব্য সাধন॥

(৮)
নিশীথ রজনী অতি, কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যতিথি,
জ্বলিছে গগণ-পথে সপ্তর্ষিমণ্ডল।
প্রফুল্লিত ভাদ্রমাস, মেঘাচ্ছন্ন মহাকাশ,
অবিশ্রান্ত বরষণে ভাসিছে ভূতল॥

(৯)
ঘনমেঘে অন্ধকার, রাজপথ মথুরার,
অন্ধকার কারাগার বেষ্টিত প্রাকার।
আঁধারে যমুনাজল, বহিতেছে কলকল,
উরধে ওঠিছে উর্ম্মী ভীষণ আকার॥

(১০)
ভীমরবে প্রভঞ্জন, আলোড়িয়া মেঘগণ,
কাঁপাইয়া তরুদল যমুনাজীবন।
মিশিয়া জীমূতমন্দ্রে, ধাইছে গগণকেন্দ্রে,
ভাতিছে বিজলীরঙ্গে দীপিয়া গগণ॥

(১১)
কারাগারে ক্ষুদ্রদীপ, করিতেছে টিপ, টিপ,,
শায়িত মলিন বেশে দেবকীসুন্দরী।

গর্ভ জন্য যাতনায়, হরিমাতা মৃতপ্রায়,
শুশ্রূষা করিবে হায় নাহি সহচরী ॥

(১২)

রোহিণী আশ্রয়করি, সর্ব্বলোক-ত্রাতাহরি,
ভূমিষ্ঠ হইলা সেই রুদ্ধ কারাগারে।
মোহানন্দে দেবগণ, হরিপ্রেমে মুগ্ধমন,
আবরিলা কারাগার প্রসূন আসারে ॥

(১৩)

গন্ধর্ব্ব কিন্নর রঙ্গে, মধুর সঙ্গীত সঙ্গে,
গাহিল হরির গীত অমর ভবনে।
সিদ্ধচারণগণ, স্তবিলা পরমধন,
নাচিলা অপ্সরাগণ বিদ্যাধরী সনে ॥

(১৪)

নেহারি অদ্ভুতসুত, ত্রাসিত দেবকী চিত,
চতুর্ভুজ পিতাম্বর নীরদ বরণ।
কিরীট-মস্তকপরে, শোভিছে পঙ্কজকরে,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, আয়ুধ উত্তম ॥

(১৫)

শ্রীবৎস অঙ্কিত হৃদে ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদে,
নবীন নীরদকান্তি অধর রসাল।
মস্তকে কুঞ্চিত কেশ, অপূর্ব্ব মণ্ডনবেশ,
আকর্ণ বিশ্রান্তভুরু নয়ন বিশাল ॥

(১৬)

নেহারি অদ্ভুতমুখ, পাশরিলা সর্ব্বদুঃখ,
ভাবিলা দম্পতি ইনি বিষ্ণু অবতার।
বিনম্র মস্তকে বয়, আরাধিয়া দেবশিশু
বলিতে লাগিলা ধীরে করি নমস্কার ॥

সম্পাদক

গম্ভীর মিলনে সুখ দুঃখ।২।

চিরকাল চাহিয়াছি সুখ,
চিরকাল খুঁজিয়াছি সুখ,
চিরকাল দুখে শত্রুবোধ ;
দুখের ভীষণ তীব্র মুখ,
কাঁপিত নিরখি স্মরি বুক,
চিন্তি চিন্তা-স্রোত হ'ত রোধ।১।
দুঃখের প্রভাব এড়াইতে,
সুখে হৃদিমাঝে বসাইতে,
করেছি যে কতই যতন ;
অনাদরে তিরস্কারে নিতি,
দুখে করিয়াছি দুখ-মতি,
সুখে সমাদরে আবাহন।২।
সুখ (ই) ছিল উপাস্য আমার,
সতত উন্মুক্ত হৃদি-দ্বার,
বৃত্তিচয় অভ্যর্থনাকারী ;
অতি দূরে নেহারিয়া তায়,
নাচিত উল্লাসে মন কায়,
ধন্য হ'ত আলিঙ্গনে তা'রি।৩।
যবে এসে বসিত আসনে,
বিকীরিয়া উজল কিরণে,
বিস্তারিয়া নিজ অধিকার,
কোথায় ডুবিয়া যেত দুখ !
জুড়াত দুদিন তরে বুক,
লঘু হ'ত জীবনের ভার।৪।
সুখ সনে থাকি স্মিতমুখে,
জিত জ্ঞান করিতাম দুখে,
করিতাম কত উপহাস ;
সুখের ভরসা বল রাখি,
দুখে অবজ্ঞায় বক্র আঁখি,
দেখায়েছি যেন ক্রীতদাস।৫।
উপাসনা কত আকিঞ্চন,
সারাপ্রাণে করেছি যতন,
তবু সুখ প্রকৃতি নিঠুর ;
নীরবে অজ্ঞাতে দ্রুতগতি,

না চাহি বারেক মোর প্রতি,
নিমিষে লুকাত কোন্ পুর। ৬।
আবার বিকট ফণা ধরি,
স্মরিতেও পরাণে শিহরি!
দুখ-অহি হৃদয়ে বসিত;
অদম্য প্রভাবে অবিরল,
তীক্ষ্ণ দন্তে দংশিত কেবল
নেত্রজলে ধরণী ভাসিত।৭।
করিতাম কত আর্ত্তনাদ,
কালপেয়ে দুখ সাধি বাদ,
কোথা সুখ কোথা এ সময়ে,
যাতনা সহিতে নারি আর,
দরশনে করহ উদ্ধার,
বিতাড়িয়া দুঃখ-দুরাশয়।৮
শুনিত না সকরুণ কথা,
বুঝিত না দুর্ব্বিষহ ব্যথা,
সুখ না করিত সম্ভাষণ;
তবু হায়! মোহে ভ্রান্ত ঘোর,
অন্তর পরাণ দুই মোর
অবিরত মাগিত শরণ। ৯।
ভাবিতে কাঁদিতে কালগত,
আশাবল ম্রিয়মাণ হত,
নিস্তারের উপায় না হেরে;
জীবনের সে দুর্দ্দিন লয়,
হতে পারে হ'তনা প্রত্যয়,
কেন যেন দুখ (ও) যেত ছেড়ে।১০।
আবার মোহন হাসি মুখে,
লাবণ্য ছড়ায়ে চারিদিকে,
ধীরে সুখ সান্নিধ্যে আসিত,
রূপহেরি অধীর হইয়া,
লইতাম বাহু পসারিয়া
কোলে টেনে উন্মাদের মত! ১১

যথাক্রমে সুখ দুঃখ হেন,
আসিত যাইত পুনঃ পুনঃ,
জীবন করিত উপভোগ,
মিত্রবৎ হেরিয়াছি একে;
অন্যে রোষ কষায়িতচোখে,
বুঝিনাই, উভে মহাযোগ।১২
বুঝিনাই, গঠিত জীবন,
সুখ দুঃখ সম প্রয়োজন,
কেহ মিত্র কেহনয় অরি;
সুখের পিছনে দুঃখ আসে,
দুঃখের পিছনে সুখ হাসে,
প্রকৃতির ইচ্ছা ভর করি।১৩
তাই আজ হৃদয় পাতিয়া,
সুখ দুঃখ দু'য়ের লাগিয়া,
সমভাবে অকপট মনে,
উভয়ের আলিঙ্গন মানি,
মহাসত্য পশেছে পরাণে।১৪
ভয়নাই—নাই সে উচ্ছ্বাস,
নাইদ্বেষ—প্রেম পরকাশ,
উভে হেরি সমান নয়নে,
আছে একোদ্দেশ্য সিদ্ধিতরে;
কোমল কঠোর রূপধরে
সুখ দুঃখ গভীর মিলনে।১৫ (ক)

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

(ক) সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোন বাহ্যিক পদার্থ নাই উহা মনেরধর্ম্ম। কামিনী কাঞ্চনে কাহারো সুখ হয়, কিন্তু সংযমী উহাকে দুঃখের আগার বলিয়া ঘৃণা করেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—
যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারাম, স্তথান্তর্জ্যোতিরেবসঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
৫ম অঃ ২৪ শ্লোক।

মিনতি । ৩ ।

(১)

প্রভো হে! প্রণিপাত তবচরণে,
এ অভাগা যেন হয়না বঞ্চিত,
তোমারই চরণ শরণে
না চিনিয়া কভু কুপথ ধরিয়া,
ভ্রমে যদিবাই কুকাজে মজিয়া,
কৃপাকরি প্রভো! সুপথ দেখায়ে,
লয়ে যেও হে! সদা এদীনে ॥

(২)

(প্রভো) চালাবে যে পথে চলিব সে পথে,
তোমারই মহিমা করিব গান,
তোমারি তরেতে এ ক্ষুদ্র জীবন,
তোমারই সেবায় করিব দান।

শ্রীসতিপ্রসাদ কর

ধর্ম্ম ।

১। এই পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সমস্ত জ্ঞানিব্যক্তি একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। বস্তুতঃ আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মানব বুদ্ধির অকাট্য ও চরম সিদ্ধান্ত এই যে,—অনিত্য জগতে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ। কি বেদ, কি সংহিতা, কি বাইবেল, কি পুরাণ কি কোরাণ, সর্ব্বপ্রকার ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রতি-বৎসর, প্রতি মাস, প্রতিদিন, এমন কি প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে কত শত সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কেহ করিতে পারে না। কত শত মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম-রক্ষার মানসে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক ধর্ম্মার্থে সহাস্য বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এই সকল ঘটনা দ্বারা ধর্ম্মের সারবত্তা ও উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিও

অর্থাৎ যিনি স্বীয় আত্মাতে সুখভোগ করেন, আত্মাতে বিহার করেন, আপন অন্তরে জ্ঞানের জ্যোতিঃ অবলোকন করেন সেই মহাত্মা ব্রহ্মে স্থিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্ম নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্নোতি" অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থান করিলে পরে ব্রহ্মই লাভ হয়। জগৎ মায়িক প্রপঞ্চ হইলেও তাঁহার নিকট চিরানন্দময় এই প্রকারে সুখ ও দুঃখকে যিনি সমজ্ঞান করেন, শ্রীভগ-বান্ গীতায় তাঁহার "নির্দ্বন্দ্ব" "সমদুঃখসুখঃ" "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষুসমঃ" ইত্যাদি অভিধা দিয়াছেন। কবি তাঁহাকে উভে হেরি সমান নয়নে বলিয়াছেন। ফলতঃ এই সমতাই ব্রহ্ম। সঃ

মানুষ প্রধানতঃ "ইহলোকে ধর্ম্ম পরলোকে কৃত্য" এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি অনিত্য ঐহিক সুখাপেক্ষা পারত্রিক সুখের নিদান স্বরূপ ধর্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিত্য পদার্থ তাহার আর সন্দেহ কি।

২। আর্য্য ঋষিগণ সমস্বরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম মানুষের একমাত্র সুহৃদ ও পরকালের সহায়। তথাহি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতিযঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যদ্ধিগচ্ছতি॥ মনু।

অর্থাৎ একমাত্র ধর্ম্মই মিত্র কেনন', মরণের পরে ও তিনি আত্মার অনুগামী হন, আর সমস্ত শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়। আমাদের পরকালের সহায় স্বরূপ পিতা, মাতা, পুত্র, দারা কি জ্ঞাতি, বন্ধু কেহই থাকে না, কেবল ধর্ম্মই পরকালের একমাত্র সহায়। তথাহি মনু—

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥
৪র্থ অঃ ২৩৯

মনু আরও বলিয়াছেন—

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমংক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবায়ান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥২৪১
তস্মাৎধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং ॥ ২৪২

অর্থাৎ মৃত্যুর পরে বান্ধবগণ মৃতের দেহ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রবৎ শ্মশানে পরিত্যাগ করে, কিন্তু সেই চরমকালেও ধর্ম্ম মৃতাত্মার পশ্চাৎগামী হন। শ্রীভগবান্ গীতায় একটী অতি সুন্দর উপমা দিয়াছেন,—"ফুলটী ঝরিয়া পড়িলে তাহার গন্ধ যেমন বায়ুর সঙ্গে কোথায় চলিয়া যায়, ধর্ম্ম ও আত্মার সহিত সেই পরলোকে প্রস্থান করে"। অতএব ধর্ম্মাপেক্ষা পরম মিত্র মানুষের আর কেহ নাই।

৩। প্রকৃতপক্ষে মানব জাতি যে পশ্বাদি অপেক্ষা অত্যুন্নত, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বরূপ অমূল্য রত্নে বিভূষিত হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। মানুষের চিন্তাশক্তি বাক্‌শক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি শক্তির কথঞ্চিৎ পশ্বাদির মধ্যেও বিদ্যমান আছে কিন্তু ধর্ম্ম বলিয়া আমরা যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাঁহার কণামাত্র ও মনুষ্যেতর নিকৃষ্ট প্রাণীতে নাই। এই নিমিত্ত বুধগণ ধর্ম্মহীন মানুষকে পশু জাতির অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন।

তথাহি উত্তরগীতা—

আহারোনিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভি র্নরাণাং।
ধর্ম্মোহিতেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"
২য় অঃ ৪১ শ্লোক॥

অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যে পশুজাতির সহিত মানুষের প্রভেদ নাই, কেবল একমাত্র প্রভেদ ধর্ম্মদ্বারা, সুতরাং ধর্ম্মহীন মানুষ পশু তুল্য। ধর্ম্মের শব্দগত ও ভাষাগত বহুঅর্থ, ধৃ ধাতু (মন্) প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে সকলকে প্রতিপালন করে অর্থাৎ পরিপোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। যেমন গোরধর্ম্ম শৌত্র, আর মানুষের ধর্ম্ম মনুষত্ব। যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা মানুষকে পশুজাতি হইতে বিভিন্ন করিতেছে তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। বহ্বর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়।—

যথা মানুষের আধ্যাত্মিক গুণাবলী, সৎসঙ্গেচ্ছা, অহিংসা, যজ্ঞ-দানাদিক্রিয়াকলাপ, ঐশিক প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তি, ভক্তি, তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি। ধর্ম্মের দশবিধ লক্ষণ যথা—

"ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ
ধীর্বিদ্যা সত্যামক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।"

ইতি পাদ্মে ভূমিখণ্ডম্।

ইহা যদি ধর্ম্মের লক্ষণ হয় তবে আমরা কেহই ধার্ম্মিক পদবাচ্য হইতে পারি না। এই বিষয় প্রণিধান করিয়া শ্রীভগবান্ মানুষের কর্ম্মানুসারে ধর্ম্মকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

১৮ অঃ ৪২

অর্থাৎ শমঃ=অন্তঃকরণের নিরোধ, দমঃ=বাহেন্দ্রিয়ের সংযম, তপ=ব্রতোপবাসাদি জন্য শারীরিক ক্লেশ, শৌচং=বাহিক ও আভ্যান্তরিক নির্ম্মলতা, ক্ষান্তিঃ=দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, আর্জবং=মনের সরলতা জ্ঞানং=যড়াঙ্গের সহিত বেদ বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানং=কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কৌশল, ও জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার একত্বানুভব, আস্তিকং=ঈশ্বর ও পরলোকাদিতে বিশ্বাস।

৪। আমাদের হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-সত্ত্বগুণের প্রতিমা, তিনি সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল ত্যাগী, পরোপকারী এবং মানুষ মাত্রকেই তিনি ব্রহ্মের ন্যায় দর্শন করেন, কিন্তু বর্ত্তমানে এতাদৃশ ব্রাহ্মণ অতিশয় বিরল। প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে পদদলিত ও নির্জ্জিত রাখিতে চান। ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিত রূপে জানেন যে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যজাতি বৈশ্য ; ইহাঁরা উভয়েই দ্বিজ তথাপি তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা কায়স্থজাতির সহিত অনর্থক বিষম কলহ উপস্থিত করিয়া তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহেন তাহা ভাল রূপেই প্রমাণ করিতেছেন। বেদশূন্য বঙ্গদেশে কেহই বেদ পাঠ করেন না, সুতরাং মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ জাতি সবংশে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানে শূদ্র কোথায় অনুসন্ধান করিতেছেন, যখন তাঁহারা অধিকাংশই শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন তখন ঐ প্রকার অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি।

তথাহি মনু—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্রকুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেবশূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

২অঃ ১৬৮

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তিনি অতিসত্বর সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ স্মার্ত রঘুনন্দন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তদীয় শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিতেছেন—

ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ানাং শূদ্রতুল্যত্বমাহ মনু—
শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ॥
অম্বষ্ঠাদিনামপি তথা—

অর্থাৎ রঘুনন্দন বলিতেছেন যে শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপে ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠাদি (বৈদ্য) জাতি সমস্তই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থলে যদি কোন নিরপেক্ষ

মহাত্মা এই ব্যবস্থা প্রনয়ণ করিতেন তাহা হইলে তিনি লিখিতেন—"ব্রাহ্মণানামপি তথা" অর্থাৎ ক্রিয়া লোপ হেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ জাতিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। রঘুনন্দন তদীয় স্মৃতিশাস্ত্রের কোনও স্থানেই বলেন নাই যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কারণ এ প্রকার মিথ্যা কথা তাঁহার লেখনী হইতে কখনও বাহির হইতে পারে না। কিন্তু লোকে কথায় বলে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড়" রঘুনন্দন কায়স্থকে শূদ্র না বলিলে ও তাঁহার শিষ্যগণ অম্লান বদনে কায়স্থকে শূদ্র বলিতেছেন। ইহা অশাস্ত্রীয় হইলেও আমরা ব্রাহ্মণকে দোষী মনে করি না, কারণ কায়স্থের সর্ব্বনাশ কায়স্থগণই করিতেছেন। বঙ্গজ সমাজের মস্তক স্বরূপ বাকলা চন্দ্রদ্বীপের ও টাকী সমাজের কায়স্থগণ আজি ও শূদ্রাচারী। কলিকাতা মহানগরে কায়স্থজাতির নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ আজি ও শূদ্রাচারী।

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ,
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।
,, মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।
,, রায় বিনোদবিহারী বসু
,, রাজকৃষ্ণ দত্ত

শোভাবাজারে রাজা ও রাজকুমারগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের বিনীত প্রার্থনা কলিকাতার কায়স্থ সভার উক্ত মহাত্মাগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন যে তাঁহারা কি মনে করিয়া অদ্যাপি অবৈধ শূদ্রাচারে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। সমাজ তাঁহাদের নিকট একটী কৈফিয়াত শুনিতে চাহে। আশাকরি তাঁহারা এই কৈফিয়াত দিয়া সমাজকে প্রবুদ্ধ করিবেন। আর যদি তাঁহারা এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কোনও উত্তর না দেন, তবে তাঁহারা যে প্রকৃত সমাজদ্বেষী এবং ক্ষত্রিয় সমাজে শূদ্র তাহা আশাকরি প্রতিভা ও কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ও কায়স্থ পত্রিকা তারস্বরে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিবেন। তাঁহারা রাজা কিংবা রাজকুমার,কিংবা প্রভূত অর্থশালী, ধনশালী যে কেহই হউন না কেন সমষ্টিভূত সমাজশক্তিকে উপেক্ষা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে।

৬। এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম কি? সকলেই জানেন ক্ষত্রিয়জাতি প্রাচীনকাল হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা, অসিজীবি ও মসিজীবী। কায়স্থজাতি মসিজীবী ক্ষত্রিয় হইলে ও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অসিধারণ করিয়া স্বদেশকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধহয় সেই সময় ও আবার প্রত্যাসন্ন, যখন রাজবল্লভ বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি অসিধারণ করিয়া সৈনিক বেশে তাঁহাদের প্রিয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইবেন। কায়স্থ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন একটী বিরাট জাতি। তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র ভারতে প্রায় ১ কোটি, ইহাঁরা রাজার জন্য, দেশেরজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণকে তৃণাপেক্ষা লঘু জ্ঞান করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সমরে গুর্খা, শিখ, রাজপুত সৈনিকগণের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া ইংরাজ সামরিক

কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা ধ্রুব বলিতে পারি যে সামরিক বিদ্যায় বঙ্গীয় কায়স্থজাতি পারদর্শীতা লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা ইংরাজজাতির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইবেন। এই জাতি রাজার জন্য প্রাণ পাত করিতে কখনই ইতঃস্তত করেনাই, এখন ও করিবেন না। শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

১৮ অধ্যায় ৪৩ শ্লোক

অর্থাৎ শৌর্য্য, তেজঃ ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে সাহস বদান্যতা এবং ঈশ্বর ভাব ক্ষত্রিয়দের স্বভাবিক ধর্ম্ম। এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-কায়স্থ জাতি এখনও বঙ্গে গঠিত হয় নাই। কায়স্থের বিজত্ব তাঁহারা ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করিতেছেন, এইক্ষণ রাজার অনুগ্রহ হইলে এবং সামরিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলে এই কায়স্থজাতি তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরন্যায় প্রকৃত কায়স্থ ধর্ম্মাক্রান্ত হইবেন। আমাদের বোধহয় আর বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত প্রকার কায়স্থজাতি বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

৭। প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত বৈশ্য ও শূদ্রজাতি অধুনাবঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়না। চারিসহস্র বর্ষের পূর্ব্বহইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত যে বৈশ্য ও শূদ্র জাতি ছিল তাহার ধর্ম্ম শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যথা—

কৃষি গোরক্ষবণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

১৮ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক।

অর্থাৎ কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্য জাতির স্বাভাবিক বৃত্তি। যাহারা ত্রিবর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত তাঁহারাই শূদ্র বর্ণ। অধুনা কৃষি ও বাণিজ্য প্রায় একজাতির মধ্যে দেখা যায়না এবং এইবৃত্তি দেখিয়া জাতি নির্ণয় করাও একপ্রকার দুঃসাধ্য। বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরের অনেক জাতি-বিশেষ কৃষি ও গোরক্ষা করিয়া থাকেন,পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই বাণিজ্যে ব্যাপৃত। বঙ্গে বৈদ্য-জাতি লক্ষাধিক হইবেকিনা সন্দেহ, তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশই চিকিৎসা ব্যবসায়ী। এই মুষ্টিমেয় জাতি বিরাট্ কায়স্থজাতির একাংশ বলিয়া আমাদের ধ্রুব ধারণা, কিন্তু অদ্যাপি এমন একজন মহাত্মা উত্থিত হননাই যে, এই উভয় বিবদমান জাতিকে একত্বে পরিণত করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এমন অনেকলোক আছেন যাঁহারা এই উভয় জাতি মধ্যে আরো অধিকতর বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত নন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থলে (নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট অঞ্চলে) বৈদ্য কায়স্থের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ আছেন এবং এখনও কোন কোন স্থলে তাঁহা-দের মধ্যে আদান প্রদান চলিতেছে। বৈদ্য কুলপঞ্জিকা কার প্রসিদ্ধ ভরতমল্লিক মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত "চন্দ্র-প্রভা" গ্রন্থে এবম্প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার "জাতি-তত্ত্ব (বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-বৈদ্য") গ্রন্থে এত-দ্বিষয় বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিয়াছেন; সুধি পাঠকবৃন্দ ইচ্ছা করিলে উক্ত গ্রন্থের ৭ম অধ্যায় হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত হিংসা দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। আমরা মনে করি

অলীক ব্রাহ্মণত্বের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যদি সেই কায়স্থ (ক্ষত্রিয়ের) সহিত একত্বে পরিণত হন, তবে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অতিবিরল।

৮। প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত শূদ্রজাতি বঙ্গে দেখা যায়না। পার্ব্বতীয় বনভাগে সাঁওতাল, কোল ভীল, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতি মধ্যে শূদ্রের লক্ষণ গুলি বেশ দেখাযায়। ত্রিবর্ণের সেবা-কার্য্যে সকল বর্ণই নিযুক্ত আছেন তাহা দেখিয়া শূদ্রত্ব অবধারণ করা একান্ত অসম্ভব। ব্রাহ্মণের যাজন, ক্ষত্রিয়ের দেশ রক্ষা এবং বৈশ্যের ধনোপার্জ্জন এই সমস্ত সামাজিক পরিচর্য্যা। অত্রাবস্থায় "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম" বলিলেই শূদ্রধর্ম্ম বুঝায় না। মহর্ষি বাল্মিকি রাম রাজ্যের সামাজিক অবস্থা বর্ণন করিয়া তদীয় রামায়ণের বালকাণ্ডের সপ্তম স্বর্গে বলিতেছেন—

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতা।
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্ম নিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ ॥১৯॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী ছিলেন, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রবর্ণত্রয়ের সেবায় নিরতছিল। এস্থলে সেবার অর্থ ধর্ম্ম কার্য্যের সাহায্য করা। বাল্মিকি শূদ্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন"শূদ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ"এস্থলে শূদ্রের স্বধর্ম্ম যে কি তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। মহাভারত শান্তি পর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে শূদ্র সম্বন্ধে লিখিত আছে—

হিংসাঽনৃত প্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবীনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ হিংসাপরায়ণ, লোভি মিথ্যাবাদী; শৌচ এবং আচার ভ্রষ্ট সেই কৃষ্ণ-বর্ণ দ্বিজগণ শূদ্র হইলেন। এইক্ষণ দেখা যাই-তেছে শূদ্রজাতি দ্বিবিধভাবে গঠিত হইয়াছিল, প্রথম কৃষ্ণবর্ণ আদিম অনার্য্য জাতি এবং দ্বিতীয় যাঁহারা কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই লক্ষণাক্রান্ত শূদ্রজাতি উল্লিখিত সাঁওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি অসভ্যজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিহইতে পারেনা। অধুনা স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত আছে,—

বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাংসদা।

অর্থাৎ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শূদ্রের অধিকার নাই,সেই বিবাহ ও মন্ত্রহীন, বিশ্বেশ্বরকৃত শূদ্রধর্ম্ম নিরূপণে লিখিত আছে,—

নমন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতিনিশ্চয়ঃ।"

এই সকল শাস্ত্র বাক্যে শূদ্রের প্রকৃতি লক্ষণ অবধারিত করিতেছে, অর্থাৎ সংস্কার হীন এবং মন্ত্রহীন যে জাতি সেই শূদ্র। বঙ্গ-দেশে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত নমঃশূদ্র জাতিরও মধ্যে সংস্কার এবং মন্ত্রব্যবহার প্রচলিত আছে।—

এইরূপে দেখা যাইতেছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম। যেধর্ম্মে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম সম্যকপ্রকারে প্রতিপালিত না হয় তাহাকে প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম বলা যায়না। ইতি।

শ্রীরসিকলাল দেব,
গোয়ালচামট।

শারদীয় আশ্বিনমাস।

আগমনী।

আজি তব শুভ আগমনী ।
স্বাগত স্বাগত অয়ি জগত-জননী !
জগত-নাশিনীবেশে এসেছ এবার,
ভেবেছ পাইবে ভয় সন্তান তোমার ।
ভয়েতে মুদিবে আঁখি, দেখিবেনা চেয়ে,
পারিবেনা চিনিবারে, আসিবেনা ধেয়ে ।
এমনি পাষাণী তুমি, পাষাণের মেয়ে ।
তাই বুঝি মায়াময়ি সমগ্র সংসার
করেছ শ্মশান এত ভীষণ আকার ।
রণোচ্ছ্বাস, জলোচ্ছ্বাস, ক্ষুধার উচ্ছ্বাস,
লক্ষমুখে পুত্রগণে করিতেছ গ্রাস ।
শোণিতের স্রোত বহে অশ্রুস্রোত সনে,
তপ্তদীর্ঘ-শ্বাস-বায়ু উঠিছে গগনে ।
বিজয়ের হর্ষধ্বনি মৃত্যুর রোদন,
একত্র উঠিছে ওই শুনিতে ভীষণ !
ভাই ভাই কাটাকাটি করিছে প্রবল,
তুমি মাঝে দাঁড়াইয়া হাসিছ কেবল ।
সন্তানের তপ্তরক্ত তব কলেবরে
শতধারে অবিরল ঝর ঝর ঝরে ।
এইরূপ ধরি মাগো এসেছ এবার,
ভেবেছ হেরিয়া তব ভীষণ আকার,
পলাইবে প্রাণভয়ে তোমার তনয়,
কিন্তু যা ভেবেছ তাহা কভু নাহি হয় ।
পাষাণের মেয়ে তুমি. তাই তব প্রাণ
নিতান্ত কঠিন যেন পাষাণ সমান ।
সংবৎসর পরে তাই ছদ্মবেশ পরি
ছেলেরে দেখাতে ভয় এলে মা শঙ্করি ।
যা ইচ্ছা যেমন বেশ করূন ধারণ,
মা কি পারে ভুলাইতে শিশুর নয়ন ?
রাক্ষসী পরের কাছে বটে ভয়ঙ্করী,
আপন পুত্রের ঠাঁই সে বড় সুন্দরী ।
রাক্ষসী বলিয়া পুত্র ভয় নাহি পায়,
ছুটে গিয়া বুকে উঠে, সুখেতে ঘুমায় ।
আমরা অমর-শিশু শক্তির তনয় ।
তোমার ও ছদ্মবেশে কেন পা'ব ভয় ।
এস এস ব'স কাছে কোলে লও তু'লে ।
উচ্চে গাব আগমনী শোক দুঃখ ভু'লে ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ ।

আগমনী

ওঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালেব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্তয়িকৃতঃপুরা ।
অহমপ্যাশ্বিনেষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামিত্তে
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে ॥
শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তং
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য
স্তথৈব শক্রূন্ বিনিপাতয়ামি ॥

এস মা বঙ্গে আনন্দময়ি ! তোমার অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃসহ । তোমার শুভাগমনে বঙ্গদেশ পবিত্র হউক । নগাধিরাজ তনয়া ভারত ! গৌরিরূপে আজ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ভক্তিপূর্ণ পূজা গ্রহণ কর । মাগো

আমরা তোমার অকৃতি সন্তান তোমাকে সকল বিষয়ে পরাধীনা করিয়া রাখিয়াছি, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—

তুমি মা বাহুতে শক্তি
তুমি মা হৃদয়ে ভক্তি
তোমার প্রতিমা পুজি মন্দিরে মন্দিরে।

আজ হতভাগ্য তোমার বঙ্গ সন্তানগণের হৃদয়ে ভক্তি নাই, বাহুতে শক্তি নাই, গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে তোমার যথার্থ পূজা হইতেছে না। শক্তি পূজা ত কথার কথা নহে. ইহাতে বলি চাই। ছাগ, কুমড়া, মহিষ বলি না,—আত্মবাল, সর্ব্বস্ব মায়ের চরণে অর্পণ করিয়া মার পূজা করিতে হইবে। এ প্রকার মহাপূজা আমরা করিলাম কৈ, আমাদের প্রতি মাতার কৃপা হইবে কেন, তাই আজ মা আমাদের দোলায় আরোহণ করিয়া, উভয় হস্তে রোগ শোক মড়ক মৃত্যু চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপণ করিতে করিতে আসিতেছেন।

মা আমাদের বঙ্গে আসিতেছেন, তাঁহার সুবর্ণ-নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলের চারিদিকে কি লোমহর্ষণকর, ভীষণ দৃশ্য !! এক দিকে কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট নরনারীগণ হা অন্ন! হা অন্ন! বলিয়া চীৎকার করিতেছে, আর এক দিকে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সমস্ত জলময় করিয়াছে, চারিদিকে জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। অদূরে মাতার মূর্ত্তি আরো ভয়ঙ্কর, পাশ্চাত্য সমরে, মানুষের রক্তে দেশ প্লাবিত হইতেছে, য়ুরোপের প্রতি গৃহে গৃহে হাহাকার রোদন ধ্বনি শুনা যাইতেছে। কোনও স্থানেই সুখ নাই, শান্তি নাই সমগ্র জগৎ যেন পাপ তাপের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এবার মায়ের পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য "শত্রুবধ" রাক্ষসেশ্বর রাবণকে নিহত করিতে সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্র যেমন অকালে ভগবতীর বোধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরা ভারতবাসিগণ আমাদের প্রিয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মহাশত্রু জারমান দিগকে নিহত করিতে আমরা আজ ব্রহ্মাণ্ডময়ীর পূজায় নিযুক্ত হইয়াছি। এইটি ক্ষত্রিয়ের পূজা, তাই বঙ্গীয় কায়স্থগণের পক্ষে এই পূজা বিহিত হইয়াছে। আসুন কায়স্থ মহোদয়গণ। কায়মনোবাক্যে ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে দুরাচারী জার্ম্মনশক্তির বিনাশ সাধনায় মাতার রাতুল চরণপ্রান্তে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। পৃথিবীর সুখ শান্তি এই বিষম শত্রুর বিনিপাতে নির্ভর করিতেছে। ভারতীয় হিন্দুর যথা সর্ব্বস্ব আজ আমাদের প্রজারঞ্জক সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বিজয় কামনা করি। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ইহাই আমাদের বেদবাক্য।

ইংরাজ প্রমুখ মিত্রপক্ষগণ যখন পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে এই ভীষণ লোকক্ষয়কর সমরে প্রবেশ করিয়াছেন তখন আমাদের মায়ের কৃপায় তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ একবৎসরের অধিক কাল এই ভীষণ যুদ্ধে কত সৈনিকের অমূল্য আত্মা পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছে তাহার ইয়ত্বা করা দুষ্কর। নররক্তে ছিন্নমস্তার তৃষ্ণা প্রসমিত হইয়াছে, এইক্ষণ ভগবতীর প্রসাদে যুদ্ধের অবসান আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। এবং যুদ্ধান্তে মহতী বৃটন জাতির জয় ঘোষণার সহিত ভারতের স্বায়ত্ব-স্বাধীনতা ভারতবাসীর শতসহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে।

উপসংহারে বঙ্গীয় কায়স্থ-ভ্রাতাগণকে

গললগ্নকৃতবাসে জিজ্ঞাসা করিতেছি—"স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ" শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী কি আমরা ভুলিয়াছি, কায়স্থ প্রকৃত ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত হইয়া ও কি জন্য আজি ও শূদ্রাচারী হইয়া রহিয়াছেন। কায়স্থ জাতির আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান কোথায় গেল? হায়! হায়! চন্দ্রদ্বীপ ও টাকী সমাজের কি চৈতন্য হইবে না? আমরা আশা করি এই উভয় সমাজ প্রত্যাসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার সময় স্বধর্ম্মে ব্রতী হইয়া বঙ্গজ সমাজের চির-প্রসিদ্ধ-শৌর্য্য এবং তেজ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদক।

আগমনী।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি।"

সম্বৎসর পরে, প্রাবৃটের ঘনবর্ষণের অবসানে, শুভশরৎকালের প্রত্যন্তে,মা, তুমি এস। একবৎসর পরে, অনেক সহস্র শোক দুঃখ বিবাদ বিষাদের মধ্যে, তুমি আসিতেছ, আমরা আহ্বান করিতেছি, এস মা, এস। এস মা শারদে, বরদে, দুর্গে, তুমি এস।

তুমি মা, নিত্যা, নিত্যাধিষ্ঠাত্রী, চরাচরের মধ্যে নিত্য বর্ত্তমানা, তোমার আবার আসা যাওয়া কি? তোমার আবাহন ও বিসর্জ্জন, তোমার আগমনী ও বিজয়া, আমি ত কিছুই বুঝি না মা। তুমি ত সেই সতী,যিনি বর্ত্তমানা বলিয়াই সতী। সতী বা সৎ, চিন্ময়ী বা চিন্ময়, আনন্দময়ী বা আনন্দময়, এ সবই ত এক, কেবল ব্যাকরণের কসরত অথবা ভাষার কারচুপি বই ত নয়। তবে মা, চিরবর্ত্তমানা সতী তুমি, তুমি ত অখিল নিখিল সর্ব্বস্থলেই, সর্ব্বাবস্থায়ই সতী বা বিদ্যমানা; তবে তোমার যাওয়ারই স্থান কোথায় আর আসিবারই বা উপায় কি? তুমি যে সর্ব্বদাই আমাকে কোলে লইয়া রহিয়াছ,—আমি গাঢ় প্রসুপ্ত, অথবা মূর্চ্ছিত বলিয়া বুঝিতে নাপারি, কিন্তু তাহাতে সত্যের অপলাপ ত হয় না মা। তবে তুমি আসিতেছ, এ কেমন কথা?

লোকে বলিতেছে, আমার এ মহাভ্রম অথবা বাচলতার জল্পনা। তুমি যদি না আসিবে, তবে এই বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র গৃহে সহস্র সহস্র কুম্ভকার অথবা সূত্রধার মাটি লইয়া তোমার মূরতি গড়িবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ভাগ্যবান্ গৃহস্থগণ শত শত ছাগমেষ মহিষ কিনিতেছে কেন? দলে দলে যাত্রা, কবি বাই খেমটার বায়না চলিতেছে কেন? সহরে সহরে শত সহস্র দোকানে কেনা বেচার এত ধুম লাগিয়াছে কেন? এই সকল প্রশ্নের একই উত্তর,—তুমি আসিতেছ।

এই সকল প্রশ্ন যাঁহারা করেন, অথবা যাঁহারা তাহার উত্তর চাহেন, তাঁহারা "দেবানাং প্রিয়," সৌভাগ্যবান্, আমার সহিত উহাঁদের কোন সংশ্রব নাই। আমি স্ত্রীপুত্র কন্যাকে দুইবেলা দুইমুষ্টি অন্নদিতে অপারক, আমি ত তোমার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে মৎস্যমাংস-যুক্ত ঘৃতান্ন খাওয়াইতে কিংবা কৌষেয় বসন পরাইতে পারিব না। যাঁহাদের গৃহে তোমার মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা ধন্য, শত ধন্য। ইহলোক এবং পরলোক তাঁহাদের সুখময়।

কিন্তু মা, সত্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্পষ্ট উত্তর দাও মা। সত্যই কি তোমার

শোণিততৃষ্ণা এত অধিক যে, সেই তৃষ্ণার নির্ব্বাপণ জন্য এবৎসরও ছাগমেষ মহিষের প্রাণদিতে হইবে? আজ একবৎসরের অধিক-কাল হইল ভূমণ্ডলের শীর্ষস্থ সুসভ্য, মহাধনবান্ রাজশ্রোত্রিয়গণের অনুষ্ঠিত রণযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ নরমেধ সম্পাদিত হইতেছে, য়ুরোপের নদনদী গুলি বৈতরিণীকেও পরাস্ত করিয়াছে, সমগ্র মহাসাগর, শ্বেতপীত কৃষ্ণকায় নরনারী ও শিশুরক্তে লোহিত সাগরে পরিণত হইতেছে, মেদিনী যাহার ফলে সার্থকনাম্নী হইয়াছেন, এই মহারণোৎসবের বৎসরেও কি তোমার শোণিত তৃষ্ণা মিটে নাই? ধন্য তোমার সন্তান স্নেহ! ধন্য তোমার ভক্তগণের ভক্তি। আমি মূর্খ এই ভক্তির মূল্য বুঝিতে অক্ষম।

পৃথিবী ব্যাপী সংগ্রাম, জগদ্ব্যাপী হাহাকার, ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং বঙ্গ-বিহার-ব্যাপী জলোচ্ছ্বাস, এ সকলই ত তোমার লীলা। এবৎসর কামানের গর্জ্জনের সহিত আর্ত্তের হাহাকার, শোণিত ও অশ্রুস্রোতের সহিত জলস্রোত এবং যুদ্ধের সহিত অভাব মিলিয়া মিশিয়া তোমার অপূর্ব্ব আগমনী ক্ষেত্র, প্রস্তুত করিয়াছে। আমি একা নহি, তোমার শুভাগমনের উৎসবের প্রারম্ভে, আমার মত অনেক, অসংখ্য, দরিদ্র পুত্রকন্যাদি পোষ্য ও পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্নকষ্টে, দারিদ্র্য জ্বালায় বুভুক্ষা ব্যাধি-শোক-প্রপীড়িত দেহমন লইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত, তপ্ত অশ্রুপ্রবাহের সহিত, তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশ, পরিবার, দেহ ও মনের যে অবস্থা, তাহাতে তোমাকে কি বলিয়া আবাহন করিব? শুভওঅশুভ, জন্মওমৃত্যু, রোগওভোগ, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য সকলই তুমি। হতাশা ও তুমি, আশা ও তুমি। আশা তুমি, তাই আসা। তুমি আসিতেছে, সেই ভরসা। মা, দুঃখ দৈন্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আমার দেশে অভাবগ্রস্ত আমার পরিবারে, ব্যাধিশোক পীড়িত দেহে ও মনে, তুমি এস। তোমার স্পর্শে, তোমার আশীর্ব্বাদে, অখিল জগতের সর্ব্বদুঃখদুর্গতি দূর হউক। তুমি এস।

ওঁ শম্॥ শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

আবাহন।

আয় মা আয়
সতী আয়!
কত কাল পরে
পেয়েছি তোমারে,
কোলে তুলে নিতে
প্রাণ চায়।

আমার কোলে আয়
আমার ঘরে আয়
সতী আয়!

মা আসিতেছেন, সম্বৎসর পরে আবার এই সুপ্ত বঙ্গে মহামায়ার মহাপূজার মঙ্গলশঙ্খ

বাজিতেছে। আবার আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বা—হিমালয় মেনকার প্রাণাধিকা স্নেহের দুহিতা—আমাদের জননী, দুর্গতী-নাশিনী দুর্গা হিন্দু-গৃহে আবির্ভূতা হইতে-ছেন।

২। প্রাবৃটের ঘন-ঘটা বিদূরিত হইয়াছে। প্রকৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল। নীল-নভঃ অসীম-লাবণ্য-সাগরে ভাসিতেছে। শারদ শশধর হাসিতেছে, শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে! আকাশের নীল-অঙ্গে নীলজলে যেন—অনন্ত নক্ষত্রমালা কমল-কহ্লারবৎ হাসিতেছে—ভাসিতেছে। প্রকৃতিসতী প্রফুল্লকুসুমডালি মাথায় লইয়া ফুলসাজে ফুলরাণী সাজিয়া বঙ্গবালার ন্যায় আনন্দময়ীর পূজার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উদ্যানে বিবিধ বিটপি-ব্রততীদল ফুলে ফলে সজ্জিত হইয়া অবনত শিরে অপেক্ষা করি-তেছে, মায়ের রাতুলপদে ফুল-ফল উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইবে। জলে কমল-কুমুদ এবং স্থলে স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত; যূথী, যাতী জবা, কেতকী, মালতী, শেফালিকা প্রভৃতি অনন্ত-কুসুম ফুটিয়া মহামায়ার পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য—মহাশক্তির পদ-স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হই-য়াছে। প্রকৃতির বিশালদেহে অনন্তসৌন্দর্য্য —অসাধারণ প্রীতি-ভক্তি উছলিয়া পড়ি-তেছে! আনন্দময়ীর শুভ আগমনে বিশ্ব-প্রাণীর আত্মা আনন্দপূর্ণ হইবে—তৃপ্ত হইবে ধন্য হইবে। মা আসিতেছেন। ভাই-ভগিনী সকল, বিশ্বমাতার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা মায়ের শ্রীচরণে—মহামায়ার জগন্মোহিনী মধুরমূর্ত্তি দেখিবে ত এস। ঐ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষু, আর ঐ নির্ম্মল শারদীয় আকাশের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক পবিত্র হৃদয় লইয়া এস; অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত প্রীতি ও অনন্তভক্তি লইয়া এস। ঐ দেখ মঙ্গলজননী সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা মা—আনন্দময়ী মা আসিতেছেন। এস ভাই! মাকে দেখিবে যদি একবার মাতৃ-হারা শিশুর ন্যায় ছুটিয়া এস—একবার সাধকের প্রাণ লইয়া ভক্তিভরে মাকে ডাক।

৩। আমার এ আঁধার ঘরে—আমার এ নিরানন্দ পুরে মা আসিবেন কি? এ অশুচি দেহ লইয়া—এ অসংযত ঘৃণিত আত্মা লইয়া মায়ের পবিত্র পূজা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিব কি? আমার প্রতি-পাপ-নিঃশ্বাসে পূজার পবিত্র মণ্ডপ অশুদ্ধ, অশুচি হইয়া যাইবে যে! এ ঘৃণিত ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া মাতৃ-পূজায় বিরত থাকিও না। আত্মা পবিত্র কর—সাবিত্রী সংস্কারে আত্মা পবিত্র কর; ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম সূচিত কর ভক্তি-গঙ্গা প্রবাহে মনের মলিনতা দূর কর। হৃদয়-গৃহের পাপ-কালিমা সযত্নে মুছিয়া ফেল, অনাবিল ভক্তির পবিত্র বাতাসে হৃদয়-মন্দির পবিত্র হউক; মা আসিতেছেন, তাঁহাকে এ মন্দিরে বসাইতে হইবে। হৃদয়ের পাপ-তাপ মলিনতা জঞ্জাল সব ভক্তিপ্রবাহে ভাসা-ইয়া দাও। অন্ততঃ তিন দিনের জন্য এ কলুষ-হৃদয় পবিত্র করিয়া মাতৃ-পূজার উপযোগী করিয়া লও; আনন্দময়ীর অর্চ্চ-নায় প্রেমানন্দে হৃদয় ভাসিয়া যাউক—বিশ্ব পূর্ণ হউক।

৪। এ শক্তিপূজা সাধারণের পূজা নহে, এ উৎসব সর্ব্বসাধারণের উৎসব নহে, এ ক্ষত্রি-

য়ের পূজা—ক্ষত্রিয়ের উৎসব। ক্ষত্রিয়ের উৎসবেই বিশ্বের উৎসব—ক্ষত্রিয়ের আনন্দেই জগতের আনন্দ। তাই আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে বিশ্ব ভাসিয়াযায়। ক্ষত্রিয়বীর শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং স্বহস্তে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন—অকালে বোধন করিয়া আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আর একদিন ক্ষত্রিয়বীর মহারাজ সুরথ লক্ষবলি দানে মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাশক্তি ক্ষত্রিয়ের নিত্য-পূজ্যা, চিরারাধ্যা মহাদেবী। ক্ষত্রিয় কালাকাল ভেদ না করিয়া প্রয়োজন হইলেই সুপ্ত শক্তিকে জাগাইবে—হৃদয়ের সমস্ত কুপ্রবৃত্তিগুলি মাতৃ-পদে বলি দিয়া—সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া তাঁহার পূজা করিবে। এস কায়স্থ ভ্রাতৃগণ। ক্ষত্রিয়-সন্তান তোমরা আর শূদ্রবৎ থাকিও না। প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় জাতীয় সংস্কার করিয়া, উপবীত গ্রহণে আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করতঃ মাতৃ-পূজার পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হও—ভক্তিপূর্ব্বক পূতঃ মন্ত্রে তাঁহার আরাধনা করিয়া ক্ষত্রিয়জন্ম—মানবজন্ম সার্থক কর। মনে রাখিও এই পূজা তোমার নিজের করণীয় প্রতিনিধি দ্বারা হইবে না।

৫। ছি! আপনাকে অধম অযোগ্য মনেকরিয়া মাতৃপূজায় পশ্চাৎপদ হইতেছ কেন?—এমনকরিয়া পেছনে পড়িয়া থাকিলে ... । জগত যে তোমাকে অনর্থক শূদ্র মনে করিয়া পদ-দলিত করিয়া ফেলিবে। মানুষ হও, আপন জন্মগতসত্ব—জাতীয় অধিকার লাভে যত্ন কর। সেই শ্রীরামচন্দ্র ও সুরথের বংশধর তুমি; তুমি শক্তি না পুজিলে আর কে পুজিবে, মাকে স্বহস্তে না পুজিলে কি মায়ের পূজা হয়? পরকৃত পূজায় মায়ের তৃপ্তি—আত্মতৃপ্তি হইবে কেন? যে সমর্থ হইয়াও আপন মায়ের সেবা আপনি না করিল, তাঁহার মানব জীবন ধারণ করিয়া ফল কি? ঐ দেখ মা আসিতেছেন, চারিদিকে মঙ্গল-বাদ্য বাজিতেছে, কুলাঙ্গনারা হুলুধ্বনি দিতেছেন—ঘরে ঘরে মাঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনি হইতেছে। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আত্ম-সংস্কারে দেহ পবিত্র কর, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায়—ভক্তবীরের ন্যায় মাতৃ-পূজার পবিত্র আসনে বসিয়া পূতঃদেহে পূতঃমন্ত্র পাঠ করিয়া 'মা-মা-মা' বলিয়া ডাক। তোমার মানবজন্ম ধন্য হইবে, ত্রিতাপ দূরে পলাইবে। যদি মাতৃ-পূজার নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, তবে ক্ষত্রিয়বীর শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ভক্তিভরে মাকে ডাক, মহারাজ সুরথের ন্যায় মাতৃচরণে সমস্ত কুপ্রবৃত্তিনিচয় বলি দাও। তোমার অন্তরে ত অনেক কুপ্রবৃত্তি, অনেক কুবাসনা আছে, তাহাতে কি লক্ষবলি পূর্ণ হইবে না?—অবশ্যই হইবে। ঐ দেখ, মা আসিতেছেন! তোমার পূজা চাহিতেছেন, বলি চাহিতেছেন! এস, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ভক্তবীরের ন্যায় মাতৃ-পূজার পবিত্র আসনে উপবেশন কর।

৬। কোথায় আসিবে মা?—এ দুঃখের শ্মশান ভূমে তুমি কোথায় দাঁড়াইবে মা? হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য যে এ ক্ষুদ্র হৃদয় অধিকার করিয়াবসিয়া আছে মা? এ দগ্ধ-হৃদয়ে—এ পিশাচের রঙ্গভূমে ত আর একটুকু স্থান নাই মা! তবে আর তোমায় কোথায়

বসাইব? আমার বড় সাধের পূজার মণ্ডপ যে মা বিষম নৈরাশ্যের মহাঝঞ্ঝাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—মায়ের অধিষ্ঠানভূমি সে গৃহ শূন্য পাইয়া—অশুচি অশুদ্ধ পাইয়া তাহাতে যে কাম-কুক্কুর ও কুপ্রবৃত্তি-শৃগালেরা জড়াজড়ি করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাব্রতের অভাবে আমার হৃদয় রক্তজবা বিষাক্ত কীট-দষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দেহ-মঙ্গল-ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মহাকালের ভীষণ-নিনাদ ভয়ে প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে। এ পিশাচের রঙ্গভূমি মা আনন্দময়ি! তোমার আশ্রয় কোথায়?

৭। আমার হৃদয়-গৃহের ন্যায় এই বঙ্গগৃহ ও আজ ভীষণ শ্মশান। মহাশ্মশানে অবিরত দুঃখের অনল জ্বলিতেছে, রাবনের চিতার ন্যায় সে শ্মশান-বহ্নির আর বিরাম নাই। বঙ্গের সে-আনন্দ-পীযুষ পরিপ্লুত উল্লাসময়ী মূর্ত্তি আজ কোথায় গেল? বঙ্গবাসী আজ অসার,নির্জ্জীব, ভীরু, নিস্পন্দ ও অবসাদগ্রস্ত। হিন্দুর প্রাণে বল নাই, হৃদয়ে সাহস নাই, মনে উৎসাহ নাই, কার্য্যে উদ্যম নাই, গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পারিবারিক ঐক্য নাই, সাংসারিক সুখ শান্তি নাই। চতুর্দ্দিকে অনন্ত অভাব, অশান্তি, অমঙ্গল, রোগ, শোক, জরা, দুঃখ, দারিদ্র্য নিয়ত বিরাজিত। তাঁহাদের ধর্ম্ম-মন্দির স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারিতার কুবাতাসে মলিন—জাতীয় সমাজ ঘোরতর স্বার্থপরতার সামাজিক কোলাহলে কৃষ্ণবর্ণ জলদমালায় সমাচ্ছন্ন। . অনাচার, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা বিলাসিতা এবং স্বার্থপরতা আজ তাহাদের প্রিয় অঙ্গভূষণ। এ উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ আঁধার গৃহে—এ দানবিক রঙ্গভূমে এ দুর্দ্দিনে তোমার আসিয়া কাজ নাই মা। যাও মা আনন্দময়ী, তুমি অলকাপুরীর আনন্দগৃহে —কৈলাসের চিরআনন্দমন্দিরে ফিরিয়া যাও।

৮। তুমি না মা শ্মশান-বাসিনী—তুমি না মা শ্মশানেশ্বরের প্রিয়তমা গৃহিণী? ভূত, প্রেত তোমার চির-আপনার-জন। শ্মশান তোমার প্রিয় নিকেতন, আর শ্মশান-ভস্ম তোমার বরাঙ্গের প্রিয় আভরণ। তুমি ত মা চির দিনই শ্মশান ভালবাস। তবে এস মা, এস। একবার এ পিশাচের রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইয়া তোমার স্নেহের মলয়-বাতাসে এ দগ্ধ শ্মশান-বক্ষে স্বর্গীয় শান্তির প্রতিষ্ঠা কর। আমরা ধন্য হই, এ পতিত বঙ্গ পুণ্য তীর্থে পরিণত হউক। তুমি ত মা, রাজরাজেশ্বরী, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। ত্রিলোক তোমার বিশাল রাজ্য, রত্নাকর তোমার ধন ভাণ্ডার; তুমি ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত শিবদ্বেষী দক্ষ রাজের প্রাণাধিকা দুহিতা হইয়া, জগতের শিবেরজন্য বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত শ্মশানবাসী সর্ব্বত্যাগী ভিখারীর চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মাণ্ডে মহা-ত্যাগের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছ, তাই তুমি শিবানী, শিবের গৃহিণী আর সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ জননী। শিব উপাসনাই তোমার জীবনের মহাব্রত,সিদ্ধি প্রদানে তুমি নিত্য-মুক্ত-হস্ত, আর বিশ্ব-হিত বিশ্ব-কল্যাণ, বিশ্ব-শিব সাধনাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য। যে খানে দুঃখ, যে খানে দৈন্য ও যে খানে পিশাচের অট্টহাস্য যেখানে শ্মশান বহ্নি, যে খানে গলিত শবের পূতিগন্ধ, তুমি ত মা সেখানে ছুটিয়া যাও, শ্মশানে অনন্ত শান্তি ছড়াও; তাই শ্মশান

সদা শিবের বাসস্থান। ভূত প্রেত তোমার প্রিয় সন্তান মা।

৯। এস মা এস! এই দেখ, আমরা তোমার মসীজীবী ক্ষত্রিয় সন্তানগণ আজ রোগ শোক ও জরাজীর্ণ দেহে শত লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত প্রাণে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি করে তোমার উদ্দেশে দাঁড়াইয়া আছি। লও মা, আমাদের এই প্রীতিভক্তির পুষ্পাঞ্জলি আমাদের এই সচন্দন জবা বিল্বদল সাদরে গ্রহণ কর। আমরা তোমার ঐ রাতুল চরণে তোমার রাজিব পদে অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই। আমাদের দৈন্য, দুঃখ, অবসাদ, অসাম্য, হিংসা, বিদ্বেষ ও আত্মকলহ সব ঘুচিয়া যাউক। অসাম্যের রাজ্যে সাম্য, অমঙ্গলের গৃহে চির-মঙ্গলের চিরশিবের প্রতিষ্ঠা হউক,অনৈক্যের আগারে মহা ঐক্যের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠুক। মহা শান্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হউক। সর্ব্ব অমঙ্গল, সর্ব্ব অশান্তি দূর হইয়া এ পাপ তপময় ধরিত্রী-বক্ষ সর্ব্বমঙ্গলার জয় ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হউক।

১০। এস মা মহা শক্তি! একবার এ শক্তিহীন দুর্ব্বল হৃদয়ে এস আমরা যে শক্তিহীন মহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, এদেহে তুমি বল না দিলে তুমি জীবনী শক্তি সঞ্চার না করিলে এ নিস্পন্দঅসার শরীরে তুমি স্পন্দনশক্তি নাদিলে আর কে দিবে মা? এস মা, এস, মা সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়িনি! এস মা জগজ্জননি, মহাশক্তিময়ী মহামায়ে! বিশ্বপ্রসবিনি বিশ্ব জননি এস! তোমার মহাশক্তি-সিন্ধুর এক বিন্দু দিয়া এ অধম সন্তানগণের নির্জীব দেহ সজীব কর—তোমার মৃতসঞ্জিবনী সুধাপানে আমরা আবার শক্তিশালী হই। এস মা দুর্গে তোমার মঙ্গল পদস্পর্শে এ বঙ্গ ভূমি হইতে অশান্তি অমঙ্গল দূরীভূত হউক। হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, স্বজন দ্রোহিতা, ও রাজদ্রোহিতার চিহ্ন আমূল মুছিয়া যাউক। আমরা বিশ্বপ্রেমের অনাবিল প্রবাহে বিশ্বমাতার প্রীতি ও অনন্ত-ভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহে চির-কল্যাণময় রাজ্যে ভাসিয়া যাই।

১১। ঐ দেখ মা, ব্রাহ্মণগণের কঠোর নিষ্পেষণে, স্বজন সম্প্রদায়ের মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতনে আমরা যে জীবন্মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছি। এস মা করুণাময়ি! আমাদের প্রতি ঐ নিষ্কারণ হিংসা মহা-বিদ্বেষ তোমার করুণাবারি সিঞ্চনে বিদূরিত হউক। বিদ্বেষের রাজ্যে প্রীতির মলয় সমীর প্রবাহিত হউক। এস মা অন্নপূর্ণে! তোমার প্রদত্ত অমৃতোপম অন্নসেবনে আবার আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠি, আবার এ দীন মসীজীবী ক্ষত্রিয় জাতির গৃহ ধন ধান্যে পূর্ণ হউক, আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র জ্ঞানে এদীন জাতি জাতির উচ্চাসনে সমাসীন হইয়া পূজার পবিত্র মন্দিরে পবিত্র আসনে বসিয়া তোমার পূজা করিয়া, স্তব-স্তোত্রগাথায় চণ্ডীপাঠে গগন প্রতিধ্বনিত করুক। আমাদের ভক্তি-বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাউক। আবার এ বিষাদ-ম্লান-মসীজীবী ক্ষত্রিয় জাতির মুখে অসাধারণ প্রতিভার ছায়া হাসির মধুর রেখা ফুটিয়া উঠক। আবার কায়স্থের ঘরে ঘরে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হউক,ঘরে ঘরে হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক, রামের ন্যায় সত্য প্রিয়, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা, অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হউক।

এস ভাই, বঙ্গবাসী! তোমরা এস। একবার সকলে ভক্তিভরে মায়ের চরণে লুণ্ঠিত হও! একবার মা, মা, মা, বলিয়া কাঁদ। মা তোমাদিগের অবশ্যই অশ্রু মুছিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন। তোমরা ধন্য হইবে আনন্দময়ী জননী আমাদিগকে কখনই নিরানন্দে রাখিবেন না। ডাক ভাই, একবার ভক্তি ভরে মাকে ডাক। একবার বল,-

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা

সাহিত্যিক হুজুগপ্রিয়তার ফল

সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে, সাহিত্যিক কর্ত্তব্যগুলি মানসপটে উজ্জ্বলাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখা অতীব প্রয়োজন। সাহিত্য, সমাজের শৃঙ্খলা, স্থায়ীত্ব ও কল্যাণ সংসাধনের জন্য; সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গকরণ, সমাজকে অকল্যাণের নাগপাশে বন্ধন ও ধ্বংসপথে পরিচালন সাহিত্যের কর্ত্তব্য সীমার অন্তর্গত নহে। যে সাহিত্যিক সাময়িক তরঙ্গে ভাসিয়া সমাজের হিতাহিত চিন্তা একটীবারও অন্তঃকরণে স্থান না দিয়া হস্ত কন্ডুতিবশে লেখনী সঞ্চালন করেন, তিনি মানবজাতির ঘোরতর শত্রু সন্দেহ নাই। বিচার-শক্তিহীনতা ও অদূরদর্শিতা হইতেই অসংযত ভাবের সৃষ্টী হইয়া থাকে। অসংযতভাব, সাহিত্য ক্ষেত্রে যে কতরূপ হলাহল উদ্‌গীর্ণ করতঃ প্রতিনিয়ত বিষবৃক্ষের উৎপাদন করিয়া সমাজে নানারূপ অনর্থপাত করিতেছে, তাহা মনস্বী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবৃন্দের অননুভূত নহে। যাহা দেখিব, যাহা শুনিব, অবিচারিত চিত্তে, অম্লানবদনে, তাহা সমাজসমক্ষে পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়া দেখাইব; একচক্ষু হরিণের মত ঘটনার একদিক দর্শন করতঃ ঢক্কাধ্বনিতে সমাজবক্ষ বিকম্পিত করিয়া তুলিব, ইহা কখনই সাহিত্য-সেবা নাম পাইবার যোগ্য নহে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্যিক শক্তির অপব্যবহার মাত্র। সকল দেশে সকল সমাজে স্তর বিশেষে হুজুগপ্রিয় লোক আছে, হুজুগপ্রিয়তা আছে। হুজুগপ্রিয়তার ফলে যে সমাজের অহিত সংসাধিত হয় তাহাও অধিকাংশ লোকে অপরিজ্ঞাত না হইলেও হুজুগপ্রিয়তা যে সমাজ হইতে কখনও একেবারে তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা খুবই নিশ্চয়। কিন্তু উচ্চস্তরে বিশেষ যাহারা সাহিত্য সেবা রূপ কঠিন দায়িত্বপূর্ণ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হুজুগ প্রিয়তা বিদ্যমান থাকিলে সমাজের উন্নতির

আশা একরূপ আকাশকুসুমে পরিণত হয়। আমরা বাঙ্গালীজাতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত হুজুগ প্রিয়, তাহাতে যদি সাহিত্যিকগণ, নিত্য নূতন হুজুগের ইন্ধন যোগান, তবে যে হুজুগের অগ্নি প্রদীপ্ত শিখায় সমাজের সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়া আমাদিগকে মরণের রাস্তায় টানিয়া লইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে সহিত্যিকগণের অবিবেচনা হেতু অসতর্ক ভাবে প্রচারিত কত ভাবলহরীই যে বঙ্গসমাজকে প্রপীড়িত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সম্প্রতি বঙ্গীয় নারী সমাজে যে কুমারী যুবতীগণের মধ্যে উৎকট পাপ আত্মহত্যা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া সমাজশান্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কি সাহিত্যিগণের চিন্তাহীনতা ও হুজুগপ্রিয়তার ফল নহে? যে হিন্দুজাতি দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রনায় পতিত হইয়াও হিন্দুর নৈতিক উচ্চশিক্ষা গৌরবে 'আত্মহত্যা' অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বিবেচনা করিত—আত্ম-হত্যা জনিত পাপে অসদ্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত, আত্মহত্যা ক্রিয়াকে সর্ব্বদাই ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিত, আজ সামান্য কারণেও তাহাদের সমাজে আত্মহত্যা প্রবৃত্তি কেমন করিয়া আসিল? সাহিত্যিকগণের অযাচিত কৃপায়ই কি হিন্দুসমাজে এ ভাব বিপর্য্যয় সংঘটিত হয় নাই, প্রাচীন সহিত্যিক-গণের চিন্তাশীলতা ও সমাজ শুভাকাঙ্ক্ষা-জাত সংযত লেখনী সমাজ হইতে যে ভয়ঙ্কর ঘৃণিত আত্মহত্যা প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবীদের হুজুগপ্রিয়তা ও অসাবধানতায় তাহা পুনর্ব্বার মস্তকোত্তোলন করিতে অবকাশ পাইল, ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি? কেহ মনে করিবেন না, সাহিত্যিকগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মহত্যা করিতে সমাজে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আত্মহত্যা সমাজে প্রসারিত হয় ইহাও যে তাঁহাদের আন্তরিক বাসনা এরূপও আমরা বলি না। তবে তাঁহাদের অসাবধানতায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মহত্যা সমাজে প্রসৃত হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের এ উক্তির যাথার্থ্য আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদীকৃত করিতেছি, সহজেই উপলব্ধি হইবে। ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহলতার উদ্বাহে পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, পথের ভিখারী সাজিতেছেন, হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে পরিহিত বসন কেরোসিন তৈলে সিক্ত করতঃ অগ্নি সংযোগে আত্মহত্যা-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিল সাহিত্যসেবীদের শ্রবণবিবরে এ সংবাদ তড়িত বেগে প্রবিষ্ট হইল। সাহিত্যিকগণ উচ্ছ্বাসে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। সাহিত্য সরোবরের রোহিত মৃণাল হইতে আরম্ভ করিয়া খলিশা পুটী পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্যসেবীই গা ঝাড়া দিয়া অঙ্গবিশেষ সঞ্চালিত করিয়া বঙ্গসমাজ আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন। কেহ প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ কবিতা রচিয়া কেহবা গল্প প্রস্তুত করিয়া স্নেহলতার আত্মহত্যা পাপকে সমাজ সমক্ষে পুণ্য কার্য্যরূপে প্রদর্শন করিলেন। স্নেহলতার আত্মহত্যা পরার্থে আত্মোৎসর্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে প্রচারিত হইল। সাহিত্যিকগণের কৃপায় স্নেহলতা উৎকট পাপ কর্ম্ম করিয়াও পুণ্যবতী নাম প্রাপ্ত হইল, সে দেবীর আসন অধিকার করিল। স্নেহলতার আত্ম-হত্যায় সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যিকগণের লেখনীর মুখে হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হওয়াকেও

কেহ অস্বাভাবিক বলিতে পারে না। সাহিত্য সেবীগণ, যদি, যে অসহ্য পণপ্রথার অত্যাচারে স্ফুটনোন্মুখ বালিকা আত্মহত্যা পাপে সমাজ হৃদয় কলুষিত করিল—জনক জননীকে, অসহ্য শোক শেলাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া গেল,সেই পণপ্রথার শত দোষ কীর্ত্তন পূর্ব্বক সামাজিকগণের শিরে অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া স্নেহলতার অকালমৃত্যু হেতু লেখনী সঞ্চালনে বঙ্গসমাজে শোকপ্লাবন উপস্থিত করিতেন পরন্তু স্নেহলতার আত্মহত্যাকর্ম্মকে পাপকর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে বিস্মৃত না হইতেন, তবে তাহাদের লেখনীধারণ সার্থক হইত।

কিন্তু তাঁহারা হুজুগে মাতিয়া পাপকে পুণ্যের আকার দান করিলেন—কদর্যমূর্ত্তিকে বসন ভূষণে সুন্দরী রূপে প্রতিভাত করিয়া সমাজ নয়নের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইলেন, প্রকারান্তরে আত্মহত্যার সমর্থন করিয়া বসিলেন। তাঁহারা যে পণপ্রথার দোষনীয়তা প্রচার করিতে বিরত ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদের অভিপ্রায় যে সৎভাবান্বিত ছিল, তদ্বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। (হয়ত তাহারা মনে করিয়া থাকিবেন, স্নেহলতার আত্মহত্যাকে আত্মদানরূপে চিত্রিত করিলেই বঙ্গসমাজ হইতে নিন্দিত পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইবে,সমাজের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে,কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। ইহা তাহাদের একটী মস্ত ভুল। কুমারী কন্যাগণের আত্মহত্যার ফলে কখনও পণপ্রথা রহিত হইবে না, যদি হয়, পণপ্রথা স্বাভাবিক নিয়মেই রহিত হইয়া যাইবে। কোথায় কাহার কন্যা আত্মহত্যা করিল, অভিমন্যু বাবু তজ্জন্য পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ হইবেন, এতটা সহৃদয়তা আশা করা যায় না। কাগজ কলমে হইতে পারে, কার্য্যকালে হয় না)। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য, হুজুগপ্রিয়তা ফলে স্নেহলতার আত্মহত্যা অপকর্ম্মটীকে ত্যাগদৃষ্টান্ত স্বরূপ এত উজ্জ্বল করিয়া দেখান সঙ্গত হয় নাই। তাহার ফল যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। আত্মহত্যার প্রশংসাধ্বনিতে নারীসমাজ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় কুমারী ও যুবতী সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে। স্নেহলতার জয়ধ্বনি শেষ হইতে না হইতেই কায়স্থ বালা নিভাননী আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে আরোও কতিপয় বালিকা, তাহাদের অপকর্ম্মের অনুকরণ করিয়া আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল। (ক) স্নেহলতার মৃত্যু দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত যে কত বালিকা যুবতী অবৈধ উপায়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সমাজশিরে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপন পুরঃসর অসদ্গতি লাভ করিল তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহা আতঙ্কের কথা নহে কি! আত্মহত্যার এ স্রোত কতদিনে কোথায় যাইয়া থামিবে কে বলিতে পারে! হিন্দুর নৈতিক উচ্চ শিক্ষা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আত্মহত্যার পারলৌকিক ভীষণতার চিত্র হিন্দুসমাজ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে, তাহাতে আবার দেশের লোকশিক্ষার ভাব

(ক) দুঃখের বিষয় যুবক সম্প্রদায়েও আত্মহত্যা পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে। সামান্য কারণে অহিফেন সেবনে উদ্বন্ধনে জীবন নাশ করিতে তাহারাও অভ্যস্ত হইতেছে।

লেখক।

যাহাদের হস্তে ন্যস্ত তাহারা যদি সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াও সাময়িক প্রয়োজনে অবৈধ কর্ম্মকে বৈধতার বেশে লোকসকাশে উপস্থিত করেন, তবে তাহার ফল যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইবে তাহাতে সংশয় করিবার কারণ নাই। অধুনা আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি এত প্রবলতা লাভ করিয়াছে, যে সামান্য দুঃখ যন্ত্রণাও নারীজাতির সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিয়া আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিতেছে। সোনার সংসার ছারখার করতঃ দুর্লভ মানবজন্ম, অকালে ভোগ বাসানায় হৃদয় পরিপূর্ণ থাকিতেই ঘৃণিত উপায়ে নাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না। কিয়দ্দিবস গত হইল, সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, যশোহরের কোন কায়স্থ ভদ্রলোকের যুবতীকন্যা অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। আত্মহত্যার কারণ, শাশুড়ীর নির্য্যাতন ও শিক্ষিত স্বামীর সেই অসদাচরণের প্রতিকার কল্পে উদাসীনতা শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক বধূ অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে পিতৃভবনে বিতাড়িতা হইল। কিছুকাল পিত্রালয়ে থাকিয়া পুনরায় শাশুড়ীর অত্যাচার অবিচারকে শিরোধার্য্য করিয়াও পতিগৃহে অবস্থিতি জন্য বধূ ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। স্বামীগৃহে যাইবার জন্য আত্মীয় স্বজন এমন কি স্বীয় জনকের দ্বারা ও শাশুড়ীকে বহু অনুরোধ উপরোধ করাইল। কিছুতেই কিছু হইল না, শাশুড়ীর কঠিন মন কঠিনই রহিল—বধূকে স্ব ভবনে স্থান দিতে তিনি অস্বীকার করিলেন। অভিমানে প্রাণের যাতনায় যুবতী অহিফেনের শরণাপন্ন হইয়া জীবলীলা শেষ করিল। ভাবিয়া দেখুন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির মধ্যে সংযমশক্তির কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারিত না। শিক্ষিত স্বামী সক্ষম হইলে হতভাগিনীর জীবন হয়ত সুখময় হইতে পারিত। পিতৃভবনে অন্নবস্ত্রেরও অভাব ছিল না। বিধবা হইয়াও রমণীরা আত্মীয় গৃহে বাস করিয়া জীবনপাত করে—আত্মহত্যা করে না। এমন অবস্থায় আত্মহত্যা প্রবৃত্তি কেন তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল ? জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "ইহাও কি স্নেহলতার আত্মহত্যায় যশোগানের ফল বলিবে ? কুমারী স্নেহলতার সদিচ্ছাপ্রসূত আত্মহত্যাকে সাহিত্যিকবৃন্দ আত্মদানরূপে পরিকীর্ত্তিত করায় যদি আত্মহত্যা প্রসারিতই হইয়া থাকে ; তবে কুমারীগণের মধ্যেই তাহা সংক্রামিত হইবার কথা। বিবাহিতা রমণীদের মধ্যে আত্মহত্যা বিস্তারের হেতু উহা ত বলিতে পার না।" সকলেই জানেন সকলে সমান চিন্তাশীল নহে—সকলেই উদ্দেশ্য বিচার করিয়া কার্য্য করে না। অনেকেই কার্য্য দেখিয়া কার্য্য করিয়া থাকে—তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক। স্নেহলতার আত্মহত্যার অব্যবহিত পরেই কতিপয় কুমারী কন্যা তাহার অনুকরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে ; ক্রমে উদ্দেশ্য ভুলিয়া আত্মহত্যার অনুকরণে আত্মহত্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। যুবতী, পৌঢ়াও বাদ যাইতেছে না। স্নেহলতার আত্মহত্যার যশোগীতিও যেমন একটী প্রধান কারণ, সংবাদপত্রে দিনের পর দিন হরেক রকম আত্মহত্যা কাহিনী অধ্যয়ন করাও তেমনি অন্যতর কারণ। উচ্চজাতীয় হিন্দুগৃহে আজকাল প্রায় প্রত্যেক মহিলাই

অল্লাধিক পরিমাণে লিখিতে পড়িতে জানে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র পড়িয়া থাকে। সুতরাং অসতর্ক সাহিত্যিকগণের উদ্গীর্ণ বিষ হৃদয়স্থ করিবার সুযোগ পায়। সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণাম চিত্র অনবগত থাকায় আত্মহত্যা সম্পন্ন করিয়া মানসিক অশান্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চায়। আমাদের এ উক্তি কথনই যাথার্থ্য পরিশূন্য নহে। ইহা কি সাহিত্যসেবীদের অপরাধ নহে? সাহিত্য সেবীদের দায়িত্ব বোধহীনতাই কি আত্ম হত্যার উত্তেজক হয় নাই? চিন্তাশীল নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইবেন। সাহিত্যিকগণের চিন্তার দোষে হুজুগপ্রিয়তায় যথন আত্মহত্যা পাপের স্রোত বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তথন সেই সমাজধ্বংশকরী প্রবৃত্তির উচ্ছেদকল্পে সাহিত্যসেবীগণের প্রাণপাত যত্ন করা প্রয়োজন। গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতায় বা বক্তৃতায় যিনি যে রূপে পারেন, আত্মহত্যার ভীষণ পরিণামচিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজ সমক্ষে ধরুণ; অশেষ যন্ত্রণা সহিয়াও আত্মরক্ষা করিবার আবশ্যকতা মূলক হিন্দুনীতির কথা উচ্চরবে প্রত্যেক নরনারীর কর্ণকুহরে কীর্ত্তন করুণ। এমন ভাবে আত্মহত্যার অধর্ম্ম প্রতিপন্ন করুণ, যাহাতে সমাজ হইতে আত্মহত্যা দুষ্প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। তদ্ব্যতীত সাহিত্যিকগণের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নহে। সত্য বটে, হিন্দুসমাজ নীতিহীনতায় অনেক পাপে মলিন কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আত্মহত্যাজনিত পাপ সব পাপের উপরে। ক্রমে বর্দ্ধমান আত্মহত্যাপাপে সমাজ একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাইবে। সময় থাকিতে সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। সমাজ সেবা যাহাদের ব্রত, সমাজ রক্ষা যাহাদের মূলমন্ত্র, সেই সাহিত্যসেবীদের শিরে সমাজধ্বংশকরী কুপ্রবৃত্তি দমনের গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। সাহিত্য সেবীগণ হুজুগ পরিহার করিয়া সেই গুরুতর কর্ত্তব্য সংসাধনে অগ্রসর হউন। সমাজ মৃত্যুর গহ্বরে হইতে দূরে সরিয়া আসুক। পাপ মলিনদেহ ঔজ্জ্বল্য লাভ করুক। সমাজে ক্ষয়রোগ বিদূরিত হইয়া সাহিত্যসেবীদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় প্রদান করুক। ভগবান আমাদের সহায় হউন—সাহিত্যসেবীদের সুমতী হউক। ইতি (খ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

(খ) আমাদের মতে স্নেহলতার ও নিভাননী দেবীর আত্মহত্যা পাপ নহে। মহর্ষিগণ সমস্বরে বলিয়াছেন যে অনুষ্ঠানের অভিসন্ধি অনুসারে কোনও একটী কার্য্য সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হইয়া থাকে। দ্বেষশূন্য বুদ্ধিতে, পুণ্যজনক পরোপকারার্থে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাত্বিক কার্য্য বলে। আত্মহত্যা মহাপাপ, এই একটী সামান্য নিষেধ বাক্য। পক্ষান্তরে দেশের কি সমাজের উপকারার্থে যে আত্মহত্যা তাহা পাপজনক নহে। ইহা একটী বিশেষ বিধি। ফলতঃ বিশেষ বিধি সামান্য বিধিকে অতিক্রম করিয়া থাকে ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রুতি বলিয়াছেন—অগ্নি সোমীয়ং পশু মান-

কৈফিয়তের প্রতিবাদ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" পত্রিকায় আমি শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের লিখিত শ্রীশ্রীপ্রভুজগবন্ধু জন্মোৎসব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। শ্রীযুত সরকার মহাশয় গত শ্রাবণ মাসের উক্ত পত্রিকায় তাহার কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রদত্ত কৈফিয়ৎ গুলিকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যদি আমি শ্রীশ্রীপ্রভুজগবন্ধু, তাঁহার আশ্রম (আঙ্গিনা) ও তদীয় ভক্তবর্গ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ না রাখিতাম, তবে হয়তো সরকার মহাশয়ের বাক্যসমূহ সাদরে গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন উঁহার (অঙ্গন, আশ্রম ও ভক্তবর্গের) ভিতরের অনেক সংবাদ অবগত আছি তখন সত্যান্বিৎসু হৃদয়ের আবেগে পুনরায় এ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারিতেছিনা। আমি প্রথমতঃ এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে একটী নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। বাক্যটী এই:—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং॥"

অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে, কিন্তু সত্যকথা অপ্রিয় হইলে তাহা বলিবে না, সজ্জন পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আমি বাধ্য হইয়া অনেকস্থলে অতি অপ্রিয় সত্যকথা গোপন করিয়া চলিব।

শ্রীশ্রীপ্রভু-জগবন্ধুর ভক্তগণের সংখ্যা

তেও" অর্থাৎ পশ্বাদি হনন করিয়া অগ্নিযজ্ঞ করিবে। এই বিশেষ বিধিটী 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি' সামান্য বিধিকে অতিক্রম করিতেছে। সেনাভিগামী যদি আততায়ীর বধজন্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে কোনরূপ পাপ হইতে পারে না। স্নেহলতার ও নিভা-মনীর আত্মহত্যা যদি পণপ্রথার ভীষণ অত্যাচার হইতে পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ হইতে পারে না। কেননা উক্ত আদর্শ বালিকা-দ্বয়ের আত্মহত্যা অভিসন্ধি নহে, পিতাকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। চিতোর দুর্গ মুসলমানদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে শত শত রাজপুত ললনাগণ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়া যে ভীষণ মহা-ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, অথবা লক্ষ লক্ষ রণবিশারদ সৈনিকগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন কি পাপজনক না সর্ব্বথা প্রশংসার উপযুক্ত কার্য্য। চিরকাল এই প্রকার আত্মবিসর্জ্জনকে কবি স্বর্গীয় আসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এখনও তাই করিবেন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। সাহিত্যিকগণের হুজুগে কেহ আত্ম-বিসর্জ্জন কখন করে নাই, করিবেও না। বঙ্গীয় মহিলাগণ কত যন্ত্রণার তাড়নে আত্মহত্যা করিয়া থাকেন তাহা পুরুষলেখকগণ বুঝিতে পারেন না।

সম্পাদক।

যথেষ্ট। প্রধানতঃ মতের অনৈক্যতা হেতু ভক্তগণ দুইটী দলে বিভক্ত। একদল বলেন জগবন্ধু যাহা আছেন তাহাই থাকুন, তিনি যে কি তাহার বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি আমাদের প্রাণের শান্তিদাতা শ্রীশ্রীগুরুদেব। আমরা তাঁহার আদেশ শিরে ধারণ করিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিব ইহাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই দলের ভক্তগণ তাঁহাদের গুরুদেব—

শ্রীশ্রী প্রভুজগবন্ধুকে শাস্ত্রবিহিত

“ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদাসাক্ষি ভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥”

বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করেন। গুরু-নিষ্ঠ সৎশিষ্য স্বকীয় গুরুদেবকে ইহা ভিন্ন আর কি জানিবেন। অন্যে স্বীকার না পাইলেও শিষ্যের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। গুরুদেব প্রত্যক্ষ ভগবান্ ইহা অনুভবের বিষয় বাহিরের প্রচারের বিষয় নহে। যাহা হউক জগদ্বন্ধুর এই ভক্তদল উপরোক্তভাবে সাধন মার্গে বিচরণ করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে নিষ্ঠাবান্ ও সাধনশীল। তাঁহারা বাহ্যাড়ম্বর হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে ভালবাসেন। অনেকে আবার চিরকুমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনে যত্নবান শ্রীশ্রীজগবন্ধু আবার ইহাদের মধ্যের অনেককে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সমাজের আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য দলটী অল্প সংখ্যক কয়েকজন ভক্ত সম্মিলনে গঠিত। এই দলটীর সম্যক্ পরিচয় দিতে আমি প্রস্তুত নহি। যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি

“মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং ॥”

শেষোক্তদলের ভক্তগণই ঢাকঢোল বাজাইয়া জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহারা এই সম্বন্ধে কতদূর গোঁড়া বা অন্ধ তাহা যিনি একটু বিশেষরূপ লক্ষ্য করেন তিনিই অনুভব করিতে পারেন। গত আষাঢ় মাসের ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও জগদ্বন্ধু নামক প্রবন্ধে সে কথা একটু উল্লেখ করিয়াছেন। যথা “অন্ধ ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলে বলুক, তাঁহাকে কেহ বুঝিল না।” রসিক বাবুর বাক্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। স্থানীয় পত্রিকা ‘সঞ্জয়’ ও ‘হিতৈষিণী’ কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে ক্রটি করেন নাই। বাস্তবিক অন্ধ গোঁড়া অবতারবাদী ভক্তগণের কার্য্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝা যায়, অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবতার বা ভগবান্ প্রচারটা কেবল তাঁহাদের “মুখেন মারিতং জগৎ।”

এই গোঁড়ামীর ফলে গত উৎসবের সময় কোন প্রথিতনামা বৈষ্ণব বাবাজী অবতার বাদী এক ভক্তের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। বাবাজীর অপরাধ তিনি জগদ্বন্ধু নাম কীর্ত্তন না করিয়া রাধাকৃষ্ণ নাম গাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই বৈষ্ণব বাবাজী শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর হাতে গঠিত ও তাঁহার পরমভক্ত এবং সাধনার উচ্চমার্গে অবস্থিত।—কিছুদিন পূর্ব্বে একটী বিদেশাগত ভদ্রলোকও অবতারবাদী [illegible] হস্তে পড়িয়া আ[illegible]

বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটীর অপরাধ তিনি আঙ্গিনায় বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। জনৈক অবতারবাদী-ভক্তপ্রবর ভদ্রলোকটীকে নানা যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং ইষ্টমন্ত্র কুকুরের কাণে দিয়া জগদ্বন্ধু নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন! ঐ ভদ্রলোকটীর নিকট "বন্ধুকথা" নামক (জগদ্বন্ধুর জীবনী ও উপদেশ) একখানি গ্রন্থ ছিল। জগদ্বন্ধুর কোনও গোঁড়াভক্তপ্রবর ঐ গ্রন্থখানিও ছিড়িয়া ফেলিতে ত্রুটী করেন না।

হায়রে! অবতারবাদী ভক্তপুঙ্গবের ধর্ম্মজ্ঞান! প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমি আঙ্গিনার বাহিরে জগদ্বন্ধুর একটী উচ্চ শিক্ষিত ভক্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম! তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি প্রভুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস কর কি?" আমি অম্লানবদনে বলিলাম "প্রভু যে ভগবান ইহা আমার ধারণায় আসে না।" ভক্তটী চোক্ রাঙ্গাইয়া "দূর হ পাষণ্ড নাস্তিক্" বলিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। আমি তাঁহার অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আর একদিন আমি আঙ্গিনায় যাইয়া দেখি অবতারবাদী জনৈক ভক্তবর খাচায় আবদ্ধ একটী মুষিককে শাস্তি প্রদান করিতেছেন। মুষিকের অপরাধ সে দ্রব্যাদি নষ্ট করে; তাই তাকে খাঁচা পাতিয়া ধরা হইয়াছে। অবতারবাদী তত্বদর্শী ভক্তের হাতে পড়িয়া হতভাগ্য মুষিক সশরীরে স্বর্গলাভ করিল কি না, এ জঘন্য দৃশ্য দেখিতে আমি প্রয়াস হইলাম না।

অবতারবাদী ভক্তগণের কৃপায় আঙ্গিনায় গোপনে গোপনে অনেক মৎস্যেরই সদগতিলাভ হয়। খলিসা পুটী ইত্যাদি চুণা মৎস্যের ভাগ্য মন্দ, তাই তাহারা বৈষ্ণব হস্তে সদ্গতি পায় না। মৎস্যরাজ রোহিত ইলিশাদির শুভযোগ উপস্থিত দেখিতেছি। সজ্জন পাঠকবর্গ জানিবেন জীবহিংসা বা মৎস্য মাংসাদি ভোজন জগদ্বন্ধুর অভিপ্রেত বা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। তিনি চিরদিনই উহার বিরোধী। কিছু দিন পূর্ব্বে অবতারবাদী ভক্তগণ সদলবলে বাজারে কোন বেশ্যার আহ্বানে তাঁহার আলয়ে অষ্টপ্রহর হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য ২।১টী ভক্ত অন্ততঃ নিজের সামাজিক সম্মানের দায়ে দিবসে ঐ কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে না পারিলেও গভীর রাত্রে যোগদান করিতে কোনও রূপ ত্রুটী করিয়াছিলেন না। উপরোক্ত ব্যাপারের ২।১ দিন পরে আমি ঐ দলের কোন শিক্ষিত যুবককে উক্ত কার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলায় তিনি বলিলেন "ঐ সময়ে আমাদের কোন রূপ চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল না।" বলা বাহুল্য যুবকটী তাঁহাদের কার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াই আমার সহিত অন্যায় তর্ক করিয়াছিলেন।

সজ্জন পাঠক বর্গ এস্থলে জগদ্বন্ধুর একটী উপদেশ স্মরণ করুন, তিনি একসময়ে বেশ্যার-রূপদর্শী কোন ভক্ত যুবককে বলিয়াছিলেন। "বাবুজী, ও বাবুজী! অমন ক'রে ফেল ফেল ক'রে তাকিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে নাই। মোহে সব ভুলায়ে দেয়। যোষিৎসঙ্গ মহাপাপ।" (বন্ধুকথা)

বলা বাহুল্য স্বয়ং জগদ্বন্ধু স্ত্রী শব্দটীও উচ্চারণ করিতেন না। আবশ্যক হইলে তৎস্থলে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন।

সজ্জনবর্গ বলিতে পারেন পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণদ্বারা "জগদ্বন্ধু ভগবান্"ইহা অনুভূত হইতে পারে কি? সত্বগুণ-শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয় ভিন্ন তমোগুণাচ্ছন্ন কলুষিত হৃদয়ে ভগবদ্প্রতিবিম্ব কখনও প্রতিফলিত হইতে পারে না।

"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্নমৃদং চয়ঃ॥"

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ধরিতে গেলে আজীবন যাঁহারা জগদ্বন্ধুর অনুরক্ত, যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্ম সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছেন ও তাঁহার তত্ত্ব বিশেষরূপ অবগত আছেন, এইরূপ ভক্তগণের মুখে আমরা একদিনও শুনিতে পাইনাই যে জগদ্বন্ধু ভগবান্ বা অবতার। জিজ্ঞাসা করিলে বরং বলেন—"তিনি যে কি কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি না বুঝাইলে বুঝিবার সাধ্য নাই।"

কিন্তু যাহারা সবে দুই দিন মাত্র আঙ্গিনা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাহারা জগদ্বন্ধুর খবর কিছুই জানেন না, হঠাৎ ভক্ত সাজিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন জগদ্বন্ধু অবতার বা ভগবান্। তাঁহারা একথা বলিবেন,তাহাতে আবার বিচিত্র কি? কারণ—

"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজল মাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে॥

—রোহিত মৎস্য অগাধ জলে থাকিয়াও বিকারী বা অহঙ্কারী হয় না, কিন্তু পুটী মাছ অল্পজলে থাকিয়াই ফরফর করিয়া থাকে।

"মাব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" বলিয়া এস্থলে আমি আরও অনেক অপ্রিয় সত্য কথা গোপন করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু যে কি তাহা আমার বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকুন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবারও কিছু নাই। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভক্তগণের অনধিকার চর্চ্চার সমালোচনা মাত্র। জগদ্বন্ধু অবতার বা ভগবান্ যাহাই হউন না কেন বিচারবিহীন অন্ধবিশ্বাস লইয়া তাহা প্রচার করিতে যাওয়া কিংবা বলপূর্ব্বক কাহারও হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাওয়া সুবিবেচকের কার্য্য নহে। সূর্য্য স্ব প্রকাশ। কাহারও আলোকে আলোকিত হন না।

অন্ধবিশ্বাস বা গোড়ামি লইয়া ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের নামে হিন্দুর আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, তিনি যে অবতার এ কথাও এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদীসম্মত হইল না। বহুকাল যাবৎ এ বিষয়ের বিচার চলিয়া আসিতেছে। তথাপি মতদ্বৈধ রহিয়াছে "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তঃ নচ পূর্ণঃ ন চাংশিকঃ।" এইবাক্যের অর্থ নানা ব্যক্তি নানা ভাবে করিয়া আসিতেছেন। অন্যে পরে কা কথা-শাস্ত্রে ভগবানের যে মৎস্য,কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কী, ভগবানের যে দশটী অবতারের নাম উল্লেখ আছে তৎসম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। বরাহ পুরাণে বলরামকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। তৎস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যগ্রন্থে দেখা যায় বলরামই অবতার। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম। এইরূপ অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। অবতার নির্ণয় করা সুদুরূহ ব্যাপার। সাধন ভজনে তৎপর মহা-

জ্ঞানী ত্রিকালদর্শী যোগী ঋষিগণও ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। কলিকলুষিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের সেই অবতার নির্ণয় করিতে যাওয়া বাচালতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন সম্ভব হইতে পারে, পিপিলিকার পদভরে বসুন্ধরা কম্পিতা হইলেও বা হইতে পারে, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে হইতেও বা পারেন, তথাপি সাধন ভজনবিহীন পাপকলুষিত মানবের ভগবল্লীলার গুহ্য রহস্য ভেদ করা কখনও সম্ভবপর নহে। এ লীলার গুহ্য রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিতে পারে, পারে—যিনি ভগবৎকৃপালাভ করিয়াছেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"তুমি যে প্রচার করিতে যাও, চাপরাশ পাইয়াছ কি?" ভগবানের কৃপা বা আদেশই চাপরাশ। জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান প্রচার-প্রয়াসী ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করি "আপনারা চাপরাশ পাইয়াছেন কি? যদি আপনারা চাঁপরাশ পাইতেন, তবে সমস্ত প্রদেশ আপনাদের বাণী অবনত মস্তকে স্বীকার করিত। চাঁপরাশবিহীন আপনারা তাই আপনাদের চীৎকারে দেশবাসীর শুধু কর্ণপীড়াই উৎপন্ন করিতেছেন এবং আপনারাও লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছেন। ধর্ম্মজগতে প্রচারকের অভাব নাই। তাঁহাদের প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া প্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হইত। আপনারা যে প্রচারকের আসনে দাঁড়াইতে চাহিতেছেন, তাহা কত কঠোর কত দায়িত্বপূর্ণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। যিশু, মহম্মদ, রাজা রামমোহন, নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের ন্যায় আপনাদের বীর্য্যলাভ হইয়াছে কি? "ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" কয়জন সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছেন? কঠোর সাধনার ফলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া পরে প্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবতারবাদী ভক্তগণ! আপনারা যে জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান বলিয়া প্রচার করিতে অভিলাষী, তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহার সাধনার ফলেই, আপনারা তাঁহার পদানত। তিনি এই যে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সাধনায় নিমগ্ন আছেন, কে বলিতে পারেন উঁহার ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে? তাঁহাকে কেহ ধারণা করিতে বা তাহার কার্য্যকলাপ কেহ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? ধর্ম্ম-জগতের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জড়-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায়, সত্য-উপলব্ধি ভিন্ন প্রচারকার্য্য সিদ্ধ হয় না। প্রথিতনামা বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু কঠোর সাধনার ফলে উদ্ভিদের জীবনীশক্তি অনুভব করিয়াছেন। তাই তিনি বিজ্ঞান-গর্ব্বিত পাশ্চাত্যদেশকেও স্বকীয় অনুভূত সত্যদ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছেন। আজ সমস্ত জগৎ বসু মহাশয়ের বাণী অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন।

তাই বলি ভক্তগণ! আপনারা জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান বলিয়া নিজে অনুভব করুন, পরে অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। অন্ধ কখনও অন্যকে পথ দেখাইতে পারে না। ইহাও জানিবেন অনুভবটা শুধু মুখের কথা অর্থাৎ "অশ্বত্থমা হতঃ—ইতি গজঃ" এইরূপ নহে। ইহা কঠোর সাধনার সুপক্ক ফল যে দিন [illegible] সত্য অনুভব

করিতে সমর্থ হইবেন, সে দিন আর আপনাদের চিৎকার করিয়া জগদ্বন্ধুকে বুঝাইতে হইবে না, আপনাদিগকে দেখিলেই সকলে জগদ্বন্ধুকে বুঝিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় জগদ্বন্ধুকে ভগবান্ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার লিখিত যুক্তি ও প্রমাণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি পরের মুখে ঝাল খাইয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও জগদ্বন্ধুর ইতিহাস এই উভয় সম্বন্ধেই তিনি কেবল পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গোঁড়ামীর বলে জগদ্বন্ধুকে ভগবান্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি সরকার মহাশয় তো দূরের কথা, যাহাদের মুখে ঝাল খাইয়াছেন, তাঁহারাও জগদ্বন্ধুকে বুঝিতে পারেন নাই। জগদ্বন্ধুও স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমাকে তোরা কেউ বুঝতে পারবি না।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষ শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু যাহা আছেন তাহাই থাকুন। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। সুতরাং সরকার মহাশয়ের অবতার বা ভগবান্ প্রতিপন্নের বাক্যসমূহের কোন প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করিলাম না।

মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে সরকার মহাশয় আমার প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন। মহাপ্রসাদ কাহাকে বলে তাহা আমি জানিলেও বুঝি না, এ কথা সত্য। পদার্থের স্বরূপ অনুমান করা আবশ্যক। সরকার মহাশয় যদি জগদ্বন্ধুকে ভগবান অনুভব করিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট জগদ্বন্ধুর প্রসাদ মহাপ্রসাদ হইতে পারে। অথবা স্বকীয় গুরুদেবের প্রসাদ শিষ্যের নিকট মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য। কিন্তু সাধারণে তাহা স্বীকার পাইবে কেন? এইরূপ মহাপ্রসাদ প্রচার কি বাচালতা নয়? সরকার মহাশয় যে এত মহাপ্রসাদ বলিয়া চিৎকার করেন, (ভগবান্ ত দূরের কথা) আপনি মহাপ্রসাদ চিনিয়াছেন কি? যদি চিনিতেন তবে এত চিৎকার আবশ্যক হইত না। স্মরণ করিয়া দেখুন,—মহাপ্রসাদ চিনিয়াছিলেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব। তাই তিনি কুক্কুরের ভুক্তাবশিষ্ট জগন্নাথদেবের প্রসাদ সাদরে ভোজন করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। আর চিনিয়াছিলেন ভক্ত রঘুনন্দন দাস। তাই দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা হইতে গলিত জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। আরও একজন চিনিয়াছিলেন সেই দৈত্যকুলপাবন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ। তাই তিনি বিষমিশ্রিত অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া অমৃতজ্ঞানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলে।

অবতারবাদী জগদ্বন্ধুর ভক্তগণ ঐরূপ চিনিবার মত মহাপ্রসাদ চিনিয়াছেন কি? বিশ্বাসে সমস্ত হয় বটে, কিন্তু সে দৃঢ়বিশ্বাস আছে কি? অন্ধবিশ্বাস ও দৃঢ়বিশ্বাস এক নহে অর্থলোলুপ পাণ্ডাদের হস্তের শুষ্ক অন্ন বা তণ্ডুল জগন্নাথদেবের প্রসাদ, তাহার প্রমাণ কি? আর ইহাও জানিবেন "ইদমন্নং ওঁ নমো বাসুদেবায়" বলিয়া রাশিকৃত অন্নের উপর পুষ্প নিক্ষেপ করিলেই তাহা মহাপ্রসাদ হয় না।

ভগবান্ বাহ্যিক আড়ম্বরে ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি যাহা পাইলে অন্ন গ্রহণ করেন তাহা কয়জনের আছে, তাহা যে—দেবানামপি দুর্ল্লভং।

উৎসবের সৃষ্টি হইতে বিগত বৎসর পর্য্যন্ত উৎসবের কর্ত্তৃত্বতার যাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হিসাব রাখিয়াছিলে না সত্য, কিন্তু তাঁহারা উৎসবান্তে ঋণজালে বিতাড়িত হইয়া "দেহি দেহি" বলিয়া অন্যের নিকট হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন না, কিংবা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়াছিলেন না। অন্যের প্রদত্ত অর্থাদি বাদে আর যাহা লাগিয়াছিল, তাহা নিজেরাই দিয়াছিলেন। এ বৎসরের কর্ত্তৃত্বতার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজের শক্তি ও দায়িত্বটা পূর্ব্বে বুঝিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে বোধ হয় এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে এবং ঋণমুক্তির জন্যও অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। "ভুক্তে পশুস্থি বর্ব্বরাঃ।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "মাব্রুবাৎ সত্যমপ্রিয়ং।" সুতরাং সাধারণ সভায় কথিত হইলেও বিশ্বাস মহাশয়ের সম্বন্ধীয় অপ্রীতিকর কাহিনী আর খুলিয়া বলিতে চাহি না। বিশ্বাস মহাশয় এ স্থানীয় লোক। তাঁহাকে সকলেই জানেন। সরকার মহাশয়ও যে কিছু না জানেন তাহাও নয়। অনেক দিন হয় কথা প্রসঙ্গে বিশ্বাস মহাশয়ের সম্বন্ধে তিনি অপ্রিয় ২।৪টী কথা বলিয়াছিলেন না কি? না হয় আমার চোকে ধুলি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দশের চোকে ধুলি দিতে পারিবেন কি? অগ্নি কখনও বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিতে পারে না। দোষ সংশোধন করুন। চাপা দিবেন না। সভায় যে বক্তা অপ্রীতিকর কাহিনী বলিয়াছিলেন, তাঁহার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, সরকার মহাশয় নির্জ্জনে বসিয়া নিজ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুণ। আর অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি?

জয়নিতাই (দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) সভার অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিয়াছিলেন, তাই সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বসাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশ্বাস মহাশয় ও মহেন্দ্র যে নির্দ্দোষী তাহা জয়নিতাই কি প্রমাণ করিতেন? শত শত লোকের চোখের সম্মুখে যে অন্যায় ক্রিয়া অভিনীত হইল তাহা সঙ্গত বলিয়া যিনি পোষণ করিতে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহাকেও ভাল মানুষ বলিতে সাহসী নহি।

উৎসবের সময় আঙ্গিনায় কতলোক আহার করিয়াছিল এবং কোথায় কতলোক ছিল আমি তাহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখিয়াছিলাম বলিয়াই, সরকার মহাশয়ের বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। এখনও পারি না। আমি প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি মশককে হস্তী বলিলেই অমনি স্বীকার পাইব কেন? সরকার মহাশয় অনুসন্ধান করুন দেখিবেন কেহই তাঁহার বাক্য স্বীকার করিবে না। আঙ্গিনার বাহিরে যাহারা বাসা লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজ ব্যয়ে পাক করিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন, এ সংবাদ আমি বিশেষ রাখি।

স্থানীয় পত্রিকা ও তাহার সংবাদদাতাদিগের সঙ্গে অবতারবাদী ভক্তগণের কি শত্রুতা আছে যে তাহাদের নিন্দা কীর্ত্তন করিবেন। ভক্তগণ! প্রথমতঃ আপনারা নিজের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখুন লোকে কেন আপনাদের নিন্দা করে। 'হিতৈষিণী' ও 'সঞ্জয়ে' প্রকাশিত সংবাদ যদি মিথ্যা হয় তবে কেন তাহার প্রতিবাদ করিলেন না?

সরকার মহাশয়, জগবন্ধু স্বয়ং ভগবান,

এই দোহাই দিয়া আঙ্গিনার অন্যের প্রদত্ত অর্থের হিসাব রাখা আবশ্যক মনে করেন না। এ কথা লিখিতে সরকার মহাশয় কি একটু লজ্জাও বোধ করিলেন না? জগদ্বন্ধু ভগবান্, এ জ্ঞানটা কি সুধু অন্যের প্রদত্ত অর্থের হিসাব রাখার সময়? এই গোঁড়ামির বলেই আঙ্গিনার নির্ব্বাক জগদ্বন্ধুর সম্মুখে—ভূত প্রেতের নৃত্য।

আমি এই খানেই জগদ্বন্ধুর অবতারবাদী ভক্তবৃন্দের কিঞ্চিত লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিয়া সহৃদয় "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার" সম্পাদক ও পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। আর এ বিষয়ের জন্য লেখনী ধারণ করিয়া সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের এ বিষয়ে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে, অনুসন্ধান করুন, কত শত কথা জানিতে পারিবেন। (ক)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত

(ক) এই প্রবন্ধে আমাদের ফরিদপুরের প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর অবতার কি ভগবদ্ভক্ত এই বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রকার তর্ক সমীচীন নহে ও ইহার মীমাংসা হয় না। প্রভু আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার বিষয় লইয়া তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ প্রার্থনীয় নহে। অবতার ও ভক্তগণ মধ্যে পার্থক্য আছে সন্দেহ নাই, এই বিষয় শ্রীভগবান্ গীতায় মীমাংসা করিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ১৯শতি শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ ধর্ম্মামৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোন্ কোন্ ভক্ত তাঁহার অতীব প্রিয় তাহাই লিখিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা সন্ন্যাস-যোগের চরম অবস্থা। এই শ্লোকের সহিত পাঠক ৭ম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক পাঠ করিবেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"জ্ঞানীত্বাত্মৈবমেমতম্" ॥

অর্থাৎ—কিন্তু ইহাদের মধ্যে (চতুর্ব্বিধ উপাসকগণ) জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার স্বরূপ। এখন দেখিবেন ভক্তিবলে জ্ঞানীভক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপ লাভ করেন। উপাসনা ৪ প্রকার—(১) আর্ত্ত, যথা কুরুসভায় বস্ত্রাকর্ষণ কালে দ্রৌপদী, (২) জিজ্ঞাসু, ভগবৎ-ভক্ত পরম বৈষ্ণব উদ্ধব, (৩) অর্থার্থী, সুগ্রীব বিভীষণাদি (৪) জ্ঞানী যথা শুক, নারদ, গোপিকাদি। এই চারি প্রকার উপাসকগণের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ কেবল ভগবানের প্রেমের জন্য জ্ঞানী সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। আমরা গৃহাশ্রমী উপাসক। আমরা হয়—আর্ত্ত কি অর্থার্থী, কি জিজ্ঞাসু। আমাদের উপাসনা কামনা-মূলক। আমাদের পক্ষে ৪টী ধর্ম্ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য—মাতৃবৎ পরদারেষু আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, লোষ্ট্রবৎ পরদ্রব্যেষু ও সদা সত্যংব্রুয়াৎ। সাধারণের উপকারার্থে অপ্রিয় সত্যও বলিতে হইবে, কারণ বক্তার অভিসন্ধি অপ্রিয় কথা বলা নহে, পরোপকারই তাঁহার অভিষ্ট। আসুন ভ্রাতৃগণ! আমরা ভক্তের কর্ত্তব্য পালন করি। আমাদের মধ্যে দলাদলী ভাল নহে।

সম্পাদক

বরপণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয় "বরপণ গ্রহণ প্রথা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। কোন কোন বিষয়ে আমার সন্দেহ হওয়ায়, সন্দেহ ভঞ্জনার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আমার যদি বুঝিবার ভুল হইয়া থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে সুখী হইব।

বরপণ দূর করিবার জন্য তিনি প্রথম উপায় লিখিয়াছেন যে—কন্যা যাহাতে পুত্রের ন্যায় স্বাধীনভাবে অথচ সাধুসম্মত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান। আমি অনেক চিন্তা করিয়াও এমন কোন বিদ্যা বা শিক্ষার বিষয় স্থির করিতে পারিলাম না যাহাতে পুত্রের ন্যায় কন্যাগণও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এক সুচীশিল্প এবং চরকার সাহায্যে সূত্র প্রস্তুত করা ভিন্ন, অন্য কোন উপায় আমি দেখিতেছি না। সুচীশিল্প উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিলে কিছু আয় হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই উক্ত শিল্পশিক্ষার কোন উপায় নাই। গ্রামের কোন কোন স্ত্রীলোক জানিলেও তাহা সামান্য রকম, কাজেই সে সব শিল্পের বড় আদর হয় না। উক্ত শিল্প উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে কিছু আয় হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। তারপর কার্পাস তুলাদ্বারা পৈতা ভিন্ন অন্য কোন সূত্র প্রস্তুত করিয়াও কোন লাভ নাই, কারণ তাঁতের সাহায্যে দেশী কাপড় আর কত প্রস্তুত হয় এবং একটু অধিক মূল্যে কেইবা তাহা ক্রয় করিয়া পরিধান করে? তবে পৈতা প্রস্তুত করিলে তাহা কাট্‌তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয় না। পশম প্রভৃতি কাজ শিক্ষা করিয়াও বিশেষ লাভ নাই, যন্ত্রনির্ম্মিত পশম দ্রব্য যেরূপ সুন্দর ও সুলভ হইবে, হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য সেরূপ সুন্দর ও সুলভ হইবে না। সুন্দর সুলভ না হইলে গ্রাহকেরও পছন্দ হইবে না, কাজেই তাহাতেও জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে এমন কি বিদ্যা বা উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে কন্যাগণ পুত্রের ন্যায় স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, ভারতীভূষণ মহাশয় তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিলে সুখী হইব (ক)

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা না করিলে, বঙ্গদেশীয় ভদ্রগৃহের কন্যাগণ অনায়াসে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

(১) চিত্রবিদ্যা, ভাল ভাল চিত্রপট বহুমূল্যে বিক্রয় হয়।

(২) পাষাণ ও মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, দেববিগ্রহ গঠন।

(৩) কলের সাহায্যে মোজাদি প্রস্তুত

(৪) বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা।

(৫) স্ত্রী চিকিৎসা ইত্যাদি। সঃ।

বরপণ নিবারণের দ্বিতীয় উপায় লিখিয়াছেন যে পুরুষের ন্যায় কন্যারও বিবাহ স্বেচ্ছাধীন করা ও বিবাহের কোনও এক সর্ব্বোচ্চ বয়স নির্দ্ধারণ না করা—ইহা কথায় বলা যত সহজ কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠীন। আর কার্য্যে পরিণত করিলে ইহাতে কুফল ফলিবে ইহাই আমার বিশ্বাস। পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক কাহাকেও আপন ইচ্ছামত বিবাহ (পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচণ) করিতে দেওয়া ভাল নহে। পিতা মাতা প্রভৃতি অভিজ্ঞ গুরুজনেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করেন সেই ভাল। যে বয়সে পুত্রকন্যাদের বিবাহ দেওয়া হয়, তখন তাহাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা জন্মে না যে ভবিষ্যৎ ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে? লোকচরিত্র বুঝাও তাহাদের পক্ষে কঠিন, কারণ অভিজ্ঞেরাই অনেকস্থলে ভ্রমে পতিত হন। পুত্রকন্যাদিগকে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে দিলে তাহারা রূপ দেখিয়াই মুগ্ধ হইবে, অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করিবার তাহাদের শক্তিও নাই এবং প্রয়োজন বোধও করিবে না। শাস্ত্রে বলে যে—"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তম্ পিতা শ্রুতম্ বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।"

কিন্তু শুধু রূপে ভুলিলে ত চলিবে না, আরও অনেক বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার। কোন যুবতী রূপ দেখিয়া হয়ত এক যুবককে ভালবাসীয়া ফেলিল কিন্তু সেই যুবক তাহাকে পছন্দ নাও করিতে পারে। পক্ষান্তরে কোন যুবক যদি রূপোন্মত্ত হইয়া কোন যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলে, সে যুবতীও যুবককে কুৎসিৎ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। সকলেই সকলকে সুন্দর দেখে না। আপনি যাহাকে সুন্দর দেখেন, আমি হয়ত তাহাকে কুৎসিৎ মনে করি। সেই জন্যই গৃহে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া পেঁচকী সদৃশী বারবিলাসিনীর প্রেমে মজিতে অনেককে দেখা যায়। এবং পরম সুন্দর নিরীহ স্বামী ফেলিয়া অনেক স্ত্রীকে ব্যভিচার করিতেও দেখা যায়। (খ) তাহাদের চক্ষে তাহাদের প্রণয়াস্পদকেই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, নতুবা কেন মজে? অবশ্য সুন্দর কুৎসিত যে নাই তাহা নহে। স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে দিলে সকলেই রূপবান পাত্র বা রূপবতী পাত্রী চাহিবে, কারণ নিজে কুৎসিত হইলেও কেহই কুৎসিত স্ত্রী বা স্বামী আকাঙ্ক্ষা করে না। নিজকেও কেহ কুৎসিত মনে করে না। এরূপ স্থলে পরিণাম যে ভয়াবহ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বরং পিতা মাতা যাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন, তাহাকেই ভাল বাসিতে হইবে, তাহাকে লইয়া ঘর সংসার করিতে হইবে এইরূপ বিশ্বাস থাকাই ভাল এবং তাহার পরিণামও ভাল হয়। প্রণয় জন্মিলে উভয়েই উভয়কে সুন্দর দেখে।

(খ) বাঙ্গালী ললনাগণ সতীসাবিত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধা। লেখক মহাশয়ের এ প্রকার অপবাদ নিতান্ত ভ্রমমূলক। আমি ত্রিসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়া লেখক মহাশয়ের উল্লিখিত একটী দৃষ্টান্তও দেখি নাই। তিনি বলেন—"পরমসুন্দর নিরীহ স্বামী ফেলিয়া অনেক স্ত্রীকে ব্যভিচার করিতেও দেখা যায়।" এই স্থলে 'অনেক' শব্দটী ঘোর আপত্তিমূলক। লেখক মহাশয়ের কর্ত্তব্য তিনি এই অপবাদটী প্রত্যাখ্যান করেন। সঃ।

রূপ ব্যতীত বিবাহে আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। বরকন্যার শারীরিক স্বাস্থ্য, আচার-ব্যবহার, কুলশীল, বিদ্যাবুদ্ধি, কিরূপ পিতামাতার ঔরসজাত বা গর্ভজাত সন্তান, কোন প্রকার কুলজ-ব্যাধি আছে কিনা, উভয়ের মিলন ভাল হইবে কি প্রভৃতি অনেক বিষয় দেখা আবশ্যক। ষোড়শ-বর্ষীয়া যুবতী বা পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবককে স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে দিলে, তাহারা কি এই সব বিষয় বিবেচনা করিতে পারে, না তাহাদের এই সব অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়? তাহারা ত রূপ দেখিয়াই মজিবে। কুসুমে কীট থাকিতে পারে এটা তাহারা ভ্রমেও মনে করিবে না। বিবাহের সময় অনেকেই পুত্র-কন্যার দোষ গোপন করিয়া থাকেন এবং নিজেরা কুটিল প্রকৃতি হইলেও অভিপ্রেত সাধন মানসে এরূপ সৌজন্য ও সাধুশীলতা প্রদর্শন করেন যে তাহার চাতুরীজাল ছিন্ন করা অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীর কর্ম্ম নহে। অত-এব পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনের ভার অভিজ্ঞ গুরু-জনদের প্রতি থাকাই সঙ্গত। অবশ্য আজ-কাল অর্থলোভী পিতার দোষে কন্যানির্ব্বাচন ভাল হয় না এবং পণভয়ে ভীত পিতার পাত্র নির্ব্বাচনও ভাল হয় না, তথাপি গুরুজনদের প্রতি নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে অনেক অমঙ্গ-লের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং পণ প্রথা দূর হইলে সর্ব্ববিষয়েই মঙ্গল লাভ হইবে।

তারপর স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স নির্দ্ধা-রিত থাকায় মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। কারণ রজোদর্শনের পর স্ত্রীলোকের আসঙ্গলিপ্সা বর্দ্ধিত হয় এবং আর্য্যঋষিগণ ঐ দিবসত্রয়ের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিয়াছেন। একে স্ত্রীলোকের কাম প্রবৃত্তি বেশী রজো-দর্শনের পর উহা আরও বর্দ্ধিত হয়। কাজেই উক্তস্পৃহা নিবৃত্তির জন্য তৎপূর্ব্বেই তাহাকে পাত্রস্থ করা কর্ত্তব্য। দিবসত্রয় কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্যেও যে স্পৃহা উপশম হয় না, তাহা বোধ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তবে যাহারা চিরকুমারী থাকিবার আশায় শৈশব হইতেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সকল বালিকা জানে যে আমাদের বিবাহ হইবে এবং উক্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে তাহারা উহা দমন করিবে কেন? বাল্যকাল হইতে সে চেষ্টাও করা হয় না। কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্য দূরের কথা অধিকাংশ পিতামাতা কন্যা-গণকে নীতিশিক্ষা পর্য্যন্ত দেন না। কাজেই রজোদর্শনের পরে যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করা হয় তাহা হইলে সে উক্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে অন্য উপায় অবলম্বন করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যে প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে, পুরুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে, ঐ প্রবৃত্তিতে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অধিক বশীভূত হইয়া যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে ইহা মূর্খেই বিশ্বাস করে। অবশ্য তাহাদের সংযম করিবার ক্ষমতা বেশী, বুক ফাটিলে মুখ ফোটে না, তবু কতদিন? আর ভ্রষ্টাচারী কুপথাবলম্বী যুবকের ত অভাব নাই, তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে ঐ অনূঢ়া যুবতীর প্রতি পতিত হইবে। রজোদর্শনের পর স্ত্রীলোকের পুরুষ সংসর্গের বাসনা স্বাভাবিক, সে সময় যদি তাহাকে স্বামী না দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার ঐ বাসনা কি প্রকারে পূর্ণ হইবে? পুরুষাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীলোক যদি

কোন কুচরিত্র যুবকের প্রলোভনে পতিত হয় তখন তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? "একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ," ইহার ফল সহজেই অনুমেয়। স্ত্রীলোক যদি একবার কুপথে ধাবিত হয় তখন তাহার গতিরোধ করা বড়ই কঠিন। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—একে পিত্রালয়, তাহাতে যুবতী কন্যা, পিতা মাতার এমন কি ক্ষমতা আছে যে তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন। "বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো" ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। কাজেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইবে এই নিয়ম করিয়াছেন। অতএব কন্যার বিবাহের যে বয়স নির্দ্ধারিত আছে তাহা সর্ব্বপ্রকারেই ভাল বলিতে হইবে।

তৃতীয় কারণ ভারতীভূষণ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি উত্তম। জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে যথাসম্ভব কন্যাকে পুত্রের সমান গুণের ও সম্মানের পাত্রী করিয়া তোলাই সঙ্গত। আমার সন্দেহের বিষয় আমি অকপটে ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে ভারতীভূষণ মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করি।

তারপর তিনি বরপণ আবির্ভাবের যে কারণ গুলি লিখিয়াছেন তাহা সত্য কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের (চ) টীকায় বা ফুটনোটে যাহা লিখিয়াছেন অর্থাৎ কন্যার অভিভাবকগণের দোষেই বরপণের আধিক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাই আমরা অধিকতর সমীচিন বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক পক্ষেই কন্যাপক্ষ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমরা কিছুতেই বরপণ দিব না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই প্রথা দূর হইবে। আর পুত্রাপেক্ষা কন্যার সংখ্যা কম হওয়াও আবশ্যক। কন্যার সংখ্যা কম না হইলে বরপণ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়া কঠিন। ভারতীভূষণ মহাশয় লোক গণনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে কন্যার সংখ্যা বেশী হয় নাই, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে অধিকাংশ ভদ্রলোকেরই পুত্রাপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী। যদি কাহারও পুত্র বেশী হয় কিন্তু তাহার অধিকাংশই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুত্রকন্যা সমসংখ্যক হয়, বা কন্যাই বেশী হয়। ইহাও দেখা যায় যে সহস্র অযত্নেও কন্যা সহসা মরে না। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্বেও পুত্র অকালে কালকবলে পতিত হয়। এই সব কারণে পুত্রাপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যদি সমানও হয়, তথাপি যাহাতে কন্যাপেক্ষা পুত্র বেশী হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই বরপণ প্রথা দূর হইবে। এ সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। (গ)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন। কাজলা, (বগুড়া)

(গ) লেখক মহোদয়ের নিম্নলিখিত অভিমতগুলি আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না—

(১) স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি বেশী।

(২) রজোদর্শনেই পরে কন্যা পাত্রস্থা না করিলে তাহার চরিত্রদোষ ঘটিতে পারে ইত্যাদি আমরা স্বীকার করি না। ইহার পরে আর যাহা যৌবন-বিবাহ পক্ষে বলিতে হয় ভারতীভূষণ মহাশয় বলিবেন। সম্পাদক।

আধুনিক উপন্যাস।

(ইহার অপকারিতা)।

মানবগণ বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু শুধু বিদ্যালয়ের বিদ্যাধ্যয়ন-দ্বারাই জ্ঞানমার্গে উন্নতিলাভ করা যায় না। বাহিরের অনেক বিষয়ের শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানার্জ্জন ও সেই জ্ঞানে চরিত্র গঠন করিতে হয়। তজ্জন্য বিবিধ আদর্শ-সম্বলিত পুস্তকাদি অধ্যয়নের একান্ত আবশ্যক। সেই পঠিত পুস্তকের দৃষ্টান্ত, আদর্শই চরিত্র গঠনের সহায়তা করে। সাধারণ মানব-প্রবৃত্তি চরিত্র গঠনের অন্তরায়স্বরূপ, যেহেতু প্রবৃত্তি ভোগ-বিলাসোন্মুখিনী। প্রবৃত্তিকে কঠোর সংযমদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করিলে উন্মার্গগামিনী হইয়া মানব-জীবনকে ক্রমে ক্রমে বিপথে লইয়া যায়; কিন্তু সংসারে কয়জন মানবের চিত্ত কঠোরতার আশ্রয় লইয়া মনুষ্যত্ব লাভে ব্যগ্র হয়? প্রায় অনেকেই হৃদয়ের অন্তরালে লুক্কায়িত আপাতমধুর কতকগুলি পাশব প্রবৃত্তির পুরণদ্বারাই চরিতার্থতা লাভ করিতে ব্যগ্র হয়; তবে লজ্জা, মান প্রভৃতি সভ্যতার আবরণে সে লালসার নগ্নমূর্ত্তি সব সময় প্রকটিত হয় না। সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে কঠোর সংযমের অভ্যাস নিতান্ত দুরূহ; সে আদর্শ মনোনীত করিতে হইলে গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাধ্যয়নের দরকার। অধ্যয়নদ্বারাই মনোনীত আদর্শে আনুরক্তি জন্মে ও মানসিক বিকার দূরীভূত হয়। বাঙ্গলা ভাষায় পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক আছে। বেদান্ত, উপনিষদ্, নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি বঙ্গভাষাকে গৌরবময়ী করিয়া তুলিয়াছে। বেদান্ত, উপনিষদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা একটু আয়াসসাধ্য; কাব্যের মধুররসে অনেকের চিত্ত দ্রবীভূত না হইতে পারে বা মধুরঝঙ্কারে হৃদয়-তন্ত্রী নাচিয়া না উঠিতে পারে; কিন্তু নাটক, উপন্যাসের প্রতি অনেকের মনই আকৃষ্ট হয় এবং তাহার পাঠক পাঠিকার সংখ্যাও অধিক। যেহেতু অধিকাংশ উপন্যাসের ভাব তরল, হৃদয়গ্রাহী ও সহজ-বোধগম্য। বঙ্গভাষায় নাটক, উপন্যাসেরও অভাব নাই; কত লেখকলেখিকা কত পুস্তক রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই গবেষণাপূর্ণ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য; তবে তাহা সকলের ভাল লাগে না, কারণ এরূপ পুস্তক পাঠে আনন্দ বোধ হয় না, অনেক চিন্তার পর যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাও মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষতাভাবে নীরস বিবেচিত হয়। যে উপন্যাস পাঠের প্রচলন এত বেশী, যে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের হাতে পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, সেই উপন্যাস পাঠ সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না।

অনেক উপন্যাসে নায়ক নায়িকার দুইটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে চিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত। কোনও স্থানে

একটী কিশোরী নায়িকা কোনও কিশোর নায়ককে প্রথমতঃ বিমল অন্তরে ভালবাসিয়া থাকে, তৎপর কালসহকারে সেই নিষ্কাম ভালবাসা কামরূপে পরিণত হয়। হয়ত পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়; গ্রন্থকারও কৌশলে মাতা পিতাকে সেই মতাবলম্বী করিয়া নায়ক নায়িকাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এইরূপ বিবাহ মাতাপিতা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইলেও ইহা স্বয়ম্বরেরই নামান্তর। একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরীর এই স্বয়ম্বরের চিত্র ও তাহার হাব-ভাবময় বর্ণনা একটী কিশোরী পাঠিকার চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করে কিনা তাহা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মানব-প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয়; অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরই সময় সময় সংযমের অভাব অনুভূত হয়, তাহাতে একজন তরল-মতি কিশোরী। অল্পবয়স্কা কিশোরীর পক্ষে স্বাধীন মনোনয়নের আপাতমধুর কল্পনায় তাহার চিত্ত কলুষিত হওয়া স্বাভাবিক।

আবার কোন উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায় কোন যুবতী প্রথম জীবনে কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পদস্খলিত হয়, শেষ জীবনে কৃতকর্ম্মের শোচনীয় পরিণামফল ভোগ করে। এরূপ পুস্তকের চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত থাকে তাহাতে সংসার পথের নবীন পথিকার চরিত্র গঠনের যদিও কিছু সহায়তার আশা করা যায়, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবার আশঙ্কা আছে কিনা তাহাও বিবেচনাধীন। প্রথমতঃ উন্মার্গগামিনী চরিত্রহীনা নায়িকা স্বীয় পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে ঘৃণিত বা ভীষণ উপায় অবলম্বন করে, সেই উপায় ও তাহার সরস বর্ণনা পাঠিকার চিত্ত-পটে অঙ্কিত হয়। বলা বাহুল্য, যিনি যে প্রকার পুস্তক পাঠ করেন, সেই পুস্তকের ভাব তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়; সুতরাং ঐ রূপ পুস্তক পাঠে কু-আদর্শ গ্রহণ করা পাঠিকার পক্ষে অসম্ভব নহে। অনেকে হয়ত অনুমান করিতে পারেন,—পাপের যে ভীষণ পরিণাম বর্ণনা আছে, সে বর্ণনা পাঠিকাকে সুশিক্ষা প্রদান করিবে, কিন্তু অনেক সময় তাহা না হইতে পারে। কারণ তরল-মতি পাঠক-পাঠিকা আপাতমনোরম দৃশ্য দেখিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে মনে মনে তাহাতে অনুরক্ত হইয়া পড়ে। সত্য বটে, পরিণামে পাপের শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পায়, কিন্তু সে দৃশ্য তাহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় কিনা সন্দেহ; কারণ তাহা একেত কাল্পনিক, তাহাতে পরিণাম, শেষে—দূরে—অতিদূরে। অনেকদূর হইতে কোনও ভীতিপ্রদ দৃশ্যের বিভীষিকা তত টা অনুভূত হয় না; অনেক সময়ে মানবজীবন এত দূরে পৌঁছায়ও না। সুতরাং এরূপ বিষয় পাঠক-পাঠিকাকে উপযুক্ত সুশিক্ষা প্রদান করিতে পারে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

আবার স্থলবিশেষে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে হঠাৎ একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত একটি নবাগত পুরুষের সাক্ষাৎ হইল। অমনি অলৌকিক রূপের মধুর বর্ণনা আরম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের আলাপ এবং আসক্তি। গল্পটা পড়িতে বেশ লাগিল; পাঠক পাঠিকার ইচ্ছা হইল—উহার সহিত আরও কিছু দেখিতে পাইতেন। কিন্তু অন্তঃকরণে ললনা-কুলভূষণ যে লজ্জা, পাঠিকা তাহা যেন

শিথিল করিয়া একটু আনন্দ অনুভব করিলেন; আর পুরুষজনোচিত যে গাম্ভীর্য্য তাহা মানসক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া যুবক-পাঠক আমোদ অনুভব করিলেন।

কোথায়ও বা জনৈক যুবতী একজন যুবকের রূপে মুগ্ধ হইয়া আত্ম-সমর্পন করিয়া ফেলিল; কিন্তু নানা অসুবিধায় তাহার কামনা পূর্ণ হইল না। সামান্ত সময়ের দেখাশুনায় বা পরিচয়ে এই যে আত্ম-সমর্পন ইহা মনোরম বটে, কিন্তু এ যে মোহের বিকার তাহা অনেক পাঠক-পাঠিকা হয়ত বুঝিবেন না।

আর এক শ্রেণীর উপাখ্যান আছে, তাহাতে যে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ দেখা যায় তাহা বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনেও হয় না। অনৈসর্গিক ঘটনাবলীতে যে প্রেমচিত্র অঙ্কিত থাকে তাহাতে বিবেচনা হয় পাঠকের মনোরঞ্জন করাই উপাখ্যানের উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর উপাখ্যান মানবের অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া মনে হয়। চিত্র-বৈচিত্রে প্রণয়-পারাবারের যে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কত পাঠক-পাঠিকা হাবুডুবু খাইতে থাকেন কে জানে? ঐ সব উপাখ্যানে প্রণয়-প্রবৃত্তির অধিকতর উন্মেষ ব্যতীত আর কোন বিষয় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মানব-চরিত্রে মনুষ্যত্বের বিকাশই বাঞ্ছনীয়; যেহেতু চরিত্রহীন মানব শ্বাপদ অপেক্ষা ভীষণতর ও ইতর প্রাণী অপেক্ষা ঘৃণিত। মানবগণের শ্রেষ্ঠত্বের নিদান যে চরিত্র বল তাহার বিকাশে যে পুস্তকাবলী প্রকৃতপক্ষে সহায়তা করে সেই প্রকার পুস্তক পাঠই উপযোগী। বলা বাহুল্য বঙ্গীয় সারস্বত-ভাণ্ডারে সেরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজিরও অভাব নাই।

যাহা হউক, পাঠক-পাঠিকাগণ আপন আপন রুচি অনুযায়ী পঠিতব্য বিষয় মনোনীত করিয়া থাকেন। যাহার যে রূপ রুচি তিনি সেইরূপ পুস্তক পাঠ করিতে ভালবাসেন। ইহাতে যেমন মার্জ্জিতরুচি পাঠক তাঁহার উপযোগী গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া মনুষ্যত্ব হিসাবে উচ্চতর সীমায় উপনীত হন, তেমনি তরলমতি পাঠক নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া অধিকতর নিম্নগামী হইয়া পড়েন। সাধারণতঃ মানবের রুচি কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সমাজের দিন দিন পরিবর্ত্তনের সহিত রুচিরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। একশত বৎসর পূর্ব্বে যে রুচি অনুযায়ী সমাজের যে আচরণ দেখা যাইত, আজ তাহা নাই; ইহার পর আরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রুচির আবির্ভাব হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্ত্তিত ও সংস্কারদোষ যাহাতে না জন্মে, জন্মিলেও তাহার প্রতিকার হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেই মঙ্গল হয়। (ক)

শ্রীরাধারমণ দাস,
ফরিদপুর।

(ক। আমরা 'প্রতিভায়' বারংবার বলিয়াছি যে বাঙ্গালী জাতিকে বিবাহ-পাগ্‌লা ও নাটক উপন্যাস পাগ্‌লা বলিলে ক্ষতি নাই। বঙ্গদেশের শিক্ষিত কি অশিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে বারংবার বিবাহ করিবার একটী ইচ্ছা দেখা যায়। জগতের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন জাতিগুলি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়াই সাধারণ

সমালোচনা।

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস, অর্থাৎ এ প্রকার ইতিবৃত্ত পূর্ব্বে আর কখনও রচিত হয় নাই। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে 'কায়স্থ-কাণ্ড একটী অংশ মাত্র, উক্ত কায়স্থ কাণ্ডের প্রথমাংশ রাজন্য কাণ্ড আমাদের সমালোচনার বিষয়।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির বিশেষতঃ কায়স্থের ইহা পঠিতব্য। বঙ্গের ইতিহাস এইরূপ জাতিগত ভাবে আর কখন কেহ লেখেন নাই। এই গ্রন্থে কায়স্থজাতির যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, কায়স্থ হৃদয়ে তাঁহাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে যে ধারণা উপস্থিত হইবে, তদ্দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিবেন যে কায়স্থজাতি কতদূর ক্ষমতাশালী এবং বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন এবং অধুনা সেই গৌরব-মণ্ডিত জাতির কতদূর অবনতি হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কোন্ কায়স্থের হৃদয় শোক-ভারাক্রান্ত না হইবে।

গ্রন্থকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে আদি কায়স্থ-

নিয়ম, বিবাহ ব্যাপার অসাধারণ নিয়ম (exception)। য়ুরোপে, আমেরিকায়,জাপানে অনেক নরনারী আছেন যাহারা বিবাহ করেন নাই। আমাদের দেশে এরূপ একটি শিক্ষিত যুবকও দেখা যায় না যিনি অল্প বয়সেই বিবাহ জালে জড়িত না হন। অবশ্য আর্য্য-ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্" কিন্তু পুত্র রাখিয়া পত্নী বিয়োগ হইলেও আমাদের দেশে দুই এক মাস পরেই পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। যাহারা এই প্রকার বিবাহ করেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, হিন্দু দায়ভাগের ন্যায় একটী উন্মুক্ত তরবারী আমাদের শিরোপরি দোদুল্যমান, অর্থাৎ প্রত্যেক পুত্রই বিষয়ের সমভাগী। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য-দেশবাসীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সকলেরই বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ করা কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধটী সাময়িক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম বাবু হইতে এ যাবৎ উপন্যাস-লেখা সাহিত্যিকগণের একটী মস্তিষ্ক বিকার-রোগে পরিণত হইয়াছে। এই সকল সাহিত্যিকগণ বঙ্গের নরনারীগণকে শৃঙ্গাররসে নিমজ্জিত করিয়া ইহাদিগের নৈতিক চরিত্রের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহারা অবকাশ পাইলেই (বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধবনিতা) উপন্যাস পড়িয়া থাকেন। এই সকল উপাখ্যানে নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিনয়ই প্রধান চিত্র। যত শীঘ্র সাহিত্যিকগণের এই মস্তিষ্ক-বিকার অবসান হয় এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থে উপন্যাস-স্থান অধিকার করে ততই মঙ্গল।

সম্পাদক

সমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মৌর্য্য সম্রাট্ বৌদ্ধ অশোকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের চন্দ্রদ্বীপাধিপতি মহারাজ দনুজ-মর্দ্দন দেবের ইতিহাস বিবৃতি করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থে ৮টি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট আছে, পাঠকগণের অবগতি জন্ম অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম অধ্যায়ে—মৌর্য্যবংশ, কাণ্ববংশ, শক, ও আন্ধ্র্ রাজবংশ, গুপ্তবংশ ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—আদি কায়স্থ-সমাজের অবস্থা, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে কায়স্থ আধিপত্য, মহারাজ ধর্ম্মাদিত্য দেবের, গোপচন্দ্র দেবের, এবং সমাচার দেবের তাম্রশাসন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে—বঙ্গের পূর্ব্বতম কায়স্থ রাজবংশ অর্থাৎ খড়গ কায়স্থবংশ শশাঙ্কদেব, কর্ণ, সুবর্ণ এবং শশাঙ্ক দেবের সময়ে কায়স্থ-প্রভাব ইত্যাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে—কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজবংশ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গদেশে, কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ-প্রভাব পাঠক দেখিতে পাইবেন। পঞ্চম অধ্যায়ে—শূর রাজ বংশের বিবরণ এবং উক্ত সময়ের সমাজচিত্র কায়স্থ মাত্রেরই পাঠ্য; বিশেষতঃ শব্দকল্প-ক্রমের ভ্রান্তমত সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম আদিশূরের সময়ে শ্রীভট্টনারায়ণ-প্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং মকরন্দ ঘোষ-প্রমুখ পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গে আগমন যাহা উক্ত অভিধান কীর্ত্তন করিয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, জনশ্রুতি মাত্র, ঐতিহাসিক তথ্য নহে। ফলতঃ দ্বিতীয় আদিশূর অথবা জয়ন্তাশূর যৎকালে গৌড় বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তৎকালে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরি, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। তাহাদের সহিত কোনও কায়স্থ আসেন নাই। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে, কায়স্থ-বীজপুরুষগণ কবে এবং কোথা হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন (৩১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)—"এখন দেখিতেছি, সৌকালীন গৌত্রজ সোম ঘোষ, বিশ্বামিত্র গোত্রজ সুদর্শন মিত্র, এবং মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত। এই তিনিজনই যথাক্রমে উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘোষ, মিত্র ও দত্ত বংশের বীজপুরুষ হইতেছেন, এবং তাঁহারা মহারাজ আদিত্যশূরের সময়ে উত্তর রাঢ়ে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর হইতেছেন যথাক্রমে, মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, ও পুরুষোত্তম দত্ত। রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সকল কুলগ্রন্থেই গুহ বংশের বীজপুরুষ রাজকুমার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কোন কোন কুলকারিকায় "অগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্" অর্থাৎ ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব মহান্ গুহবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"আধুনিক কুলগ্রন্থের মতে দশরথ বসু কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আগমন করেন। কিন্তু ইদিলপুর সমাজের সুপ্রাচীন আচার্য্য চূড়ামণির কুলকারিকায় যেরূপ বংশ পরিচয় পাইতেছি তাহাতে দশরথের বহু পূর্ব্বে বঙ্গীয় বসুবংশ রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।" এইরূপভাবে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে শব্দকল্পক্রমোক্ত কুলপঞ্জিকার বচনগুলি প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—পাল রাজবংশ বৃত্তান্ত এবং পালবংশের কায়স্থত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে—বঙ্গের চন্দ্র-রাজবংশ বৃত্তান্ত এবং শেষ অষ্টম অধ্যায়ে—চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের বৃত্তান্ত লিখিয়া গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ, রয়েল ৮ পেজী ৩৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কাগজ ও অক্ষর সুন্দর, মূল্য ২৲ টাকা বেশী নহে, কিন্তু কায়স্থ দরিদ্রজাতি, যাহারা নিঃস্ব তাঁহাদের জন্য কেবল আশ্বিন মাসে অর্দ্ধমূল্য স্থির করিলে ক্ষতি কি ?

২। হরিমতী।—রংপুর মাধাবস্থ হইতে আমাদের পরম স্নেহাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা প্রণীত 'হরিমতী' নামক কাব্যখানি পাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দ বোধ করিলাম। ইহাতে অনেকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে উহা আমরা সমালোচনা করিয়াছিলাম, এইক্ষণ বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। স্বভাবের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া তাহার সহিত কবি যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সুকৌশলে মিশ্রিত করিয়াছেন তাহাতে সহৃদয় ধর্ম্মাত্মা পাঠক মাত্রেরই মন মুগ্ধ হইবে। হরিমতী ও চারুমতী যুবতীদ্বয় উদ্যান-ভ্রমণচ্ছলে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতে শ্রীভগবানের যে অপূর্ব্ব লাবণ্য দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, তাহাই কবিবর ললিত পদাবলীদ্বারা অতি সুন্দররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতায় ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্বমূর্ত্তি বিকশিত হইয়াছে। শৃঙ্গাররসে নিমজ্জিত বঙ্গদেশে এই প্রকার উপদেশপূর্ণ গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ দুইটী কবিতা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

সতী-সঙ্গ।

চারুমতী জিজ্ঞাসিল সখি হরিমতি,
সতত তোমার দেখি কহয় মুরতি।
ব্যক্তিগত রূপগুণে,
মোহিত না, দেখে শুনে,
হরিগত প্রাণ তব সুগভীর অতি,
সকল ভিতরে হরি দেখ তুমি সতি॥

দুঃখে নও অভিভূত সুখে নাই আশ,
রসনা করেনা তব রস অভিলাষ।
কূর্ম্মসম কার্য্যকালে,
বদ্ধ নহ ইন্দ্রজালে,
হৃদয়ে রাখিয়া হরি সদা কর বাস,
বৃত্তিকুলে করেছ কি, একবারে নাশ ?

বর্ষা।

হিয়ার মাঝারে রাখিয়া শ্রীহরি,
কর সব কাজ প্রেমের ভ'রে ;
জলবিম্বসম ক্ষণিক জীবন,
মায়া বদ্ধ হও কিসের তরে ?

মিথ্যা জ্ঞান বুদ্ধি, চেষ্টা পরিশ্রম,
আশু ত্যাগ করি সত্যকে ধর ;
হরি সর্ব্বময় চিদানন্দ প্রভু,
জ্ঞান লাভে মুক্ত হওরে নর।
শ্রীরাধা চৈতন্য, ভজন করিয়া,
প্রেম বরিষণ না হ'ল যদি,
প্রেমের তুফান না উঠিল হৃদে
প্রেমনদ দয়া কিসের নদী ?

এইরূপ কবিতা এই গ্রন্থখানিতে অনেক দৃষ্ট হইবেক। আমরা আশা করি বঙ্গের নরনারীগণ এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীভগবানে আকৃষ্ট হইবেন এবং ভক্তি ও প্রেমের মধুর রস আস্বাদন করিয়া সংসারের রোগ, শোক, পাপ, তাপ, সুখ-শান্তিতে পরিণত করিবেন।

৩। আর্য্যদর্পণ, মাসিক পত্রিকা।—আসাম, যোরহাট, পোষ্ট কোকিলামুখ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত কুমার চিদানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। উহা ভক্তি ও ঈশ্বরপূর্ণ কথায় পরিপূর্ণ এবং সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত। যদিও অষ্টমবর্ষ হইতে প্রচলিত হইতেছে তথাপি বর্ত্তমানবর্ষ হইতে আমাদের সহিত বিনিময় চলিতেছে।

৪। যমুনা, মাসিক পত্রিকা।—২৬৩ স্কট্‌স্ লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২।৶০ আনা। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয় উক্ত পত্রিকার ১৩২০ বৈশাখ সংখ্যা হইতে শ্রীমতী অনীলাবালা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত, "নারীর মূল্য" ইতি শীর্ষক একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের প্রথমাংশের নিম্নলিখিত সমালোচনা পাঠাইয়াছেন—

"বঙ্গদেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এরূপ প্রবন্ধ লিখিবার উপযুক্ত মহিলা এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং যমুনার সম্পাদক মহাশয়কে সনতি ধন্যবাদ জানাইতেছি। দরিদ্রের পক্ষে এতদপেক্ষা মূল্যবান উপহার আর কিছুই দিবার নাই। আমরা বৎসরাবধি হইতে "কায়স্থ-পত্রিকা"য় "নারী" শীর্ষক প্রস্তাবে নারী সম্বন্ধে যে সকল সামাজিক প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিতেছি এবং তজ্জন্য অনেক "সনাতন হিন্দুধর্ম্মের" ধ্বজবাহিগণের নিকট প্রচ্ছন্ন এবং প্রকটনিন্দা পাইয়া আসিতেছি। শ্রীমতী অনিলাদেবী তাঁহার প্রবন্ধে সেই সকল প্রশ্নেরই একদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার মীমাংসায় হাত দিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবে বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজে নারীর তথাকথিত কৃত্রিমমূল্য বা আদর সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে নূতন তত্ত্ব বিশেষ কিছু না থাকিলেও সে সকল কথার সম্যক্ আলোচনা ও মীমাংসা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মৌখিক আদর অথবা প্রশংসা কেবল চাটুবাদ মাত্র, তাহাতে প্রশংসিত বস্তুর মূল্য প্রকৃতরূপ বর্দ্ধিত হয় না। লেখিকা যে সত্য কথাগুলি প্রকাশ্য পত্রিকায় খুলিয়া বলিতে সাহস করিয়াছেন, এই তাঁহার বিশেষত্ব বা মহত্ত্ব। হয়ত, (হয়ত কেন নিশ্চয়) গোঁড়ার দল, তাঁহাকে এদেশী সাফ্রাগেটদিগের অগ্রণী বলিয়া,"বেহায়া মেয়ে' বলিয়া, তীব্র ও জঘন্য উপহাস করিবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হানি কি? সত্য খড় বলবান শিশু; দুইটা উপহাসের ঝটিকা-বাতাসে তাহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে লেখিকার সমগ্র প্রস্তাবটী পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই; যদি কখনও সে অবসর লাভ হয়, আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

"প্রাগৈতিহাসিক কালের সহমরণ" প্রথা হইতে বর্ত্তমান কালের নির্জ্জলা একাদশী পর্য্যন্ত অসংখ্য বিধি ব্যবস্থার বজ্র-বাঁধনে আমাদের সমাজের পুরুষগণ যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-ভাবের প্রেরণায় দেশের নারীগণকে কষিয়া পিসিয়া-"পূজার্হাঃ, গৃহদীপ্তয়ঃ,দেব্যঃ"—প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, এই উপকথা এখনও কি সকলে বিশ্বাস করিবেন? যদি না করেন, তাহা হইলে স্পষ্টভাবেই সত্য কথা বলা উচিত এবং সামাজিক আপণে নারীর ন্যায্য

মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বহু শতাব্দী হইতে হিন্দু-সমাজ "দেবীদিগের" ভার সহ্য করিয়া আসিতেছে, সম্প্রতি 'নারীর' সাহায্য তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সহমরণ, শিশু-কন্যা বধ, দেবদাসী করণ প্রভৃতি "দেবী" বানাইবার পুরাতন উপায়ের উপর সম্প্রতি বিবাহের পণ নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। এই "পণ-প্রথার" অনুগ্রহেও অনেকে সদ্য "দেবীত্বে" প্রমোশন পাইতেছেন। আর কেন? বিশ্ব-বিধাতা কি চিরকালই হস্তপদহীন ও মূক হইয়া "জগন্নাথ" রূপে তাঁহার সমাজরথ আর্য্য-নারীদিগের বুকের উপর দিয়া চালাইবেন।"

যমুনার উক্ত সমালোচনার উপর আমরা একটু মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি জন্য পণ্ডিতপ্রবর ভারতীভূষণ মহাশয়ের সুদীর্ঘ চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ নারীর মূল্য সম্বন্ধে একতরফা বিচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় পুরুষগণ নারীকে সর্ব্বদাই অধীনস্থ রাখিয়া সমাজযন্ত্র চালাইতেছেন, ইহা ঘোর অবিচার। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তিতে নারীজাতি পুরুষ হইতে অনেক নিকৃষ্ট।' কিন্তু ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদ এবং বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র উক্ত অভিমত সমর্থন করেন না। আমরা চিরকাল বলিয়াছি ও এখনও বলিব যে নারীকে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ করিতে হইবে এবং সকল বিষয়ে সমানভাবে অধিকার দিতে হইবে। যে সকল সভ্য জাতি নারী জাতিকে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দিতেছেন তাঁহারা অধুনা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অকাট্য প্রমাণ জাপান ও আমেরিকা। এই দুই দেশে নারীগণ পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার বিস্তৃত করিতেছেন এবং এই দুই জাতি সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ সকলেই বুঝিতে পারেন। যে জাতি ষোলআনা শক্তি ব্যয় করিয়া দেশের কার্য্য করে, আট আনা শক্তিসম্পন্ন জাতির কার্য্য হইতে তাঁহারা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে এবং যুদ্ধে নারীকে পুরুষের সমতুল্য করিতে হইবে। হায় ভারত! তুমি নারী-অভিশাপগ্রস্ত মুমূর্ষু জাতি। নারীদিগের প্রতি সুবিচার না করিলে তোমার মঙ্গল নাই।

সম্পাদক

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। ব্যবস্থাপত্রম্।— বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে মুদ্রিত হইল।

নমৈকহস্ত দেহকান্তিযুক্ত ভগবানচিত্র-

গুপ্তস্থ পবিত্রবংশে সমুৎপন্নত্বাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গতা এবৈতে সর্ব্বে বঙ্গদেশবাস্তব্যা দক্ষিণরাঢ়ী-য়োত্তররাঢ়ীয়বংগজবারেন্দ্রশ্রেণীস্থা কায়স্থাঃ; আসংশ্চ গৌড়াগমনকালে তত্র বাসকালেচ তেষাং পূর্ব্বপুরুষাণাং ক্ষত্রিয়োচিতসংস্কারঃ। তস্মাৎ দেশকালাবস্থাজনিতবৈষম্যাৎ পতিত-সাবিত্রীকেষপি তেষাং বংশধরেষু অদ্যোবাধুনো-ক্তচতুঃশ্রেণীভুক্তকায়স্থানাং নির্দিষ্টবিধিনা প্রায়শ্চিত্তানন্তরং ক্ষত্রোচিতোপনয়নসংস্কারা-ধিকারঃ। ইতঃ পূর্ব্বং বৈতদ্বিষয়িণী ব্যবস্থা-পত্রিকা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভয়া প্রকাশিত সাস্মাদভিমতা। ইতিবিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রত্যাসন্ন শারদীয়া দুর্গাপুজার সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ বার্ষিক গ্রহণোপলক্ষে ধনবান কায়স্থগৃহে পদার্পণ করিলে গুরুস্বামি মহোদয় উক্ত ব্যবস্থা পত্রে তাঁহাদের স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া লইলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে।

২। বিচারালয়ে জাত্যুল্লেখ—বরিশাল জিলার অন্তর্গত ইলুহার হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—ডাক্তার ইউ, এন,মুখোপাধ্যায় জাতীতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি মাত্রেরই সুপরিচিত। তিনি লোকগণনার রিপোর্ট সকল আলোচনা করিয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ নিম্ন সকল প্রকার জাতিরই বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। নিম্নশ্রেণী বা অনাচরণীয় জাতির সামাজিক উন্নতি তাহার চরম লক্ষ্য। ১২৯৬ সালে আমরাও 'জল-চল'আখ্যা দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকায় অনাচরণীয় হিন্দুর উন্নতিপথ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উক্ত ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারালয়ে অর্থী প্রত্যর্থীর জাত্যুল্লেখ যাহাতে নিবারিত হয় তাহার যত্ন করিতেছেন। তাঁহার এই সাধু আন্দোলনে সকল শ্রেণীর হিন্দুর বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর যোগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহার বক্তব্য এই যে, রেজেষ্টারী আফিসে, দলিলাদী রেজেষ্টারী করিতে গিয়া দাতা গৃহীতার ব্রাহ্মণাদী জাতির উল্লেখের কি প্রয়োজন? তদ্রূপ বিচারালয়ে বাদী প্রতি বাদীর জাত্যুল্লেখের আবশ্যক কি? এইরূপ অবস্থায় খৃষ্টান মুসলমানেরা তাহাদের মাত্র ধর্ম্মেরই উল্লেখ করেন। হিন্দুর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে না কেন? যদি এইরূপ উল্লেখের উদ্দেশ্য কেবল সেনাক্ত করা (identification) হয় তবে যেরূপ উল্লেখে খৃষ্টান ও মুসলমানদের যথেষ্ট পরিচয় হয়, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ উল্লেখ যথেষ্ট হইবে না কেন? বিশেষতঃ জাত্যুল্লেখবশতঃ বিচারকের মনে একটি অন্যায় ধারণা জন্মিতে পারে, যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্থলে, কালীচরণ দাস বৈদ্য ও কালীচরণ দাস চর্ম্মকার বিচারালয়ে অর্থী প্রত্যার্থী হইলে ইহাদের সাক্ষ্যতার মূল্য বিচারক তাহাদের জাতীয়তা বিবেচনা করিয়া নিরূপণ করিতে পারেন। তদ্রূপ কালীচরণ হালদার ব্রাহ্মণ ও কালীচরণ হালদার নমঃশূদ্র বিচারালয়ে তাহাদের জাত্যানুসারে বিচারকের বিশ্বাসযোগ্য হয়। ইহাতে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের ব্যাঘাত হয় কি না? এজন্য সুবিচারের পক্ষে জাত্যুল্লেখে কোন ইষ্টসিদ্ধ হয় না, বরং অনিষ্ট হইতে পারে। এজন্য ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন, জাত্যুল্লেখ-প্রথা বিচার সংক্রান্ত কাগজ পত্র

হইতে উঠাইয়া দেওয়া উচিত।—আমরাও এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এই বিষয়ে ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত জিলাস্থ ও উপবিভাগীয় উকিল মোক্তারগণের মত গ্রহণ করিতেছেন। বোধ হয় এই মতগুলি সংগৃহীত হইলে তিনি গভর্ণমেণ্টের জাত্যুল্লেখের নিষেধ-আজ্ঞার জন্য দরখাস্ত করিবেন। আজ পর্য্যন্ত ৩২ বত্রিশটি স্থানের সভা-সমিতি তাঁহার অনুকূলে মত দিয়াছেন। আমরা প্রস্তাব করিতেছি কায়স্থাদি জাতি যাহারা জাত্যান্দোলনে প্রবৃত্ত আছেন তাহারাও স্ব স্ব মত তাহাদিগের মুখপত্র সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে ব্যক্ত করেন। জাত্যুল্লেখ নিষিদ্ধ হইলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশই সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রকৃত পন্থা।

বিচারালয়ে জাত্যুল্লেখের নিষেধে আমরা বিরুদ্ধ নহি। বিচারকালে জাতির উল্লেখ থাকিলে সময় সময় সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা,ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু লোকের সেনাক্ত সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে। যথা কালীচরণ ঘোষ কায়স্থ এবং গোপ হইতে পারেন। কায়স্থের উপাধিগুলি অন্যান্য জাতিমধ্যে ব্যবহৃত আছে। সে যাহাই হউক আমরা ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে পক্ষ সমর্থন করিতেছি।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক মহাশয়ের টীকা ও টিপ্পনী।—শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় 'প্রতিভায়' বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় ১৮৯ পৃষ্ঠায় 'বিমাতা' শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের (ক) চিহ্নিত পাদমন্তব্যে আপত্তি উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন।—

"আমার 'বিমাতা' প্রবন্ধের পাদ-মন্তব্যে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—'আমরা এই স্থানে একটি টীকা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন পুরুষের পক্ষে পুনর্বিবাহ যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা প্রমাণ করিতে ২।১টী দূর উত্তরযুক্তির অবতারণা অতিশয় সহজ। রাধাবল্লভের পরাস্ত হইবার ত কারণ ছিল না। রাধাবল্লভ তৎকালে ৩০ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। ভালবাসা সমবয়স্ক দম্পতি ভিন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন বৃদ্ধের সহিত যুবকের ভালবাসাও অসম্ভব। ১৪ বৎসরের যুবক কি ৩০ বৎসরের রমণীকে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করে ? না ১৪ বৎসরের কিশোরী ৩০ বৎসরের পুরুষকে বিবাহ করিতে চায় ? এই প্রকার মিলনে দুঃখ ভিন্ন সুখের আশা যে মূঢ় করে, সে বাতুল। 'পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ' ইহা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য।"

শরৎবাবু বলিতেছেন—"সম্পাদক মহাশয় কেন যে এই স্থানে টীকা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না তাহাও আমরা বুঝিলাম না। রাধাবল্লভের ঘরে কোন স্ত্রীলোক ছিল না। শিশুপুত্র নীলমাধবকে প্রতিপালন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, বিষয়কর্ম্ম নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। বয়সও যৌবন অতিক্রম করে নাই। এমতাবস্থায় তদ্রূপ যুক্তিতর্কের উপর কোন অবাধ্যতা-মূলক কঠোর যুক্তি প্রদর্শন না করাই কি সমাচীন হয় নাই ? বিবাহের ইচ্ছা প্রথমতঃ মনে স্থান না পাইলেও নানা অসুবিধা তাহাকে স্পৃহাবান করিলে কি অসঙ্গত বলা যায় ? বিপত্নীকগণের কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহ

করা কর্ত্তব্য নয়। এমন যুক্তি যদি কেহ উপস্থিত করেন তবে তাহার উপর আমরা কোন বলিব না, কেননা তাহা শাস্ত্রাদেশের প্রতিকূল এবং বয়স বিশেষে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষারও অন্তরায়। বিপত্নীকের বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে। অবশ্য বৃদ্ধের বিবাহ কেহই সমর্থন করিবে না ইত্যাদি ইহাই বন্ধুবরের আপত্তির প্রধান যুক্তি। তিনি আরও বলেন যে ভালবাসা সম্বন্ধ দম্পতি ভিন্ন অসম্ভব। ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। ১০।১৫ বৎসরের ব্যবধানে প্রণয় জন্মিবে না কেন? এইরূপ আরও যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বন্ধুবর এই উপলক্ষে আমাদের প্রতি কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বাক্য ব্যবহার করিতে বিরত হন নাই। যাহা হউক আমাদের বক্তব্য নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। তাহারা এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।”

আর্য্য মনীষিগণ সমস্বরে বলিয়াছেন—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনঃ' অর্থাৎ পুত্রের জন্যই ভার্য্যা, যাহার পুত্র আছে, তাহার পক্ষে পুনর্বিবাহ, যে বয়সেই হউক না কেন, অন্যায় ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অন্যায় কেন, বিমাতা গৃহে আসিলেই বিবাদ। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই দেখা যায় যে বিমাতা গৃহের বিষবৃক্ষ। সংসারের সর্ব্বনাশ করাই যেন বিমাতার কার্য্য। বন্ধুবর কি 'বিজয়-বসন্তের' আখ্যায়িকা ভুলিয়া গিয়াছেন; এইপ্রকার বিজয়-বসন্ত প্রত্যেক বিমাতার গৃহে দেখা যায়। বন্ধুবর তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—“ভগ্নীর যুক্তিতর্কে ভ্রাতা পরাস্ত হইলেন ও ভগ্নীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।” আমি এই বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলাম। কেননা রাধাবল্লভ অনায়াসেই বলিতে পারিতেন,—“আমার পুত্র আছে। পুনর্ব্বার বিবাহের আবশ্যক নাই। দ্বিতীয় সংসারের স্ত্রী প্রায়শই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। আমি ৩০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছি। ১২।১৩ বৎসরের বালিকা আমার কন্যার সমতুল্য হইতে পারে, স্ত্রী হইতে পারে না। কে জানে আমার দ্বিতীয় সংসারের স্ত্রী নীলমাধবের প্রতি বিষনয়নে নিরীক্ষণ না করিবেন?” 'বিমাতা' প্রবন্ধে দেখা যাইতেছে যে ঐ বিমাতার (যদিও অসাধারণ ভাবে সুখদায়িনী) গর্ভজাত পুত্রগণ নীলমাধবের এবং সংসারের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। রাধাবল্লভ যদি বিবাহ না করিতেন তবে সুখশান্তি অবিচলিত ভাবে নীলমাধবের সংসারে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। হায়! হায়!! কি মন্দক্ষণে রাধাবল্লভ বিমাতাকে গৃহে আনিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর গৃহে বিমাতার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিলে বিষয়াদি সমস্তই নানাভাগে বিভক্ত হইয়া সচ্ছলতার সংসারে দৈন্য আসিয়া প্রবেশ করে। এরূপ দায়ভাগের ন্যায় বিষম আইন থাকা সত্ত্বেও যাহারা পুত্র থাকিতেও পুনর্ব্বার বিবাহ করে তাহাদের উদ্দেশ্য কি? কামচরিতার্থ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সংসারের সুখশান্তি তাহাদের লক্ষ্য নহে। বিশেষতঃ যদি চিরকালই বঙ্গদেশবাসীগণ কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকেন তবে সমাজের কার্য্য,পরোপকার, বদান্যতা, দেশের কার্য্য কে করিবে? এই সকল কারণ

দান সামগ্রী বাদে বিবাহের ব্যয়াদি বাবদ প্রায় ৩০০৲শত টাকা পরিমাণ এবং পাত্রের অধ্যয়ন ব্যয় বাবদ প্রায় ৬০০৲শত টাকা লওয়া হইয়াছে। অথচ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এই দুই স্বজাতিহিতৈষীর মধ্যে যে কোনরূপ দেনা পাওনার কথা হইতে পারে না তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন।" এই বিবাহ আদৌ ক্ষত্রিয়াচারে না হইয়া সম্পূর্ণরূপে শূদ্রাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে অনৈক কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত ছিলেন। (ক) তিনি বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে হইবে বলিয়া বিবাহের সময় পাত্রের পুরাতন যজ্ঞসূত্রদ্বারা পাত্রীর হস্ত বন্ধন করিতে বলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কন্যার পিতা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বিবাহ শূদ্রাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। সংবাদদাতা এই সমস্ত বিষয় গোপন করিয়া সত্যের অপলাপ করায় আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি।

৭। সাহসী বীর কায়স্থ বালক।—আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর 'হরিমতী' 'শ্রীকৃষ্ণমতী' এবং পাগলসঙ্গীত প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় রাধাবল্লভ (রংপুর) হইতে লিখিতেছেন—"বিগত ভাদ্র মাসের 'কায়স্থ পত্রিকায়' 'কায়স্থ বালকের সাহস'শীর্ষক যাহা লেখা আছে তাহা আমারই পুত্র সম্বন্ধে। বালকটী সপ্তদশ বর্ষে পদার্পন করিয়াছে এবং কলিকাতা অধ্যয়ন করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিল—

"বাবা! আমাকে এই মায়াময় সংসার ভাল লাগিতেছে না, আপনি অনুমতি করিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি।" তদুত্তরে আমি তাহাকে লিখি যে ব্রহ্মচর্য্য কেবল বেশ ভুষায় হয় না। ব্রহ্মে বিচরণ করিবার সামর্থ্য জন্মিলে প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া যায়। এই সংসারে থাকিয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনদ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতিলাভ করা যায়।—উক্ত কায়স্থ-পত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে উক্ত বালকটি যাহার নাম শ্রীমান বাসুদেব ঘোষ বর্ম্মা আরও কয়েকটি বালকের সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করে। কৃষ্ণ ও জগবন্ধু দুইটি বালক সন্তরণ করিতে করিতে জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, গঙ্গার ঘাটে অনেক লোক ছিলেন তাহারা কেহই কোন প্রকার সাহায্য করেন না কিন্তু বাসুদেব অবিলম্বে জলে নিমগ্ন হইয়া উক্ত দুইটী বালককে একে একে তীরে আনিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে। ধন্য বাসুদেব! তুমি ৭।৮ বৎসরের সময়ে তোমার জন্মভূমি হুগলি জেলার ঘরগোয়ালী গ্রামে, তোমাদের বাটীর সন্নিকটস্থ, একটী পুষ্করিণীতে নিমজ্জমান ১টি বালককে জল হইতে তীরে আনিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তোমার এই সৎসাহসের জন্য তোমাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

৮। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন।—বিগত ১২ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভবনে উক্ত ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই বিরাট অধিবেশনের বিরাট আয়োজন, উপস্থিত সভ্যসংখ্যাও বিরাট। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় উপস্থিত

(ক) শ্রীযুক্ত মাখনলাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয় বোধ হয় সং

হইবামাত্র আমরা দেখিলাম, দলে দলে ব্রাহ্মণ-মহোদয়গণ উপস্থিত হইতেছেন। অপরাহ্ন সাড়ে চার ঘটিকার সময় বিস্তৃত হল ও বিস্তৃত বারেণ্ডা লোকারণ্য হইয়া গেল, এমন কি "ন স্থানং তিল ধারণে।" তথায় নিম্নলিখিত মহাত্মাগণকে আমরা দেখিলাম। মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, গৌরিপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী উত্তরপাড়ার কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বলিহারের কুমার বিমলেন্দ্রনাথ রায়, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিক্রমপুরের গুরুচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় সভা-পতির আসন গ্রহণ করিলে, কলিকাতা বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ সমস্বরে সামবেদ গান করিলেন। বেদশূন্য বঙ্গে, বেদধ্বনি শুনিয়া আমরা মনে করিলাম সভাতে প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। নবম অধিবেশনের বার্ষিক মন্তব্যপঠিত ও গৃহীত হইল। সহকারী সম্পাদক রবীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত মন্তব্য পাঠ করিবার পর সভা-মধ্যে একটী বিষম গোলমাল উপস্থিত হইল, কোন প্রকার শৃঙ্খলতা আমরা দেখিতে পাইলাম না এবং সভাতে কি কি বিষয় নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহাও বুঝিতে পরিলাম না। তবে এই মাত্র বুঝিলাম আগামী দুর্গাপূজা উপলক্ষে মায়ের বোধন ও বিসর্জ্জনের সময় অবধারণ লইয়া একটি বিষম তর্ক উপস্থিত হইতেছে, তৎপর সন্ধ্যারাণীর আগমনে ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ের মীমাংসা হইল না। তখন চাণক্যের শ্লোক মনে পড়িল।—

"অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে, বঙ্গে ব্রাহ্মণমেলনে।
দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈবে,বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

৯। বর্ত্তমান সমরক্ষেত্রে ইংরাজ সৈনি-কের আহারের পরিমাণ শুনিলে পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন। যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বীরাগ্র-গণ্য প্রথম নেপোলিয়ান বলিতেন—"সৈনিকের শক্তি পাকস্থলিতে।" ফলতঃ বলকারক আহার না পাইলে বিক্রমে তাহারা যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় নিয়মিত পূর্ণাহার আর কোনও জাতি দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। নিম্নে ইংরাজ সৈনিকের দৈনিক আহারের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

৩ পোয়া সদ্যঃ মাংস (গোমাংস)
$\frac{১}{২}$ সের রক্ষিত মাংস।
৩ পোয়া রুটী।
২ ছটাক শূকরের মাংস।
১$\frac{১}{২}$ ছটাক পনীর।
২ ছটাক জাম।
১$\frac{১}{২}$ ছটাক চিনি।
১ পোয়া সজশাক।
১ ছটাক শুস্কশাক।

ইহা ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে ৫০টী সিগারেট, চা ও কফি পাইয়া থাকে। আমরা মনে করি যে আমাদের দেশে রাজারাও প্রতিদিন এই প্রকার আহার করিতে পারেন না। এই জন্যই বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের সম্রাটের বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। পাঠকগণ এখন বুঝিবেন যে, জাতীয় সম্মানরক্ষা ও জার্ম্মাণ

অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে ইংরাজজাতি কীদৃশ ত্যাগ করিতেছেন। হায়! হায়! যৎসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াও আমরা কায়স্থজাতির একখানি জাতীয় পত্রিকা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। অর্থাভাবে "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা"কে বিষম জীবন সংগ্রাম করিতে হইতেছে। অর্থাভাবে এবার ভারতীয় সমগ্র কায়স্থজাতির সম্মিলন ঢাকা নগরীতে হইল না। কায়স্থজাতির যে একটী জাতীয় ও সামাজিক সম্মান আছে এবং তাহা প্রত্যেকেরই রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এই ভাবটী অনেকের মনেই আসে না।

১০। কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ হতভাগ্য বঙ্গদেশে সনৈঃ সনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার জন্য কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ দোষী? সমগ্র ভারতের অধ্যাপকমণ্ডলি একবাক্যে বঙ্গীয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশস্থ কতিপয় বিদ্বেষী অধ্যাপকগণ কায়স্থজাতিকে শূদ্রজাতি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাহ্মণেরন্যায় বঙ্গীয় কায়স্থজাতিও যজ্ঞোপবীত হারাইয়া ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ উৎপাত প্রবলবেগ ধারণ করিয়াছিল। এমন কি পুরী হইতে পাটনা পর্য্যন্ত একশতের উপর বৌদ্ধ আশ্রম ছিল এবং তথায় শ্রমণগণ বৌদ্ধমত প্রচার করিতেন এবং উপবীতধারী কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় জাতিকে বৌদ্ধরাজাদ্বারা দণ্ডিত করিতেন। কোন একটী সংস্কার, বিশেষ উপনয়ন সংস্কারের অভাব হইলেই কোন জাতি দ্বিজত্ব হারায় না। বৃষ্ণি, অন্ধক ও যদুবংশ বহুকাল ব্রাত্য থাকিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব হারায় নাই, অথবা শূদ্রত্বে পরিণত হয় নাই। আমরা কায়স্থগণই বা কেন আমাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইব? আশা করি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করতঃ বর্ত্তমান সামাজিক কলহের অবসান করিবেন।

১১। অদ্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত আশ্বিন মাসের পত্রিকা প্রাপ্তে উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিবরণী মধ্যে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রাপ্তে বিস্মিত হইলাম। "গত দুই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবানুযায়ী "কায়স্থ শব্দের নাম-নিরুক্তি" প্রবন্ধ পুনঃ মুদ্রণ সম্বন্ধে প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হইলে মাননীয় সারদাবাবু বলিলেন—গত দুই সভার মন্তব্য এবং নগেন বাবুর বক্তব্য এবং মূল প্রবন্ধটী আমাকে দিলেই আমি আগামী সভার স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিব।—সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহাই স্থির হইল সভায় উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে অথবা সারদাবাবু, কেহই কি আমাদের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের সুদীর্ঘ সমালোচনা পাঠ করেন নাই? উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসা সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং ভ্রান্তিমূলক। উহা মুদ্রিত করিলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা একটি অন্যায় কার্য্য করিবেন, এবং পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন।

১২। দুর্গাপূজা, ১৩২২।—এ বৎসর বোধন ও বিসর্জ্জন লইয়া পণ্ডিত মহলে বহু তর্ক হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ যাহা স্থির হইয়াছে তাহাই আমরা নিম্নে দিলাম। আগামী ২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে মায়ের বোধন। সন্ধ্যাকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস। শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ইং ৮টা ৪০ মিনিট মধ্যে সপ্তমী পূজারম্ভ। শনিবার, পূর্ব্বাহ্ন ইং ৯টা ৩০ মিনিট মধ্যে মহাষ্টমী পূজারম্ভ। ইহার পর সন্ধিপূজারম্ভ এবং ইং ১০।২১ মিনিট গতে বলিদান। রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ইং ৮টা ২৪ মিনিট মধ্যে মহানবমী পূজা সমাপ্যা। তদনন্তর ৯টা ১৮মিনিট মধ্যে দশমী পূজা সমাপ্যা। ১০ ঘটিকার মধ্যে দর্পণবিসর্জ্জনং। সোমবার অপরাহ্নে দেবীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি,)

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০

অন্বয়ঃ।—বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অন্যৎ এব (পৃথক্ এব ফলং ক্রিয়তে ইতি) আহুঃ (বদন্তি) অবিদ্যয়া (অগ্নিহোত্রাদি লক্ষণেন কর্ম্মণা) অন্যৎ আহুঃ ইতি (এবং) বয়ং ধীরাণাং (ধীমতাং বচনং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) যে (আচার্য্যাঃ) নঃ তৎ (কর্ম্ম) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) ॥১০॥

ভাষ্যম্ ।—অন্যদেবেত্যাদি। অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহুর্ব্বদন্তি বিদ্যয়া দেবলোকঃ বিদ্যয়া তদারোহন্তীতি শ্রুতেঃ অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎকর্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষু অয়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

অনুবাদ।—দেবোপাসনা হইতে পৃথক্ ফলের উদয় হয়, ইহা কথিত আছে এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পৃথক্ ফলের উদ্ভব হয়, ইহাও কথিত আছে। যে আচার্য্যগণ আমাদিগের নিকট কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীমান আচার্য্যগণের এইরূপ বাক্য আমরা শুনিয়াছি। "বিদ্যয়া দেবলোকঃ বিদ্যয়া তদারোহন্তি" "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানদ্বারা দেবলোকে যাওয়া যায় এবং বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রুতি-বচনদ্বয় হইতেও দেবতাজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের পৃথক ফল দৃষ্ট হইতেছে ॥১০॥

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি,)

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০

অন্বয়ঃ।—বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অন্যৎ এব (পৃথক্ এব ফলং ক্রিয়তে ইতি) আহুঃ (বদন্তি) অবিদ্যয়া (অগ্নিহোত্রাদি লক্ষণেন কর্ম্মণা) অন্যৎ আহুঃ ইতি (এবং) বয়ং ধীরাণাং (ধীমতাং বচনং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) যে (আচার্য্যাঃ) নঃ তৎ (কর্ম্ম) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) ॥১০॥

ভাষ্যম্।—অন্যদেবেত্যাদি। অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহুর্ব্বদন্তি বিদ্যয়া দেবলোকঃ বিদ্যয়া তদারোহন্তীতি শ্রুতেঃ অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎকর্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষু ময়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

অনুবাদ।—দেবোপাসনা হইতে পৃথক্ ফলের উদয় হয়, ইহা কথিত আছে এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পৃথক্ ফলের উদ্ভব হয়, ইহাও কথিত আছে। যে আচার্য্য-গণ আমাদিগের নিকট কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীমান আচার্য্যগণের এইরূপ বাক্য আমরা শুনিয়াছি। "বিদ্যয়া দেবলোকঃ বিদ্যয়া তদারোহন্তি" "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানদ্বারা দেবলোকে যাওয়া যায় এবং বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রুতি-বচনদ্বয় হইতেও দেবতাজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের পৃথক ফল দৃষ্ট হইতেছে ॥১০॥

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—যঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ তৎ (এতৎ) উভয়ং সহ (একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ং) বেদ: (সঃ) অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা) মৃত্যুং (স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানঞ্চ মৃত্যুশব্দবাচ্য) তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অমৃতং (দেবতাত্ম-ভাবং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥১১॥

ভাষ্যম্।—যতএবমতঃ বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্মচেত্যর্থঃ। যস্তদেতদুভয়ং সহৈকেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদঃ তস্যৈবং সমুচ্চয়কারিণ এব এক পুরুষার্থসংবন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্মজ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্য-মুভয়ং তীর্ত্বাতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানে-নামৃতং দেবতাত্মভাবমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তদ্ধ্যমৃতমুচ্যতে। যদ্দেবতাত্মগমনম্ ॥১১॥

অনুবাদ।—দেবতাজ্ঞান ও অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়া উভয়ই কর্ম্ম বলিয়া তাহাদিগের সমুচ্চয় হইতে পারে। এই উভয়ের পৃথক্ অনুষ্ঠানের ফল নবমমন্ত্রে বলা হইয়াছে। এখন ইহাদিগের সমুচ্চয়ের ফল বলা হইবে। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও দেবতাজ্ঞান এই উভয় একই পুরুষকর্ত্তৃক এক সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এইরূপ জানেন, অর্থাৎ যিনি বিহিত কর্ম্ম ও দেবোপাসনা একত্র অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়া, দেবতা জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। দেবতাজ্ঞানে যে অমৃতত্ব অর্থাৎ দেবত্ব লাভ হয়, তাহা বেদপ্রসিদ্ধ ॥১১॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

কায়স্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

আর যজ্ঞসূত্র কি আমাদের কেবল ইহ-লৌকিক একতা, সামাজিক সম্মান এবং উন্নতির উপায়? না, না, তাহা নহে। উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে আমাদের পরকালও মাটি। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন যে সংস্কার না হইলে দেহ শুদ্ধি হয় না। উপনয়ন না হইলে তাহার দ্বিজোচিত কোন কার্য্যে অধিকার জন্মায় না। উপবীতহীন দ্বিজের সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল। দেবতারা তাহার পূজা গ্রহণ করেন না,—পিতৃগণ তাহার প্রদত্ত জলপিণ্ড গ্রহণ করেন না। (ক) তাহার প্রণব, স্বাহা ও স্বধা শব্দ উচ্চারণেই অধিকার নাই। অধ্যয়ন, দেবপূজা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসেবা, দান ধ্যান অথবা

(ক) শূদ্রাচারী কায়স্থদ্বিজগণ মনে রাখিবেন যে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি সমস্ত পৈত্র্য কার্য্য পণ্ড হইতেছে। সঃ

তপ জপ,—কিছুতেই তাহার অধিকার নাই। মোক্ষের উপায়-স্বরূপ কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ বা ভক্তিমার্গ সকলেই তাহার পক্ষে অবরুদ্ধ। তাহার মৃত্যু হইলে দেবযান অথবা পিতৃযান কোন পক্ষেই তাহার গতি নাই; সে কেবল স্থাবর বা নিকৃষ্ট পশুপক্ষী যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা আমাদের কথা নহে বেদের আদেশ, ইহা উপনিষদের উপদেশ, স্মৃতির বিধান।

সমস্ত পৃথিবী ব্যপিয়া আমরা ঢাক পিটিয়া বেড়াইতেছি যে আমরা বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ। সকল দেশের লোকের নিকট সময়ে অসময়ে আমরা বড়াই করিয়া বেড়াই যে ধর্ম্মই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র, ধর্ম্মই আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, ধর্ম্মই আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা; কিন্তু, একবার অকপটচিত্তে যদি আমরা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে আমাদের মত ভণ্ড ও অনুকরণপ্রিয় কাপুরুষ বুঝি আর কোন দেশের কোন জাতির লোকই নহে। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম যে বর্ণাশ্রমাশ্রিত মহাধর্ম্ম। কোথা আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, কোথায় গার্হস্থ্য, কোথায় বাণপ্রস্থ, কোথায় সন্ন্যাস? জাগিয়ে ঘুমাইলে চলিবে না, নিজকে নিজে ফাঁকি দিলে চলিবে না। নিজে বিদেশে সাহেবসাজিয়া সাহেবীখানা খাইয়া যে কোন উপায়ে রাশি রাশি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তাহার অধিকাংশ আপনার ও পত্নী-পুত্রের খাদ্য, পরিধেয়, এবং ভোগবিলাসে ব্যয় করিয়া বাড়ীর বিগ্রহের সেবার জন্য পুরোহিতকে দৈনিক।০ চারিআনা বৃত্তি বাঁধিয়া দিলে এবং বৎসরান্তে একবার কতকগুলি মহিষ ও ছাগের প্রাণবধ করিয়া মহা আড়ম্বরে দেবীপূজা ব্যপদেশে আত্মীয় পূজার উৎসব করিলে তাহাকে ধর্ম্ম করা বলে না। ইহাতে দুই চারি বা দশজন অজ্ঞ, বেদবিদ্যাবিহীন, কাষ্ঠময় হস্তী বা চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় নামমাত্রধারী ব্রাহ্মণের তৃপ্তি বা সন্তোষ উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নিজ আত্মার কি উন্নতি হইবে? ভগবান্ কি প্রকৃতই চক্ষুকর্ণহীন যে তাহাকে কেহ ঠগাইতে পারেব? ঝুটা, কপটতা, জাল সকল দূরে ফেলিয়া দিয়া একতানমনে স্বধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

সত্য বটে এতদিন আমরা আখ্যায়িকার সিংহশাবকের ন্যায় শৃগালের সহবাসে অনেকটা শৃগালত্ব লাভ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ভাবনা কি? আখ্যায়িকার সেই সিংহশিশু যেমন এক মুহূর্ত্তে এক প্রকৃত সিংহ দেখিয়া এবং তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া লুপ্ত বোধকে ফিরিয়া পাইল, আমরা তদ্রূপ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ভাবের, ক্ষত্রিয়-জীবনের ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি আমরাও আমাদের হৃতপূর্ব্ব ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ক্ষাত্র-স্বভাব ফিরিয়া পাইব; নিশ্চয়ই পাইব। এখন আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতেছি, স্বকর্ণে তাঁহাদের আহ্বান শুনিতেছি, আর কে আমাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে পারে? শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, ভগবান্ পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন এবং নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, তবুও আমরা ভয়াবহ পরধর্ম্মে ঘৃণিত শূদ্রত্বে, ডুবিয়া থাকিব? শূদ্রত্ব যে কিরূপ হেয়, তাহা হিন্দু জানেন? কুকুর ও

শূদ্র উপনিষদে এক পর্য্যায়ে উপমিত হইয়াছে। সেই শূদ্র কায়স্থ? এ কথা উচ্চারণ করিবার সময় উচ্চারণকারীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না কেন?

সমাজে ভণ্ডের অভাব নাই। ইতিহাস দেখুন কখনও ভণ্ডের অভাব ছিল না। শুভকার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে ভণ্ড খুব পটু। ধর্ম্মের, ন্যায়ের এবং উন্নতির পথে এই ছদ্মবেশী ভণ্ড বিষম অন্তরায়। সে কখনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেশে, কখনও বা পরমাত্মীয় কুটুম্বের বেশে আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথ হইতে চ্যুত করিতে আসে। প্রাচীন চার্বাকের ন্যায় তাহারা মিষ্টভাষী চারুবাক্। তাহারা দেশাচারের দোহাই দিয়া "সনাতন" ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, আমাদিগের স্বর্গত পূর্ব্ব পিতামহদিগের দোহাই দিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে, আবার কখনও বা ভ্রূকুটী ভীষণ শাপ প্রদানোদ্যত দুর্ব্বাসার ন্যায় উগ্রমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া নানা রূপ "জুজুর" ভয় দেখাইতেছে। তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপ করিব না। ক্ষত্রিয় কুলর্ষভ প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক দেবব্রতভীষ্ম মহারাজ নিজ-বিমাতা সত্যবতী এবং গুরু পরশুরামের অনুরোধেও নিজ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত হইতে স্খলিত হন নাই; তাইত তিনি ভীষ্ম, তাইত তিনি প্রাতঃস্মরণীয় তাইত, তিনি নিখিল হিন্দুসন্তানের পিতৃস্থানীয় ও তর্পণীয়। ভগবানের কৃপায় শাস্ত্র বাক্যের ব্যখ্যার জন্য আমাদের এখন আর দোভাষীর প্রয়োজন নাই। শত শত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এখন আমাদের কুল উজ্জ্বল করিতেছেন। হৃদয়ে আমাদের ভগবান্, শাস্ত্র আমাদের অবলম্বন, প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমাদের সহায়, শত শত মহাপ্রাণ আমাদের অগ্রণী, তবে আমাদের ভয় কি? কাহাকে ভয়?

অনেক বিষকুম্ভপয়োমুখ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় কুলসম্ভূত বটে কিন্তু অনেককাল সাবিত্রীচ্যুত হওয়ায় শূদ্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে আর এখন তাহার উপনয়ন হইতে পারে না। অর্থাৎ কিনা কায়স্থের উপনয়নের অধিকার তামাদি দোষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।—এই রূপ বাক্যজাল একেবারে নিরেট মিথ্যা। সংস্কার কখনও তামাদি হয় না। আমাদের পূর্ব্বকথিত ।৵০ মূল্যের "কায়স্থতত্ত্ব" দেখুন, ইহার উত্তর পাইবেন (খ) উহাতে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান শাস্ত্রবাক্য সহিত উদ্ধৃত আছে। আর নজীর যদি চাহেন, তাহা হইলে তাহার অভাব নাই। মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে দেখিতে

(খ) কায়স্থ তত্ত্বের পরিশিষ্টে ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য--মূল আপস্তম্ব সূত্রের শ্লোকটী লিখিতহইয়াছে যথা—যস্য প্রপিতামহ দের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বার্ষিকং ত্রিবৈদিকং ব্রহ্মোচর্য্যাং অর্থাৎ যাহাদের প্রপিতামহ প্রভৃতির উর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ পথে আসেনা তাঁহারা দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত ত্রিবেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। কলিতে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব বিধায় পণ্ডিতগন অনুকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত অনুকল্পের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে তদনুসারে দরিদ্র কায়স্থের পক্ষে ৩৬০ আম্রমান্ অর্থাৎ ৫।।৵ প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইয়াছে।

সম্পাদক

পাই,বৃষ্ণিবংশে বহুদিন ব্রাত্যদোষ দূষিত ছিল। সেই বংশেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলদেব অবতীর্ণ হন। মহামুনি গর্গ তাঁহাদের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং অবন্তীর অধ্যাপক সান্দীপনী মুনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মদীক্ষা ও ব্রহ্মবেদ পাঠ করাইয়াছিলাম। আর অত পুরাতন কথা কেন ? বৌদ্ধ বিপ্লবে ভারতের অন্যন্য দ্বিজগণের সহিত অগণ্য ব্রাহ্মণও শাক্যসিংহের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছিলেন ; তাহার পর শিবাবতার শ্রীশ্রীশঙ্করচার্য্যের কৃপায় পুনশ্চ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। "শঙ্করদিগ্বিজয়" ও তাহার টীকা ইহার সাক্ষী। মহারাষ্ট্র শক্তির জন্মদাতা মহাবীর শিবাজী সূর্য্যবংশের গিহলোট শাখাসম্ভূত ক্ষত্রিয় ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের বংশ বহুদিন হইতে ব্রাত্য ছিল ; কাশীর তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বিশ্বনাথ ভট্ট (প্রচলিত নাম গাগা ভট্ট) মহাসমারোহে শিবাজীর উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী ইতিহাস। আর আমাদের বৈশ্যভ্রাতৃগণের উপনয়নের ইতিহাসও কি আবার নূতন করিয়া বলিতে হইবে ? ফল কথা ব্রাত্যতা একটী উপপাতক মাত্র, শাস্ত্রমতে উহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল। অনভিজ্ঞ অথবা শত্রু কেবল অন্য রূপ কথা বলেন। দেখুন না কেন আজ অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল হইল বঙ্গদেশে কায়স্থ-জাতির উপনয়ন সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র কায়স্থ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন ; তাঁহাদিগের সেই সংস্কারে ত ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরাই বর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, আর সে সময়ে যিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিতের আসন গ্রহণ করিয়াছেন—তিনিই এই শুভসংস্কারের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঋষিকল্প ৺হলধর তর্কচূড়ামণি হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ সকলেরই এক কথা। তবে স্বার্থান্ধ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিবর্গের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সর্পের কঞ্চুক পরিবর্ত্তনের ন্যায় নিজ নিজ মত পরিবর্ত্তন করিতে খুব পটু। তাঁহাদিগের কথা না তোলাই ভাল।

আমরা পুরাতনের বড় ভক্ত বলিয়া দেশে বিদেশে পরিচিত ; কিন্তু প্রকৃতই কি আমরা পুরাতনের খুব সম্মান করি ? তাহা হইলে বৈদিক আচারের প্রবর্ত্তক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতি হিন্দুস্থানের সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীগণ এরূপ খড়্গহস্ত কেন ? তাহা হইলে বঙ্গদেশে স্বর্গত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার সম্বন্ধে হুলুস্থূল পড়িয়া ছিল কেন ? সে আগুন আজও নিবিল না কেন ? প্রাচীন কালের সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা, দময়ন্তী, রুক্মিণী, লোপামুদ্রা, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের দৃষ্টান্ত সত্বেও আটবছরের মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য এত মাথাব্যথা কেন ? বেদব্যাস, ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ, নারদ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত সত্বেও অধুনা কোন অজ্ঞাত কুলজাত পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পাঙ্ক্ত্য প্রদান করা হয় না কেন ? আজ সমাজে কি দ্রৌপদী ও সীতার মত মহিলা এবং প্রাগুপ্ত মহর্ষিদিগের ন্যায় পুরুষের আবির্ভাব সম্ভব ? আমাদের মহামহোপাধ্যায় ও তর্কতীর্থ ন্যায়রত্নগণ তাঁহাদিগকে কি আর সমাজে

স্থান দিবেন ? রুক্মিণীর ন্যায় এখন যদি কোন ভদ্রকন্যা তাহার পিতৃ নির্দ্দিষ্ট "শিশুপাল" টিকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ ঈপ্সিত কোন "পুরুষোত্তিম"কে প্রণয়পত্র লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক বেদব্যাসগণ কি ব্যবস্থা করেন ? একালে জন্মিলে মা সাবিত্রী কি আর সতী-ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারিতেন ? নিশ্চয় তিনি কোন জি, সি, এস, আই ইত্যাদি বর্ণ-মালা শোভিত জমিদার নন্দনের বিলাসের পুত্তলিকা স্বরূপে নিতান্ত ব্যর্থ জীবন কাটা-ইয়া যাইতেন। আর যদি কোন "গার্গী" তর্করত্নবেশী কোন যাজ্ঞবল্কের সহিত প্রকাশ্য সভায় বিচার করিতে উঠেন, তাহা হইলে তিনি "বেথুনকলেজের বিবি" ইত্যাদি অবমাননাসূচক কথাদ্বারা ধিক্কৃত হইবেন। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুস্তকে দুঃখের কথা কত লিখিব ? প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের এই আধুনিক স্বার্থসর্ব্বস্ব তর্করত্ন ন্যায়রত্ন চালিত সমাজ মেরুদণ্ডহীন, আদর্শ হীন, কেবল একটা মহাভণ্ডামীর ও কপটতার আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। আমাদিগের মুখে বেদ বেদান্তের নাম বা ঋষিদিগের প্রশংসা মুখস্থ বুলি মাত্র।

আমরা মুখে পুরাতনের সম্মান করি, ঋষিদির্গের বড় প্রশংসা করি, কিন্তু কাজে বড় জোর তিন চারিশত বৎসরের পুরাতন মুসলমান রাজত্ব কালের, হিন্দুসমাজের সকল প্রকার দুঃখ দুর্দ্দিনের সময়ের, কেবল আত্মগোপন বা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অবলম্বিত নিয়মগুলি খুব দৃঢ় করিয়া ধরিয়া আছি। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বেদ অধিকার হারাইলেন, স্মৃতি আসিলেন, তিনিও গেলেন, তন্ত্র ও পুরাণ আসিলেন, আবার মুসলমান রাজত্বের প্রভাবে সকলই গেল; কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্ত, কূর্ম্মনীতির অনুগত সমাজবন্ধনের নিদান স্বরূপ নানা প্রদেশে নানাবিধ নিবন্ধ-গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। সমাজ সেই রূপেই ধীরমন্থর গতিতে স্থবিরভাবে চলিতেছিল। সম্প্রতি, ইংরাজ রাজত্বকালে আমরা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, নিবন্ধ—সকল বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র দেশাচারকে সার করিয়াছিলাম। তুমি শ্রুতি-বাক্যই দেখাও আর মনুর অনুশাসনই খোল, সব নিষ্ফল, সারমাত্র দেশাচার। পণ্ডিত মহাশয় সকল শাস্ত্র দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া গ্রীবা আন্দোলিত করিয়া বলিলেন—

"তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।"

তাই দেখি, বৈশ্যের গলায় পৈতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনোবিকার জন্মে না, কারণ সে দৃশ্য তাঁহার অভ্যস্ত, শত বৎসরের দেশাচারানু-মোদিত। আর কায়স্থের গলায় পৈতা! অমনি ব্রাহ্মণ লোহিতবস্ত্রদৃষ্টিবিক্ষুব্ধ মহিষের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন "গেল রাজ্য, গেল মান" সম্মানভাজন ও জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ নাইট্ শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পুস্তকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কায়স্থের পৈতা লইয়া একটু পরিহাস করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, (গ)।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি কায়স্থকে অদ্বিজ বলিতে চান, তবে কায়স্থসাহিত্যে তিনি সম্পূর্ণ মূর্খ বলিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিব না। সম্পাদক

তিনিই কিন্তু হাইকোর্টে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র লইয়া সেকালের য়ুরোপীয় "নাইটের" মতই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কালের গতি এমনি বিচিত্র যে মুনিদিগেরও মতিভ্রংশ হয়।

থাকুক সে কথা। আমরা ব্রাহ্মণদিগকেও সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের নবীন উদীয়মান হিন্দুসমাজ কোন জাতিকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া উন্নত হইবে? অন্যদেশের কথা ছাড়িয়াই দিই; এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ যদিই কোন দৈববলে কায়স্থকে চিরকাল শূদ্রত্বপাশে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, তাহা-হইলে কি তাঁহাদেরই মঙ্গল হইবে? তাঁহারা কাহার পূজা গ্রহণ করিবেন? কে তাঁহা-দিগকে শ্রদ্ধা সম্মান করিবে, কে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবে? এখানে অবশ্য আমরা চাকুরীজীবি ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি না। নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন যে লতা, বণিতা এবং পণ্ডিত আশ্রয়ভিন্ন বাচেন না, শোভা ত পানই না। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়েরস্থান অধিকার করিয়া আছেন। সেই অতি প্রাচীন কালের ভারত সম্রাট পুষ্যমিত্র হইতে সেদিনকার সীতারাম রায় পর্য্যন্ত সক-লেই কায়স্থকুলের রত্ন। আজ কি বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের পিতৃ-পিতামহদিগের চির-প্রতিপালক, পূজক এবং সম্মানদাতা কায়স্থ-ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নবনির্ম্মিত, রাজবংশীক্ষত্রিয় কৈবর্ত্তমাহিষ্য এবং সাহা বৈশ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? সর্ব্বংসহা সত্যই এত সহিবেন?

শুনিতে পাই, কেহ কেহ বলিতেছেন, "তুমি আপন চরকায় তেল দাও, ব্রাহ্মণদিগের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" এই কথা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কথা, নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের ভাবনা ভাবিবে নাত কে ভাবিবে? কায়স্থ মহারাজ বল্লাল যে ব্রাহ্মণদিগের গুণ দোষ পরীক্ষা করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা এত শীঘ্র ভুলিলে চলিবে কেন? ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণের অপরাধেরও দণ্ডদাতা, ব্রাহ্মণকে সৎপথে স্থির রাখিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় দায়ী। আজ ক্ষত্রিয় রাজা না থাকুন, ক্ষত্রিয়শক্তি আছেন। "সংঘশক্তিঃ কলৌ-যুগে।" ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় পুরোহিত এবং গুরুর শুভাশুভ দেখিবেন না? ব্রাহ্মণ যতদূর অধঃপাতে গিয়াছেন, তাহাতেই কি দেখিতে পাইতেছেন না যে তিনি আমাদিগকেও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন? তিনি যদি স্বধর্ম্মচ্যুত না হইতেন, তাহা হইলে কি আর আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটে? তাই ব্রাহ্মণরক্ষার ভার আমাদিগকে লইতেই হইবে আজ মোহের বশে কয়েকজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের আশ্রয়তরুর মূলোচ্ছেদ করিতে কৌতুক অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ চিরকাল তাঁহাদের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ ভোগ করিবেন। আজ বড়োদারাজ্যে ব্রাহ্মণ-সন্তানের যে ব্যবস্থা হইতেছে, কাল বঙ্গদেশে যে ঠিক তাহাই হইবে না এমন কথা কে বলিতে পারে? (ঘ) তাই ব্রাহ্মণদিগের সাবধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ঘ) সম্প্রতি বড়োদারাজ্যে সকল বর্ণের উপযুক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে পৌরোহিত্য (১)

কোন কোন প্রতারক সরলতার মুখোস পরিয়া মধুমাখা কথায় বুঝাইতে আসেন "বাপু আজকাল তোমরা খুব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হইয়াছে, শাস্ত্র টাস্ত্রও আমাদের অপেক্ষা অধিক শিখিয়াছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার পিতৃ পিতামহগণ কি এত নির্ব্বোধ ছিলেন, আর সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কি নিরেট মূর্খ ছিলেন যে ইত্যাদি" এই ভাক্ত প্রাচীন প্রশংসা সম্বন্ধে দুই চারিকথা বলিয়াছি। যে এইরূপ প্রশ্ন করে, সে হয় মূর্খ, না হয় কপট এবং সম্ভবতঃ উভয়ই। মহাশয় কোন্ দেশে, কোন্ শাস্ত্রে উন্নতি নিষিদ্ধ হইয়াছে? কাহারও পূর্ব্বপিতামহগণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া কি তাঁহাকেও তাহাই করিতে হইবে? এবং তাহা পরিত্যাগ করতঃ সাধুবৃত্তি গ্রহণ করিলে তাহা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে? নিরক্ষর পিতামহের পৌত্র পণ্ডিত হইলে তাহার কি রৌরবনরক ব্যবস্থা হইবে? যে সকল ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে পাচক অথবা গ্রাম্য যাজকের নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মহাক্লেশে নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, আজি যে তাঁহাদেরই বংশধরগণ ব্যারিষ্টার উকীল ডাক্তার বা ডেপুটি সাহেব হইয়া নিজেরা বাবুগিরির চূড়ান্ত করিতেছেন এবং নিজ নিজ গৃহিণীদিগকে (ব্রাহ্মণী বলিলাম না) সেমিজ গাউন রুজ পোমেটামে বিবি সাজাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে তাঁহাদিগকে বলে যে তুমি "হাতা বেড়ি হাঁড়িকুড়ি" ছাড়িয়া মহাপাপ করিয়াছ? কত বিখ্যাত অধ্যাপকবংশ যে এখন মোকারজি, বোনারজী ও চাটারজির দলের-দ্বারা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে, ইঁহাদের আত্মীয়গণ কি তাঁহাদের পৈতা কাড়িয়া লইয়া জাতিচ্যুত করিয়াছেন? পাঠকগণ স্মরণ করিয়া দেখুন, মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি কয়জন উপাধি-ধারীর পুত্র ঐ উপাধি পাইয়াছেন? উপাধির কথা দূরে থাকুক, কয়জন অধ্যাপকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের পুত্রগণ টিকি এবং চটি ত্যাগ করতঃ চোকা চাপকান পরিয়া কায়স্থের অন্নে ভাগ বসাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছেন, তাঁহারাই কায়স্থের পৈতার বিষম শত্রু। উকীল হাকিম বা কেরাণী, অর্থাৎ কায়স্থের বৃত্তি-গ্রাহী ব্রাহ্মণকে ত কায়স্থ হইতে চিনিবার সূত্র ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই, আর তিনি মনে মনে জানেন যে তিনি ব্রহ্মার বদন বিবর নির্গত সর্ব্ববর্ণগুরু ভূদেব ব্রাহ্মণ, আর কায়েত শূদ্র—আর কিনা সেই কায়েতও পৈতা লইবে? অ্যাঁ, তবে কি সে ব্রাহ্মণ হইবে! এই সব কূপমণ্ডূক শাস্ত্রেরও ধার-ধারেনা, দেশের খবরও রাখেনা, তারা জানে সূত্র

পরীক্ষাদিদ্বারা অধিকার প্রদান (২) পরীক্ষান্তে অনুত্তীর্ণ ব্যক্তি যাজনে অনধিকার (৩) যে কোনও ব্যক্তি আহ্বান করিবে তাহার কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়া (এখন কি সমাজচ্যুত ব্যক্তিরও) (৪) পুরোহিতের দক্ষিণার নির্দ্দিষ্ট নিরিখ ইত্যাদি কয়েকটী বিধান সম্বন্ধের একটী আইনের মুসাবিদা তত্রত্য কৌন্সিলে পেশ হইয়াছে। লেখক।

থাকিলেই ব্রাহ্মণ। বড় দুঃখেই দীনবন্ধু হাড়িনীর মুখে বলিয়াছিলেন "গলায় দড়ি থাকিলে কি হয়, আমার এঁড়ে গোরুটার গলায়ও ত দড়ি আছে।" এই বর্ব্বরদের নিকট শত অকার্য্যকারী ব্রাহ্মণ অতি পবিত্র, আর কায়স্থ, সে ছোট লোক, সে শূদ্র। কুসংস্কারে দেশটা এমনই অধঃপতিত হইয়াছে যে সাম্যধর্ম্মের প্রচারক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অন্তিমকালেও "বসু ঘোষ সরকার ছোট লোক" এই নিতান্ত ঘৃণিত অবমাননা জনক কথা বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। হিন্দু জাতির সহিত সম্বন্ধত্যাগী, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সাহত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বৃদ্ধ প্রচারক মহাশয় কায়স্থ জাতির প্রকৃত সম্মান ও বর্ণাশ্রমানুগত সমাজে তাহার স্থান সম্বন্ধে কখনও কোনও দিন কোন অনুসন্ধান বা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া ত আমরা জানিনা। অথচ কায়স্থকে মন্দ বলিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষগণ ন্যায়নিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী কায়স্থকে ফাঁকি দিতে না পারিয়া কায়স্থের গ্লানিজনক কত উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া গিয়াছেন কিনা? অভ্যাসের দোষ বড়ই বদ্ধমূল, কুসংস্কারের জড় বড় পাকা, তাই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে হয়।

পাঠকমহাশয়, আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি এখনই বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আপনি কায়স্থ কুলের বংশধর, কায়স্থ জাতির ইতিহাস, আভিজাত্য, সম্মান আপনি জানেন এবং সর্ব্বদাই সমাজের কল্যাণ কামনা করেন এই আশা লইয়াই আপনার নিকট এই নিবেদন। আপনি বর্ণাশ্রমানুগত হিন্দু; এতদিন আপনি যে কোন কারণেই হউক আপনাকে পরমপূজিত দ্বিজবর্ণোচিত ধর্ম্মে অনধিকারী বলিয়াই জানিতেন; আজ ভগবানের প্রসাদে অজ্ঞানের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, আপনি নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন। আসুন আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই শুভমুহূর্ত্তে, শুভক্ষণে নবোৎসাহে পুত্র মিত্রাত্মীয় বন্ধুস্বজন সমভিব্যাহারে ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবেশকরিয়া নিজে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভূমানুখে সুখী হউন এবং পুত্র পৌত্রাদি উত্তর পুরুষদিগকে সেই অতুল সুখে সুখী হইবার অধিকার প্রদান করুন। শূদ্রত্বকে শত্রুর কথার সহিত পদাঘাতে দূর করুন।

যদি উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণাদির অভাব বশতঃ কোন বাধা উপস্থিত হয়, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভাকে জানাইলেই সভা সেই বাধা দূর করিয়া দিবেন। আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমাদের বিরাট কায়স্থ সভার সভ্যপদ গ্রহণ করুন এবং বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির পরম হিতৈষিণী "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা" পত্রের গ্রাহক হউন। ইহার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা নিতান্তই নগণ্য,—মাসিক ৵০ মাত্র। দেখিবেন, আমাদের জাতির দেবতুল্য অগ্রণীগণ জাতির মঙ্গলের জন্য নিজ স্বার্থ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া কি সেবাই করিতেছেন। আশা করি আপনিও তাঁহাদের একজন হইয়া আমাদের দেশের, সমাজের ও জাতির মুখোজ্জল করিবেন। শ্রীভগবান্ তাহাই করুন। শুভমস্তু।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত।

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব।

ভারতে ক্ষত্রিয়জাতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে অক্ষর-জীবক কায়স্থ যে শ্রেষ্ঠ তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। (ক) সম্প্রতি দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাতার ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থান হইতে কয়েকজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক দিনাজপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রায় মহাশয় একজন উপনীত কায়স্থ এবং তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ যে ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন হইবে এই মর্ম্মেই পণ্ডিত মহাশয়গণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়গণ দিনাজপুরে উপস্থিত হইলে কায়স্থকুলগৌরব দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর উক্ত পণ্ডিত মহাশয়গণের উপদেশ শ্রবণ বাসনায় শ্রীশ্রীভগবান শ্যাম রায় জিউর বাড়ীতে কায়স্থ মণ্ডলীর একটী সভা আবাহন করেন। সভাস্থলে মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং, বর্দ্ধনকুঠীর কুমার বাহাদুর এবং বহু ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক এবং কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেববর্ম্মা উকিল মহাশয়ের বিগত আশ্বিন মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় 'দিনাজপুরের সভা' শীর্ষক যে উপাদেয় একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম। কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ এবং আকুমেরিকা হিমালয় ভারতব্যাপী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সকলে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। বঙ্গের কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈদ্য বৈশ্য একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বঙ্গের কায়স্থ একটী বিরাট জাতি তাঁহাদিগের সংখ্যা ব্রাহ্মণের প্রায় সমতুল্য অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লক্ষ। এই কায়স্থ জাতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণ জাতিকে সকল সময় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণের নিম্নস্থান কায়স্থগণ অধিকার করিতেছেন এমতাবস্থায় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণগণের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমরা আশা করি উকিল মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং অধুনা এই উভয় জাতির মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে তাহারও অবসান করিবেন। রামরাজ্যে চাতুর্ব্বর্ণ মধ্যে যে প্রকার সুন্দর সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল আমরা আশা করি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমবেত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশকে রামরাজ্যে পরিণত করিবেন। মহর্ষি বাল্মীকি তদীয় রামায়ণ বালকাণ্ড সপ্তম সর্গে লিখিতেছেন—

(ক) অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সম্ভিতঃ তৈ।
তেষামুত্তমতাং যাযা কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥

ভবিষ্যপুরাণ

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতা।
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী ছিলেন, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে তৎপর এবং শূদ্র বর্ণত্রয়ের সেবায় নিরত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রামরাজ্যের ন্যায় সম্বন্ধ না থাকিলেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিত সদ্ভাব থাকা অসম্ভব নহে। ফলতঃ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা মনুর নিম্নলিখিত উপদেশ স্মরণ রাখিবেন—

না ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্ত-মিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥

মনু ৯ অধ্যায়, ৩২২ শ্লোক

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, পরস্পরের সাহায্যে উভয়েরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি হয়। এই পর্য্যন্ত অব তারণা করিয়া আমরা উকিল মহোদয়ের প্রবন্ধটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সভা সমবেত হইলে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় উপস্থিত পণ্ডিত মহাশয়গণের পরিচয় প্রদান করিলেন। মহারাজ বাহাদুরের স্বভাব-সুলভ সৌজন্যে ও বিনয়-নম্র সতক্তি আহ্বানে ও অনুরোধে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক নবদ্বীপ নিবাসী মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এবং শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ত্রয় বিশেষ আগ্রহের সহিত কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহুল শাস্ত্র প্রমাণ এবং যুক্তিদ্বারা নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া তাঁহারা নিঃসংশয় হইয়াছেন যে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত, কেবল আচারলোপে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্য যে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মে প্রতি-ষ্ঠিত হন।

প্রথমবক্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম—শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই কায়স্থগণ কতক সূর্য্যবংশীয় এবং কতক চন্দ্রবংশীয় সুতরাং তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় সে বিষয়ে সংশয় নাই। (খ) কালের স্রোতে অনেক ব্রাহ্মণও সংস্কারচ্যুত হইয়াছেন। সেইরূপ কায়স্থেরা ক্রিয়ালোপের জন্য ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করিতেন যে ইঁহারা শূদ্র কিন্তু শিক্ষাবি-স্তারের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থদিগের এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দেখিয়া নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রমাণ দেখিয়া আমরাও বুঝিতে পারিয়াছি ইঁহারা প্রকৃতই ক্ষত্রিয় এবং ইহাদের পুনরায় ক্ষত্রিয়াচার লওয়া কর্ত্তব্য, ইহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই বলিয়া যে বচন আছে তাহার অর্থ,

(খ) স্কন্দপুরাণে নিম্নলিখিত চারিশ্রেণী কায়স্থের বিবরণ পাওয়া যায়। কায়স্থ জাতি প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত যথা, সূর্য্যবংশীয় চিত্রগুপ্তজ এবং সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থ, চন্দ্র-বংশীয় চান্দ্রসেনী কায়স্থ এবং চন্দ্র বংশীয় প্রভু-কায়স্থ।

ক্রিয়া লোপেরদ্বারা যাহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ চিরকালই ক্ষত্রিয়ের আশ্রিত সুতরাং কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ এখন তাঁহাদের ব্রাত্যত্ব দোষ নিরাকরণ করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিলে আমরাও প্রীত হই। অদ্য এস্থলে মহারাজবাহাদুর যিনি পণ্ডিতদিগের মর্য্যাদারক্ষক, তাঁহার অনুরোধে দিনাজপুরবাসী ক্ষত্রিয়মর্য্যাদাকাঙ্ক্ষী কায়স্থদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি সাবিত্রী লইতে অবশিষ্ট আছেন তাঁহারা শীঘ্রই উপনয়ন ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করুন। যাঁহারা এবিষয়ে অগ্রণী হইবেন তাঁহারাই বংশেরভূষণ স্বরূপ হইবেন।

দ্বিতীয় বক্তা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে চিরকাল ঘনিষ্ঠ ও সুমিষ্ট সম্বন্ধ। এন্‌জিন ও বয়েলারের যে সম্বন্ধ আমার মনে হয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সেইরূপ সম্বন্ধ। লোক উচ্চজাতির উল্লেখ করিতে "বামুন কায়েত" কথাই বলিয়া থাকে। এই উভয় জাতির পরস্পরের উন্নতি পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ। শাস্ত্রে যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে কায়স্থগণ যে মূলে ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। বহুকাল ক্রিয়া লোপবশত ইহারা ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ঐ দোষ মুক্ত হইতে পারেন। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় বক্তা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মাহাশয় বলিলেন—ঐতিহাসিক প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে জাতি সম্বন্ধে নানারূপ সংশয় ও ভ্রান্তমত প্রচলিত ছিল, বল্লাল সেন প্রভৃতি সেনবংশীয় নৃপতিগণকে পূর্ব্বে অনেকে বৈদ্য মনে করিতেন। কিন্তু এখন শিলালিপি প্রভৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে সামন্তসেন প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলে জাত। তাঁহারা সোমবংশ প্রদীপ। এই সেন বংশীয় দনুজমাধবের সহিত চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। তদবধি ইহারা কায়স্থদিগের গোষ্ঠীপতি। জাতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে সন্দেহ চলিয়া আসিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"এষা জাতিঃ দুষ্পরীক্ষ্যাতি মে মতিঃ।" ইহার কারণ বর্ণ-শঙ্কর। নহুষ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, এই যে জাতি ইহাগুণের দ্বারা অনুমেয়, যজ্ঞোপবীত থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষাদি গুণ থাকিলেই ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা যায় সুতরাং এক্ষণে কায়স্থজাতি যদি পুনরায় তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়োচিত সদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক গোব্রাহ্মণ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার ভারগ্রহণ করেন তাহা হইলে সমাজের দেশের ও ব্রাহ্মণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

তদনন্তর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ প্রমাণ সম্বলিত একটী সুললিত বক্তৃতাদ্বারা উপস্থিত কায়স্থবর্গকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের জন্য বিশেষ রূপে উৎসাহিত করিলেন।

স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ মহাশয় পণ্ডিতবর্গের সহিত দিনাজপুর কায়স্থ সমাজের সুযোগ উপস্থিত করার জন্য মহারাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হইল

সম্পাদক।

গরুড়স্তম্ভলিপি।

(পুনরাবৃত্তি,)
১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ প্রতিভার ৩৪৩ পৃষ্ঠা হইতে।

যস্মিন্ মিথঃ শ্রীভৃতি বাগধীশে
বিহায় বৈরাণি নিসর্গ জানি।
উভে স্থিতে সখ্য মিবাধিগম্য
বেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতী চ। ২১ ॥
শাস্ত্রানুশীলন গভীরগুণৈর্ব্বিচোভি
র্ব্বিদ্বৎ সভায় পরবাদী মদাবলেপঃ।

অন্বয়ঃ।

যস্মিন্ শ্রীভৃতি বাগধীশে (বিভূযি ভাগ্যবতি চ) লক্ষ্মীঃ সরস্বতীচ নিসর্গ জানি (স্বাভাবিকানি) বৈরাণি বিহায় সখ্যমধিগম্যাবিব একত্র উভেস্থিতে (এবং স নারায়ণ পালনামা রাজা আসীৎ)। ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীনারায়ণ পাল নামক রাজা এতাদৃশ বিদ্বান্ ও লক্ষ্মীবান্ ছিলেন, যে তদ্দর্শনে সাধারণের মনে হইত যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহাদিগের চিরবিবাদ পরিত্যাগ করত সখীভাব অবলম্বন করিয়া একত্রে বাস করিতেছেন। ২১ ॥

(২১) কবি রাজা শ্রীনারায়ণ পালের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রী কিন্তু সরস্বতী চিরকুমারী বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন। এই অভিমান তাঁহার ঠিক নহে, কারণ তিনিও বিষ্ণুকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।

অর্থাৎ সরস্বতী যাহার মুখে ও লক্ষ্মী যাহার বক্ষদেশে অবস্থান করিতেছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী সপত্নী এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে চিরবিবাদ বর্ত্তমান আছে। এই বিবাদ তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণ পাল রাজাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রাজা যেমন বিদ্বান তেমনি ধনবান্ ছিলেন। ছন্দ ইন্দ্রবজ্রা।

উদ্বাসিতঃ সপদি যেন যুধিদ্বিষাঞ্চ
নিঃসীম বিক্রম ধনেন ভটাভিমানঃ। ২২ ॥
আবির্ব্বভূব সহসৈব ফলং ন যস্য
যস্তাদৃশং ব্যধিত কর্ণ সুখং ন কিঞ্চিৎ।
যং প্রাপ্য দান পতির্মার্থিজনোন্য মেতি
তৎকেলি দানমপি যস্য ন জাতু দাতুঃ। ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

শাস্ত্রানুশীলন গভীর গুণৈর্ব্বচোভিঃ (শাস্ত্রানুশীলনেন বেদাদিশাস্ত্র চর্চ্চয়া জাতাঃ গভীরাঃ গুণাঃ যেষু বচঃসু তৈঃ, ইতি বহুব্রীহি সমাসঃ) বিদ্বৎ সভাসু (বিদুষাং সমিতিষু) পরবাদি মদাবলেপঃ (পরস্মিন্ বদতীতি পরবাদী, তেষাং মদঃ মত্ততাজনিতাবলেপঃ অবলেপোগর্ব্বঃ) যেন (রাজ্ঞা) উদ্বাসিতঃ (বিসর্জ্জিতঃ) সপদি (হঠাৎ) যুধি (যুদ্ধে) নিঃসীম বিক্রমধনেন ভটাভিমানঃ (সেনাদীনাং অভিমানঃ গর্ব্বান্বিত সং...) (যেন) উদ্বাসিতঃ (চ) বিসর্জ্জীকৃতঃ। ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

শাস্ত্রানুশীলন জাতঃ অশেষ গুণসম্পন্নসুমিষ্ট বাক্যদ্বারা যিনি বিচারার্থীর মত্ততাজনিত গর্ব্ব পণ্ডিতগণের সভাতে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বিক্রমদ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করিয়া শত্রুসৈন্যেরও অভিমান তিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

যস্য ফলং সহসাএব ন আবির্ব্বভূব যঃ তাদৃশং ব্যধিত কর্ণ সুখং কিঞ্চিৎ (অপি) ন (অনু বভূব) অর্থিজনঃ যং দান পতিং প্রাপ্য অন্যং (দাতারং) ন এতি (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তৎ (তস্য)

বঙ্গানুবাদ।

রাজা শ্রীনারায়ন পাল যে প্রকার সাত্বিক দানের অনুষ্ঠান করিতেন তাহার ফল ইহকালে

---

(২২) ঐ রাজা বেদাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে বাক্যসুধা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের অভিমান মত্ততা তিনি পণ্ডিতগণের সভায় বিলুপ্ত করিতেন। অর্থাৎ বিচারাসনে তিনি মধুরবাক্যে সমস্ত অর্থী ও প্রত্যর্থীগণকে তুষ্ট করিতেন ও তাহাদিগের তর্কাভিমান ও বিনষ্ট করিতেন। অপিচ যুদ্ধক্ষেত্রে ও অসীম বিক্রম প্রদর্শন করিয়া তিনি শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের অভিমান বিনষ্ট করিতেন। পরবাদি মদাপলেপঃ— প্রতিবাদি ব্যক্তিগণের মত্ততাজনিত গর্ব্ব। উদ্বাসিত (উৎ+বস ধাতু) নিরস্তকরণ, বিসর্জ্জিত। সপদি—তৎক্ষণাৎ, হটাৎ। বাঙ্গলাভাষায় এই শব্দটী ব্যবহার নাই। দ্বিষাং— দ্বিষৎ, শত্রুগণের ভটাভিমানঃ—যোদ্ধাদিগের অভিমান। ছন্দ বসন্ততিলক।

২৩। বিচারাসনেও সমরক্ষেত্রে রাজার গুণ কীর্ত্তন করিয়া কবি এই শ্লোকে রাজার

অতি লোমহর্ষণেষু (চ) কলিযুগ বাল্মীকিজন্মপিশুনেষু।
ধর্ম্মেতিহাস পর্ব্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতো র্ব্ব্যবৃণোৎ । ২৪ ॥

কেলিদানং (হেলায়াপি কৃতং দানং) জাতু (কদাচিদপি) যস্য (অর্থিনঃ) (অন্যত্র প্রার্থনাশাং বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ) দানপতি মিত্যত্র কর্ত্তরি টনঃ। ২৩ ॥

প্রকাশ পাইত না। আর যিনি উক্ত দানেরজন্য প্রশংসা বাক্য লোকমুখে কিঞ্চিন্মাত্রও শুনিতে ইচ্ছা করিতেন না। প্রার্থীগণ যাঁহার নিকট একবার দান গ্রহণ করিলে অন্য দাতার কথা, তাহাদের স্মরণপথেও আসিত না, যাহার হেলাকৃত দানও প্রার্থীগণের পক্ষে অন্যত্র যাচ্ঞার অভিপ্রায় বিনাশ করিত। ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অতি লোমহর্ষণেষু কলিযুগ বাল্মীকি জন্মপিশুনেষু ধর্ম্মেতিহাস পর্ব্বসু (বিষয়েষু) যঃ পুণ্যাত্মা (আসীৎ) (এবম্বিধং তংরাজানং) শ্রুতোর্ব্বী (আর্য্যাবর্ত্তঃ বৈদিক রাজ্যং বা) অবৃণোৎ (পতিত্বে নেতিশেষঃ) । ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

এই রাজা কলিযুগে দ্বিতীয় বাল্মীকিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণের এই প্রকার অতিশয় লোমহর্ষ জনক বিশ্বাস ছিল এবং ধর্ম্মপ্রধান ইতিহাস পর্ব্বাদীতে যিনি পুণ্যাত্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন এই সকল কারণে বোধ হইত যে তিনি যেন আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকরাজ্য সংস্থাপন পুর্ব্বক স্বয়ংই তাহার পতি হইয়াছিলেন। ২৪ ॥

দানের কথা বলিতেছেন। বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল হইয়াছে। বাধিতকর্ণমুখং—কর্ণপ্রবিষ্টমুখ। এই শ্লোকের শেষ শব্দটী প্রশস্তিতে ছিল না তজ্জন্য "দাতুঃ" শব্দ যোগ করা হইয়াছে। দাতৃ শব্দের ষষ্ঠী। ছন্দ বসন্ততিলক।

(২৪) সমরে বিচারে ও দানে নারায়ণ পালের কীর্ত্তিকথা কীর্ত্তন করিয়া কবি রাজার কবিত্ব বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত করিলেন। রামায়ণগ্রন্থ রচনা না করিয়াও তিনি সাধারণের নিকট বাল্মীকি উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কবি এই ব্যাপারকে অতিশয় লোমহর্ষজনক বলিলেন। তিনি তৎকালিক ধর্ম্মেতিহাসে পুণ্যাত্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন এবং লোকে মনে করিত যে তিনি আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পিশুনেষু লোকপরম্পরায়; শ্রুতোর্ব্ব্যবৃণোৎ শ্রুতোর্ব্বী (শ্রুতঃ ঊর্ব্বী) বেদের সীমা পর্য্যন্ত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত। অবৃণোৎ = বরণ করিয়াছিল। ছন্দ আর্য্যা।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থখানি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমালোচিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি ৩৲ টাকা মূল্যে ২০১নং কর্ণওয়ালীশষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাগারে বিক্রীত হইতেছে। বঙ্গদেশের মৃত্তিকাস্তরে গঠন দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্গণ (Geologists) মনে করেন যে প্রাগৈতিহাসিকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্বই ছিল না, বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগর তৎকালে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকাস্তর গঠিত হইয়া বঙ্গদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতের সময়ে বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গদেশ ছিল না, তখন বোধ হয় নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চব্বিশপরগণা এবং মুরশিদাবাদ জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে এই সকল স্থান দ্বীপাকারে গঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রান্তর-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল সেই জন্য আমরা নিম্নলিখিত দ্বীপ, দহ, চর ইত্যাদি স্থানের নামকরণ দেখিতে পাই যথা নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চাকদহ, শিবচর ইত্যাদি। গ্রীস দেশীয় পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস যিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটালিপুত্র বর্ত্তমান পাটনা নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বঙ্গদেশ ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা দেখিতে পাই তৎকালে বঙ্গোপসাগর পাটনা হইতে দেড়শত ক্রোশ মাত্র ব্যবধান ছিল।

বঙ্গদেশের ইতিহাসকে আমরা পাঁচটী পৃথক পৃথক যুগে বিভক্ত করিতে পারি। ১ম যুগ মহাভারতের পূর্ব্বকাল। এই সময়ে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ২য় যুগ অর্থাৎ আর্য্যযুগ; যাহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ৮০০ শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক্‌দিগের অভ্যুদয়, তাহার পর খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এবং তদনন্তর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আমরা দেখিতে পাই। কল্হণ পণ্ডিত বিরচিত 'রাজতরঙ্গিণী' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ৬০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কায়স্থ রাজবংশ ২১৬ বৎসর পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ৮০০ শত খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিত্য যাঁহাকে চীন দেশীয় ইতিহাসে "মুক্তাপীড়" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তিনি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গৌড়মণ্ডলে উপস্থিত হন এবং গৌড়াধিপ যশোবর্ম্মাকে বশীভূত করিয়া তথা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যান। সম্রাট্ ললিতাদিত্য গৌড়ে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা যশোবর্ম্মা দেব তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য হস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়া ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়ের প্রণীত রাজন্যকাণ্ডের ৩য় অধ্যায় ৮৩ পৃষ্ঠাহইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি—"কাশ্মীরে ফিরিয়া গিয়া ললিতাদিত্য গৌড়পতিকে

আহ্বান করিয়াছিলেন। ললিতাদিত্য আপনার উপাস্য দেবতা পরিহাস কেশবকে (বিষ্ণুমূর্ত্তি) মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি গৌড়পতির কোন অনিষ্ট করিবেন না। তথাপি ত্রিগ্রাম নিবাসী একজন নরহন্তাদ্বারা যশোবর্ম্মা দেব কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার বধ সাধন করে। এই সংবাদ অল্পদিন মধ্যে গৌড়ে পৌঁছিলে যশোবর্ম্মার একদল অনুগত ভৃত্য কাশ্মীররাজের এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য সারদা-তীর্থ দর্শনচ্ছলে তথায় উপস্থিত হন।"

রাজ-তরঙ্গিণীতে এই সকল বঙ্গদেশবাসীকে ভীমকায় বীরপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ললিতাদিতকে কাশ্মীরে উপস্থিত না পাইয়া এই সকল যোদ্ধৃগণ পরিহাস কেশবের মন্দির আক্রমণ করেন। কাশ্মীরী পুরোহিতগণ মন্দিরের কবাট বন্ধ করিয়া দেয় কিন্তু বঙ্গদেশবাসিগণ তাহা ভগ্ন করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করতঃ রাম স্বামির মূর্ত্তিটিকেও পরিহাস কেশবের মূর্ত্তি ভাবিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। এই সময় শ্রীনগর হইতে কাশ্মীরী সৈন্যদল আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল, মুষ্টিমেয় বঙ্গবাসিগণ যুদ্ধে বিচলিত হইলেন না একবারও পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না, সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে একে একে শত্রুহস্তে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া কহ্লণ লিখিয়াছেন "গৌড় হইতে দুর্লঙ্ঘ্য কাশ্মীরের পথের কথাই বা কি বলিব। গৌড়গণ দ্বারা যাহা সাধিত হইয়াছিল বিধাতার পক্ষেও তাহা অসাধ্য। আজও রাম স্বামির মন্দির শূন্য দেখা যায়। সেই গৌড়বীরগণের যশে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বঙ্গদেশ হইতে সমাগত সৈনিক বীরপুরুষদিগের রাজভক্তি, তাঁহাদিগের অসীম সাহস এবং অমানুষিক দৈহিক শক্তি এবং যুদ্ধের কৌশল দেখিয়া কাশ্মীরী যোদ্ধৃগণ তাহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী বলিয়াছেন যে এই বঙ্গবাসী বীরদিগের শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া কাশ্মীরকে পবিত্র করিয়াছে।"

ললিতাদিত্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়াপীড় যখন কাশ্মীরে রাজত্ব করেন সেই সময় তিনি নানাস্থান জয় করিয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রয়াগ তীর্থের সান্নিধ্য গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া জয়ন্ত নামক গৌড়াধিপের অধিকার মধ্যে আসিয়া গুপ্তভাবে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (ক) এবং তত্রত্য পুরবাসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়দেবের এক অপূর্ব্ব মন্দির ছিল। নৃত্য দেখিবার অভিপ্রায়ে জয়াপীড় অথবা জয়াদিত্য সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন, নৃত্য গীতাদি শাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার তেজপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া দর্শক মাত্রই চমৎকৃত হইলেন, দেবনর্ত্তকী কমলা জয়াপীড়ের অনুপম রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাজা বা রাজকুমার বলিয়া মনে স্থির করিয়া লইল এবং তাম্বূল দিয়া তাহার এক অন্তরঙ্গকে কাশ্মীররাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। জয়াপীড় সহাস্য বদনে সেই তাম্বূল গ্রহণ করিলেন

(ক) বর্ত্তমান মালদহ সহরের সান্নিধ্য পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি লক্ষিত হয়। সঃ

এবং নৃত্য শেষে কমলার সহিত তাঁহার আলয়ে আসিলেন। কমলার সহিত একত্রে বাস করিবার সময় জয়াদিত্য একটী বড় প্রকাণ্ড সিংহকে বধ করেন। গৌড়াধিপ জয়ন্ত সিংহ-হন্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত তদীয় একমাত্র কন্যা কল্যাণ দেবীর বিবাহ দেন। তদনন্তর জয়াপীড়ের সাহায্যে জয়ন্ত পঞ্চ:গৌড়ের উপর রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। কাশ্মীরে প্রত্যাগমন কালে জয়াপীড় কল্যাণ দেবী ও কমলা উভয়কেই সঙ্গে লইয়া যান। এই উভয় বঙ্গদেশবাসিনী মহিলাদ্বয় কাশ্মীরে বিশেষ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নামেই কল্যাণপুরা ও কমলাপুরা নামক দুইটী সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কল্যাণদেবীর গর্ভজাত পৃথিব্যাপীড় সাত বৎসর কাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশবাসী যোদ্ধাগণ কাশ্মীরদেশবাসী যোদ্ধাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া কাশ্মীর রাজের অরাতিগণের বিরুদ্ধে কয়েকটী অভিযান করিয়াছিলেন, এই রূপে বঙ্গের বাহিরেও বঙ্গদেশবাসিগণ যে বিশেষ বীরত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই উক্ত পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্যিক আকারে উভয় কাশ্মীরী এবং বঙ্গদেশবাসিগণের সৌসাদৃশ্য আছে এবং মৎস্য এবং অন্নই উঁহাদিগের প্রধান আহার।

হরিদ্বার কুম্ভমেলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৯। দাদুপন্থী ছত্র—এই ছত্রটীও কমলদাসের ছত্রের উত্তর দিকে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে উপরোক্ত সম্প্রদায়ের বহু সাধু সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১টী প্রকাণ্ড ঘরে গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানেও যথারীতি ভোগ আরতি হইত। এই ছত্রে মধ্যাহ্নে প্রায় হাজার লোক প্রতিদিন "পঙ্গতে" বসিয়া আহারাদি করিত। বসিবার পূর্ব্বে রামশিঙ্গা বাজাইয়া সকলকে আহ্বান করা হইত। একটী উচ্চ মঞ্চ হইতে উপস্থিত সাধুসন্ন্যাসীকে প্রতিদিন 'মাধুকরী' দেওয়া হইত। এই ছত্রের মোহান্তের নাম গোপালদাসজী। এখানেও মধ্যে মধ্যে ভাণ্ডারা হইত এবং প্রতিদিন পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত।

২০। কৈলাস ছত্র—এই ছত্রটী ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত ধনরাজগিরি কর্ত্তৃক হৃষীকেশে প্রতিষ্ঠিত কৈলাস আশ্রমের অন্তর্গত। সাধুবেলা ছত্রের পার্শ্বে অস্থায়ীভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এখানে প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত উপস্থিত সাধুসজ্জনকে মাধুকরী দেওয়া হইত। এইছত্রের বর্ত্তমান মোহন্ত শ্রীমৎ ১০৮ মণ্ডলেশ্বর স্বামী জনার্দ্দন গিরিজী। কৈলাসের অন্যান্য মহাত্মাগণ শ্রীমৎ ১০৮ মহন্ত স্বামী পূর্ণানন্দ গিরিজী, এবং রামপুরীজিরও এখানে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইঁহারাও মাঝে মাঝে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদা সুশোভিত গজ আরোহণে বাদ্যভাণ্ড লইয়া বিশেষ জাকজমকের সহিত সহর পরিভ্রমণ করিতেন।

২১। গরিবদাসী ছত্র—দাদূপন্থী ছত্রের পশ্চিমদিকে গরীবদাসী সম্প্রদায়ের ৩টী ছত্র অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল—এই সব ছত্রে বহু সাধুসন্ন্যাসীর আসননির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং বহু গৃহস্থভক্তও আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে অনেকগুলি বড় বড় তাঁবু খাটান হইয়াছিল, আর খড়ের ঘরের ত কথাই নাই। প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা মধ্যে এই ছত্রগুলিতে "পঙ্গত" বসিত এবং মাধুকরী দেওয়া হইত। এখানেও গুরুর আসন, পূজা, ভোগ, আরতি, পাঠ ও বক্তৃতাদির যথাবিধি ব্যবস্থা ছিল। এই ছত্রগুলির মোহন্তগণের নাম জগদীশানন্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণজী ও সচ্চিদানন্দজী।

২২। শিকারপুরী ছত্র।—এই ছত্রটী, সিন্ধু দেশান্তর্গত শিকারপুরের রাণী সৌভাগবাই কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে দুইশত জন সাধুর উপযোগী আহারাদি প্রস্তুত হইত। রাণীজির আদেশ ছিল, যদি ২০০ হইতে কম সাধু উপস্থিত হন, তবে অবশিষ্ট গরীব দুঃখীকে বিতরণ করিয়া দিতে হইবে। এই ছত্রেও অনেক সাধুসজ্জন স্থান পাইয়াছিলেন। এই ছত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী নিরঞ্জনদেবজী। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বাঙ্গালী। তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যই হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী; আর কাশ্মীর রাজ্যে নাকি ইহার খুব প্রভাব। উপরোক্ত নিরঞ্জনদেবও হিন্দুস্থানী এবং ইহাঁরই শিষ্য। ইনি সর্ব্বদাই আনন্দে ভরপুর থাকিতেন, ইনি খুব বড় পণ্ডিত, ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইঁহার ও বহু ভক্ত ও শিষ্য আছেন।

২৩। জ্ঞানগোদরী।—ভীমগড়ার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার উপরে সুদৃশ্য স্থানে "জ্ঞানগোদরী" প্রতিষ্ঠিত। এটী নানকপন্থীগণের একটী স্থায়ী আখড়া। এখানে "গুরুমুখী ভাষার" একটী পুস্তকাগার আছে। সুদৃশ্য মঞ্চোপরে গুরুর আসনাদি সুসজ্জিত ছিল এবং যথাবিধি পূজার্চ্চনারও ব্যবস্থা ছিল। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে উপস্থিত সাধু মহাত্মাগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত।

২৪। বাগান বাড়ীর ছত্র—ভীমগড়ার নিকটে অনারেবল লালা সুখবীর সিংহের বাগান বাটীতে কয়েকজন সাধুমহাত্মা দুইটী ছত্র খুলিয়াছিলেন—ইহার একটী হইতে একবেলা, এবং অপরটী হইতে দুবেলা উপস্থিত সাধু সন্ন্যাসীকে মাধুকরী দেওয়া হইত।

২৫। বৈষ্ণব আখড়া—ভীমগড়ার নিকটে একটী প্রকাণ্ড বাগান বাটীতে এই আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। বহু বৈষ্ণব, সাধু এই আখড়াতে আসন করিয়াছিলেন. প্রতিদিন বৈকালে ইহাদের "পঙ্গত" বসিত,

ইঁহারা প্রায় সমস্ত দিনই ভজন গানে ব্যাপৃত থাকিতেন।

২৬। নানকপন্থী আখড়া—এই আখড়াটী ব্রহ্মকুণ্ড এবং কুশাবর্ত্তঘাটের মধ্যস্থলে গঙ্গার পারে স্থাপিত ছিল। এখানে গুরু নানকজীর আসন, পূজা, আরতি ইত্যাদি হইত। প্রতিদিন বৈকালে পাঠ, বক্তৃতা ও ভজন হইত। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর মধুকরী বিতরণ করা হইত।

২৭। শঙ্করানন্দ আশ্রম—এই আশ্রমটী ভীমকুণ্ডের পারেই স্থাপিত হইয়াছিল। এই আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ গিরিজী। ভারতবর্ষের বহুস্থানে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য আছেন। তিনি বহু শিষ্য ও ভক্তগণসহ আশ্রমে বিরাজিত থাকিতেন; প্রতিদিন দুবেলা উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বড়ই অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। বহু সাধু সন্ন্যাসী ইঁহার আশ্রমে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। হিমালয়ের উপত্যকাতে এই আশ্রমটী স্থাপিত হওয়ায় অতীব প্রিয়দর্শন হইয়াছিল।

২৮। কামদাসের আখড়া—হরিদ্বারের বাজারের রাস্তার পার্শ্বে সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিতে এই আখড়া প্রতিষ্ঠিত। এটীও নানকপন্থীদের। এই আখড়ার মোহন্তের নাম কামদাসজী। এখানে বহু সাধুসন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইঁহার আশ্রমে মিউনিসিপালিটীর মেলা-টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২৯। গোরক্ষা আখড়া—এই আখড়াটী ভীমকুণ্ডের উত্তরে বিস্তৃত জায়গায় স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে অনেক সাধু আসন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য গোবধ নিবারণ করা, গোজাতির উন্নতি বিধান করা, কসায়ের নিকট যাহাতে কেহ গরু বিক্রী না করে, তাহার উপায় করা ইত্যাদি। এই আখড়ার মোহন্তের নাম পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী ভারতভিক্ষু, সপ্তসরোবর, আয়তীর্থ। ইঁহার প্রধান আশ্রম আবুপাহাড় (রাজপুতনা)। এই আখড়ার সভ্যগণ অনেক স্থানে গোরক্ষা উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেন।

৩০। আর্য্য সমাজ—মোহিনী আশ্রমের নিকটে বিস্তৃত বাগানে এবং কনখলে পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের সাধুদের আসন হইয়াছিল। ইঁহারা উপস্থিত সকলকেই বিনয়নম্র ব্যবহারে আপ্যায়িত করিতেন। প্রতিদিন বৈকালে এখানে বক্তৃতাদি হইত এবং আর্য্যসমাজ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পুস্তিকা বিতরণ হইত।

৩১। শ্রীমোহিনী আশ্রম—ভীমকুণ্ডের কিছু উত্তরে একটী সুদৃশ্য বাগানবাটীতে এই আশ্রমটী স্থাপিত। এই আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দজী। এই আশ্রমে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন হইয়াছিল। ইহা একটী স্থায়ী আশ্রম—এখানে একটী ধর্ম্মপুস্তকের পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। পাঠাগারের নাম "সাধু পুস্তকালয়।" পাঠাগার স্থাপনের দিন বিশেষরূপ উৎসবাদি হইয়াছিল।

৩২। উদাসীন বড় আখড়া—এই আখড়া কনখল দক্ষেশ্বর শিববাড়ীর নিকটে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে হাজার হাজার উদাসী সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের ধুনি ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; আর তাহার চতুর্দ্দিকে বিভূতিভূষিত, জটাজুটসমাযুক্ত, কৌপীনমাত্রৈক সম্বল, সৌম্যমূর্ত্তি সাধুগণ কেহ বা ধ্যানমগ্ন, কেহ বা পাঠাদিতে নিরত—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই বিরাট জনতাতে কিছুমাত্র কোলাহল নাই, কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব, কি আনন্দের জ্যোতিঃ সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কে তাহা বর্ণনা করিবে? এই আখড়াতে বহুমূল্য সাজসজ্জা ভূষিত গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানেও যথারীতি ভোগারতি হইত। এই আখড়াটি নানকপন্থী "সঙ্গতিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত। এই আখড়ার মোহন্তগণের নাম মোতিরামজি, হীরাদাসজী ও মথুরাদাসজী, অন্যান্য আখড়ার মোহন্তের ন্যায় ইঁহাদেরও ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না—বহু হাতী, ঘোড়া, উট, মূল্যবান দোলা প্রভৃতি লইয়া ইঁহারা নগর পরিভ্রমণ করিতেন। প্রায় একশত হাত উচ্চ একটী সুবৃহৎ কাষ্ঠদণ্ডের উপর, এই আখড়াতে ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নিশান টানান ছিল। দুইটী সাধু এই নিশানে প্রতিদিন চামরব্যজন করিতেন। আরতির সময় এখানে সুমধুর বাদ্য বাজিত। এই আখড়াতে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের আগমন হইয়াছিল; তাঁহার নাম বাবা ঠাকুরদাস। একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনের উপর এই মহাত্মা বসিয়া থাকিতেন। সৌম্যদর্শন, প্রিয়ভাষী এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য নিত্যই বহুলোক তথায় আগমন করিত। তিনিও স্বভাবসুলভ বিনয়নম্রবচনে সকলকে পরিতোষ করিতেন। রামলছমনদাসজী নামক আরও একজন প্রসিদ্ধ সাধু এই আখড়াতে আসন করিয়াছিলেন। ইঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, জটাজুটসমন্বিত পক্ককেশ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল! ইঁহারও মধুর বচনে সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এখানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইত।

৩৩। গুরুনানক দেবজীকে "অন্নছত্র"—এই ছত্রটী কণখল সহরে "বাঙ্গালী" ছাপাখানার নিকটে অবস্থিত। এটী স্থায়ী ছত্র; বারমাসেই খোলা থাকে। এখানে প্রতিদিন সাধুমহাত্মাগণ প্রচুর পরিমাণে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা বাবা কালীকম্বলীওয়ালে আত্মপ্রকাশজী। ইনি অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। ইনিই লছমন ঝোলার সুপ্রসিদ্ধ "স্বর্গাশ্রমের" প্রতিষ্ঠাতা।

৩৪। ইকড়িওয়ালি অন্নছত্র—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে স্থাপিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানে যথাযোগ্য সাধুসেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সাধু মহাত্মাগণ প্রতিদিন এখানে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা অমৃত সহরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক উত্তমচাঁদ শেঠ।

৩৫। উদাসীন ছোট আখড়া বা নয়া আখড়া।—এই আখড়াটী কণখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নিকটে একটী প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বড়

উদাসী আখড়ার ন্যায় এখানেও প্রায় হাজার সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আরতি ইত্যাদি হইত এবং সুমধুর ব্যাণ্ড বাজিত। এই আখড়ার মোহন্তের নাম ব্রহ্মনারায়ণজী। ইঁহাদের হাতী, ঘোড়া, পাল্কী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। এখানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা ও ভজনাদি হইত। সাধুগণ পঙ্ক্তীবতী "পঙ্ক্তে" বসিয়া আহারাদি করিতেন। বড় আখড়ার ন্যায় এখানে একটী উচ্চ নিশানে চামর ব্যজন করা হইত। এই আখড়াটী নানকপন্থী "ধুনিয়া" সম্প্রদায় ভুক্ত।

৩৬। মহানির্ব্বাণী আখড়া।

এই আখড়াটি কণখল সহরে অবস্থিত। জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত। বহু সন্ন্যাসীর আসন এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এই আখড়ার মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী গুলাবগিরিজী। এখানে প্রায়ই বক্তৃতা এবং উপদেশাদি দেওয়া হইত। অন্যান্য আখড়ার ন্যায় ইঁহাদেরও হাতী, বহুমূল্য নিশান, দোলা, ব্যাণ্ড বাদ্য প্রভৃতি সকলই যথাযোগ্য ছিল।

৩৭। শিকার ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। এটী শিকরের মারওয়াড়ী রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত এই ছত্রটি বারমাস সাধুসেবার্থে খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে যথাযোগ্য সাধু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বহু সাধু-সন্ন্যাসী এই ছত্র হইতে আহার্য্যাদি গ্রহণ করিতেন।

৩৮। হরনাম অন্নছত্র।—এই ছত্রটীও স্থায়ীভাবে কণখল সহরে অবস্থিত। এটিও বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে বহু সাধু মহাত্মা এখান হইতে আহার্য্যাদি পাইতেন; এই ছত্রের মোহান্তের নাম হরনাম সিংজী।

৩৯। পাতিয়ালা ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানেও বিশেষরূপে সাধু সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বহু সাধু মহাত্মা এখানে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রটি পাতিয়ালার মহারাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরাখণ্ডের অনেক তীর্থস্থানেই মহারাজা ছত্রাদি স্থাপন করিয়া সাধু সন্ন্যাসীগণের আশীর্ব্বাদার্হ হইয়াছেন। ভারতের অন্যান্য মহারাজা ও ধনকুবেরগণ যদি এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থানগুলির অভাব অভিযোগ অচিরেই দূরীভূত হইত। সে দিন কি আসিবে না? ভগবান ইঁহাদিগকে সুমতি প্রদান করুন।

৪০। নির্ম্মলা আখড়া।—এই আখড়াটিও কণখলেই অবস্থিত ছিল। এই আখড়াটী নানকপন্থী দশম গুরু গোবিন্দ সিংজীর সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী আসন করিয়াছিলেন, এখানেও গুরুর আসনে যথারীতি পূজার্চ্চনা হইত। ইঁহাদের ঐশ্বর্য্যও অন্যান্য আখড়ার ন্যায়। এখানেও পাঠ এবং ভজনাদি যথাযোগ্য সম্পন্ন হইত। এই আখড়ার মোহন্তগণের নাম বুড়াসিংজী, হীরাসিংজী ও রামসিংজী।

৪১। মাইর ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। এটিও

বারমাস খোলা থাকে, কুম্ভ উপলক্ষে এই ছত্রে যথাযোগ্য সাধু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সাধুগণ পরিতোষ সহকারে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রটী মারওয়াড় দেশীয় মোহনাবাই নামক জনৈকা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ধন্য মা, তুমিই যথার্থ মায়ের কার্য্য করিয়াছ। তোমরা অন্নপূর্ণা রূপে অন্নদানে উদ্যত না হইলে ভিখারী ছেলেদের মুখের পানে আর কে তাকাইবে? ভারতের সতীলক্ষ্মিগণ! তোমরা এই মায়ের আদর্শ গ্রহণ কর, অন্নপূর্ণারূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের দীন দুঃখী ছেলেদের মুখপানে একবার তাকাও,—মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য হও! আমরা হৃষিকেশেও একটি মাইর ছত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; সেই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা মাতৃদেব একটী পাকা মঞ্চে বসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাধুগণকে স্বহস্তে একজনে রুটী এবং অপরজনে ডাল বিতরণ করিতেছেন। এ দৃশ্য যে কি অপূর্ব্ব তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে—আমার বোধ হইল যেন, সাক্ষাৎ শিবশক্তি ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন, মা যেন অন্নপূর্ণারূপে মঞ্চে বসিয়া ভিক্ষা দান করিতেছেন, আর শিবরূপ সাধুগণ জোড়হস্তে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। ধন্য ভগবানের লীলা!

৪২। বস্তিরাম অন্নছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। জনৈক শেঠ বস্তিরাম কর্ত্তৃক এই ছত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই ছত্রে কুম্ভ উপলক্ষে সাধুসেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতিদিন এ স্থানে শত সন্ন্যাসীগণ আহার্য্যাদি পাইতেন।

৪৩। নিরাকারীওনকি আখড়া। এই আখড়াটি স্থায়ীভাবে কণখল সহরে অবস্থিত। কুম্ভ উপলক্ষে প্রায় পাঁচশত সাধুর আসন এই আখড়াতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই আখড়াটি নানকপন্থীদের; প্রায় সত্তর আশিজন সাধু বারমাস এখানে বাস করিয়া থাকেন।

৪৪। চেতনদেবকি কুটীয়া।—এই আখড়া কণখল সহরে উদাসীন নয়া আখড়ার সন্নিকটে সুদৃশ্য বাগানে অবস্থিত। সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিতে এই আখড়াটি সুসজ্জিত। এটী দশনামী সন্ন্যাসীগণের স্থায়ী আখড়া। প্রায় পঞ্চাশ, ষাট জন সাধু এখানে বারমাস বাস করিয়া থাকেন। চকমিলান বাগানের মধ্যস্থলে একটী সুদৃশ্য প্রার্থনা মন্দির সুশোভিত রহিয়াছে। বাগানটীও দেখিতে অতি সুন্দর। নানাপ্রকার ফুলের গাছে সুশোভিত। এখানে অনেক সাধু মহাত্মা আসন করিয়াছিলেন। এই বাগানের বর্ত্তমান মোহন্তের নাম স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী।

৪৫। শ্রীমন্মুনিমণ্ডল মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়টী কণখল বড় আখড়ার পার্শ্বেই বিস্তৃত জায়গায় স্থাপিত। এখানে বহু শিক্ষার্থী সাধু এবং ব্রহ্মচারী আছেন। এখানে প্রকাণ্ড আঙ্গিনাতে চন্দ্রাতপতলে বহু সাধু-সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য লোক আসিয়া প্রায়ই উপদেশ এবং বক্তৃতাদি শুনিতেন। এই মহাবিদ্যালয়ের আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ ১০৮ স্বামী কেশবানন্দজী। ইনি

অতি সুপণ্ডিত এবং অতি উচুদরের সাধু; সমস্ত পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য স্থানেও ইঁহার খুব প্রতিষ্ঠা। বহু রাজা, জমিদার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি ইঁহার ভক্ত এবং শিষ্য। ইনি সৌম্যদর্শন এবং মিষ্টভাষী, প্রায়ই সুললিত বক্তৃতাদ্বারা উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করিতেন। ইঁহার ঐশ্বর্য্যও খুব বেশী; হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণ, রৌপ্য মণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদার উপর বসিয়া অন্যান্য সাধুগণ সহ প্রায়ই নগর পরিভ্রমণ করিতেন। মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য উষ্ণীষ মস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিত। সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর বাদ্য বাজিত। এই বিস্তারলয়েও বহু সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এখানে প্রতিদিন বাদ্য বাজিত। এখানে কুম্ভ উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে একটী ছত্র খোলা হইয়াছিল, প্রতিদিন এই ছত্রে পঙ্গত বসিত এবং উপস্থিত সাধু মহাত্মাগণকে মধুকরী দেওয়া হইত।

৪৬। **পাঞ্জাবী ছত্র**— এই ছত্রটী কণখল সহরে অবস্থিত। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশের বহু মহাত্মা মিলিত হইয়া এই পঞ্চায়তী ছত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ছত্র গ্রীষ্মকালে ছয়মাস কণখলে এবং শীতকালে ছয়মাস হৃষিকেশে খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে বহু সাধু সন্ন্যাসী এখানে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের বর্ত্তমান পরিচালক ভগবানদাসজী।

৪৭। **মহাদেবা ছত্র**— এই ছত্রটীও কণখল সহরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই ছত্রও গ্রীষ্মকালে ছয়মাস কণখলে খোলা থাকে; [illegible] শীতকালে ছয়মাসের জন্য হৃষিকেশে উঠিয়া যায়। মহাদেবা শেঠ নামক জৈনক মারওয়াড়ী কর্ত্তৃক এই ছত্র স্থাপিত হইয়াছে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানেও যথাযোগ্য সাধুসেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

৪৮। **বৈরাগী লস্কর**—কণখলের সংলগ্ন পুরাতন গঙ্গাধারার অপর পারে প্রায় ২ মাইল লম্বা ১টী বিস্তীর্ণ বালুচরে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের আসন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বহু সহস্র প্রকাণ্ড ছাতা এবং শত শত তাঁবু এই প্রকাণ্ড চড়ার প্রায় ১॥ মাইল স্থান সুশোভিত করিয়াছিল। দূর হইতে দেখিলে স্বপ্নরাজ্যের মত বোধ হইত যেখানে কয়েকদিন পূর্ব্বে বালুকারাশি ধূ-ধূ করিয়া পথিকের ভীতি উৎপাদন করিত, আজ সেখানে সুদৃশ্য বস্ত্রমণ্ডিত নূতন নগর দেখিয়া কাহার প্রাণে আনন্দের উদয় না হয়? আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য দেখিলাম। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ পচিশ হাজার সাধু এই স্থানে আসন এবং বিগ্রহাদি স্থাপনা করিয়াছিলেন সে দৃশ্য বর্ণনাতীত; এক সঙ্গে এত সাধু খুব কমই দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেক দলেই অতি সুন্দর বিগ্রহাদি ছিল; শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং রামসীতার বিগ্রহই অধিক। প্রায় স্থানেই ঢোল এবং করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভজন গান হইতেছিল। অনেকেই জটাজুটসমন্বিত এবং বিভূতিভূষিত ছিলেন, আর সকলেরই ললাটদেশ বিভিন্ন বর্ণের সাম্প্রদায়িক তিলকে পরিশোভিত ছিল। এই দলে রামাইৎ (রামানন্দী সম্প্রদায়) নিমা-ত (নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়) রামানুজী (শ্রী সম্প্রদায়) মাধবাচারী, ব্রহ্মচারী ও [illegible]

বৈষ্ণবগণ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সপ্ত আখড়ারও বহু সাধু ছিলেন। সপ্ত আখড়া যথাঃ—(১) নির্ব্বাণী (২) নির্ম্মোহি (৩) ভগবরী (৪) খাকি (৫) নিরাবলম্বী (৬) টট্টমারী (৭) সন্তোখী। এই বৈষ্ণবগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, শুধু রামানন্দী সম্প্রদায়েরই ৫২ জন মোহন্ত আসিয়াছিলেন। ইহাদের নাম দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

(ক্রমশঃ)।

অনৈক দর্শক।

প্রচার বিবরণ।

প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী। যশোহর। ১১ই হইতে ১৭ই আশ্বিন, ১৩২২। শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি,এল,মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া কয়েক দিবস কাল সহরের নানাস্থানে বিশেষতঃ বারলাইব্রেরী ও উকিলবাবুদের বাসায়,স্থানীয় ও মফঃস্বলের কায়স্থপ্রধান সমাজস্থানসমূহ হইতে কার্য্যোপলক্ষে সমাগত কায়স্থগণের নিকট কায়স্থের ধর্ম্ম, সভার উদ্দেশ্য, আন্দোলনের ফল, উন্নতির উপায় প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনাদ্বারা, বিশদরূপে বুঝান হয়। ১৩ই অপরাহ্নে বারলাইব্রেরীতে ও সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী বি, এল মহাশয়ের ভবনে এক একটী কায়স্থ সভা হয়। উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়ার পর সকলেই স্বী.ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। আগামী চিত্রগুপ্ত পূজার দিনে মফঃস্বল ও সহরের অনেকেই উপবীতী হইবেন।

২। দুঃখের বিষয় রাধিকাবাবু পীড়িত ছিলেন ও আরও কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় কায়স্থ নানাকারণে উপস্থিত ছিলেন না; তজ্জন্য একটী সাধারণ অধিবেশনের আয়োজনে বিঘ্ন ঘটে। তথাপি স্বজাতিগত প্রাণ বিক্রমপুর বহরনিবাসী বঙ্গজকায়স্থ সবজজ্ শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা ও স্থানীয় উকিল দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়ের যত্ন ও আগ্রহে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হয় এবং স্থানীয় টাউনহলের সুসজ্জিতগৃহে ১৫ই আশ্বিন একটি কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শরৎকিশোর বাবু সভাপতি মনোনীত হন। সন্ধ্যার পর ৪ ঘণ্টাকাল সভার কার্য্য হইয়াছিল। প্রচারক মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা, কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, স্বধর্ম্ম গ্রহণের আবশ্যকতা, উপবীত ত্যাগের কারণ, পুনর্গ্রহণ না করায় ক্ষতি, মিলনাবশ্যকতা, অন্যান্য প্রদেশে কায়স্থের সম্মান প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দেওয়ায় এবং সভাপতি মহাশয়ের

ওজস্বিনী বক্তৃতার পর উত্তেজনার সহিত সভাস্থ সকলেই জাতীয় গৌরবরক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন। আগামী চিত্রগুপ্ত পূজার দিনে অনেকেই উপবীতী হইবেন। সভায় প্রশ্নোত্তরে গৌড়ীয় কায়স্থের মৌলিকত্বে সন্দিগ্ধমনা জনৈক মিত্রজের ভ্রম দূর করা হয়। "পৌরাণিক অলৌকিক উপাখ্যান যথা, যজ্ঞ হইতে মনুষ্যোৎপত্তি, ব্রহ্মার কায়ায় চিত্রগুপ্তোৎপত্তি, আবার সে কিরূপে নরলোকে আসিয়া বংশবিস্তার করিল ইত্যাদি ভাব আমরা বুঝিতে পারি না; বর্ত্তমাণ বিজ্ঞান ও যুক্তিমত বুঝিতে চাই"—ইত্যাকারে জনৈক বসুজ "উচ্চশিক্ষিত" যুবক প্রশ্নে থাপন করেন। প্রচারক মহাশয় তদুত্তরে, পুরাণকার আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণের রূপকের মধ্যে যে ঐতিহাসিক কত সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেন এবং চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, যজ্ঞোদ্ভব রাঠোর, চৌহান প্রভৃতি শাখা নিচয় যেরূপে ক্ষত্রিয় কাণ্ড হইতে প্রকাশ পাইয়াছে তদ্রূপ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ শাখাও অন্যতম একটী, তাহাও সুন্দর যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলেন। আরও আধুনিক বৈজ্ঞানিক রুচি ও ইতিহাসানুসারেও যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং শীঘ্র উপনয়ণ ও মিলনাবশ্যক তাহাও বুঝান হইয়াছিল। শেষে উক্ত মহাত্মাও নিঃসন্দেহ হইলেন।

৩। কয়েকজন বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভায় সভ্য হইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন; পূজার বন্ধের পর অনেকেই "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা" "কায়স্থ পত্রিকা" ও অন্যান্য কায়স্থ গ্রন্থসংগ্রহ করিয়া কায়স্থতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

৪। পূজা প্রত্যাসন্ন, অনেকেই ব্যস্ত, কেহবা দেশ বিদেশ ভ্রমণে যাইবেন, বিশেষতঃ জলপ্লাবনের পর এখনও রাস্তা ঘাট পরিস্কার হয় নাই, মফঃস্বল ভ্রমণ অসুবিধা ইত্যাদি নানা কারণে, বিচক্ষণগণের সহিত পরামর্শ মত প্রচারক মহাশয় এসময় উক্ত জেলা ত্যাগ করিলেন, শীতকালে পুনরায় উক্ত অঞ্চলে যাইবেন।

সম্পাদক।

প্রতিবাদ।

গত ভাদ্র-আশ্বিনের যুগ্ম "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভায়", "বরপণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, (পুরুষাপেক্ষা) "স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি বেশী।" সেন মহাশয়ের এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের "বরপণ গ্রহণ প্রথা" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদবিশেষ। সুতরাং আমাদের এই প্রবন্ধটী উক্ত প্রতিবাদের প্রতিবাদ। ভারতীভূষণ মহাশয় অবশ্যই নিজোক্তি সমর্থন করিবেন;

কিন্তু সেন মহাশয় স্ত্রীজাতির প্রতি যেকটাক্ষ করিয়াছেন, ন্যায়ের মর্য্যাদারক্ষার্থ, দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আশাকরি, এই অকিঞ্চনের ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সুধীজনের অপাঠ্যহইবে না। পুরুষবর্গ কামিনীগণকে সদ্ভাবাঞ্জনানুরঞ্জিত নেত্রে অবলোকন করিলে আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে। একটী উদ্ভট আছে—

"আহারং দ্বিগুণং প্রোক্তং বুদ্ধিস্তস্যাশ্চতুর্গুণাঃ।
ব্যবসায়ঃ ষড়্‌গুণঃ প্রোক্তঃ কামাশ্চাষ্টাগুণাঃস্মৃতা॥"

"স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি বেশী"—এই বিশ্বাসের মূলে যে উপর্য্যুক্ত শ্লোকটী রচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহও নাই। উহার সাধারণ অর্থ—স্ত্রীজাতি আহারে পুরুষাপেক্ষা দ্বিগুণ,বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসায়ে (কার্য্যাদিতে) ছয় গুণ, কামে অষ্টগুণ। এই শ্লোকটী স্ত্রীদিগকে বড়ই হেয় করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, স্ত্রীজাতি প্রকৃতপক্ষে পুরুষগণের অপেক্ষা অল্প ভিন্ন অধিক ভোজন করেন না; নারীর বুদ্ধি ও ধীশক্তি পুরুষাপেক্ষা যে বেশী নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতে দেখা যায়; পুরুষাপেক্ষা নারীর বুদ্ধি যদি ক্ষুদ্রই হইল, তবে ব্যবসায়ে (বুদ্ধির ব্যাপারে) নারী কিরূপে ষড়্‌গুণ হইবে? কামিনীকুলের কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ।—বিবাহাদি নানা ব্যাপারে পুরুষগণ কামাধিক্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। স্ত্রীগণ কিন্তু পতিপরায়ণা, ব্রহ্মচর্য্যানিরতা। সুতরাং স্ত্রীজাতির কাম অষ্টগুণ দূরে থাকুক পুরুষাপেক্ষাও অল্প। নারীগণের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, যাহারা তাঁহাদের প্রতি অনুদার ও নীচভাব পোষণ করিয়া থাকে, তাহারাই অকারণে নারীমনে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিয়া থাকে। আমরা এক্ষণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিব।

নর ও নারীর প্রকৃত অর্থ, পুরুষ ও প্রকৃতি। আহারের অর্থ এখানে "প্রবৃত্তি" বুঝিতে হইবে, ভোজন নহে। পুরুষের একটী মাত্র প্রবৃত্তি আছে, তদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; প্রকৃতির প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, ভোগ ও অপবর্গ। পুরুষের স্বরূপ-চৈতন্যই একমাত্র বুদ্ধি, কিন্তু প্রকৃতিতে লৌকিকী, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই বুদ্ধি চতুষ্টয় রহিয়াছে। আনন্দোপভোগই পুরুষের একমাত্র ব্যবসায় কিন্তু দর্শনশাস্ত্রোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য (ধর্ম্ম, যশঃ, কর্ম্ম,শ্রী,জ্ঞান ও বৈরাগ্য) এই ছয়টী প্রকৃতির ব্যবসায়; সুতরাং পুরুষাপেক্ষা প্রকৃতির ব্যবসায় ষড়্‌গুণ। কামের যথার্থ অর্থ কামনা, দ্বৈতবাদীর মতে মুক্তিলাভই পুরুষের একমাত্র ইচ্ছা, কিন্তু প্রকৃতি অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিতা ও বশিতা—এই অষ্টসিদ্ধির কামনা করেন। এইরূপে প্রকৃতির কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতীতি হইবে যে,স্ত্রীজাতির এই কলঙ্ক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রমমূলক। স্ত্রীজাতি অতীব কোমলপ্রকৃতি বিশিষ্ট—স্নেহ, মমতা ও প্রীতির আধার স্বরূপ। পুরুষগণ বিলাস-কৌতুক-কলুষিত নেত্রে নারীগণের প্রকৃতির যে কলঙ্ক দেখিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আশা করি, সদ্বিবেচক, প্রশস্তহৃদয় পুরুষমাত্রই স্ত্রীজাতিকে যথোচিত সম্মানের চক্ষুতে দেখিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন। কামিনীকুল পুরুষগণের সদ্ভাববর্দ্ধিনী হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে। ভগবদ্ভাবাঞ্জনে ভারতীয় নরনারীর চক্ষু অনুরঞ্জিত হউক।

শ্রীসুধাকুমার ঘোষ।

বিজয়া।

অদ্য ১৩২২ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে শুভ সোমবারে বঙ্গের বিজয়োৎসব। এমন একটী দিনে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজান্তে তাঁহার চতুরঙ্গ সৈন্য সহিত বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এই মহোৎসবের ফল স্বরূপ তিনি রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। আমরাও ঠিক সেই সময়ে সেই পূজান্তে সেই বিজয়োৎসবে উন্মত্ত। আজ সমগ্র বঙ্গ একটী অপূর্ব্ব আনন্দে নিমজ্জিত। আজ রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই যেন একত্বে পরিণত হইতেছে। আজ যে কোলাকোলী আরম্ভ হইল তাহা জাতি কুল ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সম্বৎসরেও শেষ হইবে না। 'আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা' এই আনন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহার গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বন্ধুগণ ও পাঠকবর্গকে পূর্ণপ্রেমে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান করুন ইহাই প্রতিভার প্রার্থনা।

২। আজ আমাদের রক্ষকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা মহামহিমাময় ইংরাজজাতি এবং আমাদিগের প্রজারঞ্জক সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরী জয়যুক্ত হউন, কারণ তাঁহাদের জয়ের সহিত ভারতের জয় ঘন-সন্নিবিষ্ট। তাঁহারা যে মহাসমরে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের পক্ষ-সমর্থন জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার জন্য তাঁহারা অকাতরে অজস্র অর্থ ও সৈনিক হৃদয়ের রক্ত পূর্ণবেগে ব্যয় করিতেছেন, এই মহাসমরে তাঁহারা সত্বর জয়লাভ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা মনে করিয়াছিলাম বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসে এই ভীষণ সমরের একটি সীমান্তদেশ আমরা অবলোকন করিতে পারিব। কিন্তু সেই আশা, আমরা দেখিতেছি, আমাদের পূর্ণ হইবার নহে; পক্ষান্তরে যুদ্ধের আয়তন যেন শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের শত্রুপক্ষের সহিত ক্ষুদ্র হইলেও বলবান একটী চতুর্থ শক্তি বুলগেরিয়া যোগদান করিয়াছেন, রুমেনিয়াও যেন ইতস্ততঃ করিতেছেন, যুদ্ধ ভীষণবেগে চলিতেছে। দার্দানেলিস্ প্রণালী মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে মিত্রপক্ষগণের যুদ্ধ-জাহাজ এবং স্থলে সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের পতন যেন প্রত্যাসন্ন। তুরস্কগণ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন।

৩। পাশ্চাত্য সমরে ভারতবাসীর রাজভক্তি রক্তাক্ষরে ও অর্থাক্ষরে জীবন্তভাবে লিখিত হইতেছে। শিখ, গুর্খা, রাজপুত, পাঠান, ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করিয়া অকাতরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। ধন্য এই সমস্ত বীর পুরুষ! যে যুদ্ধে তাঁহারা

আজ নিযুক্ত ও যাহাতে সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য ও কুমেরুর ন্যায় স্তূপীকৃত লোকক্ষয় হইতেছে তাহা মিত্রপক্ষগণ ইচ্ছাক্রমে আহ্বান করেন নাই; পক্ষান্তরে তাহার নিবারণ কল্পে ইংরাজ জাতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ উদ্ঘাটিত স্বর্গদ্বারের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রকার যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।৩২॥

যে জাতি এই প্রকার স্বাধীনতার যুদ্ধলাভ করেন তাঁহারাই সুখী। এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে একটি চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব সূত্রে পাশ্চাত্য মহাজাতিগুলি নিবদ্ধ হইবেন, এবং যুদ্ধান্তে একটি চিরমধুর, চিরসুন্দর, চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি সমগ্র জগতের নরনারীগণকে আনন্দ বিতরণ করিবে। সময়শেষে ভারতবর্ষের শুভসময় উপস্থিত হইবে এবং তাহার অধিবাসীগণ পূর্ণভাবে স্বায়ত্বশাসন সম্ভোগ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

৪। এই বিজয়ার দিনে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির বিবাদ বিসম্বাদ অনবরত চলিতেছে। কায়স্থগণ তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে বাধা প্রদান করিতেছেন। সুখের বিষয় কলিকাতা মহানগরে শিক্ষিত উদারচেতা একদল মহাত্মা উত্থিত হইয়াছেন যাঁহারা সমাজমধ্যে এই সমস্ত অন্তর্বিপ্লব যাহাতে শীঘ্র অবসান হয় তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যে জাতির মধ্যে এইরূপ ঈর্ষ্যা ও দ্বেষাদি অনবরত চলিতেছে সেই জাতি স্বায়ত্ব শাসন কি প্রকারে সম্ভোগ করিতে পারে আমরা বুঝিতে পারি না। ব্রাহ্মণগণ নমঃশূদ্রাদি কতকগুলি জাতিকে সমাজে অচল করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের স্পৃষ্ট জল তাহারা পান করেন না। পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্র একটী প্রধান জাতি। তাহারাই আমাদের কৃষক, বিপদের সময় তাহারাই আমাদের প্রধান সহায়। তাহারা দলে দলে আমাদের হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন। বঙ্গীয় সমাজের কত ক্ষতি হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে। আমরা আশা করি ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহাদিগকে জলচল করিয়া লইয়া, ব্রাহ্মণের মন সমতারূপ ব্রহ্মে অবস্থিত তাহার নিদর্শন প্রদান করিবেন।

৫। অন্য বৎসরের ন্যায় এবারও পূজার ৩টি পবিত্র দিবসে পশুরক্তে মাতার মন্দির কলুষিত হইয়াছে। এই প্রকার বলিদান যে অশাস্ত্রীয় তাহা মণীষিগণ বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি ইহার নিবৃত্তি নাই। আমরা আশা করি, ব্রাহ্মণ-সমাজ ইহার নিবারণ কল্পে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন।

৬। উপসংহারে কায়স্থ মহোদয়গণ! আমরা যে সামাজিক মহাসমরে নিযুক্ত, তাহাতে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রায় একলক্ষ উপনীত সৈনিকের আবশ্যক। আসুন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া আগামী প্রাবৃট্‌দ্বিতীয়ার মধ্যে

যথারীতি উপবীত হইয়া কায়স্থ সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করুন। অনতিবিলম্বে আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন হইবেক। যতদিন একলক্ষ উপবীত কায়স্থ সৈনিকের সংখ্যা পূর্ণ না হয় ততদিন আমাদের জয়াশা নাই। আর বঙ্গীয় কায়স্থ সভা আপনাদিগকে প্রচার কার্য্যে মনোযোগী হইতে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। এই পূজার বন্ধোপলক্ষে বিদেশগত অনেক কায়স্থ মহাত্মা স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন, আপনারা অনতিবিলম্বে ৮ জন প্রচারক ৪ দিকে প্রেরণ করুন। বার্ষিক একটী সভা ও ক্ষুদ্র একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াই আপনাদের কর্ত্তব্যের অবসান মনে করিবেন না।—আমাদের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের পূজা যেন এবার গৃহে গৃহে লক্ষ্মীপূজার ন্যায় অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার কৃপায় সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ উপবীতী হইয়া একটী বিরাট ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হউক ইহাই আমাদের বিজয়ার শুভ প্রার্থনা ইতি।

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীবিজয়া।

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে
র্নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

"বিজয়া," "বিজয়া," "বিজয়া"।—"জয়া" ও "বিজয়া" জগৎপ্রসবিনী শক্তীশ্বরীর চির প্রিয় সখীদ্বয়। শক্তি, শ্রী, সরস্বতী, জয়া ও বিজয়া,—এই নামগুলি এখনও এই মৃতপ্রায় আর্য্য-সন্তানের কর্ণে কি অদ্ভুত রসের ধারা ঢালিয়া দেয়! জগতের মানবজাতির সংসদে, একদিন যে আমাদেরও সুখের, সম্মানের ও সৌভাগ্যের উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, আমাদের যে এককালে শক্তি, শ্রী ও বিদ্যা ছিল, আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ যে জয় ও বিজয় করিতেন, কুজ্ঝটিকাচ্ছাদিত অতীতে এ জাতি প্রকৃতই যে শিক্ষা, সৌভাগ্য, সভ্যতা ও শক্তিতে জগদ্বন্দনীয়া ছিলেন,—এই কয়টি শব্দ এখনও তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই যে এখন বৎসর বৎসর বসন্ত ও শরৎ কালে, নিয়মিত ও গতানুগতিক ভাবে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয় এবং গণপতি সহিত মহামহিমময়ী শক্তীশ্বরীর পূজা বঙ্গদেশের ধনবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ হিন্দুর গৃহে গৃহে নির্ব্বাহিত হইতেছে, ইহা কিসের পূজা? কিসের উৎসব? কল্পারম্ভ, বোধন, অধিবাস, আমন্ত্রণ, পূজা এবং বিসর্জ্জন;—তাহার আনুষঙ্গিক চণ্ডীপাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন, নৃত্যগীতাদি উৎসব, বৎসরের পর বৎসর, কলের মত চলিতেছে, কিন্তু কে ভাবিয়া দেখেন, কে বুঝিবার চেষ্টা করেন,—কিসের এ পূজা, কিসের

এ উৎসব, কেন এত আয়োজন? ভারতের অন্য প্রদেশে, এরূপ মৃন্ময়ী-মূর্ত্তির অর্চ্চনা প্রচলিত নাই, তাহার স্থলে "নবরাত্রি" "দশেরা" প্রভৃতি নামে খড়্গপূজা, ঘটে-দেবী-পূজা, পশুবলি প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে।

বঙ্গদেশের পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন এবং আপামর সাধারণ তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন যে, ত্রেতাযুগে মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় মহিষী জনকনন্দিনী সীতা দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত রাবণবধরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আশ্বিনমাসে, অকালে, মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে দেবতাগণের নিদ্রার কাল, তাই রামকে দেবীপূজার পূর্ব্বে দেবীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য "বোধনের" বা ঘুম ভাঙ্গানর আয়োজন করিতে হইয়াছিল। কালিকা পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রমুখ উপপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের এই পূজার প্রসঙ্গ সংস্কৃতভাষায় বিবৃত আছে এবং বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাস তাঁহার "রামায়ণে"ও এই বিবরণ অতি করুণভাষায় বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালার প্রত্যেকের হৃদয়ে উহার প্রভাব চিরমুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। মায়ের পূজার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র অষ্টোত্তরশত নীলপদ্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু যথাকালে একটী পুষ্পের অভাব হওয়ায়, এবং সেরূপ পুষ্প লঙ্কায় একান্ত অপ্রাপ্য বলিয়া, ভক্তশ্রেষ্ঠ বীরবর রামচন্দ্র নিজের নীলোৎপলসদৃশ্য একটি চক্ষুদ্বারা ফুলের অভাব পূর্ণ করিতে উদ্যত হওয়ায় কৃপাময়ী মা তাঁহাকে দর্শন দেন, কৃত্তিবাস নিজ রামায়ণে লিখিয়াছেন; এবং এরূপ করুণ-রসাত্মক রচনা তাঁহার সুমিষ্ট রচনায় অন্যত্র দুর্লভ বলিতে হয়। পাঁচালীকার ৺ দাশরথি রায় আবার এই প্রস্তাব নিজ পাঁচালীতে কীর্ত্তন করিয়া ইহাকে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত করিয়াছেন।

এইরূপে, তিনদিন দেবীপূজা সম্পন্ন করিয়া চতুর্থদিনে, দশমীতিথিতে, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র রাবণবধ ও লঙ্কাবিজয়ে কৃতকার্য্য হইয়া নিজ সহায় ও স্বজন লইয়া যে মহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহারই নাম "বিজয়া" এবং বর্ষে বর্ষে আজিও সেই বিজয়-স্মৃতির উদ্বোধন নিমিত্ত বঙ্গে "বিজয়ার" উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এইত আমাদের দেশের প্রবাদ বা ঐতিহ্য। জানি না, কোনও বিখ্যাত ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতত্ত্ববিৎ আমাদের "বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব" মহাপূজার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা, অথবা সেই গবেষণার কি ফল হইয়াছে আমরা সেরূপ অনুসন্ধানের কার্য্য সম্পূর্ণ অক্ষম সুতরাং সে চর্চ্চা এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নহে। তবে, আমাদের মনে কালিকাদি উপপুরাণোক্ত এবং দেশপ্রচলিত প্রবাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে এবং তাহাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমরা নিবেদন করিব।

সকলেই অবগত আছেন যে বর্ত্তমান সময়ে কলিযুগের ৫০১৬ গতাব্দ চলিতেছে অর্থাৎ অদ্য হইতে ৫০১৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাল আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে দ্বাপরযুগ চলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রানুসারে কলির সংখ্যা ৪,৩২,০০০ বৎসর এবং দ্বাপর যুগের বর্ষসংখ্যা কলির দ্বিগুণ ও ত্রেতার সংখ্যা কলির ত্রিগুণ। যদি আমরা অনুমান করি যে শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগের প্রত্যন্তকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা

হইলেও তিনি দ্বাপর যুগের ৮,৬৪,০০০ বৎসর এবং কলির ৫০১৬ বৎসর অর্থাৎ অদ্য হইতে ৮,৬৯,০১৬ বৎসর সুতরাং প্রায় নবলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ অতীতাব্দের তালিকা দেখিলে ভয়ে অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন; কারণ তাঁহাদের বাইবেলের মতে পৃথিবীর বয়স অদ্য হইতে ছয়হাজার বৎসরের অধিক হয় নাই এবং সৃষ্টির প্রথম মানব আদম খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪০০৪ অব্দে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া নির্নীত হইয়াছে। এ দেশের অনেক পণ্ডিতও ভয়ে ভয়ে পাশ্চাত্য প্রবীণদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এত প্রাচীনকালে মৃন্ময়ীমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধেয়। যাঁহারা বৈদিকসংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রের অনুশীলনে জীবন বিনিয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বহু পণ্ডিতের মতে বৈদিককালে কর্ম্মকাণ্ড বলিতে অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ এবং জ্ঞানকাণ্ড বলিতে ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন বুঝাইত, কিন্তু তৎকালে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হয় নাই। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে প্রক্ষিপ্তবহুল হইলেও উহার মধ্যে অগ্নিহোত্র এবং যজ্ঞ ভিন্ন মূর্ত্তিধারী দেবদেবীর কোন পূজার কথা নাই,—রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার ত নামমাত্রেরও উল্লেখ নাই। এমন কি কলির প্রারম্ভে রচিত বলিয়া বিখ্যাত "মহাভারতে" ইতস্ততঃ শিব ও দুর্গার নামোল্লেখ এবং তাঁহাদের স্তবস্তুতির উল্লেখ থাকিলেও কোনও স্থলে শিবমন্দির অথবা বিষ্ণুমন্দির স্থাপনের কিংবা প্রস্তর, ধাতু অথবা মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজার বিবরণ নাই। রামচরিত সম্পর্কে বাল্মীকি রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোনও পুরাণ বা রামায়ণকেও প্রামাণ্য বলা যায় কিনা, তাহা সুধীজনের বিবেচনার বিষয়।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক এই শারদীয়া পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলে কাশী ও কোশলাদি প্রদেশে এই পূজার অধিকতর প্রচার থাকিত। কিন্তু, বাঙ্গালী যথায় যান নাই, তথায় নাকি মৃণ্ময়ী দশভুজার পূজার বার্ত্তাও অশ্রুত, পূজার ত কথাই নাই। রাজপুতানার মেবার এবং মারওয়াড় রাজ্যের রাজগণ শ্রীরামচন্দ্রের বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যেও মৃণ্ময়ী-দুর্গার পূজা অজ্ঞাত এবং তৎপরিবর্ত্তে তথায় "নবরাত্রি" নামক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ণেল টড্ তাঁহার প্রসিদ্ধ "রাজস্থান" পুস্তকে এই "নবরাত্রি" অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে চান্দ্রশুক্ল আশ্বিনের প্রতিপদ তিথি হইতে একাদশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ করণীয় কতকগুলি অনুষ্ঠান আচরিত হইয়া থাকে, কিন্তু মৃণ্ময়ীমূর্ত্তির পূজা নাই। দাক্ষিণাত্য প্রদেশেও আমাদের "দুর্গোৎসব" নাই। তবে কি ইহা বাঙ্গালার অথবা বাঙ্গালীর পূজা? (ক)

কোচবিহার রাজবংশের বিবরণে দেখা যায় যে, মা দশভুজা মূর্ত্তিতে এই রাজবংশের

(ক) মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত "দেবীমাহাত্ম্য প্রকরণে রাজা সুরথ ও বণিক্ সমাধি কর্ত্তৃক যে পূজার বৃত্তান্ত আছে, তাহার সহিত বাঙ্গালার "দুর্গাপূজার" বিশেষ মিল নাই।

লেখক।

স্থাপয়িতাকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং এখনও সেই নৃপতির দৃষ্ট মূর্ত্তি প্রতিবৎসর কোচবিহারের রাজবংশের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই মূর্ত্তি সুবৃহৎ, দশভুজা, মহিষাসুরের সহিত মহাযুদ্ধে ব্যাপৃতা; তাহার বর্ণ উষাকালের সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত, এবং মস্তকের কিরীট মেঘস্পর্শী। প্রকৃতই প্রতিমার উর্দ্ধে পর্ব্বত এবং তদুপরি মেঘবিন্যাস গঠিত হইয়া থাকে। এই পূজায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক অথবা গণেশের স্থান নাই,—উপরে চালচিত্র ও নাই। দেবী একাকিনী মহিষাসুর-বিজয়ে নিযুক্তা, তবে দুই পার্শ্বে তাঁহার নিত্যসখীদ্বয়, জয়া ও বিজয়া আছেন। দেবী যেরূপ দশভুজা মূর্ত্তিতে কোচবিহার-রাজাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তদবধি বর্ষে বর্ষে সেই মূর্ত্তি কোচবিহার রাজবংশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কালিকাপুরাণ ও কামরূপ দেশ এবং কামাখ্যা ও কালিকাদি তান্ত্রিক দেবীগণের পূজার বর্ণনায় পূর্ণ;—এই উপাদান হইতে শারদীয়া দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর নিজস্ব কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সম্ভবতঃ কোন সাহায্য হইতে পারে কিনা তাহা ঐতিহাসিকগণের বিবেচনার বিষয়।

পূজার ঐতিহ্য যাহাই হউক, যিনিই এই মহোৎসবের প্রবর্ত্তক হউন,—কিন্তু ইহা যে মহাপূজা, বা রাজার পূজা, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ভিন্ন, শক্তিশালী ক্ষত্রিয় ভিন্ন এই শক্তিপূজায় কে অধিকারী? বিদ্যার্জ্জন অথবা ভারতীর পূজা, রাজশ্রী লাভ, ধনার্জ্জন অথবা লক্ষ্মীপূজা, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের পূজা,—যুদ্ধোন্মত্ত এবং শত্রুশোণিত লিপ্সাস্য গণাধিপতি বিনায়কের পূজা এবং সর্ব্বোপরি সকল শক্তির অধিশ্বরী রণরঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিণীর পূজা, আর কাহার সাধ্য? রাজসিক ভাবের পূর্ণ উপাসক যিনি, সর্ব্ববিধ শক্তির পূজক যিনি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী যিনি সেই রাজা বা বীরই, এই পূজার প্রকৃত অধিকারী। ভিখারী অথবা বৈরাগী এ পূজার অধিকারী নহেন। যে মূর্ত্তির দশহস্তে শত্রুর শোণিত-রঞ্জিত শেলশূলাসি-শক্তিপরশ্বাদি অস্ত্র শস্ত্র শোভিত এবং সর্ব্বাঙ্গ শোণিত রঞ্জিত, যাঁহার মুখ ও চক্ষুর শ্রী জয় ও মদে উৎফুল্ল, যাঁহার বাহন ব্যাদিতবদন রক্তাক্ত লেলিহান জিহ্বা শমন সমান সিংহ, শত্রুসংহারই যাঁহার ব্যবসায়, তাঁহার পূজা রণরঙ্গবিলাসী শত্রুতাপন, শোণিতপ্লাবন-দর্শনে-উৎসুক ক্ষত্রিয়-শূরই করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

তবে, নিতান্ত নিরীহ; কলমপেশা কেরাণী অথবা কপটতাপুট পাটোয়ারীর জাতি বলিয়া পরিচিত কায়স্থদিগের এই মহাপূজায় কি অধিকার আছে? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবেন? বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দিকে চাহিলে প্রকৃতই আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়, বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বা অধ্যাপক হইতে হাইকোর্টের প্রধান জজ কিংবা বড়লাটের বড় সভার মাননীয় পারিষদের আসন কায়স্থ অলংকৃত করিয়াছেন বা করিতেছেন দেখাইতে পারি, কায়স্থ পণ্ডিত এমনকি ধর্ম্মগুরুর নামও নির্ভয়ে উচ্চারণ ক'রতে পারি, কিন্তু তাহাতে এই মহাপূজায় তাহার কি অধিকার? একমাত্র সুরেশ বিশ্বাসের নাম করিয়া কি কায়স্থ শক্তীশ্বরীর বোধনে অধিকার পাইবে?

এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে,—ইতিহাসিক সাক্ষী মানিয়া, তাহার কথা শুনিতে হইবে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল স্বপ্রণীত "আইন—ই—আকবরী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, (খ) এইদেশে ২৪১৮ বৎসর ক্ষত্রিয় অধিকার এবং তৎপরে ২০৩৮ বৎসর কায়স্থ অধিকার ছিল, তাহার পরে মুসলমান অধিকার হইয়াছে। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া "বিশ্বকোষ" সম্পাদক পণ্ডিতবর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় বলিয়াছেন—"এখন আবুল ফজলের গণনা মোটামুটী ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বেই এখানে কায়স্থ অধিকার ঘটিয়াছিল।" আমরা বিষ্ণুপুরাণাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে মহাভারত যুদ্ধের পর মগধে জরাসন্ধবংশীয় রাজগণ ১০০০ এক সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলে পর, ঐ বংশের শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া মন্ত্রী মুনিক অথবা শুনক নিজপুত্র প্রদ্যোতকে মগধ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই প্রদ্যোতবংশ ১৩৮ বৎসর এই রাজ্য ভোগ করেন। তাহার পরই শেষনাগ অথবা শিশুনাগ এই রাজ্য অধিকার করেন এবং তাঁহার বংশ প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর মগধরাজ্য শাসন করেন। (গ) এই যে নাগবংশ, ইহা ভারতীয় ক্ষত্রিয়বংশের এক বিখ্যাত শাখা এবং পুরাণপ্রথিত সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ ইঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত মৌর্য্যবংশের স্থাপয়িতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও এই নাগকুলোদ্ভূত "মোরি" শাখা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণেল টড্ এ সম্বন্ধে তাঁহার "রাজস্থান" পুস্তকে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে এই নাগবংশ বহুকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে এই শেষনাগবংশ হইতেই বঙ্গ ও মগধে কায়স্থাধিকার আরম্ভ হইয়াছিল। নাগবংশের পর মৌর্য্যবংশ, তাহার পর শুঙ্গবংশ এই দেশে রাজ্য করিবার পর, শুঙ্গবংশের শেষ নৃপতি দেবভূমির পুরোহিত ব্রাহ্মণাস্পদ সুশর্ম্মা প্রভুহত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করেন এবং তাঁহার বংশীয় চারিজন নৃপতি প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পরে এই রাজ্য অন্ধ্রদেশীয় নৃপতিদিগের হস্তগত হয়। তাহার পর আবার শুঙ্গ অথবা মিত্রবংশীয় রাজগণ পুনশ্চ কায়স্থ মর্য্যাদা প্রবল করিয়া তুলিলে পর, ক্রমশঃ গুপ্ত, পাল, শূর, সেন প্রভৃতি বংশধারা প্রাচ্যভারতে কায়স্থজাতির বিজয়-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তথাগতের অবতারের কিঞ্চিৎ পরেই বঙ্গদেশীয় সিংহপুর রাজ্যের কায়স্থ-রাজকুমার বিজয়সিংহ মহাসমারোহে সমুদ্রযাত্রা করিয়া সিংহলবিজয় করেন এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালী কায়স্থরাজগণের ছত্রচ্ছায়ায় আনুকূল্যে ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্য্যসভ্যতা এবং ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে। কায়স্থ জাতির বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কায়স্থদিগের এই

(খ) Cal : H. S. Jarrett's Ain-i-Akbari Vol. I, p 143-146.

(গ) বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ২৪ অধ্যায়, ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১ম অঃ।

রাজশ্রী যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ও জীবিত ছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকের অজ্ঞাত নহে। ফলতঃ বিজয় ও বিজয়ায় কায়স্থজাতির চিরাগত অধিকার রহিয়াছে। ভগবতী বিজয়-লক্ষ্মী স্বয়ং যে জাতির বংশধরদিগের ললাটে রাজ্যশ্রীর সোহাগ-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সে জাতির পক্ষে শক্তিপূজা ও বিজয়া মহোৎসবের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক বটে; সুতরাং সন্দেহ অমূলক।

বাঙ্গালী কায়স্থ যে প্রকৃত ক্ষত্রিয়, বীর এবং রাজার জাতির গৌরবে গৌরবান্বিত, বহুদিনের অনভ্যাসে সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই কায়স্থের ভীরুত্ব বা শূদ্রত্ব অপবাদ। বহুদিনের অনভ্যাসে জীবের আকৃতি বর্ণ এবং স্বভাবে যে কত আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার প্রমাণ বিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইন দিয়াছেন। যিনি দেখিতে জানেন, তিনি নিত্যই ইহার প্রমাণ চক্ষুর সম্মুখেই পাইবেন। বন্য এবং গৃহ-পালিত পশুপক্ষ্যাদির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে অভ্যাস ও অনভ্যাসের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। অনভ্যাসে আমাদেরও তাই আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। শুভক্ষণে সুরেশ বিশ্বাস [illegible]দণ এবং বিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, [illegible]ই বাঙ্গালী কায়স্থের বীর্য্য ও সাহসের [illegible] অনেকদিন পরে, জগতের সম্মুখে [illegible]টিত হইয়া পড়িল! সে দিন আমরা [illegible] হইলাম।*

[illegible]াবার বাঙ্গালী কায়স্থের শুভদিন আসিল। [illegible]ান য়ুরোপীয় মহাসমরক্ষেত্রে বাঙ্গালী [illegible]তে তাঁহাদের প্রিয়তম সম্রাটের সিংহ-[illegible]ত পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া বিশাল বৃটীশ-সাম্রাজ্যের গৌরবরক্ষা ব্যাপারে যথোচিত অংশগ্রহণ করতঃ ধন্য হইতে পারে, তাহার জন্য চন্দ্রবংশীয় চেদিরাজকুলের ভূষণ-স্বরূপ বসুবংশীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আমাদের মুখরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে এবার বৃটীশ বাহিনীর মহাবিজয়োৎসব ব্যাপারে বাঙ্গালী কায়স্থের যোগদান করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। তাই আমরা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে দেবীর নিকট শত্রুনিপাতের জন্য প্রার্থনা করিতেছি, "বলং দেহি, দ্বিষো জহি।"

য়ুরোপীয় মহাসংগ্রামে বৃটীশ বাহিনী ও তাহার পরাক্রান্ত মিত্রবর্গের বিজয়লাভ আগতপ্রায়। যদিও আমরা এবার চান্দ্র-আশ্বিনের শুক্লাদশমী তিথিতে এই মহাবিজয়ার মহোৎসবে মাতিতে পারিলাম না, তথাপি তাহার আশা আমাদিগের হৃদয়কে অতিমাত্র প্রোৎসাহিত করিতেছে, আমরা লক্ষকণ্ঠে মায়ের নিকট এই শুভদিনের সত্বর আগমন-নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি। মা, আমাদিগকে প্রকৃত বিজয়ার আনন্দ করিতে দাও মা!

প্রাচীন ও নবীন ঐতিহাসিক "বিজয়া" ভিন্ন আর একটী সত্য ও সনাতন "বিজয়া" আছে,—সে বিজয়া নিত্য, সত্য সুতরাং সনাতন। পাপের উপর পুণ্যের যে বিজয় আমরা সেই বিজয়ের কথাই বলিতেছি। এই বিজয়ার উৎসবে যে সকল ভাগ্যধরের অধিকার আছে, তাঁহারা এই "বিজয়া" তিথিতে মহোৎসব করুন, আমরা দূর হইতে দেখিয়া এবং তাহাদের চরণরেণু মস্তকে ধরিয়া কৃতার্থ হই।

তবে মা, বিজয়া ও জয়ার প্রিয়সখী, জননী, অভেদাত্মা দেবি দুর্গে! দাও মা আমাদিগকে বিজয় দাও। রোগ, শোক, দুঃখ ও দারিদ্র্যরূপ শত দুর্গতির গহনে পড়িয়া আমরা কাতর কণ্ঠে তোমায় ডাকিতেছি,—মা দুর্গে, শিবানি,বরদে, বিজয়ে, অভয়ে,—আমাদিগকে ত্রিতাপের উপরে বিজয় দাও। তোমার অভয় পদরেণু জ্ঞানাঞ্জন আমাদের নয়নে দিয়া আমাদের মোহনাশ কর মা। জগজ্জননী ত্রিলোকেশ্বরী, অমৃতময়ীর সন্তান আমরা, আমাদের ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিজয়। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, যম যাঁহার আজ্ঞাকারী, ঈশ্বর যাঁহার চিরপদানুগত, তাঁহার সন্তান আবার দুঃখ দুর্গতির প্রাশে ত্রাসিত? কি ভ্রম, কি মায়া! মা, আমরা চিরবিজয়ের নিত্যাধিকারী, আমাদের একি বিড়ম্বনা? মা ভৈঃ, আমাদের সর্ব্বত্র বিজয়, নিত্য আমাদের বিজয়া।

আজি বিজয়া-তিথির শুভপ্রদোষ কালে, মা, সর্ব্বাগ্রে তোমার চরণে প্রণত হই। অখিল জগতের জননী তুমি, অখিল জগতে, অখিল জগতের প্রণামের সর্ব্বপ্রথম অধিকারিণী তুমি, তোমার চরণে, মা, প্রথমেই কোটি কোটি প্রণাম। তাহার পর, পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ মাতামহী প্রভৃতি পরলোকগত এবং ইহলোকগত গুরুজনবর্গের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। তাহারপর উত্তরে ও দক্ষিণে,পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উর্দ্ধে এবং অধোভাগে যিনি আছেন, যাঁহারা আছেন, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জীব, আমার ভূমিনাস্ত প্রণাম গ্রহণ কর, আমাকে আশীর্ব্বাদ দান কর কে দয়া করিয়া এই অধমকে আলিঙ্গন দিতে আসিতেছ আইস, সকলেই আইস, আমি তোমাদিগের পুণ্যস্পর্শে পবিত্র হই। সমস্ত বৎসরটা "এই শত্রু, ওই শত্রু," করিয়া ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখিতেছি; পরম বন্ধু বলিয়া যাহাকে বুকে করিতে গিয়াছি, সে:বুকে ছুরি বসাইয়াছে; শতমুখে যাহার গুণগান করিয়াছি, সহস্রমুখে সে আমার কুৎসা রটাইয়াছে; যাহার মুখের গ্রস্ত অন্নগ্রাস তুলিয়া দিয়াছি, সেই আমার ও আমার পরিজনবর্গের মুখের অন্নমুষ্টি পায়ে করিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে; মা, সমস্ত বৎসরটা এই রাগদ্বেষের নরকে, ঈর্ষ্যার হুতাশনে, ঘৃণার কৃমিকীটে আমাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে; আমাকে "মনুষ্য" নামের অযোগ্য করিয়াছে; বন্ধুবেশী শঠমিত্রের কুহকে ছিন্নপক্ষ বিহগের ন্যায় ধড় ফড় করিতেছি; মা ক্ষেমঙ্করি, ক্ষমাময়ী, তুই আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার মনে কি ক্ষেম আনয়ন করিবি মা? দে মা, আমাকে সেই বর, যাহার প্রভাবে আমার জ্ঞান হয়, যাহার প্রভাবে আমি শত্রুমিত্রকে আজি সমভাবে সাম্য ও মৈত্রীর আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, এ বিষম সংসার-বিষের জ্বালা জুড়াইতে পারি। মা, প্রসন্নময়ি, প্রসন্নবদনে একবার বল মা, "তথাস্তু"।

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

কায়স্থ পূজিবে বল কাহাকে আবার ?
এই যে বিচিত্র ধরা,
সুবর্ণ মুকুট পরা,
আহা! কিবা মনোহরা, উদয়ে যাঁহার,
সেই'চিত্র' ভিন্ন বল কেবা পূজ্য আর ?।১।
অভিন্ন চিত্র ও সূর্য্য বেদের বচন, (ক)
যে আদিত্য গতি হ'তে,
মৃত্যু আসে এ জগতে,
সে আদিত্য যম ইহা জানে সর্ব্বজন, (খ)
আয়ুষ্কাল ক্রমে যিনি করেন হরণ। ২।
তাহার পরেতে যেই নূতন সৃজন,
কি মধুর উষোদয়!
নবীন জীবনময়,
সকল সুখের স্বপ্ন, অপূর্ব্বদর্শন—
তাহাই চিত্রের কাজ শুন সর্ব্বজন। ৩।

(ক) দেবগণ তোজোরূপী চিত্র সমুদিত,
মিত্র, অগ্নি, বরুণের নয়ন স্বরূপ,
আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ব্যবস্থিত,
সূর্য্যদেব স্থাবর জঙ্গম আত্মারূপ।
বেদ সংহিতা ১। ১১৫। ১

পাঠকেরা মূলের সহিত সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, ইহা দ্বিজের ত্রিসন্ধ্যা মধ্যে গ্রথিত।

(খ) সূর্য্যের যে ভাবের দ্বারা জীবের আয়ুষ্কাল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দৈনন্দিন গতি· দ্বারা মৃত্যু আনীত হয়, সূর্য্যের সেইভাবের নাম যম। যম দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য।
লেখক।

জীবন, জীবন আর কেবল জীবন!
চিত্রের এ মহাব্রত,
বিধাতার অভিপ্রেত,
জগতে নূতন সৃষ্টি চিত্রের কারণ,
পথ পরিষ্কার মাত্র করেন শমন। ৪।
এই যে ভীষণ লীলা পাশ্চাত্য জগতে
লক্ষ লক্ষ প্রাণী হায়!
কৃতান্তের ঘরে যায়,
আসিবে পরম শান্তি যমের পরেতে;
চিত্রই সে শান্তিরাজ জান ত্রিজগতে। ৫।
মরণ জনম জান রাত্রিদিবা সম,
পুরাণত্ব দলি পদে
নূতন জীবন মদে
প্রফুল্লিত করা ধরা, কার্য্য সর্ব্বোত্তম,
চিত্রের কর্ত্তব্য ইহা বিধাতৃ-নিয়ম।৬।
নূতন জীবনে যার প্রবৃত্তি না হয়,
সে কি হে চিনিবে চিত্র,
সে কি বটে চিত্র পুত্র ?
পুরাণত্ব সহ তার বিলুপ্তি নিশ্চয়
বিলম্ব তাহার পক্ষে উপযুক্ত নয়। ৭।
চিত্রের মহৎকার্য্য জগৎবিশ্রুত,
আশায় উৎফুল্ল করা,
কার্য্যে করি মাতোয়ারা,
রমণীয় করি ধরা, মধুরতাপ্লুত,
প্রকাশিত চিত্রমূর্ত্তি ক্ষত্র-প্রাভাবিত। ৮।
ক্ষত্রত্বের গাত্রে ঝরে অনন্ত কিরণ,
জ্ঞান ও বিজ্ঞান বল,
রাজশক্তি, সৈন্য-বল,

অর্থ-বল—যাহা যাহা হেথা প্রয়োজন,
সকলি ক্ষত্রত্ব হ'তে হয় বিকীরণ। ৯।
এমন ক্ষত্রত্ব পূর্ণ চিত্রের শরীরে,
বিচিত্র সে মহাদেহ,
বিধাতার পূর্ণ স্নেহ,
ব্যজিত যাঁহার অঙ্গে প্রভাত সমীর,
যাঁর পদে নত অগ্রে হিম-গিরি শির।১০।
একত্বের কেন্দ্রস্থলী, বর্ণত্ব-আধার,
শক্তির একত্ব ক্ষেত্র,
সেই মহাক্ষত্র-চিত্র,
সূর্য্যের প্রথম রূপ,—জগৎ সঞ্চার
ঊষা যাঁর কোলে থাকি করেন প্রচার।১১।
সেই চিত্র জগদ্দেব হৃদয় আমার
করেছেন অধিকৃত,
আমি তাঁর পদাশ্রিত,
হিংসাদ্বেষ কার প্রতি নাহি আছে যাঁর,
ভ্রাতৃত্বের যিনি শুন পূর্ণ অবতার।১২।
ভ্রাতৃত্ব একত্ব শুন একই পদার্থ,
ভ্রাতৃত্বের পূজা কর,
একত্ব বুঝিতে নার,
কেমনে বুঝিবে বল কায়স্থের অর্থ,
একত্বই কায়স্থের পরম পদার্থ। ১৩।
রক্তের একত্ব ইহা, শুদ্ধ বাক্য নয়,
প্রাণের একত্বতত্ব,
সুগভীর জাতীয়ত্ব,
সকলি আপন ভাবে উৎফুল্ল হৃদয়।
ভ্রাতৃত্বই এজগতে অমরত্বময়। ১৪।
সে মাতৃত্ব-পূজা মাত্র কায়স্থভবনে,
কায়স্থ অঙ্গনা যত,
স্ত্রিয়াচারে পরিণত
করি হেন উচ্চব্রত রেখেছে স্মরণে,
পুরুষে না জানে যাহা, নারী তাহা জানে।১৫।
সেই ভ্রাতৃত্বের পূজা, একত্বের ভাব,
হৃদয়ে সঞ্চয় কর,
মহাক্ষত্রশক্তি ধর,
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তবে বুঝিতে স্বভাব
চিত্র অর্চ্চনার তবে বুঝিবে প্রভাব।১৬।

শ্রীমধুসূদন সরকারবর্ম্মা।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। পাবনা হইতে প্রকাশিত 'সুরাজ' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নলিখিত (ক) (খ) ও (গ) চিহ্নিত সংবাদগুলি আহরণ করিলাম :—

(ক) "দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে অনেকেই স্বরাজ্যের মঙ্গলচেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বরদা, মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যমধ্যে প্রতিমাসেই আমরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দেখিতেছি। ঐ ঐ দেশের রাজাদিগের অনুগ্রহে ও সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য নানাবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। অর্থ ও শিক্ষাই সমাজ বন্ধনের মূল ইতি," ইংরাজ শাসিত-ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আমরা বড়

দেখিতে পাইনা। আশা করি আমাদের সহৃদয় উদারচেতা কর্তৃপক্ষগণ বঙ্গদেশবাসীকে শিল্পবাণিজ্যের শিক্ষা প্রদান এবং উহাদিগের উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন।

(খ) "কলিকাতায় সম্প্রতি বাঙ্গালী কুস্তিগীর সুবোধকৃষ্ণ বসুর সহিত ডচ্ মল্ল ভান্‌ডেন এন্‌ডেনের মল্লযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১১ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড মধ্যে বাঙ্গালী বীর ডচ্‌মল্লকে পরাস্ত করেন। এন্‌ডেন যাবাদ্বীপে কুস্তিতে সকলকে পরাস্ত করেন ও পৃথিবীর বহুস্থানে তাঁহার দিগ্বীজয়ী নাম ছিল। ভারতে বল পরীক্ষায় আসিয়া মনোক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি গত বুধবারে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন ইতি,"—কেবল মস্তিষ্কে নহে—সুশিক্ষিত হইলে শারীরিক বলেও বঙ্গীয় কায়স্থজাতি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত পারেন।

(গ) পাবনা হইতে আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহমজুমদার মহাশয় উক্ত পত্রিকায় লিখিতেছেন—"কলিকাতা রাজার বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ চর্ম্মকার মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটী শ্রীমন্দির ও রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনাদি পূর্ব্বক ১০৲ টাকা হিসাবে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাবনার একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্প্রতি একজন চর্ম্মকারের প্রতি কৃপা করিলেন কিন্তু রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের বৃত্তিভোগী হইয়াও তাঁহার ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধ সভায় যোগদান করেন নাই। বাহাদুরী বটে! ইতি"—এই বাহাদুরী সম্বন্ধে উক্ত স্বরাজ পত্রিকায় পাবনায় একটী ব্রাহ্মণ উকিলের একটী প্রতিবাদ দেখিলাম। বঙ্গীয় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ও দ্বিজাতি তাহা তিনি এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সান্যাল মহাশয়কে আমরা কায়স্থসাহিত্য আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। পাশ্চাত্য সমর অতি ভীষণ বেগে চলিতেছে। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান অক্টোবর মাসে যুদ্ধের প্রান্তভাগ লোক-লোচনে আবির্ভূত হইবে। কিন্তু সে আশা আর আমরা করিতে পারি কই? আমাদিগের বিপক্ষদল ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। বুলগেরিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে এবং সার্ভি-য়াকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করা হইয়াছে সার্ভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড বিপক্ষ হস্তে পতিত হইয়াছে। মিত্রপক্ষগণ বিশেষতঃ, ইটালী সার্ভিয়াকে সাহায্য করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে স্পেন যেমন নেপোলিয়া-নের পতনের কারণ হইয়াছিল। সার্ভিয়াও বোধ হয় কাইসরের পতনের কারণ হইতেছে।

৩। হিন্দু সমাজ পুনর্গঠন সম্বন্ধে কলি-কাতায় একটী আন্দোলন চলিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে আমাদিগের সমাজের মধ্যে এতই কুসং-স্কার প্রবিষ্ট হইয়াছে যে তাহা অপনোদন না করিলে সমাজের মঙ্গল অসম্ভব। নিম্নস্থ কতকগুলি জাতির স্পৃষ্টজল আচরণীয় করা আবশ্যক। মুসলমান রাজত্বে অনেক হিন্দু অস্পৃষ্ট জাতি, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করি-তেছে। হিন্দু মাত্রকেই সমাজে রাখিতে হইলে তাহাদিগের স্পৃষ্ট পানীয় অপবিত্র জ্ঞান করা নিতান্ত অসঙ্গত। তজ্জন্ত আমরা মনে

করি হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ), বৈশ্য (বৈদ্য), নবশায়ক (কর্ম্মকারাদি) এবং শূদ্র (নমঃশূদ্রাদি), এইরূপ ভাবে বিভক্ত করিয়া সকলকেই জলচল করিয়া লওয়া আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

৪। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যায় আমরা প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় কৃত কায়স্থ খণ্ডের প্রথমাংশ রাজন্যকাণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থ খানি পাঠ করা প্রত্যেক কায়স্থেরই কর্ত্তব্য। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অতি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। উক্ত পত্র হইতে নিম্ন লিখিত বিষয় আমরা উদ্ধৃত করিলাম :—

"আপনি রাজন্যকাণ্ডের ৯২।৯৩ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে ৬৫৪ শক অথবা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে (১১৮৩ বৎসর অতীত হইল) প্রথম আদিশূর বা জয়ন্তের অভ্যুদয়। ঐ সময়েই তিনি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আনাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণাগমন সম্পন্ন হয়। (ক) প্রথমে ৬৫৪ শকে ক্ষিতিশাদি পঞ্চবিপ্র আগমন করেন। কিন্তু যজ্ঞশেষ হইলে তাঁহারা ফিরিয়া যান, তাঁহারা দ্বিতীয়বার যে গৌড়ে আগমন করেন সে কথাও কুলশাস্ত্রে আছে। সুতরাং ৬৬৮ শক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা দ্বিতীয়বার বঙ্গে আসিয়া এখানে থাকিয়া যান। রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কোন কুলগ্রন্থে তাঁহাদের সহিত ঘোষ বসু মিত্রাদির পূর্ব্বপুরুষগণ এখানে আসিয়াছিলেন এরূপ কোন কথা নাই। আমাদের নবীন কুলগ্রন্থে আধুনিক ঘটকেরা ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ১ম আদিশূর ৭৩২ হইতে ৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ঐ সময়ে গৌড়বঙ্গের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাও আমার গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে কারণে শব্দকল্পদ্রুমের এবং আধুনিক ঘটকগণের ভ্রান্তমত খণ্ডিত হইয়াছে তাহাও আমি উক্ত গ্রন্থে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি।

রাজন্যকাণ্ডে ৩ জন আদিশূরের কথা আছে, প্রথম আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত ইঁহারই কন্যার সহিত কাশ্মীরাধিপতি দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্যের বিবাহ হয়

(ক) এই বঙ্গাগমন সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষ মতান্তর দৃষ্ট হইয়াছিল এইক্ষণ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের গবেষণাদ্বারা এই সময় স্থির হইয়াছে মিশ্র বাচস্পতির 'বঙ্গজকুলজী সারসংগ্রহে' লিখিত আছে। এই ৯৯৪ শকাব্দা বা ১০৭২ খ্রীঃ তৃতীয় আদিশূর অথবা বিজয় সেনের আবির্ভাব।

"নয়শত চৌরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থসঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মান পূর্ব্বক ভূপ রাখিলা দশজনে॥"

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কারিকাতে লিখিত আছে—

বেদবাণাঙ্গশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

অর্থাৎ ৬৫৪ শকে অথবা ৭৩২ খৃঃ পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়রাজ সভায় উপস্থিত হন। এই সময়ে প্রথম আদিশূর বা জয়ন্তাশূর রাজত্ব করেন। সং

২য় আদিশূরের প্রকৃত নাম আদিত্যশূর, বহু উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ ও কোন কোন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইহার পরিচয় আছে। কোন কোন উত্তর রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইনি কেবল আদিশূর বলিয়াই পরিচিত আছেন। ইঁহার অপর নাম ধরণীশূর। ইনি ৮৭১ হইতে ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ে সিংহেশ্বর নামক স্থানে রাজত্ব করেন। ইঁহার সভায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষগণ আগমন করেন এবং উক্ত ক্ষিতীশাদি পঞ্চবিপ্রের কতিপয় বংশধর আসিয়াও তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই উত্তররাঢ়ীয় কোন কোন কুলগ্রন্থে আদিত্যশূরের সভায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়ের আগমন ধরা হইয়াছে। রাজন্যকাণ্ডের ১২৪, ১৩৪ ও ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (খ)

"৩য় আদিশূরের প্রকৃত নাম বিজয়সেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ তাৎকালীন ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকেই একমাত্র আদিশূর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অভ্যুদয়। ইঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে ইঁহার সভায় বহু ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ কায়স্থগণের বীজ পুরুষগণ সমাগত হন। রাজন্যকাণ্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রন্থেও আছে—'বেদগ্রহগ্রহমিতে বভূব সঃ রাজা' অর্থাৎ ৯৯৪ শকে বিজয়সেন রাজা হন এবং তাঁহার সভায় পঞ্চ সাগ্নিক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। বল্লালসেনের কুলবিধিকালে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বল্লালের কুলবিধি স্বীকার করেন নাই বরং বিরোধী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা বল্লালসেন হইতে বহুদূরে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হন এবং বল্লালপক্ষ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ তাহাদের কথা একেকালে ছাড়িয়া দেন। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিজ বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা ও পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকা একত্রে মিলাইয়া পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ঘোষ বসু মিত্রাদি পঞ্চ কায়স্থ ও শুনক শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন সম্বন্ধে যে ৬৫৪ শক বা ৯৯৪ শক নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা একটুও মিথ্যা নয়। নানা সময়ে নানা স্থান হইতে গৌড়বঙ্গে নানা গোত্রের ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন, রাজন্যকাণ্ডের নানাস্থানে তাহার আলোচনা দেখিবেন ইতি।"

(খ) উত্তররাঢ়ীয় কুলানন্দের কারিকায় এই প্রকার লিখিত আছে—

গৌড়দেশে মহারাজ আদিত্যশূর নাম,
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম।
আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চজন
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র আনিলা শ্রীকরণ।

কায়স্থ-তত্ত্বের ৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক।

৫। জার্ম্মানির সহিত রুষের বিষম যুদ্ধ চলিতেছে। রুষ-সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি ৮০ লক্ষ সৈন্য সমরে সুসজ্জিত হইতে আদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২০ লক্ষ সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। বসুন্ধরা সৈনিকের পদভরে টলমল করিতেছে।

৬। হিন্দুসমাজের নিম্নজাতি সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ-সমাজ কুসংস্কারে নিবদ্ধ হইয়া এতই অত্যাচার করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন যে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দুজাতি কোন ভবিষ্যৎ সময়ে যে একত্বে পরিণত হইতে পারিবেন সে আশা বড়ই দুর্লভ। মুসলমান রাজত্বে কোটি কোটি অস্পৃষ্ট হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণ-অত্যাচারে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই আজ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে অনেক নমঃশূদ্র জাতি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-অবলম্বন করিতেছে এই নমঃশূদ্রজাতি বঙ্গের মেরুদণ্ড এবং কৃষিকার্য্যে ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিল, ইহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মী হইতেছে এবং কালে হিন্দুসমাজকে বিধ্বস্ত করিবার একটী প্রধান অস্ত্র হইবে। যে কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক ও রক্ষক এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশ হইতে কায়স্থ-রাজন্যগণদ্বারা আনীত হইয়াছিলেন, সেই কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মপালন জন্য নানা স্থানে অত্যাচার করিতেছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই কায়স্থ দুর্ব্বল জাতি নহে তাহাদিগের ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারা অতি সত্বর ব্রাহ্মণ শাসন অতিক্রম করিয়া হিন্দুসমাজে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবেন। আমরা এই বিজয়ার দিনে ব্রাহ্মণ-সমাজকে সাবধান করিতেছি তাঁহারা সমাজকে পুনর্গঠন করিয়া সমাজকে একত্বে পরিণত করুন। আমরা এমন কথা বলি না যে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত একত্র অন্ন-ভোজন করিবেন। হিন্দু-সমাজের সকল জাতিকেই সমাজের একটী অংশ বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং কাহাকেও অস্পৃষ্ট মনে করিয়া সমাজগণ্ডী হইতে তফাৎ রাখিবেন না। আজ কাল জাতীয় সম্মান সকলের মনেই উদ্দীপ্ত হইতেছে, এমতবস্থায় সকলকেই জলচল করিয়া লওয়া আবশ্যক।

৭। হিন্দু-সমাজ দিন দিন হীনবল হইতেছে, সমাজের নিম্নজাতিগুলি অবমানিত ও অত্যাচারিত হইয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ যাঁহারা জ্ঞানান্বেষণে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার দেখিয়া অপমানের ভয়ে দলে দলে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে হিন্দুসমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তথাপি ব্রাহ্মণ-সমাজের ঘুমঘোর ভাঙ্গিতেছে না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সুশিক্ষিত উদারচেতা একদল সংস্কারক হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ বিজয়ার দিনে সেই মঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

৮। পাশ্চাত্য সমরে ভারতবাসীগণ যে প্রকার মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিতেছেন তাহা আলোচনা করিয়া সকল প্রধান প্রধান জাতিই ভারতবর্ষকে প্রশংসা করিতেছেন। ভারতবাসীগণ অর্থদ্বারা, সৈনিকদ্বারা, যুদ্ধোপকরণদ্বারা তাঁহাদিগের প্রিয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন যুদ্ধশেষে সকলেই আশা করেন যে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে। এ বিষয় 'টাইমস্' প্রমুখ ইংলণ্ডের সাময়িক

পত্রিকাগুলি সমস্বরে ভারতের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের এই আশা কতদূর কার্য্যে পরিণত হয় তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

৯। সি, আই, ডি, বিভাগের কর্ম্মচারীগণ যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে হত্যাকারীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছেন তাহা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয় শোকে ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইংরাজ কবি 'কাউপার' অতি দুঃখে লিখিয়াছিলেন—

"Oh for a lodge in some wilderness,
Some boundless contiguity of shade,
Where rumours of oppression and cruelty
Might never reach me more."

বর্ত্তমান সময়ে মানুষ মানুষের প্রতি এতই অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে যে তাহার সংবাদ কর্ণে প্রবেশ করিলে মনুষ্য-হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য যুদ্ধে জর্ম্মণগণ স্ত্রীলোকের প্রতিও ভীষণ অত্যাচার করিতেছে। ইহারাই কি খ্রীষ্টের সাম্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল! আজ ইউ-রোপে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের স্থান নাই। শয়তান ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘপদে বিচরণ করিতেছে। এই প্রকার এক সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার-রূপে আবির্ভূত হইয়া অসুরদলকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা ভগবানের অবতার অপেক্ষা করিতেছি। সম্প্রতি ময়মনসিংহে সি, আই, ডি ইন্‌স্পেক্টর যতীন্দ্র মোহন ঘোষ অধিক রাত্রিযোগে নিজগৃহে ৫ম বর্ষীয় নিজ পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে হত্যাকারীগণ তাঁহাকে পুত্রসহ গুলি করিয়া নিহত করিল,—বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ৪ জন সি, আই, ডি বিভাগের সবইন্‌স্পেক্টর কলিকাতার মস্‌জিদ-বাড়ী ষ্ট্রীটে ৯৯নং বাটীতে সমবেত হইয়া কথোপকথোন করিতেছিলেন, এমন সময়ে হত্যাকারী, সবইন্‌স্পেক্টর গিরীন্দ্রনাথ বন্দো-পাধ্যায়কে গুলি করিয়া ঐ স্থানেই নিহত করে।—সবইন্‌স্পেক্টর উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গুলিদ্বারা আহত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে আনীত হন, তথায় তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। আমরা হত্যাকারী মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই বিষম নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছেন? পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা একটী নিদর্শন দেখিতে পাই না যেখানে এই নরহত্যাদ্বারা দেশের মঙ্গল হইয়াছে।

১০। পাশ্চাত্য যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইংরাজের ব্যয়ে দশসহস্র সামরিক ব্যোমযান আমেরিকায় নির্ম্মিত হইতেছে। জর্ম্মণদিগের বিমানবিহারী ব্যোমযান (জেপ্‌লিন) দ্বারা লণ্ডন এবং ইংলণ্ডের সমুদ্র তীরবর্ত্তী অরক্ষিত নগর সকল যেরূপভাবে আক্রান্ত ও দগ্ধ হইতেছে এবং তজ্জন্য নরনারী বালকবালিকা-গণ নিহত হইতেছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য এই সকল ব্যোমযান প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ব্যতীত অনেক সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুঘুর ন্যায় ব্যোমযান প্রস্তুত হইতেছে। যাহাতে এক কিংবা দুইজন ব্যক্তি আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষীয় ব্যোমযানের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে পারে।

যে দশসহস্র বৃহৎ এরোপ্লেন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কামান এবং বোমা নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র থাকিবে। ইহারা যে কেবল ইংলণ্ডকে রক্ষা করিবে এমত নহে, বার তের হাজার ফুট উর্দ্ধ হইতে শত্রুপক্ষীয় নগরমধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিবারও যন্ত্রাদি থাকিবে।

১১। প্রসিদ্ধ তিব্বৎ অনুসন্ধানকারী রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, বর্ত্তমান সময়ে জাপান দেশে পর্য্যটন করিতেছেন। জাপানদেশের যে যে স্থানের পুস্তকাগারে প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিপি আছে,তিনি তাহারই অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে জাপানের ওসাকা ও অন্যান্য নগরে বক্তৃতা দিয়া জাপানের সহিত ভারতের বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিতেছেন। এইরূপ কার্য্যের জন্য শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

১২। পাঞ্জাব-নিবাসী মিঃ সাগরচাঁদ বর্ত্তমানে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য লণ্ডনের মিডল্ টেম্পলে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি অমৃত বাজার পত্রিকায় ইটালী সম্বন্ধে অনেকগুলি বিবরণ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠে আমাদের বোধ হয়, ভারতবর্ষীয়গণের জ্ঞানান্বেষণের জন্য য়ুরোপে গমন করিলে ইটালীর রাজধানী রোম নগরে কিছুদিন বাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইটালীতে বর্ণ এবং জাতি সম্বন্ধে কোন বিচার নাই। ইটালীবাসীগণ ভারতবর্ষীয়দিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন লণ্ডনে বর্ত্তমান সময়ে অনেক ভারতবর্ষীয় যুবক নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য অবস্থান করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশীয় যুবক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদিগের শারীরিক গঠন তুলনা করিলে,ভারতবর্ষীয়গণ যে ক্ষীণবীর্য্য ও দুর্ব্বলকায় তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ভারতবর্ষীয়গণের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষা প্রণালী। তিনি বলিতেছেন—"Our whole system of education is rotten to the core, we must pull it down and re-build it on a new plan. Education must give us both brain and muscle and education which neglects the latter is worse than useless" অর্থাৎ আমাদিগের সমগ্র শিক্ষা প্রণালী নিতান্ত হেয়, আমাদিগের উহা বিনষ্ট করতঃ তৎস্থলে নূতন প্রণালী গঠিত করিতে হইবে। অধুনা যে শিক্ষা ভারতবাসীকে দেওয়া হইতেছে তাহাতে দৈহিক উন্নতি একেবারেই বর্জ্জন করা হইয়াছে। যে শিক্ষা শারীরিক উন্নতি বিধান না করে তাহা শিক্ষা নামের অযোগ্য। ভারতের হিতৈষী মাত্রেই মহাত্মা সাগরচাঁদের এই উক্তিগুলি সমর্থন করিবেন। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগের যুবক সম্প্রদায়ের স্কন্ধে যে পুস্তকের মোট ন্যস্ত করিতেছেন, তাহার অধ্যয়ন করা দূরে থাকুক তাহার বিষম ভারেই তাহার ক্লিষ্ট ও অবনত হইয়া পড়িতেছে। শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে দুই এক স্থানে ড্রিল্ ইত্যাদি ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকার আয়োজন দেখা যায় না বিশেষতঃ বালকদিগের এতাধিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয় য শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে অবকাশ পায় না। অবশ্য ক্রিকেট্, ফুটবল শারীরিক উন্নতি বিধায়ক আমরা স্বীকার করি, কিন্তু

এই সকল ক্রীড়াক্ষেত্রে কয়জন বালককে আমরা দেখিতে পাই? আমরা আশা করি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যুবকদিগের শরীর সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবেন এবং সকল পরীক্ষা হইতেই পাঠ্য পুস্তক ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দিবেন। জাপানের ন্যায় ইটালীতে মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার সমস্ত ব্যয় কর্ত্তৃপক্ষগণ বহন করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি আমাদিগের দেশেও অন্ততঃ নিম্নশিক্ষা ব্যয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষগণ বহন করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

১৩। বর্ত্তমান বর্ষে বোম্বাই নগরে যে জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশন হইবে তাহার সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মাননীয় স্যার সত্যপ্রসন্ন সিংহ বাহাদুর। অনেকেই জানেন যে ইনি একজন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। যোগ্যব্যক্তির হস্তেই ভারতের প্রধান গৌরবের পদ অর্পিত হইয়াছে।

১৪। বঙ্গদেশের পরম হিতৈষী স্যার হেনরী কটন মহোদয় যিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তিনি বিগত ২২শে অক্টোবর সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে উপস্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশবাসীর পরমমিত্র ছিলেন, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবিল সার্ব্বিশ পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আসেন এবং আসামদেশের চিফ্ কমিসনর কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পেনসন গ্রহণ করিয়া বিলাতে যান। ৪ বৎসর পরে পারলিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়া তিনি যে প্রকারে ভারতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবেন। আসাম প্রদেশস্থ চা বাগানের কুলী নরনারীগণকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে তাঁহার অবিচলিত উদ্যম চেষ্টা তাহারা চিরদিন মনে রাখিবে। শ্রীশ্রীভগবানের পদপ্রান্তে তদীয় আত্মা পরমসুখ ভোগ করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১৫। জাপান দেশ।—সম্প্রতি বোম্বাই নগরে শিক্ষকদিগের কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ফ্রেজার সাহেব জাপানদেশ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জাপান বাসীদিগের আচার ব্যাবহার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় তিনি কীর্ত্তন করেন, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিলাম, তিনি ৩।৪ মাস জাপানে বাস করিয়া বিশেষ অনুসন্ধানে এই সকল সংবাদ আহরণ করিয়াছিলেন।

জাপান উন্নতির মুখে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কি রাজনৈতিক, সামাজিক, শিল্প কলা অথবা সামরিক যে কোন বিভাগেই দৃষ্টি করা যায় না কেন, সকল বিষয়েই তাহারা য়ুরোপীয় জাতিগণের সমতুল্যতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহারা মিতব্যয়ী; তাঁহাদিগের মিতভাষা, মিতাচার, মিতাসন, মিতাক্ষরাবিদ্যা ইত্যাদি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদিগের নরনারীগণ গৃহমধ্যে কাষ্ঠের পাদুকা অর্থাৎ খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারা তাহারা এত শীঘ্র গমন করিতে পারে যে চর্ম্মপাদুকাদ্বারা তত শীঘ্র যাওয়া যায় না। জাপানে সকল প্রধান নগরেই পাশ্চত্যদেশের ন্যায় হোটেল আছে, এই সকল হোটেলে দুই প্রকারে চালিত হয়, অর্থাৎ জাপানী ভাবে অথবা পাশ্চত্য

ভাবে। জাপানী হোটেল ব্যয় খুব কম, কিন্তু সকল স্থানেই থাকিবার গৃহ এবং প্রাঙ্গণগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সকলেই টেবিলে আহার করেন, কিন্তু কাঁটা চামচের ব্যবহার সর্ব্বত্র নাই, তৎপরিবর্ত্তে জাপানীরা এক প্রকার সূঁচের ন্যায় লৌহের দীর্ঘ শলাকা ব্যবহার করেন। জাপানীদের প্রধান আহার অন্ন এবং মৎস্য। এক প্রকার চাটনি দিয়া কাঁচা মৎস্য আহার করিতে ভালবাসেন। তাঁহাদের ভোজন পাত্র (Dishes) দেখিতে অতি-সুন্দর। ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নানা প্রকার সুপ মৎস্যাদি ব্যঞ্জন দিয়া আহার করে জাপানবাসীরা তদ্রূপ করে না। ধনবান হইতে দরিদ্র ব্যক্তিগণ সকলেই ভাত মৎস্য চাটনি এবং এক পেয়ালা চা হইলেই পূর্ণাহার হইল, ভারতবর্ষে পাকবিদ্যা একটি শিল্প কলা মধ্যে পরিগণিত। জাপানে রন্ধন একটি বিদ্যা বলিয়াই গৃহীত হয়না। কারণ তথায় প্রায়স কোন বস্তুই রন্ধন হয়না। জাপানী মহিলাগণ অলঙ্কারপ্রিয় নহে এবং তাহারা কোন প্রকার অলঙ্কারই পরিধান করে না। জাপানী হোটেলে প্রত্যেক দিনের আহারের জন্য মূল্য দিতে হয় না। অতিথিগণ কোন হোটেলে প্রবেশ করিবামাত্র হোটেলকর্ত্তা প্রথমেই তাঁহাকে এক পেয়ালা চা দিয়া অভ্যর্থনা করেন। অতিথি সেই সময় যে অর্থ বা উপহার হোটেলকর্ত্তাকে প্রদান করেন, তদনুসারেই তাহার বাসগৃহ এবং আহারের ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ জপানীরা মদ্যপান করেন না; কিন্তু শাকি নামক তাঁহাদের একটি জাতীয় পানীয় আছে, তাহাই প্রায় সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই জাতীয় পেয় পদার্থ তণ্ডুল হইতে পচাইয়ের ন্যায় প্রস্তুত করে জাপানীরা যেরূপ উষ্ণ জলে স্নান করে তাহা আমরা সহ্য করিতে পারি না।

জাপান দেশের নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই সকল প্রস্রবণে সচরাচর নর-নারী বালক বালিকাগণ একত্রে স্নান করিয়া থাকে। নানাবিধ শিল্পকলায় পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিকেই জাপানীরা পশ্চাতে ফেলিয়াছে, নানাবিধ শিল্পকার্য্য, চিত্রপট ভোজন পাত্র ও মূর্ত্তি ইত্যাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে জাপানবাসীরা যে উচ্চশিক্ষা এবং কৌশল বিকাশ করে, তাহা অন্য কোনও জাতি পারে না। পৃথিবীর সকল জাতিই জাপান নির্ম্মিত শিল্পকার্য্য বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করে। নির্ম্মাণ বিভাগে তাঁহাদের সর্ব্বদাই উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য থাকে এবং ইহাই তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্বের মূলমন্ত্র। শারীরিক বলে জাপানীরা চীনবাসীদের হইতে নিকৃষ্ট, ইহার প্রধান কারণ এই যে জাপানীর আহার্য্য বড়ই নিকৃষ্ট; পক্ষান্তরে চীনদিগের খাদ্য সুমিষ্ট এবং বলকারক। জাপানী শাসনকর্ত্তাগণ নরনারীগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র দেশ সমাচ্ছন্ন। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, জাপানী নরনারীগণের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত এবং একজন নিরক্ষর হইলেও হইতে পারে। ভারতের ন্যায় জাপানে জাতিভেদ নাই, সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ব্যবসা বাণিজ্যে জাপান কোন জাতি অপেক্ষা নিম্নস্থান অধিকার করে না। সকল জাতি অপেক্ষা বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা

চেষ্টা করিতেছে, রাজনীতি এবং সমাজ নীতির ন্যায় বাণিজ্য নীতির শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য টোকিও নগরে বাণিজ্য বিদ্যালয়ে বাণিজ্য অধ্যাপকগণ নিযুক্ত আছেন। বালক কাল হইতে সামরিক শিক্ষার প্রভাবে সামরিক বিদ্যায় জাপান যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা রুষজাপান যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। জাপানে লৌহের খনি নাই, তজ্জন্য জাপানবাসীরা পরমুখাপেক্ষী, কিন্তু অন্য কোন্ বিষয়ে জাপান অপর দেশের অপেক্ষা করে না।

১৬। পাশ্চাত্য সমরে যে বিপুল অর্থব্যয় হইতেছে তদ্বিষয়ে আমরা সময়ে সময়ে পাঠকগণকে জ্ঞাত করিয়াছি। পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক সদস্য মিঃ জে, এম, রবার্টসন্ তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সৈনিকের অভাবে না হইলেও পাশ্চাত্য জাতি নিচয় অর্থের অভাবে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এই ভীষণ সমরের অবসান করিতে বাধ্য হইবেন, আমরা বিশ্বস্ত সুত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, জর্ম্মানি যুদ্ধের জন্য প্রতিমাসে দুইশত দশকোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং ইংলণ্ড প্রতিমাসে একশত আটকোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন। অবশ্য জর্ম্মানি হইতে ইংলণ্ড অধিকতর ধনবান। কিন্তু ফরাসী ও রুষদিগকে অর্থের আনুকূল্য ইংলণ্ডের করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ বেলজিয়ম হইতে এবং সম্প্রতি পোলণ্ড হইতে বহু নরনারীগণ গৃহশূন্য অবস্থায় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাদিগকেও ইংলণ্ডের ধনদ্বারা রক্ষা করিতে হইতেছে। উক্ত জাতিদ্বয়ের বহু লোক ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

১৭। ব্যবস্থাপত্র।—

"দীর্ঘকালং ম্লেচ্ছদেশবাস ম্লেচ্ছস্পৃষ্টান্ন ভোজনাদ্যনন্তরং স্বদেশপ্রত্যাগতেন ব্রাত্যাদিভিঃ সার্দ্ধমনিয়তকালমেকঃ গৃহবাসাদিসংসর্গবতা ব্রাহ্মণেন যথোক্ত পাদোনদ্বিবার্ষিক ব্রতাচরণাশক্তৌ সার্দ্ধশত কার্ষাপণী দক্ষিণক, দশাধিকাষ্টশত কার্ষাপণী দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং। কৃত প্রায়শ্চিত্তস্য তস্য সমাজে ব্যবহার্য্যত্ব রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি" সকল নিবন্ধকারসম্মতমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অর্থাৎ বহুকাল পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছদেশে বাস এবং ম্লেচ্ছস্পৃষ্টান্ন ভোজন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাত্যাদের সহিত অনিয়ত অর্থাৎ দীর্ঘকাল যে ব্যক্তি বাস করিয়াছেন, তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষব্যাপক ব্রতাচরণ করিতে হইবেক। ইহাতে যিনি অপারক হইবেন তাঁহাকে ১৫০ শত কাহন দক্ষিণা ও ৮৪০ কাহন দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তিনি সমাজে পুনরায় পরিগৃহীত হইবেন। ইহাই পণ্ডিতগণের মত।—মূল ব্যবস্থাপত্রে 'ব্রাহ্মণেন' শব্দ ব্যবহার করিবার কি উদ্দেশ্য? যদি উক্ত শব্দের স্থানে "জনেন" পদ দেওয়া হইত তাহা হইলে জাতিনির্ব্বিশেষে উক্ত ব্যবস্থাপত্র প্রযুক্ত হইত। যৎকালে ব্রাহ্মণেন শব্দ দেওয়া হইয়াছে, তখন ক্ষত্রিয়জাতি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ ও বৈশ্যদিগের পক্ষে আর এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ ব্যয় দিতে হইবেক। এক কাহনের মূল্য চারি আনা মাত্র তাহা হইলে ৯৬০ কাহনের মূল্য ২৪০৲ টাকা হইতেছে। কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ১৮০৲ ও বৈশ্যমহাশয়দিগের পক্ষে ১২০৲ টাকা প্রায়শ্চিত্তের মূল্য অবধারিত হইল।

বিলাত প্রত্যাগতের পক্ষে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত যে বিশেষ সুবিধা হইল ইহাতে আমরা সুখী হইলাম।

১৮। পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত মনীবিমোহন রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

(ক) ব্যোমযান্ ও ব্যোমবিহারী।—আজকাল য়ুরোপে ব্যোমযানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়, বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যোমযান ব্যবহার হইতেছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ফরাসীদেশে জোসেফ মোগলফিয়ের নামক কোন বৈজ্ঞানিকদ্বারা ব্যোমযান্ আবিস্কৃত হয়। এবং তাহার পর বৎসরে ২২শে নবেম্বর তারিখে পণ্ডিত রোজিয়ার ও আর একজন ব্যক্তি ব্যোমযানে সর্ব্বপ্রথমে আরোহণ করিয়া আকাশপথে বিচরণ করিয়াছিলেন।

১৯। (খ) বঙ্গদেশে প্রথম নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালা। ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইলেও বর্ত্তমান য়ুরোপীয় প্রণালীতে নাট্যাভিনয় হইত না। য়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে নাট্যাভিনয়ের প্রবর্ত্তক কলিকাতা নিবাসী বাগবাজারের মৃত নবীনচন্দ্র বসু। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে উক্ত প্রণালীতে নিজগৃহে কবিবর ভারতচন্দ্র প্রণীত বিদ্যাসুন্দর নামক প্রথমে অভিনয় করেন। এবং নাট্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত গ্রেট্ ন্যাসন্যাল্ থিয়েটারই বঙ্গের প্রথম নাট্যাভিনয় হইয়াছিল।

২০। (গ) বঙ্গের প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।—অধুনা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি যে সর্ব্বপ্রথমে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তাহার নাম ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথ প্রদর্শন করিয়া তিনি বঙ্গদেশের মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

২১। তৈল মর্দ্দন।—আজ কাল আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের বিশ্বাস যে স্নানের অগ্রে যে তৈল মর্দ্দনের রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে বিশেষ কোন উপকার নাই। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে অনেকেই তৈলস্থানে সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে তৈল মর্দ্দনে সহজে জরা ও রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। উহাতে শ্রান্তি দূর হয়, সুনিদ্রা হয়, এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত দৃষ্টিশক্তি সতেজ শরীর কর্ম্মক্ষম এবং পরিপুষ্ট হয়, চর্ম্ম কোমল ও চর্ম্মরোগ বিদূরিত হয়। মস্তকে এবং পাদতলে বিশেষরূপে তৈলমর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। কর্ণ এবং নাসারন্ধ্রে অল্প অল্প তৈল দেওয়া কর্ত্তব্য, মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে শিরঃরোগাদি বিদূরিত হয়, কেশ কোমল এবং চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধিপায়। যৌবনে চশমা ব্যবহার করিতে হয় না। মহর্ষি চরক্ বলেন, যেরূপ মৃন্ময় কুম্ভ তৈল মর্দ্দনে, সুদৃঢ় হয় মানুষের দেহ ঐরূপ শক্তিধারণ করে। তৈলের মধ্যে তিল তৈলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মস্তকে উহা ব্যবহার করা উচিত, শরীরের পক্ষে সর্ষপ তৈলই বিধেয়। কিন্তু রক্ত-পিত্ত রোগে সর্ষপতৈল নিষিদ্ধ। নারিকেল তৈল কফ বর্দ্ধক; যাহাদের আমবাত ও কফ, কাশী, শিরঃশূলাদি আছে, তাহাদের পক্ষে উক্ত তৈল অপকারী। উহার গুণের মধ্যে কেবল কেশবর্দ্ধক ও রুক্ষ নাশক। সম্পাদক

প্রোফেসর এম্ দাস মজুমদার ।

(জীবনী, ৪১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { পৌষমাস, ১৩২২ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি,)

সংভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সংভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

অন্বয়ঃ। যঃ সম্ভূতিং (অসংভূতিং অত্রা-বর্ণলোপেন নির্দ্দেশোদ্রষ্টব্যঃ,অব্যাকৃতোপাসনং) চ বিনাশং (মৃত্যুর্নাশোধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য সঃ বিনাশঃ হিরণ্যগর্ভঃ কার্য্যব্রহ্মতদোপাসনং) চ তৎ উভয়ং সহ (একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ং) বেদ, (সঃ) বিনাশেন (কার্য্যব্রহ্মোপাসনেন) মৃত্যুং (অনৈশ্বর্য্যং অধর্ম্মকামাদি দোষজাতঞ্চ) তীর্ত্বা (অতীত্য) অসম্ভূত্যা (অব্যাকৃতো-পাসনেন) অমৃতং (প্রকৃতিলয়লক্ষণং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥১৪॥

ভাষ্যম্। যত এবমতঃ সমুচ্চয়ঃ সংভূত্য সংভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত এবৈক পুরুষার্থত্বাচ্চেত্যাহ সংভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য স ... ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে। বিনাশ ইতি ... তদুপাসনেনানৈশ্বর্য্যমধর্ম্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীর্ত্বা হিরণ্যগর্ভোপাসনেন হ্যণিমাদি-প্রাপ্তিঃফলম্। তেনানৈশ্বর্য্যাদি মৃত্যুমতীত্যা-সংভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতি-লয়লক্ষণমশ্নুতে। সংভূতিং চ বিনাশং চেত্য-ত্রাবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ। প্রকৃতি-লয়ফলশ্রুত্যনুরোধাৎ ॥১৪॥

অনুবাদ। মূল মন্ত্রে যে সম্ভূতিশব্দ দেখা যাইতেছে, তাহা বাস্তবিক অসম্ভূতি শব্দ। এই প্রকার অকার লোপ বৈদিক প্রয়োগ ব্যক্তা প্রকৃতি বা কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ

বিনাশশীল, সুতরাং মূলমন্ত্রে বিনাশ শব্দে হিরণ্যগর্ভ নামক কার্য্য ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই উভয়বিধ উপাসনাক্রিয়া একত্র অনুষ্ঠিত হইলে সুগতি হয়, এই উপদেশ করিবার জন্য বলা হইতেছে। যে ব্যক্তি অব্যক্তা প্রকৃতি ও কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা, এই উভয়বিধ উপাসনাকে একই পুরুষের একত্র অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কার্য্যব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ঐশ্বর্য্যরূপ ও অধর্ম্ম কামাদি দোষ জাত মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অব্যক্তা প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিতে লয়রূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পরিশূন্যতা ও অধর্ম্ম কামাদি-দোষজনিত দুর্গতি এই উভয়কে মৃত্যু বলা হয়। কার্য্যব্রহ্মোপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ ও অধর্ম্ম কামাদি জাত দুর্গতি নিবারিত হয়, একন্য মৃত্যু অতিক্রম করার কথা বলা হইল। এই লয়াবস্থা সাধারণ জীবগতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও অধিক কাল স্থায়ী বলিয়া আপেক্ষিক ভাবে অমরত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১৪॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা

বিশ্বাস।

মানুষের হৃদয় যখন ধর্ম্মের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হয়, তখন তিনি সর্ব্ব বিষয়ে উপেক্ষা ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাবে জগতের প্রত্যেক ঘটনাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হয়েন। বিশ্বাস এইরূপে মানুষের অতীব স্পৃহণীয় সম্পদ। সমস্ত দিবসব্যাপী কঠিন পরিশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত মানব যখন গভীর নিশীথে নিদ্রা দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে দেহ-প্রাণ সমর্পণ করে তখন এই অব্যক্ত বিশ্বাসই তাহাকে সুস্থির রাখিতে পর্য্যাপ্ত হয় যে সে নিদ্রান্তে প্রভাবে পুনরায় স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যার মুখ নিরীক্ষণে এবং প্রাণ পত্নীর সহিত প্রিয় প্রসঙ্গে আবার উৎফুল্ল হইতে পারিবে এবং সংসারের কর্ম্মস্রোত আজও যেমন চলিয়াছে আগামী কল্যও তেমনি ভাবে প্রবাহমান রহিবে। এইরূপ বিশ্বাস ব্যতীত সে সুস্থির থাকিতে পারে কি এবং নিদ্রার সুশীতল ক্রোড়ে শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করিয়া প্রফুল্লতা লাভে পুনরায় কার্য্যক্ষম হইতে সমর্থ হয় কি? অইযে কৃষক নিদাঘের মার্ত্তণ্ড কিরণে দগ্ধীভূত হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণে অভিনিবিষ্ট—জিজ্ঞাসা করুন, প্রত্যুত্তরে সেও বলিবে যে ঐ ক্ষেত্রস্থ রোপিত শস্য যথাকালে পরিপক্ক হইয়া তাহার একমাত্র উপজীব্য হইবে। এই বিশ্বাসেই সে অসহনীয় দুঃখ অকাতরে সহ্য করিতেছে। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বিশ্বাসই কর্ম্মময় জগতের প্রাণ স্বরূপ। বিশ্বাস আছে বলিয়া মানুষ ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি পর্য্যালোচনা

করিয়া জগতের অশেষ বিধি উপকার সংসাধিত করিতেছে—সমুদ্রের অতল জলে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতেছে; অন্ধকারাবৃত খনিগর্ভে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদি আহরণ করিয়া আনিতেছে; এবং শত সহস্র প্রকারে শারীরিক ও মানসিক সুখ সন্তর্পণের উপযোগী অনন্ত বস্তু উপহার যোগাইতেছে এবং এমন কি বালক ক্রিড়া প্রাঙ্গণের প্রীতিকর সুখ পরিত্যাগ করিয়া ভাবীসুখের আশায় আপাততিক্ত শিক্ষাব্রত অবলম্বন করিতেছে। বিজ্ঞানের লীলা ভূমি জর্ম্মান প্রদেশের বর্ত্তমান বীর সম্রাট্ তাঁহার বাহুবলের উপর বিশ্বাস করিয়াই সম্মিলিত ধন-জন-দৃপ্ত-রাজন্য বৃন্দের সহিত বৎসরাধিক কাল লোকক্ষয়কর ভয়াবহ যুদ্ধ পরিচালন করিতেছেন। সংবাদ পত্র স্তম্ভে প্রত্যহই তাঁহার জীবন পরাজয়ের সংবাদেও ক্ষুণ্ণ অথবা অবসন্ন হইয়া সন্ধি প্রার্থী হইতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হৃদয়স্থ অটল বিশ্বাসই তাঁহাকে এইরূপ দুরূহকার্য্যে ব্রতী রাখিতে পারিয়াছে। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে যেমন বিশ্বাস কর্ম্মময় জগতের প্রাণ, তেমনি ধর্ম্মময় জগতের উহা মহা প্রাণ স্বরূপ। এপর্যান্ত কেহই ঈশ্বরের অনুভূতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। কিন্তু সাধক সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অনাহারে অনিদ্রায় গিরিগহ্বরে কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এইরূপ ধ্যান ধারণায় বিশ্ব স্রষ্টার দর্শন লাভে ইহজন্মে কিম্বা জন্মান্তরে অবশ্যই কৃতার্থ হইতে পারিবেন। ধর্ম্ম-কার্য্যের পুরস্কারও কেহ হয়ত ইহজীবনের সম্ভোগ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য জগতের দেশহিতৈষী হাউয়ার্ড সাহেব এবং মিস নাইটিংগেল প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবন পর সেবায় নিয়োজিত রাখিয়া আজীবন সন্তুষ্ট রহিয়াছিলেন। জন্মান্তরের অশেষ সুখের প্রত্যাশায় পরজন্মে পুরস্কারের বিশ্বাসেই দেশে দেশে দুঃখ তিমিরাবৃত কারাবাসে অথবা সমর ক্ষেত্রের ক্ষত বিক্ষত সৈনিক নিবাসে কিম্বা শিক্ষা সম্পদ শূন্য কাঙ্গালের কুটীরাবাসে পরের সুখশান্তি বিধানজন্য অহোরাত্র সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপে ভক্ত প্রহ্লাদ ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই হস্তি-পদতলে এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপণেও ভীত বা শঙ্কিত হইয়াছিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ নীল সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণের কালোরূপ দর্শনে কৃষ্ণপ্রাপ্তের বিশ্বাসে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্রৌপদীর ভগবানের [illegible] অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি মহা বিপদের দিনে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া লজ্জাশীলতা রক্ষণে সমর্থা হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের বলে মানুষ এইরূপ অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়। তজ্জন্যই মার্টিন লুথার অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়াও আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই, মহাত্মা যীশু খৃষ্টও ক্রুশকাষ্ঠে সানন্দে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাজ্ঞানী শাক্যসিংহ ও তজ্জন্য সুবিস্তৃত রাজ্য রূপবতী ভার্য্যা, স্নেহাস্পদ পুত্র এবং সুখময় নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারে দীন হীন কাঙ্গাল বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন পাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বাসের এইরূপ অসীম ক্ষমতা, মনুষ্য হৃদয়ে তাহার অতুলনীয় প্রভাব ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কর্ম্ম ক্ষেত্রে

সর্ব্বদা প্রকটিত। এইরূপাবস্থায় যে মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেনা সে নিতান্তই দয়ার পাত্র। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল বুদ্ধি তাহার অন্তরাত্মার শঙ্কাজনক রোগ বিশেষ। এ রোগের প্রতিকার নিতান্ত আবশ্যক।

অবিশ্বাসের মোহময় অন্ধকার নিবারণ জন্য ঈশ্বর সমীপে কাতর বিলাপ ও করুণ পরিতাপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ফলতঃ মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অভিজ্ঞতা এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যে মানুষ অন্ধকার আবৃত কক্ষে দিবালোকের প্রত্যক্ষীভূত দ্রব্যগুলিও দেখিতে পায় না সে মানুষ নিজে যাহা না দেখিয়াছে তাহাতে কিছুতেই যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে না ইহা নিতান্তই উপহাসনীয় সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়র গভীর নিঃস্বনে বলিয়াছেন যে হে হোরেসীও! স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা তোমার দর্শনশাস্ত্র স্বপনেও অনুভব করিতে পারে নাই। (ক) সুতরাং নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই এইরূপ কোন ঘটনায় অবিশ্বাস স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধির অল্পতার পরিচায়ক মাত্র। যে সকল মহানুভব পুরুষরত্ন মানবজাতির জীবন স্রোতে জ্ঞান ধর্ম্মের তাড়িত সঞ্চালনে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অতিমাত্র বিশ্বাসী। সুতরাং বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রাণ, কর্ম্মের প্রাণ এবং ইহা মানব-জীবনের স্পৃহনীয় অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদে কাঙ্গাল হইয়া জীবন যাপন অতীব ক্লেশকর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মাদৃশ প্রকৃতি মূঢ়ের নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বিষয় চিন্তামগ্ন দুঃখ-নিপীড়িত নিরাশ হৃদয়ে অপার্থিব ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শনেও বিশ্বাসের ক্ষীণজ্যোতি বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় কদাচিৎ স্ফুরিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারায় তথাবিধ ব্যক্তি কার্য্যকরী শক্তি সঞ্চয়ে স্থায়ি আনন্দ লাভে সমর্থ হইতে পারে না,—ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্তিমান ও ভাব বিভোর হৃদয়ে এরূপ ঘটনায় বিশ্বাস ও ভক্তির একটা প্রবল তরঙ্গ হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং নিদ্রিত বিশ্বাস যেন তাড়িত প্রবাহ স্পর্শে সহসা শতধারায় উছলিয়া উঠে এবং তদ্দ্বারায় ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া মানুষের প্রাণে ঈশ্বরানুভূতি আনিয়া দেয়। তদ্ধেতু অজ্ঞাত শক্তির আনন্দময় অন্তঃসঞ্চারে কি যেন দেখিয়া, কি যেন শুনিয়া, দেশ গ্রাম ভুলিয়া, সাংসারিক জীবনের নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কামিনী-কাঞ্চন-সুখে জলাঞ্জলী দিয়া কার কিরূপ আকর্ষণে মন কোথায় যেন চলিয়া যাইতে থাকে। ঈশ্বরাবিষ্ট রূপে আভাসিত হইয়া তখন তিনি শান্তিময়ের প্রেম-সমুদ্রে ডুবিয়া জীবন সার্থক করেন। বিশ্বাসের জয়ধ্বনি তখনই দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া মানুষের পাষাণ কঠিন বক্ষ বিদারণ করিয়া ভগবৎ নাম সম্পৃক্ত মহাভক্তির উৎস খুলিয়া দেয়। মানুষের তাপিত প্রাণ শীতল হয়। সে পরিত্রাণের পথ পাইয়া ধন্য হয় ইতি। (খ)

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা

(ক) There are more things in heaven and earth, Horatio! than your philosophy can dream of

(খ) শ্রীভগবান্ বাক্য ও মনের অতীত, তিনি প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দরূপ। নরনারীই

কায়স্থজাতির বর্ত্তমান প্রভাব প্রতিষ্ঠা।

গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় 'ইংরাজের আমলে কায়স্থের মান' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের বর্ত্তমান মর্য্যাদার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কায়স্থ জাতি প্রাচীন যুগে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে কিরূপ উচ্চ সম্মানে সম্মানিত ও পদগৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' 'কায়স্থ পত্রিকা' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের অনুগ্রহে বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই সে কথা জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং রসিক বাবু, কায়স্থ জাতির গৌরব প্রকাশার্থে, সে পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া বেশ ভাল কাজই করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার প্রবন্ধে বহু কৃতবিদ্য ও গণ্যমান্য কায়স্থ মনীষীর নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা অধুনাতন কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় রত্নস্বরূপ তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিয়া রায় মহাশয় একপক্ষে যেমন তাঁহাদের মনে ক্লেশ দিয়াছেন, অপরপক্ষে তেমনিও নিজ প্রবন্ধের সমীচীনতা নষ্ট করিয়াছেন। প্রতিভার জ্ঞানবৃদ্ধ সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সে কথা বুঝিতে পারিয়া, প্রবন্ধের পাদটীকায়, সেই অক্তনামা কায়স্থ মহাত্মাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং কয়েকজন স্বনামধন্য কায়স্থের নামোল্লেখ করিয়া (ক) বঙ্গের এই সমস্ত মহাত্মাদের নামই আমরা চাই বলিয়া আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই অভিমত অনুসারে কার্য্য করা [illegible] প্রত্যেক কায়স্থ লেখকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের ধারণা, আর সেই ধারণা বশেই আজ আমাদের এই অভিনব নিবন্ধের অবতারণা। আমরা ইহাতে রসিক বাবুর পরিত্যক্ত কায়স্থদিগেরই আলোচনা করিব। সুতরাং পাঠকগণ ইহাকে তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশ বা উপসংহার ভাগ বলিয়া পাঠ করিবেন।

ইংরাজরাজের সুশাসনের অধীনে থাকিয়া কায়স্থজাতি আপনাদের প্রতিভা বিকাশের

তাঁহার প্রধান অভিব্যক্তি, নরনারীর সেবাই ভগবানের সেবা। অতএব ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যিনি নরনারীর সেবায় অনুরক্ত তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ; ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর নাই। আর বুঝিতে চেষ্টা করিও না। সম্পাদক।

(ক) এই সকল নাম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় আমার নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি যে সমস্ত মহাত্মাগণের নামোল্লেখ করিতে অসমর্থ তাহাও আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই প্রকার সুবিস্তৃত বিষয়ে একটী সম্পূর্ণ নামের তালিকা (an exhaustive list of names) দেওয়া অসম্ভব। সম্পাদক।

যথেষ্ট অবসর বা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা পুরুষ পরম্পরাগত ধী শক্তির প্রভাবে কৃতিত্ব দেখাইয়া যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অপর কোনও জাতির পক্ষেই সম্ভবপর হয় নাই। ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সার্দ্ধ শতাধিক বর্ষের ভারতেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ও প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা মুন্সী দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যের আয় ব্যয়ের ব্যবস্থাদি প্রধান প্রধান কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে মুন্সী রামকান্ত রায়চৌধুরী, দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন, দেওয়ান রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র, দেওয়ান রামলোচন ঘোষ, ও দেওয়ান কমলাপতি রায়চৌধুরী প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা আপন আপন গুণগ্রাম ও কার্য্যপটুতা বলে কোম্পানীর শাসন কর্ত্তৃগণের নিকটে প্রভূত সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যখন নাগপুরে তত্রত্য মহারাষ্ট্র নৃপতির সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয়, তখন মুনসী রামকান্ত সেখানে গমন করিয়াছিলেন এবং সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আপনার অসাধারণ মনস্বিতার লিপিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কমলাপতি কোম্পানীর আদেশে গোরক্ষপুর ও কাশীর দেওয়ানী কার্য্য সমাধা করেন। তিনি কাশীতে তোরণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দস্যু দিগের অত্যাচার হইতে কাশীবাসীকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। কাশীতে এখনও কমলাপতি-কা-কটক নামে দুই একটী তোরণ বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহার মহত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গোবিন্দ রাম কোম্পানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগেরই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার নায়েব জমিদার বা সর্ব্বময় প্রভু হইয়া, তিনি সগৌরবে স্বীয় পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ডালহৌসীর সময়ে ২৪ পরগণার সদর-আমীন আলা ছিলেন রায় হরিনারায়ণ ঘোষ বাহাদুর। কায়স্থদিগের মধ্যে তিনি একজন খ্যাত নামা পুরুষ।

কোম্পানীর প্রথম আমলে বাঙ্গালাদেশে যেসকল কায়স্থ রাজবংশের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে মুনসী নবকৃষ্ণ দেব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই বংশে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের পরেও অনেক দেশবিখ্যাত মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর কালীকৃষ্ণ দেব কে, সি, এস্ মহারাজ কমলকৃষ্ণ, রাজা বাহাদুর হরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ কে, আই, এইচ্ প্রভৃতিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ব্যারিষ্টার মিঃ মহীমোহন ঘোষ তিনি সুপ্রসিদ্ধ বরিষ্টার ৺ মনোমোহন ঘোষ। মহাশয়ের কৃতীপুত্র। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া আনন্দমোহন বসু ও আর, মিত্র এবং প্লিডারী করিয়া অভয়াচরণ বসু, গোপাললাল মিত্র, আনন্দগোপাল পালিত ও নীলমাধব বসু প্রভৃতি খ্যাতি ও অর্থলাভ করিয়াছেন। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব কায়স্থদিগের মধ্যে

একজন অগ্রণীব্যক্তি। তিনি ২৪ পরগণার ডেপুটী কলেক্‌টরের পদ লাভ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ই, আই, রেলপথের কোন্নগর ষ্টেসন তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যখন, দেশীয় দিগের জন্য, প্রথম মুন্সেফ পদের সৃষ্টিহয়, তখন কায়স্থই সর্ব্বপ্রথম সেইপদ অধিকার করেন। ছোট আদালতের জজ হরচন্দ্র ঘোষ প্রথম বাঁকুড়ার মুন্সেফ হইয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মর্ম্মরময়ী-অর্দ্ধমূর্ত্তি তাঁহার যোগ্যতার নিদর্শনরূপে, এখন ও ছোট আদালত গৃহে বিরাজমান রহিয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সম্পাদক ছিলেন হেমচন্দ্র কর ও রায় রাজেন্দ্র নাথ মিত্র। তাঁহারা উভয়েই উচ্চবংশীয় কায়স্থ। পাবলিক সার্বিস কমিসনের তিনজন অণ্ডার সেক্রেটারীর মধ্যে এক মাত্র যোগ্য ভারত বাসী রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানের পদ অলঙ্কৃত করিয়া যে কার্য্য-পটুতা দেখাইয়াছেন তাহা এপর্য্যন্ত আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।

বিহারের নূতন হাইকোর্টের জজ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন রায় সাহেব মুন্সী জওলা প্রসাদ। তিনি বিহারী কায়স্থ। ভারত বর্ষীয় রাজস্ব বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী পদ বাঙ্গালী দিগের পক্ষে দুর্লভ ছিল। কিন্তু কায়স্থ কুল-তিলক ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, মহোদয় স্বীয় অনন্তসুলভমনীষা বলে, সেই পদ আয়ত্ত করিয়া দেশবাসীর বরণীয় হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত কোনও ভারত বাসীই রয়াল ষ্টাটিষ্টিক্যাল সোসাইটীর সদস্য পদলাভে সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু কমার্সাল ইন্‌টেলিজেন্‌-সের বিভাগের বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয় তাহা অধিকার করিয়া কায়স্থ জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রেস্ সেন্সর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ। (খ) তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাধারণ অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কায়স্থ মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বজন প্রার্থনীয় মহোচ্চ পদে এদেশ বাসীর এই প্রথম নিয়োগ। পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথের ইঞ্জিনি-য়ারী পদ পাইয়াছেন রায় বাহাদুর লালারাম। এতদিন এই উচ্চ পদ ভারত বাসীর [illegible] ছিল। লালারাম [illegible] কায়স্থ জাতির বুদ্ধিবৃত্তি যে [illegible] তাহা রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই মহোদয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়াসনের সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করিয়া যে বুদ্ধিমত্তার, বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার সরিফ পদ প্রাপ্তি তাঁহার মনস্বিতার আর এক অনন্যসাধারণ

(খ) কো অপেরেটীভ্ ঋণদান সমিতি সকল বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপন করিয়া দেব মহাত্মা বঙ্গদেশের কৃষক বর্গের কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও প্রজাগণের দুঃখে মহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন রাখিয়াছেন প্রজাগণ কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না। সং

নিদর্শন। পেপার করেন্সী অপিসেরদেওয়ানী করিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা পুলিশ কোর্টের দ্বিভাষিকের কার্য্য করিয়া প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ এবং ব্যারিষ্টারী করিয়া সিবিলিয়ান লোকেন্দ্রনাথ পালিত যে বিজ্ঞতার কর্ম্মকুশলতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই বাঙ্গালী দিগের স্মরণ থাকিবে।

অনেক দেশীয় রাজ্যেও কায়স্থেরা উচ্চপদ অধিকার করিয়া সম্মানিত ও প্রশংসিত হইয়াছেন। টাকীর বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী বর্দ্ধমান রাজসরকারে দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। পারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্বীয় মস্তিষ্ক শক্তির সাহায্যে, বর্দ্ধমান রাজ্যে পত্তনী বিলির যে নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত করেন, উত্তর কালে তাহারই আদর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮১৯ সালের ৮ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যশোর নড়াইলের রায় উপাধি ধারী কালীশঙ্কর দত্ত এ দেশের অনেকেরই পরিচিত। তিনি নাটোর রাজসম্পত্তির দেওয়ান হইয়া বিশেষ দক্ষতা সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কায়স্থ কুলভূষণ রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বহুদিন সুখ্যাতির সহিত মুর্শিদাবাদ নেজামতের দেওয়ানী-কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এখন মুর্শিদাবাদের বেগম সাহেবার প্রধান কর্ম্মচারী আছেন, শিবহাটির ঘোষ বংশীয় হেমচন্দ্র রায় মহাশয়। তিনি এক সময়ে নেজামতের দেওয়ানী পদ ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের দেওয়ান ছিলেন স্বর্গীয় রাজমোহন মিত্র। এখন বৈষ্ণব চূড়ামণি রাধারমণ ঘোষ মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় সহকারী সেক্রেটারী কার্য্য করিতেছেন। ইহারা সকলেই উচ্চবংশীয় কায়স্থ। নড়াইলের স্বনামধন্য কায়স্থ ভূম্যধিকারী রামরতন রায় মহাশয়ের নাম এদেশের কাহারাও অপরিচিত নহে। মিঃ জে, এন, রায় তাঁহারই একজন সুযোগ্য বংশধর তিনি মান্দ্রাজ প্রদেশের কোচিন রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। উড়িষ্যার গড় জাত রাজ্যের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ প্রধান। সেখানকার দেওয়ান ছিলেন মুন্সী মোহিনীমোহন ধর এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন হরিদাস বসু। কাশিম বাজারের রাজ সম্পত্তির ম্যানেজারী করিয়া স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় কিরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। (গ)

চিকিৎসা বিজ্ঞানে কায়স্থজাতির অভিজ্ঞতা অসাধারণ। দয়ালচন্দ্র সোম এম, ডি, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক ডাক্তার

(গ) বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয় উক্ত কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর প্রাইভেট সিক্রেটরীর কার্য্য করিয়া বিশেষ সুযশ লাভ করিয়াছেন।

সম্পাদক

ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যার উপদেশ এবং ধাত্রীবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক (ঘ) নামক দুই খানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার শেষোক্ত পুস্তক খানি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয় আগ্রাকলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি বহুদিন জার্ম্মানীতে অবস্থিতি করিয়া রসায়ন বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছিলেন। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত বিষবাষ্পের উপাদান নির্ণয়ার্থে ইংলণ্ডে পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছেন। সেখানে তিনি দেশবিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক দিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন। এরূপ সম্ভ্রম ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসীই প্রাপ্ত হন নাই। রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তিনি বোম্বাই প্রদেশের মেলেরিয়া কমিটীর দ্বিতীয় অধিবেশনে বিনাব্যয়ে মশকনাশের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া গৌরব ভাজন হইয়াছেন। টাকী সৈদপুরের প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশীয় রায় মহেন্দ্রনাথ নন্দী বাহাদুর এলাহাবাদের সর্ব্বজন প্রিয় সম্মানিত ডাক্তার। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এলাহাবাদ দুর্গের লেফটেনেণ্ট কর্ণেল পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার গুণের সমাদর করিয়াছেন। এরূপ উচ্চ সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রথম। পাঞ্জাব রাবলপিণ্ডি নগরে চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত রায় সাহেব। সংপ্রতি তিনি রাবলপিণ্ডির ক্যাণ্টনমেণ্টে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা এপর্য্যন্ত এদেশীয় অপর কোনও জাতির পক্ষে সম্ভব পর হয় নাই। বারাসতের নবীনকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ধন্বন্তরি-কল্প চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কায়স্থ জাতির যোগ্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়াছিলেন, বহুবাজার নিবাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনিই বঙ্গের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথি প্রদর্শক। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রে সুশিক্ষিত মিঃ জে, সি, ঘোষ বি, এস, সি, এফ, সি, এস অদ্বিতীয় চিকিৎসক। তিনি একক্রমে পঞ্চদশবর্ষ কাল বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া, এখন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ উচ্চপদে ভারতবাসীর নিয়োগ, ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা, এই প্রথম আরব্ধ হইল।

ডাক্তার এন, কে, বসু, বি, এস, সি, এম, ডি মহাশয়ের নাম বিশ্ববিশ্রুত। তিনি দীর্ঘকাল আমেরিকায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, শেষে চিকাগোনগরে লিওনার্ড স্যানিটোরিয়াম নামক স্বাস্থ্যাশ্রমে প্রধান চিকিৎসকের এবং ইলিনইসের ন্যাস্যানেল মেডিকেল বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে বৃত হন। তাঁহার তুল্য অক্ষিবিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসক আর নাই। তিনি রোগীকে প্রশ্ন না করিয়াই

(ঘ) Lectures on Surgery and Text Book on Midwifery.

কেবল অক্ষিগোলক দেখিয়াই রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। আমেরিকার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তাঁহার সেই অলৌকিকী শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে কলিকাতা ভবানীপুরের শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম, ডি মহোদয় একজন পবিত্রকীর্ত্তি কায়স্থ। তিনি আপনার অসাধারণ মনীষা ও দুর্লভ গবেষণা শক্তির সাহায্যে 'কলেরা' 'বেরিবেরি' 'বহুমূত্র', নিউমোনিয়া' ও 'প্লেগ' প্রভৃতি রোগ বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং 'বাসক' 'অশ্বত্থ' সেফালিকা প্রভৃতি দেশীয় তরুগুল্ম হইতে অনেক ফলপ্রদ নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল পুস্তক ও ঔষধের সারবত্তা, মৌলিকতা দর্শনে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হইয়াছেন। শরৎ বাবু পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পরিষদ হইতে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা অনন্যসুলভ। ইংলণ্ডের ব্রিটীশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটী, তাঁহাকে প্রবন্ধ লেখক সভ্য, রুষিয়ার সেন্টপিটার্সবার্গ সোসাইটী অব্ হোমিওপ্যাথি' তাঁহাকে কার্য্যকারক সদস্য এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রায় সমস্ত হোমিওপ্যাথিক সভা তাঁহাকে প্রবন্ধলেখক, এবং সাধারণ বা বিশেষ সভ্যরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন। সংপ্রতি তিনি আমেরিকান ইনেষ্টিটিউট্ অব্ হোমিওপ্যাথিক' নামা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য হোমিপ্যাথিক চিকিৎসা-পরিষদ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে করেস্পণ্ডিং মেম্বর বা প্রবন্ধ লেখক সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া তদীয় সুদূরব্যাপী যশঃ সৌরভে দিক্‌বিদিক আমোদিত করিয়াছেন। এরূপ ভুবন-বিশ্রুত প্রতিষ্ঠা ডাক্তার সরকার ও লাভ করিতে পারেন নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ ওদেদার, রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম,ডি, কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর, কবিরাজ দীননাথ ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থ মহাত্মাগণ যে যোগ্যতা দেখাইয়াছেন তাহা অনুপমেয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বা অধ্যক্ষ রসময় দত্ত কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। বঙ্গের দেশমান্য বরেণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রসংশাপত্রে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন তাহা তাঁহারই স্বাক্ষরযুক্ত ছিল। ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন অমৃতলাল মিত্র, শ্রীনাথ ঘোষ ও আনন্দকৃষ্ণ বসু। বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দ বাবুর নিকটেই ইংরাজী শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিএ, পরীক্ষায় প্রবর্ত্তন হইলে ত্রয়োদশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুইজন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দুইজনের অন্যতম যদুনাথ বসু কায়স্থ। বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যে শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু সর্ব্ব প্রথমে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের কর্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, এম, এ মহোদয়ের সহোদর। তিনি মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের মিচিগান্ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া গ্রাজুয়েট

হইয়াছেন। ধীরেন্দ্রকুমার চারিবর্ষের পাঠ্য দুইবর্ষে শেষ করিয়া কায়স্থজাতির অনন্য-সাধারণ স্থিরচিত্ততা ও মেধাশক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। অ্যাসোসিয়েসন্ ফর্ দি সায়ান্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এডুকেশন্'নামক বিজ্ঞান সভার ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এস্, সি, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া বার্লিন বিশ্ব বিদ্যালয়ের হইতে পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এরূপ উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এত উচ্চ পরীক্ষায় কোনও ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে 'এল, সি, ই' উপাধি পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার। এখন তিনি ব্রহ্মদেশের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। মান্দ্রাজের একাউণ্টাণ্ট জেনারল কৃষ্ণলাল দত্ত এম, এ, এবং লক্ষ্ণৌ ওয়ার্ড ইনেষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ আনন্দলাল রায় কায়স্থদিগের মধ্যে বরেণ্য পুরুষ।

বাবু হারাধন বসু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট। (ঙ) আসাম বর্ত্তমান চিফ কমিসনার স্যার আর্কেডেল আর্ল মহাশয়, বসু মহাশয়ের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাইয়া, শিক্ষাবিভাগের পুনর্গঠন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বীয় সহকারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অল্প সম্ভ্রমের পরিচায়ক নহে। আমেরিকা আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে বৃত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু, এম এ, পি, এইচ, ডি মহাশয়। তিনি আমেরিকায় আমেরিকান হিন্দুস্থান সমিতি নামা ছাত্র সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশবাসী ভারতীয় শিক্ষার্থিদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। জ্ঞানে, গুণে, প্রতিষ্ঠা পৌরুষে কায়স্থ জাতির আসন যে কত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, সতীশচন্দ্র দে এম, এ, রামচন্দ্র মিত্র ও উমেশচন্দ্র দত্ত, বেথুন স্কুলের সহঃ সম্পাদক সঙ্গীতবিদ্ ভৈরবচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কারে, ললিতাপ্রসাদ দত্ত সরস্বতী, হরিনারায়ণ দাস বিদ্যাসাগর, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যাবহারাজীব রামচন্দ্র মিত্র সি, আই, ই, জেলা ও সেসন জজ রায় রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর, ২৪ পরগণারডিষ্ট্রিক্ট সবরেজিষ্টার তারাপদ ঘোষ রায়-সাহেব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী নানাগুণালঙ্কৃত জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, রাঁচীর গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও স্থাপত্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ জগদীশচন্দ্র রায়-চৌধুরী বি, সি, ই, আবগারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ট হেমচন্দ্র ঘোষ, সুযোগ্য স্কুল ইন্সপেক্টর ফণিভূষণ বসু এম, এ, সবজজ দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রদর্শনীর কিউরেটর মহারাষ্ট্রবাসী রায় বাহাদুর বি, এ,

---

(ঙ) এইস্থলে অশেষ বিদ্যায় বিশারদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টারের পদ পাইয়াছিলেন।

সম্পাদক।

গুপ্তে, ইউরোপীয় চিত্র শিল্প সুশিক্ষিত মোহিনীকান্ত নাগচৌধুরী, হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক পূর্ণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কায়স্থমহাত্মাগণ বিশেষ রূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহারা চিরদিনই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর অনুকরণীয় বরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় হইয়া থাকিবেন। 'দানমেকং কলৌযুগে, এই মনু বচনের সার্থকতা বোধ ও পালিত মহাশয় সম্যকরূপে প্রতিপাদন করিলেও তাঁহাদের পথি প্রদর্শক অগ্রণী হইয়াছিলেন অন্য এক কায়স্থ মহাপুরুষ। তিনি 'বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্শ' সভার প্রথম বাঙ্গালী সদস্য প্রাতঃস্মরণীয় বাগ্মীবর রামগোপাল ঘোষ। ঘোষ মহাশয় ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবেল সভায় ২০,০১০৲ বন্ধুবর্গের ঋণ শোধার্থে ৪০,০০০ এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৪০,০০০ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া, আপনার দানপুত পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এরূপ সর্ব্ব গুণান্বিত অনন্যসুলভ বুদ্ধি-বিদ্যা-বিশিষ্ট সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্পন্ন উক্ত জাতিকে শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা এবং মূর্খতা ভিন্ন কিছুই নহে।

কায়স্থ জাতি সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। বঙ্গভাষার প্রথম গদ্য সাহিত্য কায়স্থ দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাত্মা রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'লিপিমালা' নামক নামক দুইখানি গদ্য পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গদ্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রতাপাদিত্য চরিত প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গলা ভাষায় একখানিও গদ্য পাঠ্য পুস্তক ছিল না। বঙ্গভাষার প্রথম পাটীগণিত রচয়িতা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কায়স্থ ছিলেন। অধুনা বাঙ্গলাদেশে মাসিক পত্রের এত যে আধিক্য আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়, কায়স্থেরাই তাহার মূল। বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, জষ্টিস অব্ দি পিস এবং চলিত বাঙ্গলার জন্মদাতা প্যারিচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথম 'মাসিক পত্র' নামধের একখানি সাময়িক পত্রের সৃষ্টি করিয়া আদর্শ স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁহার লুপ্তস্মৃতি সচিত্র মাসিক "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এখনও দুইচারি জন সাহিত্য রথীর স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের প্রথম বাঙ্গালী লেখক ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি "ইণ্ডিয়ান ফিলড্" নামক ইংরাজী পত্রের সম্পাদকতা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সর্" পত্রের সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও শশিচন্দ্র দত্ত ইংরাজী ভাষায় সুললিত কবিতা ও ইতিহাস রচনা করিয়া কায়স্থ-মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা তীক্ষ্ণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ নগরের "রিফেক্টার" পত্রের সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, 'আখবারু ই খালক্' নামা ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক কাশীর মুন্সী গোলাবচন্দ্র শ্রীবাস্তব, বামাবোধিনী নামা প্রসিদ্ধ মাসিকের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও সাতকড়ি দত্ত, সাহিত্যিক হুগলী কালেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক যদুচন্দ্র বসু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক রজসুন্দর মিত্র, সুকবি প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, হরলাল রায়চৌধরী, বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, স, আই, ই, 'জাহ্নবী'

পত্রের সম্পাদিকা শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, (চ) কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল, প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল, এম, আর, এ, এস, প্রভৃতি পৌরুষ দীপ্ত সাহিত্যসেবীগণ কায়স্থ কুলের তথা ভারতবর্ষের ভূষণ স্বরূপ।

বাহুবলেও কায়স্থ জাতি ন্যূন নহেন। অম্বিকাচরণ গুহ (অম্বুবাবু), ক্ষেত্রচরণ গুহ, যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবর বাবু), মিষ্টার সুবোধকৃষ্ণ বসু, আশুতোষ দেব (সাতু বাবু) প্রভৃতি কায়স্থ বলীয়ানগণ তাহার নিদর্শনস্থল। তাঁহারা যষ্টি, তরবারী ও মল্ল ক্রিড়া করিয়া মল্লযুদ্ধে বহু বিখ্যাত দেশীয় ও বিদেশীয় মল্লকে পরাস্ত করিয়া দিয়া, যে ক্রিড়ানৈপুণ্যের ও ভুজবলের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বল বাঙ্গালীর স্বপ্নের অগোচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (ছ)

সঙ্গীতশাস্ত্রে কায়স্থজাতির একাগ্রতা, মৌলিকত্ব দেশপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের যে প্রচলন, পরিলক্ষিত, তাহার প্রবর্ত্তক কায়স্থজাতি। কলিকাতা বাগ-বাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয় প্রভৃত অর্থব্যয়ে নিজগৃহে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় দেন। এবং সেই অভিনয়ে অভিনেতৃগণের সহিত অভিনেত্রীদিগের সমাবেশ করিয়া বর্ত্তমান নাট্যাভিনয়ের আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এদেশে এক সময়ে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কুটির বাসী দরিদ্র হইতে প্রাসাদ-বিহারী রাজা পর্য্যন্ত সেই গান শুনিবার জন্য লালায়িত হইতেন। কিন্তু সে যাত্রাগানের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন কায়স্থকুল-ধুরন্ধর মুনসী কালীনাথ রায় চৌধুরী। গোপাল তাঁহার আদর্শ লইয়া সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াই বঙ্গবাসীর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। কবিগানও কায়স্থের নিকটে ঋণী। শালিখার জন্মকবি রামবসু কবিওয়ালাদিগের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ; বিরহ গীতে তাঁহার তুল্য কৃতী কবিওয়ালা বঙ্গদেশে আর একজনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। যে হাফ্ আখড়াই গান বাঙ্গালীদিগের পরম প্রিয়, তাহা স্যার্ রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা গোপীমোহন দেবের সৃষ্টি। সেই হাফ্ আখড়াই গানে নূতন সুরের সংযোজন করেন বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু মহাশয়। সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও কালীনাথ রায় চৌধুরী, মোহনচাঁদের গানের বাধনদার ছিলেন। বর্ত্তমান নাট্যাভিনয়ে অলঙ্কার বসু, নাট্যসম্রাট মহাত্মা গিরীশচন্দ্র ঘোষের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) চুনিলাল

(চ) কায়স্থ মহিলাগণ সর্ব্বদা দেবী শব্দ ব্যবহার করিবেন, কেননা তাঁহারা ব্রহ্মকায়স্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীর জাত দ্বিজবংশোদ্ভব কায়স্থ। সম্পাদক।

(ছ) অদ্য ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২২। আজ ১০।১১ দিন ফরিদপুর নগরে কায়স্থবীর মিষ্টার এম, এন, দাস মজুমদার মহাশয় তাঁহার বেঙ্গল রয়েল সার্কাশে যে অপূর্ব্ব বাহুবলের নিদর্শন দেখাইতেছেন তাহা ভারতে অদ্বিতীয়। ইংরাজ শাসনে কায়স্থ জাতির বাহুবলের চর্চ্চা না থাকায় তাঁহারা যে বীরের জাতি, অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি তাহার পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। সঃ

দেব, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও টি, পালিত প্রভৃতি অসাধারণ কৃতী পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত। কলিকাতা মিন্টের দেওয়ান সুলেখক রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় সঙ্গীত বিদ্যায় যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা কায়স্থের জাতির শক্তি বহির্ভূত।

কায়স্থেরা রাজ সেবায় সর্ব্বাগ্রণী ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। "মহতীদেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" এই শাস্ত্র বাক্য তাঁহারাই যথাযথরূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য কায়স্থ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগঠিত "আম্বুলান্স্ কোরের" কায়স্থ সভ্য গণের এবং যুদ্ধগামী কায়স্থ কর্ম্মচারিগণের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সার্থকতা বোধগম্য করা যাইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থ রঘুনাথ, নেটাল হাঁসপাতালে, তাঁহার পিতৃব্য মহেশ্বর আম্বুলান্স্ কোরে এবং পিতৃব্যপুত্র আমেদাবাদের সার্জ্জন ডি, বি, গুপ্তে য়ুরোপের একটা সেনাদলে লেফ্‌টানেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়া এবং আরও শত শত কায়স্থ নানাকার্য্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রাণপণে আমাদের ভক্তিভাজন সম্রাটের সেবা ও সহায়তা করিতেছেন। ভরতপুর যুদ্ধে জাঁদরেল কালু ঘোষ (জেনারেল কালীচরণ ঘোষ) কিরূপ শক্তি সাহস ও রাজ ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন উজ্জ্বল অমর অক্ষরে ভারত ইতিহাস লিখিত থাকিবে। (জ)

ধর্ম্মজগতে ও কায়স্থের স্থান অনেক উচ্চে; বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের সদৃশ ধর্ম্ম প্রচারক আর জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেক কায়স্থ সাধু আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লালা বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি এক ধীবর পত্নীর 'বেলাগেল পারে যাব কখন' এই কথা মাত্র শ্রবণে কিরূপে প্রভূত বিষয় বিভব স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরায়জী নামা শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া কিরূপে তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহা এদেশের কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। টাকীর স্বনাম প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ম্মজগতের ন্যায় ধর্ম্ম জগতেও অসাধারণ পুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহাদের উদ্যানস্থ সরোবরে যোগাসনে ভাসমান থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেন, তখন তাঁহার সৌম্যপবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। (ঝ) ভগবন্নিষ্ঠা, অহিংসা, নির্ম্মৎসরতা প্রভৃতি গুণে

(জ) এই জেনেরাল (Generel) উপাধি ভারতবর্ষে আর কোনও জাতিই কোন কালে লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে কায়স্থজাতি প্রকৃত ক্ষত্রিয়। বিদ্বেষ্টা ব্রাহ্মণগণের মুখ মলিন ও বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? সঃ

(ঝ) মহাত্মা দানবীর কালীনাথ চৌধুরীর একটী ঘটনা আমরা অবগত আছি। আমি তৎকালে বারাসাত স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। বারাসাত হইতে বসিরহাট পর্য্যন্ত একটী কাঁচা রাস্তা নির্ম্মাণের অর্থ সাহায্যের জন্য বারাসাতের তাৎকালিক

বহরমপুরের রাধামোহন সেন, সুখড়িয়ার মিত্র উপাধিধারী কাশীপতি মুস্তফী, বাঁকুড়ার রাধামাধব ঘোষ (বৃহৎ সারাবলী রচয়িতা) তারাগুনিয়ার রামকুমার বসু ও বিদুরচন্দ্র বসু, খলিসাখালির মহিমচন্দ্র বসু, দুর্গাপুরের গৌরমোহন সেন প্রভৃতি মহাত্মাগণ কায়স্থ সমাজের শিরোমণি সদৃশ। বেলুড় মঠের বর্ত্তমান সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কায়স্থ-কুলসম্ভূত। তাঁহার পুণ্যপূত ত্যাগ ধর্ম্মের পরহিতৈষণার, ধর্ম্মানুরক্তির তুলনা নাই। কায়স্থজাতি কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের, পূজা প্রভৃতিরও প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা কাশীতে তথা সমগ্র বঙ্গদেশে যে কুমারীপূজা শক্তি সাধনার অঙ্গরূপে সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক ভক্তির সহিত প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা

ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় ইডেন সাহেব, বারাসাত জিলার সমস্ত জমিদারগণকে আহ্বান করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাসভবনে এই সভার অধিবেশন হয়। ১০।১৫।২০ হাজার টাকা সাহায্য অনেকেই করিলেন। ৭৬ হাজারের ঊর্দ্ধ আর সংগ্রহ হইতেছে না, দেখিয়া ইডেন সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সর্ব্বশেষে কালীনাথ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই রাস্তার জন্য কত টাকা আবশ্যক। সাহেব বাহাদুর বলিলেন, আর ২৫০০০ টাকা হইলেই হয়, তখন চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—ভাগের মা গঙ্গা পায় না। আমি একাই এই রাস্তা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় একলক্ষ টাকা দান করিব। সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিল। সম্পাদক।

দেওয়ান কমলাপতির প্রবর্ত্তিত। কাশীতে কোম্পানীর দেওয়ান রূপে কার্য্য করিবার সময়েই তিনি এই পূজাপদ্ধতির প্রচলন করিয়া দিয়াছিলেন। কায়স্থ শূদ্র হইলে তাঁহার দ্বারা কি কখনও এত বড় একটা ধর্ম্মাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত, যাহা সর্ব্ববর্ণের শিরোমণি ব্রাহ্মণেরাও মান্য করিয়া লইতেছেন?

বঙ্গীয় সমাজও সাহিত্যের পরম হিতৈষী রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, দাতৃশিরোমণি কাকিনাধিপতি মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর, দিনাজপুরের মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই, হায়দ্রাবাদের মহারাজ মুরলী মনোহর আসফজহীব, রাজস্ব সচিব মৈনপুরের রায় বাহাদুর মুন্সী গঙ্গাসহায় রায় সাহেব, লক্ষ্ণৌএর রায় শ্রীরাম বাহাদুর, বেরিলীর মুন্সী বলদেবপ্রসাদ, ফৈজাবাদের রায় বাহাদুর মুন্সী রামশরণ দাস, নড়াইলের রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, মুন্সী কালীপ্রসাদ সিংহ রায় বাহাদুর, কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী ও মাখনলাল ধরবর্ম্মা, লালা ভগবানপ্রসাদ, হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়, হাইকোর্টের উকিল সুরেন্দ্রচন্দ্র ও নগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রুতিধর গোপীনাথ রায়চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র বসু, আড়বালিয়ার জমিদার রামগতি নাগচৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ নাগ, দেবহাট্টার শ্রীনাথ পাল, সাড়াপুলের ঘটক শিরোমণি অভয়চন্দ্র বসু, সবজজ সতীশচন্দ্র মিত্র, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, মতিহারীর গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, ললিতাপ্রসাদ বর্ম্মা, মুন্সী বালকৃষ্ণ

সহায়, ডিরেক্টরের পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট অম্বিকাচরণ বসু, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সময় সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম,এ, বি, এল, বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার দুর্গাদাস দে, শ্রীগোপাল বসুমল্লিক, সুবলচন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, চারুচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রশেখর বসু, বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতি পৌরুষদীপ্তকর্ম্মী কায়স্থ। তাঁহারা সাধুতা সৎগুণের, বুদ্ধিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছেন তাহা কস্মিন কালেও বিলুপ্ত হইবে না। এরূপ ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বজনবরেণ্য কায়স্থ জাতিকে যাহারা শূদ্র বলে, তাহারা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত, নিতান্তই কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। অলমতি। (এ)

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর
তারাগুনিয়া।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ।

বিশ্ববিধাতার অনন্ত লীলা। আমরা ক্ষুদ্র জীব তাঁহার মহিমা কি বুঝিব। সান্ত মানবের ভগবানের অনন্তের মহত্ব স্বরূপ বুঝিবার অধিকার কি! তাই অনেক বিষয়ে আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হই এবং তাঁহার অনন্ত তত্ত্বের অনুধাবন করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হই, এবং যতদূর মানব মস্তিষ্কের সামর্থ্য ততদূর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

এই জগতে সত্ত্ব, রজ, তম, গুণের স্রোত পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত। কখন এক স্রোতের বেগ প্রবল ও অন্য স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইতেছে। কখন বা উহারা প্রয়াগ সন্নিহিত গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায় পরম প্রীত সহকারে প্রবাহিত হইয়া সংসারকে, সংসার বিমোহিত ব্যক্তির নিকট, আনন্দ নিকেতন স্বরূপ নয়নাভিরাম করিয়া তুলিতেছে; কখন বা উহারা উদ্দাম তরঙ্গ তুলিয়া সংসারের কেন্দ্র

(এ) ইংরেজের আমলে কায়স্থের মান শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা যেমন একটী মন্তব্য দিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধের শেষভাগে ও তদ্রূপ অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের পক্ষ হইতে দিতেছি। পাঠিকা ও পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে ৩০ কোটি ভারত বাসীর মধ্যে এক কায়স্থজাতিই সমগ্র ভারতে প্রায় এক কোটি। এই মহামহিম শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি আকুমারী হিমাচল সুবিস্তৃত। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি গণনা করা যে প্রকার অসম্ভব তদ্রূপ এই মহাজাতির মধ্যে উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট মহাত্মাগণের (men of leading and light) নামের তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তজ্জন্য যাঁহাদের নাম আমরা এই প্রবন্ধে লিখিতে পারিলাম না তাঁহারা আমাদিগকে ও লেখক মহাশয়কে ক্ষমা করিবেন। সম্পাদক।

পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে এবং এই পৃথিবীতে নারকীয় দৃশ্যের আবির্ভাব করিতেছে।

মানব শরীর বায়ু, পিত্ত, কফের লীলা-ভূমি। এই তিন শক্তি যখন স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে প্রবাহিত হয় তখন মানব সুখ শান্তি ও আরাম অনুভব করে কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহ যদি উদ্দাম ভাব ধারণ করে, তখনই মানব শারীরিক গ্লানি অনুভব করে এবং শরীরে নানা অনর্থের উৎপত্তি হয়। দেহ নিতান্ত অসার হইয়া যায়। উহারা যদি আরও উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার পরিণাম ফল মানবদেহের ধ্বংশ। আমরা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া এই বায়ু পিত্ত, কফের উদ্দামভাবের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া উহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান হই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সংসার সত্ব, রজ ও তমগুণের লীলাক্ষেত্র। এই তিনগুণ যখন অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে তখন সংসারও বেশ সুখ শান্তিতে চলিয়া থাকে, কিন্তু যখনই উহারকোন গুণ উদ্দামভাব ধারণ করে তখনই সংসার আলোড়িত বা বিমর্দ্দিত হয়। আবার যদি ঐ রজঃ তমঃ গুণ অধিকতর উদ্দামভাব ধারণ করে তখন ধরণী পৃষ্ঠ নররক্তে প্লাবিত হয়। তখন প্রকৃতি দেবী নর-কঙ্কাল পরিশোভিতা হইয়া করালমূর্ত্তি ধারণ করেন। তখনই লঙ্কাকাণ্ডের ব কুরুক্ষেত্রের দৃশ্যের আবির্ভাব হয় বা কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার অভিনয় আরম্ভ হয়। আমরা যেমন নাড়ীজ্ঞানদ্বারা শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হই, সেইপ্রকার সমাজের ক্রিয়া দর্শনে সামাজিক অবস্থা ও জ্ঞাত হইয়া থাকি। যখনই দেখি কোনও সত্ব গুণান্বিত গৌরব ময় ভাস্বর মহা তপস্বী সামান্য একটী ক্রৌঞ্চকে বাণাহত হইতে দেখিয়া কি এক অমৃত ধারার সৃষ্টি করিতেছেন বা যখনই দেখি যে উদ্ধত ভ্রাতার ধনু বিদ্যার কৌশল প্রদর্শনার্থ কোন একটী উড্ডীয়মান হংসকে ভূপতিত ও রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া কোন অহিংস-পরম-ধর্ম্ম-উপাসক যুবক দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পরম স্নেহে স্বহস্তে উহার রক্ত প্রক্ষালন করিতেছেন, তখনই বুঝিতে হইবে সমাজে সত্বগুণের পবিত্র ধারার প্রবল স্রোতের সূচনা হইয়াছে। আবার যখন দেখি রোষান্বিত উদ্ধত ব্রাহ্মণ কুমার পরশু হস্তে ক্ষত্র বধার্থ উদ্যত বা যখনই দেখি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-বিরহিত রাজগণ হিংসা পূর্ণ নেত্রে পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে তখনই জানিবে যে রজঃ গুণের প্রবল স্রোতের আবির্ভাবের আর বিলম্ব নাই। আবার যখনই দেখিবে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিরহিত উদ্দাম যুবক রিপু চরিতার্থ হেতু বা বৈর নির্য্যাতন করণার্থ কোন পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর কেশাকর্ষনে রাজ সভায় আনায়ন করিতে প্রবৃত্ত, কিম্বা যখনই দেখিবে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট রূপের উপাসক যুবক রূপ মোহে মোহিত হইয়া অনুগত নিজ আমাত্যকে বধ করিয়া তদীয় রূপ-লাবণ্য-বতী রমণীকে নিজ অঙ্কগত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তখনই জানিবে সমাজে তমঃ গুণের প্রবল জোয়ার প্রবাহিত হইতেছে। এই সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণে জগৎকে অনেক খেলাইয়াছে, অনেক খেলাইতেছে এবং অনেক খেলাইবে। ঐ দেখ সত্বগুণ প্রভাবে শান্ত মূর্ত্তি লোকহিতৈষী দধীচি দেবগণের পরিত্রাণার্থ ও জগতে ধর্ম্ম

সংস্থাপনার্থ সহর্ষে নিজ অস্থি দানে প্রবৃত্ত। ঐ দেখ পৃথিবীর দারিদ্র নিবারাণার্থ মহারাজ বলি সসাগরা পৃথিবী উৎসর্গ করিতে উদ্যত, ঐ দেখ পশুরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইতে দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় গৌতম বিপুল রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, স্নেহ প্রবণ পিতা, পতি-প্রাণা পত্নী ও সর্ব্বাপেক্ষা নূতন স্নেহের প্রবল সূত্র ছিন্ন করত একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া জগতের জীবের মঙ্গলার্থ কি যেন এক স্বর্গীয় অমিয় অন্বেষণে অকূল সংসার সমুদ্রের কূল হইতে ঝম্প প্রদান করিতেছেন।

আর এক দিন দেখিয়াছি ভারতে সত্ত্ব গুণের প্রবল স্রোত বহিয়াছে এবং সেই স্রোতে অটল বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত অবনত হইয়াছে। আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্য ধর্ম্মালোক দক্ষিণ দেশ প্লাবিত করিয়াছে। অসভ্য পশু তুল্য অনার্য্য জাতি আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য সভ্যতা লাভে আপনাদিগকে ধন্য ও পবিত্র জ্ঞান করিয়াছে, মহা তপস্বী অগস্ত্যের অতুল প্রভা বিকশিত হইয়াছে। অসভ্য বানর ভল্লুক সদৃশ মানব বৃন্দ প্রকৃত মানুষ রূপে পরিণত হইয়াছে।

আবার দেখিয়াছি সেই ভারত রজঃ ও তমঃ গুণের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতের দক্ষিণস্থ ক্ষুদ্র লঙ্কা দ্বীপের অধিবাসীরা রজঃ ও তমঃ গুণের উপাসক হইয়াছে। সমস্ত ভারত তাহাদের এক প্রকার পদানত ও তাহাদের নামে কম্পিত হইয়াছে। সুদূর কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়াছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম অন্তর্হিত প্রায়, হিন্দু যাগ যজ্ঞ, সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। সজীব সত্তার প্রজার শান্তি, এমন কি ধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত বিমর্দ্দিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই কাণ্ডের ফলে সকল পৃথিবী নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল।

আবার দেখিয়াছি লোভ ও অহঙ্কারের সাকার মূর্ত্তি ভারত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও সামান্য পঞ্চ-গণ্ড গ্রামের লোভ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল না। ধার্ম্মিকের শান্তি সংস্থাপনের শত চেষ্টা পদ দলিত হইয়াছিল।

সেই সময় কুল নারীর মান সম্ভ্রম পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। সত্ত্ব গুণান্বিত ধর্ম্ম ভীরু বয়োবৃদ্ধেরাও রজঃ তামসিক প্রবল স্রোতের গতিরোধ করিতে সাহস পান নাই। শেষে ধরণী পৃষ্ঠ অজস্র নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। তখন ভারত সমরাঙ্গনে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে কত বীভৎস লীলার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ধ্বংস লীলা কি ভগবানের অভিপ্রেত না কালের সনাতন ধর্ম্ম? আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব, ইহা আমাদের অসীম বুদ্ধির অতীত ও অজ্ঞেয়। কয়েক শতাব্দী হইতে আমরা য়ুরোপকে রজঃ গুণের উপাসক হইতে দেখিতেছি উক্ত গুণ বশতঃ য়ুরোপে প্রবল উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। য়ুরোপ তর তর গতিতে যেন সর্ব্ববিধ উন্নতি পথে প্রধাবিত। মহা সমুদ্র প্রমথিত করিয়া য়ুরোপ আজ নানা রত্নের অধিকারী। সেই সমুদ্রোত্থিত রত্ন মালায় আজ য়ুরোপ অলকা সদৃশ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা সর্ব্ববিষয়ে আজ য়ুরোপ অলঙ্কৃত। আজ সমস্ত পৃথিবী এক প্রকার উহার পদানত বা চালিত। য়ুরোপের

নিবাস গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতি আজ উহার জ্ঞান ও সভ্যতা গ্রহণে লালায়িত। জলে, স্থলে, শূন্যে উহার তেজের শক্তি অদম্য বেগে প্রধাবিত। য়ুরোপ আজ ভূস্বর্গ, আজ সমস্ত পৃথিবীর পবিত্র তীর্থ ভূমি।

দুর্ভাগ্য ক্রমে পাশ্চাত্যদেশ এই উন্নতির চরম প্রান্তে উপনীত হইয়া ধর্ম্ম ভুলিয়াছে, লোভের বশীভূত হইয়া দয়া, মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছে। এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে আর এক গণ্ড ফিরাইয়া দিবে, তাহার মহা গুরুর এই মহা বাণী ভুলিয়া গিয়াছে। লোভে অন্ধ-প্রায় হইয়া মানব জাতির সুখ দুঃখের প্রতি আর তাহাদের লক্ষ্য নাই। তাই আজ য়ুরোপ কেন সমস্ত ধরিত্রী নররক্তে রঞ্জিত, তাই আজ মহা কালীর করাল তাণ্ডব নৃত্যের আবির্ভাব। তাই আজ ধরা বিমর্দ্দিত, সমুদ্র বিমথিত, অন্তরীক্ষ আলোড়িত।

য়ুরোপের লোভ অসীম। এই অতৃপ্ত বীভৎস লোভের কিছুতেই তৃপ্তি সাধন হইতেছে না। প্রায় সমস্ত সসাগরা পৃথিবী উপভোগ করিয়াও উহার তৃপ্তি হইতেছে না। এই অনন্ত পিপাসার নিবৃত্তি কোথায়? যে বিজ্ঞান বলে আজ উহার এত উন্নতি সে বিজ্ঞান যেন এখন আর মানবের কল্যাণার্থ নিয়োজিত হইতেছে না। উহা আজ মানব বংশ ধ্বংস করিবার জন্য ভূগর্ভ বিদারিত করিয়া মানব বিধ্বংসী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। যে পোত শ্রেণী মানব সুখ স্বচ্ছন্দতার মূলীভূত কারণ, তাহারা আজ বজ্র নাদি কালাগ্নি উদ্গীরণ করিয়া মানব কুল ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত। যে পুষ্পক রথ শ্রেণী মানব তপস্যার চরমফল এবং মানব জাতির সুখ বৃদ্ধির নিদান স্বরূপ, তাহা হইতে মানব-বিধ্বংসী কালানল পূর্ণ ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ পতিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কি বীভৎস কার্য্যের অভিনয় করিতেছে, তাহা চিন্তা করিতে ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হইয়া যায়। ভগবান্ তোমায় একি খেলা। এ খেলা না খেলাইলে কি তোমার সংসার নাটকের লীলাময় অভিনয়ের পরিসমাপ্তি হয় না? প্রভো! এ অভিনয়ের পরিসমাপ্তি সাধন কর! জগৎ যে সন্ত্রস্ত, পৃথিবীতে যে ত্রাহি ত্রাহি রব উত্থিত হইতেছে বল দেব! তোমার সেই মা ভৈ শান্তিময় সত্ব-স্রোত আর কত দূর।

অহঙ্কার ও লোভের ঘোর সাকার মূর্ত্তি কলির দুর্য্যোধন য়ুরোপের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। তিনি বহুদিন হইতে লোলুপ শ্যেন দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ বল সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধ্বংস লীলার বীভৎস অভিনয়ের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কালে তমোগুণান্বিত প্রাণগণ এই ধূমায়মান অগ্নিকুণ্ডে গুপ্ত ভাবে অতি ঘৃণিত নররক্তাহুতি প্রদান করিল; হুহু করিয়া কালানল জ্বলিয়া উঠিল। আজ উহার প্রচণ্ড প্রভাবে শুধু য়ুরোপ কেন, সমগ্র পৃথিবী ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভগবানের এ রৌদ্র লীলার পরিসমাপ্তি কে করিবে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই কাল সমর নিবারণ করিতে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের সেই প্রবল স্রোত ফিরাইতে

সমর্থ হন নাই। পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম রক্ষার্থে সেই কাল সমর সাগরে ধর্ম্মতরীর কর্ণধার হইতে হইয়াছিল। ইংরাজ যখন বহু চেষ্টা করিয়াও এই ভৈরবতাণ্ডব লীলা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন বাধ্য হইয়া দুর্ব্বলকে প্রবলের ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং ন্যায়ের স্রোত অব্যাহত রাখিতে নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই কাল ভৈরব তরঙ্গে ধর্ম্মতরি রক্ষা করিবার জন্য এই সমর সাগরে যোগ দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বাপরে যদুবংশীয়গণ যখন প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল তখন জলে, স্থলে, শূন্যে তাহাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছিল সংখ্যায় তাহারা অসংখ্য, বলে তাহারা অতুল্য জগতে তাহাদের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। তাহাদের ঐশ্বর্য্যে, তাহাদের শৌর্য্যে তাহাদের বীর্য্যে ও তাহাদের প্রভাবে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। দ্বারকা পুরি নন্দনের বিমল শোভা ধারণ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ হেন সময়ে তাহারা ধর্ম্মবিস্মৃত হইল, কুকর্ম্মে আসক্ত হইল। বল দর্পে উন্মত্ত হইয়া ধার্ম্মিক ও সদ্গুণান্বিত ব্যক্তিদের প্রতি উপহাস ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশও তাহারা আর গ্রাহ্যেরভিতর আনিল না। আপনাদের ধ্বংসের পথ আপনারা পরিষ্কার করিল। সেই সময় তাহাদের দমন করিতে পারে জগতে এমন কেহই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহাদের দুর্দ্দান্ত স্বেচ্ছাচারিতায় জগৎ বিমর্দ্দিত, সেই স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্ম্মহীনতার ফল আত্ম-কলহ ও আত্মহত্যা।

অধুনা য়ুরোপের ও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। শৌর্য্য, বীর্য্য, বল ও বিক্রম প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু তথায় অনেকেই ধর্ম্ম ভুলিয়াছে; সংযম ও তৃপ্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অতৃপ্ত লালসারূপ অগ্নিশিখা যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ অগ্নি কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না। তাই আজ য়ুরোপে এই ভয়ানক দাবদাহের এই বীভৎস আবির্ভাব, তাহারা যদুবংশীয়দের ন্যায় আত্মহত্যায় নিয়োজিত। পাশ্চাত্য ছোট বড় সকল শক্তিই যেন একে একে এই অভাবনীয় ধ্বংশলীলাক্ষেত্রের মহাযাত্রী হইতে অন্ধবৎ প্রধাবিত। ভগবানের এই ধ্বংশলীলায় কি মঙ্গলময় কার্য্য সাধিত হইবে তাহা ভগবান্ ভিন্ন অন্যের নিকট দুর্জ্ঞেয় ও মানব বুদ্ধির অগোচর।

সমাজের নেতার দোষে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয় কিন্তু সমাজের দোষী, নির্দ্দোষী ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক নির্ব্বিশেষে সকলেই উহার বিষময় ফলভোগ করিয়া থাকে। রাজার দোষে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় কিন্তু রাজ্যময় সৎ অসৎ নির্ব্বিশেষে সমস্ত লোকই সেই বিপ্লব বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে। শেষে ধার্ম্মিকের জয় ধ্রুব সত্য হইলেও ধার্ম্মিকেরা একেবারে নির্য্যাতনের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না। অরণ্যে যখন দাবানল উপস্থিত হয় তখন শুষ্ক কতকগুলি বনস্পতি উহার মুলীভূত কারণ হইলেও অরণ্যানীর অঙ্গ শোভাকর সতেজ বৃক্ষ-লতাদি ও উহার গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবানের কি অচিন্তনীয় মহিয়সী শক্তি যে সেই দাবদগ্ধ বনভুমি কালক্রমে আবার নববৃক্ষবল্লরীতে পরি-

শোভিত হইয়া নয়নাভিরাম রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

সেই অপার ইংরাজ আত্মত্যাগ পূর্ব্বক বিপন্ন পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। যে মহতী জাতি অম্লান বদনে স্ব ইচ্ছায় ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আত্মরক্ত দানে পৃথিবী হইতে দানব প্রথারূপ মহা অসুরকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন সেই জাতির বিজয়লাভ সুদূরবর্ত্তী হইলেও ধ্রুব নিশ্চয়। সেই পুণ্য বলে ইংরাজজাতি এই নরমেধ যজ্ঞের অবসানে বিজয়-তিলক ধারণ করিবেন। তাহাতে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। মহাবিপ্লবের পর মহাশান্তি। "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এ সমস্ত ভগবানের অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন নিয়ম। কে বলিবে এই মহানরমেধের অবসানে এমন মহাশান্তি উপস্থিত হইবে কালাগ্নি-নিঃসরণকারী কামানশ্রেণী ধর্ম্মের শাসনে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। পরম শোভাকর পোতমালা ধর্ম্মের শাসন বক্ষে ধারণ করিয়া বারিধি বক্ষ পরিশোভিত করিবে। মানব-মস্তিষ্কজাত নৈপুণ্যের অভাবনীয় ফল স্বরূপ জেপ্‌লিন ও ইয়ারোপ্লেন নভোমণ্ডল পরম শোভায় পরিশোভিত করিয়া ধর্ম্মের অনুপম বিমল রশ্মি প্রকাশ করিবে। রণদানব চিরতরে ধরণীপৃষ্ঠ হইতে সভয়ে নির্ব্বাসিত হইবে। ন্যায় ও ধর্ম্মের বিমল প্রভায় অধর্ম্মরূপ অসুর একেবারে বিমর্দ্দিত হইয়া যাইবে। প্রেম ও ধর্ম্মের অনুপম জ্যোতিঃ বিকশিত হইবে এবং সেই প্রেম ও ধর্ম্মভরে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সমূহ ভিন্ন ভাব বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিবে। অদম্য লোভ ও অসংযমের স্থলে স্বর্গীয় শান্তি বিরাজ করিবে। পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্ম রাজ্যের আবির্ভাব হইবে। পৃথিবীস্থ সমস্ত মানব ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রীতিকর শীতল ছায়ার আশ্রয় লাভ করিয়া ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইবে।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার

নারীনীতি ।

লজ্জা।—লজ্জা রমণীর চরিত্র রক্ষার শ্রেষ্ঠ আবরণ,—লজ্জা নারীর অপূর্ব্ব অমূল্য রত্না-ভরণ। লজ্জাবতী সতী গৃহস্থ-গৃহের দেবী স্বরূপিনী। লজ্জা নারীর মান-সম্ভ্রম ও ধর্ম্ম-রক্ষার বর্ম্ম বিশেষ। লজ্জাবতী সতীকে গৃহে কেনা আদর যত্ন করে? হিন্দুগৃহে লজ্জাহীনা সুন্দরী অপেক্ষা লজ্জাবতী কুৎসিতা নারীরও সমধিক গৌরব। লজ্জাবতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল সংসারে সকলেই তাঁহাকে ভয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে। সদা সর্ব্বদা যত্র তত্র হাস্য পরিহাস পরায়ণা লজ্জাহীনা চঞ্চলা

নারীকে কেনা ঘৃণা করে? মধু প্রকৃতির লজ্জাহীনা অবলাকে কেহই সম্মান ও গ্রাহ্য করে না।

স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের নিকট লজ্জা প্রদর্শন প্রকৃত লজ্জাশীলতার পরিচায়ক নহে; উহা গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটা বিশেষ ভাব বিকাশ মাত্র। সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সহ কথোপকথন বা তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করা নির্লজ্জতা নহে। অপরিচিত বা দূরসম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণের নিকট যে সঙ্কোচ ভাব তাহাই প্রকৃত লজ্জা। যাঁহারা পিতৃসম শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ তুল্য ভাশুর এবং প্রাণদেবতা পতির দর্শনে সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করেন, অথচ অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল পাচক ও ভৃত্যাদির সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করেন, জানি না, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লজ্জাশীলা সম্ভ্রান্ত মহিলা।

লোকের নিকট নির্লজ্জ বলিয়া পরিচিতা হওয়া বংশের নিন্দাজনক ও আত্ম-সম্ভ্রম বিনাশক। সদা উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার আলাপ সদ্বংশ বা সুরুচির পরিচায়ক নহে; উহাতে লজ্জাশীলতা ও মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়। অনেক অল্পবুদ্ধি নারী স্বামী-ভবনের ক্ষুদ্র বালকটী দেখিয়া সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করেন, আর পিতৃভবন সংশ্লিষ্ট অজ্ঞাত অপরিচিত আত্মীয় ও ভৃত্যাদির সহিত অনায়াসে আলাপ করিয়া থাকেন। জানিনা ইহা কিরূপ লজ্জাশীলতা। লজ্জা অভিনয়ের বস্তু নহে। লজ্জা নারীর মান-সম্ভ্রম ও চরিত্র রক্ষার শ্রেষ্ঠ আবরণ—লজ্জা রমণীর প্রকৃতিদত্ত অমূল্য ভূষণ।

বিদেশীয় শিক্ষা-সহবাসে লজ্জা এদেশ হইতে দ্রুত পলায়ন করিতেছে। প্রাচ্য আদর্শে লজ্জাশীলা বধূ এখন বিবি হইতেছেন। যাঁহারা ঘোমটা ছাড়িয়া গাউন পরিয়া বিবি সাজিয়া গার্ডেনে যোগদান করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। শিকল কাটা পাখীকে স্বাধীনভাবে উড়িতে দেওয়াই ভাল। আমাদের যত ভাবনা ঐ গৃহকোণ প্রতিষ্ঠিতা দেবীদের জন্য।

যাঁহারা এখন প্রাচীন ছাঁচে গঠিতা ও প্রাচীন আদর্শে প্রতিপালিতা, অনেক সময় বুঝিবার দোষে তাঁহারাও এই সুন্দর ভাবটুকুকে বড় মলিন করিয়া ফেলেন। বাটীতে আগন্তুক কেহ আসিয়াছেন, অবগুণ্ঠনে বদন আবরিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সকল কাজ করিলে ক্ষতি কি? গন্তব্য পথে অপরিচিত বা গুরুজন কেহ চলিয়া যাইতেছেন, উপযুক্ত অবগুণ্ঠন আচ্ছাদনে অঙ্গ আবরিয়া পথ ছাড়িয়া এক পার্শ্বে একটুকু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলেইত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ চাহিয়া তাঁহাকে চোক মুখ দেখাইয়া পরে একহাত ঘোমটা টানিয়া পড়িতে পড়িতে দৌড়িলে ফল কি? আবার কেহ কেহ বা অতিরিক্ত লজ্জায় জড়সড় হইয়া দক্ষিণে যাইতে বামে পদ বিক্ষেপ করেন, পরিবেশন করিতে থালে কি মাটীতে দিলেন সে জ্ঞান থাকে না। ভদ্র মহিলার পক্ষে এ সামান্য বিড়ম্বনার বিষয় নহে।

বিবাহাদি উৎসবে—বিশেষতঃ গর্ভাধান বিবাহোৎসবে কুরুচিপূর্ণ উচ্চ সঙ্গীত-ধ্বনি করা নব-জামাতা ও বৈবাহিক প্রভৃতির

রুচি-বিগর্হিত রসালাপ ও একত্র ভোজন এবং বাসর জাগরণ প্রভৃতি অবশ্যই কুলাঙ্গনাগণের পক্ষে সুশিক্ষা ও সুরুচির পরিচায়ক নহে। অনেক সময় এরূপ আমোদ প্রমোদে পবিত্র রমণীর ও চরিত্র কলুষিত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ হিন্দু সিমন্তিনীগণের পক্ষে পতি, পিতা, পুত্র, সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি কতিপয় ঘনিষ্ট আত্মীয় ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত আলাপ না করাই শ্রেয়।

শিক্ষা ও সংসর্গ দোষে অধুনা রমণীর অবগুণ্ঠন ধীরে পশ্চাৎ দিকে সরিয়া পড়িতেছে। শাশুড়ী যেখানে যাইতে বা যাহার সহিত আলাপ করিতে সরমে মরিয়া যান, পুত্রবধূ অনায়াসে তথায় যাইতে বা তাহার সহিত আলাপ করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিতা নহেন! জানিনা ইহা উন্নতি না অবনতি? এদেশ হইতে এ সব কুপ্রথার পরিহার অবশ্য কর্তব্য। প্রার্থনা হিন্দুগৃহ আবার প্রাচীন আদর্শে সুগঠিত হউক। (ক)

বেশভূষা। সদা অলঙ্কারে ভূষিতা, অলক্তক রাগে রঞ্জিতা, সুপরিচ্ছদে সজ্জিতা ও সুরঞ্জিত সুরভি তৈলে চর্চ্চিতা হইলেই রমণীর সৌন্দর্য্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় না। নারীর সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় গুণে জ্ঞানে ও নিরভিমানে। সৌন্দর্য্য নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গুণে। সদা সদাচার পরায়ণা প্রিয়ভাষিণী মধুরহাসিনী নিরভিমানিনী লজ্জাবতী সতী রূপবতী না হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আদরণীয়া হইয়া থাকেন। সুপুচ্ছধারী ময়ূর অপেক্ষা সুকণ্ঠী কোকিলার আদর কম নহে। সুরুচি পরায়ণা গুণশীলা মহিলা ভূষণ বিহীনা হইলেও শুধু চরিত্র প্রভাবেই নির্ম্মাল্য পুষ্পের ন্যায় সুশোভিতা। যাহার অন্তঃকরণ সুন্দর, সৌন্দর্য্য না থাকিলেও স্বভাবগুণে তাহার দেহজ্যোতি আপনি ফুটিয়া উঠে। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই একমাত্র সৌন্দর্য্য নহে; উহা লালসা কলুষ সম্পন্ন নর-নারীর চিত্তাকর্ষণের নিকৃষ্ট উপাদান মাত্র। মানুষের আভ্যান্তরিক গুণাবলীই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকাশক। বাহ্যিক

(ক) বঙ্গ মহিলাগণের লজ্জা সম্বন্ধে কোন কোনও স্থানে আমরা লেখক মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। উপসংহারে লিখিয়াছেন যে "হিন্দুগৃহ আবার প্রাচীন আদর্শে সুগঠিত হউক।" লেখক মহাশয় যে ভাবে লজ্জা শব্দকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে আকারের লজ্জা প্রাচীন ভারতে ছিল না, কেননা প্রাচীন ভারতে মহিলাগণ স্বাধীন ছিলেন। মহারাষ্ট্রে অদ্যাপি মহিলাগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। কোন অতিথি গৃহে আসিলে গৃহ স্বামিনী, গৃহস্বামীর অভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। কাদম্বরী কি ভাবে চন্দ্রাপীড়ের সহিত বিশ্রব্ধ আলাপ করিয়াছিলেন। অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কি রূপে দুষ্মন্তের সহিত নির্ভয়ে আলাপ করিয়াছিলেন, গার্গী প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনিগণ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন আমাদের দেশের নারীগণ সুশিক্ষিতা হইলে লেখকমহাশয়ের ব্যাখ্যাত লজ্জা অন্তর্হিত হইবে। অন্যায় কার্য্যের প্রতি যে ঘৃণা তাহাই প্রকৃত লজ্জা। সম্পাদক।

বেশভুষা অপেক্ষা আন্তরিক ধর্ম্মভাব ও সদিচ্ছা প্রভৃতিই লোকদিগকে সমধিক সুন্দর ও সমাদৃত করিয়া থাকে। বিনয় নম্রতা গাম্ভীর্য্য-উদারতা,সৌন্দর্য্য-সরলতা, স্নেহ-মমতা কর্ত্তব্য-জ্ঞানও সতীত্ব প্রভৃতিই রমণীর অমূল্য রত্নাভরণ। রমণী এসব ভূষণ প্রভাবেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন।

রসিকতা।—রসিকতা জিনিষটা মন্দ নহে; কিন্তু রসিকতার নামে অশ্লীলতা বা বাচালতার প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া রসিকতা করিতে পারা ভাল, কিন্তু যেখানে সেখানে যদৃচ্ছা বাক্য বলিয়া রসিক নামে তরলতার পরিচয় প্রদান করিয়া হাস্যাস্পদ হইও না। স্বভাব-চঞ্চলা নারীকে কেহ ভয়-ভক্তি ও সম্মান করে না; স্থিরা ও গম্ভীর প্রকৃতির রমণী সকলেরই নিকট প্রীতি-ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সময় ও প্রয়োজন বোধে একটু রসাল করিয়া বাক্যবিন্যাসশীলতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া রসিকতা করিতে পারিলে উত্তম; কিন্তু সাবধান, তাহা কুরুচি বা অশ্লীলতা দোষদুষ্ট না হয়। রসিকতা সামাজিক প্রীতি ও সম্ভ্রম বর্দ্ধক; কিন্তু বাচালতা মানুষের নিত্য সম্ভ্রম বিনাশক। সম্ভ্রান্ত-সমাজ, হীনরুচিসম্পন্ন লঘু চরিত্রের নরনারী দিগকে তৃণবৎ উপেক্ষা করেন।

সন্তোষ।—সন্তোষ পরম ধন। অল্পে তুষ্ট থাকা অতি উত্তম। যাহার যত অকাঙ্ক্ষা তাহার অভাব ও দুঃখ তত বেশী। হিংসা, দ্বেষ, কলহ, পরশ্রীকাতরতা, অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, শ্রমহীনতা ও বিলাসিতা প্রভৃতি নিত্য প্রফুল্লতা বিনাশক। দারিদ্রতা প্রফুল্লতার পরম শত্রু। দরিদ্র স্বামীর অভাব অনটন দর্শনে ক্ষুন্ন হওয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। আদর্শ সতী-সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও দীন-দরিদ্র পতি সেবায় পরম সুখী হইয়াছিলেন। সতী নির্ম্মলা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কাঙ্গাল পতির সেবা করিয়াই আত্ম-প্রীতি-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুখ বাহিরে নহে, সুখ মনে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, এ বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার দত্ত প্রতিপদার্থেই তৃপ্তিলাভ করা যায়। অতএব এ নশ্বর সংসারের ক্ষুদ্র অভাব-অশান্তিতে মনের সন্তোষ নাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিনয়।—বিনয় মানবজাতির শ্রেষ্ঠ-ভূষণ, —বিনয় রমণীর লজ্জার ন্যায় আর একটী রত্নাভরণ। বিনীত ব্যক্তিকে কেনা ভালবাসে? বিনয়ে হৃদয় ও দেহ সুকোমল এবং সংযম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়। লজ্জাবিনয়ভূষিকা প্রফুল্লমুখী নারী রমণীরত্ন। উদ্ধত প্রকৃতি উগ্রচণ্ডা রমণী মূর্ত্তিকে লোকে ভয় করিতে পারে, কিন্তু ভক্তি করে না। ঔদ্ধত্য দ্বারা যাহা না হয়, কোমলতা দ্বারা অনায়াসে সে কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু বিনয়ের নামে আত্ম-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন করা অকর্ত্তব্য, এ জগৎ আত্ম-সম্ভ্রমশীল বিনীত ব্যক্তির চির বশীভূত।

সৌজন্য—শিষ্টাচর বা ভদ্র ব্যবহারের নামই সৌন্দর্য্য। উহা বিনয়ের অবস্থান্তর মাত্র। লজ্জা, বিনয়, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা ও স্নেহ-মমতা প্রভৃতি গুণাবলীর ন্যায় রমণীর সৌজন্য ভূষণেরও বিশেষ প্রয়োজন। যেমন সিন্দুরবিন্দু বিহীনা সধবা নারী ভদ্রবনিতা হইলেও সর্ব্বত্র অনাদৃতা, সৌজন্যগুণশালিনী মধুরহাসিনী, প্রিয়ভাষিনী মহিলাগণ

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন।

কর্ত্তব্যবোধ।—কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকা সকলেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান শূন্য লোক এ সংসারে পদে পদে লাঞ্ছিত গঞ্জিত ও বিপদগ্রস্ত হয়। শত অনুরোধ উপরোধেও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত। কর্ত্তব্যজ্ঞান মানবকে নরকের কূপথ হইতে স্বর্গের সুবর্ণ সোপানে টানিয়া লইয়া যায়। শত স্বার্থের ব্যাঘাত—অনন্ত অভাব-অসুবিধা উপস্থিত হইলেও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়া অকর্ত্তব্য।

গর্ব্ব।—গর্ব্ব মানুষের অনন্ত গুণরাশি মলিন করে। গোমূত্রবিন্দু পতিত দুগ্ধের ন্যায় গুণগ্রামসম্পন্ন গর্ব্বিত নরনারী সর্ব্বত্র উপেক্ষার পাত্র। অহঙ্কার মানবের পতনের মূল, সুযশ ও সুনামের বিনাশক এবং জীবনের উন্নতি পথের বিষম কণ্টক স্বরূপ। গর্ব্বিত ব্যক্তি বহুগুণশালী হইলেও কেহ তাহাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করে না। প্রায় সকলেই তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভালবাসে। নারীর দর্প আরও অসহনীয় ও অশোভন। দর্পিতা রমণীর সঙ্গ কেহই ভালবাসে না। পরন্তু সকলেই তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। গর্ব্বিত নর-নারীর দুঃখ অভাব ও অবনতিতে কাহারও প্রাণে বড় একটা ব্যথানুভব হয় না, বরং দর্পিতার পতনে অনেকে আন্তরিক প্রীতি লাভই করিয়া থাকে। নিতান্ত আত্মীয় স্বজনেরাও অহঙ্কারীর প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। নিরভিমানিনী গুণবতী মহিলা ধন-সম্পদে বা আভিজাত্য গৌরবে গৌরবান্বিত না হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃতা হইয়া থাকেন। বিদ্যাবুদ্ধি, রূপযৌবন, কুলশীল কি ধনজনের অহঙ্কারে অযথা স্ফীত হওয়া রমণী মাত্রেরই নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ক্রোধ।—ক্রোধ মানবজাতির পরম শত্রু। ক্রোধের বশীভূত হইয়া মানব এ সংসারে সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে। ক্রোধানলে হিতাহিত ও লঘু গুরু অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রোধ মানবের পরম অশান্তির মূল এবং পারিবারিক ঐক্য ও প্রীতি বিনাশক। রাগান্ধ ব্যক্তির প্রাণে কিছুমাত্র সুখ-শান্তি থাকে না। ক্রোধকে এ সংসারে কেনা ঘৃণা করে? ক্রোধ নরকের প্রীতি-ভাজন সহোদর ভ্রাতা। কোপন স্বভাবা রমণী সকলেরই অশ্রদ্ধার পাত্রী। নিতান্ত আত্মীয়েরাও তাহার সহবাস ভালবাসে না। অতএব নরনারী মাত্রেরই যত্ন পূর্ব্বক ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত। কবি বলিয়াছেন,—

ক্রোধ সম মহাপাপ নাহি কিছু আর।
ক্রোধের বিষাক্ত বায়,
যশঃ রসাতলে যায়,
ক্রোধিজনে ঘৃণে সদা নিখিল সংসার॥ (খ)

(খ) শ্রীভগবান্ গীতায় ক্রোধের পরিণাম কেমন সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যথা—

ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তেকামঃ কামাৎক্রোধোঽভি-
জায়তে॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩
২য় অধ্যায়

অর্থাৎ বিষয় চিন্তারত পুরুষের বিষয়সঙ্গ

কলহ।—কলহ বিষম অনর্থের মূল। অনেক সময় পারিবারিক কলহ হইতে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতাই কলহ সৃষ্টির কারণ। সঙ্কীর্ণতাস্থলে উদারতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে এবং একটুকু সহিষ্ণুতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ঝগড়া কলহ হইতে বহুল পরিমাণে মুক্ত থাকা যায়। যে সকল কলহপ্রিয়া মহিলা মনে করেন যে—

"দুর্লভ রমণী জন্ম লভিয়া,
ঝগড়া যদি না করিল জীবন বিফল।"

তাঁহারা নারীজীবনে কখনও শান্তিলাভে সমর্থা হন না। শান্তিই অমৃত; কলহ সেই অমৃতকুম্ভ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে; শান্তির মঙ্গল-গৃহে অমঙ্গল অসুরকে ডাকিয়া আনে। সর্ব্বজীবহিত—সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শন জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হইলে, মনুষ্য হৃদয়ে স্বার্থপরতার কলহ আর তিষ্ঠিতে পারে না। (গ)

অর্থাৎ বিষয় ভোগ হইবেক। ঐ ভোগ হইতে কামনার বৃদ্ধি, বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি নাশ, স্মৃতিনাশ হইতে বিবেকের অন্তর্দ্ধান। হিতাহিত জ্ঞানের অভাব হইলেই খুন জখম উপস্থিত হয়, এবং তাহা হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য সাময়িক ক্ষিপ্ততা সম যে ক্রোধ তাহা পরিত্যাগ করিবে। প্রতিভার পাঠক-পাঠিকাগণ! সাবধান ক্রোধ উপস্থিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সংযম অবলম্বন করিয়া মৌনী হইতে হইবে। সম্পাদক।

(গ) কোন্ সুখে বঙ্গে নারী জন্ম দুর্লভ হইল তাহা লেখক মহাশয় বলিবেন কি? আমেরিকা বাসিনী স্বাধীন মহিলাবৃন্দ প্রমুখ পাশ্চাত্য শ্বেতকায় রমণীগণ সদর্পে বলিতে পারেন আমাদের জন্ম সুদুর্লভ। আমরা কি ভাবে রমণীগণকে রাখিয়াছি তা বঙ্গবাসী পুরুষগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? মনুর মধ্যে কোন নারীবিদ্বেষ্টা ব্রাহ্মণ প্রক্ষিপ্ত করিলেন—

ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

স্ত্রীলোক কখনও স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্তা নহে। আবার কোন মূঢ় ব্রাহ্মণ ভাগবতে প্রক্ষিপ্ত করিলেন—

স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ।

স্ত্রীলোক শূদ্রের ন্যায়, তাহারা বেদ শ্রবণ ও অধ্যয়নের অনুপযুক্তা। তবে গার্গি মৈত্রী যখন পণ্ডিতগণের সভায় ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করিতেন তখন ভাগবতের উক্ত মন্ত্র কোথায় ছিল? সম্পাদক

দয়া।—দয়া মানবের—বিশেষতঃ অবলা-জাতির একটি শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি। পরদুঃখে যাহার হৃদয় দ্রব—অশ্রু প্রবাহিত না হয়, সে নারীরূপিনী রাক্ষসী না হইলেও মাতৃজাতির কলঙ্ক। মায়ের জাতি রমণীর প্রাণে অনন্ত দয়ার শান্তি প্রস্রবণ, তাই 'মা' শব্দ এত মধুর—মাতৃস্নেহ এত সুখশান্তি ও প্রীতিপ্রদ ঐ দেখ কবি বলিতেছেন,—

রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া,
শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া,
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজিলেন সেইরূপ দিদি রোগ শোক দুঃখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেম পূর্ণ নারীবুক।

আছে আর কিবা সুখ হায়! এইরূপ যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী জীবনগঙ্গা বহিয়া না যায়।
আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,
যে হয়, কি মহত্ত্ব তাহার ?
পরের পুত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র,
যে হয়, সে পুণ্য পারাবার।"

কুরুক্ষেত্র।

সর্ব্বজীব হিত চিন্তা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। তাই কবি বলিতেছেন—

বুঝিবে মানবগণ,—সর্ব্বজীবে নারায়ণ,
সর্ব্বজীবহিত মহাধর্ম্ম নিরমল।
এই নবধর্ম্মে ভগি! হবে ক্রমে পরিণত
মানব দেবত্বে স্বর্গে এই ধরাতল।'

অতিথি সেবা।—অতিথি সেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, অতিথি পূজা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। অতিথি নারায়ণ স্বরূপ; ভক্তিপূর্ণ মনে তাহার সেবা করা উচিত। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলেন,—

"শত্রু যদি গৃহে আসে অতিথি হইয়া,
করিবে তাহার পূজা আহারাদি দিয়া।
নীচে ও অতিথি হলে মহতের ঘরে,
করিবে তাহার পূজা অতি সমাদরে।"

ভক্তি—ভক্তিই মুক্তির উপায়। শ্রীভগবান্ নরনারী দেহে সদা বিরাজমান। গুরুজন অতিথি, দেব, দ্বিজ ও পতি ভক্তিতে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তিমতী নারীর জন্য স্বর্গের দ্বার সদা উন্মুক্ত কবি বলিয়াছেন,—

"ভক্তি উচ্ছ্বসিত রমণী হৃদয়
স্বরগের দিকে ধায়,
কত সাধনায় ধর্ম্মশায় হায়
ছায়া মাত্র দেখে তায়।
জ্ঞান ধীরে ধীরে পতঙ্গের মত
যেথানে যাইতে চায়,
ভক্তি বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"

সত্য।—সত্য অমৃত এবং মিথ্যা বিষতুল্য এ সংসার সদা সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে এ বিশ্বের নরনারী সকলে সত্যনিষ্ঠ হইলে, মানবজাতির সুখ শান্তির অবধি থাকিত না। সত্যই জ্ঞানময় ব্রহ্ম। সত্যের ন্যায় বল—সত্যের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই। একমাত্র সত্যেই জয় ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব সকলের মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যে,—

"মোরা সত্যের পরে মন
সদা করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন।"

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

প্রচার প্রসঙ্গ। *

বহু দিবস যাবৎ আমার প্রচারের বিবরণ "আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায়" প্রকাশিত হয় নাই, ইত্যগ্রে নদীয়া জিলান্তর্গত: "সোমেশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর" চেষ্টায়, নদীয়া, যশোহর,

* প্রসিদ্ধ কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের এই অপূর্ব্ব প্রচার প্রবন্ধটী বহু বিলম্বে প্রতিভায় মুদ্রিত হইতে দেখিয়া পাঠিকা ও পাঠক মহাশয়গণ

ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় নানা স্থানের প্রচার সংবাদ সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েক বার "কায়স্থ-পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচার কাহিনী বিস্তৃত রূপে লিখিতে গেলে সত্যের অপলাপ আশঙ্কায় হয়ত অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক কোন কথার অবতারণা হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ লোকের আচার ব্যবহার বিষয় আলোচনা করিতে কাহার স্তুতি কাহারও হয়ত নিন্দা অপরিহার্য্য! এজন্য নীরবে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতি মহোদয়ের পত্রাদিতে নানা স্থানের বিস্তৃত প্রচার বিবরণ ও তাহার ফলাফল, লোকের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার দেশের বর্ণনাদি যানিবার জন্য একান্ত আগ্রহ দেখিয়া এবং প্রচার উদ্দেশ্যে যখন যেস্থানে উপস্থিত হই তথাকার অনেকের কর্ত্তৃক ঐরূপ ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বজাতি বন্ধু বর্গের ও প্রতিভার প্রিয় পাঠক, পাঠিকাবৃন্দের অবগতির জন্য আজ অনেক দিবস পরে আমার প্রচারের দৈনন্দিন লিপি হইতে পুনরায় প্রচার প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, জানিনা পরিণাম কি হইবে? এখন হইতে যথা সম্ভব ধারাবাহিক রূপে ইহা প্রকাশিত হইতে পারে। আমার কাতর-প্রার্থনা এই বিবরণ মধ্যে যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন ত্রুটী বা ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়, তাহা সুধী মহাত্মাগণ নিজগুণে মার্জনা করিবেন; এবং দয়াপ্রকাশে ত্রুটী বিষয় আমাকে লিখিলে সাদরে তাহা সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইব অলমিতি বিস্তারেণ। (ক)

বিগত ৩রা আষাঢ় অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় ভাগলপুর পহুঁছিয়া তত্রস্থ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু বি, এল মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিতপরে তথায় লছমী পুরের রাজার বাটীতে সদাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্তচারুচন্দ্র বসু বি, এল, রামপ্রসন্ন বসু, বিভাসচন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট কায়স্থ মহোদয়গণের উপস্থিতে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তির বিষয় যথা যথ বর্ণন করিয়া বঙ্গদেশীয় মুষ্টিমেয় সাবিত্রীভ্রষ্ট কায়স্থ-জাতির সংস্কারের প্রয়োজন এবং উপনয়নের বৈধতা সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করিলে, উদারনৈতিক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবিষয়ে সহানুভূতি সূচক অতিসুন্দর সারগর্ভ একটী বক্তৃতা করিলেন। উপস্থিত স্বজাতি মহোদয়গণ ক্ষত্রাচার গ্রহণ যে অতীব কর্ত্তব্য তাহা স্বীকার করিয়া, আমাকে জানাইলেন। এপ্রদেশের অধিকাংশ কায়স্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়জীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। স্বজাতির আত্ম-সম্মান রক্ষার্থে সংস্কার কার্য্যে মহাশয় স্বয়ং অগ্রসর না হইলে এ অঞ্চলের কার্য্য সত্বর সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন ভাগলপুরে কার্য্য সূত্রে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই এখানে

অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিবেন। ফলতঃ এই প্রবন্ধ মধ্যে বহু গবেষণা ও শাস্ত্র সঙ্কলন থাকায় সমস্ত কায়স্থ সমাজে পুরস্কৃত হইবেন।

সম্পাদক

(ক) যথ তোয়ং পরিত্যজ্য মরালো দুগ্ধমীহতে। তথা দোষান্ পরিত্যজ্য সাধুর্ব্বক্তুং গ্রহীষ্যতি॥

একরূপ স্থায়ীবাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। এ প্রদেশে কায়স্থ মধ্যে বিহারীশাখা কায়স্থ (অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তবশ্রেণী) এবং উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। বর্ত্তমানে বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণী ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাদৃশ একতা এবং সহানুভূতি অভাবেই তাঁহারা জাতীয় উন্নতিকর কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না।

পরদিন শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ সভায় পূজনীয় কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয়, উত্তর রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর মান্য বহু কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্বজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ-গুহ ঠাকুরতা বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থ দিগের উপনয়ন বিবাহ ও অন্যান্য যাবতীয় ক্রিয়াদি যথোচিত ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত এবং বৈদিক আচার যে আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। স্বীয় জাতির উন্নতি কল্পে কেদার বাবুকে উৎসাহী বলিয়া বোধ হইল। তিনি সংস্কার কার্য্যে যথাশক্তি মনযোগী হইলে যথেষ্ট কাজ হইতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে ঐ স্থানীয় বঙ্গজ-কায়স্থ মহোদয়গণের সাবিত্রী গ্রহণ অতি সত্বর সাধিত হইতে পারে। আমরা আশাকরি তিনি অচিরাৎ এবিষয় যত্নবান হইবেন। ৫ই আষাঢ় পূর্ব্বাহ্নে ৮॥ ঘটিকার সময় লছমীপুর ঠাকুর রাজষ্টেটের সুযোগ্য দেওয়ান স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত নদিয়ারচাঁদ দত্ত বি, এল, মহাশয়ের সহিত স্বর্গীয় রায় সূর্য্য নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের তুষার ধবলিত মর্ম্মর প্রস্তর বিমণ্ডিত সুদৃশ্য প্রাসাদে (marble palace) উপস্থিত হইয়া সুসজ্জিত অট্টালিকার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মেঘদূতের অলকা ভবনের কথা মনে হইল। স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের পৌত্রীর শুভ উদ্বাহোপলক্ষে নানা দিগ্দেশাগত বহু সম্ভ্রান্ত স্বজাতি মহাত্মার সম্মিলনে এই পুরীখানি অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। আমরা যখন তথায় পহুঁছিলাম সে সময়ে দ্বিতলের উপরিস্থ উচ্চ মিনারে নহবতে ভৈরবী রাগ গীত হইতেছিল। সেই তানময় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগ মধুর ধ্বনি আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের অবতারণা করিয়া দিল। বিস্তীর্ণ সোপানাবলী অতিক্রম করতঃ সম্মুখের হলে প্রবেশ করিয়া তথায় স্বজাতির মুখোজ্জ্বলকারী কয়েক জন সোপবীত মহাত্মাকে দর্শন করিয়া প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিলাম। তন্মধ্যে বাঁকিপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লিডার "ব্রহ্মবিদ্যা"র সম্পাদক অশেষ শাস্ত্রদর্শী বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা এম, এ, বি এল মহাশয়ের রজত গিরিনিভ সৌম্য মূর্ত্তিদর্শনে মহাদেবের ধ্যানের প্রথম পাদ মনে স্বতঃই উদয় হইল। রায় বাহাদুরের দিব্য অঙ্গে শুভ্রযজ্ঞোপবীত জাতীয় নিদর্শন রূপে বিরাজ করিতেছিল। পূজনীয় প্রফেসর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহবর্ম্মা এম, এ বি,এল, ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ এবং এই বাটীর বর্ত্তমান অধিপতি শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ। এবং

অন্যান্য কতিপয় মহোদয় ছিলেন। নদীয়ার চাঁদ বাবু আমাকে ইহাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করিলে উপস্থিত মহাত্মাগণ অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কায়স্থ জাতির সংস্কার বিষয় অনেক আলোচনা হইল রায় বাহাদুর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা এবং আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ কয়েকটী কথা বলিলেন তিনি উপসংহারে বলিলেন, "অনেকে মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাপি কেন যে সদাচার গ্রহণ করিতে এত ইতস্ততঃ করেন, তাহা বুঝা যায়না। তবে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীর সংস্কার কার্য্য যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে বিশেষ আশাকরা যায় অচিরকাল মধ্যেই এই শ্রেণীর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সুসম্পন্ন হইতে পারে। এখন বঙ্গজ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর নিশ্চেষ্টতা তিরোহিত হইলেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়।" হায়! সে সময়ে আসিতে না জানি আর কত দীর্ঘকাল বাকি! তাই এখন সকাতরে তদ্গতচিত্তে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের নিকট এই প্রার্থনা করি,—

প্রভো!

"চিরং সুপ্তমিমং কায়স্থং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতম্।
ভবান্প্রজ্ঞাপ্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুম্॥"

আমি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা জানাইলে রায় বাহাদুর, স্বয়ং তথাহইতে আমাদিগকে ভিতরে এক সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন, তথায় হরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ লাভে তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে বিমুগ্ধ হইলাম। এই মহাত্মা আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় স্বজাতিবৎসল মহারাজা দিনাজপুরাধিপতির জ্ঞাতি খুল্লতাত এবং ইনি উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণী হইতে সর্ব্বারম্ভে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়া প্রকৃত সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ক্ষত্রোচিত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিদর্শনে এবং ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যতা দূরীভূত হয়। ঐ প্রকোষ্ঠে বিস্তৃত ফরাসোপরি আরোও অনেক মহাত্মা উপবিষ্ট ছিলেন, তন্মধ্যে পাঁচথুপীর শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের জামতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মৌলিক বি,এ, এবং কান্দীর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহবর্ম্মা বি, এল, বাণীয়ার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রমুখ সম্মানীয় গণ্যমান্যবহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে এবং সৌজন্য দর্শনে এদীন সমাজ-সেবক এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহা প্রকাশকরিতে অক্ষম। উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ অধিকাংশই সাত্বিক গুণসম্পন্ন। আতিথ্য সেবা বদান্যতা এবং স্বজাতি-প্রীতি ও সৌজন্য ইত্যাদি রাজোচিত মহৎ গুণাবলী তাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত দেখাযায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে সমস্ত সদগুণের (খ) বর্ণনা আছে উত্তররাঢ়ীয় শ্রেণীতে তাহার একটীর ও ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না;—আমি প্রচার কার্য্যে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তাহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছি।

(খ) "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেনা কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
শিক্ষাষ্টকং।

এই সভায় আমি সংস্কার গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রচার করিলে বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষরায় বর্ম্মা মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় তাহার বৈধতা এবং কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করতঃ অনেক দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া উপস্থিত অনুপনীত কায়স্থ মহোদয়গণকে অগৌণে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে জাতীয় গৌরব রক্ষাজন্য উদ্বোধিত করিলেন। কায়স্থ সমাজে এইপ্রকার উদ্যমশীল সৎসাহসী মহাপ্রাণ মনুষ্যের বহুল প্রয়োজন।

ভাগলপুরে দ্রষ্টব্য মধ্যে গঙ্গাতীরে উচ্চ সুবৃহৎ মন্দির অভ্যন্তরে বুড়ানাথ নামে মহাদেব বিরাজিত, জয়দুর্গানামে মহাদেবীর মন্দির তাহার নিকট বিরাজ করিতেছে। বহু পুরাতন একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছে। বুড়ানাথের মন্দিরটী বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং প্রতি কামরাতেই নানা দেব-দেবীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শনে প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিল। পূর্ব্বে মন্দিরের নিম্নেই বেগবতী-গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন বলিয়া অনুভূত হইল। এখন অনেকটা সরিয়া যাও য়ায় চরা পড়িয়া সামান্য ব্যবধান হইয়াছে। মন্দিরের তোরণ হইতে নিম্নস্থ বালুভূমিতে অবতরণ জন্য সুগঠিত অসংখ্য সোপানাবলী কোন মহাত্মার সুকীর্ত্তির জয় ঘোষণা করিতেছে। (গ)

এখানকার রাস্তা সমূহ ধূলী ধূসরিত, অনেক গৃহই খর্পরাচ্ছাদিত; বর্ত্তমান সময়ে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত সুদৃশ্য অট্টালিকা সহরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। ভাগলপুরে একস্থানেই দুইদিকে দুইটী রেলষ্টেসন; একটী বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর—নাম সুজানগর, অপরটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুবৃহৎ ষ্টেশন—ভাগলপুর। ষ্টেসনের নিকটেই একটী জৈন ধর্ম্মশালা ও আর দুইটি হিন্দু ধর্ম্মশালা অবস্থিত; অজানিত আগন্তুক পথিক মাত্রেই এই সকল ধর্ম্মশালায় বিনাব্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে নিজ ব্যয়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। কিংবদন্তী আছে মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম স্থান নিকটে কোথায় ছিল বলিয়া এ স্থানের নাম ভাগলপুর হইয়াছে, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও সেই আশ্রমের কোন সন্ধান পাইলাম না। এখানে রেশমের কাপড় প্রস্তুত হয়, বাপ্তা, মটকা, খেস, ভাগলপুরী চাদর প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত; তবে তারতম্যে মুরশিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ এবং কাশী-ধামের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। বাজারে পশমী কম্বল যাহা দেখিলাম তাহা অত্যুত্তম, দামেও সুলভ বলিয়া বোধ হইল। গড়গড়াও এবং ফুরসীর নল ও সটকা এখানে বেশ তৈরী হয়। এ অঞ্চলে অসংখ্য তাম্রবৃক্ষ থাকায় পাথর আমদানী যথেষ্ট দেখিলাম, মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ। পানীয় জল রাখার জন্য এখানকার মাটির কুঁজো অতি মজবুত, দেখিতেও বেশ সুন্দর। অন্যান্য দ্রব্য সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। খাটি দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া সুকঠিন; মৎস্যের সের ছয় আনা হইতে আট আনা।

(গ) পরম্পরা শ্রুত যে এই সোপানাবলী কলিকাতার স্বর্গীয় মহাত্মা রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের কীর্ত্তি। সঃ

৬ই আষাঢ় প্রাতে ভাগলপুর ষ্টেশন হইতে ট্রেনে পরবর্ত্তী ষ্টেশন নাথনগরে অবতরণ করিয়া মাননীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়জীর সন্দর্শন মানসে তাঁহার বাটী চাম্পানগর অভিমুখে রওনা হইলাম। মধ্যপথে গড়নামক পরিখাবেষ্টিত মৃত্তিকার বৃহৎ পাহাড়বৎ একটী স্থান দর্শন করিলাম। লোকপরম্পরায় শুনিলাম এইস্থানে অঙ্গরাজ মহারথ দাতাকর্ণের প্রাসাদভবন ছিল। কর্ণের অত্যুচ্চ স্বর্ণচূড়া শোভিত রাজপ্রাসাদ অট্টালিকা কাল প্রবাহে এক্ষণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত দুই একখানি ইষ্টকের পরিমাণ দেখিলে দর্শককে বিস্মিত হইতে হয়। কর্ণের প্রতিষ্ঠিত মন কামনাথ মহাদেব এখনও বিরাজ করিতেছেন। আমাদের ধারণা হয় এই স্থানটী কর্ণ নামধারী অন্য কোন রাজার সুরক্ষিত একটী দুর্গও হইতে পারে, এই রাজা কায়স্থ কুলবরেণ্য শ্রীকরণদেব নহেন কি? অথবা যে বন্দ্যাবটী দেবকুল কর্ণসেন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ দেবগণ হরিদ্বার হইতে আসিয়া মগধে বাস করেন; তাঁহারা ক্ষত্রপ-কায়স্থ দ্বিজ ও ক্ষত্রিয় কুল সম্ভূত। (ঘ) এই বংশের রাজা কর্ণসেন, কর্ণস্বর্ণ কর্ণসুবর্ণ (কানসোনা) রাজ্য স্থাপন করেন এবং কর্ণ (কাণানদী) ও ভাগিরথীর সন্ধিস্থলে কর্ণপুর নগর নির্ম্মাণ করেন। যে রাজার আদেশে দেববংশীয় সকলে সেই কর্ণপুরে সমবেত হন এবং রাজা তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে বিভক্ত করেন ঘটক গ্রন্থে তাঁহার উক্ত আছে যথা—

"রাঢ়ে কর্ণস্বর্ণদেবো বল্লালেন প্রপূজিতঃ"
"বেদ বিদো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সুহৃজ্জন হিতকারী।
কর্ণসমো দানশীল যস্য কুলে নহি জাতঃ॥"

কায়স্থ করণদেব যাঁহার শাখা নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ কর্ণালিতে বাস করিতেন। উল্লিখিত কর্ণগড় বা করণগড় নামক পরিখাবেষ্টিত এই অত্যুচ্চ উন্মুক্ত ভূমিখণ্ডের সহিত ইঁহাদের কাহারও কোন সংশ্রব আছে কিনা ঐতিহাসীক প্রত্নতত্ত্ববিদ মহাত্মারাই বলিতে পারেন।

এখন এই উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া প্রশস্থ রাজপথ উপরে উঠিতেই রাস্তার পার্শ্বে দক্ষিণাংশে স্বর্গীয় রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পবিত্র নামে তদীয় সুযোগ্য পুত্র রমণীমোহন সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়, কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির (গীর্জ্জা) অপর পার্শ্বে গভর্ণমেণ্টের ব্যারাক অথবা পুলীশ লাইন। বিস্তীর্ণ সমতল অনেকটা স্থান ময়দানের ন্যায় পতিত থাকায় দৃশ্যটী সাতিশয় প্রীতি-প্রদ হইয়াছে। অনতিদূরে একটী সুরম্য অট্টালিকা-জনসাধারণের বিশ্রামাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

(ঘ) প্রেমময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে মুসলমান বিপ্লব উপস্থিত হয়, এই সময়ে উক্ত স্থানের অনেক অধিবাসী বঙ্গের নানাস্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ এক দেব বংশের বহু প্রাচীন কুলগ্রন্থে, যাহা ১৬২২শকে নকল করা হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

"কর্ণসেন্য এতে দেবাঃ খ্যাতিবন্তো মহীতলে।
শাণ্ডিল্য গোত্রমেতেষাং জগতি পরিবিদিতম্॥
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপ কায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয় কুল সম্ভবাঃ॥

গড়ের উপরিস্থ স্থান সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে বেলা এবং তদ্‌সঙ্গে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ বাড়িতে লাগিল, আর বিলম্ব করা কোনমতে বিধেয় নহে বিবেচনায় দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে শ্রীযুক্ত মহাশয়ের বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথশ্রমে স্বেদ-সিক্ত-ক্লান্ত দেহে কিছুদূর যাইয়া তাঁহার ঠাকুর বাড়ীস্থ ৺বটুক ভৈরবের এবং শিবের উচ্চ মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দৃষ্টি গোচর হইল, আর সামান্য পথ অতিক্রম করিয়াই তাঁহার বাটীতে পহুছিলাম। সদর দেউড়ি (গেট) পার হইয়া দপ্তর খানার সম্মুখের প্রাঙ্গনে কিয়দ্‌কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলাম, তখন বেলা অনুমান সার্দ্ধ দ্বাদশ ঘটিকা হইতে পারে। কিছুকাল পরে সুসজ্জিত বৈঠকখানা দালানের বারেন্দায় উপবিষ্ট একটী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল, তাঁহার বিনীত ব্যবহারে এবং সদালাপে পরমাপ্যায়িত হইলাম। (গ) মহাশয়ের ভবনে আতিথ্য সৎকার ও সদাব্রতের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম।

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা।

(গ) ইনি বীরভূম জিলার হরিশাগা নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল সিংহ, কার্য্য ব্যাপদেশে এখানে অবস্থান করিতেছেন।

কায়স্থবীর।

আজ আমরা 'প্রতিভার' পাঠকগণ [স]মীপে যে কায়স্থ-বীরের পরিচয় দিতে প্রয়াস [পা]ইতেছি, ইনি শুধু কায়স্থ কেন সমস্ত বঙ্গ[বা]সীর গৌরবের পাত্র। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত [চ]ন্দ্রনাথ দাস মজুমদার। সম্প্রতি ইনি [ফ]রিদপুরে তাঁহার "রয়েল বেঙ্গল সার্কাস" [ল]ইয়া অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। [তাঁ]হার অদ্ভুত কার্য্যাবলীর মধ্যে ২।১ টীর [উল্লে]খ করিবার লোভ এই স্থানেই সম্বরণ [ক]রিতে পারিতেছি না। যথা :—

(১) তিনি শুইয়া থাকেন, বুকের [উপ]র ২৫৷৷০ মণ ওজনের একখানি পাথর বহু[লো]কে তুলিয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। অপূর্ব্ব শক্তিবলে, তিনি পাথর খানি ৫।৬ হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান!

(২) এক মণ ওজনে একটী লোহার গোলা (আমরা নিজে পরীক্ষা করিয়াছি) স্বচ্ছন্দ ভাবে এক হাতের তালুতে রাখিয়া মাথার উপর উঠাইয়া ৪।৫ হাত ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন, তৎপরে একখানি কাঠের লাঠির উপর উহা স্থাপন করিয়া দুই হাত দিয়া উহা অবলীলাক্রমে উঠাইয়া চিবুকের উপর স্থাপন করেন। পরে কৌশলে গোলাটী নিজের বক্ষের উপর ফেলেন।

(৩) দুই খানি গরুর গাড়ী ৫০।৬০ জন লোক সহিত তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যায়।

(৪) খুব মোটা লোহার শিকল মাটির সহিত আবদ্ধ থাকে, দুই হাত দিয়া উহা ধরিয়া ছিঁড়িয়া দিলেন। (খেলার পূর্ব্বে শিকল সকলে পরীক্ষা করেন)

(৫) সর্ব্বশেষে, তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে কেন সমগ্র ভারতে কেহ এ পর্য্যন্ত পারে নাই, অন্ততঃ আমরা শুনি নাই! স্থানীয় ডিঃ বোর্ডের যে লোহার রোলারটী (Roller) আছে, সহরের মধ্যে সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। (ফটোগ্রাফ দ্রষ্টব্য) তিনি একবার নয়, দুইবার উক্ত রোলারটী নিজের শরীরের উপরদিয়া গড়াইয়া লইয়াছেন। আমরা অনেক 'সার্কাস' দেখিয়াছি, যে গুলি দেখি নাই, তৎসম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এইরূপ শক্তি পরিচায়ক ঘটনা কুত্রাপি দেখি নাই, কিম্বা শুনিও নাই। তাই এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে লিখিতে ইচ্ছা। আশাকরি পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

বর্ত্তমান সময়ে, শারীরিক শক্তির বিষয় লইয়া আন্দোলন এবং চর্চ্চা আমরা একবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি—বোধ হয় একবারে বিস্মৃতই হইয়াছি; কিন্তু যে কালে মটরকারে দিনে দ্বিপ্রহরে ডাকাতি হইতেছে, সহস্রচেষ্টা করিয়াও দস্যুগণের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না—সেই কালে শারীরিক শক্তির আদর সর্ব্বতোভাবে হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় রাত্রিতে রোলার টানার সময় যথা সময়ে আমরা উপস্থিত হইয়া সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক, স্কুলের ছাত্র এবং উকিল মোক্তারগণকে দেখিতে পাই। রাত্রি ১০টার সময় রোলারটী তাঁবুর মধ্যে আনা হইল এবং উহা টানিবার জন্য উপযুক্ত লোক সকল দর্শকগণের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হইল। মোট প্রায় ৫০।৬০ জন হইলেন। রোলারের মূর্ত্তি যেন ভীষণ দেখাইতে লাগিল। বলিতে কি আমাদের মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় করিতে লাগিল যে ভীমকায় ৮৪ মণ ওজনের রোলারটা এই সহরের পাকা রাস্তার উপর অনেক লোকদ্বারা টানিতে ও যাহারদ্বারা সেই কঠিন রাস্তার বড় বড় প্রস্তরবৎ খোয়া মড় মড় করিয়া ভাঙ্গে দেখিয়াছি সেই রোলার আজ রক্তমাংসের শরীর উপর দিয়া টানা হইবে! কি ভয়ানক! প্রফেসর দাস মজুমদার আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া, প্রথমে রোলারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। এত যে জন সঙ্ঘ, সব স্থির। বোধ হয় একটী সূচ পতনের শব্দও শ্রবণ গোচর হয়। সেই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আমার এই ক্ষুদ্র সার্কাসের খেলা দেখিতে আসিয়া আমাকে ধন্য, কৃতার্থ করিয়াছেন। আমার সার্কাসে হাতী, ঘোড়া নাই, তার কারণ অর্থাভাব। অর্থ হইলে সমস্তই করিতে পারিতাম। যাহা আজ পর্য্যন্ত করিয়াছি, তাহা নিজ চেষ্টায়, ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে হাতী ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া আসিয়া পুনরায় আপনাদিগের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিব। আমার দলে স্ত্রীলোক নাই, আমি মনে করি উহা এ সব স্থানে শোভা না পাওয়াই ভাল। আজ আমি যে শক্তির পরিচয় দিতেছি সে শক্তি লাভ করা দুর্লভ নয়। ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন এবং তৎপরে সংযম ভাবে কাটাইতে

পারিবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনিই শরীরে অসীম বল অনুভব করিবেন। সংযমী হইয়া থাকিলে, সকলেই আশানুরূপ ফল লাভ করিবেন। * * * আমার এই সার্কাস করার উদ্দেশ্য, আমাদের দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চার যেন আদর হয়।—ইত্যাদি।"

তৎপরে তিনি নামিয়া আসিয়া রোলারের পার্শ্বে একটী বিছানায় শয়ন করিলেন। কয়েকখানা তোষক তাঁহার গায়ের উপর দেওয়া হইল এবং একখানি তক্তা (রোলারের সমান চওড়া) কাতভাবে রোলারের সহিত লাগাইয়া তাঁহার শরীরের উপর রাখা হইল। তখন তিনি খুব জোরে জোরে বার কয়েক নিশ্বাস লইলেন (ক) মনে হইল যেন তিনি পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণ ফুলিয়া উঠিলেন! তরপর তিনি রোলার টানিবার জন্য মাথা নাড়িয়া সঙ্কেত করিলে সমস্তলোকের আকর্ষণে রোলারটী স্থানচ্যুত হইয়া ভীষণবেগে তক্তার উপর আসিয়া পড়িল। তক্তা বোধ হয় পুর্ব্বদিনের চাপে একটু খারাপ হইয়াছিল,— মড় মড় শব্দ হইল, কিন্তু তখনই রোলারটী ভীমরবে শরীরের অপর পার্শ্বে গড়াইয়া পড়িল! তোষক ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রফেসর দাস মজুমদার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বসমক্ষে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন!!!

পাঠক! দেখুন,—একি সামান্য ব্যাপার! একবার ব্যাপারটী স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, দেখিবেন বাস্তবিকই ইহা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে।

(ক) ইহাই অধ্যাপক মহাশয়ের প্রাণায়াম। সং।

তাই আজ আমরা এই ক্ষত্রিয়বীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

প্রফেসর মহেন্দ্র নাথ দাস মজুমদার ঢাকা জেলার বিক্রমপুর—নয়না গ্রামে ১২৮৪ সনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ভগবানচন্দ্র দাস মজুমদার মহাশয় বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না। মহেন্দ্রনাথ যখন বজ্রযোগিনী উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপর তাঁহার ভগ্নিপতির আশ্রয়ে থাকিয়া রঙ্গপুর—কুড়িগ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে কিছুকাল পাঠ করেন; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়ের এমন অবস্থা ছিল না যে দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার অধ্যয়ন ব্যয় সঙ্কুলান করেন;—ক্রমে সাহায্যাভাবে তাঁহাকে অসময়ে পাঠ সাঙ্গ করিতে হয়। কুড়িগ্রামের তদানীন্তন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বসু মহাশয়, ক্রিকেট খেলাতে মহেন্দ্রনাথের বিশেষ দক্ষতা দর্শনে তত্রত্য ফৌজদারী আদালতের অন্যতম নকলনবীসের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। আশৈশব শারীরিক পরিশ্রমে এবং ব্যায়ামে আসক্তি বশতঃ আদালতে বসিয়া লেখনী পেষণে সংরক্ষেপণ মহেন্দ্রনাথের অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং তিনি কার্য্যান্তর গ্রহণ মানসে নকলনবীসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর সহরে গমন করেন। কিন্তু বহু চেষ্টায় ৬।৮।১০ টাকার একটী চাকুরীও তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না। হায় চাকুরি!

মহেন্দ্রনাথ তদীয় জীবনের লক্ষ্য সেই শুভমুহূর্ত্তে স্থির করিয়া লইলেন। রঙ্গপুরে যখন তিনি নিতান্ত দীনভাবে চাকুরীর চেষ্টায়

ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন একদিন অপরাহ্নে জিলাস্কুল প্রাঙ্গনে ছাত্রগণকে ব্যায়ামক্রিড়ালিপ্ত দেখিতে পান। তিনি স্কুলের ছাত্র নহেন বলিয়া বহু অনুনয় বিনয়েও ব্যায়াম শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। মহেন্দ্রনাথ নিরুৎসাহ হইবার লোক নহেন। তিনি অপরাহ্ন সময় দূরে বসিয়া ছাত্রদিগের ব্যায়াম দর্শন করিতেন; পরে সন্ধ্যার সময় ছাত্রগণ সেস্থান পরিত্যাগ করিলে তিনি সন্ধ্যার পর হইতে নিরুদ্বেগে উক্ত ব্যায়াম প্রাঙ্গনে তত্রস্থ যন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যায়ামক্রিড়া অভ্যাস করিতেন। এই সময় তিনি রঙ্গপুরের রাধারমণ বাবুর অতিথিশালাতে অবস্থান করিতেন। কিছুদিন পরে অতিথিশালার নিয়মানুসারে তাঁহাকে সেই স্থান ছাড়িতে হয়। থাকিবার স্থানাভাবে দারুণ কষ্টে পড়িয়া, তিনি রঙ্গপুর হইতে পদব্রজে রাজসাহীতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নাটোর দর্শন মানসে নাটোর মহারাজের দেবালয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, তিনি মহারাজের ফুটবল পার্টিতে যোগদান করেন, এবং সে স্থানে কোড়কদী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত হিজমদাস ভাণ্ডারীর সহিত আলাপ হয়। এবং তাঁহারই সাহায্যে মহারাজের আলয়ে আশ্রয় পান। এই সময় তিনি ব্যায়ামক্রিড়া প্রদর্শন করাইয়া মহারাজ বাহাদুরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ২৫৲ টাকা মূল্যের বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশী দিন সেইস্থানে অবস্থান না করিয়া পুনরায় পদব্রজে রাজসাহী রওনা হন। পথে তিনি পুটীয় সহরে উপস্থিত হইলেন। পুটীয়া অবস্থান কালে পুটীয়ার অন্যতম জমিদার বাবু ভবপ্রসাদ খাঁ মহাশয়ের একজন হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে মল্লযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ভবপ্রসাদ বাবু মহেন্দ্রনাথের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তদীয় সখের যাত্রার দলের ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন। আত্মকলহে যাত্রার দলটী ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি যাত্রার পরিচ্ছদ জিনিষাদি ভবপ্রসাদ বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া, পুনরায় পদব্রজে রাজসাহী উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয় অতি সদাশয় ব্যক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট নিজ বিবরণ বলিলেন। তারকবাবু কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর) মহাশয়ের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্রনাথকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং স্থানীয় জমিদার তারণ বাবুর গৃহে শয়ন ও ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

"উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" মহেন্দ্রনাথ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষকের কার্য্যের উপযুক্ত হইলে স্থানীয় স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশ্বাস শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর দিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তিনি রেলপথে ডুবলহাটী রওনা হইলেন। এই স্থানে একটী ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। ডুবলহাটির পথে সান্তাহার ষ্টেশনের অনতিদূরে মহেন্দ্রনাথ একদল দস্যুহস্তে পতিত হন, কিন্তু অমিত পরাক্রমে তিনি

সেই দস্যুগণকে বিধ্বস্ত করিয়া নিরাপদে গন্তব্যপথে প্রস্থান করেন; যখন তিনি ডুবলহাটিতে কার্য্য চেষ্টায় ব্যাপৃত, তখন "হিন্দু পত্রিকায়" এই ঘটনাটী প্রকাশিত হয়। ডুবলহাটীর কুমারদ্বয় উক্ত পত্রিকায় সেই বিবরণ পাঠে মহেন্দ্রনাথের অসীম সাহস ও শৌর্য্যের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে তাঁহাদিগের স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। স্কুলের বন্ধের সময়ে, মহেন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে লইয়া স্থানে স্থানে জমিদার গৃহে ব্যায়ামক্রিড়া প্রদর্শন করিতেন এবং যাহা পাইতেন তন্মধ্যে কতকাংশ ছাত্রদিগকে মিষ্টান্ন ভোজনের জন্য দিয়া কিছু কিছু নিজে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানে কুমারদ্বয়ের স্বাস্থ্যের অভাবনীয় উন্নতিলাভ হইয়াছিল।

এইরূপ উদ্যমশীল ব্যক্তির পক্ষে পরাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কি কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়; সুতরাং তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সার্কাস শিক্ষার উদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ এবেল সাহেবের Great Eastern Circusএ প্রবেশ লাভ করেন, এবং উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া কলিকাতায় আগমন করিল। একদিন সার্কাস প্রদর্শন কালে, ঘটনাচক্রে ডুবলহাটির রাজকুমারদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, এবং মহেন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিয়া পুনরায় বহুচেষ্টায় মহেন্দ্রনাথকে ৫০৲ টাকা বেতনে ডুবলহাটি স্কুলের ড্রিল ও জিম্‌ন্যাষ্টিক্ মাষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ডুবলহাটীতে লইয়া আইসেন।

মহেন্দ্রনাথের চিরকালের ইচ্ছা এতদিনে ফলবতী হইতে চলিল। তাঁহার মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা ছাড়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রদিগকে লইয়া স্থানে স্থানে সার্কাসক্রিড়া (অবশ্য বন্ধের সময়) প্রদর্শন করাইয়া কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। উদ্যোগী পুরুষের নিকট কিছুরই অভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় দর্শনে ডুবলহাটীর কুমারদ্বয় তাঁহাকে কিঞ্চিত অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনাথ অল্পে অল্পে সার্কাসের জিনিষাদি কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একটী ক্ষুদ্র সার্কাসপার্টি গঠন করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সার্কাসই এক্ষণে "রয়েল বেঙ্গল সার্কাস" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে হাতীঘোড়া নাই,—একটি ব্যাঘ্র আছে। কিন্তু অন্যান্য শারীরিক বলের খেলা বেশ ভাল। মাষ্টার আর, এস, দত্ত ভৌতিক বাক্স (Illusion-Box) দেখান। এইটি সর্ব্বপ্রথমে প্রফেসর বোসের সার্কাসে মাষ্টার গণপতি দেখান। মাষ্টার মতিকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্তিকার নীচে তাঁহাকে প্রায় আধঘণ্টা রাখা হয়। দর্শকেরা প্রোথিত মাষ্টার মতির উপরের মৃত্তিকা পাড়াইয়া দিয়া আইসেন। তিনি আর একটী অতি আশ্চর্য্য খেলা দেখাইয়া থাকেন—দর্শকদিগের মধ্য হইতে ১ জন ৯।১০ বৎসরের বালককে মেসমেরিজিম দ্বারা একটী লাঠীর উপর শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন। ইহাদের সমস্ত ক্রিড়াই ভাল। প্রফেসর মজুমদার প্রায় সমস্ত ক্রীড়াতেই থাকেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী। অস্ত্রের

রোলার লইয়া তিনি তিন স্থানে রোলার গ্রহণ করেন; প্রথম সিলেটে লন। (তজ্জন্য সিলেট হইতে ৩টি স্বর্ণ মেডেল পান।) তৎপরে গ্রহণ করেন কুমিল্লা-চাঁদপুরে। এই স্থানের রোলারের ওজন ৫৫ মণ ছিল। (এই স্থানেও একটী স্বর্ণমেডেল প্রাপ্ত হয়েন।) এই ফরিদপুরের রোলারের ওজন ৮৪ মণ। দুঃখের বিষয় ফরিদপুরবাসিগণ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারেন নাই। প্রফেসর দাস মজুমদার অতি সদাশয় বিনয়ী ব্যক্তি; যিনি তাঁহার সহিত একবার বাক্যালাপ করিবেন, তিনিই তাঁহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইবেন। তিনি অসংখ্য স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন, রৌপেয়্য ত কথাই নাই। আমাদের নিকট মেডেল সমূহের একটী তালিকা আছে। কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে ইহার নকল পাঠাইতেপারি।

আজ আপনাদিগের নিকট এই কায়স্থ বীরের পরিচয় করাইয়া দিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। আমরা বাঙ্গালী,—আমাদের গর্ব্বের জিনিষ সমস্ত পৃথিবীতে আছে,—কিন্তু এই শারীরিক শক্তির গর্ব্ব আমাদের অল্প গর্ব্বের বিষয় নহে। তাই গর্ব্বের জিনিষ সর্ব্বসমক্ষে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সমস্তই ভগবানের হাত। (খ)

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বক্সী
ফরিদপুর।

(খ) প্রফেসর দাস মজুমদার এইক্ষণ তাঁহার 'রয়েল বেঙ্গল সার্কাস' লইয়া কুষ্টিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহার পর তিনি পাবনা যাইবেন এইরূপ স্থির আছে।

লেখক

সমালোচনা।

কায়স্থ পত্রিকা পৌষ ১৩২২। এই সংখ্যক পত্রিকা লিখিত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমটী "কায়স্থতত্ত্ব সমস্যা" শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত ও দ্বিতীয়টী কায়স্থ-সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "সম্পাদক মহাশয়ের সুবিচার শীর্ষক" প্রবন্ধ, উভয় প্রবন্ধেই আমাদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে, অতএব কায়স্থ সমাজের নিকট আমার কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে।

১। কায়স্থতত্ত্ব সমস্যা। একটী সুবৃহৎ শাখা প্রশাখা পত্র ফল ফুল সমন্বিত বৃক্ষের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিলে যেমন বৃক্ষটী কম্পিত হয়, তেমনি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় 'কায়' নামক জনপদ হইতে কায়স্থ জাতির উদ্ভব যে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কায়স্থ-সমাজ একটু ব্যতি-

ব্যক্ত হইয়াছে ; উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে প্রচারিত কায়স্থ পত্রিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ; প্রকৃত পক্ষে তিনিই সম্পাদক, কারণ নামমাত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত কোন প্রবন্ধ কোন কালেই উক্ত পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদকীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া কায়স্থ জাতির মূল তত্ত্বসম্বন্ধে যে নূতন থিওরী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও ভ্রমাত্মক। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহা কর্ত্তৃক এই প্রকার অশাস্ত্রীয় বিষয়ের অবতারণা কি প্রকারে হইল তাহা বুঝিতে পারিনা। এই অশাস্ত্রীয় প্রথম আবিষ্কারের প্রথম ফল, বেদ সংহিতা অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের লিখিত "কায়স্থ-তত্ত্ব সমস্যা" প্রবন্ধ। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণায় কায়স্থ জাতিকে ব্রহ্মার বিরাট দেহ ত্যাগ করিয়া একটা নগণ্য ক্ষুদ্রজনপদে প্রবেশ করিতে হইয়াছে ; অদ্য আবার সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে কায়স্থ জাতিকে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ হইতে দ্বীপান্তরিত করিয়া ভারতীয় জন সংঘের অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণ করা হইতেছে—এখন "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" ? এই প্রার্থনাই এখন আমাদিগের প্রধান জিজ্ঞাস্য। শাস্ত্রী এবং সরকার মহাশয় উভয়ে কায়স্থকে বৈদিক জাতি বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। কেননা সরস্বতী নদীতীরে যে চিত্রদেব বহু প্রাচীন কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনিই কায়স্থ জাতির আদি পুরুষ। যদি এই কথা সত্য হয় তবে পৌরাণিক সময়ে আমাদের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত দেবের আবির্ভাব এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র এবং সেই পুত্রগণ হইতে বার ধারায় সমস্ত চৈত্রগুপ্ত জাতির উদ্ভব সর্ব্বৈব অসত্য হইয়া পড়িতেছে।

ভবিষ্য পুরাণান্তর্গত অহল্যা কাম ধেনুস্থ নবম বৎসম্ভূত কার্ত্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া ব্রত কথা সন্দর্ভে ধর্ম্মরাজ যম ব্রহ্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে "ব্রহ্মাধ্যানমকরয়ৎ।" তখন তাঁহার শরীর হইতে যে মহাপুরুষ উৎপন্ন হন তিনিই আমাদের চিত্রগুপ্ত দেব। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, আমার কায়ে অবস্থিত এবং সমুৎপন্ন এই পুরুষ কায়স্থ হইলেন, এবং আমিই চিত্রবাচা ব্রহ্মা, আমার শরীরে গুপ্তভাবে বিলীন ছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইল চিত্রগুপ্ত।—শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই সকল বিবরণ সমস্তই অসত্যে পরিণত হয়। কায়স্থ জাতি যে বৈদিক জাতি নহে, একটী পৌরাণিক জাতি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। বেদ সংহিতায় কিম্বা মনুতে কায়স্থ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়না। সংহিতাকারগণের মধ্যেও এই জাতির নাম পাওয়া যায় না। আমরা মহাভারত শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই যে বৈদিক সময়ে "নবিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বংব্রাহ্মমিদং জগৎ।" অর্থাৎ বর্ণভেদ ছিল না সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার পর গুণ কর্ম্ম বিভাগে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি হয়। মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত যাঁহাকে সরকার মহাশয় মন্ত্রগুরুর ন্যায় মান্য করিতেন এবং যাঁহার উপদেশানুসারে বেদের অমূল্য পদ্যানুবাদ আরম্ভ করেন, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের একস্থানে তিনি ঋগ্বেদ হইতে

প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগের প্রারম্ভে ভারতে কোন প্রকার জাতিভেদ কি বর্ণভেদ ছিল না, প্রত্যেক গৃহেই গৃহস্থগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কার্য্য করিতেন। অনার্য্য দাসগণ ঘৃণিত অবস্থায় উক্ত সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন। গৃহের কর্ত্তা যাগ, যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতেন, তাঁহার বলীয়ান পুত্রাদি পশু শীকার এবং ভূম্যাদি রক্ষা ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিতেন। বেদ এবং মহাভারত দ্বারা সমাজের এইরূপ অবস্থা প্রমাণিত হইতেছে। তৎকালে মসীজীবী জাতি বলিয়া কোনও সম্প্রদায় ছিলনা। এইরূপ অবস্থায় আর্য্যগণ ভারতের উত্তর ভাগ ক্রমে ক্রমে জয় করিয়া যখন বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করেন তখন তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বর্ণভেদ আরম্ভ হয়। ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাম ভোগ প্রিয় ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা হাল কর্ষণ কার্য্য করিতেন তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ যৌবনাচার পরিভ্রষ্ট সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী ছিলেন তাহারা শূদ্র হইলেন। এই বিবরণটী 'পুরুষ সূক্ত' বলিয়া বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি একটী রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার শক্তি বহু। নির্ম্মাণের শক্তিকেই ব্রহ্মা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, ইনিই হিন্দুর জনসংঘ মূল সমাজ অর্থাৎ বিরাট। ভারতীয় হিন্দুসমাজ সমস্ত এই ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন। রূপকচ্ছলে কেহবা মুখ হইতে কেহবা বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কোনও জাতি কখনও গ্রাম কি দেশ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সরকার মহাশয় তাহার 'সমস্যায়' এক স্থানে লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মার মুখ, বাহু ইত্যাদি হইতে "ফুড়িয়া ফুড়িয়া" যে সকল পুরুষ বাহির হইল তাঁহারা যথা ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র হইল।" এই প্রকার যিনি বিশ্বাস করেন তিনি ক্ষিপ্ত ভিন্ন আর কিছুই নহেন; কেননা আর্য্যগণ রূপকচ্ছলে এরূপ সার তত্ত্ব অনেক লিখিয়াছেন যাহা সাধারণ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না। ইহার জন্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অথবা আমর বুকে হাত দিতে হইবে না। স্থা ধাতু সম্বন্ধে অনেক কথাই সরকার মহাশয় বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত" এবং "ব্রহ্মকায়োদ্ভবোযস্মাৎ ইত্যাদি। ভবিষ্য এবং পদ্মপুরাণীয় বাক্য সকলে স্থা ধাতুতে স্থিতি এবং উৎপন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে ব্যকরণের দোষ হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি ইহাতে ব্যকরণের কোন দোষ হয় না। যেমন দেশস্থ বলিলে দেশে স্থিতি এবং দেশ হইতে উৎপন্ন উভয়ই বুঝায়, তদ্রূপ কায়স্থ শব্দেরও ঐ প্রকার দ্বিবিধ অর্থ আছে। স্থা ধাতু উৎপন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না একথা তাঁহাকে কে বলিল? উত্থান উত্থিত ইত্যাদি সমস্তই স্থা ধাতু হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ও ঐরূপ স্থা ধাতুকে উৎপন্নার্থে ব্যবহার করিয়া কাশ্মীরজনপদ হইতে কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় লিখিয়াছেন। তবে স্থা ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন এমন শব্দও আছে, যাহা উৎপন্নার্থে ব্যবহৃত হয় না, যথা— সংস্থাপন অর্থাৎ সম্যক প্রকারে স্থিত। যদি স্থা ধাতু উৎপন্নার্থে ব্যবহৃত না হইত তবে ভবিষ্যপুরাণ পদ্মপুরাণে ঐরূপ অর্থে উহা ব্যবহৃত হইত না। স্কন্দপুরাণীয় প্রভাস খণ্ডেও ঐরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—

"প্রার্থিতস্তু ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃশুভা

তাহার পর সরকার মহাশয় বলিতেছেন যে শাস্ত্রী মহাশয় অতিরিক্ত ব্যাকরণ চর্চ্চা করিয়া দেখিয়াছেন যে কায়স্থ শব্দের বৈয়াকরণিক অর্থ গ্রহণ করিলে পুরাণ তন্ত্রাদির ব্যাখ্যা উহার সহিত সামঞ্জস্য হয় না, এজন্য তিনি শাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া উক্ত শব্দের ব্যাখ্যার জন্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তীর "কায়স্থ প্রভু" নামক পুস্তকের ভৌগোলিক মতের উপর নির্ভর করিতে চাহেন। এইরূপ প্রকারে সরকার মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় দেশ হইতে উৎপন্ন কায়স্থ জাতির থিওরী খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন এবং তৎস্থলে কায়স্থের নাম নিরুক্তি এবং স্থাধাতুর সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, বহু প্রাচীন কালে যাঁহারা সমাজরূপ বিরাট দেহের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারাই কায়স্থ এবং উহা হইতে স্খলিত হইয়া ব্রাহ্মণাদি চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই থিওরী সত্য হইলে বেদ, মনুসংহিতাতে কায়স্থের নাম পাওয়া যাইত কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্রে কায়স্থের উল্লেখ পাওয়া যায়না। সরকার মহাশয় বলিতেছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এগার কোটি কায়স্থ ভারতে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু ঐ সময়ের শাস্ত্রে একটী কায়স্থের নাম ও আমরা দেখিতে পাইনা। সরকার মহাশয় তাঁহার কায়স্থ নামের নিরুক্তি কোন্ শাস্ত্র হইতে পাইলেন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি? কায়স্থ বর্ণ বিভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি ইহার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইনা। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি যে কায়স্থ পৌরাণিক জাতি, চিত্রগুপ্তের জন্মের পূর্ব্বে এই জাতির কোন অস্তিত্বই ছিলনা। আর্য্যগণ যখন বাহুবল দ্বারা হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত জয় করিলেন তখন একটী মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন হইল, সেই সময় বিরাট ক্ষত্রিয়জাতি দ্বিধাকৃত হইলেন। যথা— মসীজীবী ও অসিজীবী এইরূপ ভাবেই কায়স্থজাতির সৃষ্টি আমরা বুঝিয়া থাকি। সরকার মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসা ও চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে পারলৌকিক বিভাগ প্রাপ্ত চিত্র গার্গ্যায়ণি অথবা গাঙ্গায়ণী এবং সারস্বত চিত্র একই ব্যক্তি, ইহা প্রমাণ করিতে শাস্ত্রীমহাশয় অনেক ব্যাকরণ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু সরকার মহাশয় বলেন ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। আমরা বিশ্বাস করি, বৈদিক চিত্র এবং পৌরাণিক চিত্রগুপ্ত ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। সারস্বত চিত্র ও গাঙ্গায়নী চিত্রের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ ছিলনা। সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে আমি পুরাণের প্রিয় পাঠক ইহা সত্য। কেননা পুরাণ ব্যাসোক্ত শাস্ত্র, ইহা বেদের ন্যায় আপ্তবাক্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী যে ভ্রমাত্মক তাহা অনেকেই বুঝিয়াছেন কায়স্থ তত্ত্ব বিচার গ্রন্থ প্রণেতা সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিতেছেন "যে শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী একেবারেই অশ্রদ্ধেয়," কিন্তু কায়স্থ সভার নেতা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কায়-থিয়োরীর লাবণ্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে

তিনি উহা কায়স্থ সভার ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। সারদা বাবু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াও একটী মোটা কথা বুঝিলেন না যে বৈদিকচিত্র কখনও চিত্রগুপ্ত হইতে পারেন না। শাস্ত্রী মহাশয় গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণে গুপ্ত শব্দের যে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ পুরাণকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "চিত্র বাচা মায়াগুপ্তঃ চিত্রগুপ্ত স্মৃতো বুধৈঃ"এখনে গুপ্ত শব্দের অর্থ লুক্কায়িত রক্ষিত নহে। এই বৈদিক চিত্র পৌরাণিক চিত্রগুপ্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। বৈদিক চিত্রের দুই বিবাহ কিম্বা দ্বাদশটী পুত্র হইতে দ্বাদশ বংশধারা সৃষ্ট হয় নাই। পৌরাণিক চিত্রগুপ্তহ কায়স্থের আদিপুরুষ ও সূর্য্য আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেমন রঘুবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য কিন্তু আদি পুরুষ রঘু। স্মরকার মহাশয় এই বিষয় লইয়াও একটু গোলমাল করিয়াছেন। সারদা বাবুর বুঝা উচিত ছিল যে শাস্ত্রী মহাশয়ের থিওরী গ্রহণকরিলে তাঁহার শেষ জীবনের সমস্ত পরিশ্রম অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসী কায়স্থের সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থ দিগের মিলন শশবিষাণে পরিণত হয়। এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় জাতি তৎসম্বন্ধেও বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ সমাজের অনেক অপকার করিয়াছেন। আমরা তাহাকে এখন ও ক্ষান্ত হইতে মিনতি করি। সম্পাদক

ভারতীয় কায়স্থ মহা সম্মিলনী

১৩২০ সনের ২৯ শে চৈত্র রবিবারে প্রয়াগে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। এবার বিগত ১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার লাহোরে উক্ত মহা সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। গত বর্ষের সম্মিলনী সম্বন্ধে আমরা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠক ১৩২১ প্রতিভার বৈশাখ সংখ্যায় দৃষ্টি করিবেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম (১) বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত ভারতীয় অন্যান্য কায়স্থগণের বিবাহাদি আদান প্রদান সম্বন্ধে কোন ও প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই কেন; (২) যে বিভিন্ন ভাষা আমাদিগের মিলনের প্রধান অন্তরায় তাহার সমন্বয়ের কোন চেষ্টা দেখিনা কেন,? (৩) বিহার, উৎকল গুজ্জরাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্যের কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন? বর্ত্তমান বৎসরের সভায় দাক্ষিণাত্যের চান্দ্রসেনী প্রভু কায়স্থগণ উপস্থিত হননাই। বিহার, উৎকল ও গুজ্জরাষ্ট্রের কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না ফলতঃ এইরূপ সম্মিলনকে ভারতীয় কায়স্থের বিরাটমিলন বলা যাইতে পারে না।

২। এ বৎসর দুরন্ত শীতের সময় অধিবেশন হওয়ায় ফরিদপুর হইতে কোন প্রতিনিধি সুদূর লাহোরের সভায় যাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ আমরা কোন নিমন্ত্রণ পত্র পাই নাই। কোন বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে অনুরোধ করিয়াও সভার বিবরণ পাই নাই, তবে আমাদিগের বন্ধুবর যশোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় যিনি

সভার উপস্থিত ছিলেন তিনি লিখিয়াছেন:—বিগত ১৩ই পৌষ বুধবার দুই প্রহরের সময় আমরা লাহোর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমরা ৪ জন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোড়শীচরণ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী এবং আমি পাঞ্জাবের ভুতপূর্ব্ব চিফ্ কোর্টের জজ্ শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের, বাটীতে অতিথি হই; ঐ দিবস অপরাহ্নে সভাপতি শ্রীযুক্ত জোয়ালাপ্রসাদ মহোদয় আসিয়া ছিলেন। পর দিবস দুই প্রহরের সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। আশীর্ব্বাদ. বেদ মন্ত্র পাঠ, অভ্যর্থনা সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পন্ন হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহার অভিভাষণ পঠিত হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় প্রস্তাব সমিতি (Subject Committee) আরম্ভ হয়, প্রত্যেক দেশ হইতে ১২জন প্রতিনিধি দ্বারা উহা গঠিত হয়। বিধবা বিবাহের প্রস্তাব লইয়া খুব আন্দোলন হইয়াছিল, অনেক তর্কের পর উহা পরিত্যক্ত হয়। আন্তর্গণিক বিবাহ ও অন্যান্য প্রস্তাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের ন্যায় গৃহীত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ব্যতীত সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন, আগামী বর্ষের অধিবেশন প্রয়াগে হইবে স্থির হইয়াছে। বসন্ত বাবুর পত্রে আর কোন সংবাদ নাই।

৩। যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ৫ই জানুয়ারীর দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিলাম। ১৪ই এবং ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সম্মিলনীর অধিবেশন শেষ। [illegible] স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন।

৪। নিম্ন লিখিত [illegible]টী প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় নিজেই উপস্থাপিত করেন ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম। আমাদের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘ জীবন ও মহাসমরে তাঁহাদের বিজয় কামনা।

দ্বিতীয়। সম্রাট্ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় তদীয় পত্নীর ও পুত্রের পরলোকগমনে যে নিদারুণ মনস্তাপ পাইয়াছেন শ্রীভগবান্ সমীপে তাঁহার সান্ত্বনার প্রার্থনা।

তৃতীয়। নিম্ন লিখিত কায়স্থগণের পরলোকগমনে সভা শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) লক্ষ্ণৌ নিবাসী মাননীয় রায় শ্রীরাম বাহাদুর।
(২) স্বামী সুগণ আচার্য্য
(৩) মুন্সি গোবিন্দপ্রসাদ সহাই
(৪) স্যার তারকনাথ পালিত,
(৫) বরদাচরণ মিত্র
(৬) গোলাপচাঁদ শাস্ত্রী
(৭) শিবশঙ্কর সহাই,
(৮) দ্বারকাপ্রসাদ রায়
(৯) রায় দেবীচাঁদ সাহেব
(১০) বাবু আত্মা রাম
(১১) বাবু কালীপ্রসাদ
(১২) লেপটেনেণ্ট ডাক্তার সাধুনারায়ণ

এবং অন্যান্য কায়স্থ বীর সকল যাঁহারা আমাদিগের প্রিয় সম্রাটের কার্য্যে এবং স্বদেশের হিত কামনায় পাশ্চাত্য মহাসমরের নানা স্থানে সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য সভা শোক প্রকাশ করিতেছেন।

৪র্থ প্রস্তাবঃ—লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন সময়ে

ভারতবর্ষ যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

৫ম এবং ১৯শ প্রস্তাবঃ—উত্তর-পশ্চিম দেশীয় লেপ্‌টেনাণ্ট গভরনর স্যার জেমস্ মেষ্টন মহোদয়কে এবং পাঞ্জাব দেশস্থ লেপ্‌টেনাণ্ট গভরনর তাঁহাদিগের সুশাসন এবং সম্মিলনীর প্রতি সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত মহাত্মা এলাহাবাদ কায়স্থ-পাঠশালার কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত মহাত্মা সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়া কায়স্থ মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাবঃ—দেশের উন্নতিকর সর্ব্বপ্রকার বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত কায়স্থ জাতির একত্রে কার্য্য করা প্রয়োজন।

৭ম প্রস্তাবঃ—সভা আশা করেন যে ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিদ্যালয়ে কায়স্থ বালক-বালিকাগণকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়।

৮ম প্রস্তাবঃ—বিদ্যাশিক্ষার জন্য কায়স্থগণের বিদেশ যাত্রার কোন প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু যাঁহারা ইংলণ্ডে কিংবা আমেরিকায় যাইবেন তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার কোনরূপে ব্যতিক্রম না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৯ম প্রস্তাবঃ—ভারতের প্রধান প্রধান নগরে কায়স্থগণের বাসোপযোগী বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবেক।

১০ম প্রস্তাব :—বঙ্গদেশের বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ এবং বরপণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কন্যাবধাদ প্রথার সমূলে উচ্ছেদন।

১১শ প্রস্তাবঃ—কলিকাতাদি প্রধান প্রধান নগরে মহিলা-সমিতি সংস্থাপন।

১২শ প্রস্তাবঃ—ভারতবর্ষের নানাস্থানে কায়স্থগনের উন্নতিকল্পে সভা সমিতির-সংস্থাপন।

১৩শ প্রস্তাবঃ—প্রয়াগের পাঠশালার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

১৪শ প্রস্তাবঃ—শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।

১৫শ প্রস্তাব :—কায়স্থ জাতির উন্নতি-কল্পে ধনাগার স্থাপন।

১৬শ প্রস্তাব :—কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৭শ প্রস্তাবঃ—ভারতীয় কায়স্থ জাতি দ্বিজাতি; তদ্ধেতু সকলেরই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা, এবং বিবাহ অশৌচাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়াচারে নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

১৮শ প্রস্তাবঃ—প্রত্যেক কায়স্থ সংস্কৃত এবং হিন্দি শিক্ষা করিবেন, তাহা না হইলে এই বিরাট জাতির মিলন অসম্ভব।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ জাতির ইতিহাস প্রস্তুত জন্য বিংশতি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, আমরা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না, কেননা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক কায়স্থজাতির ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। পুনরায় আরো বিস্তৃতভাবে ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন হইলে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। তদনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই সভায় বহু বক্তৃতা এবং প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে জানি না।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান পৌষমাসের প্রতিভা প্রেসের লোকজনের অভাবে বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আশাকরি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। মফঃস্বলে প্রেস চালান বড় কঠিন ব্যাপার।

২। কায়স্থমহিলার দান।—আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রাপীড় গুহ মহাশয় তেজপুর জেলাস্থিত শ্যামগুড়ি চা বাগান হইতে লিখিতেছেন,—

"বিগত ১৭ই পৌষ রাত্রিযোগে আমার সহধর্ম্মিণী, ফরিদপুরের ভুতপূর্ব্ব উকিল স্বর্গীয় মথুরানাথ ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা সুরবালা দেবীর মৃত্যু হয় তাঁহার চরম কালের ইচ্ছানুসারে 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার' সাহায্যার্থে এককালীন দান ৫৲ টাকা পাঠাইলাম দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন। আমার স্বর্গত পত্নীর উদ্দেশে ফরিদপুর নিবাসিনী কোনও গুণবতী অনাথা কায়স্থ-মহিলাকে মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে "সুরবালাবৃত্তি" নামে একটী বৃত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় উক্ত বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া বাধিত করিবেন। আমি এক বৎসরের টাকা পাঠাইব ইতি।" আমরা ধন্যবাদের সহিত প্রতিভার সাহায্য ৫৲ টাকা গ্রহণ করিলাম। প্রতিভার গ্রাহক মহোদয়গণ উপযুক্ত পাত্রীর আবেদন পত্র বর্ত্তমান মাঘমাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইলে আমরা নির্ব্বাচন করিয়া বৃত্তি প্রদান করিব। এই প্রকার সাত্বিক দানে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। ভগবান্ সমীপে মৃত মহিলার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিতেছি।

৩। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-বিধবাদিগের জন্য কোন ধনভাণ্ডার নাই, অনেক দরিদ্রবিধবা সাহায্য অভাবে কষ্টপাইয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা কলিকাতায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ-সভা ঢাকা নগরীতে উক্ত উদ্দেশে ধনভাণ্ডার স্থাপিত করিলে কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

৪। "জাপান-প্রবাস" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত নব্য জাপান প্রকাশিত হইয়াছে। এবং সুপ্তজাপান যন্ত্রস্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যশোহর (Combfactory) ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

৫। ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভোমরাকাঁদি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঘোষবর্ম্মা বি, এ, মহাশয় লিখিতেছেন যে,—বিগত ২২শে কার্ত্তিক সোমবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উক্ত জিলান্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে ভুতপূর্ব্ব এক্জিকিউটীভ ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুর মহাশয়ের ভবনে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের যথাবিধি অর্চ্চনা হোমাদি সপ্তম বার্ষিক

অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূজান্তে পুরাণ পাঠ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিকে ভোজন করান হইয়াছিল। তদুপলক্ষে স্থানীয় উৎসাহী উপনীত কায়স্থ-মণ্ডলী নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের অবতারণা করিয়াছিলেন। দৈহিক অসুস্থ, মানসিক অশান্তি এবং অর্থের অসচ্ছল অবস্থাতেও স্বজাতির মঙ্গলকার্য্যে ভক্তিভাজন ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে এই পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। আ[illegible]ড় গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন উক্ত দিবসে উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রী[illegible]দাস মহাশয়কে যথাশা যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়াছেন।

৬। অদ্য ৮ই পৌষ মোতাবেক ইং ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার। অদ্য হইতে এক সপ্তাহ ৺কাশীধামে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ষষ্ঠাধিবেশন হইতেছে। ফরিদপুর হইতে "আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি"র সভাপতি মহাশয় উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা এম, এ, বি, এল মহাশয়ের নিকট কয়েকখানি আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছে এবং যাহাতে ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থলে কায়স্থগণকে উৎপীড়ন করিতেছেন, তাহার অবসান করিবার জন্য উক্ত সভাপতি মহাশয় ধর্ম্মমহামণ্ডলের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থকে চৈত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় (মসীজীবী) কায়স্থ বলিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সমাজে ঘোষণা করিয়া দেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ প্রকৃতপক্ষে দ্বিজ ও উপনয়নার্হ।

৭। উক্ত মুদ্রিত আবেদন পত্রের কয়েকখানি কাশীধামে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বিশ্বাসবর্ম্মা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া উক্ত মহামণ্ডলের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। বেণীমাধব বাবু আবেদন পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দিলাম,—

"যে দিবস আপনার পত্র ও আবেদন পত্রগুলি প্রাপ্ত হই, তাহার পর দিবস আমি নিজে "ভারতমহামণ্ডলী" সভাতে যাইয়া শুনিলাম যে মিত্র মহাশয় তাহার পূর্ব্বদিবস কাশী হইতে লাহোরে কায়স্থসভায় গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে না পাইয়া আপনার আবেদন পত্র শ্রীমান্ দয়ানন্দজী বি, এ মহাশয়ের হস্তে দিয়াছি। তিনি উহা পাঠ করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন এই মহামণ্ডলে সামাজিক কোন বিরোধের মীমাংসা হইবেক না; লক্ষ্ণৌতে সনাতন ধর্ম্মমণ্ডলের অধিবেশনে স্বামীজী মহাশয় এই আবেদন পত্রের আলোচনার চেষ্টা করিবেন। ইহার অধিক করিতে হইলে বক্তার প্রয়োজন; আপনি নিজে আসিলে কিংবা কায়স্থসভার পক্ষ হইতে কোন প্রচারক আসিলে বক্তৃতা দ্বারা সভ্য মণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারিলে আপনার আবেদন পত্রের পর্য্যালোচনা এই মহামণ্ডলের অধিবেশনেই হইতে পারিত। এখন উক্ত স্বামিজী মহাশয় লক্ষ্ণৌতে যাইয়া যদি কিছু করিতে পারেন তবে সুফল হইবার সম্ভব।"

৭। "ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ষষ্ঠাধিবেশন ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং ভারতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ও মহাত্মাগণ সমবেত

হইয়া রুদ্রযজ্ঞ ইত্যাদি বিপুল আয়োজনে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মহামণ্ডল হইতে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠাইলাম। মহামণ্ডল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সভা হইতে যে প্রতিবাদ সকল কাশীধামে বাহির হইয়োছে তাহাও পাঠাইলাম। আপনার আবেদন পত্রখানি ব্রাহ্মণ সভায় দিলে মন্দ হয় না।" কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ সভায় আমাদের আবেদন পত্র উপস্থিত করিবার জন্য উক্ত বিশ্বাস মহাশয়কে ও ৺কাশীধামস্থ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী মহাশয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৮। জাতীয় মহাসমিতি।—The Indian Congress আগামী ১২ই পৌষ মোতাবেক ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে বোম্বাই নগরে উক্ত মহাসমিতির একটী বার্ষিক অধিবেশন হইবে। উহাতে স্যার সত্যপ্রসন্ন সিংহ কে, সি, এস, আই, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ইনি বীরভূম নিবাসী একজন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ—আমরা আশা করি সমিতির এই অধিবেশনে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

৯। বালিকার আত্মহত্যা। গত ২৪সে অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ণে হাওড়া জেলান্তর্গত শিবপুর গ্রামে স্নেহলতা নাম্নী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী বালিকা নিজ বস্ত্রে ক্রাশিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করতঃ আত্মহত্যা করিয়াছে। অর্থাভাবে তাহার পিতা মাতা তাহাকে বিবাহ দিতে নাপারায় তাঁহাদিগকে বিষম-পণ-দায় হইতে মুক্তি দিবার জন্য বালিকা ছাদে উঠিয়া ঐ প্রকার ভাবে অগ্নিতে জীবনাহুতি দিয়াছে। এই প্রকার আত্মহত্যা যে উদ্দেশ্যেই হউকনা কেন অত্যন্তক্ষোভকর। বালিকাগণকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা না দেওয়ায় ইহাই তাহার বিষময় ফল। বালিকা আত্মহত্যা না করিয়া বিবাহ না করিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত, কারণ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করিলে তাহার পিতা মাতর কোনই নিন্দা হইতনা অধিকন্তু সকলেই ধন্য ধন্য করিত।

১০। গীতার ব্যাখ্যা। মন্দালয়ে (Mandeley) অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় গীতার একখানি ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছেন। মারহাট্টা, তামিল ও ইংরাজী ভাষায় উহা অনূদিত হইতেছে। উহার বঙ্গলা অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। উক্ত পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পদকাদি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের সাধু প্রস্তাব অনুসারে প্রবন্ধ লেখক গণকে অর্থদানে উৎসাহিত করিবার প্রস্তাব উক্ত পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থকার অর্থাভাবে তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের সাহায্য করিলে পরিষদের অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। উক্ত পরিষদ বাটীর ঠিকানা ২৪৩।১ নং অপার সার্কুলাররোড, কলিকাতা।

১২। আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বিগত এক মাসের মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রতিভা সম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন। অমরেন্দ্র বাবু যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কেবল মাত্র চত্বারিংশ বর্ষে পরলোকে গমন করিয়াছেন, ইহারা কেহই কায়স্থের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন নাই। যজ্ঞোপবীত ধারণ, ত্রি সন্ধ্যা পূজা ও উপাসনা যে আয়ুবর্দ্ধক তৎপ্রতি কেহ কি সন্দেহ করেন। উপনয়নের সময় আচার্য্য মাণবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—

"আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রম্।
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥"

উক্ত মহাত্মাদ্বয় যদি শাস্ত্রবিধি উল্লেঙ্ঘন না করিয়া জীবনের যথাকালে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়া কায়স্থের স্বধর্ম্ম পালন করিতেন তবে কি তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী এই পুত্রদ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকে সমাচ্ছন্ন হইতেন ?

১৩। হিমালয়ের ক্রোড়ে হরিদ্বার নগরের সান্নিধ্যে একটী প্রাকৃতিক রমণীয় স্থানে পাঞ্জাবের কৃতি পুত্র মহাত্মা মুন্সিরাম গুরু কুল নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন শিক্ষা দেওয়া হয়, গুরুকুলের ছাত্রবৃন্দ গ্রীষ্মাবকাশে অভিজ্ঞতার অন্বেষণে "সরস্বতী" যাত্রা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে কি ভারতের অন্য কোনও স্থানে এই প্রকার শুভ যাত্রার অনুষ্ঠান কুত্রাপি হয় না। আমরা আশাকরি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ছাত্রগণের জন্য গ্রীষ্মাবকাশে এই প্রকার তীর্থ যাত্রার বন্দোবস্ত করিবেন।

১৪। শক্তি পূজায় ছাগাদি পশু বলিদান। বঙ্গদেশে দেব দেবীর পূজোপলক্ষে যে প্রকার নির্দ্দয় ভাবে ছাগ ও মহিষাদি পশু বলিদান দেওয়া হয় তৎ সম্বন্ধে ভারতীয় সমগ্র পণ্ডিতগণ সমস্বরে বলেন যে উহাতে পাপ বৈ পুণ্য হয় না। ইহাদের মতে তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আহারের লোভে পশু হনন করিয়া কোটী কল্প পর্য্যন্ত নরকে বাসকরেন ইত্যাদি। এই বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আমরা বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

বর্ষ শেষ শেষ ০

সানুনয় নিবেদন এই যে 'আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার' ১৩২১ এবং ১৩২২ সনের চাঁদা যাঁহাদের বাকী আছে তাঁহারা যেন দয়া করিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এই উপায়ে আমাদের ভি, পি, করিবার পরিশ্রম এবং উহা ফেরত আসিবার জন্য ক্ষতি, হইতে আমরা অব্যহতি পাইব। আশাকরি, গ্রাহক মহোদয়গণ 'প্রতিভার' প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। সদকম্প।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। | মাঘমাস, ১৩২২ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কায়স্থ।

জ্ঞান চর্চ্চার দিক হইতে দেখিতে গেলে বাঙ্গলার বর্ত্তমান যুগকে ঐতিহাসিক গবেষণার যুগ বলা যাইতে পারে। দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর প্রাগ্‌ভাগ ঐতিহ্য চর্চ্চার যুগ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে। আমাদের দেশের ইতিহাস নাই। বাঙ্গলার পূর্ব্বতন হিন্দু নৃপতিগণের ইতিহাস, আমাদের পূর্ব্বতন সমাজ, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ইতিহাস কেহ কখনও ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই অভাব অনুভব করিয়া দেশের বিদ্বান, মনস্বী ও ধনবান্ ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে ও ইতিহাস সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছেন। কলিকাতা সাহিত্য পরিষদের অনুকরণে উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক পরিষদেরই প্রধান লক্ষ্য ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার, লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুদ্ধার এবং তাহার সাহায্যে পুরাতন সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস প্রকটন। রাজসাহীর "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" পুরাতত্ত্বের উদ্ঘাটনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি রাঢ়ের কৃতী সন্তানগণও "রাঢ়ানুসন্ধান সমিতি" স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে যে বঙ্গভূমির নাম হইতে বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, মিথিলাব্যাপী সমগ্র ভূখণ্ডের "বঙ্গদেশ" ও পরে "বেঙ্গল" নাম হইয়াছে, তাহার গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের সম্যক অনুসন্ধান ও আলোচনার জন্য "বঙ্গানুসন্ধান সমিতি" শীঘ্র স্থাপিত হইবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। বর্ত্তমান সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে, আমরা বঙ্গদেশের নানাজাতির পূর্ব্ব ইতিহাসও ধীরে ধীরে অবগত হইতে পারিয়াছি। কায়স্থজাতির পক্ষে ইহা বিশেষ

আনন্দের বিষয় যে, যতই তত্ত্বানুসন্ধান হই-হইতেছে ততই তাহার পূর্ব্ব গৌরবের প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকল কথা আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। এস্থলে কেবল বৈষ্ণব-সাহিত্য অবলম্বনে কায়স্থজাতির পূর্ব্বকথার সংক্ষেপ উল্লেখ করিব।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তদীয় "চৈতন্য ভাগবতের" মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার প্রসঙ্গে যম, চিত্রগুপ্ত ও কায়স্থের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"প্রভু স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ॥
চিত্রগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
কিবা এ দু'য়ের পাপ কিবা উপশম॥
চিত্রগুপ্ত বলে শুন ধর্ম্ম মহারাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে কিবা আর কাজ॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি একমাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি॥

* * *

এ দু'য়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়ে॥

* * *

কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকী উদ্ধার যত এই তার সীমা॥
স্বভাব বৈষ্ণব যম মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবত ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাশরিলা ততক্ষণ॥

* * *

যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ
মালসাট পুরি পুরি ধায়॥"

মহাপ্রভু জগাই মাধাইর উদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া যম চিত্রগুপ্তকে তাহাদের কি পাপ এবং তাহা খণ্ডনের কি কি উপায় আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রগুপ্ত উত্তর করিলেন—"তাঁহাদের পাপের ইয়ত্তা করাও অসম্ভব। একলক্ষ কায়স্থ এক মাস লিখিলেও উহাদের পাপ-বৃত্তান্ত শেষ করিতে পারিবে না। উহাদের নিত্য নূতন পাপের কথা লিখিয়া কায়স্থগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এমন মহাপাপীকেও মহাপ্রভু উদ্ধার করিলেন! ধর্ম্মরাজ! এমন পাপীর উদ্ধার আর কেহ কখনও দেখে নাই।" মহাপ্রভুর অপার করুণার কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইলেন। তখন পরম ভাগবত চিত্রগুপ্তও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

পুরাণেও কায়স্থদিগের এইরূপ কর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গরুড়পুরাণের উত্তর খণ্ডে ১৯ অধ্যায়ে এই বচনটী আছে।

চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানাস্ত বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥
(সোসাইটী ও বঙ্গবাসী সংস্করণ)

যমলোকে বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে। তথায় কায়স্থগণ সকলের পাপ-পুণ্য দর্শন করেন। যাঁহারা যমলোকে নিখিল প্রাণীর পাপ-পুণ্য অবধারণের অধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ ভূলোকের নৃপতিসভায় ও ধর্ম্মাধিকরণে কর্ত্তব্যাধারণ ও বিচার কার্য্যের প্রধান সহায় হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ইহা আর্য্য-সমাজে কায়স্থজাতির উচ্চ আসনেরই পরিচায়ক।

অতঃপর আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে কায়স্থকুলজাত কতিপয় লোকোত্তর মহাপুরুষের উল্লেখ করিব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মোদ্যানের এক উত্তুঙ্গ মহীরুহ। ইনি তরুণ বয়সেই অশেষ ভোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণকুল-গৌরব শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত "চৈতন্যচরিতামৃতে" তাঁহার কথা এইরূপ উল্লিখিত আছে:—

মধ্যখণ্ড, ১৬ পরিচ্ছেদে—

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ, ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
সেই গোবর্দ্ধন পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হইতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥

আবার অন্ত্যখণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলিতেছেন—

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জেঠা আন নহে পাইবে যাতনা॥
মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।
মনে ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে।
বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর॥

"সপ্তগ্রাম মুলুকের তুরুক চৌধুরী" রঘুনাথকে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার বাপ জেঠা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে আনিয়া দেওয়ার জন্য পীড়ন করিতেছেন, তাঁহাকে মারিতে আনিয়াও মারিতে পারিতেছেন না। কি[illegible] শাস্ত্র বুদ্ধিকে অন্তরে ভয় করিতেছে [illegible] প্রাচীন কাল হইতেই লেখনীজীবী কায়স্থজাতি বুদ্ধির জন্য ভারত প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের ইতিহাসে এবং পশ্চিম ভারতের নানা উপকথায় কায়স্থ-বুদ্ধির বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই কায়স্থ-বুদ্ধি বঙ্গদেশের রাজা প্রজা সকলের ভয়ের কারণ ছিল।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ৬টী গোস্বামীর নাম প্রসিদ্ধ আছে—

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

এতন্মধ্যে কায়স্থ রঘুনাথ সাধনৈশ্বর্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তদীয় চৈতন্যচরিতামৃতের দশম পরিচ্ছেদে বলিতেছেন:—

মহাপ্রভুর যত লীলা বাহির অন্তর।
দুইভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥"

রূপ সনাতন দুই ভাই কায়স্থ রঘুনাথের মুখে মহাপ্রভুর লীলামৃত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী কেমন প্রগাঢ় প্রেমভক্তি সহকারে বলিতেছেন:—

"সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার"

কায়স্থ রঘুনাথ কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগাভক্তির গুরু। "চৈতন্যচরিতামৃতের" প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অন্তেই তিনি লিখিয়াছেন

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

এক্ষণে আর একখানা বৈষ্ণব-গ্রন্থ

হইতে কায়স্থকুলপাবন নরোত্তম ঠাকুরের পরিচয় প্রদান করিতেছি। (ক) ১৫৫২ শকে শ্রীখণ্ডবাসী "অম্বষ্ঠকুলজাত" শ্রীমন্নিত্যানন্দ দাস "প্রেমবিলাস" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা দশহাজার শ্লোকে, সার্দ্ধ চতুর্বিংশ বিলাসে সম্পূর্ণ। ইহার ১০ম, ১১শ, ১৯শ ও ২০শ বিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। (খ) নরোত্তম বৈষ্ণবশাস্ত্রে "ভগবানের আবেশ অবতার" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ দেবের পর বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে এত বড় মহাপুরুষ আর কেহ আবির্ভূত হন নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে উক্ত আছে যে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠরবে আকুল হইয়া গৌরাঙ্গদেব, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ শ্রীবাসাদি সহ আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও ব্রজগোপীগণ সহ আবির্ভূত হইয়া ব্রজলীলার পুনরাভিনয় করিয়াছিলেন। "প্রেমবিলাসে" বর্ণিত আছে, কামরূপ রাজ্যান্তর্গত এগার সিন্দুর লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর পুত্র রূপচন্দ্র, নবদ্বীপ ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভারত-বিজয়ী পণ্ডিত হন। তখন শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের অসামান্য পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া রূপচন্দ্র জিগীষা পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার অভিপ্রায় শ্রবণ মাত্র পরমভাগবত রূপ-সনাতন বলিলেন—"বিচারে প্রয়োজন নাই, আমরা পরাস্ত হইয়াছি, আপনিই জয়ী হইয়াছেন।" রূপচন্দ্র তাঁহাদিগকে বিচারভীরু সামান্য পণ্ডিত মনে করিয়া চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে রূপের শিষ্য জীব গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জীব তাঁহার মুখে গুরুর নিন্দা শুনিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমাগত ৬ দিন বিচারের পরে জীব অদ্বৈতবাদী রূপচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া করিয়া দ্বৈত ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। তৎপর রূপচন্দ্র শ্রীজীবের অনুগ্রহে রূপ-সনাতনের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল, "রূপচন্দ্র গৌড়দেশে যথাকালে নরোত্তমের নিকট কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিবে। তোমরা আপাততঃ তাহাকে কেবল হরিনাম প্রদান কর।" তখন নরোত্তমের জন্ম হইয়াছে,

(ক) রঘুনাথ ও নরোত্তম ব্যতীত, কুলীন গ্রামবাসী "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা শ্রীল মালাধর বসু, চট্টগ্রামবাসী ভক্তপ্রবর মুকুন্দরাম দত্ত ও বাসুদেব দত্ত এবং উত্তর রাঢ়ীয় বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর ও মাধব ঘোষ ঠাকুর প্রমুখ কায়স্থ মহাজনদিগের নামও বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ আছে। "কুলীন গ্রামের কুকুরটিও আমার প্রিয়।"—মহাপ্রভুর এই সভায় প্রেমব্যঞ্জক বাক্য মালাধরকে চিরদিন ভক্তকুলে বরেণ্য আসন প্রদান করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সকল ভক্তগণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করি নাই। লেখক।

(খ) নরোত্তম ঠাকুরের চরিত্র কথা তদীয় শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিত "নরোত্তম চরিতে" সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তম রচিত "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" অতি উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ। লেখক।

কিন্তু তখনও তিনি বালক। কিয়দ্দিন পরেই যে ভক্তি মন্দাকিনী খেতরী হইতে বহির্গত হইয়া গৌড়ভূমি প্লাবিত করিবে, তাঁহার ক্ষীণধারাও তাবৎ প্রবাহিত হয় নাই। রূপচন্দ্র অগত্যা ভাবী গুরুর পাদানুধ্যান করিতে করিতে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বহু ঘটনা পরম্পরা অতিক্রম করিয়া নরোত্তমের স্বজাতি রাজা নরসিংহ রায়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে একদিন কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন :—

"কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
ব্রাহ্মণের মন্ত্র দিয়া কৈলা সর্ব্বনাশ॥
কি কুহক জানে সেই নরোত্তম দাস।
বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিষ্য হইল তার পাশ॥
ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা কর মহাশয়।
মো সবারে লইয়া চল তাঁহার আলয়॥
শাস্ত্রের বিচার করি তারে পরাজিব।
ভয়েতে পাইয়া তিঁহো পলাইয়া যাব॥"

রূপচন্দ্র ব্রাহ্মণদের উক্তি শুনিয়াই আনন্দে বিভোর হইলেন। ভাবিলেন, এইবার বুঝি ভাগ্যোদয় হইল, ঠাকুর নিজগুণে আমাকে আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার উপদেশে নরসিংহ রায় পাত্র মিত্র ও পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতবর্গ সমভিব্যাহারে খেতরী যাত্রা করিলেন। খেতরীর সন্নিহিত কুমরপুরে নরোত্তমের শিষ্য গণের সহিত তাঁহাদের বিচার হইল। বিচারে পরাজিত হইয়া পণ্ডিতগণ পলায়নোদ্যত হইলে রূপচন্দ্রের উপদেশে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন এবং অবিলম্বে নরোত্তমের শরণাপন্ন হইলেন। নরোত্তম সকলকেই কৃষ্ণমন্ত্র দানে কৃতার্থ করিলেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার অগণিত শিষ্য-শাখার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রেম-বিলাস বলিতেছেন ;—

"নরোত্তম রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন।
তিঁহোতে করিলা সর্ব্ব ভুবন পাবন॥"

তৎকালের অনেক বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সকল অভিমান ভুলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছেন। রাজ মহলের চাঁদরায়ের ন্যায় প্রতাপশালী দস্যু, রাজা বীর হাম্বিরের ন্যায় বলদর্পিত পুরুষ (গ) রাজা নরসিংহ রায়, রাজা গোবিন্দ-রাম প্রভৃতি তৎকালের কত সমৃদ্ধ জমিদার তাঁহার কৃপালাভ করিয়া বিষয়ানুরাগ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রেম-বিলাসে ৯৬টী শ্লোকে নরোত্তমের শিষ্যশাখা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২০টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আর শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়।
গঙ্গা পদ্মার সঙ্গম গোয়াসে আলয়॥
রাঢ়ী শ্রেণী বিপ্র তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
যার শিষ্য উপশিষ্য ব্যাপিল ভুবন॥
আর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
গঙ্গাতীরে গাম্ভিলা গ্রামেতে বসতি॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচশত পড়ুয়ার নিত্য অন্ন কৈলদান॥
* * *
কৃষ্ণসিংহ বিনোদ রায় কাশু চৌধুরী।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে যেঁহো বলি হরি হরি॥
রাজা গোবিন্দ রায় আর বসন্ত রায়।
প্রভুরাম দত্ত শাখা আর শীতলরায়॥

(গ) রাজা বীর হাম্বির শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্র শিষ্য।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
দুষ্ট পাষণ্ডী দস্যু দেশ লুটি খায়॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম তারে কৃপা কৈল।
পরে হরিদাস নাম তাঁহার হইল॥
রাঘবেন্দ্র রায়ের হয় দুইত কুমার।
মহা দস্যু রাজদ্রোহী দুষ্ট দুরাচার॥
জ্যেষ্ঠ চাঁদরায় কনিষ্ঠ শ্রীসন্তোষ রায়।
তাঁহাদের করিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয়॥
পরে দুইভাই পরম বৈষ্ণব হইলা।
অনায়াসে সকল বিষয় ত্যাগ কৈলা॥
নরসিংহ রায় বহু পণ্ডিত আনিলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয় সবে কৃপা কৈলা॥
বহুনাথ বিদ্যাভূষণ ভক্তিরসময়।
কাশীনাথ তর্কভূষণ ভক্তিরসাশ্রয়॥
হরিদাস শিরোমণি সর্ব্বগুণ ধাম।
দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন সদালয় হরিনাম॥
শিব নারায়ণ বিদ্যাবাগীশ পরম সুধীর।
চন্দ্রকান্ত ন্যায় পঞ্চানন ভক্তিরসে স্থির॥

* *

আর শাখা বিষ্ণুদাস কবিরাজ ঠাকুর।
বৈদ্য বংশ তিলক বাস কুমারনগর॥
আর শিষ্য মুকুট মৈত্র সর্ব্বলোকে জানে।
ফরিদপুর বাড়ী তাঁর কহে সর্ব্বজনে॥

* *

কাশীনাথ ভাদুড়ী রামজয় মৈত্র আর।
নারায়ণ সান্যাল আর মিশ্র পুরন্দর॥
বিধু চক্রবর্ত্তী আর কমলাকান্ত কয়।
যদুনাথ বৈদ্য আর মিশ্র হলধর॥"

এই রূপ ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃথ সর্ব্বজাতীয় কতশত ধর্ম্মপিপাসু নরনারী নরোত্তমের নিকট কৃষ্ণ মন্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। নরোত্তম খেতরী-নিবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কৃষ্ণানন্দ দত্ত মজুমদারের পুত্র। প্রেম বিলাসে আছে:—

"নরোত্তম কায়স্থ কুলোদ্ভব হয়।
শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়॥

বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে বঙ্গীয় কায়স্থগণ বৈদিক সংস্কারাদি ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ কাল উপনয়ন সংস্কার রহিত থাকায় তাঁহারা অনেক স্থলে শূদ্র বলিয়াও অবজ্ঞাত হইয়াছেন। (খ) সুতরাং যখন ব্রাহ্মণ সন্তানগণ নরোত্তমের শিষ্য হইতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রতিও এই অপবাদ আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকই তাঁহার অলৌকিক আকর্ষণের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্মের রাজ্যে ধার্ম্মিকই বড়, ভক্তির রাজ্যে ভক্ত ও গুণীই বড়; তথায় জাতি বিচার নাই, সেই একদিন গিয়াছে যে দিন ধর্ম্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ কায়স্থ মহাজনগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণও শিষ্যগণ এখনও"নরোত্তম ঠাকুরের পরিবার"বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। মহাপ্রভুর পার্ষদ পরম ভক্ত হরি হোড়ের বংশধরগণ বহুকাল যাবৎ গুরুতা ব্যবসায়ী ছিলেন। পানড়ার কায়স্থ গোস্বামীদিগের

(খ)গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তন্ত্যজন্তু যজ্ঞসূত্রং পারত্রীক তথা পুনঃ॥
ততঃ কালে গতেচাপি আগমাদীক্ষিতা ভবন্।
তান্ত্রিকান্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ॥
তথাতু শূদ্র ধর্ম্মাস্তে খ্যাতাস্ত প্রভৃতি শাসনাৎ॥
ঘটক কারিকা।

এবং সিংহরাগীও কাওয়ালি পাড়ার রামানন্দ বসু ঠাকুরের বংশধর গণেরও অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। তাঁহারা এখন কায়স্থ গুরু পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গুরু অবলম্বন করিতেছেন। যাঁহারা নরোত্তম ঠাকুরের পরিবার বলিয়া এক সময়ে গৌরব বোধ করিতেন, তাঁহারা এখন কায়স্থ শিষ্য বলিয়া সমাজে নিন্দিত হইতেছেন। আমরা জানি কোন কোন কায়স্থ গুরুবংশও ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে পদধূলি দিতে হয় বলিয়া গুরুতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কায়স্থদিগের উপনয়ন সংস্কার বর্ত্তমান থাকিলে এমন প্রতিক্রিয়া কখনও হইত না; এমন দীনতা, আত্মশক্তিতে এমন অবিশ্বাস কখনও উপস্থিত হইত না। (ঙ) অতঃপর আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ক্রমশঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

শ্রীগৌরকথা।

"যার মনে লেগেছে যারে তারে ভজুক তারাগো।
মোর মনে লেগেছে কেবল শচীর দুলালগোরাগো ॥"

(পদাংশ—নরহরি ঠাকুর)

আহা! 'শ্রীগৌরাঙ্গ' এই নামটীতে কত মধু লুকান আছে তাহা আর কি বলিব। প্রেম অবতার নিমাইচাঁদের নামে সত্বই প্রেমোদয় হয়। জগদ্গুরু কতরূপে কতবার তিনি

(ঙ) হায়! হায়!! কি অশুভক্ষণেই আমাদিগের কায়স্থজাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ অশোকাদি বৌদ্ধ সম্রাটগণের সময়ে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব চিহ্ন স্বরূপ সাবিত্রী ও যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণদিগের সম্মান রক্ষার্থে বৌদ্ধ রাজন্যদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই কায়স্থের বিক্রম তৎসঙ্গে তাহাদিগের শাস্ত্রালোচনা আত্মসম্মান, জ্ঞান এবং জাতীয় গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কায়স্থগণ নিরুপবীত অবস্থায় সমাজে বাস করিতেছেন তাঁহারা ব্রাহ্ম কি থিয়সফিষ্ট কি বৈষ্ণব কি বিলাত প্রত্যাগত সিভিলিয়ান, ডাক্তার যে কেহ হউন না কেন যাঁহারা কায়স্থবলিয়া পরিচয়দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে সাবিত্রীর সহিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া কায়স্থ সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন। আজ ৪০০শত বর্ষ অতীত হইয়াছে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময়ে কায়স্থদিগের যে গৌরব ছিল তাহা অদ্য শ্মশানে বিলীন হইয়াছে।

সম্পাদক

আসিয়াছেন, কত দেশের উপর দিয়া ভক্তির বন্যা বহাইয়াছেন। যে দেশ তাঁহার জন্য যে ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল তিনি তথায় সেইভাবেই, উদিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্ম রাজ সহোযো প্রচারিত হইয়াছিল। অন্ততঃ তাৎকালীন রাজাদের চেষ্টাতেই বহুদূর বিস্তৃত হইতে পারিয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্মকে প্রেমের পুষ্প বিকীর্ণ পথের পরিবর্ত্তে রাজশক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল; তাহা আপনারা সকলে অবগত আছেন। প্রেমের পথ স্বতঃ প্রসারিত। উহা প্রবল উচ্ছাসে দুকূল প্লাবিয়া ছুটিয়া যায়। ইহার নিমিত্ত আর কোন সাহায্যের আবশ্যক করে না। এই অনন্ত-প্রবাহিনী প্রেম বন্যা এক দিন শান্তিপুর ডুবুডুবু করিয়া নদীয়া ভাসাইয়া নর-নারীর চিত্তকে যুগবৎ প্রেমভক্তি মিশ্রিত অনুরাগের বন্ধনে বান্ধিয়া ফেলিয়াছিল। কাহারো কোন সাহায্যের আবশ্যক হয় নাই।

২। কনক হিমাচল ভেদিয়া প্রেম-মন্দাকিনী যখন তরঙ্গ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন পরিমিত-বল-মাতঙ্গ আর তাহার গতিরোধ করিয়া কি করিবে।

৩। যে মহান্ ও সর্ব্বোচ্চ সমাজে পবিত্র জাতির মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই হিন্দুজাতি প্রতিমুহূর্ত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবিত আছে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমরা চলচ্ছক্তিহীন। আমরা নানাভাবে এই ধর্ম্মকেই ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছি।

৪। জ্ঞানী এবং ভক্ত ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ভক্তই যে শ্রেষ্ঠ ইহার মধ্যে আর কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। জ্ঞানপথের একটা সীমা আছে। এই অনন্ত বিশ্ব-সাগরের কূল পর্য্যন্তই তাহার সীমা। তাহার পর আর তাহার গতি নাই। কিন্তু ভক্তের গতি সেই পথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত।

৫। আবার ভক্তের অন্তঃকরণ কত বড় বিরাট দেখুন। সাধারণতঃ সমুদ্রকেই আমরা বৃহৎ বলিয়া জানি। কিন্তু অগস্ত মুনি সেই সমুদ্রকে এক গণ্ডুষে পান করিয়াছিলেন। অগস্ত মুনিকে কত ক্ষুদ্র নক্ষত্র রূপে আকাশে দেখিতে পাই। তবে আকাশই বড়, না তাহাও নহে, কেননা ভগবানের এক পদেই সে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অতএব সেই রাতুল চরণ খানি সব চেয়ে বড়। কিন্তু পায়ের চেয়ে যাঁর পা তিনি ত আরও বড়। তবে কি তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইলেন? না তাহাও নহে। কেননা ভক্ত যে তাঁহার সেই চিরসুন্দর শ্রীমূর্ত্তি নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূজা করিতেছেন। অতএব ভক্তের অন্তঃকরণই সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল। শ্রীভগবানও তাহার ভক্তের মান বাড়াইয়া বলিতেছেন—মদ্ভক্ত পূজাভ্যাধিকা। অর্থাৎ আমার ভক্ত আমাপেক্ষাও পূজনীয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ নমে ভক্তাশ্চতেজনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তেমেভক্ততমামতাঃ॥

(আদিপুরাণ)

অর্থাৎ হে পার্থ যাহারা কেবল আমার ভক্ত

তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে। আমার ভক্তের ভক্তই আমার শ্রেষ্ঠতম ভক্ত। (ক)

৬। শ্রীভগবানের প্রেম মাধুর্য্যে যাঁহার হৃদয় নিয়ত: হিল্লোলিত তাঁহার ন্যায় আর ভাগ্যবান কে ? মানব-হৃদয়ে যখন প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় তখনই তাহা বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়া শ্রীভগবানকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এমন লোক অনেক আছেন যাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে এই প্রেমের মাহাত্ম্য যথার্থ উপলব্ধি হয়। আর চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে কি যে এক মহান্ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

৭। এই মধুর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে কত সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে এবং ইহার গভীরতা ও সমগ্রসারতা যত অধিক তত আর জগতের কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইবে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কত অভ্যন্তরে ইহাদের গতি, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। উদারতাতেও ইহা অনন্যসাধারণ। ইহার মধ্যে উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান রহিত। শ্রীমুখের বাণী :—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা দেন নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি ॥

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥

ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ইহার ফলে যে কত জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার সাধন হইয়াছিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

৮। ইহার পরে প্রভুর শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি অনুজ্ঞা শ্রবণ করুন :—

একদিন শ্রীগৌর সুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেম-সুখে ॥
তুমিও থাকিলে যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মূর্খনীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥
ভক্তি রস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্তে করিলে ॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও ॥

(ক) শ্রীভগবান্ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে (ধ্যান-যোগে) বলিয়াছেন :—

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী,
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকোযোগী,
তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং, মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতেযোমাং, সমেযুক্ততমোমতঃ ॥ ৪৭

অর্থাৎ তপস্বিগণ; কর্ম্মিগণ ও জ্ঞানিগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগিদিগের মধ্যে মদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠতম। অতএব মদ্ভক্তভব প্রভাবঃ। সম্পাদক।

সংখিত যত জন।
দয়া সংসারে মোচন॥
শ্রী পাদ নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
... দেশে দেশে ... প্রস্তুপে॥
... অন্ত্যখণ্ড ... অধ্যায়)

... প্রভু আমার পাঠক ... কি অপরিসীম দয়া। পাপীর দুঃখে এত করুণার ধারা আর কাহারও চক্ষে বহে নাই।

৯। হরি ভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া তিনি বলিতেছেন :—

চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ,
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ।

সেই অভয়চরণ কমল আশ্রয়ে থাকিয়াই যবন হরিদাস প্রভৃতি অমন মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া ছিলেন।

প্রভুর চির আদেশানুবর্ত্তী নিতাই জীবগণকে কিরূপ সহজ সুন্দর ভাবে নাম লইতে বলিয়াছেন।

নিতাই কান্দিয়া কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বলি গৌরহরি॥
(লোচন দাসের পদ)

দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া নিতাই কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, ভাই! একবার কৃপা করিয়া গৌরনাম উচ্চারণ করিয়া আমাকে প্রেম ঋণে কিনিয়া লও। আবার কখন বলিতেছেন :—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ সেই আমার প্রাণ॥
(লোচন দাস)

আর সেই প্রেম মন্দাকিনী ধারায় স্নাত হইয়া বাঙ্গলার অনেক হটকারি রাজার কোপে পতিত একটী জাতি ধন্য হইয়া নব জীবন লাভ করিল। চির রসময় শ্রীগৌর সুন্দরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য দেবতা। প্রিয়তম পাঠক ইহগোষ্ঠি মিলিয়া সেই কনক চম্পক কান্তি শ্রীগৌর সুন্দরের চরিত কথা আলোচনা করিয়া দেখুন। প্রাণের মাঝে কি অকৈতব প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠিবে। সেই প্রেমময়ের নাম যে অখিল প্রেম-ময়।

১০। শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধ-মাধব নাটকের প্রথম অঙ্কে কিরূপ অল্প কথায় এই নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন দেখুন :—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিংবিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণ ক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনীবিজয়তে:সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাংকৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী

শ্রীল যদুনন্দন দাস মহাশয় ইহার যে সুমধুর বঙ্গ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন রস লোলুপ পাঠকদিগের নিমিত্ত তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল :—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতিবাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহব নামের মাধুরী,
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়ল ইহা,
কৃষ্ণ এই দুই আখর করি॥
আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে,
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষকাণ, যবে হয় তার নাম,
মাধুরী করিতে আস্বাদনে॥

কৃষ্ণ দু অধর দেখি,　ক্ষুধায় তাপিত আঁখি
অন্ধ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি,　তবে কৃষ্ণরূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে,　প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ,　করে অতি আহ্লাদন,
নামে করে প্রেম-উনমাদ॥
যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম,
সব ভাব করায় উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান,　সব রস কৃষ্ণ নাম,
এ যদুনন্দন দাস কয়॥

এমন মধুর ধর্ম্মের সাধক হওয়া বড় ভাগ্যের কথা। ইহা একাধারে সহজে ও কঠিনে গড়া। স্বরূপ উপলব্ধি করা বড় কঠিন গুরু উপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রার্থ বুঝা যায় না। এত দিন আমরা ইহার বিকৃত অর্থ বুঝিয়া তদনুসারে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি। ইহার ফলে আমরা নিজেরাও হেয় হইতে বসিয়াছি এবং এই সনাতন ধর্ম্মকেও কতকটা নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা ভারত উদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর, তাঁহাদের অত্যন্ত আপত্তি এই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শিক্ষায় দেশকে নিস্তেজ ও রমণী জনসুলভ-কোমল করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের আপত্তি স্থূলজ্ঞানজাত। বলাবাহুল্য ইহারা ব্যবহারিক জগতের প্রতিপত্তি ও পারমার্থিক জগতের সাধনাকে এক আসনে স্থান প্রদান করেন। ইহজগতে তুমি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে, তাহাতে তোমার তেমন নিন্দা নাই। তুমি নরহত্যা করিয়া দিগ্বিজয়ী নামের গৌরবলাভ করিতেছ, সংসারে তাহাতে তোমার জয়ঢক্কা অনবরত নিনাদিত হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠা শূকরের-বিষ্ঠার ন্যায় স্পর্শনীয়, নরহত্যা মহাপাপ। তোমরা এই ধূলিবালিপূর্ণ অসার জগতের ক্ষণবিধ্বংসী বৃথা [illegible] দীন ভিখারী; কিন্তু বৈষ্ণব নিত্যধামের নিত্যানন্দময়ী রাসলীলা আস্বাদনের নিষ্ঠাবান মহাসাধক।

(শ্রীরায় রামানন্দ, ২৯৫ পৃঃ)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্ম্ম প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষির হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিয়া বিরাজিত থাকুক ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা। বর্ত্তমান এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দুইজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি—যাঁহারা কায়স্থকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—এই মহান্ ধর্ম্মের প্রচারে এবং আলোচনায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীল কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ও মহাত্মা শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ। এই দুই মহাপুরুষের পুণ্যনাম জীহ্বাগ্রে উচ্চারণ করিতে করিতে আজি এইস্থানে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। (খ)　　শ্রীভোলানাথ ঘোষ,
নারিকুল, হুগলি

(খ) বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পালনে দেশকে নিস্তেজ করে এই কথা আমরা আদৌ স্বীকার করি না। তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীলশিশিরকুমার ঘোষ। দুষ্টের দমন সম্বন্ধে যৎকালে তিনি আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্যোতিঃ নির্গত হইত তদ্দর্শনে আমরা ভীত হইতাম। প্রয়োজন হইলে স্বদেশ স্বাধীনতাক্ষেত্রে তিনি দুষ্টকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইতেন। অথচ তাঁহার হৃদয় কামিনী কোমল হইতেও কমনীয় ছিল। সং

একখানি পত্র।

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভায় শেষে শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস প্রণীত "ভ্রান্ত বিধবা" নামক একখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিলাম, পুস্তকখানির ২।১টী সমালোচনাও দেখিলাম। পুস্তকখানি আমি পাঠ করি নাই, পাঠ করিবার ইচ্ছাও নাই। পড়িলেও যে বিশেষ কোন ফল বা লাভ আছে তাহাও মনে করি না; গ্রন্থকার কে, আমি জানি না। তিনি কি উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন তাহাই জ্ঞাত হইবার জন্যই এই পত্র খানা আপনাকে লিখিতেছি। যদি সঙ্গত মনে করেন, আগামী মাসের প্রতিভায় প্রকাশ করিতে পারেন।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি? তিনি কবিতা লিখিয়া কবিদিগের আসনে যদি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে তাঁহার উদ্দেশ্য মন্দ নহে; কিন্তু আমার অনুরোধ তিনি এ সমস্ত বিষয় লইয়া আর আলোচনা না করেন। এই বিষাদময় বালবিধবার বিষাদ কাহিনী লিখিয়া নাম জাহির না করিলেই সকলের মঙ্গল। তিনি যদি সত্য সত্যই বালবিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন তবে এই প্রকার কবিতা না লিখিয়া নিজের জীবনে বা নিজের পুত্র কন্যাগণদ্বারা সমাজে আদর্শ স্থাপন করিয়া দেশের মঙ্গল বিধান করিতে যত্ন করিলেই বেশ ভাল হয়। বিধবা বিবাহের বিরোধী কোন একজন পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন "আমাদের দেশে পরস্মৈপদী ধাতুর আধিক্যই বেশী, আত্মনেপদী বড় বেশী দেখা যায় না।" মাননীয় ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আত্মনেপদীর ব্যবহার করিতে উক্ত পণ্ডিতও তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন। পণ্ডিতের কথাগুলি অতি সত্য, কেহবা বক্তৃতা দিয়া কেহবা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া কেহবা ২।৪টী আবেগময়ী কবিতা লিখিয়া মনে করেন, সমাজ তাহাদের কথা মানিয়া চলুক এবং খ্রীষ্ট সমাজ ও মুসলমান সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজে বালবিধবার বিবাহ স্বচ্ছন্দে চলিত হইয়া যাউক। কিন্তু নিজেদের বেলায় অতি সঙ্কুচিত ভাব। কিছুদিন পূর্ব্বে সঞ্জীবনীতে কোন ভদ্রলোক তাঁহার দশম বর্ষীয়া বালিকা বিধবার জন্য একটী পাত্র চাহিয়াছিলেন। আমি উক্ত ভদ্রলোকের শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি, বিজ্ঞাপনের উত্তরে কয়েকটী যুবক বিবাহ প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের পিতা মাতা বা অভিভাবক কেহই কোন প্রকার প্রস্তাব করিয়া একখানি পত্রও লেখেন নাই। আবার তাহারই কিছুদিন পরে দেখিলাম Bengal Provincial Conference এর সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভাতে শত শত ভদ্রলোক বিধবা বিবাহের ঔচিত্য স্বীকার করিয়া Resolution (মন্তব্য) ধার্য্য করিয়াছেন

এ সমস্ত ব্যাপার কি প্রকার তাহা আমরা বুঝিতে পারি না (ক) ভগবান্ জানেন হয়ত রাধারমণ বাবুর গৃহে একটী বালবিধবা বর্ত্তমান আছে এবং তাহারই হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার কবিত্বের উদয় হইয়াছে; কিন্তু আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা এ প্রকার কবিতা লিখিয়া লাভ কি? তিনি চান কি? বালবিধবা জ্বলিতে আসিয়াছে, জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক তাহাতে দুঃখ করিবার বা কবিতা লিখিবার কি প্রয়োজন? আমার সোজা কথা এই যদি তিনি বিধবাদের অশ্রুজল দেখিয়া দুঃখিত হইয়া থাকেন তবে আত্মনেপদীর ব্যবহার করুন। নিজে বৃদ্ধ হইয়া থাকেন, পুত্র দিগের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করুন; পুত্র না থাকে বন্ধু বান্ধবদিগের উৎসাহিত করুন এবং নিজ কার্য্যে তৎপর হউন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তি ইত্যাদি দেখাইয়া গিয়াছেন, রাধারমণ বাবু কি তাঁহার চেয়ে বেশী কিছু দেখাইতে পারিয়েন? তবে আর পুস্তক লিখিয়া বাহাদুরী কেন? আবেগময়ী কবিতা লিখিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবার যদি অভিলাষ থাকে তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কারন কায়স্থ-পত্রিকা এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় পুস্তকের বেশ সার্টিফিকেট দিয়াছেন। অম্বিকাবাবু উক্ত কবিকে আরও কবিতা লিখিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও এমনভাবে Certificate খানা দিয়াছেন যেন তাহাতে বোধ হয় না যে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী। সম্ভবতঃ ইনিও Social Conferenceএ উপস্থিত হইয়াথাকেন অন্ততঃ এই বিষয়ে বকাউল্লা দলের মধ্যে।

কায়স্থ-পত্রিকাও "কবিপ্রভা" ফুটিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া Certificate খানা সমাধা করিয়াছেন। তাঁহারও বিধবা বিবাহের ঔচিত্য স্বীকার করার সাহস নাই। উক্ত পত্রিকার কোন অধিনায়কের নিকট এ সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিবার জন্য কোন ভদ্রলোক পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি লেখেন "সকল পুরুষ ও স্ত্রী যে যুগ্ম থাকিবে ইহার কোন অর্থ নাই। সকলেরই যে বিবাহ আবশ্যক তাহা নহে। আমার মনে হয় সকল দেশেই কতক পুরুষ ও কতক স্ত্রীর সংসারের আড়ম্বর হইতে পৃথক থাকা আবশ্যক। সুতরাং বাল-বৈধব্য ততটা দুঃখের বিষয় নহে। ইনি বলেন—"বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। বিধবার জ্ঞান ও বিচার শক্তি হইবার পর তাহার বিবাহের ইচ্ছা থাকা লক্ষিত হইলেই তাহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।"

সুতরাং উক্ত পত্রিকার অধিনায়ক মহাশয়ের সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এমত লোকের Certificate দ্বারা কোন ফল হইবে কিনা তাহাও বোঝা যায় না। ইতি (খ) শ্রীমঃ।

(ক) লাহোরের ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনীতে বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবটী লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, তাহার পর উক্ত বিষয়টী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সম্পাদক।

(খ) বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজের প্রিয় নহে জানিয়া লেখক মহাশয় নাম ধামাদি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ইনি আমার একজন সুপরিচিত উপনীত কায়স্থ। অতিশয়

আদিশূর।

প্রাচীনকালে বাঙ্গলাদেশে আদিশূর নামে একজন নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি বেদজ্ঞ পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। এই প্রকার প্রবল জনশ্রুতি এ দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত আছে। বাঙ্গলার হিন্দুনরপতিগণ মধ্যে আদিশূর এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধে যাদৃশী প্রবল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, অন্ত কোন নরপতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতাদৃশ সার্ব্বজনীন জনশ্রুতি প্রচলিত নাই।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র তাঁহার 'গৌড়রাজমালার' আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এই যে :—

সমসাময়িক গ্রন্থ, সমসাময়িক তাম্রশাসন, অথবা শিলালিপিএবং কোন নরপতির মুদ্রা। এই প্রকার কোন লিপিতে কোন নরপতির নাম না পাওয়া গেলে তাঁহার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই বলা যাইতে পারে। রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন যে যদি পরবর্ত্তী গ্রন্থে সমসাময়িক গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তবে তাহাও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণে কোন নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিলে তাহা যে উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাও নির্দ্দেশ করা অন্যায় হইবে না যে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে প্রবল জনশ্রুতিই প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যাহা হউক আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি ভিন্ন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কিনা তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন।

খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে দক্ষিণাপথে রাজেন্দ্র চোল নামে

উদারচেতা ও ধার্ম্মিক। আজ ৪ বৎসর অতীত হইল, আমি তাঁহার কন্যার বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ হয়। ৭ মাস পরে কন্যাটী বিধবা হয়। তাহার বয়স এখন ১৫।১৬ বৎসর। বন্ধুবরের ইচ্ছা যে তিনি এই বাল-বিধবাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দেন তাঁহার একটী বি, এ উপাধিধারী পুত্র আছে। তাঁহাকে উক্ত প্রকার বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত। বিবাহ-প্রার্থীগণ ফরিদ-পুর প্রতিভা প্রেস্ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত বিজয়-গোপাল সরকার বর্ম্মার নিকট পত্র লিখিবেন।

সম্পাদক।

একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ার্থ বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন। এই সময়ে পালবংশীয় নরপতি প্রথম মহীপালদেব বরেন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। দক্ষিণ রাঢ় প্রদেশে রণশূর নামে একজন নরপতি ছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় কাহিনী তিরুমলয় পর্ব্বতগাত্রে রাজেন্দ্রচোলের সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই শিলালিপি দক্ষিণাপথের উত্তর আরকট জিলার তিরুপতি মন্দিরের নিকটবর্ত্তী।

ইহাদ্বারা আমরা সমসাময়িক শিলালিপিতে রণশূর নরপতির নাম পাইতেছি। সুতরাং রণশূরের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক প্রমাণে ধার্য্য হইল, ইহা বলা যাইতে পারে।

পাল নরপতিগণের রাজত্বকালে এক সময়ে জনৈক কৈবর্ত্ত জাতীয় নরপতি বরেন্দ্র প্রদেশ অধিকার করেন। এই নরপতির নাম দিব্য। দিব্যের অভাবে ভীম রাজত্ব করেন। পালবংশীয় নরপতি রামপাল অন্যান্য নরপতিগণের সাহায্যে বরেন্দ্র প্রদেশ পুনরাধিকার করেন।

কায়স্থ-প্রবর সন্ধ্যাকর নন্দী মহাশয় রামচরিত নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল প্রদেশ হইতে এই গ্রন্থ আনিয়াছেন। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সন্ধ্যাকর নন্দী কায়স্থ ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দী পালরাজের সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর গ্রন্থ দ্ব্যর্থবোধক, এক অর্থ, দশরথ তনয় রামের সম্বন্ধে, অন্য অর্থ পাল নরপতি রামপালের সম্বন্ধে। সন্ধ্যাকরনন্দী কলিকাল-বাল্মীকি বলিয়া কথিত। নন্দীকবির গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে পাল নরপতিগণের ইতিহাস কতক যে যে নরপতিগণ রামপালের সাহায্য করিয়াছিলেন, রামচরিতে তাঁহাদের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অপর মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর নামক একজন নরপতির নাম আছে। নগেন্দ্র বাবু বলেন যে অপর মন্দারের নাম পরে মন্দারণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে সমসাময়িক গ্রন্থে লক্ষ্মীশূর নামক একজন নরপতির নাম পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং লক্ষ্মীশূরের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক প্রমাণে ধার্য্য হওয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পালবংশীয় অন্যতম নরপতি তৃতীয় গোপালদেবের যে প্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছে (ক) তাহাতে দানশূর নামক একজন নরপতির নাম আছে। অতএব দানশূরও ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেনরাজ বিজয়সেন দেবের একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহার পাঠ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ তাম্রশাসনের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন (খ)। তাহাতে লিখিত আছে যে বিজয়সেন মহিষী বিলাসীদেবী শূরবংশ সম্ভূত।

(ক) সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৯ ভাগ ১৫৩ পৃষ্ঠা।

(খ) বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯১-২ পৃষ্ঠা।

অন্তবৎ বিলাসীদেবী, শূরকুলাম্ভোধিকৌমুদীতস্য
ময়নযুগমঞ্জুপঙ্কেরুহবিলাসকেলীহংসীমাহংসী ॥"

অতএব সামাজিক গ্রন্থ, শিলালিপি এবং তাম্রশাসন দ্বারা শূরবংশীয় ব্যক্তিগণ বাঙ্গলাদেশের স্থানে স্থানে রাজত্ব করা এবং রণশূর, লক্ষ্মীশূর এবং দানশূর নামক তিনজন নরপতি এই শূরবংশোদ্ভব বলিয়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আদিশূর বাস্তবিক কোন নরপতির নাম নহে। শূরবংশীয় প্রথম নরপতি আদিশূর বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রবাদ জনশ্রুতি ভিন্ন আদিশূরের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকাও দৃষ্ট হয়।

কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী নামে সংস্কৃত ভাষায় কাশ্মীর প্রদেশের একখানা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে কাশ্মীর প্রদেশে জয়াপীড় নামে একজন নরপতি ছিলেন। জয়াপীড় কখন কখন জয়াদিত্য বলিয়া কথিত হন। এই জয়াদিত্য এবং তাঁহার সভাসদ্ বামন পাণিনি ব্যাকরণের এক ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য বামন জয়াদিত্য প্রণীত এবং 'কাশিকাবৃত্তি' নামে প্রসিদ্ধ।

জয়াপীড়ের সময়ে গৌড়দেশে জয়ন্ত নামে একজন নরপতি ছিলেন। জয়াপীড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি কহ্লণের কপোল-কল্পিত নহে তাঁহার সময়ের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। জয়াপীড় প্রথমতঃ পঞ্চাল প্রদেশাধিপতি বজ্রায়ুধকে সমরে পরাজিত করেন।

পরিশেষে তিনি পঞ্চাল হইতে ছদ্মবেশে স্থলপথে গৌড়দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপনীত হন। এই সময়ে গৌড়েশ্বর জয়ন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অবস্থান করিতেন। তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে কার্ত্তিকেয় দেবের এক মন্দির ছিল। প্রতিরাত্রে সুন্দরী নর্ত্তকীগণ এই মন্দিরে নৃত্য করিত। জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কার্ত্তিকের মন্দিরে নৃত্য দর্শন করিতে প্রবেশ করেন। কমলানাম্নী এক নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছিল, জয়াপীড় কমলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নৃত্যান্তে কমলার অতিথি হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি কতিপয় দিবস কমলার আবাসে বাস করেন। অবশেষে দৈবক্রমে জয়াপীড় একটী ভীষণ সিংহ বধ করাতে নগরবাসীগণ তাঁহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহাতে জয়ন্ত জয়াপীড়ের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সাদরে স্বীয় প্রাসাদে আহ্বান করেন। জয়াপীড় বাঙ্গলাদেশে অবস্থান করার সময়ে জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জয়াপীড়ের পরাক্রমে জয়ন্ত পঞ্চ গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংস্থান নির্ণয় করিয়াছেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে :—

"গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেনভূভুজা।
প্রবিবেশক্রমেণার্থ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনং ॥

৪। ৫২১

রমাপ্রসাদ বাবু জয়ন্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ জয়ন্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। বাস্তবিক জয়ন্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। তবে জয়ন্ত পঞ্চগৌড়েশ্বর হওয়ার কথা প্রকৃত না হওয়াই সম্ভব।

এই জয়ন্ত এবং আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি। ঘটকদিগের গ্রন্থে জানা যায় যে আদিশূরের ভূশূর নামে এক পুত্র ছিলেন। এবং কোন কোন স্থলে ভূশূরকে জয়ন্ত পুত্র বলা হইয়াছে।

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ"

এইরূপে ঘটকদিগের গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব জয়ন্ত এবং আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। জয়ন্ত, পাল-নরপতিগণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। জয়ন্ত যে শূরবংশীয় ছিলেন তাহা প্রমাণিত হওয়াতে এবং জয়ন্তের পূর্ব্বে অন্য কোন শূরবংশীয় নরপতির নাম না পাওয়াতে জয়ন্তই আদিশূর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন অনুমান করা যাইতে পারে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মধ্যে কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত লেখক সার অরেল ষ্টিন জয়াপীড়ের বাঙ্গলাদেশে আগমন বৃত্তান্ত প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তিনি শ্বশুরের জন্য পঞ্চগৌড় জয় করার কাহিনী প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত লেখক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে আদিশূর নামে কোন নরপতি থাকিলে তিনি পাল রাজগণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গলাদেশে যেরূপ প্রবল জনশ্রুতি, একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা আশ্চর্য্য নহে কিন্তু বাঙ্গালী ইতিবৃত্ত লেখকগণ যদি আদিশূরের অনাস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে প্রমাণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা সঙ্গত কিনা, এ বিষয়ে সুধীগণের বিচার্য্য।

রাখালদাস বাবু ঘটকদিগের গ্রন্থের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জয়ন্তের সময়ে গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকার করা ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে পারে না ইহা দর্শাইয়াছেন। আমরা পরে দেখাইব যে অনেক নরপতিকে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা পঞ্চগৌড়েশ্বর ছিলেন না অথচ তাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে কিন্তু ইহা অপ্রকৃত বলিয়া জয়ন্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

যে যে কারণ বশতঃ রমাপ্রসাদ বাবু গৌড়রাজমালাতে আদিশূরকে আসন প্রদান করেন নাই, তন্মধ্যে প্রধান কারণ ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তি।

হরিবর্ম্মাদেব নামে একজন নরপতি বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। শ্রীবিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ভট্ট ভবদেব হরিবর্ম্মাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ভট্ট ভবদেব "বালবলভিভুজঙ্গ" বলিয়া কথিত হন। তিনি উড়িস্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর নামক স্থানে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দিরের সংলগ্ন একখণ্ড প্রস্তর ফলকে এক প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মন্দির এবং তৎসংলগ্ন শিলাফলক অদ্যাপি ভুবনেশ্বরে বর্ত্তমান আছে। এই প্রশস্তি বাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক রচিত। ইহাই ভুবনেশ্বরের প্রশস্তি বলিয়া কথিত হয়। এই প্রশস্তিতে ভট্ট ভবদেবের বংশ-বিবরণ লিখা আছে। ইহাতে দেখা যায় যে ভট্ট ভবদেবের পিতামহ আদি-

দেবের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভবদেব রাঢ়দেশের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামে বাস করিতেন। ভট্ট ভবদেব সাবর্ণি গোত্রোদ্ভব ছিলেন। সাবর্ণি গোত্রে সিদ্ধলগাই আছে।

রমাপ্রসাদ বাবুর যুক্তির মর্ম্ম এই যে ঘটকদিগের গ্রন্থানুসারে আদিশূর যে সময়ে বর্ত্তমান থাকা দৃষ্ট হয় সেই সময় হইতে ভুবনেশ্বরের প্রশস্তির সময় পর্য্যন্ত কাল মধ্যে ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিকারকের অত্যন্তি-বৃদ্ধ প্রপিতামহের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না।

রমাপ্রসাদ বাবু ভুবনেশ্বরের প্রশস্তির কাল ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবুর এই অনুমান প্রকৃত বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু এস্থলে তাহা স্বীকার করিয়া লইব। এই ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রমাপ্রসাদ বাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঘটকদিগের গ্রন্থ-লিখিত বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমনের কাল ঠিক হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ আগমনের কালের পূর্ব্বাবধি সাবর্ণি গোত্র সিদ্ধল গাই ব্রাহ্মণ রাঢ় প্রদেশে বাস করা দৃষ্ট হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে ব্রাহ্মণ আগমনের কাল সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু ঘটকদিগের গ্রন্থের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি এই পাঠ ধরিয়াছেন :—

"বেদবাণাঙ্কশাকেতুগৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"

ইহাতে দেখা যায় যে ৯৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে আগমন করেন। ইহা হইতে অনুমান সার্দ্ধ শত বৎসর পরে ভট্ট ভবদেবের কাল; একস্থ এই প্রশস্তিদ্বারা রমাপ্রসাদ বাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ৯৫৪ শকে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন অসম্ভব। আমরা বলিতেছি যে রমাপ্রসাদ বাবু যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রকৃত পাঠ এই :—

'বেদবাণাঙ্গশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃসমাগতাঃ'

ইহার অর্থ এই যে ৬৫৪ (৭৩২ খৃষ্টাব্দ) শকাব্দে বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন। আমাদের উদ্ধৃত পাঠের সংখ্যার সহিত গৌড়-রাজমালার পাঠের সংখ্যার প্রভেদ ৩০০ বৎসর। রমাপ্রসাদ বাবু যে গ্রন্থ হইতে গৌড়-রাজমালার পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে লিপিকর প্রমাদে 'অঙ্গ' শব্দের স্থলে 'অঙ্ক' লেখা হইয়াছে। 'অঙ্গ' শব্দ দ্বারা ৬ বুঝায় কিন্তু 'অঙ্ক' শব্দে ৯ বুঝায়।

আমাদের বোধ হয় যে যদি ৬৫৪ শকে গৌড়ে বিপ্রগণ আগমন করিয়া থাকেন তবে রমাপ্রসাদ বাবুর এই আপত্তি গৃহীত হইতে পারে না।

রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন ভবদেব প্রশস্তি খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর; ব্রাহ্মণ আগমন যদি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে হইয়া থাকে তবে প্রশস্তি রচয়িতা বাচস্পতি যে ভাবে সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অসম্ভব বোধ হয় না। অনুমান চারিশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা স্মরণাতীত কাল যাবত বলিয়া ভারতবর্ষে গ্রাহ্য হইতে পারে।

রমাপ্রসাদ বাবু ব্রাহ্মণাগমনের কাল ৯৫৪ শকের ঘটনা বলাতেই ভুবনেশ্বরের প্রশস্তির সম্বন্ধে নানাকথা বলিয়াছেন।

ইহাই রমাপ্রসাদ বাবুর প্রধান আপত্তি। এই আপত্তির খণ্ডন হইলে বোধ হয় আর আর আপত্তি তত গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন গুহবর্ম্মা

ক্ষত্রলীলা।

(১)

"War is the father of all things".

Heraclitus of Ephesus.

ক্ষত্রলীলা (বা যুদ্ধ) সকল পদার্থের জনয়িত্রী। ধনৈশ্বর্য্য, প্রভাব প্রতিপত্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সকলই যুদ্ধের ফল; বিনাযুদ্ধে ইহার কিছুই অর্জ্জিত হয় না। বিনাযুদ্ধে প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা হয় না; জীবজগৎ কেবল যুদ্ধ করিয়াই প্রাণ রক্ষা করিতেছে। "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানাম্ প্রাণাঃ সংস্থিতি হেতবঃ" সেই প্রাণই যখন বিনাযুদ্ধে রক্ষা পায় না—রোগের সহিত যুদ্ধ, পাপের সহিত যুদ্ধ, দৈন্যের সহিত যুদ্ধ, তখন যুদ্ধইত সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল কারণ চতুর্ব্বর্গ ফল যুদ্ধ হইতেই প্রাপ্ত।

এ জন্য কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে, যুদ্ধ বা ক্ষত্রত্ব অপরিহার্য্য। ক্ষত্র শব্দের অর্থ বল, এই বলপ্রয়োগ ব্যতীত কোনরূপ উন্নতি নাই কোন স্বাস্থ্যপ্রদ অবস্থা লাভ করা যায় না। মানসিক কিংবা হৃদয়ের যদি যথেষ্ট বল না থাকে, পাপের প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিতে যদি না পার, তুমি ধর্ম্মে পতিত হইবে; তাহা হইতে তোমার কর্ম্মে পতনও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বল প্রয়োগ বা ক্ষত্রত্ব ব্যতীত তুমি বাঁচিতে পার না, তোমার স্বস্তি নাই।

War is a biological necessity of the first importance, a regulative element in the life of mankind which cannot be dispensed with, since without it an unhealthy development will follow which excludes every advancement of the race and therefore real civilisation.

Bernhardi.

অতএব সভ্যতা শিখরে আরোহণ করিতে হইলে তাহার দুর্গম পথ ক্ষত্রত্ব,—যুদ্ধই তাহার প্রকৃত উপায়। যাহা কিছু তিষ্ঠিয়া আছে দেখিতেছ, তাহা কেবল যুদ্ধ করিয়াই তিষ্ঠিয়া আছে;—

All existing things show themselves to be the result of contesting forces. So in the life of man, the struggle is not merely the destructive but the life-giving principle.

Bernhardi.

এই কথা গুলি আমরা প্রত্যেক কায়স্থকে স্মরণ রাখিতে বলি। কায়স্থ ক্ষত্রধর্ম্মী, রণব্যবসায়ী; সংহার কার্য্য তাহার ধর্ম্মের অন্তর্গত। আমরা মানব সংহার কার্য্যের কথা বলিতেছি না। কুসংস্কার অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণ ও তাহার ক্ষত্র-ধর্ম্মের অন্তর্গত। গীতায়ও ঠিক ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

অধর্ম্ম,ধর্ম্মের গ্লানি (unhealthy development

উপস্থিত হইলে ক্ষত্র-ধর্ম্মের আবশ্যক হয়; সংহার তখন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, তাই কেবল জীবন সংহার নহে, বিধিব্যবস্থার ও কুসংস্কারের সংহারও ইহার অন্তর্গত। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শাক্য সিংহ এইরূপ সংহারক ছিলেন।

রুদ্ধ দ্বার, ধ্বংস যার
উঠিবে কি হাহাকার!

নবীনচন্দ্র

সমাজের কুৎসিত নিয়মগুলি ধ্বংস না করাতেই হিন্দুসমাজে হাহাকার উঠিয়াছে। এই যে স্নেহলতার পরে স্নেহলতা, নিভাননীর পরে নিভাননী আত্মদেহ অগ্নিসাৎ করিতেছেন ইহা কি ধ্বংসযোগ্য পণপ্রথার ফল নহে? এমন হিন্দুজাতি আমি দেখিয়াছি সংখ্যাল্পতা বশতঃ পাত্রীর জন্য বর মিলে না, বরের জন্য পাত্রী মিলে না, কাজে কাজেই ব্যভিচারে জীবন কাটাইতেছে, ইহা কি হিন্দুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করার ফল নহে? এই খণ্ডগুলি পুরুভুজের দেহের ন্যায় আরও ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জাতি-ভেদের অনিষ্টকর নিয়ম রক্ষা করিতেছে; এই নিয়ম বা লোকাচারগুলি ধ্বংসমুখে না পড়াতে সমাজে কি হাহাকার উঠে নাই? বিধবা বিবাহের দ্বার রুদ্ধ থাকাতে কি দার-বিবাহ, বহুবিবাহ ও অবিবাহ প্রভৃতি সমাজ কলঙ্কর ও ক্ষয়কর অমঙ্গল উৎপাদিত হয় নাই? অসবর্ণ বিবাহদ্বার বন্ধ থাকাতে কি বরপণ বাড়িয়া যায় নাই? যে সকল কায়স্থ কন্যার জন্য যোগ্যবর মিলিতেছে না, তাঁহাদের জন্য ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য হইতে বরগ্রহণের চেষ্টা হইতেছে না কেন? সেইরূপ সুবর্ণ বণিকেরা গন্ধবণিক কিংবা বারুজীবীর গৃহে কন্যা বা বর সম্প্রদান করিতেছেন না কেন? ইহার এক মাত্র উত্তর ধ্বংসদ্বার রুদ্ধ। যাহা উঠিয়া যাওয়া উচিত, তাহা আমরা উঠাইতে চাহি না। কতক শাস্ত্রীয় কতক অশাস্ত্রীয় বিধি সমাজের ব্যাধি রূপে পরিণত হইয়াছে; তাহার নিরসন হয় না দেখিয়াই সমাজ হাহাকার করিতেছে। (ক)

Laws are transmitted, as one sees,
Just like inherited disease.
They're handed down from
Race to race
And noiselessly glide from
Place to place,
Reason they turn to nonsense; worse,
They make benificence a curse.

Faust (translated by Sir S. Martin).

সামাজিক বিধি বা ব্যাধিগুলির ঔষধি আবশ্যক হইয়াছে; ইহাদের দ্বারা সমাজ

(ক) প্রাচীনকালের ন্যায় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে আদানপ্রদান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; এই তিনটী এক জাতি, কেবল বৃত্তি পৃথক। আমরা আশা করি শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় যাঁহারা ভারতবাসীকে একতাসূত্রে বান্ধিতে চান, তাঁহারা এই বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। এই অসবর্ণ বিবাহ ভারতে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ইহাদ্বারা ভারত প্রাচীনকালে সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, ইহার অভাবে ভারত ক্রমে ক্রমে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। সম্পাদক

চিররুগ্ন হইয়া অভিশপ্ত জীবের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। যাহা কিছু মঙ্গলপ্রদ তাহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ করিতেছে। এই ব্যাধিগুলির নিরসনের জন্ম ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস কর হস্তের প্রসারণ আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য কায়স্থেরা সমাজ সংস্কারে সমুদ্যত।

কিন্তু কায়স্থের অবস্থা অনেকটা জার্ম্মানীর তুল্য। জার্ম্মানী যেমন বহু ও প্রবল শত্রু বেষ্টিত হইয়া পরাভবের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আপাততঃ কিছু সুবিধা হইলেও পরাভব অবশ্যম্ভাবী, কায়স্থেরও সামাজিক সমরে আপাততঃ কিছু সুবিধা হইয়া থাকিলেও কেহ কেহ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকিলেও ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহার আশা করা যায় না কিংবা সে আশা অতি অল্প।

তবে জার্ম্মানীর সহিত কায়স্থের আরও সাদৃশ্য দেখান যাইতে পারে এবং তাহা হইতে কায়স্থের কার্য্য প্রণালীও অনেকটা অবধারিত হইতে পারে। জার্ম্মানী যেমন য়ুরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় শক্তি, কায়স্থও তেমন হিন্দু জাতিমালায় দ্বিতীয় স্থানীয়। পৃথিবী-ব্যাপিনী বৃটিশরাজশক্তির অতুল্য প্রতাপ বশতঃ জার্ম্মানীর যেমন সামুদ্রিক প্রভাব মাথা তুলিতে পারিতেছে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্বজাতির উপর পৌরোহিত্য বশতঃ কায়স্থের শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চার কোন ব্যবহারিক মূল্য জুটিতেছে না। অপর দিকে রুষ যেমন সংখ্যাধিক্য বশতঃ (খ) জার্ম্মানীকে পূর্ব্বদিকে চাপিয়া আসিতেছে; তাহার বল্টীক প্রদেশ দখল করিয়া লইয়াছিল (তাহার জন্যই এখন যুদ্ধ) সেইরূপ অনাচরণীয় জাতিগুলি সংখ্যা বাহুল্য বশতঃ কায়স্থকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। কায়স্থের স্থির থাকা কঠিন হইয়াছে।

কেবল এও নয়। জার্ম্মানীর একতর অন্তরঙ্গ ফ্রান্স (গ) লোকসংখ্যায় অল্প হইলেও (জার্ম্মানী সাড়েছয় কোটি, ফ্রান্স ৪ কোটি) ইংলণ্ডের সহায়তালাভে কৃতকার্য্য হইয়া জার্ম্মানীর প্রাণপন বিরুদ্ধতা করিতেছে; সেইরূপ কায়স্থের একতর অন্তরঙ্গ অম্বষ্ঠের শাখা বিশেষ বৈদ্য, ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভে দৃপ্ত হইয়া কায়স্থের সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী হইয়াছে।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানির রক্ত ও বন্ধু। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মানি যুদ্ধে, ইংলণ্ড জার্ম্মানির বিরুদ্ধতা করে নাই, এখন করে কেন? সেইরূপ কায়স্থের রক্ত ও মাংস ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রাণান্তের মুলমন্ত্রস্বরূপ যজন,

(খ) ১১ কোটী

(গ) The Latin race grew up by degrees out of the admixture of the Germans with the Roman world and the natives subdued by them and separated itself from the Germans who kept themselves pure on the north of the Alps and in the districts of Scandinavia. বিজিত রোমীয় ও অন্যান্য জাতির সংস্রবে জার্ম্মান রক্তে যে জাতির উদ্ভব হয় তাহাই ল্যাটীন জাতি; তাহার দুটিশাখা—একটী ফ্রান্স ও একটী স্পেন অর্থাৎ তত্তৎ দেশীয় লোক। ইহার মধ্যে ফ্রান্স, কায়স্থের পক্ষে বৈদ্যের ন্যায়, জার্ম্মানীর শত্রু।

যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্যবসায় বা পৌরোহিত্য তেমন বজায় রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের শতকরা ৮২ জন পৌরোহিত্য অর্থাৎ উক্ত ব্যবসা চতুষ্টয় ছাড়িয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম ও শিক্ষার উচ্চ ক্লাস হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। কায়স্থের জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চ্চা নৈসর্গিক নিয়মে তাহার স্থান অধিকার করিতে চাহিতেছে। কায়স্থ নিতান্ত বাধ্য হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন।

জার্ম্মানীর আর বন্ধু নাই। বন্ধুর মধ্যে অষ্ট্রীয়া, সেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমষ্টি, a congeries of nationalities কায়স্থেরও আর বন্ধু নাই। বন্ধু মাত্র নবশায়ক; তাহারাও পরস্পর তেমন একতাবদ্ধ নহে। তবে নৈকট্যবশতঃ এবং কতকাংশে রক্ত সংস্রব বশতঃ কায়স্থের স্বাভাবিক মিত্র। এই জন্ত বলিতেছিলাম, যুদ্ধ না কোথায়? পৃথিবীই ক্ষত্রলীলাময়ী। য়ুরোপে যে ক্ষত্রলীলা, ভারতেও সেই ক্ষত্রলীলা। তবে য়ুরোপীয় লীলাক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রক্তস্রোতে ভাসিতেছে—ধর্ম্মমন্দির বিদ্যামন্দির ভগ্ন হইতেছে; ভারতে সেরূপ হইতেছে না, হইবেও না। তবে শাস্ত্রজ্ঞানের কাটাকাটী হইতেছে। বহুকালের ঘণীভূত বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে। প্রাচীনত্বের সহিত নূতনত্বের, দাসত্বের সহিত স্বাধীনতার সমর চলিতেছে।

"বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো বৈশ্যোভূপস্তকিঙ্করঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশ খণ্ড।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের দাস, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের দাস, শূদ্র যে সকলের দাস, বৈশ্যেরও দাস তজ্জন্ত বোধ হয় শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। এই ত্রিবিধ দাসত্ব স্তরের উপর মাধ্যমিক হিন্দুধর্ম্মের যে প্রকাণ্ড ও দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কায়স্থেরাই এই কার্য্যে জার্ম্মানদের ন্তায় অগ্রগামী।

কায়স্থের এই চতুর্থ যুদ্ধ। ইহার প্রথম যুদ্ধে কায়স্থেরা পরাস্ত হইয়াছিলেন। চিত্রবীর্য্য বিচিত্রবীর্য্যের সন্তানেরা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের দ্বিতীয় যুদ্ধের নেতা শাক্যসিংহ; তিনি জগজ্জয়ী, তাঁহার শক্তি পৃথিবী ব্যাপিনী হইয়াছিল। যেমন রোমের পতন হইয়াছে, ইহারও ভারতে পতন ঘটিয়াছে। এই পতনের সহিত কায়স্থের দুর্দ্দিন ঘটিয়াছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম যুদ্ধের ন্তায় তৃতীয় যুদ্ধে কায়স্থের বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কায়স্থেরা পুনশ্চ কথঞ্চিৎ শক্তি সংগ্রহ করিয়া চতুর্থ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে দ্বিতীয় যুদ্ধের ন্তায় সফলমনোরথ হইতে পারেন। তবে শত্রুপক্ষ যেরূপ প্রবল ও বহুজনাকীর্ণ তাহাতে জয়ের আশা বড় বেশী নাই। বিশেষতঃ আত্মগৃহের কলহ এক্ষণ পর্য্যন্ত মিটে নাই, একটী বান্ধবের প্রতিও তেমন বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা

ত্যাগীভরত।

আমরা যাঁহার কাহিনী লিখিতেছি, তিনি চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্ত পুত্র ভরত নহেন, জড় ভরত ও নহেন। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথাত্মজ ভরত। ভারত-বিশ্রুত নিন্দিতা কৈকেয়ীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। গোবরে পদ্মফুলের ন্যায় স্বার্থান্ধ জননীর উদরে তিনি নিঃস্বার্থ নর-দেবতা। যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভরতের পূতচরিত্রে বিমুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। লক্ষ্মণ চরিত্র রামায়ণে সর্ব্বাপেক্ষা ত্যাগমহিমায় প্রোজ্জ্বল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভরতের জীবনও ত্যাগগরিমায় নিতান্ত অনুজ্জ্বল নহে, বরং বিচার বুদ্ধিতে দর্শন করিলে সমুজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হইবে। লক্ষণ আবাল্য রামের গুণে ও স্নেহে বাধ্য হইয়া কায়া ও ছায়ার ন্যায় অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভরত বাল্যকাল হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রিয়, রামের সহিত ঘনিষ্ঠতা-বর্জ্জিত ছিলেন। রামের সহিত লক্ষণের যেমন, ভরতের সহিত শত্রুঘ্নের তেমন নৈকট্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। বাল্যে ও কৈশোরে চারিভ্রাতা একসঙ্গে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, অস্ত্রচালনা নৈপুণ্য অভ্যাস করিয়াছেন, একত্র আহার বিহারও করিয়াছেন বটে, কখনও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ বা অপ্রীতির ভাব সৃষ্টি না হইয়া থাকিলেও রাম লক্ষ্মণের যদ্রূপ প্রগাঢ় প্রেম, রামের প্রতি ভরত শত্রুঘ্নের তদ্রূপ নহে, ইহা প্রতেকে দর্শকই উপলব্ধি করিত। ভরত কিশোর বয়সে অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া রামের দূরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। অপুত্রক মাতামহের রাজধানীতে তিনি নীত ও প্রতিপালিত হইতেছিলেন। নিকটে থাকিলে প্রীতি বা ঈর্ষ্যার হৃদয়গুণে পরিবর্দ্ধিত হয়,—দূরে থাকিলে উভয় বৃত্তিই নিস্তেজ হয়। রাম ও ভরতের দূরবর্ত্তী স্থানে বাস নিবন্ধন প্রীতি বা ঈর্ষার ভাব সম্যক পরিপুষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই স্বীকার করিয়া লইলে, তাঁহার মনুষ্যত্বের দ্যোতক কর্ত্তব্য বুদ্ধিরই অশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার ত্যাগ স্বীকারকে লক্ষ্মণের ত্যাগ স্বীকারের ন্যায় প্রেম মূলক না ধরিয়া শুধু কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচায়ক বলিলেই সত্য কথা বলা হয়। তিনি যাহা করিয়াছেন, জীবনের যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা রামের প্রতি প্রেমবশতঃ নহে; কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রণোদনায় মাত্র। সকলেই জানেন, যখন মন্থরার মন্ত্রণায় রাজমাতা হইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ভরতের চিরশুভানুধ্যায়িনী জননী কৈকেয়ী অনুরক্ত পতিকে বাধ্য করতঃ, কৌশলে ভরতকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনের অধিকারী করিয়া লইয়াছেন, এবং রামকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া রাজ সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়া তুলিয়াছেন; রামশোকে দশরথ দেহত্যাগ করিয়াছেন; তখন ভরত মাতামহ-

ভবন হইতে অযোধ্যায় আসিলেন। আসিয়া মাতৃমুখে জনকের পরলোক প্রাপ্তি, নিজের রাজতক্ত লাভ ও রামের বনগমন সংবাদ শ্রুত হইলেন। রাজ্য-লোলুপ নররাক্ষস হইলে এসব সংবাদে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, জননীর প্রতি শত ধারে কৃতজ্ঞতার উৎস খুলিয়া যাইত। যে রাজ সিংহাসনের লোভে মানুষ রক্তের নৈকট্য বিস্মৃত হয়, নরশোণিতে ধরাবক্ষ রঞ্জিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, নীতি ধর্ম্মকে পদ দলিত করে, মনুষ্য মূর্ত্তিতে পশুত্বের পরিচয় দেয় সেই রাজ সিংহাসন ভরতের জন্য জননী অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছেন, বাধাবিপত্তি অপসারিত করিয়াছেন ভরত নররাক্ষস নহেন বলিয়াই জননীর মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন। কর্ত্তব্যানুরোধে মাতাকে তাঁহারই কল্যাণ-সঙ্কল্পে অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য তিরস্কার করিলেন। এবং রাজকুলে জন্মিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের রাজা হওয়ার অকর্ত্তব্যতা ভুলিয়া যাওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তৎপর কর্ত্তব্য-বোধে রাম-জননী কৌশল্যা সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানকরিলেন। অতঃপর পিতার পরিত্যক্ত দেহের সৎকার নিষ্পন্ন পূর্ব্বক ভরত রামকে গৃহে ফিরিয়া আনিবার জন্য গমন করিলেন। ভরত যখন রামকে বনবাস হইতে রাজধানীতে আনয়ন জন্য আয়োজন করিতেছিলেন,—তখন বশিষ্ট পুরোহিত বলিয়াছিলেন স্বয়ং বিধাতা আসিলেও রামকে দেশে আনিতে সক্ষম হইবেন না, তুমি এ উদ্যোগ কেন করিতেছ?" কর্ত্তব্যপরায়ণ ভরত তাঁহার বাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিলেও স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে তিনি বিচ্যুত হইলেন না, রাম উদ্দেশ্যে বনে গমন করিলেন।

অনুসন্ধান করিতে করিতে চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের বহুদিন পরে সম্মিলন ঘটিল—প্রাণে প্রাণে এক অবর্ণনীয় ভাবস্রোতের আদান-প্রদান চলিল। হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিলে ভর গদগদবাসে শ্রীরাম-চরণে পতিত হইয়া মাতার বামাজনসুলভ বুদ্ধিকৃত অপকার্য্যের জন্য তাঁহার বন-গমনের অকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। রাম তাহাকে বিমাতার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালনের যৌক্তিকতা জ্ঞাপনে নিরস্তকরিয়া যখন তাহার প্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন, সেই সময়কার ভরতের ব্যবহারই বা কিরূপ! বিনয় মধুর অভিনব ভাব সম্পদে পরিপূর্ণ! জ্যেষ্ঠের আদেশে তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত অধিকারী রামের সিংহাসনে অধিরোহণ করা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া ধরিয়া লইলেন। রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তাঁহার পাদুকা প্রার্থনা করিলেন। এবং জগতে যাহা কখনও হয় নাই, তাহাই তিনি সম্পাদন করিয়া ধন্য হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকার অভিষেক করাইয়া রাজ-সিংহাসনে সেই পাদুকা রক্ষা-পূর্ব্বক স্বয়ং নিম্নদেশে কৃষ্ণসার চর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া রামরাজ্যের দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ শাসন পালন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে লাগিলেন।

তিনি রামের প্রাপ্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, কখন ঘুণাক্ষরেও লোকে যাহাতে এমন কথা মুখেও আনিতে না পারে, তাহার বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে মর জগতে অমর করিয়া রাখিলেন। কূটতর্ক উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিতে চাহেন ভরত রামের প্রতি তখন ঐরূপ সৌজন্য প্রদর্শন না করিয়া পারেন না। কৈকেয়ীকৃত রাম বনবাস জন্য প্রজাপুঞ্জ ও রাজ-অমাত্যবর্গ বিশেষ অসন্তোষভাব পোষণ করিতেছিলেন; ভরত সিংহাসনে আরোহণ করিলে হয়ত অমাত্য ও প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক তাঁহাকে নানারূপ বাধা পাইতে হইত—রাজ্য শাসন-পালন অসম্ভব হইয়া পড়িত, কাজেই রামানুগত্য স্বীকার করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রদ্ধাকর্ষণ তাঁহার অভিপ্রায় হইতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ যে না হইতে পারে তাহা নহে। পরন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা ভরতের আচরণকে সরলতামূলক ও মনুষ্যত্বের সূচক বলিয়াই পরিব্যক্ত করিতেছে।

চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত তিনি অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন পুরঃসর সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন; তাঁহার প্রতিকূলে হস্তোত্তোলন করিবার কেহ নাই, রাজ্য রক্ষার প্রকৃত শক্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এমন সময় রাম বনবাস হইতে দেশে ফিরিলেন। ভরতের অভিপ্রায় দূষিত হইলে রামকে হয়ত পুনরায় বনবাস যাত্রাই করিতে হইত; অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নররুধিরে ধরাসিক্ত করিতে হইত। কৃতকার্য্যতা কাহাকে বরণ করিত তাহা অনিশ্চিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভরত নরাকৃতি দেবতা। তিনি রামের আগমন বার্ত্তায় অতিমাত্র উৎফুল্ল হইলেন, তাঁহাকে ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করিলেন। এতদিনে মস্তক হইতে গুরুভার নামাইতে পারিবেন, যাহার গচ্ছিত সম্পত্তি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন চিন্তা করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। রাজ সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবার দুষ্ট চিন্তা একটীবারও তাঁহার উন্নত হৃদয়ে উদিত হইল না। যথা সময় স্বেচ্ছা-ক্রমে শুভদিনে রামের সিংহাসন তাঁহাকে প্রদান করিয়া, অনুজের কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। পাঠক, ভরতের সারাজীবন কর্ত্তব্য-পরায়ণতা পূর্ণ, ভরত কর্ত্তব্য পরায়ণের জীবন্ত আদর্শ। যে দেশে এবম্বিধ ত্যাগীর জন্ম সেই দেশ ধন্য যে জাতিতে এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় সেই জাতি অতি ধন্য। তাই ভাবি এমন নিঃস্বার্থ নরদেবতার দেশে আমরা এমন অপদার্থ কেন? আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে এমন স্বার্থপরতা কেন? আমরা এমন নীতি হীন কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিহীন কেন? ভাই হিন্দু! একবার ভরত-চরিত্র অনুশীলন কর, আত্ম পরতা অনেক পরিমাণে লঘুতা প্রাপ্ত হইবে, কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগিয়া উঠিবে।

বর্ত্তমানে তোমাদের যে ত্যাগধর্ম্মের আবশ্যক, তাহা ভরত-চরিত্রে নিখুঁতভাবে বিদ্যমান আছে। ত্যাগী না হইলে ত্যাগ করিবার অভ্যাস না করিলে, ভরতের মত নিস্বার্থ ত্যাগী না হইলে তোমাদের শোচনীয় অবস্থার তিরোধানের কোনরূপ প্রত্যাশাই নাই। শুধু ভরত-চরিত্র নহে, তোমাদের আর্য্যশাস্ত্রে অসংখ্য ত্যাগী মহাত্মার আলেখ্য আছে, তাহা নয়ন মেলিয়া দর্শন কর। নিজ নিজ জীবনে তাঁহাদের চরিত্রের দ্যুতি

আহরণ করিয়া আর্য্যনাম সার্থক কর। বহন করিবে ?
মানুষ হইয়া পশুত্বের কলঙ্ক কি চির কাল

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

সারদা-মঙ্গল।১।

(পুনরাবৃত্তি, আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা মাঘ,১৩১৬)

আজ মাঘ মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে মঙ্গলবারে শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা।

কমলার সহিত সারদার সপত্নী-বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ! কিন্তু শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্তের বদনে ও বক্ষে লক্ষ্মী চির-বিরাজমানা, তাই ভবিষ্যপুরাণ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন:—

'শ্রীবাসহ সমুৎপন্নঃ সমুদ্র মথনোদ্ভবঃ।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো! মমাস্তুবরদোভব॥

চিরান্তরের বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া উভয় দেবী মসিজীবী কায়স্থের গৃহে গৃহে বিরাজিতা বঙ্গের কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ! আসুন সকলে মিলিয়া আমাদের লেখনী ও মস্যাধার, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিগাথা ধ্যান করিতে করিতে চন্দন চর্চ্চিত জবাকুসুমে পূজা করি।

নমি আমি বীণাপানি তব পদাম্বুজে,
উর মাতঃ দয়া করি হৃদয় সরোজে।
পূজিতে চরণ তব,
জাগ্রত বঙ্গের সব,
পঞ্চমী তিথিতে, মাতঃ! জ্ঞান-প্রদায়িনী।
এস এস স্মিত মুখে সুধা-প্রসবিনী॥১।

কবিতা-নিকুঞ্জে আর নাহি পিকরব,
কবিতা-কানন আজি আঁধারে নীরব।
ললিত-পঞ্চম-স্বরে,
কাব্যের বিটপীপরে,
না গাহে আনন্দে পিক বসন্ত আগমে,
শ্মশান তোমার কুঞ্জ, হেরি মা সরমে॥২।
মধুর মধুর গীতি না পশে শ্রবণে,
হেমের পীযূষ বীণা নীরব এক্ষণে।
না ঢালে অমিয় ধারা,
নাহি করে মাতোয়ারা,
নবীনের বংশীধ্বনি কাব্যের উদ্যানে,
কার পূজা লইবারে এসেছ এখানে ?॥৩।
কবি-কুল নিরমূল কালের পেষণে,
বঙ্কিম ঝঙ্কার আর না পশে শ্রবণে।
কোথা এবে দীনবন্ধু,
উথলিত রস-সিন্ধু,
নাটকে নিয়ত ধায় লেখনীর মুখে,
করিত পীযূষ পান গৌড়জন সুখে॥৪
অক্ষয় দ্বিজেন্দ্র লুপ্ত সাহিত্য অম্বরে,
রমেশ যোগেন্দ্র নাই জ্যোতিষ্ক পিঞ্জরে।
কর মাতঃ আশীর্ব্বাদ,
রবীন্দ্রের মনোসাধ,

পূরে যেন কাব্য লিখি বাঙ্গলা ভাষায়,
দীর্ঘজীবী কর তারে রাখ তব পায় ॥৫
এস মা সারদে আজি হতভাগ্য দেশে,
মধুরে ডাকিছে বঙ্গ কাঙ্গালিনী বেশে ॥
শঙ্খ কাংশ ঢাক ঢোল,
বাজায়ে কর'না গোল,
নীরবে চোখের জলে পূজিব চরণে,
হৃদয় মণ্ডপ-দ্বার খুলিয়া যতনে ॥৬
বরেণ্যা শরণ্যা তুমি কেশব-কামিনী,
কর নিত্য আশীর্ব্বাদ অজ্ঞাননাশিনী,
আবার জাগুক বঙ্গে,
কোবিদ-কদম্ব রঙ্গে,
বিসর্জ্জি বিস্মৃতি নীরে দুঃখের কাহিনী,
করুক সমগ্র বঙ্গ আনন্দের ধ্বনি ॥৭
ভক্তি-গঙ্গা সিক্ত করি মনোবিল্বদলে,
অঞ্জলি পূরিয়া দিয়া মার পদতলে,
চাও কৃপাভিক্ষা সবে,
নাচ গাও উচ্চরবে,
ডুবে যাও আনন্দের অগাধ সাগরে,
মার কোলে সুখ ভুঞ্জ পুলক-অন্তরে ॥৮
জাগরে ক্ষত্রিয় বঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে,
অসিজীবী মসীজীবী হেরিয়া মায়েরে ॥
গাও সবে তারস্বরে,
সারদা এসেছে ঘরে,
জ্বাল জ্ঞান দীপ সবে প্রতি ঘরে ঘরে,
বিদ্যাং দেহি বিদ্যাং দেহি বল সমস্বরে ।৯

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার (ক)

(ক) আমাদের ফরিদপুরে প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ মজুমদার যদিও মৃত, তথাপি তিনি চিরজীবিত, কেননা "শরীরং ক্ষণবিধ্বংসী কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ" সম্পাদক।

শ্রীশ্রীসরস্বতী ।২

অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্ম্মোহসৌসৎক্রিয়াত্বিয়ম্ ॥
পুরাণে।

(১)

হিমানী মথিত নলিনীর প্রায়,
হিমানী প্রপাতে শিথিলিত কায়,
জর জর যেন দারুণ জরায়—
প্রকৃতি রাণী ;
নাহি রূপরাশি সুধামাখা হাসি সে মধুবাণী ;
বসন্ত গিয়াছে,—ফিরে নাহি আর,
বরষ ধরিয়া নাই সমাচার,
তবু আছে আঁখি ! আশাপথ তার
এখনো চেয়ে ;—
জ্বলিছে দারুণ বিরহ আগুন হৃদয় ছেয়ে,—
আসিবে আসিবে ভাবিছে কেবল মুগ্ধা চেয়ে।

(২)

ওই যে বাঁশীতে ফুঁ
কুহু কুহু কু—কু
ওই যে উঠিল স্বর, সুধামাখা মনোহর,
প্লাবিয়া পবনস্তর অনন্ত গগন,
ওই শুন কুহু কুহু ধ্বনিছে কেমন,
ওই দেখ বক্ষে তার উঠিছে স্পন্দন !
ওই মনোহর স্বর উঠিতেছে নিরন্তর,
বহিতেছে তর তর স্রোতের মতন,
কাঁপিতেছে থর থর আবেগে আপন !
কাঁপিতেছে থর থর কাঁপাইছে চরাচর
উঠিতেছে, পড়িতেছে, ফুরিছে স্পন্দন,
স্পন্দনে প্রাণের স্রোত বহিছে পবন !
ওই যে প্রকৃতি বক্ষে জাগিল চেতন !
বহিছে দখিণা বায়, ভাসিয়া আসিছে হায়

প্রিয় বসন্তের শ্বাস সুরভি কেমন!
জাগিল প্রকৃতি অই মেলিল নয়ন!
পাইল ফিরিয়া তার নবীন যৌবন!
সার্থক হইল শুভ মধুর-মিলন!

(৩)

বিশ্বরূপ নারায়ণ—বিশ্ব কলেবর,
পরামাত্মা সনাতন পরম ঈশ্বর।
সর্ব্বশোভা মনোলোভা পরম উজ্জ্বলা,
বিশ্বদেহে বিশ্বরূপ আপনি কমলা,
আছেন আশ্রয় করি,
যেমনি সর্ব্বত্র হরি;
বেলা যেন সাগরেতে, প্রভা প্রভাকরে,
তেমনি কমলা এই বিশ্ব-চরাচরে!
সম্মিলিত চমৎকার!
বিশ্বরূপে একাকার!
পুরুষের প্রণয়িনী প্রকৃতি সুন্দরী।
বসন্তে বাসন্তী তিনি শোভার ঈশ্বরী।
শোভা কিন্তু কলেবরে,
বাহিরেতে বাস করে,
অন্তরের শোভা কোথা—কে দেখিবে তায়?
বড় ভাগ্যবান্ যেই সে দেখিতে পায়।
পরমাত্মা নারায়ণ,
সত্যরূপী সনাতন,
তাঁর অন্তরের শোভা নহেত কমলা;
নরচক্ষু দেখে শুধু মেঘেতে চপলা।
কিন্তু শক্তি চপলার,
বল দেখি সাধ্য কার,
কে দেখিবে? কেবা পারে দেখিতে সে রূপ?
ধ্যানগম্য শুধু তাহা অতি অপরূপ!

(৪)

ভারতি, ভারতবর্ষে কতকাল ধরি,
না জানি কঠোর কত তপস্যা আচরি,
কোন্ ঋষি ভাগ্যবান্,
হৃদয়ে ধরিয়া ধ্যান,
পেয়েছিল ভগবতি তব দরশন,
আদরে হৃদয়ে যারে ধরে নারায়ণ।
কমলা দেহের শোভা,
তুমি তাঁর মনোলোভা,
পরমাত্মা অন্তরের পরম ঈশ্বরী।
পরাবিদ্যা ভারতের সর্ব্ব শুভকরী॥

(৫)

বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যেমন,
কভিতে পুরুষ সঙ্গ,
পুলকে পুরিত অঙ্গ,
সাজিছে পরিছে কত নব আভরণ,
তরুতে তরুতে ফুল,
চুমে তাহে অলিকুল,
পত্র-পুষ্প-পুঞ্জ মাঝে কুহিছে কোকিল,
থাকিয়া থাকিয়া বহে মলয় অনিল।
রূপ রস গন্ধ-স্পর্শ,
চারিদিকে ঢালে হর্ষ,
বাসন্তী লক্ষ্মীর নব মিলন-বাসরে।
বিশ্বরমা বরিছেন বিশ্বরূপ-বরে॥

(৬)

এ উৎসব শুধু কিগো জড়ের মিলন?
জড় লয়ে জড়-শক্তি ক্রীড়ায় মগন?
তুমি যদি না থাকিতে,
বিশ্বরূপী ব্রহ্ম-চিতে,
ভুলিতেন ভারতীরে যদি নারায়ণ,—
শুধু শ্রী লইয়া যদি
থাকিতেন নিরবধি,
সংসার সাগরে মত্ত লীলায় আপন,
তাহ'লে হইত শুধু জড়ের মিলন?
জড় শক্তি জড় সহ ক্রিড়ায় মগন॥

(৭)

ভারতি ! ভারতে তুমি রাখিয়াছ প্রাণ,
জড়-বাদ হতে তারে করিয়াছ ত্রাণ,
হৃদপদ্মে হ'য়ে লীনা,
বাজাইছ জ্ঞান-বীণা,
ভাঙিয়া তাহার ভ্রম দেছ দিব্য জ্ঞান,
ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের তব মহাদান,
শীতান্তে বসন্তে আজ,
প্রকৃতির নব সাজ,
জাগাইছে হৃদে তার দিব্য নব ভাব।
ভারতি ! ভারতে এই তোমার প্রভাব।
অন্যদেশে শুধু খেলা,
শুধু আনন্দের মেলা,
শুধু গীত হাসি আর উচ্চ কলরব,
অথবা সুরার স্রোতে হয় মহোৎসব !
এ দেশে তোমার বরে,
হয় দেখ ঘরে ঘরে,
শ্রীর সহ সরস্বতী অভেদ কমলা ;
কমলার পূজা সহ বিদ্যার অর্চ্চনা,
দেহ সহ দৃঢ় যথা আত্মার যোজনা ॥

(৮)

এস তাই ভগবতি,
বেদমাতা সরস্বতী,
এস কমলার সহ বাঙ্গালীর ঘরে,
বস তাহাদের হৃদি-কমলের পরে।
বাঙ্গালী তোমার পূজে,
এস মাতঃ শ্বেতভূজে,
শ্বেতবাস শ্বেতহাস দেহে শ্বেত শোভা।
এস গো বিমলে, বিদ্যে, বিশ্বজনলোভা
ভারতি ভারতে তব,
উঠুক উৎসাহ নব,—
সার্থক হউক তব শুভ শ্রীপঞ্চমী,
দাও বর,—কহে কবি পদযুগে নমি ॥
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং জননীমব্জসম্ভবাম্ ॥
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণুবক্ষস্থলস্থিতাম্ ॥
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং স্বধা স্বাহা সুধা ত্বং লোকপাবনী।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনি ॥ (ক)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বঙ্গজননী। ৩।

মাঃ তব নদ নদী, বন উপবন,
বিস্তৃত শস্যের ক্ষেত্র শ্যাম মনোহর,
নারিকেল বৃক্ষরাজি, আম্রের কানন,
দেখিলে উৎফুল্ল কত আমার অন্তর ।১
এলায়ে পড়েছে কেশ হিমালয় কোলে,
সীমান্ত সিকিম পথে আরো ঊর্দ্ধে ধায়
আপনি জলধি তব বসি পদতলে,
রাতুল চরণ ধোয় তরঙ্গ মালায় ।২
ললাটে সিন্দুর কোটা প্রভাত তপন,
স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল দেহ তরুণ কিরণে ;
মধুর কোকিল রবে বিহঙ্গমগণ,
অমৃত বর্ষণ করে আমার শ্রবণে ।৩

(ক) আমাদের দেশে বায় জগজ্জ্যোতির সহিত অন্তরাত্মার শোভার উপাসনার বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া এই কবিতাটী বিরচিত। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্র পূজা হইয়া থাকে। বসন্তোৎসবের এই অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাচীন ঋষিগণের জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য ও মহত্ব অতি সুন্দররূপে সূচিত হইয়াছে।

লেখক।

অসংখ্য ধমনীগত শত পুতধারা,
সর্ব্বাঙ্গে তোমার করে প্রদান জীবন,
তবে কেন মাতঃ তব সন্তান যাহারা
এমন জীবন-শূন্য, নির্জীব এমন।৪

দেখে না কি তারা এই জীবনের খেলা,
অতুল্য উৎসাহোন্মম সমস্ত জগতে ?
দেখে না কি ইউরোপে বীরত্বের লীলা,
ভাসিছে জগৎ আজ নবভাব স্রোতে ?।৫

তোমার অসংখ্য সুত ধানুক, নাগর,
চাঁই, চাষ, নমঃশূদ্র, সুতার, কাপালি,
মাল, মালো, রাজবংশী, তিওর, ধীবর,
কৈবর্ত্ত ও স্বর্ণকার, মুচি, বাগ্দি, তেলি।৬

কামার, কুমার, আর কৃষক, নাপিত,
নাবিক, মোদক, আর লতা বৈষ্ণগণ, (১)
সমাজের অত্যাচারে সবে প্রপীড়িত,
অলীক শাস্ত্রের বিষে বিষাক্ত জীবন।৭

কেহ কারে নাহি ছোঁয়, না খায় কাহার,
একত্ব-অমৃত পানে সকলে বঞ্চিত ;
অবরুদ্ধ রক্তস্রোতঃ, মূর্খতা আধার,
সকলকে একবারে করেছে গ্রাসিত।৮

এ সব বুকের ধন জননি ! তোমার,
ওদের দুর্দ্দশা কর কেমনে দর্শন,
হা অন্ন ! করিয়া তারা করে হাহাকার,
ঘৃণা-বাণে ছটফট সমস্ত জীবন।৯

নাহিক তাদের ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার,
দেবার্চ্চন পৈত্রকার্য্য বিনষ্ট হেলায়।
হিন্দু বলি নাম মাত্র আছয়ে প্রচার,
হিন্দুত্বে ত কিছু স্বত্ব নাহি দেখি হায়।১০

কেহ বা খৃষ্টান হয় ক্ষোভে আর রোষে,
বিবাহ শঙ্কটে কেহ মুসলমান হয়, (২)
বঞ্চিত জাতীয় স্বত্বে বল কার দোষে,
হইয়াছে ? ইহা মাতঃ চিন্তার বিষয়।১১

সমাজ-সমরে এরা সাজিবে সত্বর,
অস্ত্র শস্ত্র সংগৃহীত হতেছে প্রত্যহ ;
ভীষণ হইবে মাতঃ সে মহাসমর,
রোধিতে তাহার গতি পারিবেনা কেহ।১২

সত্য বটে রক্তপাত নাহি হবে তায়,
নাহি হবে বটে তায় কামান গর্জ্জন,
লভিতে জাতীয় স্বত্ব লোক সমুদায়,
শাস্ত্রকে করিবে তারা ঘোর আক্রমণ।১৩

মানুষ মানুষ নহে কে ইহা বলেছে ?
ক্ষত্রিয়ের মহা কোপ মস্তকে তাহার,
কায়স্থ বিরাট জাতি সজ্জিত হয়েছে,
বেদে সকলকে দাও তুল্য অধিকার।১৪

প্রণব সাবিত্রী কার একবটে নয়,
মুক্তি দ্বার খোলা আন তুল্য সকলের,
বিধাতা কাহারো প্রতি নহে নিরদয়,
সকলেরি স্থান তুল্য কাছে ঈশ্বরের।১৫

শ্রীমধুসূদন সরকারবর্ম্মা।

---

(১) বারুজীবী।

(২) পরস্পরের নিকট বাসস্থান বশতঃ হিন্দু মোসলমানে কোন কোন স্থানে বিলক্ষণ প্রীতি দেখা যায়, কিন্তু হিন্দুগৃহে বিধবা বিবাহ না থাকায় মোসলমান অথবা নিম্নশ্রেণী হিন্দুর সহিত অবৈধ সংস্রব জন্মে। তাহা হইতে হিন্দু বিধবারা সমাজ গঞ্জনা বশতঃ মোসলমানকে আত্মসমর্পণ করে ও তাহাদের সহিত পরিণীত হয় এরূপ দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি। লেখক।

পণপ্রথা। ৪।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মর্ম্মভেদী হাহাকার,
পণপ্রথা রাক্ষসীর হবে না কি প্রতিকার?
কত মাতা, পিতা, কন্যা,
কত স্নেহলতা ধন্যা,
রাক্ষসীর অত্যাচারে ফেলিছে দীরঘশ্বাস!
এর চেয়ে বাঙ্গালীর কি হবে রে সর্ব্বনাশ? ১
বি, এ এম, এ পাশ করে বঙ্গের যুবকগণ,
হিংস্রক পশুর মত করে কত আস্ফালন,—
"টাকা চাই, টাকা চাই,
নচেৎ ভদ্রতা নাই,
কেন কড়ি, সাধ তেল-দাও বাবা টাকা পণে,
পাশের মর্য্যাদা চাই হবে নাক বিনাপণে। ২
কেরানী:কনের বাপ, সম্বল চাকুরী তার,
চাকুরী যাইলে পরে গোষ্ঠীশুদ্ধ অনাহার।
পিতৃদায়, মাতৃদায়,
অন্নেস্বল্পে সারা যায়,
কিন্তু হায় কন্যাদায়ে হাজারে পাবেনা পার!
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত আছে ভালে লেখা তার!
কন্যার বিবাহ এ যে হবে না ক ফাঁকাফাঁকা
কেরানী কেমনে বল যোগাড় করিবে টাকা?
জামাতা যে কৃতবিদ্য,
কৃতার্থ করিবে সদ্য,
শ্বশুরের কন্যাটিরে পণ লয়ে করি পার,
ভিটেবেচে মাটি বেচে ঢাল পায়ে টাকা তার। ৪

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

বঙ্গীয় কায়স্থের প্রতি। ৫।

(১)

বঙ্গের কায়স্থ তুমি ঘুমাইবে কতদিন?
ক্রমে যে আশার জ্যোতিঃ হল তব বিমলিন।
চক্ষু মেলি' দেখ চেয়ে,
আঁধার আসিছে ছেয়ে,
গ্রাসিছে সৌভাগ্য তব, সুখ শান্তি সমুদায়—
এতেও কি ভাঙ্গিবে না মোহনিদ্রা হায় হায়?

(২)

সমাজের উৎপীড়ন ব্রাহ্মণের অত্যাচার
কতকাল স'বে বল হীনাবস্থা আপনার?
চতুর্দ্দিকে মহাশূন্য,
নিরাশায় মনঃক্ষুণ্ণ,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব বুঝি পণ্ডশ্রম হয়ে যায়!
এতেও কি ভাঙ্গিবে না মোহনিদ্রা হায় হায়?

(৩)

বঙ্গের কায়স্থ তুমি ঘুমায়ো না আর,
কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড় মুছ আঁখিধার।
নহ তুমি হীন শূদ্র,
উচ্চ তুমি—নহ ক্ষুদ্র,
ক্ষত্রিয় গরিমা লভি, উচ্চশিরে পুনরায়
দেখাও মানবধর্ম্ম দীনহীন বাঙ্গালায়।

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

কোকিল। ৬।

বসন্তের প্রিয় সখা তুমি পিকবর,
মধুমাসে বনমাঝে শুনি তব স্বর,
কুহু কুহু রব করি, সহকার শাখা পরি,
বসিয়া, আনন্দে পাখী জগৎ মাতাও,
না জানি বিরহী প্রাণে কত ব্যথা দাও। ১
আবার কখন পাখী নিকুঞ্জ কাননে,
ললিত পঞ্চম স্বর তুলিয়া সুতানে,
করতৃপ্ত ক্লান্ত প্রাণ, করিয়া অমিয়দান
মধুর তোমার কণ্ঠ অমৃত নিদান,
কর তৃপ্ত নিরন্তর শোকতপ্ত প্রাণ। ২।

বিটপ মাঝারে কভু আবরি শরীর,
থেকে থেকে ডেকে উঠ, করহ অধীর
সরলার মুগ্ধমন, ক্ষুদ্র বালিকা তখন
নেহারি চৌদিক চাহে অন্বেষণে তব,
অথবা বিকলে তোলা কুহু কুহু রব। ৩।
কৃষ্ণবর্ণ রূপ বটে, কিন্তু তার সনে
সুমধুর স্বর তব বিদিত ভুবন।
কিংশুকের কান্তি যথা রূপের গৌরব তথা,
সৌন্দর্য্য পার্থিব শুধু দু'দিনের তরে
যশো গুণ লোকে কভু মরণের পরে। ৪।
শ্রীমতী লীলাবতী ঘোষ।

গোরার কথা।৭।

বিপাকে পড়িয়া, যবনের করে,
সুবুদ্ধি নামক রাজা
জলপান করি, চাহিলেন যবে,
সে মহাপাপের সাজা,
কেহ কহে তুমি, তুষানলে পুড়ি,
ছাড় পাপময় দেহ,
কেহ কহে—মর, ভাগিরথী নীরে,
আগুনে, কহেবা কেহ।
সুবুদ্ধি তখন, গোরার চরণ,
করিল স্মরণ সার,
গোরা কহিলেন—মরিবে বা কেন,
কর মোহ পরিহার;
ভকতি সহিতে জগত বাবারে,
পূজ প্রাণ মন দিয়া,
পাপ তাপ সব ধুয়ে মুছে যাবে,
পবিত্র হইবে হিয়া।
পতিত-পাবন তিনি মহাজন,
ডাক তারে প্রাণ খুলে,
সবাই যখন দূরে ঠেলে ফেলে,
কোলে তিনি লন তুলে।
সবাই তাঁহার ছেলে আপনার,
ছেলের মরণে তার।
নয়ন হইতে দুকূল প্লাবিয়া,
বিগলে অশ্রুধার।১
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার।

গোরার কথা।৮।

উচ্ছিষ্ট অস্পৃশ্য হাঁড়ি ছিল আঁস্তাকুড়ে
বসিল নিমাই গিয়া তাহারি উপরে।
শচী মা কাঁদিয়া কয়—আয় ত্বরা আয়
অপবিত্র হাঁড়ি কুঁড়ি ছুঁস না হোথায়।
গৌরাঙ্গ কহিল—"মাতঃ শুচি বা অশুচি
নহে বাহিরের কিছু,—যদি হয় রুচি
সকলেই যেতে পারে পূত আস্তাকুড়ে
পবিত্র রাখিতে হবে হৃদয়ের পুরে।
পাপ-ক্লেদ পরিপূর্ণ যাহার অন্তর
সেই মাত্র অপবিত্র অবনী ভিতর,
নিষ্পাপ অন্তর যার ভক্তিপরায়ণ
অশুচি কি তার কাছে?—সবি নারায়ণ;
দ্বিতীয় কিছুই নাই সবি ত ঈশ্বর
ঈশ্বরে ছুঁইব মাতঃ তাহে কিবা ডর?"
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার।

নবশিক্ষা।২।

আপনি অভুক্ত র'য়ে
নিজ মুখ গ্রাসল'য়ে
কেন যে জননী মোরে
করা'তে ভোজন

'আমি না বুঝিতে আগে
পিতার হৃদয়ে জাগে
আমার অভাব টুকু
বুঝিনি কেমন।
উষার ঈষৎ রেখা,
গভীর তিমিরে ঢাকা
ঘুমন্ত ধরণীতল
যথা চমকায়;
হেরিলে চাঁদের আলো,
যেমতি নিবিড় কালো
অতল সাগর জল
প্রেমে উথলায়
অচেনা আঁধারে উষা,
মায়ার প্রধান ভূষা
দারুণ অপত্য স্নেহ
জাগিল স্বপন
মুখ-ইন্দু তনয়ার
হেরে স্নেহ-পারাবার
উথলিল নবশিক্ষা,
নূতন বন্ধন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

ঈশ্বর।১০

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কে তুমি হে জ্যোতির্ম্ময়,
জাগিয়া রয়েছ সদা নাহি আদি নাহি ক্ষয়!
রবিকর দীপ্তিমুখে
চন্দ্রিমার চারুচোখে
ওই স্নিগ্ধ তারকার মৃদু মন্দ জোছনায়,
দেখেছি তোমারে;প্রভো! দেখেছি সে নীলিমায়
অচল পর্ব্বত শীর্ষ
উন্নত রয়েছে ধীর
নড়েনা টলেনা কভু বিরাট মোহনকায়,
কত ঘাত প্রতিঘাত
নাহি ঘটে পরমাদ
ধীরে ধীরে বাড়ে তনু সুশোভন অতিশয়
কত রব কোলাহল
জাগে নিত্য ধরাতল
আমোদ উৎসব কত চারিদিগে ভেসে যায়,
হেথায় সংসার মাঝে
আছ তুমি প্রতি কাজে
আছ সে নিভৃততম বন উপবন ছায়
অণু পরমাণু যত তোমারি মহিমা গায়।
সরল শিশুর মুখে
পিতামাতা স্নেহবুকে
তোমার প্রেমের সুধা সদা যেন মাখা তায়।
দম্পতির হিয়াযুগে
আহা কি অপূর্ব্ব রাগে
খেলে সে প্রেমের খেলা, নাহি যার তুলনায়।
আবার দুরান্ত দূরে
সুনীল পয়োধি পরে
তোমার করুণা যেন শতধারা বরষায়।
অণু পরমাণু যত তোমারি মহিমায় গায়॥
বিশাল জগৎ জুড়ে তুমি বিশ্ব রচয়িতা,
দীন আমি কি বর্ণিব হায় সে অনন্ত গাঁথা?'
আজি এ পরাণ তাই
তোমারি মহিমা গাই,
ঝঙ্কারিছে হৃদে শুধু তোমার মধুর নাম,
তুমি দেব মৃত্যুঞ্জয় তুমি এক সুখধাম॥

শ্রীমতী প্রেমকুসুম মজুমদার।

ময়মনসিংহে রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভ্যর্থনা।

ময়মনসিংহের কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ মহাশয় ২৭শে পৌষ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন— অত্রস্থ রাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন তিনি আমাদের কায়স্থ সংস্কারের প্রধান সহায় সংস্কৃত বিক্রমপুর সমাজের প্রাণ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী যাহা অন্য মাসিক পত্রিকায় ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রতিভায় মুদ্রিত হইবার জন্য পাঠাইলাম।

অত্রস্থ স্থানীয় টাউনহলে জন সাধারণ একটী সভা আহুত করিয়া শ্রীনাথ বাবুর রায় বাহাদুর উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। ঐ সভায় সহরের গণ্যমান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বারের সম্পাদক প্রাচীনতম উকিল এবং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্রস্থ স্থায়ী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ বি এ, ও চারুচন্দ্র দাস এবং উকিল খাঁ বাহাদুর মৌলবী ইসমাইল, শ্রীযুক্ত রেবতীশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র চৌধুরী, সূর্য্য কুমার বসু প্রভৃতি শ্রীনাথ বাবুর গুণ গৌরব উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানীয় কায়স্থ সভা আগামী রবিবার অর্থাৎ ২রা মাঘ তারিখে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। তাঁহার জীবনী নিম্নে দেওয়া হইল।

রায় শ্রীনাথ বাহাদুর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর শেখরনগরে প্রাচীন জমিদার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় পুর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় ৫২ বৎসর কাল ওকালতি করেন ও পিতামহ ঢাকা সব জজ কোর্টের উকিল ছিলেন। পরে ১৮৮৫ সনে তিনি ঢাকা বারে এবং তৎপর বৎসর বিশেষ কোন কারণে ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন। ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার সাধারণের হিতকর কার্য্যে এবং সকল সদনুষ্ঠানে অসামান্য উৎসাহ ছিল। ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহারই ন্যায় উৎসাহী দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্রের সহিত মিলিত হইয়া "ভারত হিতৈষীণী" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপকগণের তিরস্কারে তাঁহাকে এই অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয় অতঃপর কলিকাতায় বি-এ, পড়িবার কালে তিনি "বিক্রমপুর সম্মিলনীর" একজন প্রধান সভ্য হইয়াছিলেন। বি-এ, পাশ করার পর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মেম্বর হন। ময়মনসিংহ বারে যোগদানের অত্যল্প কাল

পরেই তিনি ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক এবং মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ও ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন। এই সময়ে সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বার্দ্ধক্য বশতঃ "চারুবার্ত্তা" (বর্ত্তমানে চারুমিহির) কাগজ পরিচালনে অসমর্থ হইয়া ময়মনসিংহের যে চারিজন বিশিষ্ট লোকের প্রতি উহার ভার অর্পন করেন, রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তৎপর মহারাজ ষ্টেটের চিফ ম্যানেজারের পদ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে উক্ত কাগজের সহিত প্রকাশ্য সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ওকালতী করার সময়ে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সততা মহারাজা সূর্য্যকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মহারাজ তাঁহাকে তাঁহার ষ্টেটের একজন উকিল নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়দ্দিন অস্থায়ীভাবে মুন্সেফের কার্য্য করেন। পরে স্থায়ী মুন্সেফী প্রাপ্ত হইলে মহারাজা তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণ না করিতে উপদেশ দেন এবং তাঁহার জমিদারীর লিগাল এডভাইসর পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। ১৮৮৮ হইতে ১৮৯২ সন পর্য্যন্ত ময়মনসিংহের প্রতিনিধিস্বরূপে জাতীয় মহাসমিতির কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও এলাহাবাদের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে, প্রসিদ্ধ ফিলিপ্‌স্ কেসের অবসানে যখন স্বর্গীয় পরলোকগত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে হাইকোর্ট বারে যোগদানের জন্য কলিকাতা যাইতে সঙ্কল্প করেন, তখনও মহারাজা তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করেন এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ষ্টেটের চিফ ম্যানেজারের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এইবার তিনি তাঁহার শক্তির অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি দীর্ঘকাল মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ছিলেন এবং বিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ ময়মনসিংহের সদর বেঞ্চে অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহুকাল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মেম্বর, ময়মনসিংহ জেলের পরিদর্শক, জমিদারগণ কর্ত্তৃক মনোনীত আনন্দমোহন কলেজ কমিটীর সদস্য, সিটী কলেজিয়েট স্কুল কমিটীর ও মুক্তাগাছা রামকিশোর হাই স্কুল কমিটীর মেম্বর, ইষ্ট-বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডারস্ এসোসিয়েসনের মেম্বর, ময়মনসিংহ লোন আফিসের ডিরেক্টর এবং ময়মনসিংহ সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডেপুটী চেয়ারম্যান প্রভৃতি স্বরূপে আজ ৩০ বৎসর যাবত নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত আছেন। অমায়িকতা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান, কার্য্যদক্ষতা এবং চরিত্রবলে তিনি সমভাবে জনসাধারণের এবং রাজপুরুষগণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন, মহারাজা সূর্য্যকান্তের বিস্তীর্ণ জমিদারীর পরিচালন কার্য্যে তাঁহার খ্যাতি বঙ্গদেশ বিশ্রুত। তাঁহার কার্য্যকলাপে প্রজাগণ তাঁহার ও রাজষ্টেটের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। তাঁহার ন্যায়বিচার ও সুশাসনই এই অনুরক্তির প্রধান কারণ।

বহুদিন যাবত তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ব্যয়ে পরিচালিত একটী বালিকা বিদ্যালয় রহিয়াছে। তিনি নিজ বাড়ীতে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তও হইয়াছিল,

কিন্তু পরে গ্রাম্যকূটনীতির ফলে পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রকোট গ্রামে আর একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় প্রতিযোগীতায় দুইটিই উঠিয়া গিয়াছে শেখরনগর গ্রামে উত্তম পানীয় জলের অভাব লক্ষ্য করিয়া রায় বাহাদুর ১৩১৯ সনে নিজ বাটীর সম্মুখে একটী জলাশয় খনন করেন। পর বৎসর উহা রিজার্ভ করিয়া জল ব্যবহারার্থ সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি নিজ গ্রামে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নামে "পূর্ণচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করিয়া দেশবাসীর মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। গত আগষ্ট মাসে এই দাতব্য-চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন কার্য্য আমাদের সদাশয় মহামান্য গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর স্বয়ং সম্পন্ন করেন এবং তদুপলক্ষে রায় বাহাদুরের বাটীতে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কার কার্য্যেও তাঁহার একান্ত উৎসাহ দৃষ্ট হয়। বিদেশ প্রত্যাগত যুবকগণ যাহাতে সমাজে গৃহীত হয় তজ্জন্য তিনি স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বদা যত্নবান। পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ-সমাজের সংস্কার কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন তন্মধ্যে রায় বাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকার কায়স্থগণের প্রতিনিধি স্বরূপ গত ১৯১৪ সনে এলাহাবাদে "নিখিল ভারত কায়স্থ-সম্মিলনে" যোগদান করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যে অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন এবং তাঁহারা যে ৪০০ বৎসর একাদিক্রমে স্বাধীনভাবেই বঙ্গদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণাদিদ্বারা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়া, শুধু বঙ্গীয় কায়স্থ সম্প্রদায় কেন, সর্ব্বত্র বাঙ্গালীজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন।

অনারেবেল রাজা বাহাদুর স্বয়ং শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী। তিনি বহু বিদ্যার্থীর পড়ার সাহায্য কল্পে দান করিতেছেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের কীর্ত্তি সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান আমরা জানি। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আমরা তাঁহার নিকট বহু বিষয়ের আশা করিয়া থাকি। যে আনন্দমোহন কলেজের সংস্থাপন কল্পে রাজ সরকার হইতে প্রায় সার্দ্ধ লক্ষ টাকা দান ময়মনসিংহবাসী জনসাধারণের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির বিশেষ সহায়তা করিয়াছে সেই কলেজের অঙ্গ পূর্ণ হইতে এখনও অনেক অভাব রহিয়া গিয়াছে। বহু সহস্র টাকার যন্ত্রাদি সংগ্রহের অভাবে এই কলেজে আই, এস, সি ক্লাসের প্রতিষ্ঠা ও বি, এ ক্লাসে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা হইতেছে না। আমরা আশা করি, রায় বাহাদুরের মন্ত্রণার রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক ময়মনসিংহবাসীর এই গভীর অসুবিধা অচিরেই বিদূরিত হইবে। সাধারণ পাঠাগার অভাবে-ময়মনসিংহের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সাহিত্য চর্চ্চা বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না। বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, স্বর্গীয় মহারাজের স্মৃতি রক্ষার্থ এই নগরে একটী "সূর্য্যকান্ত পাঠাগার" স্থাপিত হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কোন অনুষ্ঠান আমরা দেখিতে পাইতেছি না। এই কার্য্যে রায় বাহাদুরকে অগ্রণী হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। রায় বাহাদুরের অকৃত্রিম রাজসেবা, দেশসেবা দেখিয়া আমরা বহু পূর্ব্বেই তাঁহার এই

রাজসম্মান প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে-ছিলাম। আজ যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যসম্মান লাভে আমাদের সেই বাসনা পরিতৃপ্ত হইল

আমাদের সুহৃদ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমরা আজ যে চারুমিহিরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি, একদা যাঁহার হস্তে সেই পত্রিকার ভার ন্যস্ত ছিল তাঁহার এই সম্মানিত উপাধিলাভে আমরা যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি এস্থলে আমরা তাহারই অভিনন্দন করিলাম।

শ্রীশচন্দ্র গুহ।

মন্তব্যের মন্তব্য।

বিগত ২১শে ডিসেম্বর তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকায় ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরোধ ভঞ্জন শীর্ষক সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ দিতেছি:—

"গত সেন্সাসের সময় হইতে—যখন মিঃ রিজলী (তৎপর স্যার হারবার্ট) বঙ্গীয় বিভিন্ন জাতির শ্রেণী বিভাগ ও পর্য্যায়মান নিরূপণ করিতে যাইয়া কায়স্থগণকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করেন সেই সময় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ বিচলিত হইয়া উঠেন। কায়স্থগণ এই শ্রেণী বিভাগে অবমানিত মনে করিয়া, তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বিজ্ঞাপক যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় নামান্তে "দাস" শব্দ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে অধিকাংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হন ও প্রকৃত পক্ষে কায়স্থগণকে একঘরে করেন। সেই হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গে উভয় জাতির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন—প্রায় হয়।

খুলনা জেলার মধ্যে খড়েরিয়া পরগণা বেশ উন্নত এবং ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ, জ্ঞানসম্পন্ন কায়স্থ ও শিক্ষিত বৈদ্যগণের আবাস স্থল। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত করিলে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত যাবতীয় সামাজিক সম্বন্ধ রহিত করেন।

খড়েরিয়া পরগণার কেন্দ্রস্থল মূলঘরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায় উভয় জাতির মনোমালিন্য বিদূরিত করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপনের এই সুযোগ বুঝিয়া তজ্জন্য চেষ্টা করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ বাবুর সম্মতিক্রমে মূলঘর ও নলধার প্রধান ও সাধারণ হিতকর কার্য্যোৎসাহী কায়স্থবৃন্দ গত ১১ই নবেম্বর তারিখে মূলঘরের শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তথাকার ব্রাহ্মণগণকে লইয়া এক সভার অধিবেশন করেন। ঐ পরগণার যাবতীয় গ্রামের প্রতিনিধিবর্গ সভায় সমবেত হয়েন ও শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী বাবুই সভাপতি পদে বরিত

হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী বাকবিতণ্ডার পর নিম্নলিখিত মন্তব্য স্থিরীকৃত হয়:—

(ক) যে সকল কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা উপবীত ধারণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু উপবীতের কোন রূপ অবৈধ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(খ) ভবিষ্যতে কোন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে স্থানীয় সমাজাগ্রগণ্যগণের অনুমতি গ্রহণ করিবেন বিনানুমতিতে কায়স্থগণ মাসাশৌচের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

(গ) যে সকল কায়স্থযাজী পুরোহিত যজমান পরিত্যাগ করিয়াছেন কিম্বা যে সকল পুরোহিত কায়স্থ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পুর্ণগ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা ক্রিয়া কর্ম্মে অবস্থা বিবেচনায়, যেরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করাইবেন তদ্রূপই করিতে হইবে।

(ঘ) উপর্য্যুক্ত মন্তব্যে যে কায়স্থ বাধ্য থাকিবেন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত পুনঃ সামাজিক সম্বন্ধে স্থাপিত করিবেন।

মূলঘরের কায়স্থগণ খড়রিয়া পরগণার যাবতীয় কায়স্থের পক্ষে এই মন্তব্য স্বীকার করিয়াছেন এবং ক্ষীরোদ বাবুও ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের চরমপন্থীর দল এই সকল মন্তব্যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ইহাকে পরস্পর সামাজিক অপমান জনক বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যথাক্রমে নিবেদন করিতেছি।—

বেঙ্গলীর সংবাদদাতা মহাশয় বলিয়াছেন যে, কায়স্থগণকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, এই উক্তি ঠিক নহে। গত পুর্ব্ব আদমসুমারির কিয়দ্দিন পুর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত সভাপতি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়া বৈদ্যবড় কি কায়স্থ বড় এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রত্যেক জেলায় এক এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, ঐ সকল সভায় বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে কে ছোট কে বড় তাহা কিছুই অবধারিত হয় নাই; কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদমসুমারির ন্যায় কায়স্থকে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নে উল্লেখ না করিয়া গত পূর্ব্ব সেন্সাস রিপোর্টে কায়স্থকে বৈদ্যের নিম্নে সন্নিবেশিত করায়, ইহার কারণানুসন্ধান করতঃ কায়স্থগণ জানিতে পারেন যে, আদমসুমারি বিভাগের একজন পদস্থ বৈদ্যের চক্রান্তেই ঐরূপ ভাবে কায়স্থকে নিম্নে স্থান দান করা হইয়াছে। কায়স্থগণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া কলিকাতায় কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি সংস্থাপিত করতঃ অন্যূন তিন শত পণ্ডিত প্রধানের নিকট হইতে কায়স্থের বর্ণ নির্ণায়ক প্রমাণাবলী সংগ্রহ করেন এবং যখন তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া কৃতনিশ্চয় হন তখন ক্ষাত্রধর্ম্মানুমোদিত আচারাদি প্রবর্ত্তনের জন্য উপবীত ধারণ, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন, নামান্তে বর্ম্মা ও দেবী শব্দ ব্যবহার প্রভৃতি প্রচলন আরম্ভ করেন। সুতরাং লেখক মহাশয়ের উক্তি ঠিক নহে।

১ম মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই।

২য় মন্তব্য যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কায়স্থগণকে যে বিষম চাবুকের

আঘাতে জর্জ্জরিত করা হইয়াছে ইহা পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, এবং মন্তব্যগুলি যে পক্ষপাত-দোষদুষ্ট ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কায়স্থগণ পুত্র-কন্যার বিবাহ, পিতা মাতার শ্রাদ্ধ, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি চাহেন না বা ব্রাহ্মণেরাও উহাতে অনুমতি দিবার দাবি রাখেন না কিন্তু কায়স্থগণের এই বর্ণ ধর্ম্ম অনুমোদিত উপবীত গ্রহণ ব্যাপারে সামাজিক ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণগণ কেন হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন তাহা আমাদের ধারণার বহির্ভূত। আমরা যখন দেখিতেছি ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরস্পরে কেবল খাওয়া ও খাওয়ান সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই এবং সময় সময় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ বাড়ী ব্রাহ্মণ পাচিত আহার্য্য অশনেও কুণ্ঠিত হন এবং সময় সময় কোন কোন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের বুকে ন্যায়ের মস্তকে নিদারুণ পদাঘাত করিয়া মান্ধাতার আমল হইতে আগত ভ্রম-ধারণা বশে বলিয়া থাকেন, আমরা "অশূদ্র প্রতিগ্রাহী কায়স্থের বাড়ী খাই না" তখন কায়স্থের সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ অথবা প্রাধান্য লাভের বলবতী বাসনা অকারণে অসময়ে কেন উদিত হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। বুঝাইয়া দিবেন কি? নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে ইহাতে কায়স্থগণের যথেষ্ট ক্ষতি, অসুবিধা এবং পরিণাম বিরসতার কারণ স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর উপবীত লইবার অনুমতি চাহিলেই যে তাহারা অনুমতি দিবেন তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? (ক) সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিলে এবং একদেশদর্শী মন্তব্যগুলির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের বিষয় চিন্তা করিলে ইহার পরিণাম সন্তোষজনক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এবং বিনানুমতিতে যে কায়স্থগণ স্ববর্ণোচিত অশৌচ প্রতিপালন না করিয়া মাসাশৌচ পালন করিবেন ইহার মূলেও জটিল অনুদারতার বিদ্যমান আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি। কারণ, ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমেই না হয় আজ একজন উপবীত গ্রহণ করিল কিন্তু কাল তাঁহার পিতৃ বিয়োগে দ্বাদশাহে অশৌচান্তের অনুমতি প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অনুমতি দিলেন না, বিশেষতঃ যখন সমষ্টিতেই সমাজের সৃষ্টি একজনকে লইয়া সমাজ গঠিত নহে, তখন অনুমতি চাহিলে হয়ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মত দিলেন কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় মত দিলেন না, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাঝের মাঝ খানি হইয়া 'হুঁ'

(ক) ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি, তাহারা যৎকালে কায়স্থগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ কি অশৌচ পালন করেন না, তদ্রূপ কায়স্থগণও দ্বিজাতি, তাহারাই বা কিজন্য ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ ও অশৌচ পালন করিবেন। এ প্রকার মন্তব্য যাহারা করিতে স্পর্দ্ধা করে, তাহারা নিতান্তই ক্ষিপ্ত। প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থ বঙ্গে উপনীত হইয়াছে, আরও হইতেছেন তাহাদের পক্ষীয় উদারচেতা ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কায়স্থগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত হইতেছেন কায়স্থগণকে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই, তবে কতকগুলি শূদ্রাচারী কায়স্থগণ কায়স্থ সমাজের ক্ষতি করিতেছেন।

সম্পাদক।

'না' কিছুই বলিলেন না, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ধরি মাছ না ছুই পানি করিয়া তর্করত্নের উপর বরাত দিলেন, আবার তর্করত্নের শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিলেন,'সমাজকে' জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারেন না—তখন অনুমতি প্রার্থীর অবস্থা 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' হইবে না কি? বিশেষতঃ সমাজের সকলেই যে ভোলানাথ, তাহা নহেন কেহ বা দুইবার বলিতেই স্বীকার করিবেন, কেহবা দুই চারি দিন দুই বেলা হাঁটা হাঁটির পর আচ্ছা বলিয়া হুকুমজারি করিবেন, আরপাড়া পাড়ার নিকর্ম্মা মোড়ল, দলাদলি না করিলে যাঁহাদের ভাত হজম হয় না, সেইসব মহাশয়গণ মস্ত বড় 'দাউ' পাইয়া যে বিগড়াইয়া যাইবেন না তাহাই বা কে বলিল? যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যদি কোন রকমে তথা-কথিত অনুমতি পাওয়া যায় তবেই মঙ্গল নচেৎ অনুমতি-প্রার্থীর অশৌচান্তের পরিণাম যে কি ভয়াবহ ও সমাজ-বিরুদ্ধ হইবে তাহা খড়েরিয়ার সুযোগ্য সহৃদয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহাশয়গণের চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য ছিল। উর্ব্বর মস্তিষ্ক ডাক্তার ক্ষীরোদ বাবু হাতে পাজি মঙ্গলবার, পাইয়া যেন তেন প্রকারেণ, তাঁহার মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অসম্পন্ন উপবীতী কায়স্থ কেমন করিয়া এত বাধা বিঘ্ন এবং মন্তব্যের দায় এড়াইয়া পিতৃমাতৃ দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, তাহা তত্রত্য কায়স্থগণের চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত ছিল। আবার প্রকারান্তরে উপবীতী কায়স্থকে স্ববর্ণোচিত দ্বাদশাহে অশৌচান্ত করিতে না দিয়া শূদ্রবৎ মাসাশৌচ পালন করাইবার প্রবৃত্তি সকলের না হইলেও যদি কোন কোন ব্রাহ্মণের মনে উদিত হয় তখন যে সমাজের দোহাই বলে অশৌচ সঙ্কোচের অনুমতি পাওয়া যাইবে না ইহা অতি বড় মূর্খেও বুঝিতে পারে। সুতরাং আমাদের মনে হয় তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ প্রকারান্তরে কায়স্থের দায় বুঝিয়া আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু সেখানকার Cultured Kayestha বাবুরা যে কি বুঝিয়া এ হেন স্বার্থগর্ভ মন্তব্য সম্মতি দিলেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণার অতীত।

তৎপর তৃতীয় মন্তব্য—পুরোহিতের পালা এ মন্তব্যেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই এবং ইহাতেও একদেশ-দর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে সকল পুরোহিত উপবীতী কায়স্থকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পরিত্যক্ত যজমানের উপর তাঁহাদের পুনরায় কোন দাবীদাওয়া আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে সকল পুরোহিত কারণাধীনে কায়স্থ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পৌরোহিত্যে ব্রতী করা সর্ব্বতোভাবে কয়েস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি সুতরাং যজমান পরিত্যাগী পুরোহিতকে পুনরায় পৌরোহিত্যে বরণ করাটাও কায়স্থ-সমাজের কর্ত্তব্য কিনা তাহাও সর্ব্বদা চিন্তনীয়। মন্তব্যে একটী বিশেষ আবশ্যক ও অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ের আদৌ কোন উচ্চ বাচ্য দেখিলাম না। সেটী এই:—স্ব-স্ব কুল পুরোহিত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিপন্ন অবস্থায় কায়স্থগণ যে সকল কায়স্থহিতৈষী পুরোহিতের আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করতঃ ক্রিয়াকর্ম্ম

করাইতেছিলেন, সে সকল স্বার্থত্যাগী পুরোহিতের দশা কি হইবে, সভার সমবেত ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহোদয়গণ কি তাহা আদৌ চিন্তা করিয়াছেন? অন্ততঃ আমরা মন্তব্য মধ্যে সেরূপ কোন প্রমাণ পাইলাম না। কুল পুরোহিত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই ঘোর বিপদের সময় যাঁহাদের সাহায্যে, যাঁহাদের করুণায়, যাঁহাদের অনুগ্রহে, যাঁহাদের অভয়দানে, কায়স্থেরা হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন,—তাঁহাদের আর্থিক উন্নতি, অবনতি, সমাজের কর্ষণ পেষণের বিষয় অগ্রে চিন্তা করতঃ তাঁহাদের সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া তৎপর ঈদৃশ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইলেও, বুঝিতাম মন্দের ভাল হইল। আমরা আশা করি মন্তব্যে স্বীকৃত কায়স্থ মহাশয়েরা যেন এই সকল বিপদ্তারণ অভয়দাতা পুরোহিত শ্রেষ্ঠগণকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা ও তাঁহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এই মন্তব্যের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমরা নীরব রহিলাম। তবে মনে রাখিবেন কায়স্থ-ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা ক্ষত্রিয়—দেবদেবীই আমাদের সয়স্থানীয় নামান্তে উচ্চার্য্য।

চতুর্থ মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে সকল কায়স্থ উল্লিখিত মন্তব্যচতুষ্টয়ে স্বীকৃত হইয়াছেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত করিলেন—বেশ কথা। কিন্তু যাঁহারা উহাতে স্বীকৃত হইলেন না, তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে?

ব্রাহ্মণগণ ত তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন না কিন্তু মন্তব্যে স্বীকৃত কায়স্থ মহাশয়গণও কি অস্বীকৃত স্বজাতিগণের সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবেন? প্রকারান্তরে কিন্তু হইয়াছেও তাহাই; ব্রাহ্মণগণ এক ঢিলে দুইপাখী মারিয়াছেন—কতকগুলি আত্মমর্য্যাদা-বিস্মৃত কায়স্থকে পদলেহন করাইলেন এবং তাঁহাদের পক্ষাবলম্বীর সহিত বিপক্ষীয় কায়স্থের মনোভঙ্গ ও দলাদলির সূত্রপাত করাইলেন।

ছেঁড়া কাপড়ে অঙ্গ ঢাকিতে গেলে যেমন সবদিক ঢাকা পড়ে না, এই মন্তব্যগুলিতেও তেমনি কতকগুলিকে কোল দেওয়া, আর যাহারা নিতান্ত আত্মসম্মান প্রয়াসী সেই সকল কায়স্থকুলতিলককে প্রকারান্তরে তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অন্যতম উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এই যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সম্মিলিত সভায় এরূপ একদেশদর্শী পক্ষপাতপূর্ণ মন্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং সেই মন্তব্যে সম্মতি দান কায়স্থের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় নাই। ইহাতে যেন আমাদের জাতীয় অপমানই সূচিত হইতেছে। আর ব্রাহ্মণদিগকেও বলি—সব ঝোলটুকু নিজেদের পাতে না ঢালিয়া, কায়স্থদের একটু দিলেই যেন ভাল হইত—ব্রাহ্মণ্যের মহিমা বিঘোষিত হইত।

আর ক্ষীরোদ বাবু প্রমুখ কায়স্থ মহাশয়দেরও বলি—শ্রাদ্ধ সভায় শোভাবৃদ্ধির এবং মৃতের অমর আত্মার প্রীত্যর্থে প্রচুর ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য তাঁহারাও এই মন্তব্যে সম্মতি দান করিলেন কিন্তু যে সকল গরীব উপবীতী কায়স্থ এই মন্তব্যে সম্মতি দান করেন নাই, তাঁহাদের বাটীতে ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রয়োজন হইলে

এই সকল ব্রাহ্মণেরা কি পদধূলী দানে গরীব বেচারীকে কৃতার্থ করিবার উদারতা দেখাইতে পারিবেন? আমরা কিন্তু সেরূপ আশা আদৌ করিতে পারি না। আমাদের শেষ উক্তি এই যে, আমরা খড়েরিয়া অঞ্চলের কায়স্থগণের পরিণামদর্শিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না, কারণ বেঁজনীর সংবাদ দাতার পত্রেই স্পষ্ট রহিয়াছে যে, সভায় উভয় সম্প্রদায়েরই নরম গরম উভয়-পন্থী বিদ্যমান ছিলেন। অলমতি বিস্তারেণ। (খ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায় যে সমস্ত মহাত্মাগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাক কাগজে ক্ষুদ্রাক্ষরে প্রবন্ধ লিখিলে কম্পোজ করিতে বড় কষ্ট হয়, অবশ্য সকলেই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ফুলিসকেপ কাগজের বামদিকে অন্ততঃ ১ ইঞ্চি স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে কম্পোজ করার পক্ষে সুবিধা হয় এবং ভ্রমপ্রমাদও কম হয়। কোন কোন স্থানে হস্তাক্ষর পড়া এমন সুকঠিন যে যাঁহারা প্রুফ সংশোধন করেন তাঁহারাও পাঠ করিতে পারেন না সুতরাং ভ্রমটী থাকিয়া যায়। এই সকল কারণে আমাদের বিশেষ নিবেদন যে সকলেই যেন দয়া করিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে স্পষ্টাক্ষরে প্রবন্ধ লেখেন।

২। শ্রীকৃষ্ণের বয়স।—ফরিদপুর অন্তর্গত রাজবাড়ী হইতে পরম ভাগবত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় লিখিতেছেন:—

সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত বিগত অগ্রহায়ণ মাসের 'রাসলীলা' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত আছে "শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বর্ষ বয়সে ব্রজলীলা শেষ করিয়া মথুরায় যান" এই কথাটী বড়ই আমার প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে হীরেন্দ্র বাবুর পৌরাণিক কথা

(খ) উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণকে আমরা সর্ব্বদা পরামর্শ দিয়া থাকি যে পূজা [illegible] হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে ৪।৫টী বৃহৎ বৃহৎ পূজা আছে, যাহাতে পূরক ও তন্ত্রধারকের প্রয়োজন, সেই সকল পূজার জন্য স্বপক্ষীয় ব্রাহ্মণের আবশ্যক। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূজা উপবীতী কায়স্থগণ নিজেই সম্পন্ন করিবেন।

সম্পাদক।

নামক গ্রন্থেও দেখিয়াছি, কৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে রাসলীলা ও একাদশ বর্ষ বয়সে ব্রজলীলা শেষ করেন, এই দুইটীরই শাস্ত্রীয় প্রমাণ অর্থাৎ শ্লোক দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে চিরবাধিত হইব।

প্রবর ভাগবত প্রভুপাদ বর্দ্ধমান অন্তর্গত আকুই নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় আমার পত্রোত্তরে লিখিতেছেন :—

শ্রীকৃষ্ণ কত বয়সে রাসলীলা করিয়াছিলেন এবং কত বয়সে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীভাগবতে দশমের কোন স্থানে উল্লেখ নাই। মোটামোটী বাল্য পৌগণ্ড এবং কৈশোর বয়স ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের বয়স থাকে নাই। তবে টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাস প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, সপ্তম বর্ষে গোবর্দ্ধন ধারণাদি ও অষ্টম বর্ষে রাস করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে "কৈশোরকং বয়োমানয়ন্ মধুসূদনঃ," শ্লোক আছে। "মানয়ন্" হইলে তাঁহার বয়সানুসন্ধান প্রয়োজন করে না, কারণ দশমে কহিয়াছেন, আমিও রাসলীলার বর্ণনা করিয়াছি যে তাঁহার দেহ ধাতুঘটিত থাকে নাই, তাহার দেহ চিন্ময় ছিল, তাহার প্রমাণ দিয়াছি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে যখন যে বয়স বা কৈশোর বয়স গ্রহণ করিতে পারিতেন তখন সেই অচিন্ত্য শক্তির অকার্য্য কি আছে? তিনি যখন শরত কালেও মল্লিকাপুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া সকল ঋতুর সমাগম শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন যে বয়স ইচ্ছা সেই বয়সই গ্রহণ করিতে পারেন, এই জন্যই বোধ হয় শ্রীভাগবত কোন বয়সের উল্লেখ করেন নাই। শ্রীভগবানকে যদি আমি ভালবাসি তাহা হইলে তাঁহার কোন কার্য্যের দোষ দেখিতে পাইব না, তিনি যাহা করেন তাহাই ভাল লাগিবে। আর তিনি আমার ন্যায় মনুষ্য জ্ঞান করিলে সকল দোষ দেখা যায়।

এবারে আপনার রাসলীলা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম, কারণ আধ্যাত্মিক (আধি-আত্মিক) বর্ণনা করেন নাই, যুবা বয়সে শ্যামসুন্দর, মুরলীবদন, নটবর বেশ প্রভৃতির রূপ না দর্শন করিলে কি আনন্দ পাওয়া যায়? আরও বায়ুপুরাণে, নারদ পঞ্চরাত্রে জ্যোতিঃ অভ্যন্তরেই অপ্রাকৃত রূপ বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণের চক্ষু সেই জ্যোতিঃ ভেদ করিয়া সেই অপ্রাকৃত রূপ দেখিতে পান। কিন্তু যোগিগণ সেই জ্যোতিঃ বা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির জ্যোতিঃ পর্য্যন্ত দেখিতে পান।" কবিরাজ মহাশয়ের প্রশ্নের যে উত্তর শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর, প্রাঞ্জল এবং ভক্তের মনোমুগ্ধকর। এই রকম সুন্দর মধুর উত্তর ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ই দিতে পারেন। ইতি

৩। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কানপুর নিবাসী কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে লিখিতেছেন—

"মাঘ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ ও প্রতিবাদের উত্তর পাঠ করিয়া কি বোধ হইল? শাস্ত্রী মহাশয় যদি এ সকল কূটতর্কজাল ও নূতন নূতন (theory) (কি বলিব প্রস্তাব না কল্পনা) না তুলিয়া একটী বেশ সুন্দর সরল ও সরল ভাষায় প্রবন্ধ লেখেন তাহা

হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়। ইত্যাদি।” তাঁহার পত্রে আরও অনেক কথা আছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। প্রয়োজনাভাব।

উক্ত প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদের উত্তর আমাদের ফাল্গুনের সংখ্যার সমালোচনা স্তম্ভে দেখিতে পাইবেন। ফলতঃ উক্ত ঘোষজ মহাশয়ের ন্যায় অনেক কায়স্থই শাস্ত্রী মহাশয়ের লং বং চং ইত্যাদি ব্যাকরণ বুঝিতে পারেন না! তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিলেই ভাল হয়। আর যদি তাঁহার “কায়” থিওরী পাণিনীর আশ্রয় ভিন্ন বোধগম্য না হয় তাহা হইলে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। ঘোষজ মহাশয় গোত্র ও প্রবরের সম্পূর্ণ ব্যখ্যা চান। প্রতিভার কোন্ সংখ্যায় আমরা এই বিষয় লিখিয়াছি তাহা আমার মনে হইতেছে না। তবে কায়স্থ-তত্ত্বের পরিশিষ্টে গোত্র ও প্রবর কয়েকটীর নাম মাত্র লিখিত হইয়াছে। গোত্র শব্দে বংশের আদিপুরুষ ও প্রবর উক্ত বংশের ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ।

৪। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের বৃত্তি।—প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৌলিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবমতে ভারতসচিব তাঁহার কার্য্যকাল আরও ৫ বৎসর বাড়াইয়া দিয়াছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের সাহায্যকল্পে অন্যান্য সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র নিজের ও সহকারীদের বেতন স্বরূপ প্রতি বৎসর পঞ্চাশহাজার টাকা সরকার হইতে পাইবেন। তাহা ছাড়া একটী পরীক্ষাগার বা কারখানা স্থাপনের জন্য এককালীন ২৫০৫০০্ টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে এতদ্ব্যতীত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারও ব্যবহার করিতে পারিবেন। অধিকন্তু উদ্ভিদ-জীবনের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণার জন্য সরকার পক্ষ হইতে তাঁহাকে কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং এর নিকটে দুইখানি বাগান দেওয়া যাইবে। এ সব সুবিধা পাইয়া ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎ সমক্ষে ভারতের ঋষিবাক্যের সত্যতা ও জ্ঞান প্রচার করিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা আশা হয় আচার্য্য মহোদয় “অন্তঃ সংজ্ঞাঃ ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা” ঋষি-উক্ত উদ্ভিদ জীবনের এই সার সত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিতে পারিবেন।—‘জ্যোতিঃ’

৫। ভ্রম সংশোধন।—শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্ম মহাশয়ের রচিত, আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা অগ্রহায়ণ মাস সংখ্যায় ৩৭২ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শীর্ষক পদ্যে যে সকল ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন করা যাইতেছে।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭২	১	১৬	করেছি	করিছি
৩৭৩	১	৪	আমায়	আমার
ঐ		পাদমধ্যে	অচলাচলা	অর্চনানা

৬। কায়স্থ উপনয়ন নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোসাইদুর্গাপুর গ্রামে কুষ্টিয়ার উকিল শ্রীযুক্ত তারাপদ মজুমদার বি,এল, উকিল মহাশয়ের এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহেশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর পক্ষ হইতে, হাটগ্রামের শ্রীযুক্ত মদনাথ বসুবর্ম্ম, কাদিরপুরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মির্জ্জাপুরের শ্রীযুক্ত

বঙ্কিমলাল ঘোষ মহাশয়দিগের বহু দিনের চেষ্টা এবং উদ্যমের ফলে নিম্ন লিখিত একবিংশতি জন কায়স্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে প্রায়শ্চিত্ত অন্তে তাঁহাদিগের নষ্ট সাবিত্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত যজ্ঞে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কুল পুরোহিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন তন্ত্রধারক ; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা মজুমদার এবং গুরুদেব শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী মহাশয়দ্বয় সদস্য ছিলেন। উক্ত গ্রামস্থ সামাজিক ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বাড়ীতে উপনয়ন উপলক্ষে উপস্থিত: থাকায় যজ্ঞের সমকালে অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু সন্ধ্যার সময় স্বর্গীয় ঋষিতুল্য মহাত্মা নীলরতন অধিকারীর বাটীতে অনেক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় উপনীত কায়স্থ সম্বন্ধে যে প্রকার আলোচনা হইল, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে কায়স্থগণ যদি তাঁহাদের কুললক্ষণ আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠাদির অপব্যবহার না করেন তবে ব্রাহ্মণানুগ্রহে কায়স্থ সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে। উক্ত সময় স্থানীয় জমিদার উদারনৈতিক মহানুভব শ্রীযুক্ত হরিপদ অধিকারী মহাশয়ের অকপট কায়স্থসহানুভূতি দর্শনে আমরা বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। এই উপনয়নের জন্য আমরা কুষ্টিয়ার স্বনাম ধন্য উকিল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তারাপদ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়কেশত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। উপনীত কায়স্থ দিগের নাম :—

১। তারাপদ মজুমদার। ২ রামচন্দ্র ঘোষ। ৩। ডাক্তার হেমচন্দ্র নন্দী মজুমদার। ৪ কালীপদ নন্দী মজুমদার। ৫। পণ্ডিত মধুসূদন নন্দী মজুমদার। ৬। কৃষ্ণলাল দেব বিশ্বাস। ৭। বীরেশ্বর দেব বিশ্বাস। ৮। পঞ্চানন দেব বিশ্বাস ৯। লক্ষ্মীশ্বর দেব বিশ্বাস ১০। পূর্ণচন্দ্র দেব বিশ্বাস ১১। ভগবান দেব বিশ্বাস। ১২। রজনীকান্ত ঘোষ ১৩। হৃষিকেশ ঘোষ ১৪। কিশোরীমোহন বসু ১৫। পঞ্চানন মিত্র ১৬। রামেন্দ্রনাথ মিত্র ১৭। শ্রীশচন্দ্র রায় ১৮। বিজয়কৃষ্ণ সরকার ১৯। ইন্দুভূষণ ভৌমিক ২০। রজনীকান্ত দেব অধিকারী ২১। জগবন্ধু রক্ষিত।

৭। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় কলিকাতা মহানগরে ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজারে, ফরিদপুর জেলায় কায়স্থধর্ম্ম প্রচার করে একটী প্রচার সমিতি গঠিত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী তিনি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সাদরে পত্রস্থ করিয়া ফরিদপুরস্থ বদান্য কায়স্থ মহাত্মা গণের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি যিনি যাহা দান করিবেন তাহা উক্ত কায়স্থসমাজের পরমহিতৈষী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, অথবা আমার নিকট ফরিদপুরে প্রদান করিতেও পারেন :—

বিজ্ঞাপন ।—কায়স্থ জাতির পরম হৈতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বিএ গীতাভূষণ মহাশয়ের বার্দ্ধক্য ও পীড়াহেতু শরীর অপটু হওয়ায় পূর্ব্ববৎ ফরিদপুরের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেছেন না; [illegible] কার্য্য

ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। সমাজের অবস্থা বর্ত্তমানে নিস্তব্ধ এবং শিথিল ভাব ধারণ করিয়াছে, অনুৎসাহ কায়স্থ জাতিকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। অচিরে এ অবস্থার তিরোধান না ঘটিলে, যাঁহারা সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সংস্কারের গৌরব রক্ষা করিতে না পারিয়া জাতির মুখ ম্লান করিবেন তাহার পূর্ব্বলক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা কায়স্থ মাত্রেরই কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই। যদি অবিলম্বে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কায়স্থ সমাজ পুনর্ব্বার সজীবতা লাভ করিতে পারিবে এমত আশা করা যায়। এই প্রচার কার্য্য সম্পাদন জন্য একজন বেতন ভোগী উপযুক্ত প্রচারক নিয়োগের নিতান্ত অবশ্যক। নিয়োজিত প্রচারক কেবল ফরিদপুর জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচার করতঃ তাঁহাদিগের চির বদ্ধমূল কুসংস্কার বিদূরিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারিবেন প্রচারক রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন ইহা সহজেই অনুমেয়। সত্বর প্রচারক না রাখিলে অধঃপতন অনিবার্য্য ইহা উপলব্ধি করিয়া স্বজাতি হিতাকাঙ্খী মহাত্মাগণ যদি এ বিষয় সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন, তবে প্রচারক রাখিয়া সমাজ সেবাদ্বারা সমাজের আবর্জ্জনা দূর করা যাইতে পারে। ভরসা করি আমাদের এই উদ্দেশ্যের সহিত কেহই ভিন্নমত হইতে পারিবেন না। ফরিদপুরবাসী কায়স্থ মাত্রেই এ বিষয় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আমার নিকট অথবা ফরিদপুর "আর্য্যকায়স্থ-সমিতির" সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায়" সাহায্য দাতৃগণের দানপ্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে। সমাজের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে তাঁহারা মুক্ত হস্ত হউন, ভগবানের আশীর্ব্বাদ শিরে বর্ষিত হইবে। অন্তত তিনশত টাকা সংগ্রহ না হইলে কার্য্যারম্ভ অসম্ভব।

বিনীত নিবেদন—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা সম্পাদক

ফরিদপুর "কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার সমিতি"

১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার। কলিকাতা।

৮। দিনাজপুরে শ্রাদ্ধ।—বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ দিনাজপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ পরম ভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বধর্ম্মপরায়ণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় স্বীয় মাতার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ যথাবিধি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে দানাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। নবদ্বীপস্থ পরমপূজনীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, নবদ্বীপের গভর্ণমেণ্ট চতুষ্পাঠীর স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় হরমোহন চূড়ামণি মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত রামগোপাল তর্কতীর্থ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত যদুনাথ বিদ্যারত্ন এই ৭ জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যতীর্থ ও বগুড়া জেলার গ্রামবাসী

গ্রামের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর সাংখ্যভূষণ ও বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বেদাধ্যায়ী মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিত মহোদয়গণ ছাত্রসহ উক্ত দান সভায় উপস্থিত হইয়া ও ছোট কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাটীতে আহারাদি করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যে প্রথমে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় ইচ্ছা স্বত্তেও কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়াচার সমর্থনকারী পণ্ডিত মহাশয়গণকে আনাইতে পারেন নাই, অতএব তাঁহাদিগের সম্মানার্থ বিদায় পাঠাইবেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন। কায়স্থজাতির পরমহিতৈষী স্বনামখ্যাত পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সুব্যবস্থায় পণ্ডিত মহোদয়গণ সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ন্যায় সুযোগ্য অধ্যক্ষের প্রতি ভারার্পণ না করিলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে এতগুলি পণ্ডিত সমাবেশ সম্ভব হইত না।

দিনাজপুরাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা স্যর গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রযত্নে ঐ দিন বহু ব্রাহ্ম। বিপক্ষ ব্রাহ্মণদিগের তাড়না উপেক্ষা করিয়া অধিষ্ঠান সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর মহোদয় বিশেষ কার্য্যবশতঃ ২ দিনের জন্য কলিকাতায় যাওয়ায় কার্য্যকালে তাঁহার উপস্থিতির জন্য ২৪শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও স্বজাতি ভোজনের ব্যবস্থা হয়। উক্ত তারিখে ছোট কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের দিনাজপুরস্থ কুঠীবাটীতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও স্বজাতি ভোজন ভগবদিচ্ছায় ও শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের একান্ত যত্নে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। বিরুদ্ধ পক্ষীয় ব্রাহ্মণেরা ৭।৮ দিন হইতে অযাচিতভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের বাটীতে বাটীতে যাইয়া, দ্বাদশাহ কৃত্যে যিনি যোগদান করিবেন তাঁহাকে সামাজিক শাসন করিব ইত্যাদি নানাবিধ ভীতি প্রদর্শন করিয়া কার্য্যকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, বেশী ব্রাহ্মণ হইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ২১৪ জন ব্রাহ্মণ শুভাগমন করিয়া ভোজন করিয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরে ৪ শ্রেণীর কায়স্থ নিমন্ত্রণ করিলে সাধারণতঃ ৭৫০ জনকায়স্থ হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বাদশাহ কৃত্যে উৎসাহ দিবার জন্য যাঁহারা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ভোজনে কোথাও স্বয়ং না যাইয়া পুত্র পৌত্রদিগকে পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন এরূপ অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্য্যন্ত সকলেই শুভাগমন করায় সহস্রাধিক কায়স্থ হইয়াছিল। ৪ শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে কেহই বাদ ছিল না কেবল কুমার বাহাদুরের আত্মীয় শ্রীযু শশীভূষণ ঘোষ (ওরফে দুটু বাবু) আসেন নাই। সমগ্র বঙ্গজাতি নিমন্ত্রণ করিলে বৈদ্য মহোদয়গণের মধ্যেও সাধারণতঃ ৫০ জনের অতিরিক্ত সংখ্যা হয় না কিন্তু এ কার্য্যে শতাধিক বৈদ্য ভোজন করায় কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়াচার বিষয়ে দিনাজপুরস্থ বৈদ্য মহাশয়গণের যে বিশেষ সহানুভূতি আছে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর দেড় হাজার লোক বিশেষ পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়াছেন। ছোটকুমার বাহাদুর

প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া অক্লান্তদেহে স্বহস্তে পরিবেশনাদি করিয়াছিলেন ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট বিনয় প্রদর্শন করিয়া সকলকেই আপ্যায়িত করিয়াছেন। বড়কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ বাহাদুর মহাশয় উপবাসী থাকিয়া প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কুমারবাহাদুরদিগের মাতুল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ও ছোটকুমার বাহাদুরের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কর্ম্মচারিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য অলমিতি।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা।

৯। বিজ্ঞাপন।—রায়কালী শ্রীশ্রী অদ্বৈত চতুষ্পাঠীর জন্ত কতিপয় সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রের প্রয়োজন। তাঁহারা আহার ও বাসস্থান বিনাব্যয়ে পাইবেন। স্থানটী স্বাস্থ্যকর ও রেলওয়ে ষ্টেসনের সন্নিকট। টোলের ছাত্রদের চিকিৎসার জন্ত একজন ডাক্তারও নিযুক্ত আছেন। এই টোলে কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তিপ্রাপ্ত সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর সাংখ্যভূষণ মহাশয় অধ্যাপক। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ছাত্রের আবেদন সমধিক আদরণীয়। সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। শ্রীআনন্দলাল চৌধুরী ও রাধাকান্ত সরকার। রায়কালী পোঃ বগুড়া জিলা।

১০। কায়স্থোপনয়ন।—জেলা ফরিদপুরের মধ্যে বেড়াদী সমিতির প্রচারক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—জেলা যশোহর, সড়ারকান্দি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কিরনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২রা মাঘ একটি কেন্দ্র হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত কিরনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষমহাশয়দ্বয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে তাঁহাদিগের সাবিত্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। ফাল্গুনমাস, ১৩২২ সাল। ১১শ সংখ্যা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কায়স্থ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ]

কবিকর্ণপুর "চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের" নবম অঙ্কে—লিখিয়াছেন:—"কেশব বসু নাম্না তদমাত্যেন কথিতমস্য হরত্রাণ, শ্রীচৈতন্য নামা কোপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রযাতি, তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি।"

মহাপ্রভু হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে, তদানীন্তন গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে অগণিত লোক। গৌড়ের মুসলমান [illegible] লোক সমাগম দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং [illegible] কেশব বসুকে তাহার [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বসু [illegible] ইনি একজন [illegible] হইতে [illegible] যাইতে-ছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ লোক সকল সঞ্চরণ করিতেছে।"•

চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই একই ঘটনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

"কেশব খানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্ময় হইয়া॥
কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোল যার॥"

আবার এই একই ঘটনা উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন

"গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া

বিনা দামে এত লোক যার পাছে হয়।
সেইত গোঁসাই ইহা জানিও নিশ্চয়॥
কেশব ছত্রিরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল॥"

দেখা যাইতেছে একই ব্যক্তিকে "কেশব বসু" "কেশব খান" ও "কেশব ছত্রি" বলা হইয়াছে খান নবাব প্রদত্ত উপাধি, ছত্রি ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। মহাপ্রভুর সময়েও যে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লোকে জানিত তদ্বিষয়ে ইহা প্রমাণ। (ক)

এ বিষয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে আর একটী প্রমাণ দিতেছি। পূর্ব্বে যে "প্রেম বিলাসের" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার চতুর্ব্বিংশতি বিলাসে বহু সামাজিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের একটী বিশিষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়। আদিশূর ও মকরন্দাদি পঞ্চ কায়স্থ তাহাতে ক্ষত্রিয় বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন।

"আদি শূরো মহারাজ ক্ষত্রকুলাবতংশক।
কান্য কুজাৎ পঞ্চবিপ্রানানিনায় স্বরাজ্যকং॥"

কুলগ্রন্থের এই বচন উদ্ধার করিয়া পঞ্চ-ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রদানান্তে গ্রন্থকার বলিতেছেনঃ—

"পঞ্চঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ॥
যোদ্ধৃবেশধারী এই পঞ্চ ভৃত্য হন কয়।
* *
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিলা গমন॥"

এ স্থলে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া সুস্পষ্টই উক্ত হইয়াছেন। অনধিক ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গলায় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব লোকে একবারে বিস্মৃত হয় নাই তদ্বিষয়ে ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ। কায়স্থদিগের ভূদেবগণের প্রতি বিনয় প্রকাশক পরিচয় বাক্যগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্যরূপে আসিয়াছিলেন এই-রূপ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

এক্ষণ আমরা গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্ম্মোদ্যান-ত্যাগ করিয়া আসামের ধর্ম্ম কাননে প্রবেশ করিব। আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মেতিহাসে আমরা আর একজন কায়স্থ মহাপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রাচীন আসাম "বুরঞ্জী" "গুরুচরিত্রম" "চরিত্র সংহিতা" প্রভৃতি পুস্তক হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে কামরূপরাজ দুর্লভনারায়ণ, রাজ্যের উন্নতির জন্য গৌড়েশ্বর ধর্ম্ম নারায়ণের নিকট ৭জন ব্রাহ্মণ ও ৭জন কায়স্থ প্রার্থনা করেন। গৌড়েশ্বর কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বরান, ধর্ম্ম ও মথুর এই সপ্ত কনৌজীয় ব্রাহ্মণকে এবং হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর এই সপ্ত কনৌজীয় কায়স্থকে কামরূপে প্রেরণ করেন। এই চতুর্দ্দশ জন মধ্যে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রজ কায়স্থ চণ্ডীবর সর্ব্ব-

(ক) প্রায় ৮ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণব সাহিত্যের এসকল বাক্য অবলম্বনে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া "আনন্দ বাজারে" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। লেখক

প্রধান ছিলেন।" কিছুদিন পরে চণ্ডীবরের শিক্ষা প্রভাবে কামরূপ পবন করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। দুর্দ্দান্ত নারায়ণ তাহা জানিতে পারিয়া চণ্ডীবরকে কারারুদ্ধ করেন। পরে শান্তিপুর নিবাসী চন্দ্রকবিকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি কারামুক্ত হন এবং শিরোমণি চূড়া উপাধি লাভ করেন। চণ্ডীবর নিজ বাহুবলে দুর্দ্দান্ত ভুটীয়াদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া টেম্বাবুলি চাকলা মহাত্রাণরূপে প্রাপ্ত হন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন।• নিম্নে তাঁহার বংশলতা প্রদত্ত হইল। (খ)

চণ্ডীবরের পুত্র রাজধর, তৎপুত্র সূর্য্যবর, তৎপুত্র কুসুমবর। তাহার একমাত্র পুত্র বনগয়াগিরি সন্ন্যাসী হওয়াতে কুসুমবর জ্যেষ্ঠা পত্নী সত্যসন্ধার সহিত শিবের আরাধনা করিতে থাকেন। দেবাদিদেবের বরে ভগবান্ বিষ্ণু সত্যসন্ধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই আসামে বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত শঙ্করদেব। দ্বিজ রামরায় লিখিত চরিত্রগ্রন্থমতে ১৩৭১ শকে (১৪৪৯ খৃঃ) কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে শঙ্করদেবের আবির্ভাব, আর রুদ্রযামল তন্ত্রমতে ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খৃঃ) তাঁহার তিরোভাব হয়। এই হিসাবে তিনি ১১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে লীলা সংবরণ করেন। চরিত্র গ্রন্থসমূহে তাঁহার বাল্যজীবনের অনেক অলৌকিক কথা বর্ণিত আছে। তিনি শৈশবে অতিশয় অস্থির ছিলেন, পরে মাতার উপদেশে পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে দশ বৎসর বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শঙ্করের প্রথমা পত্নী সূর্য্যবতী, বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পত্নী বিয়োগান্তে শঙ্কর বহু ভক্ত ও শিষ্য সহ ভারতের সমুদয় তীর্থ দর্শন করেন। বৃন্দাবনে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। এই সময়ে শঙ্করের সতীর্থ ঈশ্বরপুরী (গ) শঙ্কর রচিত "নামঘোষা" ও "কীর্ত্তনঘোষা" প্রচার

(খ) ১। চণ্ডীবর পত্নী সুভদ্রা দেবী।
 |
২। রাজধর পত্নী দেবহুতী।
 |
- সূর্য্যবর—পত্নী দেবহুতী দেবী
  - কুসুমবর পত্নী
    - অমৃতী
      - বনগয়াগিরি (সন্ন্যাসী)
    - সত্যসন্ধ্যা
      - শঙ্করদেব
        পত্নী
        সূর্য্যবতী ও কালিন্দী দেবী
        - বিষ্ণুপ্রিয়া
        - রামানন্দ
        - কমল
        - হরি
        - রুক্মিণী
- জয়ন্ত
  - সতানন্দ
    - জগদানন্দ (রামরাম)
- মাধব
  - হাতিরা
    - রতিকান্ত (তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞানী)
- হলায়ুধ

(গ) মহাত্মা ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের গুরু। শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু "প্রেমবিলাসে" তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দেখুন

করেন। তখন নবদ্বীপে চৈতন্যদেব দুর্দান্ত তার্কিক ও অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের জয়ের কারণ ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরপুরী প্রমুখাৎ শঙ্করের কীর্ত্তি-ঘোষণা ও নামঘোষা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য শান্তভাব ধারণ করেন। ইতিমধ্যে তীর্থপ্রবাসী শঙ্কর পিতামহী খেরসুতী দেবীর অন্তিম দশার সংবাদ পাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতামহীর আদেশে বংশরক্ষার জন্য পুনরায় তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিতে হইল। তাঁহার এই দ্বিতীয় পত্নী কালিন্দী দেবীর গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিলে, তিনি পুনরায় বহুভক্ত সহকারে তীর্থ দর্শন করিতে বহির্গত হন। এইবার পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে পরস্পর বিশেষ আনন্দ ভোগ করেন। তীর্থদর্শনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া শঙ্কর ভক্তিধর্ম্মের বন্যায় আসাম, কাছাড় ও কামরূপ বিপ্লাবিত করেন। তিনি ভাগবত, পদ্মপুরাণ, কৃষ্ণতত্ত্ব, সীতাতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় ২০ খানা পুস্তক আসামী ভাষায় প্রচার করেন এবং পাঁচটী সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া "মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম" প্রচার করিতে থাকেন। অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্করকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ কামরূপের রাজা নরনারায়ণের নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। নরনারায়ণ উত্তেজিত হইয়া শঙ্করকে ধরিবার জন্য ভ্রাতা চিলারায়কে প্রেরণ করিলেন। চিলারায় শঙ্করকে ধরিবেন কি, নিজেই তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে অহোমবংশীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক রাজা চুচেন্‌কা আসামের সিংহাসনে সমাসীন। ব্রাহ্মণগণ অগত্যা তাঁহার নিকটই নালিশ করিলেন। চুচেন্‌কা শঙ্করের প্রধান শিষ্য মাধবদেব ও নারায়ণ দেবকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কারারক্ষক ভক্তিপ্রবাহে বিগলিত হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা চুচেন্‌কাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে মাধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজা নরনারায়ণও শঙ্করদেবের শরণ লইতে আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীপাট "পাট বাউশীতে আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তিনি আসিয়া দেখিলেন শঙ্করদেব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শঙ্করদেব আসাম প্রদেশে বিষ্ণুর অবতার রূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। শঙ্করের জ্ঞাতিভ্রাতা রামরায়ের বংশধরগণ আসামের বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের গুরু, তাঁহারা কৃতোপবীত ও ঠাকুর উপাধি বিশিষ্ট। শঙ্করদেবের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্তানগণও গুরুতা ব্যবসায়ী, উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন এবং "অধিকারী ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ।

ত্রয়োদশ শতাব্দে যে গৌড়েশ্বর ধর্ম্ম নারায়ণ, শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ চণ্ডীবরকে কামরূপে প্রেরণ করেন, তাঁহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই। সম্ভবতঃ, তৎকালে ঐ নামের কোন রাজা গৌড়ের পূর্ব্বোত্তর ভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন। যাহা হউক আসামে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য কনৌজীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের তদ্দেশে গমনের বৃত্তান্ত, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আগমনের বৃত্তান্তের অনেকাংশের অনুরূপ। বঙ্গদেশেও কনৌজীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসিয়াই শিক্ষা ও সভ্যতা

বিস্তার করিয়াছিল, ধর্ম ও সমাজ গঠন করিয়াছিল। বাঙ্গলার রাজা যদি রাজ্যের হিতার্থে ব্রাহ্মণ আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই কায়স্থও আহ্বান করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ প্রাপ্ত তাম্রফলক ও শিলালেখ সমূহের তত্ত্ব অবগত আছেন, যাহারা রাজতরঙ্গিণীর মত প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, যাহারা বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র ও স্মৃতিনিবন্ধে রাজ্যের সান্ধনাধ্য, রাজলেখক, সান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সেকালে রাজ্য পরিচালনে কায়স্থগণই হিন্দু রাজগণের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ আনয়ন অপেক্ষা কায়স্থ আনয়নের যে প্রয়োজন কম ছিল কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বলিতে পারিবেন না। কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ যেন আপনাদের মান বাড়াইবার জন্যই এদেশের কায়স্থদিগকে ঘটক গ্রন্থাদিতে বিপ্রসেবক বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই মতে যে কায়স্থগণ কনৌজ হইতে বীরবেশে হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন, যাহারা দ্বিজাতিসুলভ বিদ্যা বিনয় তপস্যাদি নবগুণেও অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার কখনও ভৃত্য কখনও বা শূদ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আত্মবিস্মৃত কায়স্থ জাতিও এ সকল কল্পিতবাক্যে ভুলিয়া আপনাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় আনয়ন করিয়াছেন। সাতশত বৎসরপূর্ব্বে গৌড়হইতে যে কায়স্থগণ আসামে গমন করেন, তাঁহারা আসামের ইতিহাসে কোথাও বিপ্রসেবক বা শূদ্র বলিয়া উক্ত হন নাই। বরং তাঁহাদের পরিচয় হইতে, বিশেষতঃ চণ্ডীবরের পাণ্ডিত্য ও বীরত্বের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তৎকালে গৌড়দেশে কায়স্থগণ বিশেষ প্রভাব ও মর্য্যাদাশালী ছিলেন। গৌড়ের কনৌজীয় কায়স্থ ও গৌড় হইতে আসামে নীত কনৌজীয় কায়স্থ নিশ্চয়ই দুই জাতি নহে। তদ্দেশের ধর্ম্ম কর্ম্মের উন্নতির জন্য যেমন ব্রাহ্মণ আহূত হইয়াছিল, তেমনই কায়স্থও আহূত হইয়াছিল তাহার ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও কায়স্থগণঠিক ঐরূপ কারণে ও ঐরূপ গৌরবেই সমাগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্গদেশ কায়স্থেরই দেশ, কায়স্থকীর্ত্তিই বঙ্গেতিহাসের প্রধান উপদান। বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ইতিহাস যতই আবিষ্কৃত হইবে ততই এই সত্য স্বার্থাবজৃম্ভিত সকল মিথ্যাবাদ অপসারিত করিবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

আদিশূর।

রমাপ্রসাদ বাবু শাণ্ডিল্য গোত্রোৎপন্ন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী দৃষ্টে ঘটকদিগের গ্রন্থ প্রামাণিক নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু এক্ষণ বরেন্দ্রপ্রদেশে বাস করেন। এজন্যই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী ধরিয়াছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলীর কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। যাহা হউক ঘটকদিগের গ্রন্থের বংশাবলী যে প্রকৃত নয় ইহা বোধ হয় কোন বুদ্ধিজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিবেন না। আদিশূরের সময়ে গৌড়ে বিপ্রগণ আগমন করেন, তাহার বহুশতাব্দী পরে বল্লাল সেনের সময়ে কুলবিধি প্রচলিত হয়, তাহার বহু পরে ঘটকদিগের গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়, তাহার পুনঃ পুনঃ প্রতিলিপি হইতেছে, ইহাতে বংশাবলী যে ঠিক হইবে ইহা আশা করাও বৃথা।

সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের বংশাবলী বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত এবং অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে পাওয়াযায়। এই সকল পুরাণের বংশাবলী কি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মনুর পুত্র ইক্ষাকু, মনুর জামতা বুধ বুধ চন্দ্রের পুত্র, ইক্ষাকু হইতে দশরথ পর্য্যন্ত ৫৬ পুরুষ ব্যবধান, বুধ হইতে যুধিষ্ঠির ৪৮ পুরুষ ব্যবধান। রাম ত্রেতাযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, সুতরাং কলিযুগে বর্ত্তমান ছিলেন।

[illegible] হইতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য জন্মাষ্টমী তত্ত্বে [illegible] উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

"অথতাম্রপদেমাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।
অষ্টাবিংশতিতমেজাতঃ কৃষ্ণোসৌদেবকীসুতঃ॥"

ঘটকদিগের গ্রন্থে নানা প্রকার জনশ্রুতি, প্রবাদ ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে যতদূর সম্ভব সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভীষণ অহিজ্ঞানে তাহা ত্যাগ করিলে চলিবে না।

ঘটকদিগের গ্রন্থের দোষ দর্শাইয়া আদিশূরের অনস্তিত্বে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা প্রশংসনীয় নহে।

ঘটকদিগের গ্রন্থে যে স্থানে স্থানে সত্য নিহিত আছে তাহার প্রমাণ :—

"শুনহে বল্লালসেন তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর" (ক)

বিজয়সেনের যে তাম্রশাসনের বৃত্তান্ত রাখাল বাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে বিজয়সেনের মহিষী বিলাস দেবী শূরবংশজাতা (খ)। এই তাম্রশাসনের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে বিলাস দেবী শূরবংশজাতা বলিয়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিল না। এখানে তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর, ইহার অর্থ এই যে বল্লালের মাতামহ যে কুলোদ্ভব আদিশূরও সেই শূরকুলোদ্ভব।

রমাপ্রসাদ বাবু আদিশূরের অনস্তিত্ব

(ক) গৌড়রাজমালা ৪৮ পৃঃ

(খ) বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯১।২ পৃঃ

প্রমাণের জন্য যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে এই দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতবর রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"অদ্যাবধি কোন সমসাময়িক লিপিতে, অথবা গ্রন্থে গৌড়েশ্বর জয়ন্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং কহ্লণমিশ্র বর্ণিত জয়াপীড় কাহিনীর মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।" (গ)

সমসাময়িক ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থে যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহাও কখন কখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রমণবর ইয়াং চোয়াং ঘোরতর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন, এই জন্যই রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বিশ্বাস যোগ্য নহে। (ঘ)

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রমণবরকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত অগ্রাহ্য করিলেন। বাণভট্ট হর্ষচরিতে শশাঙ্কের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যবলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, কারণ বাণভট্ট স্থাণ্বীশ্বর রাজবংশের অনুগ্রহ প্রার্থী। অতএব সমসাময়িক গ্রন্থে লিখিত হইলেও কখন কখন সে বৃত্তান্ত অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন যে বঙ্গে কোন সময়ে কিরূপে পালরাজগণের রাজত্বের অবসান হয় তাহা জানা যায় না, কিন্তু অনুমান চন্দ্রবংশীয় রাজগণ পাল নয় পতিগণের অধীনে শাসনকর্ত্তা ছিলেন (ঙ) আমরা বলিতেছি যে কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রমাণে তিনি এই অনুমান করিলেন?

তিনি পুনরায় (চ) লিখিয়া ছেন যে দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল কে, তাহা নির্ণীত হয় নাই এবং পালরাজগণের বংশজাত কিনা জানা যায় না। পুনঃ (ছ) লিখিয়াছেন যে দণ্ডভুক্তি রাজ ধর্ম্মপাল হয়ত, পালরাজবংশ সম্ভূত ছিলেন।

কর্ণসুবর্ণের নরপতি শশাঙ্ক এবং গুপ্তবংশীয় নরেন্দ্র গুপ্তকে অভিন্ন প্রমাণ করার জন্য রাখাল বাবু বলেন যে বুলার সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে হর্ষচরিতের কোন পুথিতে রাজ্যবর্দ্ধন নিহন্তার নাম নরেন্দ্র গুপ্ত লিখিত আছে। এ পুথি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হর্ষচরিত্রের অন্যান্য পুথিতে শশাঙ্ক নামই দৃষ্ট হয়। এস্থলে বুলারসাহেব যে পুথি দেখিয়াছেন, তাহা লিপিকর প্রমাদে এ রূপ হইতে পারে। ইহাদ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শশাঙ্ক এবং নরেন্দ্র গুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণীত হয় না। (জ)

যদি ইহা বিজ্ঞান সম্মত হয়, তবে ঘটকদিগের গ্রন্থদ্বারা আদিশূর এবং জয়ন্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করা অনুচিত হইবে না।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু অদ্যাপি আমাদের সে সময় উপস্থিত হয় নাই। প্রবল জনশ্রুতির বিরুদ্ধ

(গ) বাঙ্গলার ইতিহাস ১০৮ পৃঃ

(ঘ) ঐ ৮৮ পৃঃ

(ঙ) বাঙ্গালার ইতিহাস ২০. পৃষ্ঠা

(চ) ঐ ২২০ পৃঃ

(ছ) ঐ ২৩১ পৃঃ

(জ) বাঙ্গলার ইতিহাস ৮০ পৃষ্ঠা

প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল জনশ্রুতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। রমাপ্রসাদ বাবু কহলণ বর্ণিত রামস্বামিমন্দির ভঙ্গ করার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে কহলণ প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনে এই বিবরণ লিখিয়াছেন, সুতরাং ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। (ক)

এ জন্য আমরা বলিতেছি যে জয়াপীড় জয়ন্ত সম্বাদ কহলণ কোনও প্রমাণ অবলম্বনে অথবা প্রচলিত জনশ্রুতি মূলে লিখিয়াছেন সুতরাং জয়াপীড় জয়ন্ত সংবাদ একদা অগ্রাহ্য করা যায়না। জয়ন্ত পঞ্চ গৌড়েশ্বর হওয়া সম্ভবতঃ অতিশয় উক্তি। পঞ্চগৌড় বলিলে এই বুঝায়—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলচোৎকলাঃ
পঞ্চগৌড়া সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥

আদিশূর জয়ন্ত পঞ্চগৌড়েশ্বর হওয়ার কথা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে। নগেন্দ্র বাবু বলেন যে জয়ন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে জয়াপীড়ের অভ্যর্থনা করা রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, অতএব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আদিশূরের রাজধানী ছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার উনবিংশ ভাগে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় আদিশূরের অন্য একরাজধানীর বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন এই নগরের নাম শূরনগর, ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্দ্ধমান জিলার মন্তেশ্বর থানার অধীন শূউরো গ্রাম নামে কথিত হয়। এইস্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

এই স্থানের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ৺শ্রীশ্রীশ্যামগোপাল দেবের এক মন্দির ছিল। ইহা দ্বারা এস্থানে আদিশূরের রাজধানী থাকা নির্ণয় করা যায় না।

বিক্রমপুরে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে শ্রীবিক্রমপুরে প্রথমতঃ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন

আদিশূর যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়াপীড়ের অভ্যর্থনা করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে কাশ্মীরাধিপতি দুর্লভবর্দ্ধন কায়স্থ ছিলেন। দুর্লভবর্দ্ধনের পৌত্র ললিতাদিত্য। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়। জয়াপীড় দুর্লভবর্দ্ধনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। জয়াপীড়-আদিশূর অর্থাৎ জয়ন্তশূরের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং আদিশূর কায়স্থ ছিলেন। এমজন্যই ঘটকদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"চিত্রগুপ্তান্বয়েজাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অস্তবৎ তস্যবংশে চ আদিশূরোনৃপেশ্বরঃ।"

চিত্রগুপ্ত বংশে অম্বষ্ঠ নামক একজন কায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন, নৃপেশ্বর আদিশূর অম্বষ্ঠের বংশধর।

বঙ্গদেশে যে দ্বাদশ ভৌমিক বা বারভূঁইঞা বর্ত্তমান ছিলেন ভুলুয়ার ভৌমিক রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যদেব তাঁহাদের অন্যতম। লক্ষ্মণমাণিক্যদেব আদিশূরের বংশধর। নোয়াখালী জিলাতে অদ্যাপি লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

আদিশূর কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। ঘটকদিগের গ্রন্থে ৯৫৪ শাকে এদেশে ব্রাহ্মণ আগমনের কথা।

(ক) গৌড়রাজমালা ৯৭ পৃষ্ঠা।

লিখিত আছে তাহাতে আদিশূরের অভাবের বহুকাল পরে লিখিত হইয়াছে। কুলশাস্ত্রের প্রশস্তি, ঘটকদিগের গ্রন্থ ইত্যাদি আলোচনা দ্বারা আদিশূর খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমপাদে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা নির্দ্দেশ করিলে অন্যায় হইবে না।

আদিশূরের সময়ে এ দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোতে প্লাবিত ছিল। একদা আদিশূর পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। বাঙ্গালাদেশের রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সকলেই উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

সমসাময়িক গ্রন্থ, তাম্রশাসন এবং শিলালিপি যে উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সকল প্রমাণ হইতেও সত্য উদ্ধার করা সহজ নয়। ইহা প্রায়ই স্তাবকোক্তি পরিপূর্ণ।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে লেখা আছে :—

গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈঃ বনভুবি...
গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ
প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ, প্রত্যাপণং
মানদৈঃ লীলাবেশ্মনি পিঞ্জরোদরশুকৈ
রুদ্গীতমাত্মস্তবং যস্যাকর্ণয়ত
স্ত্রপা বিবলিতা নম্রং সদৈবাননং ॥

সীমান্ত প্রদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়বিক্রয় স্থানে বণিকগণ কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক, গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া ভূপতির মুখমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত তাঁহার মুখ লজ্জাভরে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে।"

বিজয়সেন প্রশস্তিতে :—

যস্মা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভুজামূর্ব্বী বৃত্তীকৃতা।
বীরাশ্বপ্ লিপিলাদিতোহসিসমূলা আগেয় পত্রীকৃতঃ

বিজয়সেন পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং প্রতিকূল নৃপতিদিগকে দিব্যভূমি দান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যমন সদনে পাঠাইয়াছিলেন।

বল্লালসেনের তাম্রশাসনে :—

প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্মরাজা
বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ।
অস্যাভিষেক বিধিমন্ত্র পদৈর্নিরীতি
রাসোপিতোবিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ॥

সেই রাজা (বিজয়সেন) অত্যাচারাদি শাসন করার জন্য ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া প্রতিগৃহে ভ্রমণ করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বলিয়া বোধ হইত। তাহার অভিষেক মন্ত্র পাঠ হইবামাত্র এই জীবলোক ঈতিশূন্য হইয়া বিনয়বর্ত্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আসরকপুরের তাম্রশাসনেঃ—

"শ্রীমৎখড়্গোদ্যমেন ক্ষিতিরিয়ং অজিতো নির্জিতা। খড়্গোদ্যমেই এই পৃথিবী জয় করেন

এইরূপ সমস্ত তাম্রশাসন স্তাবকোক্তি পরিপূর্ণ।

সমসাময়িক গ্রন্থের এইরূপ স্তাবকোক্তি দৃষ্ট হয়, যথাঃ—

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"চীরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণ।"

বিদ্যাপতি ঠাকুর আশ্রয়দাতা মিথিলাপতি শিবসিংহকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন।

এই সময়ে ভারত মুসলমান নরপতিগণের করতলগত।

কীর্ত্তিবাসও তাঁহার আশ্রয়দাতাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়াছেনঃ—

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা"

এই গৌড়েশ্বর বোধহয় তাহিরপুরের জমিদার,

আদিশূরের অভাবের পরে তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে রণশূর খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। লক্ষ্মীশূর এবং দানশূরের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আদিশূরের অন্যান্য বংশধরগণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

আদিশূর নামে যে একজন ঐতিহাসিক নরপতি ছিলেন, এসম্বন্ধে বঙ্গবাসিগণের এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস যে রমাপ্রসাদ বাবুর অথবা রাখাল বাবুর আদিশূর বিষয়ক নির্দ্দেশ কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

শ্রীরেবতী মোহন গুহবর্ম্মা।

স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা।

সত্যমেব জয়তে।

সমগ্র মনুষ্য সমাজে নারীর সংখ্যা অর্দ্ধেক অপেক্ষা ন্যূন নহে, সুতরাং স্ত্রীজাতির উন্নতি অবনতির কথা প্রত্যেক সমাজেই আদরের সহিত অনুশীলিত হইয়া থাকে। কায়স্থ সমাজেও স্ত্রীশিক্ষার কথা উপেক্ষণীয় নহে। এই মহা প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া যত অধিক আন্দোলন হয় এবং যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগ দেন ততই ভাল। তাই সেই চির পুরাতন স্ত্রী শিক্ষার সমস্যা লইয়া অদ্য সুধী সমাজে উপস্থিত হইতেছি। (ক)

তথা কথিত "প্রাচীনত্বের" ভক্ত পাঠকবর্গ যাহাই বলুন না কেন, আমরা সুস্পষ্টস্বরে সহস্র বার বলিব যে প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে, আর্য্যসভ্যতার উন্নতি-যুগে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বেশ প্রচলন ছিল। আমরা এস্থলে "শিক্ষা" শব্দে "বিদ্যা এবং কলা উভয়কেই গ্রহণ করিতেছি। অনার্য্য সভ্যতাদ্বারা আর্য্যদিগের রাজশক্তি এবং সমাজশক্তি অভিভূত হওয়ার পূর্ব্বে, ভারতের নারীগণ সুশিক্ষিত হইতেন। তাঁহারা সুশিক্ষিত হইতেন বলিয়াই বেদমন্ত্রদ্রষ্ট্রী লোপামুদ্রা ও বাক্ প্রভৃতি, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীর নাম বৈদিক

(ক) ভারতবর্ষে স্ত্রী জাতি শতকরা ২।৩ জন ব্যতীত আর ৯৭।৯৮ জন নিরক্ষর। জাপান দেশে শতকরা ৯৭।৯৮ জন ব্যতীত আর ২।৩ জন নিরক্ষর। কোন্ মহিয়সী শক্তিবলে জাপান দেশবাসিনীর মধ্যে এই প্রকার সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তার হইল, তাহা প্রত্যেক বঙ্গদেশবাসীর চিন্তার বিষয়।

সম্পাদক।

সাহিত্যে দেখিতে পাই। পৌরাণিক সাহিত্যে দ্রৌপদী, সাবিত্রী ও মদালসার নামও এই সুশিক্ষারই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। বৌদ্ধ সাহিত্যের 'থেরী গাথার' রচয়িত্রীগণ 'ছলিতক' নাটকের প্রণেত্রী শার্ম্মিষ্ঠা দেবী, কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের পাত্রীগণ সকলেই এই সুশিক্ষার সম্বন্ধেই সাক্ষ্য দিতেছেন। সুবিখ্যাত চাণক্যাপরনামা বাৎস্যায়ন-প্রণীত 'কামসূত্রে' নারীদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও কলায় সুশিক্ষিত করিবার এবং আবশ্যক হইলে তাহার সাহায্যে, সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ সূত্রাকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া "গার্হস্থ্য বিজ্ঞান" অথবা Domestic Science শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি উত্তম গ্রন্থ প্রণীত হইতে পারে। (খ) পাঠক মহাশয় একবার এই অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে নিরক্ষরা নারীদ্বারা এরূপ কর্ত্তব্য কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

প্রাচীন কালে, প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে বর্ণত্রয়ের মধ্যে পুরুষের ন্যায় নারীরও শিক্ষালাভের অধিকার এবং ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে গ্রীস্ এবং মিশ্র-রাজ্যেও নারী সুশিক্ষা পাইতেন; কিন্তু মধ্যযুগে এইরূপ সুশিক্ষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তদ্ধেতু খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় পাশ্চাত্য ভূমিতে নারীর শিক্ষা লোপ পাইল। শুধু নারীর কেন, খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাবে পাশ্চাত্য ভূভাগে পুরুষের শিক্ষাও এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতা ও সাহিত্যকে pagan অথবা heathen বলিয়া নবধর্ম্মের পুরোহিতগণ তাঁহাদের সহিত শিক্ষাকেই নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দেশে দেশে নিরক্ষর যাজকদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিদ্যা যেন প্রকৃতই খৃষ্টান য়ুরোপকে পরিত্যাগ করিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপ অবিদ্যা এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (গ)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজা জনের সময়ে যে জমীদার বা ব্যারণ Baron রাজার নিকট হইতে প্রজার অধিকার-মূলক ম্যাগনা কার্টা (Magna charta) আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই নিজের নামটিও লিখিতে জানিতেন না।

ভারত, শিক্ষার দেশ যিনি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে সে কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে অর্থাৎ আর্য্যবালকগণকে কিরূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতে হইত ফলতঃ জগতে ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, মানবের যত কিছু অথবা যত প্রকার শিক্ষার আবশ্যক হইতে পারে, আর্য্য বালককে সকলই আয়ত্ত করিতে হইত। অতএব প্রভাব আর্য্যবালকদিগের শিক্ষার সম্বন্ধে নহে, প্রত্যুত, বালিকাদের সম্বন্ধে;

(খ) কামসূত্র, তৃতীয় অধিকরণে, প্রথম অধ্যায়। লেখক.

(গ) The dark age. সঃ

সুতরাং আজ সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধেই বলিতেছি। (খ)

খৃষ্টীয় শাক আরম্ভ হইবার প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশতবর্ষ পূর্ব্বে জগৎ-প্রসিদ্ধ ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া দেশীয় বিদেশীয় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত "ললিত বিস্তর" নামক একখানি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পুস্তক পাওয়া যায় পুস্তকখানি এত প্রাচীন যে খৃষ্টীয় ৬৯ অব্দে উহা চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। (ঙ) ঐ পুস্তকে লিখিত আছে যে ভগবানের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "যে কন্যা গাথা রচনা করিতে এবং প্রাচীন গাথার অর্থ বুঝিতে পারে, তাহাকেই আমি বিবাহ করিব।" (চ) ঐ "ললিত বিস্তর" গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে ভগবান্ বুদ্ধদেব নিজে তৎকাল প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার লিপি (পঞ্চাশৎ প্রকারেরও অধিক) জানিতেন। এই বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভগবান্ তথাগতের সময়ে ভদ্রকন্যাগণ "লেখা পড়া" অর্থাৎ লেখা এবং পড়া উভয়ই শিখিতেন।

এইবার পূর্ব্ব-কথিত "কামসূত্র" হইতে কিছু সাহায্য লইব। ঐতিহাসিকগণের মত এই যে খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যলাভের প্রধান সহায় প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত। চাণক্যপণ্ডিত যে চন্দ্রগুপ্তকে মগধরাজ্যে বসাইয়াছিলেন, তাহা শুধু বিদেশী ঐতিহাসিক নহেন, আমাদের পুরাণশাস্ত্রগুলিও তাহা বলিয়াছেন (ছ) সুতরাং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে চাণক্য বহু প্রাচীন ব্যক্তি। এই পণ্ডিত "বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চণকাত্মজ, চাণক্য, চাণক, দ্রামিল, পক্ষিল স্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত এবং অঙ্গুল" প্রভৃতি নামে বিখ্যাত ছিলেন। (জ) পরলোকগত কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পরম বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া "চন্দ্রগুপ্ত" নামে যে একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এই সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানের অবমাননা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইনি "কামসূত্র" (বাৎস্যায়ন) "অর্থশাস্ত্র" (কৌটিল্য) এবং "গৌতম সূত্রের ভাষ্য (পক্ষিলস্বামী) প্রভৃতি নানা নামে নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জগতে স্বীয় অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। মৌর্য্য সম্রাটগণের রাজধানী অথবা রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান কালে প্রত্নবিদ্‌গণের গবেষণা ও বিবাদের

(খ) বিদেশী মুসলমান জাতিরা যে দিনে আমরা বিজিত হই সেই দিন হইতে আমাদের স্ত্রী শিক্ষার অবনতি আরম্ভ হয়।

সম্পাদক।

(ঙ) Vide Beals' Romantic Legends Of Sakya Budha, Introduction.

লেখক।

(চ) ললিত বিস্তর। ১২শ অধ্যায়।

(ছ) বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪শ অধ্যায়। শ্রীমদ্ ভাগবত ১২শ স্কন্দ ১।২ অধ্যায়।

(জ) অমরকোষ এবং হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি।

বিষয় হইয়াছে, কিন্তু চাণক্য পণ্ডিত সরস্বতীর কৃপায় আজিও অমর রহিয়াছেন।

এই বাৎস্যায়ন নামক ব্রাহ্মণের প্রণীত কামসূত্র একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং ইহা বিদ্বান্‌গণের একখানি উপজীব্য পুস্তক। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের সটীক সানুবাদ একখানি সংস্করণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থের একখানি নিকৃষ্ট ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বহি পাইয়াছি কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। যাহা হউক এই ভ্রমপূর্ণ ও ছিন্নাঙ্গ পুস্তক হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে অন্ততঃ উত্তর ভারতে অদ্ভুত প্রকারের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে; শিক্ষার সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিতেছি।

বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—পুরুষ দর্শন বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিবার সময়ে যথাকালে "কামসূত্র" এবং তাহার অঙ্গ শিক্ষা করিবেন। বালিকাও যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্বে এই বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। বিবাহিতা মহিলা স্বামীর অভিমত বিদ্যা শিখিবেন।—অনেকে বলেন যে স্ত্রীজাতির শাস্ত্রে অধিকার নাই, তাহা আমি স্বীকার করি না, কারণ শাস্ত্রশিক্ষা না করিলে, তাঁহারা জীবনের আবশ্যক কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না। "কামসূত্রের" অন্তর্গত যে বিষয়গুলি গূঢ় অথবা গোপনীয়, মহিলারা তাহা বিশ্বস্ত মহিলাগণের নিকট শিক্ষা করিবেন। (ক) এই "গূঢ়" বিষয়গুলিকে চতুঃষষ্টি যোগ বলা হইয়াছে; উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই সময়ে উহাদ্বারা অলসের কৌতূহলসিদ্ধি ভিন্ন আর কোন ফল হইবার উপায় নাই।

তবে বালিকামাত্রেরই চতুঃষষ্টি কলা (যোগনহে) অবশ্য শিখিতে হইবে। এই চতুঃষষ্টি কলা প্রকৃতই নরনারীর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষায় যে বিদ্যাকে Fine Arts বা Accomplishments বলে, এই কলাবিদ্যা তাহারই অন্তর্গত। আমরা "কলা" গুলির নাম নির্দ্দেশ করিতেছি যথা :—

(১) গীত। (২) বাদ্য (৩) নৃত্য। (৪) আলেখ্য। (চিত্রবিদ্যা) (৫) বিশেষকচ্ছেদ্য। (টিপ, তিলক প্রভৃতি কাটা) (৬) তণ্ডুল-কুসুমবলিবিকার। (চাউল ও ফুল দিয়া মাটিতে চিত্র বিচিত্র আসনাদি প্রস্তুত করা)। (৭) পুষ্পাস্তরণ (ফুলের বিছানা, চাদর বিস্তারণ)। (৮) দশনবসনাঙ্গরাগ (দাঁতে, নখে, গায়ে, রং করা ও কাপড় ছোবান)। (৯) মণিভূমিকা (বিভিন্নরংয়ের মূল্যবান্ প্রস্তরের দ্বারা হর্ম্ম্য-ভিত্তিতে In-laid শিল্প করা)। (১০) শয্যাশয়নরচনা (নানা প্রকারের শয্যা প্রস্তুত)। (১১) উদকবাদ্য (জলে আঘাত করিয়া বাদ্য করা)। (১২) উদকাঘাত (জলে আঘাত করিয়া ক্রীড়া)। (১৩) চিত্রযোগ (সাদা চুল কালো করা, গলিত স্তন কঠিন করা, মুখ সুবাসিত করা ইত্যাদি)। (১৪) মাল্যগ্রথন-বিকল্প (নানাবিধ মালা গাঁথা)। (১৫) শেখর—কাপীড় যোজন (নানা প্রকারের টুপি, পাগড়ী, ও মস্তকের অলঙ্কার প্রস্তুত)। (১৬) নেপথ্য প্রয়োগ (বেশভূষা রচনা করিয়া দেওয়া,

(ক) কামসূত্র ১ম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়।

বিবাহের বরকন্যা, অভিসারিকার বেশ অথবা অভিনয়িক বেশ রচনা)। (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ (কুঙ্কুম, গোরোচনা, অগুরু ও চন্দনাদি দ্বারা কপোলে, ললাটে এবং স্তনে চিত্র কার্য্য করা)। (১৮) গন্ধযুক্তি (বিবিধ প্রকার সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুত)। (১৯) ভূষণ যোজনা (অলঙ্কার পরাণের পারিপাট্য)। (২০) ঐন্দ্রজাল (ভোজবাজি)। (২১) কৌচুমার যোগ (কামসূত্রে ইহাকে ঔপনিষদ্ বলা হইয়াছে; রূপযৌবনাদি চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বিবিধ ক্রিয়া আজকাল য়ুরোপে Beauty Doctor এই ব্যবস্থা করেন)। (২২) হস্তলাঘব (ভোজবাজীর অঙ্গ, হাত সাফাই)। (২৩) বিবিধ শাকাপূপ ভক্ষ বিকারক্রিয়া (এক কথায় "বিপ্রদাস" বাবুর পাকপ্রণালী এবং মিষ্টান্ন পাক)। (২৪) পানক রস রগাসবযোজন (নানারূপ সরবৎ, রঙ্গিন ও সুস্বাদ পানীয়, সুগন্ধ সুস্বাদ—যেমন "রতিফল" আসব বা Wine প্রস্তুত) (২৫) সূচিবানকর্ম্ম। (সূচের কাজ Needle Work) (২৬) সূত্রক্রীড়া (সূতা পুতুলে বাঁধিয়া খেলা করা) (২৭) বীণা ডমুরুবাদ্য। (২৮) প্রহেলিকা (হেঁয়ালি)। (২৯) প্রতিমালা (?)। (৩০) দুর্ব্বাচকযোগ (এমন লেখা অথবা কথা কহা, যাহা অপরে বুঝিতে না পারে)। (৩১) পুস্তক বাচন (স্বর সহিত কবিতা পাঠ)। (৩২) নাটকাখ্যায়িকা দর্শন (অভিনয় দেখান)। (৩৩) কাব্যসমস্যা পূরণ। (৩৪) পট্টিকা বেত্রবান বিকল্প বেতের পেটিকা প্রভৃতি প্রস্তুত। (৩৫) তক্ষকর্ম্ম (সূত্রধরের কাজ)। (৩৬) তক্ষণ পালিশ করা। (৩৭) বাস্তুবিদ্যা (ইমারত প্রস্তুত করিবার বিদ্যা Engineering) (৩৮) রূপরত্ন পরীক্ষা (স্বর্ণ রৌপ্যাদি পরীক্ষা) (৩৯) ধাতুবাদ (এক ধাতু হইতে অন্য ধাতু করা —যেমন তামা ও পারাকে সোনা করা, পিত্তল, কাংস্যাদি মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা ৪০। মণিরাগাকরজ্ঞান খনি বিদ্যা। ৪১। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা)। (৪২) মেষকুক্কুটলাব যুদ্ধবিধি (cock fight)। (৪৩) শুকসারিকা প্রলাপন (পাখী পড়ান)। (৪৪) উৎসাদনে, সংবাহনে ও কেশমর্দ্দনে কৌশল (গায়ে তেল হলুদ প্রভৃতি মাখান, গা পা টিপিয়া দেওয়া massage ও চুল আচড়ান ও টানিয়া ঘসিয়া আরাম দিতে শেখান)। (৪৫) অক্ষরমুষ্টিকা কথন (অক্ষর লিখিবার নানা কৌশল)। (৪৬) ম্লেচ্ছিতবিকল্প (ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞান)। (৪৭) দেশভাষাবিজ্ঞান (নানা দেশভাষার জ্ঞান)। (৪৮) পুষ্প শকটিকা (ফুল দিয়া খেলার জিনিষ তৈয়ার করা)। (৪৯) নিমিত্তজ্ঞান, (শাকুন শাস্ত্র)। ৫০। যন্ত্রমাতৃকা ? ৫১। ধারণমাতৃকা ? ৫২। সংপাঠ্য ? ৫৩। মানসীকাব্যক্রিয়া extempore বা মুখে মুখে কবিতা রচনা)। ৫৪। অভিধান কোষ। ৫৫। ছন্দোজ্ঞান। ৫৬। ক্রিয়াকল্প ? ৫৭। ছলিতক যোগ ? ৫৮। বস্ত্র-গোপন। ৫৯। দ্যূতবিশেষ। ৬০। আকর্ষক্রীড়া (পাশা প্রভৃতি খেলা) ৬১। বালকক্রীড়া ৬২ হইতে ৬৪। বৈনয়িকী, বৈজয়িকী ও বৈয়ামিকী বিদ্যার জ্ঞান ?

ক্রমশঃ

শ্রীখিলচন্দ্র পালিত।

প্রচার প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি (২))

৬ই আষাঢ় সোমবার ১৩২২—। অদ্য অপরাহ্ন ও ঘটিকার সময় ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ* মহাশয়জীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি সৌম্য বাক্যাদি প্রকৃত সাধু জনোচিত মধুর, ব্যবহার অভিমান শূন্য, সরলতায় পরিপূর্ণ, বলিতে কি এমত অমায়িক ও সহৃদয় ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না আমি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তথায় গয়তা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, পাচঘড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ, সদরপুর মহতরকের শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এবং নৃত্যলাল সিংহ উপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়. ইহাঁদের মধ্যে কেহই উপনীত নহেন, অধিকন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকের এমত দৃঢ় ধারণা যে উপবীত গ্রহণ করা কায়স্থের পক্ষে নিতান্ত অবৈধ। এই বিষয়ে আমি প্রতিবাদ উত্থাপন করিলে ঘোষ মহাশয় প্রতি প্রশ্নচ্ছলে [illegible] বিষয় স [illegible] ,' কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে প্রাচীন কি কি গ্রন্থ আছে?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাসাদি বহু গ্রন্থ আছে, তৎসমস্ত নাম আমি আর কত বলিব, তবে সংক্ষেপে পুরাণের মধ্যে পদ্ম, স্কন্দ, ভবিষ্য, গরুড়পুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, বিষ্ণু-সংহিতা, মিতাক্ষরা, বিজ্ঞানেশ্বর, কথা সরিৎসাগর, রাজতরঙ্গিণী, ক্ষিতীশবংশাবলী, উত্তর নৈষধ চরিত, আইন আকবরী, কায়স্থ বখর, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত ইত্যাদি অনেক পবিত্রগ্রন্থেই কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত গীতাশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে গুণকর্ম্মে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমানিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে যে সমস্ত পুস্তক প্রণয়ন হইয়াছে তাহাও ঐ সমস্ত পুস্তক হইতেই সংকলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশিত কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়, কায়স্থ সমাজের সংস্কার, কায়স্থ-তত্ত্ব, কায়স্থ-তত্ত্ব-বিচার, কায়স্থ

তত্ত্ব-নির্ব্বাচন কায়স্থ-তর্কসমাধান, ক্ষত্র কায়স্থ প্রদীপ, কায়স্থ তত্ত্ব তরঙ্গিণী, কায়স্থকুল প্রদীপিকা, কায়স্থ দর্পণ, জাতিতত্ত্ব (বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য) আর্য্যাকায়স্থদীপিকা বিশ্বকোষের কায়স্থ প্রকরণ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) এবং মাসিক পত্রিকা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ও কায়স্থ-পত্রিকা ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করিলেই জানিতে পারেন। কায়স্থ যে প্রকৃত পক্ষেই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত, তাহা প্রতিপন্ন করার পরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিলেন,—

"পুরুষ পরম্পরায় বহুকাল যাবৎ পতিত সাবিত্রীকের অধঃস্তন পুরুষের উপনয়ন গ্রহণ করার অনুকূলে বিশিষ্ট কি প্রমাণ আছে এবং প্রায়শ্চিত্তের কিরূপ কি বিধান আছে?"

তদুত্তরে মিতাক্ষরাধৃত আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্রের নিম্নোক্ত বচন বলা হয়,—

"যস্য পিতৃ পিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং।"
যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি সর্ব্বেষাং যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানন্তরোপনয়নাদি সংস্কারঃ করণীয় এব॥"

অর্থাৎ যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, নিজেও যথাকালে উপনীত হয় নাই সে এক বৎসর কাল ত্রিবেদ বিহিত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবে। আর যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহার ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে অসমর্থের পক্ষে সকল প্রায়শ্চিত্তেরই অনুকল্প আছে। কলির মানবের পক্ষে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা অসম্ভব, তাহাতেই অনুকল্পের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য হইতেছে। (ক) দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুকল্প কি হইবে, এ সম্বন্ধে ৺কাশীধামের পণ্ডিত এবং (সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক) মহামহোপাধ্যায় স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্য-সংস্কার মীমাংসা গ্রন্থে যে ব্যবস্থা (খ) দিয়াছেন তদানুসারেই কায়স্থ মহাত্মাগণ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া উপবীত ধারণ করিতে পারেন। কলিকালের জন্য সর্ব্বোপরি আর একটী উৎকৃষ্ট শ্লোক প্রায়-

(ক) এ বিষয় শাস্ত্রে আছে,—
"কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং মূল্যঞ্চ দ্বাপরে কলৌ॥"

প্রায়শ্চিত্তার্থে সত্য যুগের জন্য ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে, ত্রেতাতে তৎপরিবর্ত্তে ধেনুদান করিবে, দ্বাপর ও কলিতে ধেনুর মূল্যদান করিবে।

(খ) রামমিশ্রের ব্রাত্য সংস্কার মীমাংসা আদি উপনয়ন প্র—

"দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতে হৈং উনকে লিয়ে উসকা প্রত্যাম্নায় স্বরূপ ৩৬০ গোপ্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান রজতমান, স্বর্ণমান, কপর্দিকামান ভেদসে তীন প্রকারকা হোগা, জিসকী জৈসী শক্তি হৈ উসকে অনুসার করনা হোগা, ধনী, দীন, দরিদ্র, অতিদরিদ্র ভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা।"

লেখক

শিত্তের বিধান আছে, তাহা গঙ্গাস্নান (গ) এবং শ্রীহরির নাম স্মরণ। (ঘ)

এ পর্য্যন্ত কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মিথিলা, অযোধ্যা, মথুরা, বুন্দী, কাশ্মীর, জম্বু, পুরী প্রদেশীয় এবং বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ভট্টপল্লী, কলিকাতা, বিক্রমপুর, বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর, ফরিদপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া মুর্শীদাবাদ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি নানা স্থানের ভারত বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় এবং চিরপূজ্য মহর্ষি কল্প অনেক অধ্যাপক মহোদয় কায়স্থ ও বৈশ্যের উপনয়ন গ্রহণের অনুকূলে যে ভূরি ভূরি বিধি ব্যবস্থা দিয়াছেন,ইহা কি আপনারা কল্পিতবলিয়া মনে করেন?

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ এবং উপেন্দ্রনাথ সিংহ নানাপ্রকার অযৌক্তিক আপত্তি তুলিয়া বাকবিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। ইহারা বলেন "প্রপিতামহাদেঃ" শব্দে প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষ না হইয়া অধঃস্তন পুরুষ হইবে। এই প্রকার যুক্তহীন প্রতিবাদ শ্রবণে সুধীবৃন্দ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

"প্রপিতামহাদেঃ" পদে যদি প্রপিতামহ হইতে নিম্নতর পুরুষগণ বুঝাইত তবে "নানুস্মর্য্যতে" [স্মরণহয়না] এই উক্তি থাকিবার তাৎপর্য্য কি? বিবেচনা করিয়া দেখুন। প্রপিতামহ ও তদূর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন ছিল কিনা, তাহা স্মরণ না হইতে পারে কিন্তু প্রপিতামহ হইতে পিতাপর্য্যন্ত উপনয়ন ছিল কিনা, তাহা স্মরণ হয়না একথা প্রলাপ বাক্য বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? (ঙ)

(গ) যদ্যকার্য্যং শতং কৃত্বা গঙ্গাভিসেচনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্বুস্তূলরাশিমিবানলঃ॥
স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্।
দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েদ্ যোবদেদপি॥
তস্যাহং প্রদদে পাপং কোটি ব্রহ্মবধোদ্ভবম্।
স্তুতিবাদমিমংমত্বা কুম্ভিপাকেষু পচ্যতে॥

অর্থাৎ যদি শত শত অন্যায় কার্য্য করিয়াও গঙ্গাস্নান বা তদ্‌বারি অভিসিঞ্চন করে, যেমন অগ্নি তুলারাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ গঙ্গা তাঁহার পাপ সমস্ত বিনাশ করেন। গঙ্গাস্নান করিবামাত্র ব্রহ্মবধাদি মহাপাতক কি প্রকারে বিনষ্ট হয়, এই রূপ যিনি বলেন বা চিন্তা করেন, গঙ্গা তাঁহাকে কোটি ব্রহ্মবধের পাপ প্রদান করেন। যিনি গঙ্গার মহিমাকে স্তুতিবাদ মনে করেন, তাঁহাকে কুম্ভিপাক নরক ভোগ করিতে হয়।"

(ঘ) "সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণুর্নামানুচিন্তনাৎ॥১"
বৈশম্পায়ন-সংহিতা

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহতে বহ্নিপাবকঃ"॥২
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

শ্লোকদ্বয় অতিশয় প্রাঞ্জল, এই জন্য অর্থ লিখিলাম না।

মহর্ষিগণ নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত ও তপযজ্ঞাদির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানুস্মরণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। পাপকরিয়া যাহার অনুতাপ হয়, তাহার পক্ষে শ্রীহরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।

(ঙ) এ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণের মধ্যতম অতি প্রাচীন মদন রত্নে 'যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই' এই বলিয়া

মহাশয়জী আমার এই যুক্তি অনুমোদন করিলেন। তিনি বলিলেন, অনেকে এখনও এই মতটী ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে না পারায় সংস্কার গ্রহণে এত ইতঃস্তত করিতেছেন। বিশেষতঃ বহুকাল প্রচলিত প্রথানুযায়ী অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের সংকোচ ও ব্যতিক্রম বিষয়েই এখন অনেকের নিকট প্রধানতম আপত্তির কারণ।" এই আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা হয় এবং অন্যান্য বিষয় আলাপ হয়। পরিশেষে তিনি বলিলেন সকলের সহিত ঐক্যমত হইয়া যে কর্ত্তব্য হয় করিবেন। সংস্কার অভাবে এপ্রদেশের উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে দুইটী থাক হইয়া পড়িয়াছে একটী উচ্চস্তর একটী সাধারণ স্তর। দ্বিতীয় স্তরের আচার পদ্ধতি, চাল-চালন, বেশ-ভূষা এবং রীতি নীতি এমত হইয়া পড়িয়াছে যে, অধিকাংশের আচার ব্যবহার না বেহারী, না বাঙ্গালী। এই প্রকার বিসদৃশ অসম্বদ্ধ বৈষম্যতাব দর্শনে অন্তঃকরণে বিষাদের সঞ্চার হয়। মাননীয় মহাশয়জীকে এতদ্দিকে কৃপাদৃষ্টি করিতে এবং সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ জাতীয় উন্নতি কর সংস্কার কার্য্যে অতিসত্বর মনোযোগী হইতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিলাম। তিনি ভাগলপুর প্রদেশে অন্যূন চতুঃসহস্র কায়স্থের নেতৃত্বে পদে সমাসীন আছেন; সমাজের এ প্রকার বিচ্ছিন্নতা এবং অধঃপতন অবস্থা দেখিয়া তৎ প্রতিকারের উপায় বিধান না করা তাঁহার মত মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে অগৌরবের কারণ নহে কি? (চ)

ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল বর্ম্মা।

"তদনুসারে অপস্তন :পুরুষগণের ও উপনয়নাভাব" ইহাতে কষ্ট কল্পনায় প্রপিতামহাদেঃশব্দের ঊর্দ্ধপুরুষ পরিগ্রাহকত্ব অভিহিত হইয়াছে। ভারত বিখ্যাত স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ "বাচস্পত্যাভিধানে" নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয় যথোচিত সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। লেখক

(চ) আজ ১২ বৎসর কায়স্থের উপনয়ন বিষয় আলোচনা হইতেছে, তথাপি মহাশয়জীর চৈতন্য হইল না। তাঁহার চৈতন্য কখনও যে হইবে সে আশা আমরা করি না। সঃ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ইতিবৃত্তি।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি ৪র্থ প্রস্তাব]

কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী দিনজপুরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই অদ্য পর্য্যন্ত সমভাবে উহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। উহাতে কায়স্থ জাতির মঙ্গল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আমরা দেখি না। ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য ও সামাজিক মর্য্যাদা মহারাজ বাহাদুরের অভাব নাই। কায়স্থ সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম যে উহা মহারাজ বাহাদুরেরই প্রাপ্য কিন্তু তিনি নিজে সভায় দণ্ডায়মান হইয়া যখন উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম যে তিনি পদ গৌরবের কাঙ্গাল নহেন।

২। বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্যে মহারাজ বাহাদুর কথায় তোপে কেল্লা ফতে করেন নাই। তিনি স্বপুত্র কুমার বাহাদুরকে উপনয়ন গ্রহণ করাইয়া নিজেও উপনীত হইয়াছেন। এই কার্য্যের দ্বারা তিনি ভিরু ও বাক্ সর্ব্বস্ব রাজন্যবর্গ এবং জমিদারদিগকে সৎসাহসের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার যত্ন ও উৎসাহে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার শনৈঃ শনৈঃ প্রসারতা লাভ করিতেছে এবং জয়োদশাহে বহু ব্যক্তির আভশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইতেছে, এতদ্ব্যতীত বহুঅর্থ ব্যয় করিয়া তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের সেনসচ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।(ক) অপর তিন শ্রেণীর কায়স্থের লোক গণনা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ আছে। আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার নেতৃবর্গকে মহারাজ বাহাদুরের আদর্শ অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বজাতির ব্যথায় অশ্রু মোচন করিবার জন্যই কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণ উক্ত সভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিলেই কায়স্থ সভার জন্ম সার্থক হইবে।

৩। একণে আমরা কায়স্থ সভার মেরুদণ্ড স্বরূপ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কথা না বলিয়া পারিতেছিনা। এই মহাত্মা বৃদ্ধ বয়সে কায়স্থ সভার জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন তাহার তুলনা নাই। তিনি নিজের দৈহিক সুখ দুঃখের প্রতি ক্ষেপ না করিয়া ভারতের নানা প্রদেশে গমনাগমন

(ক) ভাগলপুর নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় নেতা শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়জী মহারাজা বাহাদুরের আদর্শ গ্রহণ করেন নাই, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে দ্বিজ হইয়া আজিও শূদ্রত্বের মোহজালে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছেন। হা! ধিক্! সঃ

করিয়া আহিমাচল কুমারীকার কায়স্থদিগকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিতে যে যত্ন পাইতেছেন তাহার জন্ম সকল কায়স্থই তাঁহার নিকট ঋণী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মিত্র মহোদয় কায়স্থ সভার পরিচালনের ভার গ্রহণ করায় সভার মর্য্যাদা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহিত সারদাবাবুর কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা একটি কথায় আমরা পাঠককে বুঝাইয়া দিতেছি। কোন স্থানে উক্ত সভারনাম হইলে তত্রস্থ সকলেই উক্ত কায়স্থ সভাকে "সারদাবাবুর কায়স্থ সভা" বলিয়া থাকেন। ফলতঃ বর্ত্তমানে মিত্র মহোদয়ই উক্ত সভার অস্থি মজ্জা। পক্ষান্তরে হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণের পর হইতে স্বজাতির আসনে সমাসীন হইয়া মিত্র মহোদয়ের কায়স্থ সভাই আহার, কায়স্থ সভাই বিহার, কায়স্থ সভাই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে। তিনি কায়স্থ সভারজন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যত্ন লইতেও কুণ্ঠিত হন না। আমরা বহুস্থলে তাহা দেখিয়াছি।

৪। ভারতের রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র, বারানসী ও অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ বঙ্গ দেশস্থ কায়স্থ দিগকে হেয় মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট জল গ্রহণেও আপত্তি করিতেন, পুরুষসিংহ মিত্র মহোদয়ের চেষ্টাতেই তাঁহারা বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত একাসনে পংক্তিভোজন করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপনেও স্বীকার করিয়াছেন। সারদা বাবুর বপিত বীজ কালে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া সুফল ফলিবে। সমস্ত ভারতের কায়স্থগণের দ্বারা যখন এক অখণ্ড বিরাট কায়স্থ সমাজের সৃষ্টি হইবে, তখন সেই গৌরব-কাহিনীতে তাঁহার নাম সুরঞ্জিত হইয়া তদীয় কর্ম্ম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিবে।

৫। কাহারও কাহারও নিকট আমরা শুনিতে পাই। (১) বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য সম্বন্ধে মিত্র মহোদয় যত অধিক বোঝেন ততদূর কিংবা তদপেক্ষা বেশী কেহ বুঝিতে পারেন এই বিশ্বাস বোধহয় তাঁহার আছে। অন্ততঃ তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া ইহাই মনেলয়। যে সভার সহিত হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর শাস্ত্রের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেই সভার সম্বন্ধে মিত্র মহোদয়ের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির মনের ভাব এইরূপ হইলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় বটে।

(২) কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন সভ্য কর্ত্তৃক যে সকল প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয় তাহা সারদা বাবুই নাকি নির্দ্ধারণ করেন। সুতরাং সেই সকল প্রস্তাবনায় শুকপাখির ন্যায় "হরে কৃষ্ণ" বলায় বেশী প্রস্তাবকগণের আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকেনা। তাহার পরে ঐসকল নির্দ্ধারিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা হয় না। কিংবা কোন সভ্যকে ভারার্পণ করা হয় না। যেরূপ ভাবে কমিটির কার্য্য পরিচালিত হয় তাহাতে উক্ত কমিটির অস্তিত্ব রক্ষাকরিবার কোন প্রয়োজন আমরা অনুভব করিনা।

(৩) কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন প্রায়ই অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে শেষ হয়, এবং বর্ত্তমানে সভায় ৭,৮ জন সভ্যের বেশী

উপস্থিত হয় না। এই ৭।৮ জনের মধ্যে মিত্র মহোদয়ের স্বগৃহের অনুগত ৩ ৪ জন থাকেন পূর্ব্বে পূর্ব্বে সমিতির নির্দ্দিষ্ট সভ্য ব্যতীত শত শত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উহাতে যোগদান করিতেন, সুতরাং সভার চেষ্টাও আকাঙ্খা অতিশয় উন্নত ছিল। এখন যে কারণেই হউক লোকে যখন উক্ত সমিতিকে মিত্র মহোদয়ের নিজস্ব মনে করেন তখন সাধারণে উক্ত সমিতির প্রতি সেই আগ্রহ কিংবা অনুরাগ থাকিতে পারেনা। তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সভার এই শোচনীয় অবস্থা কি করিয়া দূর করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের প্রস্তাব করিলে পাছে সারদা বাবু বিরক্ত হন এই ভয়ে কোন সভ্যই কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহস পান না। এত বড় হৃষ্টপুষ্ট কায়স্থ সভার ৭।৮টি মাত্র সভ্যদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কিরূপে গণ্যমান্য হইতে পারে। অথচ প্রায় একযুগ গত হইতে চলিল সভার ভাগ্য বিধাতা উক্ত মিত্র মহোদয় কি উপায়ে উহার প্রতিকার হইতে পারে এই প্রস্তাব সভাতে একদিনও উত্থাপন করিলেন না ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। কদাচিৎ কোন সৎসাহসী সভ্য কায়স্থ সভার হিতকল্পে কোন প্রস্তাব অবতারণা করিতে চাহিলে সময় অভাব জানাইয়া সমিতি সেই সঙ্কট হইতে উড্ডীন হন। যাহাদের এত সময় অভাব তাঁহাদের উক্ত সমিতিতে যোগদান না করাই কর্ত্তব্য। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি থাকা না থাকা সমান কথাকারণ সভা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের সর্ব্বেসর্ব্বা মিত্র মহোদয়। কায়স্থ সভার হিতৈষী শ্রদ্ধেয় আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার একদিন নিম্ন লিখিত কথাগুলি পাঠ করিয়াছিলামঃ—

(১) "কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের বক্তৃতা কালে জনৈক সভ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "যজ্ঞোপবীত রহিত হইল কেন"? এই বিষয়টির সম্পূর্ণ উত্তর দিবার সময় তিনি পান নাই। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিবার সময়ও তিনি পান নাই। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ যখন আমাদের কায়স্থ সভার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবের বাক্তিগণকে ৫।১০ মিনিটের অধিক সময় দেওয়া উচিত, ফলতঃ আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে যিনিই কেন বার্ষিক সভার সভাপতি হউন না সময় দেওয়া সম্বন্ধে কর্ত্তা অনেক সময়ে সারদা বাবু। সমগ্র অধিবেশনটীতে মিত্র মহোদয় কৌশলে সভাপতি মহাশয় কে যন্ত্রবৎ চালিত করেন। এইবার অধিবেশনেও তাহাই করিয়াছেন। তিনি নিজে শাস্ত্র বড় ভালবাসেন না। শাস্ত্রের কথা শুনিলে তিনি বিরক্ত হন এবং যাহার সহিত তাঁহার মতান্তর থাকে তাঁহাকে অধিকক্ষণ বলিতে দেন না।"

(২) বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার এক দিকেও অপরদিকে শূদ্রাচারী কায়স্থদিগের মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ এই উভয় অগ্নিশিখা মধ্যে উপবীতী কায়স্থগণ নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতেছেন। অর্দ্ধশূদ্র, পুরোহিত শূদ্র, বনশূদ্র অবস্থায় আর কত কাল বঙ্গের উপনীত পল্লীবাসী কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীতের গুরুভার বহন করিতে পারিবেন? কায়স্থ সভা ইহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিয়াছেন

কি? কায়স্থের ন্যায় সমবেদনা শূন্য অধঃপতিত জাতি ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। হীন নমশূদ্রাদি জাতি মধ্যেও স্বজাতি-বন্ধন কায়স্থ জাতি অপেক্ষা অনেকাংশ শ্রেষ্ঠ"

(৩) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যত দিন কায়স্থ সভার কর্ণধার থাকিবেন ততদিন উক্ত সভা প্রচার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইবেন না ইহা ধ্রুবসত্য।

(৪) তদনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় তদীয় বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলেন। ইহা একটি অদ্ভুত হিসাব নিকাশ।—

সম্পাদক মহাশয় আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়া লিখিয়াছেন—"এতৎ পূর্ব্ব বৎসরে অবশ্য ৪৪৯৷৶০ তহবিলে ছিল" এখানে এতৎ শব্দের অর্থ কি? তাঁহার ৪৪৯৷৶০ কি মোট আয় ৩০১০৮৶৫ অন্তর্ভুক্ত আছে? প্রচার খাতায় ২৫৲ আদায় ও ১১৶০ ব্যয়। প্রচার কার্য্যে কায়স্থ সভার চেষ্টা এই অঙ্ক পাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। উপনয়ন খাতে মোট ৩৶০ বার্ষিক ব্যয় অতিশয় প্রশংসার্হ বটে। যখন কর্ণধার মহাশয়ই প্রচারের বিরুদ্ধ তখন বর্ত্তমান কায়স্থ সভাদ্বারা প্রচারের আশাকরা বাতুলতা মাত্র। সুদ আদায় ৩.৫, চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের যে টাকা সম্পাদক মহাশয়ের নামে জমা আছে তাহার সুদ জমা দেখিনা কেন? ১২৫৷৶০ আমানত জমা এই টাকা কাহার দ্বারা কিজন্ত আমানত হইয়াছে, ব্যাঙ্কের টাকা আদায় ৫৬৯৶০ এই টাকা কি আসল না সুদ। এই টাকা কি বাবতে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। ফলতঃ জমা খরচ দৃষ্টে কিছুমাত্র বুঝা যায় না। বঙ্গদেশে উপনয়ন প্রচারের জন্য কায়স্থ সভা কিছুমাত্র কার্য্য করেন নাই ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ত্রুটী সংশোধনের নিমিত্ত লোকের আপত্তি সকলের মধ্যে অতি সংক্ষেপে এস্থলে কয়েকটির মাত্র আমরা উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে এই আপত্তি সকল সম্বন্ধে এস্থলে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি এবং আমাদের নিজের অভিমত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। আমাদের ধারণার ভুল ভ্রান্তি থাকিলে পাঠকবর্গ সংশোধন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব। যাঁহারা কায়স্থ সভার ত্রুটী দেখেন এবং এ জন্ত আপত্তি করেন আমরা তাঁহাদিগকে মন্দ বলিতে পারি না, তাঁহারা সংশোধন ইচ্ছা করেন বলিয়া তাঁহাদিগেকে কায়স্থ সভার পরমবন্ধু মনেকরি। কাহারও রোগ দেখিতে পাইয়া যেব্যক্তি তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক দূরীকৃত করিতে চেষ্টা করে তাহাকেই বন্ধু বলাযায়, আর যে ব্যক্তি তাহা ঢাকিয়া রাখে তাহার ব্যবহার শত্রুবৎগণ্য। উপরোক্ত আপত্তি সকলের প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সারদা বাবু যে কায়স্থ সভার জন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং তিনি নিজের কায়স্থ সভার সর্ব্বে সর্ব্বা থাকিয়া কায়স্থ সভার যে পর্য্যন্ত মঙ্গল করিতে পারেন তাহাতে যে তিনি পশ্চাৎপদ হন না তাহা আপত্তি কারীরাও স্বীকার করেন।

[৫] আপত্তিকারীদের কথা যায়া আমাদের মনে হয়—সভার গঠন প্রণালী যেরূপ ভাবে চলিতেছে এবং তাহার ফলে এক সারদাবাবু যেরূপভাবে কায়স্থ সভার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন

তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। সারদাবাবু যেরূপ ভাবে কায়স্থ সভার আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিবার উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন কায়স্থ সর্ব্বসাধারণের জন্য সেইরূপ সুবিধার অভাব কেন? কায়স্থ-সমাজ সভার সম্বন্ধে কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহার মীমাংসা উক্ত মিত্র মহোদয়ের করাই কর্ত্তব্য। উল্লিখিত আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর কায়স্থ পত্রিকায় এ যাবত দেখিলাম না কেন? কায়স্থ পত্রিকার সমালোচনার স্তম্ভে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া উহার সদুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। গত বার্ষিক সভার সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি কায়স্থ সমাজের মুখপত্র 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' উত্থাপন করিয়াছেন তাহা আগামী ১৬ই বৈশাখ ইষ্টার পার্ব্বণোপলক্ষে যশোহরে রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে তাহাতে ঐ সকল বিষয়ে সভাপতি মহাশয় কিংবা সম্পাদক মহাশয় মীমাংসা না করিলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাহা উত্থাপন করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব পূর্ব্ব হইতেই সারদা বাবুর প্রমুখ কায়স্থসভার অধিনায়কগণকে সাবধান করিতেছি।

৭। প্রতিভার উপরোক্ত আপত্তিগুলি মধ্যে একটী দেখিতে পাই—"তিনি (সারদাবাবু) নিজে শাস্ত্র বড় ভাল বাসেন না শাস্ত্রের কথা শুনলে বিরক্ত হন" কোন কোন সময়ে শাস্ত্রালোচনা একান্ত আবশ্যক হইলে মিত্র মহোদয় ২।১জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের কায় (Theory) অভিমত যাহার সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সহিত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য সারদা বাবু নাকি শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়গণকে মীমাংসক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং কায়স্থ সভা পরিচালন করিতে হইলে শাস্ত্রালোচনার এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রালোচনায় বিরক্ত হইলে মিত্র মহাশয়ের দুর্নাম হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে আমরা উক্ত মীমাংসকগণের অভিমত জানিতে উদ্গ্রীব রহিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস

অভ্রলীলা।

(২, পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

ভারতে যাঁহারা সামাজিক অভ্রলীলায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা কাশীর ভারত-ধর্ম-মহা-মণ্ডলের এ বৎসরের মহাধিবেশনের নিয়োজিত ব্যবহারটী লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

At about midday a magnificent processoin of Vedas startd from the Mahamandal in a specially made sedon composed of flowes borne by fomr Brahmans

Bepgali Yan 1 1916,

অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে মহামণ্ডলের কেন্দ্রস্থান হইতে একটি শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া হিন্দুর পবিত্র বেদ গ্রন্থকে মহাসমারোহে চারিজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক একটি সুসজ্জিত পুষ্প মণ্ডিত জানযানে লইয়া যাওয়া হয়। (১লা জানুয়ারী ১৯১৬, বেঙ্গলি দৈনিক পত্রিকা হইতে অনুদিত

এ বৎসর অধিবেশনের প্রথম ও প্রধান কর্ম্মাঙ্গ হইয়াছিল আমাদের মহামহিমান্বিত সম্রাটের, সাম্রাজ্যের ও মিত্রশক্তির জয় কামনায় মহারুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন। এই যজ্ঞ সম্পাদন জন্য কর্ম্মকাণ্ডে সিদ্ধহস্ত ২৫ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেশ কথা। কিন্তু ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে যখন হিন্দুর মহা গ্রন্থ বেদ মস্তকে করিয়া শোভাযাত্রা বাহির (Processun) হইল, সেই বেদ মস্তকে ধারণ জন্য কি কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণের একান্তই প্রয়োজন হয়? ৩০টি খণ্ড রাজ্যের অধিপতি বা তাঁহাদের প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের অনেকে যে ক্ষত্রিয় ইহা বোধ হয় মনে করিতে পারি। বহু কায়স্থ ও বৈশ্য অবশ্য উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহকে জাতীয় মহাগ্রন্থ মস্তকে বহনের সম্মান প্রদত্ত হইল না। মাধ্যমিক শাস্ত্রগুলিতে ও বেদে ক্ষত্র বৈশ্যের অধিকার রহিয়াছে। ঋক্‌গুলিই যদি বেদের সারভাগ হয়, তবে শূদ্রের ও উহাতে অধিকার নিষিদ্ধ কোথায়? (ক) এমত অবস্থায় মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এই বেদ বহন কার্য্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইতে এক এক ব্যক্তিকে লইয়া বাহক চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এই মহামণ্ডল যে একটী জাতীয় শক্তি ও জাতীয় উত্থানের সহায় বুঝিতে পারিতাম। এখানেও কি স্পর্শ দোষ প্রথাকে রাজধানীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হইল? ইহাই আমাদের সামাজিক যুদ্ধের প্রধানতম লক্ষ্য। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে তুল্য অধিকার ইহা ঋক্ মন্ত্র হইতে নিশ্বসিত হয়। তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত করার চেষ্টার মধ্যে সাধুতা নাই। এতাদৃশ বাক্-যুদ্ধে সকল জাতিই আন্তরিক ভাবে আমাদের সঙ্গী বেদ, বর্ণভেদ-পূর্ব্ব-বিরাটের দেশস্থ সমগ্র কায়স্থের আদ্য সম্পত্তি; কেননা তাঁহারা উহার দ্রষ্টা বা রচয়িতা; তাঁহারা উহা মস্তকের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কে বহন করিয়া অর্থাৎ স্মৃতি সংযোগে ভারতে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উহার প্রথম আলোচনায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। সেই বেদ, বিজেতৃ বংশের কেহকে এবং প্রণেতৃ বংশের কেহকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হইল না এতদপেক্ষা আর কি অধিকতর ক্ষোভের বিষয় হইতে পারে? ইহাতে কি বিরাট দেহস্থ জাতিগুলি বিরক্ত হইবে না? তাই বলিতেছিলাম ভারতের সামাজিক যুদ্ধে আমাদের জয় হউক আর না হউক আমরা ঠিক একাকী নাই

"In Such a contest, we should not stand spirtuaally alone, but on

(ক) বঙ্গের বিকৃত মস্তিষ্ক ব্রাহ্মণদিগের কল্পনায় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"...this vast globe those whose feelings and thoughts are free, will join us in this campaign against the over weening ambition of one race which in spite of her pretence for a liberal and philanthropic policy has never sought any other object than personal advantage and the suppression of her rivals."

Bernhardie.

অর্থাৎ—এই প্রকার সামাজিক যুদ্ধে আমরা একক থাকিব না, ব্রাহ্মণেতর ভারতীয় সমস্ত জাতিগুলি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ঐহিক বিষয়ে এই পারমার্থিক ব্রাহ্মণজাতির প্রাধান্য ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে পদদলিত করিয়া রাখাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাহা উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কোন জাতি বিশেষকে লক্ষ্য করেন, তাহা এই ভারতের ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। ব্রাহ্মণেতর কাহারও ধর্ম্মজীবন ভারতে স্বাধীন নহে সুতরাং তাহাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু জার্ম্মাণ ও ইংলণ্ডে স্বাধীন ইংরাজ ও তাহাই; ধর্ম্মজীবন স্বাধীন করিয়া লওয়ার ফলে উভয় জার্ম্মাণ ও ইংলণ্ড দুই সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা। কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের ন্যায় ইহাদের ভ্রাতৃবিরোধ, ইহার নিষ্পত্তি হওয়াই ভাল। কিন্তু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সেইরূপ সহোদর ভ্রাতা হইলেও তাহাদের সেই স্মৃতি এখন জাগ্রত হয় নাই [illegible] ইহার এক অন্যের ধর্ম্মজীবনোচ্ছেদের বিষয় লক্ষ্য। এমন্য উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার কথাগুলি ভারতের সমাজনৈতিক অবস্থার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা ভারতের সামাজিক সমরে প্রবৃত্ত তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধর্ম্মজীবন মুক্ত হয়, কুসংস্কার হ্রাস পায়, সর্ব্বতোমুখী উন্নতির পথে কণ্টক না থাকে, কেননা ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠিত তেজ দ্বারাই সামাজিক জীবন উজ্জ্বল হয়, সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা এই সমরে বুঝিতেছেন না কিংবা বুঝিতে চাহেন না, তাঁহাদের সামাজিক সমরে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল এবং বিরাটদেহস্থ কায়স্থজাতির কেহ কেহ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। বেদে উপনীত হইয়াছেন ইহাও কথার কথা। বেদ ত তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হইল না। তাঁহারাও সমংশূদ্র জাতির ন্যায় স্পর্শ দোষ হওয়ায় যাহা বর্জ্জিত, তবে অল্প আর অধিক। যজ্ঞোপবীত অথবা উপনয়ন কালোপযোগী কার্য্যের জন্য কায়স্থ সমাজের কিংবা কায়স্থসভা সকলের কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। কায়স্থজাতির একজন নেতা এবং কায়স্থ সভার কর্ত্তা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় উক্ত মহাত্মগণের একজন প্রধান যন্ত্রী। তাঁহার সাক্ষাতেই কায়স্থজাতিকে বেদ স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে, অবশ্য উপনয়ন গ্রহণ যে কার্য্য ইহাদের ঠিক উপায় তাহা আমরা স্বীকার করি। ইহা যদি বল প্রকাশ না করে তবে ইহা টিকিবে কেন?

কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত হিন্দু-সমাজ দ্বিতীয় ভাগ ১১ পৃষ্ঠা.

হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্রাহ্মণের প্রকৃত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। সেনসাস পাঠে দেখা গেল ১০০ ব্রাহ্মণের মধ্যে ১৮ জন মাত্র ঐ সকল বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অর্থাৎ অবশিষ্ট ৮২ জন স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি এত অধিক পরিমাণে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই।

হিন্দুর গৃহকার্য্য, ধর্ম্মাচরণ কি প্রকারে অবহেলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত হইতেছে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়। পিতৃ মাতৃ অদ্যশ্রাদ্ধ যে ব্রাহ্মণ করান সে ব্রাহ্মণ অগ্রদানী, সমাজে পতিত; চিতা পিণ্ডের মন্ত্র যিনি পড়ান তাঁহারও সমাজে নিন্দা! তাঁহার কন্যা কেহ বিবাহ করিতে চাহে না, কিম্বা বিবাহ করিবারজন্য স্ত্রী পাওয়া দুষ্কর। যে ব্যক্তি কায়স্থ গৃহে বিগ্রহ পূজা করেন, তাঁহার দুরবস্থাও কম নহে। তিনিও পতিতের মধ্যে দেবল বলিয়া গণ্য, তাঁহাকেও কেহ লইয়া খাইতে চাহেনা; বর্ণ ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশার ত অবধি নাই। হোটেলে গিয়া দেখ বর্ণ ব্রাহ্মণকে কুকুরের মত হোটেলের পাচক ব্রাহ্মণ বাহিরে ভাত দিয়াছে। অশূদ্র যাজী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের গৃহেও খায় না। এইসব সমাজ কলঙ্ক বলতঃ হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। গৃহীতোপবীত ব্যক্তি যদি ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর না হন তবে তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ বিড়ম্বনা হইয়াছে মাত্র। (খ)

বঙ্গদেশে কায়স্থ পত্রিকা এবং আর্য্য কায়স্থ পত্রিকা নামে কায়স্থ জাতির দুই খানি মুখ পত্রিকা। তন্মধ্যে "পত্রিকা" ধর্ম্মজীবনে স্বাধীন হয় ইহার নাম গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না, কায়স্থ সভা কি আমাদিগকে অধিকতর নিগড়াবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন? প্রতিভার সম্পাদক তাঁহার যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পূর্ব্ব হইতে শূদ্রত্ব ও ক্ষত্রত্বের মধ্যে দুলিয়া দুলিয়া আসিতেছেন। একবার তাঁহাকে শূদ্রত্বে গ্রাস করে আবার তাঁহাতে ক্ষত্রত্ব মাথা তুলে। তিনি ধর্ম্ম জীবন যাহাতে স্বাধীন হয় তাহার দুই এক কথা না বলেন এমত নহে। আবার সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শূদ্রত্বের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসেন। বলি সনাতন ধর্ম্ম কি দাসত্ব ধর্ম্ম? সনাতন ধর্ম্ম বেদ প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কেহ কাহারও দাস নহে, কেহ কাহারো কাছে হীন নহে সনাতন ধর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলে ঋষিবাক্য ক্রত-প্রত্যয়ী হইলে ধর্ম্ম জীবনের স্বাধীনত্ব অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু সেই ঋষি রঘুনন্দন নহে, সেই ঋষি গাগাভট্ট নহে, সেই ঋষি আধুনিক মন্বাদির স্মৃতি-প্রণেতৃগণ নহে। (গ)

(খ) শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় ভুলিয়া যাইতেছেন রোম মহানগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। এই সামাজিক সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থকে সর্ব্বাগ্রে দ্বিজ হইতে দেও, তাহার পর ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সম্পাদক।

(গ) লেখক মহাশয় প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য, আমরা-

আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভার গ্রাহক সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইতেছে না, উপনয়ন গ্রহীত মন্থর হইয়া আসিতেছে, বামাপদ পালের স্থান কেহ পূরণ করে নাই। অলসতা, জড়তা কায়স্থ সভাকে আক্রমণ করিতেছে, সামাজিক মুক্তার্থীর পক্ষে এই সমস্ত কুলক্ষণ। "শান্তি, শান্তি, শান্তি, চুপে চুপে লুপ্তাধিকার গুলি ফিরাইয়া লইব ইহাও কি হয়। বর্ণভেদ পূর্ব্ব বিরাটের কায়স্থিত কায়স্থজাতির কোন বিষয়ে অনধিকার নাই। বেদে সমাজ ও পাঠক বিবেচনা করিবেন। শূদ্রত্ব আমরা সর্ব্বদাই ঘৃণা করি। আমরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যথাসাধ্য স্বাধীনভাবে প্রতিভা পরিচালন করিতেছি। একবারে লম্ফ দিয়া গাছের আগায় উঠা যায় না। শাস্ত্রও বলিয়াছেন :—

শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ ধর্ম্ম চ, কর্ম্ম চ, এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

সম্পাদক।

সম্পূর্ণ যজ্ঞে সম্পূর্ণ অধিকার, দেবার্চ্চনা ব্রত প্রতিষ্ঠায় দৈনন্দিন নিত্য কর্ম্মে প্রত্যেক কায়স্থের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এই সময় লুপ্তাধিকার যুদ্ধ করিয়া সমাজে পুনঃ প্রচলিত করিতে হইবে।

জার্ম্মাণ কবি গেটে বলিয়াছেন—যাহা তুমি উত্তরাধিকারীসত্ত্বে পাও নাই তাহা লাভ করিতে হইলে চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা

পুনর্জ্জন্ম।

(গল্প)

১। পার্ব্বতীপুর গ্রামে আজ বিমল আনন্দোৎসবের স্রোত বহিতেছে। চারিদিকের হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারে এই ক্ষুদ্র গ্রাম খানি মুখরিত। একদিকে নিমন্ত্রিত ভদ্র মণ্ডলী আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া জমিদার শশাঙ্ক শেখর মিত্রের বৈঠকখানা আলোকিত করিতেছেন। অপরদিকে দরিদ্র ভিক্ষুক গণ দলে দলে আসিয়া আকণ্ঠ পূর্ণ মিষ্টান্ন ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া "রাজা বাবুর জয় হউক, খোকা বাবুর জয় হউক" বলিয়া জয়োৎকীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে এদৃশ্য বড়ই সুন্দর বড়ই মধুর। পাঠক পাঠিকাগণের কৌতুহল হইতে পারে যে রাজা বাবুই বা কে? আর খোকাবাবুই বা কে? উৎসবব্যাপারই বা কিসের?

২। ভিখারী দল যাঁহাকে রাজাবাবু উদ্দেশ্য করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে ইঁনি প্রকৃত রাজা ন'ন; ইঁনি পার্ব্বতীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর মিত্র। খোকাবাবু ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; প্রকৃত নাম সুখেন্দুরঞ্জন মিত্র এই উৎসব ব্যাপারটি সুখেন্দুরঞ্জনের বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার

আনন্দ সম্মিলন। উৎসব সর্ব্বাঙ্গ শোভনের উপযুক্ত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া যথোপযুক্ত বিদায়ান্তে আশিস্ বর্ষণে রত হইলেন। চতুঃপার্শ্বস্থ ও স্বগ্রামের কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন। বৈশ্য সম্প্রদায় আহার করিলে শূদ্রগণ আহার করিয়া বহুতর সুখ্যাতি করিতে লাগিল, এই উৎসবে ইতর ভদ্র সকলেই আহারে পরিতোষ লাভ করিল। গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে দীন ভিখারীগণ একটি করিয়া রজত মুদ্রা পাইয়া মহানন্দে নিজ জীর্ণ কুটীরে প্রত্যাগমন করিল।

৩। সন্ধ্যার পর এক সভার অধিবেশন হইল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই স্ব স্ব পদোচিত আসন পরিগ্রহ করিলেন। সভার উদ্দেশ্য সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে মীমাংসা। শুভেন্দু ও শ্রীযুক্ত শ্রীপতি স্মৃতিচূড়ামণি মহাশয়ের পুত্র শ্রীপতিচরণ ভট্টাচার্য্য উভয়েই সমপাঠী ও সহপাঠী। বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিদেশীয় জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত ইংলণ্ড গমন সঙ্কল্প করত এই মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় শিক্ষা ও জ্ঞানান্বেষণের জন্য সমুদ্র যাত্রা যে শাস্ত্র সম্মত ও আর্য্যগণের কর্ত্তব্য তাহা সভাসদগণের নিকট সুন্দর রূপে বর্ণনা করেন। অতঃপর শিক্ষিত তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী বহু শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সকলেই একবাক্যে ইহা সমর্থন করেন। সিদ্ধান্তের পর সমুদ্রযাত্রা সমর্থিত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। (ক)

৪। বিদেশীয় ভূষণে ভূষিত শ্রীপতি ও শুভেন্দু বিদেশীয় ভাষা বিজ্ঞান লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া য়ুরোপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তটভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পোত ভাসমান পক্ষের ন্যায় বিশাল সমুদ্র বক্ষে চলিতে লাগিল। এই সময় কখনও বা তাঁহারা অনন্ত-সুনীল সমুদ্রবক্ষে নীলাম্বু রাশি-মধ্যগত মরীচিমালীর কিরণ জাল সুশোভিত ফেণাকুলিত তরঙ্গমালা দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন, কখনও বা অন্ধকারময়ী শর্ব্বরী সমাগমে তারকারাজিলুপ্ত জলদ জালাক্রান্ত ব্যোমমণ্ডলে ঘনঘটার ঘোর ঘর্ঘর ঘোষের সহিত চপলা চকিত আলো দেখিয়া বাঙ্গালী যুবকের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

৫। বন্ধুদ্বয় লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া হোয়াইট্ চ্যাপেল নামক স্থানে নিজেদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিবাসী মিঃ রেনালড্স্ ও মিঃ টম্সন্ সাহেবের সহিত প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইংলণ্ডে

(ক) মাধ্য পুরী - শেখরেশ্বরের প্রবন্ধ কালীঘাটের ব্রাহ্মণ সভা সমুদ্র পার ইংলণ্ডাদি-বিদেশ গমন অন্যায় ধার্য্য করিয়াছেন, কোন শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা এই মীমাংসা করিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। প্রাচীনকালে সুদূর আমেরিকা দেশে অৰ্জ্জুন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সভার মীমাংসা ও ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত গণকে সমাজচ্যুত করা নিষেধ করিয়াছেন। সম্পাদক

প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালী খুব কমই ছিল। আমাদের এই প্রবাসী বন্ধুদ্বয় ইংলণ্ডে গিয়া দুই জন অমায়িক সুহৃদ পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীপতি শর্ম্মা ভূবিদ্যায় এবং সুখেন্দু মিত্র রসায়ন বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইলেন।

৬। গ্রীষ্মকালে উঁহাদের সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীপতি ড্রইং রুমে বসিয়া একখানা নভেল পাঠ করিতেছেন। সুখেন্দু তখন স্নানঘরে স্নান করিতেছিলেন, মিঃ টমসন আসিয়া শ্রীপতির পশ্চাতে দাঁড়াইলেন, শ্রীপতি একাগ্রমনে পাঠ করিতেছিলেন টমসন্ সাহেবকে দেখিতে পান নাই। মিঃ টমসন্ পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন "ওফেলিয়া স্বার্থপর নহে।" শ্রীপতি চমকিয়া পিছনে চাহিলেন, দেখিলেন মিঃ টমসন্। শ্রীপতি যে নভেল পাঠ করিতেছিলেন তাহারই একজন নায়িকার নাম ওফেলিয়া এবং তিনি যে স্থান পাঠ করিতেছিলেন মিঃ টমসন্ তাহা উদ্দেশ করিয়াই পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। শ্রীপতি মিঃ টমসন্কে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিতে দিলেন। এমন সময় সুখেন্দু পোষাক পরিধান জন্য সেই কক্ষে আসিলেন। মিঃ টমসন্ বলিলেন "সুখেন্দু বাবু! আপনি ২ টার সময় রয়েল বেঙ্গল উদ্যানে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়াছিলেন, কই এখনও পর্য্যন্ত আপনার আহার হয় নাই।" সুখেন্দু বলিলেন "মিঃ জেফির্স সাহেবের বাড়ী হইতে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি শীঘ্রই আহার করিয়া আসিতেছি।"

৭। সুখেন্দু ও মিঃ টমসন্ উভয়ে উদ্যান ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া উভয়েই বৃক্ষ বাটিকায় বসিয়া নানা প্রকারের আলাপ করিতেছেন। মিঃ টমসন্ বলিলেন "সুখেন্দু বাবু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

সুখেন্দু। "এ কথা বলুন না।"

টমসন্। "আমি শুনিয়াছি ভারতবর্ষীয় হিন্দু আর্য্য বংশের গলদেশে এক প্রকার পবিত্র সূত্র থাকে তাহা কি সত্য?"

সুখেন্দু। হাঁ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা উপবীত ধারণ করেন।" এই কথাটা বলিবার সময় সুখেন্দুর মনের মধ্যে একটি প্রশ্নের উদয় হইল। মন বলিল "তবে তুমি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু?" সাহেবের মনেও বোধ হয় তাহাই বলিল, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন "আমি শুনিয়াছি হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির গলদেশে উপবীত থাকে।"

সু। এখন বাঙ্গলায় কেবল ব্রাহ্মণেরাই উপবীত আছে অন্য জাতির নাই।

ট। কেন ইহার কারণ?

সু। আমি এ বিষয় মীমাংসা করিতে পারিব না। তবে যতদূর জানি; বৌদ্ধ প্রভাবের সময় উঁহাদিগের ভয়ে বাঙ্গলার লোকে উপবীত ত্যাগ করেন এবং মুসলমানদিগের অত্যাচারেও অনেকে উপবীত ত্যাগে বাধ্য হয়। মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিয়া পৌরোহিত্য আরম্ভ করেন।

৮। অদ্য আপনার পোষাক পরিধানের সময় উপবীত না দেখিয়াই এই প্রশ্ন

কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আপনি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত?

সু। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

ট। এখন আর আপনাদের বৌদ্ধ ভয়ও নাই মুসলমান অত্যাচারও নাই; আপনারা পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন না কেন?

সু। হাঁ আমাদের মধ্যে অনেক সভা-সম্মতি করিয়া পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু আমরা ওসব উৎপাতের মধ্যে যাই নাই।

ট। সুধেন্দু বাবু! আজ আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। এই বিষয় আপনাকে কয়েকটী কথা বলিব, অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখিবেন। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূর ইংলণ্ডে আসিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন কেন? নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি লাভের জন্য ব্যগ্র। আজ যদি গবর্ণমেণ্ট আপনাকে একটী পদক দেন আপনি সেই পদক গৌরবের সহিত বক্ষে ধারণ করিবেন। যাঁহারা সেই পদক পান নাই তাঁহাদিগকে উহা দেখাইয়া কত গৌরব অনুভব করিবেন। সেই পদক ধারণ করিতে আপনি কিছুমাত্র উৎপাত বোধ করেন না; আর উপবীত আপনার জাতীয় পদক। উহা দ্বারা আপনি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। ইহা আপনার উৎপাত স্বরূপ একথা আপনি কিরূপে অসঙ্কুচিত ভাবে বলিয়া ফেলিলেন। আপনার গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পদক যদি কোন প্রকারে চক্ষ্বান্তরিত হয়; তবে আপনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার বোধ হয় আপনার জাতীয় পদক উদ্ধারের কথা আপনি একদিনও ভাবেন নাই। যে জাতি নিজের জাতীয় দ্রব্য অনাদর করে, সে জাতি জগতে কিরূপে উচ্চস্থান লাভের যোগ্য? শ্রীপতি বাবু! আপনাকেও কয়েকটী কথা বলিব। আপনারা ব্রাহ্মণ, পুরোহিত শ্রেণী আপনাদের এ বিষয় দেখা কর্ত্তব্য। যাহাতে হিন্দু আর্য্য জাতি সকল উপবীত সূত্র দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া আপনাদেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

৮। সুধেন্দু ও শ্রীপতি মিঃ টম্সন্ সাহেবের এই সকল যথার্থ উক্তি শুনিয়া মনে মনে সাহেবের যথার্থবাদিতার প্রশংসা করিলেন এবং সাহেবের সহিত বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইল।

৯। নবেম্বর মাসে শ্রীপতি ও সুধেন্দু শর্ম্মা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গৃহীত হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীপতি সুধেন্দু উদ্যোগে কায়স্থ জাতির উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে এক সভার অধিবেশন হইল। নানা দিক্ হইতে বহু পণ্ডিত সমাগত হইলেন। বহু আলোচনার পর সকলেই কায়স্থের উপবীত সংস্কার সম্বন্ধে স্বীকার করিলেন। মাঘ মাসের এক শুভদিনে পার্ব্বতীপুর এবং অন্যান্য গ্রামের ও জমিদার বাটীর সকল কায়স্থই

উপবীত সূত্র দ্বারা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বগীয় প্রভাব প্রকাশক পুনর্জন্ম লাভ করতঃ পরস্পরকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। ওঁ শান্তিঃ।। (খ)

শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা।

জ্ঞান-ভক্তির মিলন।

জ্ঞান বলে "আমি" ভিন্ন আর কিছু নাই, (জগৎ ভ্রমের ছায়া)
ভক্তি বলে-দ্বৈত জালে জড়িত সদাই। (বল যাবেন কোথা)
জ্ঞানবলে ঐশীশক্তি চিদানন্দ ময়, (ভ্রমের কথা নহে)
ভক্তিবলে স্থূল তত্ত্ব ব্রহ্ম ছাড়া নয়। (ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে)
জ্ঞান বলে ব্রহ্ম নিত্য চিন্ময় স্বরূপ, (যিনি নির্ব্বিকল্প)
ভক্তি বলে রূপে রূপে হন একরূপ। (যে জন দেখে চেয়ে)
জ্ঞান বলে অইরূপ একা দ্বৈত ময়, (কিছু থাকে নাত)
ভক্তি বলে বাহ্য দৃষ্টে বহু রূপ হয়। (বিশ্ব চিত্র দেখে)
জ্ঞান বলে বহির্ভাব ভাবের তরঙ্গ, (আশা মেটে নাত)
ভক্তি বলে শুনি তবে "স্বরূপ" প্রসঙ্গ। (সে যে প্রাণের কথা)
জ্ঞান বলে স্ব—স্বয়ং সৎচিৎ আনন্দ, (এত সত্য কথা)
ভক্তিবলে সীমাভাবে তাতে কি হয় সঙ্গ! (এবে বিষম ধাঁ ধাঁ)
জ্ঞানবলে নিত্যরূপে নাহিতার সীমা, (খণ্ড করে কেবা)
ভক্তি বলে দেখ কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ * ভঙ্গিমা। (শিখি পুচ্ছ মাথে)

(খ) যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ বঙ্গে এই ক্ষণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন তাঁহারা মনে রাখিবেন যে ইহা তাঁহাদের পুনর্জন্ম। তাঁহারা শূদ্রাচারী হইয়া তাঁহাদের দ্বিজত্ব হারাইয়াছিলেন। দ্বিজত্ব শব্দের অর্থ আধ্যাত্মিক জন্ম। শাস্ত্রও বলিয়াছেন জন্মমাত্র সকলেই শূদ্র, উপনয়ন দ্বারা দ্বিজত্ব হয়। শূদ্রাচারী কায়স্থগণ এই সত্য ঘটনামূলক ঘটনাটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ (শ্রবণমনননিদিধ্যাসন) করিবেন, এবং যদি কোনও কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার পুনঃ গ্রহণে কোন প্রকার আপত্তি থাকে তবে তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করিবেন। সম্পাদক

* ভক্তি বলিতেছেন—গোলোক ছাড়িয়া মথুরায় আবির্ভাব, মথুরা ছাড়িয়া গোকুলে বাল্যভাব—গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গোপী ভাব—শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটি ভাবে ত্রিভঙ্গ। যাহারা বৃন্দাবনের গোপিভাব বুঝিতে অসমর্থ তাঁহারাই শ্রীভগবানকে নিন্দা করেন। সং

জ্ঞান বলে জ্ঞানে কৃষ্ণ দেহ ধারী নয়, (বাক্যম বিবেক বাণী)
ভক্তি বলে দেখ চেয়ে মন্দের মন্দর। (শুন ঐ বাঁশের বাঁশি)
জ্ঞান বলে যোগে বাহু ছাঁটিতে হইবে, (কি আকার হবে)
ভক্তি বলে বৃন্দাবন শূন্য কি রহিবে? (চিন্তা কর এ মনে)
জ্ঞান বলে যুগে যুগে যুগে হয় ক্ষয়, (সদা ঘুরে মরে)
ভক্তি বলে বৃন্দাবন উভয়েতেই রয়। (ঐকা সবাই জানে)
জ্ঞান বলে কোটী বিশ্ব বিন্দুতুল্য হয়, (বালুকণা সম)
ভক্তি বলে বিন্দু থাকে সিন্ধুতে নিশ্চয়। (ডাকা থাকে মাত্র)
জ্ঞান বলে ব্রহ্মশক্তি অখণ্ড অব্যয়, (অনন্তের অন্ত কোথা)
ভক্তি বলে যুগে যুগে খণ্ড হ'তে হয়। (জীবের দশা দেখে)
জ্ঞান বলে বিশ্ব চিত্র আশাহতপুর, (আশা মরে মাত্র)
ভক্তি বলে লীলা তাঁর ভাবের অঙ্কুর। (দেখে বস্তু সবে)
জ্ঞান বলে তথা বস্তু যুগে নাহি পায়, (কেবল ভেবে মরে)
ভক্তি বলে শাস্ত্র সাধু ধ্যানের উপায়। (যাহারা বস্তু সে যে)
জ্ঞান বলে শীমন্তাবে থাকেনাত পারি (কত ভাবে পড়ে)
ভক্তি বলে যুক্তি জালে বদ্ধ কর জ্ঞান! (মায়া পথে চলে)
জ্ঞান বলে অসীমেতে সসীম সমান্ত, (ক্ষুদ্র শক্তি পেয়ে)
ভক্তি বলে খণ্ডরূপে অনেকেই যায়! (বড় মরমী)
জ্ঞান বলে মহা শক্তি নিত্য নিরাকার, (গুণাতীত বিধি)
ভক্তি বলে দেহাধারে তিনিই সাকার। (কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ)
জ্ঞান বলে মহা স্রোত সাধনাতে বাঁধে (উঠে উঠে দেখে)
ভক্তি বলে ব্রহ্ম বাঁধে পঞ্চভূতের ফাঁদে। (জ্ঞানের এইত দশা)
জ্ঞান বলে অধিবাসে দেহাতীত তিনি, (ক্ষুদ্র হবেন কেন)
ভক্তি বলে দেহাধারে তাঁতেও সে বিধি। (প্রমাণ দেব-দেবী)
জ্ঞান বলে ঘটের মাঝে আকাশের ভাব, (নিরাকার রূপে)
ভক্তি বলে ঘটমাত্র স্বভাবে অভাব। (শূন্য ও পঞ্চভূতে)
জ্ঞান বলে বিশ্বভাব এবে লীলা খেলা, (ভাবলে থাকে মাত্র)
ভক্তি বলে তবে কেন সংসারে খেলা। (প্রেমের পথ পেয়ে)
জ্ঞান বলে জ্ঞানে প্রেম আমার পরশে, (বৈকুণ্ঠ ভেবে)
ভক্তি বলে দেখি কথা থাকে কি নীরবে। (তর্ক বিচার করে)
জ্ঞান বলে প্রেম অঙ্গ ব্রহ্মযোগে হয়, (প্রেমের আলিঙ্গনে)

ভক্তি বলে তত্তোধিক কৃষ্ণ প্রেম ময় ? (প্রাণ যে উদাস করে,)
জ্ঞান বলে পূর্ণ শক্তি চৈতন্যেই ঘটে, (কেহ বুঝে নাত)
ভক্তি বলে ভক্ত ধাতু আমাতেই বটে। (বৃথা দ্বন্দ্ব করা)
জ্ঞান বলে প্রেমরস বল কে জানায়, (ভেবে দেখ দেখি)
ভক্তি বলে আস্বাদন জ্ঞানেই বুঝায়। (কথা মিথ্যা নহে)
জ্ঞান বলে জ্যোতির্ম্ময় জীবন্ত সাধন, (মুক্তি পায় যাতে)
ভক্তি বলে কোথা তার পায় দরশন, (চিন্তা হয় বড়)
জ্ঞান বলে চিদাকাশে জ্যোতির প্রকাশ, (দিবা চখে দেখে)
ভক্তি বলে শক্তি নাই বড়ই নিরাশ। (আশা পাইনে মনে)
জ্ঞান বলে দেখ চেয়ে ঘোর অন্ধকারে, (জ্বলবে গ্যাসের মত)
ভক্তি বলে হায় ! হায় ! একি নিরাকারে। (তুলনা নাই ত একে)
জ্ঞান বলে ভক্তি বিনা হৃদয় আঁধার, (শুষ্কভাবে পড়ে)
ভক্তি বলে জ্ঞান বিনে শ্মশান সংসার। (শান্তি যায় যে চলে)
প্রেম আসি করিলেন বিরোধ ভঞ্জন, (প্রীতি রুচি লয়ে)
জ্ঞানেতে ভক্তিতে হলো মধুর মিলন। (ভ্রান্তি ঘুচে গেল)।

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস
কাঞ্চনতলা।

রামকুমার দাষ।

আমরা যদি আমাদের গুরুজনের সদুপদেশ অবহেলা না করিয়া এবং স্বীয় স্বীয় জীবন আপন আপন দোষে বা সঙ্গদোষে কলুষিত না করিয়া, প্রত্যেকেই যদি মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া অদম্য উৎসাহে আপন আপন অভিষ্টানুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, আমাদের উদ্দেশ্য বস্তু লাভ করিতে পারি। ফলতঃ আমরা ভগবানকে যে ভাবে ডাকি, তিনিও সেইভাবে আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন ; এ সম্বন্ধে প্রতিভার প্রিয় পাঠককে আজ আমি একজন ভগবদ্ভক্ত কায়স্থ সন্তানের কথা বলিতেছি, ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত গোপিনাথপুর নিবাসী ৺রামকুমার দাষ। ইনি আমার মাতা ঠাকুরাণীর খুল্লতাত ছিলেন। তিনি বাল্যকালে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তাঁহাদের

সামান্য আটপাখি মাত্র জমি ছিল। তাহাতে তাঁহাদের পরিবার বর্গের অতি কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত হইত। তিনি সেই ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিয়া সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াও ভগবৎকৃপায় উচ্চ সম্মান লাভ করিয়া এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপন অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শৈশব হইতেই রামকুমারের প্রকৃতি বড়ই শান্ত ও ধীর ছিল। তিনি সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু ও সৎসঙ্গশীল ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও অসৎ সংসর্গে মিশেন নাই। ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং তাঁহার সে ভক্তির মধ্যে একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইত। সেই গুণেই বোধহয় ভগবানের কৃপালাভ করিয়া তাঁহার চির আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন।

রামকুমার বাল্যকালে কখনও কাহারও বাড়ীতে দুর্গোৎসব পূজার ধূম ধাম কি আরতি দর্শন করিতে, কিংবা বালস্বভাব সুলভ আনন্দ লইয়া পূজার জীব বলি দেখিতে যাইতেন না। সে জন্য তাঁহার মাতা ও বন্ধু বান্ধবগণের অনুযোগে তিনি উত্তর দিতেন "পরের বাড়ী পূজা দেখিয়া কি হইবে, যদি মায়ের দয়া থাকে তবে নিজের বাড়ী বসিয়াই পূজা দেখিব।" সে কথায় তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ হাসা করিতেন। তখন যেন কি মনে করিয়া ভগবানের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রেমাশ্রুধারা পতিত হইত। তিনি সর্ব্বদা আপন বিবেকানুমোদিত কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন। রামকুমার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন স্কুলের শিক্ষকতা করেন এবং পরে মোক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া, আসাম প্রদেশে মোক্তারী করিয়া সুযশ অর্জ্জন করেন। তৎপর তিনি বগড়ীবাড়ী রাজষ্টেটের দেওয়ান হন। তাঁহার এই দেওয়ানী কর্ম্ম লওয়ার সময়ে উক্তষ্টেটের কিছু ঋণ ছিল। তিনি সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া সেইঋণ পরিশোধ করিয়া ষ্টেটের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রামকুমারের এই দেওয়ানী কার্য্য যে অতীব দায়িত্ব পূর্ণ ছিল তাহা তিনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তাঁহারা নিকট জমিদার আশা করিতেন ষ্টেটের উন্নতি হয়, প্রজারা আশা করিতেন যাহাতে তাঁহারা পূর্ণ সুখ শান্তিতে থাকিতে পারেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ আশা করিতেন যাহাতে তাহারা সতত সুখ সুবিধা লাভ করেন; রামকুমার প্রত্যেকেরই যথাযথ অভিলাষ পূর্ণ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি নিরভিমান রাগ দ্বেষ ও অহঙ্কার শূন্য ছিলেন। তাঁহার উদারবুদ্ধি, সুমধুর চরিত্র, বিনয় নম্র স্বভাব, সৌজন্য ব্যবহারে সকলেই বিশেষ প্রীত হইতেন। এই সময় তিনি কিছুকাল গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত থাকিয়া কয়েদীগণের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের কষ্ট অনেকটা মোচন করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

রামকুমার দেওয়ানী কার্য্য করা সময়ে একটী কাষ্ঠের ব্যবসায় করিয়াও লাভবান হইয়াছিলেন। এইরূপে স্বাধীনভাবে ও পরাধীনতায় বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়া তিনি অনেক

জোত জমা এবং জমিদারী সম্পত্তিও খরিদ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সম্পত্তির আয় প্রায় এক সহস্র টাকা হয়।

ভগবানের প্রতি রামকুমারের যেরূপ অচল অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, মাও তাঁহার প্রতি সেইরূপ কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন। মায়ের কৃপায় রামকুমার তাঁহার জীবনে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর দোল দুর্গোৎসব পূজাদি করিয়া গিয়াছেন। তিনি পূজায় বলিদিতেন না। তিনি পুরোহিতকে প্রতি বৎসর বহু টাকা দান করিতেন। এই সময়ে তিনি বহুদীন দুঃখী কাঙ্গালকে ভোজন করাইয়া ও বিদায়ী দিয়া সন্তোষ করিতেন।* বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার পরলোক গমনের পরে সেই পূজাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপ ব্রহ্মময়ীর মঙ্গলময় মূর্ত্তিতে আলোকিত হয় না, পুষ্প চন্দন ও ধূপ ধূনার গন্ধেও তাঁহাদের গৃহ আমোদিত হয় না। অধুনা মাতুল মহাশয়দের গ্রামোফনের সুমধুর গীতবাদ্যে ঐ স্থান পূর্ণ করিতেছে।

আজ মাতুল মহাশয়রা তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনে রামকুমারের আনন্দময়ী মায়ের অর্চ্চনা ভুলিয়া গিয়াছেন। তবে এ দোষ কেবল তাঁহাদের দিলেও চলিবেনা। আজকাল অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত বিগ্রহ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় কায়স্থদের ধর্ম্ম কার্য্য আহ্নিক পূজা ত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মণদের উপবীত আছে বলিয়া অনেকেই সন্ধ্যা পূজাদি এখনও করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের উপবীত হীনতায় ঈশ্বরারাধনা আর কায়স্থের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কায়স্থ স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলে, অর্থাৎ প্রত্যেক কায়স্থই যদি উপবীত গ্রহণ করিয়া আচারী হইতেন তাহা হইলে আমাদের জাতীয় অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার হইত।

আমরা প্রত্যেকেই যদি রামকুমারের ন্যায়, আত্মোন্নতির বলবতী ইচ্ছা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতাম তাহা হইলে সকলে শীঘ্রই ভগবানের কৃপায় স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া আচারী হইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে হওয়া কঠিন। যে আলস্য মানব জীবনের মহাপাপ এবং সর্ব্বদুঃখ ও অবনতির কারণ, সেই আলস্য এবং তৎসঙ্গে আমাদের নানারূপ বিলাসিতাও জুটিয়াছে। এমত অবস্থায় কি আমাদের উন্নতি সহজে আশা করা যায়?

বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজের অবস্থায় সকলেরই প্রাণপনে সমাজের উন্নতি কল্পে ও নিজ নিজ মঙ্গলার্থে উপবীত গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলতঃ যতদিন আমাদের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য এক না হইতেছে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। আমরা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম তজ্জন্য পাঠক, ক্ষমা করিবেন। যাহা বলিতে ছিলাম, রামকুমার মায়ের কৃপায় অর্থশালী হইয়া তাঁহার সাধ্যানুসারে নানাভাবে সদ্ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকে অর্থ সাহায্য করিতেন। কোনও দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি নিজগ্রামে তাঁহার নিজ এলাকায় একটী মাইনর স্কুল স্থাপিত

করেন। তৎকালে তিনি বিদেশীয় শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নিজ বাটীতে রাখিয়া আহার দিতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার পরলোক গমনের দুইবৎসর পরই, মাতুল মহাশয়দের চেষ্টা না থাকায়, সেইস্কুলটী উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে স্থানে গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইয়া একটী নিম্ন প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত করিলেও ছোট বালকগণের শিক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না।

রামকুমার বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুইটী পুত্রের বিবাহে এক কপর্দ্দক ও না লইয়া নিজেই ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ধুম ধাম করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।

রামকুমারের দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার বিবাহের এগার মাস পর পরলোকে গমন করেন। তাঁহার এইরূপ অকাল মৃত্যুতে রামকুমার বড়ই মর্ম্মবেদনা পান। এবং সেই পুত্র শোকে অধীর হইয়া উক্ত রাজষ্টেটের দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী আসেন কিন্তু বাড়ী আসিয়া ও তিনি হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যে হেতু গৃহে আসা মাত্রই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সরোজিনী তাঁহার পদদেশে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করেন। হায় এ সংসারের ঐরূপ কত সরোজিনী আছেন, যাহারা স্বামী বিহনে কেবল মরণ প্রতীক্ষা করিয়া দুঃখজীবন যাপন করিতেছেন। সরোজিনীকে ঐরূপ পতি শোকে সর্ব্বদা কাতরা দেখিয়া রামকুমারের পুত্রশোক দ্বিগুণ বৃদ্ধিপায়। তিনি তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন। তৎপর ভালরূপ চিকিৎসায় ও সকলের সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেশ সুস্থই ছিলেন।

বাল্যকাল অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত রামকুমারের স্বাস্থ্য বেশ ভালছিল। তাহার কারণ আজকালকার মত তিনি বেলা ৭টা, ৮টার সময়ে শয্যা ত্যাগ করিতেন না। রামকুমার প্রতিদিন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিতেন। এবং কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম ও করিতেন। তিনি প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ে স্নান ও আহার করিতেন। এবং আহারের পর দিনের বেলায় ঘুমাইতেন না তিনি অধিকাংশ সময় নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন এবং নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতেন।

রামকুমারে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। এবং সেইজ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি বলেন সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন না, এবং তজ্জন্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে ও তিনি নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহার কথা না শুনিয়া তাঁহাকে ভালরূপ চিকিৎসা করান হয় চিকিৎসকেরা প্রথমেই তাঁহার জ্বরের প্রকৃতি অতি মন্দ বলিয়া স্থির করিয়া তদনুযায়ী চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল পান না। ক্রমে তাঁহার আসন্নকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলকেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিতে বলায়, সকলেই যাইয়া তাঁহার নিকট বসেন। তৎকালে তিনি সকলের সহিতই নানারূপ

কথাবার্ত্তা বলিয়া পরপারে যাওয়ার জন্য বিদায় প্রার্থনা করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "কখন ও সঙ্গদোষে বা নিজ ইচ্ছাকৃত দোষে জীবনকে কলুষিত না করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে জীবন যাপন করিও কখনও স্বার্থপর হইও না। সংসার চক্রের ঘাত প্রতিঘাতে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও, অধৈর্য্য হইয়া, কখনও হতাশ হইয়া পড়িও না তখন মঙ্গলময় শ্রীভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া বলিও, হে ভগবন্ সাহস দাও শক্তি দাও এবং এ বিপদ রক্ষা কর তাহা হইলে সহস্র প্রতিবন্ধক বা বিপদ উপস্থিত হইলেও, তাঁহার কৃপায় অনায়াসে তাহা অতিক্রম করিয়া সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিবে। আর বলিবার আমার সময় নাই, এক্ষণে তোমাদিগকে রাখিয়া আমি যে এ সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি এই আমার সুখ। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সকলেই ভগবানের প্রতি মতি রাখিয়া দীর্ঘজীবি হও।" অতঃপর তিনি ভগবানের নাম জপ করিতে, করিতে, বিগত ১৩১৬ সনের মাঘ মাসে ৭২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র।

ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতি

কায়স্থজাতির পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বার্দ্ধক্য ও পীড়াহেতু শরীর অপটু হওয়ায় পূর্ব্ববৎ ফরিদপুরের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কায়স্থধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য সংস্কারকার্য্য ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। সমাজের অবস্থা বর্ত্তমানে নিস্তব্ধ এবং শিথিলভাব ধারণ করিয়াছে। অনুৎসাহ কায়স্থজাতিকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। অচিরে এ অবস্থার তিরোধান না ঘটিলে, যাঁহারা সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও সংস্কারের গৌরব রক্ষা করিতে না পারিলে জাতির মুখ ম্লান হইবে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা কায়স্থ মাত্রেরই কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই। যদি অবিলম্বে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কায়স্থ সমাজ পুনর্ব্বার সজীবতা লাভ করিতে পারিবে এমত আশা করা যায় এই প্রচার কার্য্য সম্পাদন জন্য একজন বেতনভোগী উপযুক্ত প্রচারক নিয়োগের নিতান্ত আবশ্যক। নিয়োজিত প্রচারক বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার করতঃ তাঁহাদিগের চিরন্তন কুসংস্কার বিদূরিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিবেন প্রচারক রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন ইহা সহজেই অনুমেয় সত্বর প্রচারক না রাখিলে অধঃপতন

অনিবার্য্য ইহা উপলব্ধি করিয়া স্বজাতি হিতাকাঙ্খী মহাত্মাগণ যদি এ বিষয় সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন, তবে প্রচারক রাখিয়া সমাজ সেবাদ্বারা সমাজের আবর্জ্জনা দূর করা যাইতে পারে। ভরসা করি আমাদের এই উদ্দেশ্যের সহিত কেহই বিভিন্ন মত হইতে পারিবেন না ফরিদপুরবাসী কায়স্থ মাত্রেই এ বিষয় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট অথবা ফরিদপুর "আর্য্য-কায়স্থ সমিতির" সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। "আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভায়" সাহায্যদাতৃগণের দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে। সমাজের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, তাঁহারা মুক্তহস্ত হউন। ভগবানের আশীর্ব্বাদ শীঘ্র বর্ষিত হইবে। অন্ততঃ তিনশত টাকা সংগ্রহ না হইলে কার্য্যারম্ভ অসম্ভব। ইতি

বিনীত নিবেদক শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, সম্পাদক
ফরিদপুর "কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক সমিতি"
১৮ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

সমালোচনা।

১। কায়স্থ পত্রিকা পৌষ ১৩২২।

শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "সম্পাদক মহাশয়ের সুবিচার শীর্ষক" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। স্থান ও সময়াভাবে পৌষ কিংবা মাঘ প্রতিভায় আলোচনা করিতে পারি নাই। তজ্জন্য বন্ধুবর লেখক মহাশয় এবং পাঠক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। বিগত শ্রাবণ মাসের প্রতিভায় সুবিদ্বান ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "বিমাতা" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে আমরা একটী টীকা করিয়াছিলাম যে পুত্র বর্ত্তমানে বিপত্নীক ব্রাহ্মণেতর পুনরায় দার পরিগ্রহ করা অন্যায় হইয়াছে। এই টীকাটী আমাদের মধ্যে মত ভেদের মূল কারণ।

তদনন্তর ঘোষ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের "টীকা টিপ্পনী শীর্ষক" দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠান। আমরা উহার সারকথাগুলি সংগ্রহ করিয়া ভাদ্র আশ্বিন মাসের যুগ্ম সংখ্যায় বিবিধপ্রসঙ্গে সন্নিবিষ্ট করি, প্রতিভার ২৮২ পৃষ্ঠা তৃতীয় দফায় পাঠক এ বিষয় পাইবেন। ঘোষ মহাশয় মনোযোগের সহিত এই অনুশীলন পাঠ করিলে দেখিবেন যে তাঁহার সমস্ত সার কথাগুলি আমরা উহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সে যাহা হউক তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পৌষ মাসের কায়স্থ পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয়ের সুবিচার শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এক্ষণে মূল বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের

মধ্যে বারংবার বিবাহ করিবার একটা বলবতী ইচ্ছা দেখা যায়। সমাজের মঙ্গলার্থে ইহা সংযত করা আবশ্যক হইয়াছে। জগতের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন মহতী জাতিগুলি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না। ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে অনেক অবিবাহিত নরনারী আছেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য মহাসমরে ইংরাজ বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত লর্ড কিচেনার এখন ও অবিবাহিত ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট মাজিষ্টেট পুলিস সাহেব সকলেই অবিবাহিত। কিন্তু ঐ রূপ অবস্থাপন্ন একটা বাঙ্গালীও অবিবাহিত দেখা যায় না। আমাদের দেশে এরূপ একটি শিক্ষিত যুবক দেখা যায় না যিনি অল্প বয়সেই বিবাহ জালে জড়িত না হন। অবশ্য আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন :—

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্

কিন্তু পুত্র রাখিয়া পত্নীর বিয়োগ হইলেও আমাদের দেশে ২।১ মাস পরেই পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রকার বিবাহ করেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে হিন্দু দায়ভাগের ন্যায় একখানি উন্মুক্ত তরবারী আমাদের শিরোপরি দোদুল্যমান। অর্থাৎ প্রত্যেক পুত্রই বিষয়ের সমভাগী। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় পুত্র থাকিতে পুনর্বিবাহ অন্যায় এবং সমাজের অপকারী; যে বয়সেই পুনর্বিবাহ হউক না কেন বিমাতা গৃহে আসিলেই বিপদ। অতি প্রাচীন সময় হইতে দেখা যায় যে বিমাতা গৃহের বিষবৃক্ষ। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় বিষবৃক্ষ গ্রন্থে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে শিক্ষা দিয়াছেন। শুনা যায় উক্ত গ্রন্থের নগেন্দ্রনাথ দত্তের স্থান তিনি নিজেই অধিকার করেন। সংসারের সর্ব্বনাশ করাই যেন বিমাতার কার্য্য, শরৎ বাবু কি বিজয় বসন্তের আখ্যায়িকা ভুলিয়া গিয়াছেন। শরত বাবুর বিমাতা প্রবন্ধেও দেখা যাইতেছে যে ঐ বিমাতার (যদিও অসাধারণ ভাবে সুখদায়িনী) গর্ভজাত পুত্রগণ নীলমাধবের সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। রাধাবল্লভ যদি বিবাহ না করিতেন তবে সুখ শান্তি অবিচলিতভাবে নীলমাধবের সংসার প্রতিষ্ঠিত থাকিত।

দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে রাধাবল্লভের মনে কি নিম্নলিখিত চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই? আবার বিবাহ? ইন্দুমতীর (ক) ন্যায় স্ত্রী কি আর কখনও আমি পাইব? সেই যত্নে প্রতিষ্ঠিতা সোনার প্রতিমাকে হৃদয় মন্দির হইতে বিসর্জ্জন দিয়া আবার আর এক মূর্ত্তি কিজানি কিসের, আনিয়া সেই পবিত্র স্থানে বসাইব? আমি কি পিশাচ, আমি কি লম্পট, আমি কি পশু বৃত্তি পরায়ণ, ইন্দু যে আমার ধর্ম্ম পত্নী, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাহার সহিত আমার যে ইহলোক পরলোকে অচ্ছেদ্য অভেদ্য সম্বন্ধ। আমি সেই স্বর্গগতা দেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া, তাহার পবিত্র প্রণয়ের নিদর্শন জীবন সর্ব্বস্ব নীলমাধবকে পর করিয়া অন্য রমণীকে পত্নী

(ক) মূল প্রবন্ধে রাধাবল্লভের প্রথমা স্ত্রীর নাম নাই তাই আমরা তাঁহার ইন্দুমতী নামকরণ করিলাম। সঃ

বলিয়া গ্রহণ করিব? স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা হিন্দুর বিধবা মহিলা গণ মৃত পতির উদ্দেশ্যে, পরলোকে তাঁহার আত্মার সহিত মিলনোদ্দেশে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, পুত্র রাখিয়া যে সাধ্বী সাবিত্রী লোকে প্রস্থান করেন তাঁহার সহিত পরলোকে মিলনোদ্দেশে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য যে পুরুষ পালন না করেন তিনি কি মানুষ না পশু, আমি কেন পুনরায় বিবাহ করিব, নীল মাধবের দ্বারা আমার বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে—। আমি আর বিবাহ করিতে পারিবনা। আমার কি পাপের ভয় নাই, আমি কি ঈশ্বর পরলোক মানিনা আমি কি হিন্দু নহি ইত্যাদি। এইরূপ চিন্তা যে পুরুষের মনে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের পূর্ব্বে উদয় না হয় তিনি কামুক পশুবৃত্তি পরায়ণ।"

বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? বংশ রক্ষা। ইহার গৌণ উদ্দেশ্য কি? ভাল বাসা, সংসার সঙ্গিনী, পরামর্শ দাত্রী ইত্যাদি। বঙ্গদেশে বঙ্গ বাসিগণ মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ প্রায়ই দেখা যায়না, যদি চিরকালই সংসার জালে জড়িত হইয়া থাকিলাম তবে দেশের কার্য্য, পরোপকার, ত্যাগ ইত্যাদি কে করিবে? এই সকল কারণ বশতঃ পুত্র বিদ্যমানে পুনর্বিবাহ নিতান্ত অসঙ্গত মনে করি। হিন্দুর বিবাহ অনন্ত-কাল-ব্যাপী, সাময়িক বন্ধন নহে স্বামীর মৃত্যু অন্তে বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত নাই। তাঁহাকে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। পুরুষের পক্ষে উক্ত নিয়ম প্রবল হইবেনা কেন? শরৎ বাবু এই কথার কি উত্তর দিতে পারিয়াছেন? পরলোক বাসিনী পত্নীর আত্মা মৃত্যুর পর পারে স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলনের আসা করিয়া থাকেন। সেই স্বামী যদি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন তবে সেই স্বামীময়জীবিতার আত্মার কতদূর বিষাদের কারণ হয় পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন। পরলোকগতা পত্নীর আত্মা ইহলোকের সপত্নীর প্রতি অত্যাচার করার নিদর্শন মধ্যে মধ্যে আমারা দেখিতে পাই। এই সমস্ত কারণে পুত্র বর্ত্তমানে পুনর্ব্বার বিবাহ করা আমরা অসঙ্গত মনে করি ইতি।

সম্পাদক

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। পুস্তক বিতরণ।—চট্টগ্রাম অন্তর্গত চিকদইরগ্রাম নিবাসী শ্রীমৎলক্ষণ মজুমদার প্রণীত তদীয় উপাস্য তমাদিষ্ট "সধর্ম্মমালী পুস্তিকা এবং মহাচণ্ডী" নাম্নী পুস্তিকা উক্ত মহাত্মার আদেশনুযায়ী আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার গ্রাহক গণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। উভয় গ্রন্থই বঙ্গানুবাদ সহ প্রাঞ্জল সংস্কৃতে রচিত। পুস্তক দ্বয়ের সমালোচনা পূর্ব্বেই প্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আশাকরি গ্রাহকগণ কায়স্থ মহার্ষি শ্রীযুক্ত

লক্ষণ মজুমদারকে বিস্মরণ হন নাই। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ প্রত্যেক পুস্তক জন্য দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে। পুস্তকের সংখ্যা অধিক নাই, গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন।

২। কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা ফরিদপুরের অন্তর্গত গোলকুণ্ডী গ্রাম হইতে লিখিতেছেন—

বিগত ২৫শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিবসে কায়স্থ সমাজের পরমহিতৈষী দিনাজপুরাধিপ মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুর মহোদয় তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবন (৪৩ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে) যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়ন স্থলে পাইক পাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, পাঁচথুপীর গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ দেববর্ম্মা, এবং নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়গণ এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ প্রমুখ পণ্ডিত অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজের দীর্ঘজীবন এবং সমৃদ্ধি আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

৩। নারীর কার্য্য।—মেদিনীপুর অন্তর্গত কাঁথি হইতে প্রচারিত নীহার নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকা ১১ই মাঘ তারিখ হইতে উদ্ধৃত। নারী জাতি যে পর্য্যন্ত শিক্ষা ও স্বাধীনতা না পাইবে তাবৎ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে না, আমরা বঙ্গবাসী, সমাজের শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাংশকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতেছি; কেবল তাহাদের তাঁহাদের রক্ষার জন্য পুরুষের কত শক্তি ও সময় অযথা ক্ষয় হয়। ট্রেণে ষ্টিমারে কত সময়ে কত অত্যাচার হইতেছে, নারীগণ বলহীনতা প্রযুক্ত আপনাদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাঁহাদিগকে হীনবীর্য্য করিয়া রাখিয়াছি, নারীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত করা আবশ্যক নতুবা সমাজ উন্নত হইবে না। আজ ৭ বৎসর হইল বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষিতা এবং স্বাধীন মহিলাবৃন্দ বোম্বাই নগরে একটী সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাতে দরিদ্র নরনারায়ণের সেবা হয়। মহামতি রাণাডের পত্নী ইহার সভাপতি। মিঃ চন্দ্রাবরকরের পত্নী ও অন্যান্য অনেক মহিলা ইহার কমিটীর সভ্যা, অবশ্য বোম্বাইয়ের অনেক নেতৃস্থানীয় পুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করেন কিন্তু নারীগণই সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই সেবা সদনের একটী বাড়ী আছে। বাড়িটী ইহাদের নিজ সম্পত্তি, ইহাতে দরিদ্র গৃহহীনের সেবা হয়, নানাপ্রকার শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজী মাহারাটী ও গুজরাটী ভাষায় বিনাবেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত সেবা সদনের জন্য দাতব্য ঔষধালয় এবং পুস্তকাগার ও বিদ্যালয় ইত্যাদি আছে। এই সেবা সদনের মুখ্য উদ্দেশ্য, নীহারে এইরূপে লিখিত হইয়াছে :—

এস সবে আপনার সকল সম্ভার,
দাও আনি নারায়ণে পূজা উপহার!
স্নেহে তুমি অনাথায়, ক্ষুধায় অশন,
নিরাশ্রয়ে দিয়া গৃহ, লজ্জায় বসন।
পীড়িতে ঔষধ দাও শোকার্ত্তে সান্ত্বনা,
দিয়া মূর্ত্ত নারায়ণে কর আরাধনা॥

আমরা কণ্ঠনাদ প্রতিভায় বলিয়াছি এই নরনারায়ণ সেবাই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহারাই আমাদিগের পূজ্য জীবন্ত দেবতা। কি ভাবে

আমরা বঙ্গদেশে মহিলা জাতিকে অবরোধে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহা আমাদিগের লিখিবার প্রয়োজন করে না তাহা আপনারা সকলেই জানেন। শ্রুতি বলিয়াছেন:— "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ফলতঃ বল হীনের পক্ষে কিছুই লভ্য নহে। আমরা নারিজাতিকে বলহীন করিয়া কতদূর অন্যায় কার্য্য করিতেছি তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সকলেরই কর্ত্তব্য নারিজাতিকে বিশেষভাবে উন্নত করা। কলিকাতার ন্যায় মহানগরে বোম্বাইয়ের আদর্শে কেবল নারীগণের দ্বারা পরিচালিত সেবা সদন নাই। দরিদ্রগণের জন্য যে দুই একটি আশ্রম আছে তাহাও অতিশয় নগণ্য।

৪। ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির দান প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা ধন্যবাদের সহিত ফরিদপুর জেলায় কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার কল্পে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের নিকট হইতে এককালীন দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির দান প্রাপ্তি স্বীকার।—১। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় সাং বাইশরশী ৫৲। সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা সাং বশী ৩৲। কেদারনাথ বর্ম্মা সাং দৌলতপুর ৩৲। বিরাজমোহন রায় সাং কুমরা ১৲ সুরেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা সাং ভোলডাঙ্গি ১৲ অশ্বিনী কুমার দত্তবর্ম্মা সাং কাশীপুর ১৲। মনোমোহন রায় সাং কুলপদ্দী ১৲। অবিনাশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা সাং রাজাপুর ২৲। রসিকলাল রায়বর্ম্মা সাং নিলখী ১৲। জনৈক কলেজের ছাত্র ১৲। কিশোরীলাল চন্দ্র সাং [illegible] ১৲। উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৲ সাং [illegible] নদীয়া। যাদবচন্দ্র মজুমদার সাং গোপালপুর ২৲। হরকুমার ঘোষ সাং সাবের পুকুরপাড় ১৲। শ্রীশচন্দ্র দাস সাং নিলখী ১৲। চন্দ্রকুমার দেব সরকার সাং চাঁদনকর ১৲। জনৈক ভদ্রলোক ১৲। মোট—২৭৲ টাকা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা সম্পাদক।

৫। কায়স্থোপনয়ন।—কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—

বিগত ২রা ফাল্গুন সোমবার ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির বিশেষ চেষ্টায় ফরিদপুর জেলার দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মার কলিকাতা ১৬নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে একটি উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া তিনি স্বয়ং ও নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ উপবীতী হইয়া স্ব স্ব বংশের মুখোজ্জ্বল ও জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনের সহায়তা করিয়াছেন। উক্ত উপনয়ন কেন্দ্রে আচার্য্যের কার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন ও তন্ত্রধারকের কার্য্য কেদার বাবুর দেশের পুরোহিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। উপনয়ন কেন্দ্রের সমস্ত ব্যয়ভার উক্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ই বহন করিয়াছেন। উপনয়নান্তে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ও উপবীতীদিগকে পরমানন্দে জলযোগ করাইয়া গৃহস্বামী যেরূপ পরিতুষ্ট করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যেমন উৎসাহপূর্ণ বক্ষ, তেমনই উদারহৃদয়। ভগবানের কৃপায় যথেষ্ট [illegible] তাঁহার উৎসাহে উদ্যমে কায়স্থজাতির সংস্কার কার্য্য তাঁহার স্বদেশীয় সমাজে বহুদূর প্রসারিত হইবে। ভগবান্

তাঁহার কল্যাণ করুন। এই উপনয়ন ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইবার জন্য যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ মাখনলাল ধরবর্ম্মা ও শ্রীমান্ পরেশনাথ দাসবর্ম্মার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের উৎসাহ উদ্যম চির অক্ষুণ্ণ থাকুক ইতি।

১। কেদারনাথ দেব। ২। রাসবিহারী দত্ত। ৩। চন্দ্রকুমার দাস। ৪। অম্বিকাচরণ দাস। ৫। রাধিকাচরণ দাস। ৬। মথুরানাথ দাস। ৭। অশ্বিনীকুমার দাস। ৮। যতীশচন্দ্র দাস ৯। কুঞ্জবিহারী কর সর্ব্বসাকিন দৌলতপুর। ১০। কামিনীকুমার বসু। ১১। রাসবিহারী দত্ত। ১২। গিরীন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৪। প্রিয়লাল দাস সর্ব্বসাকিন দিঘলীয়া কাশিমপুর। ১৫। নবকুমার দাস। ১৬। ভোলানাথ দাস ১৭। মনোমোহন দাস। ১৮। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ১৯। শরচ্চন্দ্র পাল। ২০। চিন্তাহরণ তালুকদার। সর্ব্বসাকিন অরমঙ্গল। ২১। রমাকান্ত দত্ত। ২২। প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত ২৩। রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। সর্ব্বসাকিন দীঘলপাড়া। ২৪। শরচ্চন্দ্র দত্ত। ২৫। মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। ২৬। রাজেন্দ্রমোহন দেব ২৭। মনোমোহন নন্দী। সর্ব্বসাকিন খাটপাড়া। ২৮। রসিকলাল দাস সাং নিলখী। ২৯। সুরেশচন্দ্র ধর সং ডোমরাকান্দী। ৩০। সুরেন্দ্রনাথ দেব সাং শ্রীনদী। ৩১। রসিকলাল ঘোষ সাং চরত্র কুলদী। ৩২। রমাকান্ত নন্দী সং নিগনগর। ৩৩। গোপেন্দ্রকুমার ঘোষরায় সাং বটমারি ইত্যাদি।

৬। কায়স্থোপনয়ন:—ফরিদপুর অন্তর্গত বেড়াদী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—বিগত ১২ই মাঘ বুধবার উক্ত বেড়াদী গ্রামে শ্রীযুক্ত উমাচরণ চন্দ্রের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া চাঁদড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তীর আচার্য্যত্বে যথা শাস্ত্র নিম্নলিখিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ মহোদয়গণের উপনয়ন হইয়াছে। ১। রসিকলাল বসু ২। কেদারনাথ চন্দ্র, ৩। শরচ্চন্দ্র চন্দ্র, ৪। নেপালচন্দ্র চন্দ্র। ৫। অক্ষয়কুমার সরকার। ৬। মনোরঞ্জন ঘোষ ৭। শ্রীহেমন্তকুমার চন্দ্র সর্ব্বসাকিন বেড়াদি। ৮। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু সাকিন চাঁদড়া। উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণের দীর্ঘজীবন ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

৭। যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত।—নিম্নলিখিত বিধবা কায়স্থ মহিলা যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিতেছেন প্রত্যেক পবিত্রে ত্রিদণ্ডী থাকিবে। মূল্য অর্দ্ধআনা মাত্র। এক টাকা তিন আনার ভিপিতে ৩২টী পৈতা পাওয়া যাইবে। পৈতাগুলি উত্তম হইয়াছে। উক্ত মহিলার ঠিকানা—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের বাটী গ্রাম বেড়াদী, পোঃ আফিস মহিশালা জেলা ফরিদপুর।

৮। রংপুর জেলান্তর্গত পোঃ উলিপুর ওয়ারি কাছারী হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ২৪শে মাঘ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন—

"যথারীতি প্রচার না থাকায় কায়স্থ সমাজ দৈনন্দিন হীনপ্রভ হইতেছে। উপনয়ন প্রসার একবারেই নাই বলিলেই হয়। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি এতৎ সম্বন্ধে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে প্রচার কার্য্য আপনাদিগের দ্বারা কিম্বা কলিকাতায় কায়স্থ সভা দ্বারা জেলায় জেলায় বিস্তৃত হয় তাহা বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। অপর বিগত ২৩শে মাঘ রবিবার শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টা-

চার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আমি যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছি। আমায় জন্ম একখানা কায়স্থ কুসুমাঞ্জলি অবিলম্বে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাই বেন।" উক্ত বন্ধু শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে কলিকাতা ১৮ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট বাগবাজারে একটী কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতি গঠিত হইয়াছে। কায়স্থ জাতির পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশ চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় তাহার সম্পাদক। আশা করি ওয়ারী কাছারী হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দেববর্ম্মা মহাশয় কিঞ্চিৎ সাহায্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

৯। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনঃ—বিগত ২২শে মাঘ শুক্রবার মধ্যাহ্ন কালে লর্ডহার্ডিঞ্জ বাহাদুর মহাসমারোহে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিত্তি কাশীনগরীতে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বহুদূর বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলে সুসজ্জিত স্তরে স্তরে সংস্থাপিত আসনে প্রাতঃকাল হইতেই বহু লোকের সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল। অত্যধিক জন সমাগমে বিস্তৃত প্রাঙ্গনটি মনুষ্যের মস্তক পূর্ণ একটি সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ঠিক বারটা বাজিবার সময় সুমধুর বাদিত্রের সহিত [illegible] জাতীয় সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। [illegible] সুসজ্জিত সৈন্যগণ তাহাদিগের অস্ত্র সম্মুখে ধারণ করিলে ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় সুসজ্জিত বেদিকার মধ্যস্থলে সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণে কাশ্মীর, যোধপুর, বিকানীর, কোটা ইন্দোর, আলোয়া নাভা, দাতিয়া, কাশী ইত্যাদি রাজ্যের স্বাধীন করদ রাজন্য শাসকগণ স্বীয় স্বীয় সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বামদিকে আমাদিগের পরমপ্রিয় লর্ড কারমাইকেল প্রমুখ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং বেহারের শাসন কর্ত্তা দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর ও স্যার সঙ্কর্ষণ নায়ার, সর্দ্দার দলজিত সিং ডাক্তার সুন্দরলাল, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে কাশীর কেন্দ্রস্থিত (central) হিন্দু কলেজের বালিকাগণ নব সংস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোদেশে তদীয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কামনায় বাগ্দেবী শ্রীশ্রীসরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের পক্ষ হইতে লর্ডহার্ডিঞ্জকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ভিত্তি সংস্থাপন জন্য প্রার্থনা করিলেন। উক্ত মহারাজ বাহাদুর বিগত খৃষ্টাব্দ ১৯০৪ হইতে আজ ত্রয়োদশ বর্ষকাল এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠন জন্য যে যে মহাত্মার নিকট যে প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার একটি বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে এ প্রায় এক-কোটি টাকা সংগ্রহ হইয়াছে আরও অর্দ্ধ কোটির প্রয়োজন। লর্ডহার্ডিঞ্জ এবং স্যার হারকোর্ট বটলার মহোদয় দ্বয়ের অনুগ্রহে বিশ্ব বিদ্যালয় স্বপ্নরাজ্য হইতে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে অতি উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইবে, পরীক্ষা

এবং উপাধি ব্যতীত হিন্দুদিগের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদান করিবে। এবং ছাত্রগণ এই বিদ্যালয় গৃহে বাস করিবার জন্য ও সুব্যবস্থা হইবে। তদনন্তর মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারত সম্রাট মহোদয়ের প্রতিনিধি মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি যথারীতি সংস্থাপন করিলেন। কাশী মহারাজার গৃহ রামনগরে জলযোগের পর সন্ধ্যায় আরতির শঙ্খঘণ্টা মধুর নিনাদে বারাণসী ক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইবার সময় নিমন্ত্রিত মহোদয়গণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১০। জৈন দর্শন—এই মহান ধর্ম্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের একটি শাখা। জৈন শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি কথিত হইয়াছে:—রাগ দ্বেষাদি দোষান্ বা কর্ম্ম শত্রূন্ জয়তীতি জিনঃ তস্যানু যায়িনো জৈনাঃ।

অর্থাৎ যাঁহারা রাগ দ্বেষাদি দোষ সমূহ অথবা কর্ম্ম শত্রু সকলকে জয় করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই জিন, আর যাঁহারা ঐ জিনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পালন করেন তাঁহারাই জৈন। প্রথম জিন ঋষভ দেব হইতে অদ্যাবধি ২৪জন জিনের আবির্ভাব হইয়াছে। জৈন ধর্ম্ম কোন কোন স্থানে বেদ বিরুদ্ধ হইলেও নাস্তিক চার্ব্বাকাদি দর্শনের ন্যায়, "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাবর্ত্তনং কুতঃ" অর্থাৎ যে দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল তাহা আবার আসিবে কোথা হইতে এইরূপ পরলোক সম্বন্ধে অন্যায় মত জৈনাচার্য্যগণ কখনও প্রচার করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন দৈবাৎ ভবভাবনাম্ নিয়তং ভেদং শরীরাত্মনোঃ অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধে বিরাগী হও এবং দেহ হইতে আত্মার ভেদ চিন্তা সতত করিবে। জৈন দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন আত্মা ত্রিবিধ; বহিরাত্মা অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, যাহারা মোহ নিদ্রার প্রভাবে চেতনা শূন্য হন তাহারাই বহিরাত্মার উপাসক। যাহারা বাহ্যভাব অতিক্রম করিয়া কূটস্থ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারাই অন্তরাত্মা উপাসক। আর যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্লিপ্ত নিত্য সুখময় ও নির্ব্বিকল্প পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন তাহারাই পরমাত্মার উপাসক।

১১। বিগত ৬ই ফাল্গুন শুক্রবার কলিকাতা মহানগরে দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহ বাকীপুরের সরকারী উকিল রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে বর্ত্তমান যে নিম্ন লিখিত চারিজন প্রধান অধ্যাপক আছেন সকলেই বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন যথা:—(১) মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, ২। যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ৩। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগিশ এবং ৪। নৃসিংহনাথ বাচস্পতি বাকুল সমাজে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ বিক্রমপুরের ৬ জন, বর্দ্ধমানের ২২ জন, মুরশিদাবাদের ৪০ জন, বীরভূম বাঁকুড়াদী স্থান হইতে ২৫ জন কলিকাতার ৫০ জন যশোহর ইত্যাদি স্থান হইতে ২০ জন উত্তর প্রদেশ রংপুর বগুড়া দিনাজপুর রাজসাহী পাবনা ইত্যাদি স্থান হইতে ১৮০ জন মোট

গুরু স্মৃতি তীর্থ অধ্যাপক এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া নব দম্পতীকে এবং মহারাজ বাহাদুরকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এই বিবাহোপলক্ষে কলিকাতার প্রধান প্রধান কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন। তাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বদিন রাজমন্দির নামক স্থানে মহোদয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছিলেন এবং উক্ত তারিখে কলিকাতা ক্লাবে ইংরেজী খানা হইয়াছিল আমরা ভগবানের নিকট নবদম্পতীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। ফরিদপুর জেলা হইতে ২জন অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হন তাঁহারা প্রত্যেকে ২০৲ কুড়ি টাকা বিদায় ও পাথেয় ৭৲ সাত টাকা এবং কলিকাতায় খোরাকী বলিয়া ৩৲ তিন টাকা মোট ৩০৲ ত্রিশটাকা পাইয়াছেন এবং উপনীত কায়স্থের পক্ষীয় পুরোহিত দিগের প্রত্যেককে দশ টাকা হিসাবে বহিত বিদায় মহারাজ বাহাদুর দিয়াছেন। ফরিদপুর জেলা হইতে আমরা যতদূর জানি ৫জন পুরোহিত ঐ প্রকার বিদায় পাইয়াছেন, অন্যান্য জেলার কতজন পুরোহিত কে ঐ প্রকার বিদায় দেওয়া হইয়াছে তাহা আমরা জ্ঞাত নাই। যে প্রকার আয়োজন তাহাতে নানাস্থানের বহু অধ্যাপক ও পুরোহিত বিদায় পাইয়াছেন, এই প্রকার মহাসমারোহে বিবাহ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই বিবাহে মহারাজ বাহাদুরের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

১২। রাঁচি হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু দেববর্ম্মা লিখিতেছেন—বিগত ২২শে কার্ত্তিক সোমবার আমাদিগের আদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রণীত পদ্ধতি অনুসারে ত্রিপুরা অন্তর্গত আমার বাটী গোকর্ণ গ্রামে আমার পুরোহিত শ্রীযুক্ত সর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও তন্ত্রধারক শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সমস্ত পূজায় উপস্থিত হইয়া প্রসাদাদি ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত ৩রা পৌষ রবিবার আমার কন্যা শ্রীমতী মঙ্গলাবালা দেবীর শুভ অন্নপ্রাশন ক্রিয়া আমার রাঁচস্থ বাসাবাটীতে আমি নিজেই সম্পন্ন করিয়াছি। এই সকল পূজা অর্চ্চনাদি স্বয়ং নিষ্পন্ন করিতে পারিলে বড় আনন্দ অনুভব হয়। আমরা আশা করি বঙ্গীয় উপনীত কায়স্থ মহোদয়গণ পূজার্চ্চনাদি নিজেই সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণ দ্বারা আর পূজাদি করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বৃহৎ বৃহৎ পূজায় স্বপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করিবেন।

১৩। কায়স্থোপনয়ন।—জেলা মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর অন্তর্গত হিলোড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নটবর দাস দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—হিলোড়াগ্রাম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মিত্র ভূম সমাজ মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তত্রস্থ কায়স্থ মহোদয়গণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গত ১৩২০ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাস হইতে উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়াচার মতে ক্রিয়াদি করিতেছেন বিগত ২৩শে মাঘ রবিবার নিম্ন লিখিত কায়স্থগণ যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে, মিত্রভূম সমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরো-

ত্রিংশ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন, ১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ ২। অশ্বিনীকুমার ঘোষ ৩। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৪। শ্রীরাসেন্দ্রসুন্দর ঘোষ ৫। শ্রীবিরাজকুমার ঘোষ প্রামস্থ কায়স্থ মহোদয়গণের বিশেষ সহানুভূতি ও উৎসাহ ছিল। অনুপনীত কায়স্থগণ শীঘ্রই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" আমরা আশা করি মিত্রভূম নিবাসী উপনীত কায়স্থ মহাত্মা গণ তাঁহাদিগের মঙ্গলে নিজ বাটীর পূজা পার্ব্বণাদি নিজেই সম্পন্ন করিবেন।

১৪। ভবিষ্যদ্বাণী।—ম্যাডেম থিবিশ নাম্নী একজন ফরাসী দেশীয়া ভবিষ্যৎ বক্তা মহিলা যিনি পাশ্চাত্য সমর আরম্ভ হইবার একমাস পূর্ব্বে যুদ্ধের দিন অবধারিত করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেছেন যে আগামী গ্রীষ্ম ঋতুতে অর্থাৎ জুলাই মাসে এই পাশ্চাত্য মহাসমরের অবসান হইবে। এবং যুদ্ধের পর ফরাসী প্রমুখ মিত্র পক্ষগণ জয়লাভ করতঃ মহোৎসব করিবেন এবং যে জার্ম্মাণ সম্রাটের উত্তেজনায় কোটি কোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাঁহার অস্বাভাবিক শোচনীয় মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবীতে একটী নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হইবেক। তাহাতে সকল জাতিই সুখশান্তিতে বাস করিতে পারিবে। ফরাসী মহিলার এই ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইলে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব।

১৫। কায়স্থোপনয়ন।—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাথিলা গ্রামে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

১৬। বিরাট কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৬ই ফাল্গুন সোমবার ফরিদপুর জিলান্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে কায়স্থ-সমাজ-হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটি বিরাট কেন্দ্র হইয়া সমাজ ঈশ্বরপুর, নগর, দারাদিয়া, দৌলতপুর দেওলপাড়া, খটপাড়া, ইন্দিগঞ্জ, পারঘোড়া, রাজিতপুর, সহাবর্তী, শ্রীরামপুর, আর্য্য দত্তপাড়া মোচন, আলগী প্রভৃতি চৌদ্দখানি গ্রাম নিবাসী ৭০ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। দৌলৎপুর নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য্য, বিক্রমপুর স্বর্ণগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় তন্ত্রধারক এবং আর্য্যদত্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন সদস্য এবং মাদারীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয় হোতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া ছিলেন। উক্ত উপনয়ন কেন্দ্রে ঐ সকল গ্রাম নিবাসী বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, সকলকেই পরিতোষ পরিতোষ ভোজন করান হইয়াছিল। নানা প্রকার বাদ্য তরঙ্গে এবং জনকোলাহলে এই মহোৎসব ক্ষেত্র মুখরিত হইয়াছিল। এই সুমহৎ বিরাট ব্যাপারে কেন্দ্রস্থল যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। এই মহোৎসবের সমস্ত ব্যয় স্বজাতিগত প্রাণ উক্ত কেদার বাবু স্বয়ং বহন করিয়া স্বীয় কায়স্থ সমাজের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই মহাত্মাই বিগত ২শরা ফাল্গুন তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে নিজ ব্যয়ে ৩২ জন কায়স্থসহ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার ব্যয়ে এবং আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা

মহাশয়ের উদ্যমে এবং কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল বরবর্ম্ম র চেষ্টায় এই মহৎ ব্যাপার অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দৌলতপুর কেন্দ্রে যে সকল কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম —

১। শশিভূষণ গুহ। ২। যোগেশচন্দ্র গুহ। ৩। মনোরঞ্জন গুহ। ৪। মুকুন্দলাল বসু। ৫। অমৃতলাল মিত্র। ৬। অ'মন্দচন্দ্র বিশ্বাস। ৭। মনোমোহন বিশ্বাস। ৮। বীরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস ৯। হিরালাল দাস। ১০। চণ্ডীচরণ দাস ১১। তারাপদচন্দ্র দাস। ১২। যদুনাথ দাস। ১৩। কিরণচন্দ্র দাস। ১৪। সতীশচন্দ্র দাস। ১৫। শরচ্চন্দ্র দাস। ১৬। মন্মথনাথ দাস। ১৭। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১৮। কেদার নাথ পাল সর্ব্বসাকিন মহাকুমার উলিবপুর। ১৯। গঙ্গাচরণ দেব। ২০। মোহিনীমোহন দেব। ২১। রজনীকান্ত দত্ত। ২২। কালীকান্ত দত্ত। ২৩। গঙ্গাচরণ দাস। ২৪। ললিতমোহন দাস। ২৫। বিপিনবিহারী দাস। ২৬। ক্ষিতিশচন্দ্র দাস। ২৭। মদনমোহনদাস। ২৮। মতিমচন্দ্র দাস। ২৯। নলিনীকান্ত দত্ত। সর্ব্বসাকীন দৌলতপুর ৩০। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দত্ত। ৩১। উমেশচন্দ্র দত্ত। ৩২। সারদাপ্রসাদ দত্ত। ৩৩ শশিভূষণ দত্ত। ৩৪। মতিলাল দত্ত। ৩৫। জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত। সর্ব্বসাকিন ত্রিবল পাড়া।

৩৬। তারিণীচরণ দেব। ৩৭। শ্রীমোহনচন্দ্র দেব। ৩৮। [illegible] ঘোষ। ৩৯। ক্ষিতিশচন্দ্র দত্ত। ৪০। অক্ষয় কুমার দত্ত। ৪১। কালীকান্ত দেব। ৪২। মন্মথমোহন নন্দী। ৪৩। অশ্বিনীকুমার দাস. সর্ব্বসাকিন খাটশাড়া।

৪৪। যোগেশ কুমার সিংহ। ৪৫। কাঙ্গালাল সিংহ। ৪৬। মহেন্দ্র কুমার সিংহ। ৪৭। দেবেন্দ্র কুমার সিংহ। ৪৮। চণ্ডীচরণ সিংহ। ৪৯। ভুবনমোহন সিং। ৫০। হরেন্দ্রলাল দাস সর্ব্ব সাকিন খাড়দিয়া।

৫১। সতীশচন্দ্র দত্ত। ৫২। ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস ৫৩। রসিকলাল গুহ। ৫৪। শরচ্চন্দ্র দত্ত। ৫৫। মহেন্দ্রলাল সরকার। ৫৬। ফটিকচন্দ্র সরকার। ৫৭। গোপালচন্দ্র বিশ্বাস। সর্ব্ব সাকিন নগর।

৫৮। অনন্তকুমার দত্ত সাং বাজিতপুর। ৫৯। মথুরানাথ ঘোষ সাং হবিগঞ্জ। ৬০। নরসিংহ গুহ সাং ঐ। ৬১। ললিতমোহন গুহরায়। ৬২। দিনেশচন্দ্র গুহরায়। ৬৩। সুধীরকুমার গুহরায় সর্ব্ব সাকিন শিরখাড়া।

৬৪। সুরেন্দ্রমোহন গুহ। ৬৫। কামিনীকুমার ঘোষ। ৬৬। লালমোহন কর। সর্ব্ব সাকিন সত্যবতী।

৬৭। দেবেন্দ্রমোহন ভৌমিক সাং শ্যামপুর ৬৮। সতীশচন্দ্র মিত্র সাং আর্য্যদত্তপাড়া। ৬৯। উপেন্দ্রচন্দ্র বসু সাং মোচনা শ্রীশচন্দ্র গুহ সাং আলগী।

সম্পাদক

১৭। [illegible] ১৮ ও ১৯ বৈশাখ শুক্রবারে বর্ষোপলক্ষে যশোহর নগরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ [illegible] অধিবেশন হইবে। কায়স্থ মহোদয়গণ সকলেই যোগদান করিয়া [illegible] সাফল্য করিবেন।

সম্পাদক

ॐ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। | চৈত্র, ১৩২২ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

ভগবদ্ভক্তি ও কর্ম্মফল।

এ সংসার সেই প্রেমময়ের রাজ্য। মানুষ স্বীয় জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে এখানে আসিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তিনি আমাদের হিতের জন্ত সুখ শান্তি ও তৃপ্তির জন্য কিনা দিয়াছেন। কানন-কুন্তলা পুষ্পাভরণা ধরিত্রী, অরুণোদয়ে কলকণ্ঠের গীতি, চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী, বীচি-মালিনী প্রবাহিনী, এ সমস্ত কি আমাদের সুখ ও শান্তি বিধান করিবার নিমিত্ত নহে? জননীর স্নেহ, সহধর্ম্মিণীর প্রেম, পুত্রের ভক্তি, ভগিনীর সমপ্রাণতা—এ সমস্তই সেই মঙ্গলময় ভগবানের দান। সত্য বটে তিনি সুখের সহিত দুঃখ, শান্তির সহিত অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু অমার তামসী নিশা না থাকিলে কে পৌর্ণমাসীর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিত? তদ্রূপ দুঃখ না থাকিলে সৌভাগ্য সুখ বুঝিতাম কিরূপে? পাপের দণ্ড না থাকিলে পুণ্যাত্মার পুরস্কার বুঝা যাইত না।

সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই অনুমিত হয় যে প্রথমে তিনি সকলকেই সমশক্তি সম্পন্ন করিয়াই প্রেরণ করিয়াছিলেন। তবে দীনতার প্রতিমূর্ত্তি কাঙ্গাল আর সুখ ও সৌভাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ ঐ ভাগ্যবান ইহাদের মধ্যে এত বিসদৃশতা দেখিতে পাই কেন? বৈচিত্র্যময়ী বসুন্ধরায় এতাধিক বৈষম্যভাব পরিলক্ষিত হয় কেন? এখানেও সেই কর্ম্মফল।

আমরা দেখিতে পাই কেহ বা সদনুষ্ঠানের স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জগদ্বাসীকে স্বীয় সুখ ও সৌভাগ্যের অংশ প্রদান করিয়া চিত্তপ্রসাদ ও মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতেছেন এবং অপর দিকে কেহবা পাপের পুষ্পাবিকীর্ণ সোপানাবলী বাহিয়া ত্বরিততর বেগে

নামিয়া যাইতেছে। যাহার ফলে সংসারের তৎ তৎ স্থানে অশান্তির কোলাহল শ্রুত ও পাপের হলাহল উদ্‌গীর্ণ হইতেছে। সেই উন্মার্গগামীকে পরিণামে আত্মগ্লানি রূপ অনলে আত্মাহুতি দিয়া চিরনিদ্রিত হইতে হয়। ইহাই বিধাতৃ বিধান।

মনে হয় যেন কর্ম্মফলে আমাদের হাত পা বাঁধা রহিয়াছে। কর্ম্মফলকে ছাড়াইয়া একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। মানুষ স্বাধীন, মিথ্যাকথা। যাহা দেখিতেছি এবং যাহা ঘটিতেছে সকলেই কর্ম্মফলানুযায়ী। লোকে যে চুরী করে, ব্যভিচার করে, তাহার ফল তাহাকে ও তাহার অধস্তন পুরুষকে ভোগ করিতে হইবে; মানুষ চিরজীবিত, তবে রূপান্তরিত হইয়া পুত্র দেহে পৌত্র দেহে অনন্তকাল অনন্তরূপে জীবিত থাকিবে। (ক)

আমি যাহা কিছু করিতেছি সকলই কর্ম্ম ফলে আমাকে করাইতেছে। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহা অতি সত্য কথা। এ জ্ঞান জন্মিলে আর কর্ম্মফল জনিত সুখ দুঃখ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবেনা সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে সুখ দুঃখ যাহারই সম্মুখীন হইব তাহাই ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিব। এরূপ নির্ব্বিকার চিত্ততা লাভ করা সাধারণতঃ অতীব কঠিন।

শাস্ত্রকার বলিতেছেন "উদ্যোগী পুরুষ সিংহ" ই লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন। দৈবকে নিহত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, যে হেতু কাপুরুষেরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে। আমার মনে হয় তিনি যেন দৈবকে নিহত করিতে বলিয়া আমাদিগকে হতাশার হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। বস্তুতঃ "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি" ইহা সত্য কথা নহে। তবে ইহাও ঠিক যে পুরুষকার কে একবারে ছাড়িলে চলিবেনা কারণ "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" সুতরাং সর্ব্বদা পুরুষকার কে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তত্রাচ "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্রদোষঃ।" রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর ও মনুষ্যে চুম্বক ও লৌহের ন্যায় সম্বন্ধ। লৌহ কর্দ্দমাক্ত হইলে চুম্বক যেমন তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না সেইরূপ আত্মা মায়ার কাদাচাপা পড়িলে পরম পিতার আকর্ষণ জানিতে পারা যায় না। লৌহ কর্দ্দমমুক্ত হইলে সে চুম্বকের আকর্ষণে স্বাধীন ভাবে নড়িতে চড়িতে পারে। আত্মা হইতে ও সেইরূপ সর্ব্বদা উপাসনা ও অনুতাপের অশ্রুজল দিয়া মায়ার কাদাকে ধুইয়া

(ক) শ্রীভগবান্ গীতার ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥
না, দত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতংবিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং, তেনমুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫

অর্থাৎ মানুষের কর্তৃত্ব কর্ম্মফলাদি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া ও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে পরাধীন কর্ম্মফলকে দৈব, অদৃষ্ট নানাবিধ নাম দেওয়া হইয়াছ। আর্য্য ঋষিগণ বলিতেছেন দৈব তোমার বিরুদ্ধ হইলেও পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিহত কর এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ কর। সম্পা দক

ফেলিতে পারিলে এবং সাংসারিক পাপ মলিনতা হইতে দূরে থাকিতে পারিলে সেই পরমপুরুষের পদপ্রান্তে লীন হইতে পারা যায়। অতএব কর্ম্মফলের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে অনুশোচনার অশ্রুজলে আত্মার আবিলতা ধৌত করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা পরমাত্মার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারিব, পরকাল বিশ্বাসী হিন্দু আমরা—আমাদের এই মাত্র ভরসা।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

এই যে চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা এক্ষণে নামশেষ হইয়া রহিয়াছে, মৌর্য্য সাম্রাজ্যকালে ইহা ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষ সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, "এই বিদ্যায় শিক্ষিতা হইলে রাজকুমারীগণ এবং সম্ভ্রান্তলোকের কন্যা সমূহ স্ব স্ব স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন ; আর সাধারণ গৃহস্থের কন্যা এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলে বিপদকালে, অর্থাৎ বৈধব্য কিংবা তদ্রূপ কোন আপৎকালে কি বিদেশে অন্নকষ্টে পড়িলে, অনায়াসে ও সুখে ভদ্রভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।" (ক) এক্ষণে পাঠকমহাশয় দেখিতে পাইলেন যে আমাদের অতীত সুখসৌভাগ্যের সময় মহিলাকেও পুরুষদিগের সহিত তুল্যভাবে জীবিকার্জ্জনের হেতুভূতা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাদিওয়া হইত। যে সকল সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান নারীজাতির অর্থকরী বিদ্যালাভের ব্যবস্থার কথা শুনিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা আর্য্যদিকের সভ্যতার সময়ের সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখিবেন যে, বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপে অথবা আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষা যে স্তরে অবস্থিত রহিয়াছে, আর্য্যসভ্যতার সুসময়ে স্ত্রীশিক্ষা তদপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল। শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য, চিকিৎসার কার্য্য, ও নানাবিধ সুকুমার কলা সুসভ্য সমাজমাত্রেই স্ত্রীজাতির উপজীব্য হইয়া থাকে। "কায়স্থ পত্রিকায়" প্রকাশিত আমাদের "নারী" প্রস্তাব যাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এসম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিতে হইবেনা।

মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই

(ক) যোগজ্ঞা রাজপুত্রী চ মহামাত্রসুতাতথা।
সহস্রাস্তঃ পুরমপি স্ববশে কুরুতে পতিম্॥
তথা পতিবিয়োগেচ ব্যসনং দারুণং গতাঃ।
দেশান্তরেঽপি বিদ্যাভিঃ সা সুখেনৈব জীবতি
॥১৬॥

কামসূত্র, ১ম অধিকরণ, ৩য় অধ্যায়

তাঁহাদের শাসিত প্রদেশে নারীজাতির সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাও স্বাধীনতা এইরূপ নির্ম্মমভাবে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল যে "স্ত্রীস্বাধীনতা" এবং "স্ত্রীশিক্ষা" কথাগুলি দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে যেমন প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের পুস্তকগুলি ভস্মীকৃত, আর্য্য সভ্যতার ও শিল্পের নিদর্শন প্রাচীন হর্ম্ম্যগুলি চূর্ণীকৃত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীজাতির ও দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। তাই ইংরাজ এদেশে আসিয়া দেখিতে পান যে ভারতের সহস্র নারীর মধ্যে একজন ও লিখিতে পড়িতে জানে না! রাজপুতানায় মুসলমান শাসন প্রকৃতভাবে প্রবেশ করিতে না পারিলেও তথায় স্ত্রীস্বাধীনতা ত্রাসে সংকুচিত কলেবরে দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়া ছিল।—তথাপি স্ত্রীশিক্ষা একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ কর্ণেল টড্ সাহেব স্বপ্রণীত "রাজস্থানে" বলিতেছেন :—

"Most erroneous ideas have been formed of the Hindu female from the pictures drawn by those who never left the bank of the Ganges. They are represented as degraded beings, and that not one in many thousands can even read. I would ask such travellers, whether they know the name of Rajpoot, for there are few of the lowest cheiftains, whose daughters are not instructed both to read and write." (খ) অর্থাৎ "যাঁহারা বলেন যে হিন্দু মহিলাদিগের সাধারণ অবস্থা বড়ই অনুন্নত এবং সহস্র সহস্র মহিলার মধ্যে একজন ও পড়িতে পারেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং তাঁহারা নিশ্চয়ই "রাজপুত" এই নামটিও শুনেন নাই। রাজপুতনার প্রত্যেক ভদ্র লোকের কন্যাকেই লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।"

সম্প্রতি দেশের সে দুর্দ্দিন দূর হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে যদিও পশুপ্রায় অসভ্য মুসলমান কিংবা হিন্দুজাতির দুর্ব্বৃত্তগণ নারীর ধর্ষণা করিতেছে, কিন্তু প্রায়ই তাহারা ইংরাজের ন্যায় বিচারে যথোচিত কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। যদি আমরা নিজে শিক্ষিত এবং সভ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত হইলেই মঙ্গল। জগতের যে যে জাতি সভ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই স্ত্রীজাতিকে যথোচিত সম্মানের চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন। এই সম্মানের ভাবই সভ্যসমাজে নারীকে নিরাপদ করিয়া দিয়াছে। এই হেতু একজন য়ুরোপীয় মহিলা একাকিনী হইয়া ও নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। যে সময়ে ভারতে আর্য্যগণ সুসভ্য ছিলেন, সে সময়ে এদেশেও নারীর সম্মান অব্যাহত ছিল এবং তন্নিবন্ধন তাঁহারা নিরুদ্বেগে যথেচ্ছাপরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। অতি প্রাচীন যুগের গার্গী সাবিত্রী হইতে বৌদ্ধসময়ের পরিব্রাজিকাগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন এবং এই চিত্র উপনিষদ্ হইতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য এবং নাটকাদি সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বত্র বিদ্যমান্। সীতাদেবীর অবমাননা হেতু লঙ্কাকাণ্ড হইয়া-

(খ) Tod's Rajasthan, Vol. I Ch. xxiv.

ছিল, 'দ্রৌপদীর অবমাননার জন্য ভারতের সর্ব্বনাশকর "মহাভারত যুদ্ধ" হইয়াছিল, তাহা এদেশের সকলেই অবগত আছেন। কান্যকুব্জের রাজকন্যা সংযুক্তা দেবীকে চৌহান সম্রাট পৃথ্বীরাজ "হরণ" করার হেতুই ভারতের স্বাধীনতা মুসলমান হস্তে স্বেচ্ছায় সমর্পিত হয় এবং পদ্মিনী দেবীর অবমাননার আশঙ্কায় সমগ্র মেবাড় রাজ্য আত্ম-বিসর্জ্জন করে। ভারতের সভ্যতার এই নিদর্শন জগদ্বাসীকে দর্প করিয়া দেখাইবার সামগ্রী সন্দেহ নাই। মুসলমান রাজত্বের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, এখন কিন্তু যে ভারত-মহিলাগণ নিরুদ্বেগে স্বেচ্ছামত পরিভ্রমণ করিতে পারেন না, তাহার জন্য দায়ী 'আমরাই'। আমাদের সমাজের কতকগুলি নরপশুর ভয়েই আমাদের মাতা ও ভগিনীরা যথেচ্ছা রেলপথেও চলিতে পারেন না অথচ কালামুখ পাষণ্ড ও বর্ব্বরেরা দোষ দেয় মহিলাদিগের। বর্ব্বরেরা নিজ নিজ চক্ষু মুদিত করিয়া রাখিয়াছে,—তাহারা দেশের শাস্ত্র, জগতের সমাজতত্ত্ব, নরনারীর চরিত্র প্রভৃতি কিছুই অধ্যয়ন করিবেনা, কেবল মুখস্থ শ্লোকাংশ আওড়াইয়া স্ত্রী নিন্দা করিয়া বলিবে "স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তি বিশেষ পুরুষের অপেক্ষা অধিক!" মূর্খেরা নিজ নিজ পরিবারের স্ত্রীচরিত্র পর্য্যাবেক্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই? তাহারা কি দেখে নাই যে আমাদের দেশের জননীগণ প্রকৃতই চরিত্র্যদেবতা?

আমরা দেশের সামাজিক মহাশয়দিগকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা নরনারীর ও বালক বালিকার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানার্জ্জনের শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় গ্রহণ করুন। যদি অভিরুচি হয়, তাঁহারা এ সম্বন্ধে ইংরাজীভাষায় পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করিতে পারেন য়ুরোপের এবং আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলী এই সমাজতত্ত্বের অনুশীলনে প্রাণপাত করিতেছেন, আর আমরা চক্ষুমুদিয়া মুখস্থ বুলি আওড়াইতেছি! যদি কেহ য়ুরোপীয় অথবা ইয়াঙ্কি "ম্লেচ্ছগণের" নিকট হইতে "সুভাষিত গ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক হন, তিনি নিজ পরিবারের বালক বালিকাদের লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে বালিকারা বুদ্ধিমত্তায় বালকদিগের সমকক্ষ কি না? হয়ত তিনি চোখ বুঝিয়া বলিতেছেন,—ও আর কি পরীক্ষা করিব? ও ত শাস্ত্রে কথিতই আছে "বুদ্ধিস্তাসাংচতুর্গুণাঃ" আর সে বুদ্ধিত "স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।" এইরূপ পণ্ডিতই অশ্ব দেখিয়া শতহস্ত এবং হস্তী দেখিয়া সহস্র হস্ত দূরে পলাইবার নিমিত্ত উপদেশ মূলক শ্লোককে "শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং বিদ্যার্থী ইউরোপযাত্রী বালককে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য সদা প্রস্তুত। ইহারা নিজ নিজ জননী, ভগিনী, স্ত্রী, এবং কন্যাকে একটু বিশ্বাস করিতে পারেন না,—অথচ বিদেশী রাজার নিকট বিশ্বাস ও ক্ষমতা পাইবার নিমিত্ত লালায়িত। (গ)

আমরা প্রায় বিংশ বৎসরাধিক দেশ বিদেশের সমাজতত্ত্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশের সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ

(গ) যে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা উন্নত না হয় তাবৎ স্বায়ত্বশাসন আমরা কখনও পাইব না। —সং

করিয়া এই বুঝিয়াছি যে কি শারীরিক কি মানসিক কোন শক্তিতেই নারী স্বভাবতঃ হীন নহেন এবং প্রকৃত অনুশীলনের সুযোগ এবং সময় পাইলে নারী ঠিক নরেরই ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারেন।

"কায়স্থ পত্রিকার" প্রকাশিত "নারী" প্রস্তাবে নারীর শক্তি ও বুদ্ধির বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রথায় আলোচিত হইতেছে, এবং তাহা হইতে আমরা প্রাগুপ্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে বালক এবং বালিকাকে অন্ততঃ কতকদূর পর্য্যন্ত,—১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, সাহিত্য গণিত, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে তুল্যরূপ শিক্ষাদান করা উচিত! তৎপরে বালিকাদিগের অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারে, বালিকাগণের ভবিষৎ জীবন যাত্রার যে প্রকার প্রণালী নির্ব্বাচিত হইবে, তদনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত। বালকগণ যেরূপ "ম্যাট্রিকুলেশন" কিংবা "স্কুলফাইন্যাল" পর্য্যন্ত সকলেই সাধারণ শিক্ষার কতকদূর শিক্ষা পাইয়া পরে স্ব স্ব প্রবৃত্তি, অভিভাবকগণের রুচি ও অবস্থানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগিনী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যেমন ওকালতি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী কৃষি বাণিজ্য, শিক্ষকতা, কেরানীগিরী প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, বালিকারাও তদ্রূপ অধিকাংশ সুগৃহিণীর এবং সুজননী হইবার জন্য, এবং কেহ কেহ ডাক্তারী, রোগিচর্য্যা, ধাত্রীবিদ্যা শিল্প কলা ও নানা প্রকার জীবিকার যোগ্য বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। নারী-মাত্রেই যে জননী হইবেন কিংবা গৃহিণীর দায়িত্ব লাভ করিবেন এমন কোন কথা নাই। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা হইতে দেখাযায় যে এই দেশে বিধবার সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। এতগুলি নারী কেবল পরের গলগ্রহ রূপে পরানুগ্রহে নিজ নিজ ব্যর্থ জীবন যাপন করিবেন, তাহা ভগবদিচ্ছা কেন, কোন মানব-সভ্যতায়ও অনুমোদিত হইতে পারেনা। সভ্যসমাজে প্রত্যেক মানবজীবনকে মূল্যবান ধন (ass t) বলিয়া গণ্য করা হয়, আমাদের ভারতেই কি প্রায় আড়াই কোটি এমন মূল্যবান "সাধের মানবজীবন" কেবল অকর্ম্মণ্য আবর্জ্জনার ন্যায় মাটি হইবে! কেবল "সনাতন" ধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিলে কোন লাভ নাই। যাহাতে সনাতন মানব-সমাজ প্রকৃত সুচারুরূপে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে চালিত হয়, তাহাই 'ধর্ম্ম' এবং তাহারই অনুশীলন করা উচিত। (ঘ)

বালিকাগণকে তাহাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক শক্তির অনুপাতে সুশিক্ষিত করিতে হইলে অন্ততঃ তাহাদিগকে বাল্যবিবাহের কঠিন কবল হইতে যে উদ্ধার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ নাই। "সনাতন হিন্দুধর্ম্মের" যে সকল অতিভক্ত "অষ্টবর্ষা গৌরী' অথবা নববর্ষা রোহিণী দিগের বিবাহ দিবার জন্য এবং দ্বাদশবর্ষের

(ঘ) আড়াই কোটি বিধবার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণ চক্ষু মুদ্রিতকরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক বালিকার অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা বালিকাগণকে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী বিদ্যা শিক্ষাদেন।

সম্পাদক।

পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে 'জননী' দেখিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত এবং বালিকাদিগের যৌবন বিবাহের কথায় অসংখ্য আশঙ্কার ছায়া দেখিয়া ব্যস্ত হন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের প্রাচীন স্ত্রী চরিত্রগুলি, অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। যদি তাঁহাদিগের সেরূপ সুবিধা অথবা অবকাশ না থাকে তাঁহারা অন্ততঃ "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায়" প্রকাশিত "বিবাহেকন্যার বয়স" প্রস্তাবটি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করুণ। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে আর্য্যসুসভ্যতার সময় একটিও ক্ষত্রিয়-কন্যার যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই। সাবিত্রী, সীতা, শকুন্তলা, রুক্মিণী, মদালসা, সুভদ্রা, প্রভৃতি হইতে রাজপুতনার পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী পর্য্যন্ত অসংখ্য দেবীর পবিত্র নাম এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উচ্চারণ করা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে সংযম ও পবিত্রতার সহিত সুশিক্ষায় নিযুক্ত রাখিলে কোনও আর্য্যবালার চরিত্রচ্যুতির বিন্দুমাত্র ও শঙ্কা নাই। সুশিক্ষিতাও বয়ঃস্থা আর্য্য বালা যে নিজ নিজ পতি নির্ব্বাচন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম তাহা, সর্ব্বজ্ঞ-কল্প ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের মহদুপদেশ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সুশিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম্ম এই যে, বিবাহকালে পিতা নিজ নির্ব্বাচিত পাত্রকে উপেক্ষা করিয়াও কন্যার নির্ব্বাচিত এবং উভয়ের মনোঽনুকূল সম্বন্ধই স্থির করিবেন। (৬) কায়স্থ সমাজ ক্ষত্রিয় পরিচয়ে পরিচিত হইতে অধিকারী, তাঁহারা ভীষ্মবাক্য কে অগ্রাহ্য করিবেন কিরূপে ? ক্ষত্রিয় অথবা বীর কদাপি ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন না। আমরা আশা করি, শ্রীভগবান্ আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থকুলকে অজ্ঞান ও মোহান্ধকার হইতে সত্যের আলোকে লইয়া যাউন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হউক "সত্যোনাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ" এই বাণী সার্থক হউক।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

---

(৬) শিষ্টানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ধর্ম্ম এষঃ সনাতনঃ।
আত্মাভিপ্রেত মুৎসৃজ্যকন্যাভিপ্রেত এব যঃ ॥৫॥
অভিপ্রেতা চ যা যস্য তস্মৈ দেয়া
গান্ধর্ব্বমিতি তৎ ধর্ম্মং প্রাহুর্বেদঃ বিদোজনাঃ ॥৬॥
মহাভারতে, অনুশাসনপর্ব্বে ৪৪ অধ্যায়

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি পঞ্চম প্রস্তাব)

ইহা ধ্রুব সত্য যে যাঁহারা কায়স্থ সভার মঙ্গলাকাঙ্খী একমাত্র সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের কর্ত্তৃত্ব ও শক্তি দ্বারা কলিকাতায় বঙ্গীয় কায়স্থ সভা মন্থর গতিতে ক্ষয়রোগীর মত নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে থাকুক ইহা তাঁহাদের সঙ্কল্প নহে। মিত্র মহোদয়ের ন্যায় শত শত

শক্তিধর পুরুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও কর্ম্ম-তৎপরতা যারা অব্যাহত ভাবে কায়স্থসভার পুষ্টি সাধিত হউক ইহাই তাঁহারা ইচ্ছা করেন।—"সমানামপি দ্রব্যানাং সংহতি কার্য্য সাধিকা" সুতরাং বহু কায়স্থের সংহতি শক্তি যে মিত্র মহোদয়ের ব্যক্তিগত শক্তি অপেক্ষা সভার প্রকৃত মঙ্গল সাধনের উপযোগী এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

সত্য বটে কায়স্থ সভার বার্ষিকাধিবেশনে কতিপয় কায়স্থ দূর দেশ হইতে আসিয়া ২।১ দিনের জন্য উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। কিন্তু এই সকল মহাত্মাগণের সাহায্য সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ কোন প্রকারেই গ্রহণ করেন না। ইঁহারা ২।৪ দিবস সভার সহিত মিশামিশি করিয়া সভার আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করেন। সভার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না। যে সকল কায়স্থগণ উপস্থিত হন তাঁহারা যদি বিশেষ মনোযোগের সহিত সভার অবস্থা পরিদর্শন করিতেন তাহা হইলে সভার অবস্থা উন্নত হইত সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি বর্ত্তমান সময়ে সভার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য প্রচা এই প্রচারাভাবে কায়স্থের মুখ্য কার্য্য শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে! উপনয়নের বিস্তৃতি আমরা দেখিতে পাই না, যাহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন তাহারাও যেন উহার গুরুভারে অবনমিত। স্বজাতি বিদ্বেষ ব্রাহ্মণাভাব তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট দিতেছে। "ক্ষতঃ তৎত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়" ইহা যেন তাঁহাদিগের নিকট স্বপ্নরাজ্যের কল্পিতবাণী, ফলতঃ যিনি আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন না তিনি সমাজকে কিম্বা ব্যষ্টিভাবে নরনারীকে বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার করিবেন? যজ্ঞোপবীত ধারণ মাত্রেই তৎসঙ্গে কায়স্থের কতগুলি দায়িত্ব আসিয়া পড়ে তন্মধ্যে স্বপক্ষীয় পুরোহিত বর্গকে রক্ষা করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য মধ্যে বিশেষ পরিগণিত হয়। এই ব্রাহ্মণ রক্ষাকল্পে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। অনেক অবস্থাপন্ন কায়স্থ মহোদয়গণ এবং রাজন্যবর্গ অদ্যাপি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদিগের সাহায্য কপর্দ্দক ও স্বপক্ষীয় লাঞ্ছিত অর্থশূন্য ব্রাহ্মণগণ পাইতেছেন না। ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে।

৩। অদ্যাবধি কাকিনা, পাইকপাড়া নশ্বাইল, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বিশাল সমাজের বহুস্থান, সুবর্ণ টাকী সমাজ সকলেই যেন কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণে উদাসীন। এই সকল সমাজে অনেক সুবিদ্বান দেশহিতৈষী কায়স্থগণ রহিয়াছেন, তাঁহারা কি মনে করিয়া দ্বিজত্ব গ্রহণ করিতেছেন না আমরা জানিনা। কায়স্থ যে দ্বিজাতি তাঁহারা বেশ জানেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, সমাজে আমাদের যথেষ্ট মান সম্ভ্রম আছে। যজ্ঞোপবীত লইবার কি প্রয়োজন? কেহ কেহ বলেন যে আমরা পঞ্চম বর্ণ কায়স্থ এই সকল উন্মত্ত প্রলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদিগের বহুমূল্য সময় এবং বর্ত্তমানে দুর্ম্মূল্য কাগজ অপব্যয় করিতে চাহি না। টাকী সমাজে শ্রীযুক্ত গোপতিনাথ রায় এবং বহরমপুর সমাজের শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় কলিকাতা সমাজে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এবং ভবানীপুর সমাজের শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত

যোর দুর্ভিক্ষার প্রমুখ অনেক কায়স্থ নিরুদ্ধ ভাবে অথবা পুরাচারে নিমজ্জিত থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিতেছেন নিজের জন্ত সমাজের জন্ত এই সকল ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা নিরন্তর অরুন্তুদ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া কায়স্থ সমাজের নেতৃগণ সম্বন্ধে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

৪। কায়স্থ সভার নিয়মানুসারে চারি সম্প্রদায়ের কায়স্থের মধ্য হইতে প্রত্যেক বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু উত্তর রাঢ়ীয় বরেন্দ্র এবং বঙ্গজ এই তিন শ্রেণীর মধ্যে লোকান্তর প্রযুক্ত সভার কর্ণধার শ্রীযুত মিত্র মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুত শরৎকুমার মিত্র মহোদয় আজ ৬।৭ বৎসর ক্রমাগত সম্পাদকীয় আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। আমাদের বোধ হয় কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া কায়স্থসভার এই নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই জন্ত অন্ত তিন সম্প্রদায়ের কাহারও অসন্তুষ্টি ঘটিলে তাহাতে কায়স্থ সভার বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং আমরা সভার নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছি এই বিষয় সম্বন্ধে কাহারও অন্তঃকরণে কোন প্রকার ক্লেশ না হয় তাহার উপায় সময় থাকিতে করিবেন।

৫। কায়স্থ সভার তহবিলে আদায়ি চাঁদা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে অর্থ মজুত আছে। আজকাল বহু ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সম্ভাবনা। কতকগুলি ইতিমধ্যেই ফেল হইয়াছে দেখিয়া কায়স্থ সভার অর্থ নষ্ট না হয় এই জন্ত সুদ দিতে স্বীকার করিয়া সভার সঞ্চিত অর্থ শরৎ বাবু নিজেই কর্জ্জ লইয়াছেন। বিগত ১৩২১ সনে সভার দ্বাদশ বার্ষিকাধিবেশন ৭ই ও ৮ই আষাঢ় এবং ত্রয়োদশ বার্ষিকাধিবেশন বিগত ২০শে ও ২১শে চৈত্র যথাক্রমে হাওড়া এবং বগুড়া নগরে হইয়াছিল। ত্রয়োদশ অধিবেশনের সম্পাদক মহাশয়ের আয় ব্যয় হিসাব প্রতিভার উক্তিতে দেখিতে পাই উহাতে কিছুমাত্র বুঝা যায় না। প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় যাহা বুঝিতে পারেন নাই তাহা অবশ্য অন্যোন্নত বুঝিবার কথা নহে। তদন্তর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় বগুড়ায় যে আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়াছিলেন তাহা হইতেও সভার আর্থিক অবস্থা ঠিক বুঝা যায় না। এইস্থানে পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে বিগত ১৩২১ সনে কায়স্থ সভার দুটী অধিবেশন হয় ১টী আষাঢ় মাসে ও অপরটী চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসের আয়ব্যয় সম্বন্ধে ১৩২১ সনের চৈত্র সংখ্যায় আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা মন্তব্য করিতেছেনঃ- "চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত না হইলে কায়স্থ বালকদিগের সংস্কৃত এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য ১টী টোল এবং কায়স্থ বিধবা দিগের সাহায্যার্থে অর্থ ব্যয় করা হইবেক না। এই প্রকার মন্তব্য নিতান্ত হাস্য জনক। প্রচুর অর্থ হইলে কার্য্যারম্ভ সন্তরণ শিক্ষান্তে জলাবতরণের ন্যায় নিতান্ত উপহাস্য অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ না করিলে অর্থ বৃদ্ধি হইবার আশা করা যায় না। কায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দেববর্ম্মা মহাশয় সহরের লোক মফঃস্বলের সংবাদ বেশী রাখেন না, তিনি মনে করেন কায়স্থ মাত্রেই বুঝিয়াছেন যে তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এই প্রকার ধারণা

সম্পাদক মহাশয়ের অপিচ কায়স্থ সভার ১টী বিশেষ ভুল। ইঁহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। পল্লীবাসী অনেক কায়স্থের এখনও দৃঢ় ধারণা আছে যে কায়স্থ শূদ্র জাতি এমন কি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া উঠিবেন তাঁহার নাম শ্রীরামচরণ বসু দাস কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি বিদ্রুপ করিয়া থাকেন। প্রচার সম্বন্ধে কায়স্থ-সভার নিশ্চেষ্টতা ও কৃপণতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি।

৬। মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন ১ জন প্রচারক নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখন ও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই কায়স্থ সভার জন্য ১টী গৃহ নির্ম্মাণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যে টাকা গৃহ নির্ম্মাণের বাবদ সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে আছে তদ্দারা ১খণ্ড ভূমি খরিদ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে ক্ষতি কি। সংস্কৃত এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য ১টী চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে ক্ষতি কি। অনাথা কায়স্থ বিধবাদিগের সাহয্যার্থে কিছু কিছু ব্যয় করিলেই বা ক্ষতি কি। আমাদের মনে হয় এই সকল সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমেই অর্থ সঞ্চয় হইয়া থাকে।

৭। মিত্র মহোদয় শক্তিধর পুরুষ বলিয়াই আমরা তাঁহাকে লোকের আপত্তির দিকে মদীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জগতে মহাত্মা ব্যক্তিরাই ত্রুটি সংশোধন করিতে ইচ্ছা করেন এবং ত্রুটি প্রদর্শনকারী দিগকে পরমাত্মীয় মনে করেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই— কর্ম্মবীর মনীষিবর্গ অনুগত ব্যক্তি দিগের নিকট হইতে প্রকৃতি পুঞ্জের প্রকৃত তথ্য প্রাপ্তির আশা করিতে না পারিয়া উক্তকার্য্য স্বাধীন চেতা স্পষ্ট বাদী দুর্ম্মুখ গণের উপর নির্ভর করিতেন।

৮। নড়াইলের স্বনাম ধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর মহোদয় আজ প্রায় ১৭ৎসর যাবত কায়স্থ সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। যদিও এই সময়ের মধ্যে কায়স্থ সভার উন্নতি কল্পে বিশেষ কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই তথাপি যে সকল কার্য্যের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে সুফল ফলিবে এইরূপ আশা করা যায়। তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজের শ্রুতি স্মৃতি ও বেদান্তের চতুষ্পাঠী বিভাগে কায়স্থ শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের জন্য অবারিত দ্বার পাইতে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা কায়স্থ জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও উক্ত রায় বাহাদুর সৎসাহসের সহিত অদ্যাপি উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন নাই তথাপি সুবিখ্যাত নড়াইল জমিদার গণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে একমাত্র তিনিই কায়স্থ সভার কার্য্য হস্তে লইয়াছেন বলিয়া আংশিক ভাবে তাঁহার সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

৯। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল কর্ম্মবীর সদাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কায়স্থ সভায় সম্পাদকীয় আসনে নিযুক্ত ছিলেন এবং কায়স্থ সভার জন্য অক্লান্ত

পরিশ্রম করিতেন সুতরাং তিনি কায়স্থ জন সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

১০। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সদস্য এবং সেক্রেটারী মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর একজন নামজাদা সিভিলিয়ান। তিনি বিলাত প্রত্যাগত হইয়াও উপনীত কায়স্থ। আমরা এস্থলে তাঁহার মহানুভবতার কিঞ্চিত উল্লেখ করিয়া পাঠক বর্গকে দেখাইতেছি। এইরূপ স্বজাতি বৎসল মহামনা ব্যক্তি দিগের যে কার্য্যে সংশ্রব থাকে তাহাতে লোকে শ্রদ্ধাবান হয়, এবং দশ জনের শ্রদ্ধার জন্য সেই অভিপ্সিত কার্য্য অচিরে সুসম্পাদিত হয়। তিনি যখন রংপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে সেই প্রদেশের কায়স্থ সমাজে সংস্কারের আন্দোলন যথোচিত ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল এবং বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভার নবম বার্ষিক অধিবেশন রংপুরে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহার সদ্ব্যবহারে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন এবং অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

১১। বিশ্বদূত নামীয় সুবিখ্যাত সংবাদ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় কায়স্থ সভার কার্য্যে যথাসাধ্য যত্ন লইতেছেন দেখিয়া আমরা আনন্দ বোধ করিতেছি। কন্যা বিবাহে পণ প্রথার মূলোচ্ছেদন করিতে তিনি যে আন্দোলন তাঁহার বিশ্বদূত পত্রে করিতেছেন তদ্বারা তিনি বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্যে সহানুভূতি করিতেছেন এবং ঐ জঘন্য প্রথার বিনাশ কামনায় তিনি নিজে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নিজ ব্যয়ে তাহা প্রকাশিত করিতেছেন। আমরা এই স্বজাতি বৎসল কায়স্থ মহাশয়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘ জীবি করুন।

১২। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় সুদীর্ঘ কাল যাবত কায়স্থ সভার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং উক্ত সভার অধিবেশন সমূহে তিনি নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকেন। সুতরাং স্বজাতির জন্য তিনি তাঁহার সময় অকাতরে ব্যয় করিতেছেন বলিয়া তিনি কায়স্থ সমাজের ধন্যবাদার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎবাবু উৎসাহশীল যুবক বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্যবান সারদা বাবুর পুত্র, তিনি কায়স্থ সভার জন্য অবৈতনিকভাবে যেরূপ অকাতরে সময় ব্যয় করিতেছেন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। শরৎবাবু কায়স্থসভার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন করেন তজ্জন্য যাতায়াত ব্যয় পড়িলেও কায়স্থ সভার পক্ষে তাহা ভবিষ্যতে লাভকর হইবে মনে করাই সঙ্গত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যাতায়াতের ব্যয় লোকে অনর্থক বলিয়া মনে না করেন এবং ভবিষ্যতে সমালোচনায় অনর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় তৎপ্রতি শরৎকুমার বাবুর বিশেষ লক্ষ্য থাকাই সম্ভব এবং হয়ত সেই জন্য তিনি এমন কোন কার্য্যের সূত্রপাত করিতেছেন যাহার সুফল অচিরে কায়স্থ গণের দৃষ্টিভূত হইয়া এইরূপ ব্যয় কে তাহারা সার্থক মনে করিতে পারিবেন। আমরা কিন্তু সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। (ক)

(ক) বঙ্গীয় কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কিম্বা অন্যান্য স্থানের

১৩। বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আজ এক বৎসর হইল তাঁহার এইপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিশেষ কোন কার্য্য করিয়া কায়স্থ সভার মঙ্গল করিতে পারেন এইরূপ বাসনা যে তাঁহার জাগিয়াছে আমরা কোন কোন ঘটনায় তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি তদীয় স্বর্গগত পিতৃদেবের ন্যায় স্বজাতির বিপদাপদে সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত, তিনি বহুদরিদ্র কায়স্থ সন্তানকে বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় দান করেন সুতরাং কেবল বাক্যদ্বারা কায়স্থ সভার কার্য্যে সহানুভূতি না করিয়া কার্য্যেদ্বারা কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য পালন করিতেছেন। উপবীত গ্রহণের জন্য তাহার একান্ত অভিলাষ আছে বটে কিন্তু কি উপায়ে কলিকাতায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ দশ জনের সহিত একত্রে উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহার কোন সুব্যবস্থা হইতে পারে কিনা এইরূপ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে আমাদের বিশ্বাস। তিনি সাধুশিষ্ট কর্ম্মপুরুষ কায়স্থ সভার মঙ্গলার্থে কতিপয় কার্য্য করার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে জাগিয়াছে বটে, তজ্জন্য আমাদের প্রার্থনা এই যে তাঁহার কার্য্য কাল আর এক বৎসরের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হউক। সদাশয় ব্যক্তিগণের প্রাণের ইচ্ছা ফলবতী করিতে হইলে এক বৎসর মাত্র সময় যথেষ্ট নহে। (খ)

১৪। কলিকাতার শোভাবাজার রাজবাটীর কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ এবং পুত্রগণের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্যে যেরূপ সহানুভূতির পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহাদিগকে শতমুখে প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। কলিকাতার অধিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় রাজন্যবর্গ এবং জমিদারগণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ সকলে যে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের বল অতুলনীয় মনে করিতে হইবে। উক্ত কুমার বাহাদুরের স্বর্গীয় পিতৃদেব রাজা উপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সুরসিক, সুপণ্ডিত এবং সুলেখক ছিলেন। তিনিও উপনয়ন গ্রহণ করিয়া তদীয় হৃদয়ের অমিত সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কুমারগণ তাঁহার আদ্যকৃত্য সুসমারোহের সহিত ত্রয়োদশাহ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতার ন্যায় মহানগরে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সুযোগ পাইতেছেন না এইরূপ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা সত্য হইলে বড়ই লজ্জাকর এবং হাস্যজনক ব্যাপার। যে সম্পাদক মহাশয় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে সুযোগ পান না তাঁহার চেষ্টায় কায়স্থোপনয়ন বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। সে যাহা হউক তিনি, কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিবার জন্য আর এক বৎসর কাল সময় দিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই।

সম্পাদক।

সভা সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইলে কায়স্থসমাজের পক্ষ হইতে সেই সেই সভায় যোগদান করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল ব্যয় অপরিহার্য্য। সম্পাদক

(খ) বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক।

সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা কলিকাতার সমস্ত রাজা ও জমিদারদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা অচিরে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন।

১২। কায়স্থসভার ইতিবৃত্তে এই স্থলে একজন মহোৎসাহী অক্লান্ত পরিশ্রমী ১টী সুপণ্ডিত কায়স্থের নাম উল্লেখ করিতেছি। ইনি আমাদের পরম বন্ধু বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী। কায়স্থ সভার কার্য্যে ইহার যে কি পর্য্যন্ত উৎসাহ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শেষ করিতে পারি না। ইনি বহুদিন হইল উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহার পর হইতে কায়স্থ সভার জন্য তিনি যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। কায়স্থ সভার এমন কোন কার্য্য নাই যাহার জন্য তাঁহার অত্যধিক পরিশ্রম করিতে না হয়। ইনি সুপণ্ডিতও বটে 'বস্তু রিক্তহস্ত, কায়স্থ সভা ব্যতীত জগতে ইহাকে সাহায্য করার উপযুক্ত কোন লোক নাই। ইনি 'কায়স্থ পত্রিকা' লেখেন এবং কায়স্থ সভার ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা। ইনি একাধারে কর্ম্মী ও শাস্ত্রজ্ঞ। শ্রীভগবান ইহার দেহ সুস্থ রাখিয়া ইহাকে দীর্ঘজীবি করুন। (গ)

টাকীর সুবিখ্যাত গুহবংশে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয় কায়স্থ সভার পরম হিতৈষী বন্ধু। সর্ব্বপ্রথম কায়স্থসভা হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনে ইনি যোগদান করিতেছেন। তিনি সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতা কায়স্থ সভার প্রতি তাঁহার অনুরাগের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছে। ইনি কায়স্থ সভার চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস।

(গ) শাস্ত্রী মহাশয়ের নবাবিষ্কার "কায়" অভিমত কায়স্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতীয় জাতি সকল ব্রহ্মার বিরাট দেহ হইতে সমুৎপন্ন। কোন রাজা কিংবা দেশ হইতে ভারতীয় কোন জাতির উৎপন্ন হয় নাই। "ব্রহ্ম কায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।" ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্ভূত কায় নামক জনপদ হইতে যাহাদিগের উদ্ভব তাহারাই কায়স্থ জাতি। উক্ত শ্লোকাংশ পদ্মপুরাণান্তর্গত উহার প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মার কায় হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া তিনি (শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব) কায়স্থ নামে অভিহিত হন। ইতি সম্পাদক

৺ ব্রজনাথ মজুমদার।

(জন্ম ১২৪৯ মৃত্যু ১৩২২)

ঐ যে সযত্ন রক্ষিত গোলাপ গুচ্ছে কেমন সুন্দর সুন্দর পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। উহাদের শোভায় উদ্যান উদ্ভাসিত। গন্ধবহ আনন্দ হিল্লোলে সুগন্ধ বহন করিয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। পুষ্পগুলি যেন বাগানের অপর অপর কুসুমনিচয়ের প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া নিজ গৌরব প্রকাশ করিতেছে। যিনিই বাগানে প্রবেশ করিতেছেন তিনিই গোলাপগুচ্ছের লাবণ্যে ও সুবাসে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে উহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন এবং উহাদের স্তবক রচনা করিয়া নিজ কণ্ঠে ও মস্তকে ধারণ করিতেছেন। স্নেহের ও প্রেমের পাত্র পাত্রীকে উহা উপহার দিয়া অনন্ত স্নেহ ও প্রেমের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন। উহারা কত বিলাসী ও বিলাসিনীর অনুপম বিলাসের সামগ্রীরূপে পরিণত হইতেছে। উহারা সংসারললামভূতা সুন্দরী ললনাদের শিরোভূষণ রূপে পরিণত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উহাদের ইষ্টদেবতার পদে অর্পণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেছেন। পবনদেব উহাদের বাস মাখিয়া দিগদিগান্তরে উহাদের অনুপম সৌরভরাশি বিকীর্ণ করিতেছেন। বরুণদেব আনন্দ সহকারে উহাদের সুশাস শীকর ধারণ করিয়া কি এক উল্লাসের তরঙ্গ তুলিয়া যেন বিলাস রসে চতুর্দ্দিক সিক্ত করিতেছেন। সকলের মুখে উহাদের গৌরব, উহাদের নির্য্যাসে সংসারে কত বিলাস তরঙ্গ উত্থিত করিবে তাহা গণনা করা যায় না। কিন্তু ঐ যে নিভৃতে লোকালয় হইতে সুদূরে মানব সমাগম শূন্য অরণ্যে স্বচ্ছন্দভাবে গোলাপগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে উহাদের শোভা, উহাদের সৌন্দর্য্য, উহাদের স্বভাবজাত বিমল প্রভাও উহাদের সুগন্ধ উদ্যানজাত গোলাপগুলি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। উহাদেরও সৌন্দর্য্য ও বিমল প্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইতেছে। উহাদের সুবাস বায়ুহিল্লোলে মিশিয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। উহারা পবিত্র তুলসী বৃক্ষের তলায় দেউটীবৎ বা নীল নভস্তলের প্রাভাতিক নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে কিন্তু এই শোভা দেখিবার লোক কেহ নাই। এই অতুল সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবার কোন পাত্র নাই। উহাদের দ্বারা কোন কোন ফুল্ল কুসুম বিনিন্দিত রমণীর কবরী শোভিত হইবে না। ইহাদের দ্বারা কোন প্রেমিক যুগল বিলাস-তরঙ্গে তরঙ্গিত হইবে না। উহারা নব দম্পতীকে বিমোহিত করিবার অবকাশ পাইবে না। উহাদের সুগন্ধে বিলাসিনীর অঙ্গ সুবাসিত করিয়া গন্ধবহকে উল্লাসে নাচাইবে না। উহারা সাদরে দেব চরণে অর্পিত হইবে না। ইহা

স্মরণ করিয়াই প্রসিদ্ধ আমেরিকার কবি নিভৃত সমাধিস্থানে বসিয়া মহা আবেগে গাইয়াছেন :—

'Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear :
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desertair.'

অর্থাৎ কত শত বিমল জ্যোতিসম্পন্ন মণিরত্ন অতলস্পর্শী সাগরের তমসাচ্ছন্ন গুহামধ্যে লুকায়িত রহিয়াছে কত শত সুগন্ধ পুষ্পরাজি জনশূন্য মহারণ্য মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। শিক্ষা ও সুযোগে আমরা জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রাস বিহারী প্রভৃতিকে পাইয়াছি! কিন্তু ইঁহারাই যদি সুদূর পল্লীতে অবস্থিত হইতেন এবং প্রতীচ্য শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ না পাইতেন তাহা হইলে কি তাঁহাদের অতুল্য প্রতিভা এমত ভাবে বিকাশ পাইত। এইরূপ কত শত প্রতিভাশালী ব্যক্তি সুদূর অপরিজ্ঞাত পল্লিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বা তৎ সন্নিহিত স্থলে আপন আপন প্রতিভা বিকাশ করিয়া শিক্ষিত জগতের অজ্ঞাতে নিজ কর্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

ঐ যে নিরক্ষর কৃষক নিজ ভূমিখণ্ড রক্ষার্থে নিজ রক্ত দানেও বিমুখ হইতেছে না সে যদি সমুচিত শিক্ষালাভ করিতে পারিত এবং ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত স্থানে পতিত হইত তবে কি সে একজন প্রসিদ্ধ সৈনিক পুরুষের কার্য্য অনায়াসে শেষ করিতে পারিত না। যে নিজের সামান্য স্বত্ব রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে সে জন্মভূমি বা রাজার জন্য অনায়াসেই জীবন দান করিতে সমর্থ হইত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ঐ যে অল্প শিক্ষিত পল্লীবাসী ভদ্রলোকটি অতি বিচক্ষণতার সহিত নিজ সামান্য সম্পত্তির সুশৃঙ্খলা সাধন ও উন্নতি বিধান করিতেছেন, উহার বৈষয়িক জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া পল্লীবাসীগণ বিস্মিত হইতেছেন, তিনি যদি আশানুরূপ শিক্ষা ও সুবিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র পাইতেন তাহা হইলে কি তিনি উচ্চ সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ কার্য্যকুশল রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন চাণক্য রাজ সংসারের সহিত জড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ তাঁহার নামে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বলিত হইতেছে। নগণ্য কৃষকবালা জোয়ান অব আর্ক অবস্থা বিপর্য্যয়ে আজও প্রচ্ছন্ন তেজের মহিমা বিকাশ করিয়া সমস্ত সভ্য জগৎকে বিমোহিত করিতেছে, বালীরাজ ভয়ে ঋষ্যমূখ গুহাবাসী সুগ্রীব অনুচর মহাসুতা প্রচণ্ড বিক্রম হনুমান যদি লঙ্কাসমরে সংশ্লিষ্ট না হইতেন তাহা হইলে তাহার এই জগৎবিস্ময়কর তেজের বিকাশ পাইত না। এইরূপ রত্নাকরতলশায়ী রত্ন আবিষ্কারের ন্যায় যখন কোন পল্লী প্রতিভার পরিচয় শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ পায় তখনই শিক্ষিত সমাজ ভক্তি ও বিস্ময় রসে আপ্লুত হইয়া থাকেন।

আজ একটী সুদূর পল্লীবাসী কায়স্থ কর্ম্মবীরের জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান

করিব। তাঁহার জীবনে আড়ম্বর ছিল না, তাঁহার প্রতিভায় কোন উচ্চ শিক্ষিত সমাজ আলোকিত করে নাই। তিনি নিভৃত কুসুমবৎ তাঁহার প্রতিবাসী মণ্ডলী ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে নিজ প্রতিভা বিস্তার করিয়া ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার প্রতিবাসীগণ কাঁদিয়াছে। তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ পিতৃহারা হইয়াছে। আজও তাঁহার নামে তাঁহার প্রজাবর্গ কি এক সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

এই ব্যক্তির নাম ব্রজনাথ মজুমদার যশোহর জেলার অন্তর্গত শৈলকুপা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺রাধানাথ মজুমদার একজন কায়স্থ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন তাঁহার সুললিত ধর্ম্মময় জীবন বৃত্তান্ত লোকমুখে এখন ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে তৎকালে তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত সুশীল ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি গ্রামের ভিতর বড় দৃষ্ট হইত না। তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও পার্শী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন তাহার পাচটি পুত্র হয়, চারিটি পুত্র তাঁহার জীবিত অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। এই ব্রজনাথই তাহার কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১২৪৯ সালের মাঘমাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২২ সালের ভাদ্রমাসে ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন।

ইনি ধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ অতিথি বৎসল, পরিশ্রমী ও অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাহার ন্যায় সমদর্শী ও ন্যায়বাদী লোক [illegible] দৃষ্ট হয় না। তিনি যুক্ত পরিবারের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাহার চরিত্রের আশ্চর্য্য ও অসাধারণ গুণ এই ছিল যে তাহার পরিবার ভুক্ত ২৫।২৬ জন লোক ছিল কিন্তু কেহই বুঝিতে পারিত না যে তিনি কাহাকে অধিক স্নেহ করেন আর কাহাকে বা অল্প স্নেহ করেন। তাহার সমদর্শিতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

তাহার কর্ম্মময় জীবন তরী সংসারের বহু ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছে কিন্তু কোন বিপদই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। দুষ্টের দমন করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ বিষয়ে অর্থ বা পরিশ্রমের দিকে তিনি কখনও দৃক্‌পাত করেন নাই। কোন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে যুক্ত পরিবারের কর্ত্তাকে ষ্টীলের তরবারীর ন্যায় নমনীয় গুণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক তাহার জীবন ইহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল ছিল। শৈশবেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সেইজন্য শৈশব কাল হইতেই তিনি মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। সংসারের অধিকাংশ কার্য্য তাহার প্রায় নিজের স্বহস্তে করিয়া লইতে হইত। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাহার অগ্রজগণ সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি কেবল নূতন বিবাহ করিয়াছিলেন। ইতঃপুর্ব্বে সংসারের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয় নাই। এখন যেন তিনি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। স্কন্ধে একটী বিধবা ভগ্নী ও অগ্রজের বিধবা পত্নী ও তাহার তিন চারিটী শিশু পুত্রকন্যার পালনের ভার পড়িল। তিনি জীবনে কর্ত্তব্য পালনে কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই এখন তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে ভ্রাতার পুত্র-কন্যাদিগের লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাহার

মেহে তাঁহারা কখনও পিতার অভাব অনুভব করিবার অবকাশ পায় নাই।

তিনি যথা শাস্ত্র পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করিয়া বিষয় কার্য্য সুশৃঙ্খল করিতে প্রবৃত্ত হন,সেই সময় তাঁহার ধর্ম্মশীলা ও বুদ্ধিমতী ভ্রাতৃবধূ সংসারের অভ্যন্তরীণ কার্য্যে ভার গ্রহণ করিয়া এবং বৈষয়িক ব্যাপারেও তিনি যথা সাধ্য পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এই প্রকার কিছু দিন অতি শান্তির সহিত তাঁহার সংসার কার্য্য চলিয়াছিল। তাঁহার অগ্রজের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীও যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। উক্ত যুবকের কার্য্য তৎপরতা ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। ভগবানের লীলা মানব বুদ্ধির অতীত। সুন্দর বসন্ত কালের নির্ম্মল আকাশ মণ্ডলেও অকস্মাৎ কাল মেঘের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেইরূপ সেই আনন্দ পূর্ণ সংসারে কাল ওলাউঠা দেখা-দিল, তাহার সেই ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীটী অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইল। শোকে একান্ত কাতর হইয়া তাঁহার সাধ্বী ভ্রাতৃবধূ ও অল্পদিনের মধ্যে কাল গ্রাসে পতিত হইলেন তাঁহার পারিবারিক কার্য্যে ও নানা অসুবিধা ঘটিল। শোকে ও নিরাশায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। বিপদ কখন একা আইসে না সেই সময় তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ মকদ্দমার সৃষ্টি করিল, এমন কি তাঁহার বাস্তু বাটীর কতকাংশ বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। তিনিও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর পুরুষের ন্যায় তাহাদের সমুচিত বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া একদিন রাত্রে তাঁহার বাস গৃহে অগ্নি প্রদান করিল, এবং সমস্ত অসবাব পত্রের সহিত তাঁহার গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই সময় জ্ঞাতিদের প্ররোচনায় নানা স্থলে তাঁহার প্রজাগণ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এবং তাঁহাকে তাঁহার ভূমি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। এইরূপ মহা বিপদে পতিত হইয়া ও তিনি একদিনের জন্ম নিরুৎসাহ কি ভগ্নোদ্যম হন নাই। তাঁহার বীর হৃদয় কখন কাহার নিকট ন্যূনতা স্বীকার করে নাই। তিনি ন্যায় পথে থাকিয়া সকলকেই কালে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি শত্রুগণ বহু লোকজন সমভিব্যাহারে তাঁহার ভূমি হইতে বল পূর্ব্বক শস্য অপহরণ করিতে আসিয়াছে আর তিনি অকুতোভয়ে তাঁহার সামান্য কয়েকজন মাত্র প্রভুভক্ত প্রজার সহিত শত্রু পক্ষের সেই অসাধু চেষ্টা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ ভূমির শস্যাদি তাহাদের সম্মুখ হইতে লইয়া আসিয়াছেন। তখনকার তাঁহার সেই বীরোচিত তেজপূর্ণ মূর্ত্তি বড়ই বিস্ময় কর। তাঁহার সম্মুখে তাঁহার শত্রুগণ যেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যাইত। ইতিহাসে পড়িয়াছি ফরাসী রাজার অগণিত সৈন্যের সম্মুখে মহাবীর নেপোলিয়ন তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শত্রুর সম্মুখে নিজবক্ষঃ পাতিয়া দিয়াছেন, আর ফরাসী অনিকিনী vive le empereur বলিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। আবার আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এই পল্লীবীর সামান্য কয়েক জন লোক সহ নিজে বিদ্রোহী বহু

প্রজার মধ্যে যাঁহারা পড়িয়াছেন আর বিদ্রোহী প্রজার অধিকাংশই "কর্ত্তা সেলাম" বলিয়া তাঁহার দলে মিশিয়া পড়িয়াছে এবং অপর শত্রুগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার বীরোচিত কার্য্য অবলোকন করিয়াছে।

ক্রমে রাজবিচারে তিনি সমস্ত শত্রুকেই পরাভব করিয়া নিজ সম্পত্তি উদ্ধার করিলেন শত্রুগণ একে একে বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাঁহার উদার হৃদয় শত্রুদের সমস্ত শত্রুতা ও অসামান্য অত্যাচার ভুলিয়া গেল। তিনি তাঁহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলেন। মকদ্দমার খরচা ও ভূমির অপহৃত শস্যের মূল্যের যে সমস্ত ডিক্রী পাইয়াছিলেন তাহা হইতে বহু পরিমাণ তিনি তাহা দিগকে অব্যাহতি দিলেন। সেই সময় একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে যাহারা তাঁহার উপর এত অত্যাচার ও ক্ষতি করিয়াছে, এমন কি তাঁহারা সুবিধা পাইলে তাঁহার প্রাণ-সংহার করিতে ও ক্ষান্ত হইত না, তাহাদের সহিত এত উদার ব্যবহার করা তাঁহার উচিত হয় নাই,তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে আমাদের শাস্ত্রানুসারে অনুগতকে প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ। যাহারা আত্ম দোষ বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে তাঁহাদের পূর্ব্ব কার্য্য স্মরণ করা হিন্দুর অকর্ত্তব্য।

কালে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সাংসারিক কার্য্যের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা দেখিয়া তাঁহার পদে তাহারা সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল। তাঁহার কর্ম্মকার্য্য ও ন্যায়পরতা ও সাধু ব্যবহারে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং পরিচিত সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে নিজ নিজ পিতার ন্যায় দর্শন করিত ও তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার অনেক প্রজাকে সকরুণ বিলাপ করিতে দেখিয়াছি।

এইরূপ ভক্তি অর্জ্জন অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে, এরূপ মৃত্যু সকলেরই বাঞ্ছনীয়। তাঁহার সংসারস্থ সমস্ত ব্যক্তিকেই তিনি হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। গতবৎসর বৈশাখ মাসে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্নীর মৃত্যু হয়। পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির পত্নীগণকে তিনি নিজ আত্মজার ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং তাহারাও তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। অকালে শিশুপুত্র ও কন্যা রাখিয়া বধূটীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্নেহপ্রবল হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি নিজে শৈশবে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, মাতৃহারা বালক বালিকা দেখিলে তাঁহার হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া যাইত। এক্ষণে শিশু পুত্র ও কন্যারা এরূপ মাতৃ হারা হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় যেন একবারে ভাঙ্গিয়াগেল। তিনি ব্যথা যথা সাধ্য গোপন করিয়া মহোৎসাহে কল্যাচারে তাহার পারত্রিক কার্য্য নিজ তত্ত্বাবধানে শেষ করেন। কিন্তু বাহ্য ভাবে তিনি যতই শোক গোপন করুন না কেন, তাঁহার কোমল হৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না। ঐ শ্রাদ্ধ কার্য্যের পর দিনই তাহার বুকে অত্যন্ত বেদনা হইল, চিকিৎসকের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে

তাহার প্রাত্যহিক অভ্যাস হইয়াছে। ছয় মাস পর গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ৭২ বৎসর বয়সে পুত্র, কন্যা, পত্নী, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের যথোচিত উপদেশ দিয়া সজ্ঞানে ভগবানের গুণ কীর্তন করিতে করিতে শান্তির ক্রোড়ে শায়িত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার তাৎকালিক পারত্রিক কার্য্য সম্বন্ধ কি প্রকারে করিতে হইবে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা তাঁহার জীবনের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শেষ করিব।

একদিন তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের কয়েকটী শিশু কন্যা একত্র খেলা করিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন বলিল ঠাকুর দাদা আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন, তাহা শুনিয়া তাহারা প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল "আমার ঠাকুর দাদা আমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন তোমাকে আমার ন্যায় ভাল বাসেন না" এই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য সকলেই ঠাকুর দাদার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। এবং প্রত্যেকের আরজিই নিজ নিজ বক্তৃতার সহিত ঠাকুর দাদার সেরেস্তায় দাখিল হইল। ঠাকুর দাদা হাসিয়া কয়েকটী কমলা লেবু বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন যে "বল দেখি তোমারা কোন্ কমলাটী অধিক ভাল বাস?" তাহারা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল যে এই সকল গুলি কমলাই ত আমরা সমান ভাল বাসি, ঠাকুর দাদা বলিলেন "আমিও এই কমলা গুলির মত তোমাদের সকলকেই সমান ভালবাসি।" তখন শিশু গুলি প্রত্যেকেই এক একটী কমলা, লইয়া আনন্দে বলিতে লাগিল "ওরে আমরা সকলেই ঠাকুর দাদার কমলা।"

তিনি বাটীর বধূগণ ও তাহাদের পুত্র কন্যাগণকে তুল্য ভাবে বসন ভূষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। যদি কোন প্রকারে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিজ কার্য্যে কখন এরূপ ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই।

যখন প্রথমে কায়স্থ সমাজে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে তিনি যেরূপ ব্রাহ্মণ ভক্ত তাহাতে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া উপনয়ন সমর্থন করিবেন না। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত এবং কায়স্থের উপবীত গ্রহণ যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য কয়েক ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করেন এবং সামান্য কথোপকথনের পর তিনি বলেন যে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত সে বিশ্বাস তাঁহার অনেক দিন হইতেই আছে কারণ বাঙ্গলায় কায়স্থ বংশ ভিন্ন অন্য বংশে সীতারাম রায় বা প্রতাপাদিত্যের ন্যায় বীর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আরও দেখ বাঙ্গালার কায়স্থগণ তাঁহাদের স্বর্থ রক্ষণার্থ যেরূপ ভাবে বিপদের সম্মুখীন হন বাঙ্গালার অন্য জাতির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। উপনয়ন গ্রহণ উপলক্ষে সেই সময় নৈহাটীর ৺রামগোপাল বিগ্রহ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরে এক সভা আহূত হয়।

তাহাকে গ্রামের কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভার ব্রাহ্মণগণ ও স্বীকার করেন যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় সুতরাং ইহাদের উপনয়ন গ্রহণে তাহাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই বরং তাঁহারা নিজে ঐরূপ উপনয়ন কার্য্য সম্পাদনে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু উপনয়নের নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের বাক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বরং প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে লজ্জাবোধ করিলেন না। তখন সকলেই তাঁহার অনুমতি ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি স্থির ভাবে ব্রাহ্মণদের কার্য্যাবলি শ্রবণ করিয়া দুঃখে যেন একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন যে "যাহারা নিজের প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না তাহারা কখনই ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য নহে, অনুষ্ঠিত উপবীত গ্রহণের কার্য্য যথা শাস্ত্র সম্পন্ন হউক।" তদনুসারে উপবীত গ্রহণ কার্য্যে অতিউৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। যিনি এই উপনয়নে কায়স্থদের পৌরোহিত্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহার সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আহার বিহার পরিত্যাগ করিলেন। ৺রাম গোপাল বিগ্রহের অন্যান্য সেবাইতগণ তাহাকে উক্ত বিগ্রহের সেবা কার্য্য সম্পাদন করিতে ও বাধাদিতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের জন্য নিজে অন্যান্য সেবাইতদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পালা অংশ মত সেবা কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা ও করিলেন যে যেখানে তাহাদের পুরোহিতের নিমন্ত্রণ হইবেনা তথায় তাহারা ও কখন গমন করিবেন না।

তিনি অতিশয় অতিথি পরায়ণ ছিলেন। অতিথির সম্বন্ধে তাঁহার জাতি বিচার ছিল না। তাহার জীবন কাল মধ্যে কখন কোন অতিথি তাহার গৃহ হইতে অভুক্ত অবস্থায় প্রত্যাগত হয় নাই। অতিথি সেবা করিতে পারিলে যেন তাহার আনন্দ বৃদ্ধি পাইত। অনেক সময় দেখিয়াছি অতি নীচ জাতীয় অতিথি সেবার পর তাহার উচ্ছিষ্ট তিনি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেছেন। তিনি রাত্রে প্রায়ই সকলের শেষে আহার গ্রহণ করিতেন। এক দিন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে রাত্রে অসময়ে কেহ উপস্থিত হইলে তাহার জন্য আর বিশেষ বেগ পাইতে হয় না এই উদ্দেশেই আমি রাত্রে ঐরূপ বিলম্বে আহার গ্রহণ করিয়া থাকি। আবার ইহাও দেখিয়াছি অনেক রাত্রে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে তিনি তাহার জন্য রক্ষিত খাদ্য অতিথিকে দিয়া সামান্য জলযোগ করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছেন।

কোন এক সময়ে একজন দুর্দ্ধর্ষ লোকের সহিত একটী সম্পত্তি লইয়া তাহার বিবাদ চলিতেছিল। মকদ্দমা হইতে লাঠা লাঠি পর্য্যন্ত হইতেছিল। মধ্যে একটী মিট মাটের কথা হয়। সেই ব্যক্তি সেই বিরোধীয় সম্পত্তির কিয়দংশ পাইলেই আর বিবাদ করিবেনা বলিয়া স্বীকার করে। তিনি কিন্তু এইরূপ নিষ্পত্তি করিতে স্বীকার করিলেন না, তখন তাহার এক বন্ধু এই বিবাদ মিটাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে মকদ্দমা করিয়া ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করা অপেক্ষা ঐ সম্পত্তির কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া নিষ্পত্তি করা আমার পক্ষে লাভ জনক হইলে

ও ঐরূপ কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য নহে; কারণ ঐ লোকটী এমন দুষ্ট যে, সে অনেকের সম্পত্তি এই প্রকারে আত্মসাৎ করিয়াছে। আমি যদি সামান্য লাভের আশায় বা ক্ষতি দেখিয়া ঐই সম্পত্তির কিয়দংশ পরিত্যাগ করা সঙ্গত মনে করি তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পরস্ব অপহরণ স্পৃহা আরও বলবতী হইবে আমার ও ধর্ম্ম রক্ষা হইবেনা। কারণ:—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

আমি কায়স্থ আমার ন্যায্য স্বত্ব রক্ষা করিতে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা কর্ত্তব্য। এসময় আমার পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে অর্থাৎ নিজ ক্ষতির ভয়ে আমার প্রাপ্য স্বত্ব ত্যাগ করাও আমার কর্ত্তব্য নহে। আমি গৃহস্থ আমি সন্ন্যাসী নহি। তবে, লোকে বা বিরাগ বশতঃ নিজ স্বত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পর-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সমাজের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন হইবে না। ঐব্যক্তি যদি আমার নিকট হইতে অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া লাভ বান্ হয় তবে উহার ঐরূপ দুষ্ট ব্যবহারে অনেকেই উৎপীড়িত হইবে আর যদি সে এইবার রাজ দ্বারে তাহার কর্ম্মের সমুচিত শিক্ষা পায় তবে আর সে ঐরূপ অন্যান্য লোক পীড়ন কারী কুকর্ম্মে সাহস পূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিবে না।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

কাকসংবাদ।

সম্পাদক মহাশয়! নমস্কার। ভাল আছেন ত? একি কথা বল্‌ছেন না যে! কাক গোষ্ঠির আচরণ আপনাদের মানবকুলের প্রীতিকর নহে; তাহা জানি। বিশেষ সময় সময় কর্ত্তব্যানুরোধ আমার কণ্ঠস্বর অতীব কর্কশ হইয়া পড়ে; তাহাও যে অনুভব করিতে পারি না এমন নহে। আমার বিশ্বাস ছিল, মানুষ যখন শিক্ষিত ও সভ্য আখ্যা ধারণ করে, তখন অন্তরস্থ উত্তেজিত বৃত্তি নিচয়কে সংযত করিতে সক্ষম হয়—হৃদয়ের ভাব শরীরে অব্যক্ত রাখিবার শক্তি লাভ করে। আপনার ব্যবহার ত তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে না। আমার প্রতি বিরক্ত হইলেও হাসিমুখে আসামান্য বাক্যালাপ করা কর্ত্তব্য ছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্থল বিশেষে কপটতা প্রকাশ করা ও বর্ত্তমান সভ্যতার রীতিবিরুদ্ধ নহে। এত কথার পরে ঐ যে আপনার আননে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে; উত্তম! আশ্বস্ত হইলাম। আপনি বিরক্ত হইলেও কর্ত্তব্যানুরোধে যখন আপনার সন্নিধানে উপনীত না হইয়া পারি না, তখন প্রসন্ন বদন দেখিলে যে হৃদয়ের কথাগুলি নির্ভয়ে বলিবার সুযোগ বোধে আহ্লাদে

অটখানা হইল ; তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আপনার মুখে হাসি দেখিয়া বস্তুতঃই খুব আনন্দ হইয়াছে। আশাকরি, মানব সমাজের কল্যাণার্থে যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা নিরুদ্বেগে বলিতে পারিব। কোন কথা ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিতে হইলে, আমি কাহারও সহায়তা প্রার্থনা করি না, কোন সমাজকে কোন বিষয় নিবেদন করিতে হইলে আপনার ন্যায় পত্রিকা সম্পাদকের আনুকূল্য না পাইলে তাহা সফলতা লাভ করে না। কাজেই সময় বিশেষে আপনাদের সহায়তা লাভ ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না। কাকের কঠোর রব শুনিলেই নরকুল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে—তাহাদের বুক দুর দুর করে অমঙ্গল বার্ত্তাই শুধু আমরা বহন করি, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা শঙ্কিত ও বিরক্ত হয় ; ইহা নিশ্চয়। আমি আপনাকে বলিয়া রাখি ইহা তাহাদের বায়স-কণ্ঠস্বর তত্ত্বে অভিজ্ঞতার অভাবের ফল। আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়বিধ সংবাদই আমরা বহন করি। মানবজাতির অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত প্রায় সকলেই অজ্ঞতা হেতু কাক-রব শুনিলেই নিরানন্দ কল্পনা করিয়া বসে। বায়স কণ্ঠস্বর তত্ত্বে মানুষ যত অভিজ্ঞ হইবে বায়সকুলের প্রতি মানবের প্রীতি ততই প্রবর্দ্ধিত হইবে ; এরূপ আশা করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। আজ আপনাকে যে বিষয়গুলি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি তাহা আনন্দ ও নিরানন্দ মিশ্রিত। শুধু আনন্দ মানুষের জন্য নহে—আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই মানবের প্রাপ্য। উভয়েরই কোমল কঠোর শিক্ষা মানবের মানবত্ব। সুতরাং বলিতে পারি যে আনন্দ নিরানন্দের বার্ত্তা মনুষ্য সমাজের অতীব কল্যাণকর। আপনি একাগ্র চিত্ত হউন, আমার বক্তব্য আমি ধীরভাবে নিবেদন করিতেছি। আপনি সর্ব্ব সমাজে তাহা প্রকাশ করতঃ তাহাদের ভাবী কল্যাণের পথ প্রশস্ত করুন। মহাশয়! আপনি কি শুনিয়াছেন দেশের গৌরবস্তম্ভ, কায়স্থজাতির সমুজ্জ্বল আলোক মহামান্য দিনাজপুরাধিপতি শ্রীল স্যার গিরিজানাথ রায় কে, সি, আই, ই বাহাদুর বিগত ২৫শে মাঘ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন ? এ সংবাদটী কায়স্থজাতির পক্ষে যে কিরূপ আনন্দপ্রদ ও কল্যাণকর তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। মহারাজা বাহাদুরের কর্ত্তব্য পালন প্রবৃত্তির অশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সহস্র সহস্র কায়স্থের উপবীতী হওয়ার ফলে যাহা হয় নাই, প্রিয়দর্শন মহারাজার উপনয়ন গ্রহণে কায়স্থ সমাজের তদপেক্ষা বহুগুণে সংস্কার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা আছে। নিম্নদেশে বহু প্রদীপ জ্বলিলেও দূরস্থ মানবের তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, পরন্তু অত্যুচ্চ সর্ব্বোপরি আলোক প্রজ্জ্বলিত করিলে সে দীপরশ্মি দূরস্থ ও নিকটস্থ সকলেরই নয়ন পথবর্ত্তী হয়। মহারাজার উপবীতী হওয়ার ফলে কায়স্থজাতি যে অতিশয় উপকৃত ও আশান্বিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। মহারাজের অনুকরণ করিয়া যদি বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির সম্রান্তবর্গ উপনয়ন গ্রহণ করতঃ সৎসাহসের ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন, তবে কায়স্থ গগনে কলঙ্ক-কালিমা অচি-রেই কি বিলুপ্ত হইয়া যায় না ? এইবার অভি-

জাত বর্ণের অস্তত্ব অপনোদনের কল্পনা আমরা করিতে পারি। মহারাজার উপনয়নের আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যরত্ন। তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ। স্মৃতিভূষণ মহাশয় কায়স্থজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী হইলেও এইমাত্র প্রথম কায়স্থোপনয়নে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগদান করিলেন। ইহাও আনন্দের সংবাদ নয় কি? কায়স্থ সংস্কার কার্য্য, উত্তরোত্তরই বাধাহীন সাফল্যের পথে ধাবিত হইতেছে। ভীরু কায়স্থবৃন্দকে নির্ভয় হইতে অনুরোধ করি। নরক্ষত্রিয় কুলের পরম হিতৈষী সম্পাদক মহাশয়! আর একটি সুখবর বোধ হয় আপনার অশ্রুত নহে—অশ্রুত না হইলে তৎসম্বন্ধে আমি কিছু না বলিয়া পারিতেছি-না। দিনাজপুরের মহারাজকুমার শ্রীমান্ জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের শুভোদ্বাহ ক্রিয়া বিগত ৬ই ফাল্গুন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাগলপুরের সরকারী উকিল রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে আমি বড়ই প্রসন্নতা লাভ করিয়াছি। মহারাজ কুমারের পরিণয় ব্যাপারে ভাবিবার ও শিখিবার যথেষ্ট বিষয় আছে। পরিণয় কার্য্য সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়া রাজ বংশের ক্ষত্রিয়ত্ব যেরূপ প্রকটিত করিয়াছে, কায়স্থ-সমাজের সম্মুখে তেমনই একটী উজ্জ্বল কর্ত্তব্যের আদর্শ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। বিবাহে রাজোচিত কোনরূপ আড়ম্বরের পরিচয় দেওয়া হয় নাই; কলিকাতা সহরে নগণ্য লোকেরা পুত্র-কন্যার বিবাহে যদ্রূপ অবস্থাপেক্ষা অধিকতর জাঁকজমকের পরিচয় দিয়া থাকে—বারহাত কাকুড়ে তেরহাত বিচির বাহার প্রদর্শন করে, মহারাজ কুমারের পরিণয় ব্যাপারের অনাড়ম্বরতা তাহাদিগকে লজ্জিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। মহাত্মাগণের অনুকরণ সাধারণ লোকে করিয়া থাকে। রাজা মহারাজগণের আড়ম্বর দর্শনেই সাধারণে আড়ম্বরের পথে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সমৃদ্ধি-সম্পন্নগণ ক্রিয়াকলাপে আড়ম্বরপ্রিয়তা পরিহার করিলে যে বঙ্গীয় সমাজের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে—দারিদ্র বৃদ্ধির পথরুদ্ধ হইবে, তাহা জোর করিয়া বলা যায়। দিনাজপুর রাজপরিবারের মহত্ত্ব প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া বঙ্গীয় সমাজকে শক্তিমান ও মহিমাময় করিয়া তুলুক। মহারাজ কুমারের পরিণয় ব্যাপারের নানারূপ প্রীতিপ্রদ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও একেবারেই যে অপ্রীতিকর কোনরূপ ঘটনাই সংঘটিত হয় নাই এমন নহে। আমি কাক দোষগুণ উভয়ের আলোচনা করাই আমার কর্ত্তব্য সীমায় অন্তর্গত,দোষ গুণ উভয়েরই আলোচনার একরূপ উদ্দেশ্য। দোষ পরিবর্জ্জন ও গুণ গ্রহণ করিয়াই মানবজাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করে! প্রশংসার আনন্দ ও দোষ শ্রবণে ক্রোধের দুঃখের সঞ্চার হয় সত্য, তা বলিয়া শুধু প্রশংসা পীযুষ পান করিলে মানব জীবন উন্নত হয় না, মানব সমাজ জীবিত থাকিতে পারে না।

মহারাজ কুমারের বিবাহে ব্রাহ্মণ জাতীয় বহু পণ্ডিত ও অপণ্ডিত ব্যক্তিকে বিদায় প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে যে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ অর্থব্যয়ের আমরা সমর্থন করিতে

পারি না। পণ্ডিত সমাজকে রক্ষা করা, সাহায্য করার অবশ্য কর্ত্তব্যতা স্বীকার্য্য বটে—হিন্দু সমাজে শাস্ত্রচর্চ্চাকারী এক সম্প্রদায় লোকের প্রয়োজন চিরকাল সমভাবে থাকিবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ ক্রিয়াকলাপে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইলে সমাজের অপচয় হইবে নিশ্চয়। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণজাতির শাস্ত্রানভিজ্ঞ, আচার ভ্রষ্ট, কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণকে অর্থদান করা নিতান্ত অপকর্ম্ম বলিয়াই মনে করি। এবম্বিধ দান কার্য্যের অপকারিতা সুস্পষ্ট। এইরূপ দানে পণ্ডিত সমাজের প্রতি অবিচার করা হয় এবং পণ্ডিত সৃষ্টির বাধা জন্মে।

পণ্ডিত অপণ্ডিতের সমসুবিধা লাভ করে শ্রমসাধ্য পাণ্ডিত্যলাভের আগ্রহ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতের বিদায়ের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়। কেহ যদি বলেন, মহারাজ কুমারের বিবাহে পণ্ডিত অপণ্ডিতদিগকে যে প্রায় সমানভাবে সম্মান ও বিদায় প্রদান করা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, বাক অসত্য প্রলাপ বকিতেছে। তদ্রূপ বাক্য শ্রবণ করিলে আমি কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত বা ভীত হইবার হেতু দেখি না। আমার উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে আমার হস্তে প্রচুর প্রমাণ আছে। উপাধিধারী পণ্ডিত ও পূজক ব্রাহ্মণ যে সমান বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন অনেক সৎ ব্রাহ্মণ ও পূজক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কম বিদায় পাইয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিতে আমাদিগকে কোন প্রকার আর স্বীকার করিতে হইবে না। আবার স্থল বিশেষে সমমর্য্যাদাবিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মধ্যেও ব্যক্তি বিশেষের অনুগ্রহ বশতঃ কোন কোন্ পণ্ডিত অপর পাণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিক বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ ব্যাপারের ভুল বশতঃই হউক বা অধ্যক্ষগণের ইচ্ছাকৃতই হউক বিশেষ ত্রুটি দৃষ্ট হইতেছে ইহা অধ্যক্ষগণের পক্ষে বড় সুখ্যাতির কথা নহে। পক্ষপাতিতা বহুস্থলে নিন্দার্হ—বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অধ্যক্ষতা করিতে গেলে পক্ষপাতিতা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া অপযশেরই কারণ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। অনুগৃহীত বহু শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সন্তানও যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, যেখানে সুবর্ণ বণিকের ব্রাহ্মণও নিমন্ত্রণ পত্রে বঞ্চিত হয় নাই, সেইখানে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি ও ঐ কলেজের পাণিনির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ও কায়স্থজাতির পরম হিতৈষী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ; ধানুকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী (ইনি মহারাজ কুমারের বিবাহে নিমন্ত্রিত না হওয়ায় দুঃখিত হইয়া উপবীতী কায়স্থের দল পরিত্যাগ করিয়া বিরোধী রাধাবিনোদ গোস্বামীর দলে যোগদান করিয়াছেন) প্রভৃতিকে কেন নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয় নাই ? ইহার কি উত্তর আছে ? অন্যপক্ষে কায়স্থজাতির বিদ্বেষী কতিপয় ব্রাহ্মণকে কেন নিমন্ত্রণ করা হইল। বিদ্বেষীর প্রতিপ্রেমের জোয়ারা এমনতরভাবে কেন ছুটাল অধ্যক্ষগণের হৃদয় দৌর্ব্বল্যই কি ইহার জন্য দায়ী নহে ? কর্ম্মকর্ত্তাগণ মাত্রা ঠিক রাখিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন নাই। অনুগত

বাৎসল্য তাহাদিগের বিচ্যুতি সংঘটন করিয়াছে। এত গেল ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণ বিভ্রাট! কায়স্থ ও কায়স্থ জাতীয় উপাধিধারী পণ্ডিত নিমন্ত্রণেও কথঞ্চিত অবিচার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহারাজ কুমারের বিবাহক্রিয়া দিনাজপুরে নিষ্পন্ন হইলেও যে সকল কায়স্থের নিমন্ত্রিত হওয়া সমীচীন বলিয়া গণ্য হইত, কলিকাতা সহরে বিবাহোৎসব নির্ব্বাহ হইলেও তাঁহারা নিমন্ত্রণে বঞ্চিত হওয়ায় বাস্তবপক্ষে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

রাজবাড়ীর ক্রিয়াকলাপে স্বজাতি ভোজনের প্রাচুর্য্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য সহরের সমস্ত কায়স্থকে আহ্বান করা সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু কায়স্থ সভার সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে নিমন্ত্রণ করাও কি অসাধ্য ব্যাপার ছিল। কায়স্থ সভার সম্পাদক প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলে সমস্ত কায়স্থের নিমন্ত্রণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতাম যেহেতু 'কায়স্থ সভা' বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির সভা। কায়স্থ সভাকে উপেক্ষা করা অতীব অন্যায় হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাধারণ কায়স্থও যেখানে উপেক্ষিত হয় নাই, সেখানে কায়স্থ সভার পরিচালকগণ কেন উপেক্ষা লাভ করিলেন, ভিতরের কোন রহস্য আছে কিনা কে বলিবে? বিস্মৃতি বশতঃ এত বড় একটা ভ্রান্তি হইতে পারে না। কোন বন্ধু বলিতে পারেন, কে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিল বা না করিল তাহা লইয়া আলোচনা করিবার অধিকার কাকের কি আছে? এরূপ আলোচনা ভদ্রতা বিরুদ্ধ কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাঁহারাই ভাল বুঝেন। কাকের অনধিকারচর্চ্চা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে মানবীয় আইন কানুনের বশ্যতা বায়স কুল কখনও অঙ্গীকার করে নাই—কখনও করিবে কি না বলা কঠিন। যাহা সত্য, যাহা আলোচনা করিলে ভবিষ্যতে সমাজহিতসাধিত হইবে, তাহা ঘোষণা করিতে, চর্চ্চা করিতে কাক কখনও বিরত হইবে না। তোমরা ভদ্র বল বা অভদ্র বল তাহাতে কাকের কিছু আসিয়া যাইবে না। কায়স্থ জাতীয় উপাধিধারী পণ্ডিত নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে দুচার কথা বলিয়াই আজকার মত চলিয়া যাইব, অধিক সময় আর নাই। ... মহারাজ কুমারের পরিণয়োপলক্ষে কায়স্থ পণ্ডিত বিদায় রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আমার প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছে। কায়স্থ-পণ্ডিতগণকে কায়স্থ রাজ রাজড়া ও ধনী সম্প্রদায় বিবাহ শ্রাদ্ধ পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিদায় দান করতঃ সম্মানিত করিলে অচিরেই যে কায়স্থ জাতিতে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইবে, তৎপক্ষে অপ্রত্যয় করিবার কারণ দেখা যায় না। সম্মান ও অর্থের আকর্ষণ না থাকিলে সংস্কৃত শিক্ষায় কায়স্থ জাতি কখনও অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিবে না। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও তত্ত্বসাগর মহাশয়ও আমাদের অপরিচিত অপর কয়েকটী কায়স্থ পণ্ডিত মহোদয় দিনাজপুর রাজবাড়ীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া বিদায় প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। অন্যপক্ষে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত রেবতীমোহন কাব্যতীর্থ পণ্ডিত চারুচন্দ্র বসু ব্যাকরণ কাব্যতীর্থ,

কবিরাজ হরিনাথ বিশারদ, বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ এম,এ,পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাস কাব্যব্যাকরণ সাংখ্য ন্যায় তীর্থ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দের নিমন্ত্রণ না হওয়ায় বিশেষ ক্ষোভের কারণ জন্মিয়াছে। কায়স্থ জাতিতে বর্ত্তমানে অতি অল্পসংখ্যক উপাধিধারী পণ্ডিত আছেন। তাঁহাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ পত্র পাওয়া কি সঙ্গত নয়? কাহার দোষে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হন নাই, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? শুনিতে পাই প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় কায়স্থ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণে এমন স্মৃতিভ্রষ্ট হইলেন কেন? ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে ত তাঁহার স্মৃতি প্রখরতা পরিহার করে নাই! স্মৃতিরত্ন মহোদয় যতই কায়স্থহিতৈষী হউন না কেন, তাঁহার অন্তঃকরণ স্বজাতিপ্রিয়তায় পরিপূর্ণ, তাহা আমরা সুস্পষ্ট দেখিতেছি। কায়স্থের অর্থ যেন তেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণের গৃহে যায়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তাই তিনি কায়স্থ জাতির রত্নদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বজাতির রাবিশগুলির উদর পূর্ত্তির সহায়তাকল্পে বহু নিমন্ত্রণ পত্র বণ্টন করিয়াছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে কিরূপ কায়স্থ হিতৈষী, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। কায়স্থকে ব্রহ্মগায়িত্রী প্রদান করিতে তিনি নারাজ। তদ্রচিত কায়স্থোপনয়ন পদ্ধতি পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবেক। (ক)

মাননীয় মহাশয়! অনেক কথার আলোচনা করিলাম—আপনার সহবাসে অনেকক্ষণ কাটিল। এখন উঠিতে চাই। উঠিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা মাত্র বলিব। দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর কায়স্থজাতির গৌরবস্তম্ভ—মেরুদণ্ড—আশাস্থল ও কায়স্থজাতির স্বাভাবিক নেতা। তাঁহার সমীপে কায়স্থজাতি বহুবিধ প্রত্যাশা করিতে পারে। তিনি যদি অবনত কায়স্থ সমাজের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করেন, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? ব্রাহ্মণ সমাজে জমিদারদিগের মধ্যে বেশ সজীবতা পরিলক্ষিত হইতেছে, স্বজাতির হিতকল্পে একা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহোদয় লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কি দিনাজপুর প্রমুখ রাজা মহারাজাদিগের নিকট স্বজাতির জন্য ঐরূপ সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারি না? মহারাজকুমার বাহাদুরের বিবাহোপলক্ষে যদি কায়স্থ সভার হস্তে

(ক) পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় কায়স্থজাতির মঙ্গলার্থে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই কায়স্থের হিতৈষী। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ মধ্যে যে উপনয়ন প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার উদ্যম এবং চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বিশেষতঃ কায়স্থতত্ত্বে তিনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। ক্ষত্রিয়ের গায়ত্রী সম্বন্ধে ভিন্ন গায়ত্রীর ব্যবস্থা পারস্কর গৃহ্য সূত্রে ও মদন পারিজাতে আছে। মনুতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জন্য একই ব্রহ্ম গায়ত্রী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮০ ও ৮১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। আমরা মনে করি কায়স্থ মাত্রেরই ব্রহ্ম গায়ত্রী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। স্মৃতিরত্ন মহাশয় পারস্করের মতাবলম্বী তাহাতে যে তিনি কায়স্থ হিতৈষী নহে ইহা প্রমাণিত হয় না। সম্পাদক।

কায়স্থজাতির উন্নতিকল্পে কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইত, তবে তাহা কি মহারাজকুমারের বিবাহ-স্মৃতিকে অধিকতর স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে সক্ষম হইত না? হতভাগ্য কায়স্থজাতির ধনবানগণের দৃষ্টি কতদিনে যে স্বজাতির দুঃখ দৈন্য কলুষ কালিমা লিপ্ত বিরাট কলেবরের দিকে নিপতিত হইবে তাহা ভাগ্য বিধাতাই জানেন। চিরাচরিত প্রথার প্রতি ধনবানগণের প্রেম যেমন প্রবল, উন্নতি কর নূতন কোন প্রথা সৃষ্টি করিতে তাঁহারা তেমন অগ্রগামী নহেন। এই দোষ বঙ্গদেশে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তিরোহিত করিবার জন্য আপনারা লেখনী ধারণ করুন। ধনীগণের অর্থ সাহায্য না পাইলে আপনাদের বুদ্ধি ও চিন্তা কোনরূপ হিতকর কার্য্যই নিষ্পাদিত করিতে পারিবে না। তবে এখন চলিলাম। কাকের বাক্যে কাহারও মনে বেদনা বা অপমান বোধ হইলে ক্ষুদ্র পাখী বলিয়া ক্ষমা করিতে বলিবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীকাক।

পাশ্চাত্য শিক্ষা।

১। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিত মোহন পাল মহাশয়ের লিখিত শিক্ষা প্রবন্ধটি অনেক দিবস পরে প্রতিভায় প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ ভাবে এক মত হইতে পারি না। কারণ উক্ত শিক্ষার দোষ গুণ উভয়ই আছে। অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে স্বাধীনতা ও সমতা (Liberty and Equality) শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকগণের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই। এবং তন্নিবন্ধন পিতামাতার, গুরু পুরোহিতগণের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলেও কেহ যে এই সকল স্বর্গাদপি উচ্চ ব্যক্তি নিচয়ের প্রতি অত্যাচার কি লাঞ্ছনা করিতেছে তাহা আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তবে কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত লেখক মহাশয়ের প্রদর্শিত ঘটনা যে যে না হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না; এই সকল ঘটনার বিরলতা দৃষ্টে, উহার বিপরীত একটি সাধারণ নিয়ম আমরা অনুমান করিতে পারি কি না? (exceptions prove the rule) পক্ষান্তরে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমাদের স্কুল কলেজে যে প্রণালীতে ধর্ম্মহীন (Godless) শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে আমাদের আর্য্যত্ব এবং হিন্দুত্ব শনৈঃ শনৈঃ অপনীত হইতেছে।

আমাদের বালক বালিকাগণ কেহই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন না। বালকদিগের পঞ্চবিংশতি এবং বালিকাগণের ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করার নিয়ম ছিল (ক) মাতাজী তপস্বিনী যেমন মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত করিয়া বালিকাগণকে হিন্দুর আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন, তদ্রূপ যদি কোন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা স্থাপিত করিয়া বালকগণকে আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন তাহা হইলে হিন্দু সমাজের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইত।

২। সম্প্রতি কাশীধামে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় হিন্দুর বর্ণাশ্রম এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হইবেক।

৩। প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের মধ্যে গুরু শিষ্যের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা বর্ত্তমানে শশবিষাণে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেন সাহেব ছাত্রদিগের সহিত যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে একটী প্রীতিবন্ধন পূর্ব্বকালে ছিল, তাহা এক্ষণ আর নাই। পূর্ব্বে গুরুগৃহে ছাত্রগণ অবস্থান করিতেন, এবং উভয়ের মধ্যে একটী সুমধুর প্রীতি বন্ধন থাকিত। অন্তেবাসীগণ গুরুর পরিবার ভুক্ত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন। সেই গৃহে গুরুপত্নীর সুমধুর প্রাধান্য ও মধুময় পবিত্রতা বিকীর্ণ করিত। আজ সেই প্রীতি বন্ধনের স্থলে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ বুদ্ধি অনুপ্রবিষ্ট। নচেৎ এই প্রকার ক্ষোভকর ঘটনা সকল হইত নয়। বর্ত্তমান সময়ে কৃতবিদ্য স্বদেশীয় অধ্যাপকের অভাব নাই। এমতাবস্থায় অতি দূরস্থ দেশ হইতে শ্বেতকায় অধ্যাপকগণ আমাদের দেশীয় বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিবার কোন কারণ দেখি না। আমরা শুনিতে পাই অধ্যাপক ওটেন সাহেব ছাত্রদিগের সহিত বিশেষভাবে পুত্র হইতে সদ্ব্যবহার করিতেন না। এই বিদ্বেষ ভাবই প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্বন্ধে ক্ষোভকর ব্যাপারের মূল কারণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ কালে উভয় লর্ড কারমাইকেল এবং শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ছাত্রদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন কিন্তু যেমন একহাতে করতালী হয় না তদ্রূপ অধ্যাপকগণের দোষ না থাকিলে গুরু শিষ্যের মধ্যে কখনই বিবাদ বিসম্বাদ হইতে পারে না। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় মনু সংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে যে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গুরোর্যত্র পরিবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ ॥২০০
পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি

মৎসরী ॥২০১

আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥২২৬

অর্থাৎ যে স্থানে গুরুর নিন্দা বা অপবাদ আলোচিত হয় তথায় শিষ্য কর্ণদ্বয় হস্তদ্বারা

(ক) প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি ত্রয় ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম শ্লোক। সম্পাদক

আবৃত করিবেন, অথবা উক্ত স্থান ত্যাগ করিবেন। গুরুকে অপবাদ দিলে পরজন্মে গর্দ্দভ হয়, নিন্দা করিলে কুক্কুর হয়, গুরুর বৃত্তিচ্ছেদ করিলে কৃমি হয় ইত্যাদি। আচার্য্য, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলেও কোন ব্যক্তি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতি ইঁহাদিগের অবমাননা করিবেন না ইত্যাদি।

এই সকল শ্লোকে শিষ্যের গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিন্তু শিষ্যের প্রতি আচার্য্য বা গুরুর যে কর্ত্তব্য আছে তাহা লর্ড কারমাইকেল মহোদয় কিম্বা সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। মনুতে যে আচার্য্য এবং গুরুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে কলেজের অধ্যাপকগণ সেইপ্রকার গুরু কিম্বা আচার্য্য পদ বাচ্য হইতে পারেন কি না পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। গুরু শিষ্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রাচীন ভারতে মনুর সময় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছিল তাহা অধুনা কলেজের অধ্যাপকগণের সহিত নাই ও থাকিতে পারে না, তবে স্বদেশীয় অধ্যাপক হইলেও কতক পরিমাণে সেই প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ থাকিতে পারিত। যে ওটেন সাহেব এই সকল ঘটনার প্রধান কারণ তিনি শ্বেতকায় ইংরাজ জাতি, ছাত্রগণ ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণকায় জাতি ইঁহাদিগের মধ্যে সামাজিক কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন ঘনিষ্ঠতা নাই। আমরা শুনিতে পাই ওটেন সাহেব নাকি বাঙ্গালী ছাত্রদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, তাহা যদি সত্য হয় গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ থাকিবে কেমন করিয়া?

৪। মনু গুরু সম্বন্ধে লিখিতেছেন :— (২য় অধ্যায়) গুরু উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে প্রথম শৌচ ক্রিয়া শিক্ষা দিবেন, পরে স্নান, আচমন, সন্ধ্যা, আহ্নিক সায়ং ও প্রাতঃকালে হোমানুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

২ অঃ ৬৯ শ্লোঃ

বেদাধ্যয়ন আরম্ভ ও সমাপন কালে শিষ্য বক্ষ্যমান রীতিক্রমে কৃতাঞ্জলীপুটে গুরুর পাদদ্বয় স্পর্শ করিবে ইহাতে ব্রহ্মাঞ্জলী কহে।৭১ আচার্য্য হিংসা শূন্য হইয়া শিষ্যদিগের প্রতি স্বল্প অনুশাসন প্রয়োগ করিবেন, এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মধুর ও শীতল বাক্য ব্যবহার করিবেন।১৫৯।

বর্ত্তমান সময়ে কালেজের অধ্যাপক ও প্রাচীন সময়ের গুরু কি আচার্য্য এক হইতে পারে না। হরিদ্বারে যে গুরুকুল সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাই হিন্দুর প্রাচীন আদর্শে গঠিত। বেদাধ্যয়নের সহিত শৌচ, স্নান, আহার, নিদ্রা, সন্ধ্যা উপাসনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ইংরাজী শিক্ষার সহিত তাহার কিছুই নাই, ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। ইংরাজী আমাদের একটী অর্থকরী জীবিকার্জ্জনের বিদ্যা। কিন্তু বেদাধ্যয়ন পারমার্থিক বিদ্যা। অধুনা অধ্যাপক ছাত্রদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও ভালবাসা সংস্থাপিত হইলে দেশের মঙ্গল। ওঁ শান্তিঃ।

সম্পাদক।

শিক্ষা।

শিক্ষা বৃত্তি বিশেষের অনুশীলন মাত্র। বৃত্তিবিশেষের অনুশীলন, স্ফুরণ এবং পরিবর্ত্তই প্রকৃত শিক্ষা। এই অবস্থাত্রয়ের অভাব হইলেই প্রকৃত শিক্ষার অভাব ঘটিয়া থাকে, আবার অনেকগুলি বৃত্তি আছে তাহাদের অনুশীলনের আদৌ প্রয়োজন হয় না, তাহারা স্বতঃ স্ফুরণশীলা। এই স্বতঃস্ফুরণশীলা বৃত্তিকে সংযত করিয়া অনুশীলন-সাপেক্ষ অন্যান্য বৃত্তির স্ফুরণ ও পরিণতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করাই প্রকৃত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব দেখা যাইতেছে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে বৃত্তি সমূহের অবস্থাত্রয়ের সমতা একান্ত প্রয়োজন।

২। উপরি উক্ত বৃত্তি সমূহেকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে উৎকৃষ্ট বৃত্তি এবং নিকৃষ্ট বৃত্তি। যদ্দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায় তাহাই উৎকৃষ্ট বৃত্তি, ইহা অনুশীলন সাপেক্ষ। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি যে বৃত্তির ফল তাহাই নিকৃষ্ট বৃত্তি, এই শেষোক্ত বৃত্তির অনুশীলনের আবশ্যক হয় না, ইহারা স্বতঃ স্ফুরণশীলা।

৩। উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমূহের প্রকৃত অনুশীলন আরম্ভ হইলে নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি আপনা হইতেই মস্তক অবনত করে, তাহাদের স্বতঃ স্ফুরণশীলতার ব্যাঘাত ঘটে। প্রথমোক্ত প্রকারের বৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত প্রকারের বৃত্তি সমূহের সমতা স্বতঃই আসিয়া পড়ে বিশেষ কোন চেষ্টার আবশ্যক করে না।

৪। এইক্ষণ মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের উপযুক্ত অনুশীলনে স্বতঃ স্ফুরণশীলা বৃত্তি নিচয়ের সমতা সম্পাদন করতঃ মানবকে বিনয়, নম্রতা, সৎসাহস, সরলতা, সত্যবাদীতা এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করে। এই প্রকৃত মনুষ্যত্বই আবার প্রকৃত শিক্ষার মোক্ষফল প্রকৃত মনুষ্যত্বই কাল প্রভাবে মানবকে দেবত্ব প্রদান করিয়া থাকে।

৫। অধুনা এই শিক্ষা শব্দের প্রয়োগে বড়ই ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে ইহাই আক্ষেপের একমাত্র কারণ। যে ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, দুই চারিখানা পুস্তক পাঠ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিশেষ লাভ করতঃ স্বীয় নামের শেষ ভাগে উক্ত উপাধিজ্ঞাপক দুই একটী শব্দের অতিরিক্ত সন্নিবেশ হেতু নামের কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধনে শোভা বিস্তার করিলেই লোকে তাঁহাকে শিক্ষিত বলিয়া থাকে। অধুনা এইরূপ শিক্ষাভিমানী নব-শিক্ষিত দলেরই প্রাবল্য দেখা যায়। এরূপ শিক্ষার প্রভাবে দেশ অধঃপাতে যাইতেছে। এই শ্রেণীর নবশিক্ষিত লোক কথায় কথায় জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা পিতাকে মূর্খ বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকে এবং অবসর পাইলে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" ইতি

বাক্যেরও সার্থকতা হাতে হাতে দেখাইয়া দিয়া থাকে। যে মাতার কৃপায় এই দেহ গঠিত এবং যে পিতার অনুপম স্নেহে লালিত পালিত এবং যাঁহার দেহান্তক পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ধনের দ্বারাই শিক্ষার বৃথা গর্ব্ব, সেই মাতা পিতা না কি অধুনা তথা কথিত শিক্ষিত সমাজে পশু অপেক্ষা ঘৃণিত, পদদলিত এবং লাঞ্ছিত। জীবনের উপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে যে পিতা একমাত্র পুত্রের এই প্রকার শিক্ষার বিধান করিয়াছেন তিনি কিনা আজ উপযুক্ত পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে না পারিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারী অথবা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে অন্যত্র দাসত্ব শৃঙ্খলে এরূপ ভাবে আবদ্ধ যে পরকালের কোন কাজ করিবার তাঁহার অবসর মাত্র নাই। উদাহরণের অভাব নাই। শিক্ষা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করে। ফলবান বৃক্ষ যেমন ফলভরে আপনা হইতেই নত হইয়া থাকে, প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও বিনয়াদি সদগুণের আধিক্য হেতু গম্ভীরভাব ধারণ করতঃ লোক সমাজে ধন্যবাদের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান এবং এই রহস্যময় শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শুদ্ধ বিষয়ের উত্তের সাধনে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিত তুলনায় আধুনিক বৃথা শিক্ষাভিমানী নব শিক্ষিত সমাজে অনেক প্রভেদ যেমন স্বর্গ ও নরক।

৬। এই নূতন সম্প্রদায়ের সকলেই বোধ হয় ছেলে বেলায় পাঠ করিয়াছে "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমম্ তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥" কিন্তু এখন এই উপদেশ বাক্য তাহাদের বিস্মরণ হইয়াছে। তাহারা এখন আর শিক্ষার এই নিম্নতর স্তরে বিচরণ করে না তাহারা নূতন প্রণালীর নূতন ধরণের শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার উচ্চতম স্তরে পদচারণা করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে এই শ্রেণীর অনেক ব্যক্তিই মাতার আজ্ঞাধীন হইয়া মাতার গুরু পিতাকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিয়া মার পদতলে জানু পাতিয়া স্বীয় অপরাধ স্বীকার করতঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পিতাকে আদেশ করিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উপযুক্ত পুত্রকে নিন্দাচ্ছলে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন পিতার এই অপরাধ। হইতে পারে কোন কোন বিষয়ে পিতা কোন সময়ে ভুলক্রমে কোন অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন, তাই বলিয়া কি জীবনের রক্ত পর্য্যন্ত পাত করিয়া যে পুত্রের শিক্ষার পথ এতদিন সুগম করিয়া আসিতেছেন আজ এই বৃদ্ধ বয়সে সেই পুত্রের হাতে পিতার এই ঘোর লাঞ্ছনা! কালের কি মাহাত্ম্য! কলিকালের এই বুঝি পরিণাম! হায় রে কলিকাল! তুই কি মানব হৃদয়ে এতই প্রভাববিস্তার করিয়াছিস! না এখনও সব হৃদয়ে পারিস্ নাই। এখনও দেবতুল্য অনেক মহাত্মাই এই নরজগতে বিরাজ করিতেছেন। হা ভগবান্ দেখিও কলির অন্তিম দশায় যেন এটুকুও লোপ সাধন না হয়! মানব দেহে এই জঘন্য প্রবৃত্তির আবির্ভাব কেন? মানব ঈশ্বরের সৃষ্ট পার্থিব পদার্থের শীর্ষ স্থানীয়, তবে এত অধঃপতন কেন?

শিক্ষা চরিত্রের উপাদান। শিক্ষারূপ

ভিত্তির উপরই চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। চরিত্রবলে মানব উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয় এবং তাহার অভাবে অবনতির নিম্নতম স্তরে বিচরণ করিয়া থাকে। আমাদের আশা ভরসার স্থল হে বালক বৃন্দ! তোমরা উচ্চ শিক্ষার কথা শুনিবামাত্র একেবারে নাচিয়া উঠিও না, যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পার কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা কর। রিপুর হাত হইতে আর্ত্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা ক্ষত্রিয়ের অন্যতম ধর্ম্ম। হে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ! তোমাদের সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৃথা আত্মাভিমানরূপ ঘোর রিপুর হস্ত হইতে নিজকে এবং অন্যকে রক্ষা করিয়া নিজ ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন কর। চরিত্র-বলে বলীয়ান হও।

শ্রীললিতমোহন পাল।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'মহাশয়' উপাধি ব্যক্তিবিশেষের মাহাত্ম্য-পরিচায়ক, মহাশয় তারকনাথ পুরাণ প্রসিদ্ধ সূর্য্যধ্বজ বংশীয় (ক) অযোধ্যা হইতে আগত মহাত্মা সোমেশ্বর ঘোষ হইতে অধঃস্তন অষ্টাবিংশ পুরুষ এবং ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ মহাশয় বংশের একটি উজ্জ্বল রত্ন। ইনি বিদ্যা বুদ্ধি ও বিষয় কার্য্যে মহানিপুণ এবং সামাজিক আলাপ ব্যবহার সভ্যতায় সমালঙ্কৃত বিনয় ও সদ্ব্যবহারে তিনি আপামর সাধারণ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন, এবং সকল-

(ক) মহাভারতে উল্লেখ আছে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় এই সূর্য্যধ্বজ উপস্থিত ছিলেন। আদিপর্ব্বের ১৮৬ অধ্যায়ে যথা—

সূর্য্যধ্বজো রোচমানো নীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা ॥১০

* * * *

শিশুপালশ্চ বিক্রান্তো জরাসন্ধস্তথৈবচ।

এতেচান্যেচ বহবো নানা জনপদেশ্বরাঃ ॥ ১৩

* * *

ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে! ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি॥ ২৪

স্বয়ম্বর সভা সমাবৃত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদিকে সম্বোধন করিয়া যে সমস্ত রাজন্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় দিতেছেন তন্মধ্যে 'সূর্য্যধ্বজ' অন্যতম।

ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃতদীয় কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন সূর্য্যধ্বজাভিজন্মানোদ্বিতীয়া ইক্ষ্বাকুতে।

ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ শাস্ত্রদর্শিতম্ ॥"

বাচস্পতির কায়স্থকুল পঞ্জিকায় আর এক স্থানে লিখিত আছেঃ—

"ঘোষোঃ সূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রবংশাৎ বসুস্তথা।

রবিবংশাৎ গুহশ্চৈব চন্দ্রবংশাত্ মিত্রকঃ ॥

চন্দ্রবংশাৎ কাশ্যপোত্রাতঃ বিদাসশ্চ দত্তকঃ।

সূর্য্যবংশস্ত গৌড়শ্চ কথ্যতে গ্রন্থ কারকৈঃ॥"

কেই যথাযোগ্য উচিত মর্য্যাদাদ্বারা ও সমাদর করিয়া মনে সন্তোষ প্রদান করেন। কায়স্থজাতি যে প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত (বেদ ও সংহিতাদিতে মসীশ, গণক, লেখক, অক্ষর-জীবী ইত্যাদি এবং যজুর্বেদে ঐলবৃৎ বলিয়া কথিত) কাল বশাৎ শিল্পাদি নানা কারণে যে, সেই আর্য্য দ্বিজাতির বংশধর আমরা সাবিত্রী ভ্রষ্ট-ব্রাত্য অবস্থাগ্রস্ত হইয়া এবে বিদ্বেষী এবং অজ্ঞের নিকট শূদ্র বলিয়া পরিচিত তাহা বোধহয় মহাশয় অবিদিত নহেন, কায়স্থের মান, মর্য্যাদা, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি সমস্তই অবশ্য জ্ঞাত আছেন। এখন তাঁহার জাতির মান মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে তিনি কি ইচ্ছুক নহেন?

মান্যবর শ্রীযুক্ত রাম ঘোষ মজুমদার মহাশয় ভাগলপুর কায়স্থ সমাজের প্রথম সভাপতি হয়েন, তদবধি মহাশয়বংশ এতৎ প্রদেশের সমাজপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং কায়স্থ সমাজে সম্মানিত। শ্রীরাম ঘোষ সুবিজ্ঞ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন তিনি নিজ প্রতিভাবলে সাজাহানের রাজত্ব কালে দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক কানুঙ্গোর পদে নিযুক্ত হন (খ)।

তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস, তৎপুত্র সুবিজ্ঞ ভগবতীচরণ ঘোষ মজুমদার তদ্‌পরে বংশানুক্রমে প্রাণনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা দয়ানাথ কানুঙ্গো পদে নিযুক্ত হইয়া অশেষ সুখ্যাতির সহিত উক্ত কার্য্যপরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। দয়ানাথের পুত্র মায়ানাথ তৎপুত্র বিখ্যাত পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় পর্য্যন্ত কানুঙ্গোছিলেন, এই সুকীর্ত্তিমান মহাপুরুষের সময়ে চিরস্মরণীয় ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব ভাগলপুরে কালেক্টার ছিলেন। এই ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবই নিজের মধুর ব্যবহারে বিনারক্তপাতে জমীদার এবং দুর্দান্ত সাঁওতাল দিগেরমধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি অসভ্য সাঁওতাল দিগকে বুদ্ধি ও কৌশলে বাধ্য করিয়া সাঁওতাল পরগণার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পরেশনাথ উক্ত সাহেবের দেওয়ান ও দক্ষিণহস্ত ছিলেন। মহাশয় পরেশনাথ

(খ) অধুনা ডিভিসনের কমিশনারের যে প্রকার ক্ষমতা সে কালে কানুঙ্গোর সেই রূপ ক্ষমতা ছিল। বজাধিকারীর রেভিনিউ-বোর্ডের ক্ষমতা ছিল। দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের সময়ে রাজস্ব বন্দোবস্তের অধিনায়ক রাজা তোডরমল ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমি ১৯টি সরকারে ও ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত করেন। এই বন্দোবস্তে ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় ভিন্ন ভিন্ন কানুনগো নিযুক্ত করেন। প্রধান কানুনগোর উপাধি বজাধিকারী ছিল। বজাধিকারী গণের পূর্ব্ব পুরুষ স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র রায় রাজা তোডরমলের বন্দোবস্ত সময় প্রধান কানুনগো নিযুক্ত হন, তিনি এই কার্য্যে রাজাকে বিশেষ রূপে সহায়তা করিয়াছিলেন। বজাধিকারীবংশে এখন মুর্শিদাবাদ জাহাপাড়া রাজ ভবনে বিশেষ সম্মান ভাজন কুমার প্রতাপ নারায়ণ মিত্র রায় মহাশয় বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে সেই পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধ নাই। ইহাঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বৃত্তান্ত সময়ান্তরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। লেখক

ঘোষ অতি সাধু প্রকৃত, ধার্ম্মিক, উদারচেতা পরোপকারী দয়ালু মনুষ্য ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ সময় পুণ্যক্ষেত্র ৺ কাশীধামে ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করেন। তাঁহার পুত্র শম্ভুনাথ তৎপুত্র উমানাথ তাহার পুত্র দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় তদীয় পুত্র বর্ত্তমান মহাশয় তারকনাথ ঘোষ। স্বর্গীয় দ্বারকানাথের পত্নী শ্রীযুক্তা রাণী কৃষ্ণসুন্দরী দেবী আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণার অংশীভূতা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর তুল্যা। এই পরদুঃখ কাতরা দয়াবতী রমণীরত্নের তুলনা অতি বিরল, তিনি স্নেহ, মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য ও অতিথি সৎকারে সর্ব্বসাধারণের নিকট দেবী বলিয়া পূজিতাছিলেন। ইনি প্রতিভাবান স্বনামধন্য রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম এই মহিয়সী অশীতিপরা বৃদ্ধা মাতৃদেবী নিয়ত তদীয় ইষ্ট পূজা অর্চ্চনায় ও পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। দীন দরিদ্র গণের দুঃখ বিমোচন, দেবসেবা ও অতিথি সৎকার তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। ভাগলপুরে মহাশয়জীর গৃহ এতৎ প্রদেশে সদাব্রতে প্রসিদ্ধ, দুর্ভিক্ষের সময় মহাশয়জী দরিদ্রের পিতা মাতা। ইহার বাটীর দৃশ্য ও অতি মনোরম। উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর এই প্রাসাদভবন প্রতিষ্ঠিত, অতি নিকটে একদিকে পতিত পাবনী সুরধনী গঙ্গা প্রবাহিতা, অপর দিকে যমুনা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। জনরবে প্রকাশ এই স্থান পদ্মপুরাণোল্লিখিত চন্দ্রধর অর্থাৎ চাঁদসদাগরের সেই চম্পকনগর, অনেকের মুখে ইহাও শুনিলাম যে, বর্ত্তমানে যেস্থানে মহাশয়জীর প্রসাদভবন বিদ্যমান ঠিক ঐ স্থানেই চাঁদ সওদাগরের বাটী ছিল, কাল প্রভাবে এখন তাহা ভূগর্ভেনিহিত, মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত। এসম্বন্ধে মহাশয় বলিলেন, প্রবাদ ইহাই বটে, তবে আবশ্যক মত মৃত্তিকাদি খননের সময় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ২।১ খানা পাওয়া গিয়াছে এবং নিকটে জৈনদিগের প্রধান এক ধর্ম্মমন্দির অবস্থিত আছে। স্থানীয় তাঁতি জাতির এক সম্প্রদায় চাঁদ সদাগরের বংশীয় বলিয়া বলে। (গ) প্রতিবৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই স্থানে একটী মেলা বসিয়া থাকে।—

এই বাটী কয়েক খণ্ডে বিভক্ত যথা ঠাকুরবাটী অন্দরবাটি, বহির্ব্বাটী, কাছারীবাটি, দুর্গাবাটী, অতিথি শালা, ঘোড়া এবং গাড়ীশালা ইত্যাদি। তন্মধ্যে ঠাকুর বাড়ীর দৃশ্য বর্ণন করিয়া অদ্যকার কাহিনীর উপসংহার করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা, কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক।

(গ) পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে চাঁদ সদাগর বৈশ্য গন্ধবণিক জাতি ছিলেন।

দিনাজপুরের শোক সভা।

মুর্শিদাবাদ জিলান্তর্গত পাচঁতোপী শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীল শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ৭ই চৈত্র সোমবারে পাঁচতোপী শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীতে অপরাহ্ন ৫।৩০ সময় দিনাজপুর নিবাসী স্বর্গীয় বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনোপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের সমবায়ে একটি শোকসভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবুযোগেশচন্দ্র সিংহ বি,এল, মহোদয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয় উক্ত শোক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। সভাপতি মহাশয় অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে শোক গদ্ গদ্ স্বরে স্বর্গীয় বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের গুণাবলি কীর্ত্তন করিলেন,শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় হরেন্দ্রবাবুর গুণাবলী বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ সিংহ মহাশয় দিনাজপুর হইতে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র মহোদয়কে পত্র লেখেন ঐপত্রের যে অংশে হরেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর বিবরণ লিখিত ছিল তাহা তিনি বাষ্পাকুলকণ্ঠে পাঠ করেন, ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করিয়া হরিনাম সঙ্গীত করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। এই ব্যাপার সকলেই অসাধারণ বলিয়া অনুভব করিলেন ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার ভূয়সী প্রশংসা সকলেই করিতে লাগিলেন। পরে উপস্থিত সভাবৃন্দ হরেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল হরেন্দ্রবাবুর পরিবার বর্গের মধ্যে সমবেদনা জানাইয়া সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে; সি, আই, ই, মহোদয়কে পত্রলেখা হউক এবং কায়স্থ পত্রিকা, আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ও আনন্দ বাজার পত্রিকায় সভার বিবরণ প্রেরিত হউক।

ব্রাহ্মণ।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন সম্পাদক, পুরুষোত্তম অধিকারী, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, দেবীপ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধরণীধর চক্রবর্ত্তী অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রনাথ ভট্যাচার্য্য, কালিদাস ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রগোপাল ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কায়স্থ।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় সভাপতি। সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি, এ,। যোগেশচন্দ্র সিংহ বি, এল। হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মৌলিক। গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজারা বিএল, মুনসেফ। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম,এ, প্রফেছার। কেদারনাথ ঘোষ হাজারা বি,এ। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। মোহিতচন্দ্র সিংহ। হরিপ্রসন্ন সিংহ। সরোজকৃষ্ণ সিংহ

বিভূতীভূষণ ঘোষ। শৈলেন্দ্র মোহন ঘোষ। রযুকুমার রায়। শিশিরকুমার ঘোষ মৌলিক। অক্ষয়কুমার ঘোষ এল, এম, এস ডাক্তার।

১৭৭৮ শকাব্দের পৌষ মাসে স্বর্গীয় হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় এই পাঁচতোপী তেই জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচতোপীতেই তাঁহার বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়। পাঁচ তোপীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহার সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি চিরঅনুরক্ত। তিনি পাঁচতোপী বাসীকে এতই ভাল বাসিতেন যে এখানকার কোন ব্যক্তি দিনাজপুর যাইলে তাহাকে নিজ বাটীতে রাখিতেন এবং কিছুতেই আসিতে দিতেন না, তিনি পাঁচতোপী বাসীর উপকার জন্য স্বতঃই চেষ্টা করিতেন এজন্য পাঁচতোপীর সকলেই তাঁহার পরলোক গমনে শোকার্ত্ত হইয়াছেন। ৬০ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন।

হরেন্দ্র বাবুর বিয়োগে কেবল উত্তর রাঢ়ীয় সমাজ কেন, সমগ্র বঙ্গদেশই একটী অমূল্য রত্ন হারাইল। হরেন্দ্র বাবুর ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল। সমাজ নীতি কি রাজ নীতি সর্ব্ববিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। পরোপকার গুণে দেশীয় প্রজা সাধারণ তাঁহাকে মাতা পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, ধর্ম্মভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণছিল ইহা তাঁহার মৃত্যুতে সাক্ষ্য দিতেছে। বস্তুত হরেন্দ্র বাবুর ন্যায় বিবিধ সদ্‌গুণ বিভূষিত লোক আজ কাল অতি বিরল। উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে প্রথমেই তিনি উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন ও সর্ব্বসমাজে উপনয়ন সংস্কার কার্য্যে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে কায়স্থ সমাজ একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক হারাইলেন, যাহা যাইতেছে তাহা আর প্রায়শঃ হইতেছে না। এজন্য এই শোক সভা হরেন্দ্র বাবুর বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোক সন্তপ্ত তদীয় পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য পত্রদ্বারা সভার বিবরণ অবগত করিলেন এবং ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন যে হরেন্দ্র বাবু এই মর্ত্ত্য-ধাম ত্যাগ করিয়া যে অনন্ত ভবন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন তথায় চিরশান্তি অনুভব করুন ইতি।

বর্ষশেষে।

১৩১২ সালের অবসান প্রায়। বঙ্গের অমঙ্গলসূচক যুগে আর একটী বিষ-বিপ্লব-সঙ্কুল দুর্দ্দিনময় মহাকালের গর্ভে বিলীন হইতেছে। আজ 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' তাহার কৈশোর জীবনের অষ্টমবর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া নবমে পদার্পণ করিল। আমাদের চিরন্তন প্রথানুসারে এই বর্ষশেষে প্রতিভার প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখক মহোদয়গণকে এবং বদান্য গ্রাহক মহাত্মাদিগকে আমরা শতসহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ

লেখক মহোদয়গণ যাঁহারা কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে কেবল সমাজের কল্যাণার্থে উপদেশপূর্ণ নানাবিধ গদ্য ও পদ্যময় প্রবন্ধ দ্বারা অন্ত্যন প্রায় বর্ষের প্রতিভার পত্ররাজি সুরঞ্জিত ও সুখপাঠ্য করিয়াছেন তাহাদিগের নিকট আমরা যে অপরিশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ হইয়াছি অবনত মস্তকে আমরা তাহা বারংবার স্বীকার করিতেছি। প্রতিভার দৈনন্দিন বর্দ্ধনশীল প্রায় এক সহস্র গ্রাহক মহোদয়গণ যাহাদিগের অর্থানুকূল্যে পাশ্চাত্য মহাসমর জনিত দুর্ব্বৎসরে প্রতিভাকে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহারা আমাদিগের অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ১৩২২ সাল যেমন দুর্ব্বৎসর তেমনি প্রতিভা মুদ্রণের প্রধান উপাদান কাগজের বাজারে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় বিবিধ স্তম্ভের দ্বিতীয় দফায় কাগজের বিষয় পাঠকগণ অবগত হইবেন। উক্ত বর্ষের প্রতিভা পরিচালনে আমরা নানাবিধ অপরাধে সকলের নিকট অপরাধী। আশা করি প্রতিভার গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে প্রতিভার প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখকগণ ও গ্রাহক মহোদয়গণ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই দরিদ্র সমাজ সেবক প্রতিভার শ্রীঅঙ্গের পুষ্টিসাধন করুন॥ ওঁ শুভমস্তু সর্ব্ব জগতাং।

আমরা সমস্ত নামই দিলাম, যদি কেহ বাদ পড়িয়া থাকেন তবে ভ্রম মার্জ্জনা করিবেন।

ব্রাহ্মণ লেখকগণ।

১। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন।

২। কায়স্থলেখিকাগণ—

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী, নির্ম্মলাবালা দেবী উৎপলিনী দেবী, লীলাবতী ঘোষ, প্রেমকুসুম মজুমদার।

৩। কায়স্থলেখকগণ :—

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ, শরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, যোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা, হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, রসিকলাল রায়, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, কবিরাজ বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরঞ্জন, কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, পার্ব্বতীচরণ বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, ভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা, নৃত্যগোপাল সরকার, সতীপ্রসাদ কর, রসিকলাল দেব, শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, হরেন্দ্রচন্দ্র সেন, বিধুভূষণ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র দাস, তারাপদ বসুবর্ম্মা, গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, ভোলানাথ ঘোষ, শ্রীমঃ, রেবতীমোহন গুহবর্ম্মা; মধুসূদন সরকারবর্ম্মা, শ্রীশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, ৺উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার, অঘোরনাথ বসু কবিশেখর, অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকারবর্ম্মা, রতিনাথ মজুমদার, মাখনলাল ধরবর্ম্মা, বিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা, হরিহর ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, সুধন্বাকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রনারায়ণ তহবিলদার বর্ম্মা, শ্রীশ, হেমচন্দ্র গুহবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ (জাপান) অক্ষয়কুমার সেন ইত্যাদি।

সম্পাদক।

——

সমালোচনা।

১। কায়স্থ-পত্রিকা মাঘমাস। এতদিন পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "কায়স্থ শব্দের নামের নিরুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় "ভ্রান্তি নিরাশ" প্রবন্ধে এই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা এই বাদ প্রতিবাদ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। শ্রাবণ মাসের প্রতিভায় আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের "কায়" অভিমতের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে এ যাবৎ শাস্ত্রী-মহাশয় কোন উত্তর দেন নাই। আমাদিগের প্রধান আপত্তি (ক) ভারতবর্ষীয় হিন্দুর জাতিমালা অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে হিন্দুর জাতি সকল ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই ব্রহ্মার শরীরকে বিরাট বলিয়া থাকে। হিন্দুদিগের কোন জাতি স্থান কিম্বা দেশ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। (খ) দেশ হইতে জাতি সৃষ্ট হইলে তাহার নিত্যত্ব থাকে না (গ) শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রহ্মর্ষী দেশস্থ কায় নামক স্থানটী কাল্পনিক কায় নামক কোন দেশ কি গ্রাম ভারতবর্ষে ছিল না এবং নাই। (ঘ) হংস কায়না একটী স্থান বিশেষ ইহাকে কায়দেশে পরিণত করা অসম্ভব। (ঙ) চিত্রগুপ্ত এবং যম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এক ব্যক্তি নহে। আমাদিগের শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব ধর্ম্মরাজের প্রার্থনানুসারে পৌরাণিক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি বৈদিক কালের লোক নহে। এই পাঁচটী আমাদের প্রধান আপত্তি। আমরা আশা করি শাস্ত্রী মহাশয় এই পঞ্চ আপত্তি খণ্ডন করিবেন।

২। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিতেছেন :—

"প্রবন্ধ লেখক (শাস্ত্রীমহাশয়) কায়স্থ ধর্ম্ম প্রদীপ ধৃত পদ্মপুরাণীয়া সৃষ্টিখণ্ডের বচন মিশ্রকারিকা ধৃতপদ্ম পুরাণীয়া পাতালখণ্ডের বচন এবং কার্ত্তিক শুক্লাদ্বিতীয়া ব্রতকথা প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের বচনগুলি অপ্রমাণিক প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত কায়স্থ সম্বন্ধে যতগুলি পৌরাণিক বা অধুনিক মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনুবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীনভাবে কায়স্থতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতিবাদের প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন "কাত্যায়ন শ্রাদ্ধ সূত্রে যম ও চিত্রগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া উক্ত হন নাই। কেন হন নাই প্রতিবাদকারী তাহার কোন হেতু কিম্বা ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং প্রথম আপত্তির অসারতা প্রদর্শিত হইল।" এই স্থলে তর্ক হইতেছে যম ও চিত্রগুপ্ত এক কি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। লোকের ধারণা যে তাঁহারা পৃথক ব্যক্তি, একজন ক্ষত্রিয় রাজা, অন্যজন তাঁহার লেখক মসিজীবী কায়স্থ। ক্ষত্রিয়

জাতি বিভক্ত হইয়াছেন—অসিজীবী ও মসীজীবী। শাস্ত্রে আছে :—

অসিনারক্ষিতং রাজ্যং মস্যাদি স্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌ :—

যদি যম ও চিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি হন, তবে মসীজীবীর আদিপুরুষ অখণ্ডিবে পরিণত হন। এই প্রকার অশাস্ত্রীয় অযৌক্তিক মীমাংসাদ্বারা শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের মূল বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন করিতেছেন। তাহা হইলে শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে মসীজীবী কায়স্থ বলিয়া কোন জাতি নাই। এই প্রকার উন্মত্ত প্রলাপের আর কি আলোচনা করিব! গরুড়পুরাণে আছে :—

ধর্ম্মরাজস্ততঃশ্রীশ্চিত্রগুপ্তেন সংবৃতঃ।

স্কন্দ ও ভবিষ্যপুরাণের ঐমত এই সকল ব্যাস বাক্য প্রতিবাদ করিবার শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মারও নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল মীমাংসিত বিষয়ে কেন বৃথা হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদসমুপ বৃংহয়েৎ।"

অর্থাৎ বেদবাক্য, ইতিহাস ও পুরাণাদিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অতএব পুরাণকে ফুৎকারে উড়ান যায় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের "কায়" জনপদ ভারতের কুত্রাপি দেখা যায় না। কাইথল কি হংস কায়নাকে কায়জনপুরে পরিণত করা অসম্ভব ইহাই আমাদের ধারণা। আমাদের শেষকথা এই যে শাস্ত্রী মহাশয়ের "কায়" অভিমত একটী নূতন আবিষ্কার, ইহা অন্যকোন ও পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন. কি? যদি কেহ সমর্থন করিয়া থাকেন তিনি কে এবং তিনি কোন্ হেতুবাদে সমর্থন করিতেছেন আমরা জানিতে চাহি?

২। নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী অনেক দিন হইতে সমালোচনা অপেক্ষা করিতেছে।

(১) বাঙ্গলা ফারায়েজ অথবা মোহাম্মদীয় দায়ভাগ। পাবনা জিলান্তর্গত চাটমহর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হামিদ নছিরাবাদী মহাশয়ের প্রণীত মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। আমরা মনোযোগের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। মুসলমান ভ্রাতৃগণ মধ্যে এই ফারায়েজ লইয়া অনেক সময় তর্ক উপস্থিত হয় এবং মোল্লাগণের নিকট হইতে অর্থদ্বারা ব্যবস্থাপত্র আনিতে হয়। আমরা আশাকরি প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুসলমান এই পুস্তকের একখণ্ড পঞ্জিকার ন্যায় গৃহে রাখিলে উপকার হইবে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ বাঙ্গলা ভাষার সেবায় নিযুক্ত হইতেছেন ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ সন্দেহ নাই।

৩। বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ এবং সর্পাঘাত ও বিষ চিকিৎসা। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত কলিকাতা ভবানীপুর ৩২ নং বকুল বাগান ফাষ্টলেন ভবনে তিনি এইক্ষণ আছেন। পুস্তকদ্বয় তাঁহার নিকট প্রাপ্তব্য। উত্তম ছাপা এবং উত্তম কাগজ দেওয়া হইয়াছে প্রথম খানির মূল্য ১।০ আনা ও দ্বিতীয় খানির ।৵০ আনা। তীর্থ বিবরণ পুস্তকখানি অতি উপাদেয়। বঙ্গদেশের তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী পুস্তকাকারে এইরূপ সংকলিত আমরা আর দেখি নাই। ইহাতে যশোরেশ্বরী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবী, বেহুলা দেবী, নন্দীপুরের নন্দিনী, বক্রেশ্বরে মহিষমর্দ্দিনী, নলহাটিতে কালিকা দেবী, উৎকলে বিরজা

দেবী ইত্যাদি মহাপীঠ সকল এবং গয়া, বুদ্ধগয়া, তারকেশ্বর, ভুবনেশ্বর, সাক্ষী-গোপালাদি উপপীঠ এবং মেহারের কালীবাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালী ইত্যাদি সিদ্ধ পীঠ এবং নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি সাধু জীবন সংকলিত মধুর ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠক মাত্রেই বিমোহিত হইবেন। গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় একজন আচার-নিষ্ঠ কায়স্থ। আমরা প্রত্যেক কায়স্থকে ইহার একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক সর্পাঘাত চিকিৎসা এখানি অমূল্য গ্রন্থ। বঙ্গদেশ বিষপূর্ণ সর্পের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে ১৫ হইতে ২০ হাজার লোক সর্পাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে। এইরূপ মৃত্যু হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দয়ালু বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে বিষধর সর্প বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই পুস্তকে সর্পজাতির বিবরণ, সর্পদংশন, বিষ চিকিৎসা, সর্পবিষের ঔষধ, বিষ নামাইবার প্রক্রিয়া, মালবৈদ্যদিগের চিকিৎসা প্রণালী ইত্যাদি বিবরণ প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট পরমোপকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। বৈদিক সন্ধ্যাবিধি এবং শাস্ত্রী ইতিহাস, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রণীত, ইহার বর্ত্তমান ঠিকানা পোষ্ট সৈতাগাঁ, চট্টগ্রাম। উপনীত কায়স্থদিগের জন্য উক্ত সন্ধ্যাবিধি সঙ্কলিত হইয়াছে, উহাতে কর্ম্মশালী নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের মূল্য ।৷০ আনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দৈত্যকুলা-বাসীর জন্য অর্দ্ধমূল্য। উক্ত পুস্তক পাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি।

৫। বাঁশরী একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র। আমরা ১৩২২ পৌষ সংখ্যা হইতে পাইতেছি। সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় আমাদের নিকট সুপরিচিত। গদ্যে ও পদ্যে ইনি সিদ্ধ হস্ত। পৌষ সংখ্যায় সৌখীন-সন্ন্যাসী, সৌন্দর্য্যের উপাসক, বেদনাহত ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তদ্ব্যতীত কতিপয় অতি সুন্দর কবিতা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতেছে। শ্রীভগবানের নিকট বাঁশরীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

৬। হিন্দু সমাজের বিরাটমূর্ত্তি সন্দর্শন। ত্রিশূল পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত, শ্রীযুক্ত রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত। আমরা এই ক্ষুদ্র ২৬ পৃষ্ঠা পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া হিন্দু-সমাজের বিরাটমূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিলাম না। রাজা বাহাদুর লিখিতেছেন:—হিন্দু সমাজ বলিতে আমরা কি বুঝি?—এই জটিল প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে হিন্দুধর্ম্মকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, কেন না হিন্দুধর্ম্মের উপরেই হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত।" ইহার পর রাজা মহাশয় নানা মুনির মত সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন যে, যে ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হিন্দুস্থানের ১৭ কোটী অধিবাসী, সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেই বুঝিতে হইবে। তাহার পর রাজা বাহাদুর ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের সূচনা করিয়া স্বজাতির প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য বলিতেছেন:—

হিন্দুকে ইহার মোটামোটী একটা পরিচয় দিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, যাহারা ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ সঙ্কলিত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং চিরাগত আচার সকল মানিয়া থাকেন, তাহারাই হিন্দু। তিনি পুস্তিকার অন্য স্থানে বলিতেছেন যে "বিরাট হিন্দুসমাজ-দেহের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্যস্থল উহার বৃহৎ উদর—অর্থাৎ পাকস্থলীতে আগন্তুক বস্তু সকলকে মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম-প্রকৃতি ভুক্ত করণ সম্বন্ধীয় অসাধারণ সামর্থ্য সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছে। হিন্দু সমাজ অপরকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াও নিজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে অভ্যস্ত।"

পুস্তিকার নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া রাজা বাহাদুরের হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে বিরাট মূর্ত্তির আভাস পাঠকবর্গকে দিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার মতে কতকগুলি উচ্চনীচ জাতি সমষ্টি হিন্দু সমাজের বিরাটমূর্ত্তি। এই বিরাটমূর্ত্তির বিশাল উদরে নমঃশূদ্র, কোল, ভিল, সাঁওতাল, চীন, জাপান, তিব্বত, য়ুরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি বিজড়িত হিন্দু-সমাজ নিহিত আছে। তাঁহার মতে এইরূপ নানা জাতিকে হিন্দুসমাজ অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াও নিজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে রাজা বাহাদুরের এই সকল ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য হিন্দু সমাজে নাই। চিরাচরিত প্রথানুসারে ক্ষত্রিয় রাজন্যগণ সমাজের অনুশাসক, ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থাপক। ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা বাহুবলে ক্ষত্রিয় জাতি সমাজে কার্য্যে পরিণত করিতেন। অধুনা হিন্দু সমাজ অপর জাতিকে অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া দূরস্থান যে সকল জাতি বিরাট সমাজ দেহের হস্তপদাদি ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজকে পরিত্যাগ করিতেছে। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া কত শত সহস্র নিম্নশ্রেণীর অচল হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে তাহা কি রাজা বাহাদুর দেখিতে পাইতেছেন না? তদনন্তর রাজা বাহাদুরের উক্তি অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান একটি উন্মত্তের প্রলাপ নহে কি? বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ছুৎমার্গী, অর্থাৎ তাহাদিগের ধর্ম্ম পাকশালায় প্রবিষ্ট। অমুক জাতির জল পান করা যায় না, অমুকের অন্নগ্রহণ করা যায় না, ইহাই এইক্ষণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ক্রমেই হিন্দু সমাজ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি বেদাধ্যয়ন করিবে না কিন্তু বেদে সকল জাতির সমানাধিকার আছে, ইহা যজুর্ব্বেদীয় ২৬ অধ্যায়ে আমরা পাঠ করি যথ—যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চারণায় ॥ অর্থাৎ—কল্যাণীয় বাক্য আমি যেরূপ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শূদ্র, চারণায় অর্থাৎ অতি শূদ্রদিগকেও প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা এবং অত্যাচারে সমাজ দেহের মূর্ত্তির এইক্ষণ একটি মস্তক ও পদদ্বয় মাত্র আছে। বাহু, উদর কি উরু কিছুই নাই, এই প্রকার অবস্থায় হিন্দু সমাজের বিরাটমূর্ত্তি রাজা বাহাদুর যাহা আমাদিগকে দেখাইলেন তাহাতে আমরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলাম।

৭। সতীত্ব।—শ্রীযুক্ত রঘুবর কবিরাজ

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা প্রণীত মূল্য ৵১০ পয়সা মাত্র। বঙ্গীয় মহিলাগণকে নারীধর্ম্ম ও সতীত্ব রত্নের অধিকারিণী করিবার মানসে কবিরাজ মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন। ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেনঃ—

আকাশে নক্ষত্র যেমন একবার মাত্র স্থানভ্রষ্ট হইলে পুনরায় পূর্ব্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ সতীত্ব একবার মাত্র সতী-হৃদাকাশ হইতে স্খলিত হইলে আর পুনঃ সংস্থাপিত হইতে পারে না ইত্যাদি। ইহা অতি অন্যায় কথা। শাস্ত মানুষ ভ্রান্ত জীব, অনন্ত অভ্রান্ত জীবের বিশেষণ সে কোথা হইতে পাইবে। যে নারী স্বামীধর্ম্ম রক্ষা করেন তিনিই সতী। বিধবাগণ পুনর্বিবাহ করিলে তাহারা কি সতী ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হন? প্রাচীন ভারতের যৌবন বিবাহের সহিত বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। যে পঞ্চ কন্যা হিন্দুর সতীদের আদর্শ স্থানীয়া, তাঁহারা সকলেই দ্বিচারিণী ছিলেন, তথাপি তাহারা সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হন নাই। পতিভক্তি যেমন নারীর পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম, তেমনই পত্নীভক্তি পুরুষেরও প্রধান ধর্ম্ম হওয়া উচিত। আর্য্য ঋষিগণ নারী সম্বন্ধে যে কঠোর নিয়ম স্থাপিত করিয়াছেন, পুরুষের বেলায় তাহারা অতিশয় উদার! পুরুষগণের সম্বন্ধে পত্নীধর্ম্ম কোন শাস্ত্রেই আমরা দেখি না। আমরা মনে করি পতি এবং পত্নী ধর্ম্ম, নারী এবং পুরুষের সম্বন্ধে একই রকম হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান মনু বলিয়াছেন, যে কুলের ভার্য্যা ভর্ত্তাকে এবং ভর্ত্তা ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট রাখে সেই কুলের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আমরা আশা করি বন্ধুবর কবিরাজ মহাশয় তাহার এই সতীত্ব ধর্ম্মের ন্যায় পতিত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা রচনা করিবেন।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মার বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতা নিবন্ধন আজ প্রায় বর্ষদ্বয় হইল তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ বিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা সহকারী সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এমন সময় প্রত্যাসন্ন যখন তাঁহাকে সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবেক। তবে সম্পাদক মহাশয় যতদিন পারেন, প্রতিভার কার্য্য করিবেন। প্রতিভার প্রবন্ধ লেখক মহোদয়গণ, গ্রাহক মহাশয়গণ, বন্ধুবর্গ ও পৃষ্ঠপোষক মহাশয়গণ প্রতিভার বৃদ্ধ সম্পাদকের প্রতি যে প্রকার অজস্র করুণা প্রদর্শন

করিয়া আসিতেছেন, তদ্রূপ দয়া এবং শতাধিক ত্রুটীতে ক্ষমা, উক্ত সহকারী সম্পাদকের প্রতি প্রদর্শন করিলে, সম্পাদক চরিতার্থ হইবেন। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইল। কখন কি হয় বলা যায় না; সম্পাদকের বর্ত্তমান চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ বয়সে কালপ্রভাব অপরিহার্য্য। অলমিতি বিস্তারেণ।

২। কাগজের বাজারে অধুনা পাশ্চাত্য সমর জনিত নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। প্রতিভার উপযুক্ত রয়েল কাগজ বাজারে দুষ্প্রাপ্য। যুদ্ধের প্রারম্ভে যে রয়েল কাগজ প্রতি রিম ২॥০ টাকা এবং ২॥৵ আনা ছিল, অদ্য তাহা পাওয়া যায় না, উক্ত আকারের নিকৃষ্ট কাগজ ৬৲ টাকার উপর বিক্রয় হইতেছে। গত ফাল্গুন সংখ্যা হইতে প্রতিভায় ১৮ পাউণ্ড কাগজ দেওয়া হইতেছে, তাহা প্রতি রিম ৫॥৵০ আনা হিসাবে আমরা খরিদ করিতেছি। এই নিকৃষ্ট কাগজে প্রতিভা পাঠ করিয়া গ্রাহকগণ আমাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু উপায় নাই। যুদ্ধাবসানে য়ুরোপ এবং ভারতে সুখ শান্তি সংস্থাপিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় ভাল কাগজ দিতে পারিব। ভাল কাগজের প্রধান কোমল উপাদান (pulp) যাহা য়ুরোপ হইতে আসিত তাহা এইক্ষণ আমদানী হইতেছে না বলিয়া কাগজ এই প্রকার দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। এই সকল কারণে ২০ বৎসরের পত্রিকা আনন্দবাজার আজ প্রায় দুইমাস বন্ধ থাকিয়া এইক্ষণ পুনঃ মুদ্রিত হইতেছে। হিতবাদী তাহার বড় কাগজ অভাবে ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত হইতেছে।

৩। বিগত ৫ই এপ্রিল তারিখে আমাদিগের নূতন সম্রাট-প্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ড মহামতি বোম্বাই নগরে ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃত্বভার মহামতি লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ দিবস ট্রেণ যোগে সপার্ষদ দিল্লী রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় সপারিষদ অর্ণব যানে বিলাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৪। আমরা আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে পাশ্চাত্য মহাসমরে নিযুক্ত ভারতবর্ষের সেনাদলের মধ্যে নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সাহস প্রদর্শন জন্য সম্রাট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন।

৫। বিগত ১লা এপ্রিল তারিখে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলনের একটি অধিবেসন মহা সমারোহের সহিত রংপুরে হইয়াছিল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী উক্ত দিবসের জন্য সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রংপুরের টাউনহলে প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তির সমবেশ হয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রমুখ অনেক পণ্ডিত সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাজহাট এবং কাকিনার রাজা বাহাদুর এবং কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় বাহাদুর এবং পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যার্ণব উপস্থিত ছিলেন। রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ, তথা পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর, বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন ইত্যাদি অনেক মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। বেদ

এবং কোরাণ হইতে আশীর্ব্বচন পঠিত হইবার পর উক্ত সরস্বতী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা প্রস্থান করেন। তৎপরদিবস হাইকোর্টের উকিল বাবু শশধর রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর মহোদয় "হিন্দুজাতির পক্ষে ধর্ম্মই জীবনের প্রধান সম্পত্তি" এই বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি বরপণপ্রথাকে অতি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাতে সমাজের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে তদ্বিষয় উপস্থিত সভ্যগণকে যাহাতে উক্ত প্রথা সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতে বলেন। পণ্ডিতরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে বিদ্যা-সদাচার-সম্পন্ন বর না পাইলে কন্যাকে দীর্ঘকাল অনূঢ়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। যদি এরূপ অভিপ্রায় পণ্ডিতরাজ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে উহা স্মৃতিশাস্ত্রের বিপরীত, কেননা মনু বলিয়াছেন:—বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা কন্যা ও বরকে আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যা-সদাচার-সম্পন্ন বরকে কন্যা দান করিবে। (মনু ২য় অধ্যায় ২৭) ইহাকেই 'ব্রহ্ম বিবাহ বলে। ফলতঃ আমরা মনে করি, যে পর্য্যন্ত সচ্চরিত্র, অবস্থাসম্পন্ন, সুবিদ্বান পাত্র না পাওয়া যাইবে তাবৎ কন্যাকে বিবাহ দিবে না। পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ [illegible]-বিদ্যামহার্ণব একটি সুন্দর বক্তৃতায় এই সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন জন্য রংপুর-বাসীগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন।

৬। চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার।—ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতিতে নিম্নলিখিত দান ধন্যবাদের সহিত গৃহিত হইল। দাতৃগণ দয়া করিয়া সমস্ত টাকাই উক্ত প্রচার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট,২০৭নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন। পূর্ব্ব স্বীকৃত চাঁদা (১৩২২ ফাল্গুন) ২৭৲ টাকা। শ্রীযুক্ত ইন্দুকুমার সরকার ম্যানেজার মকড়াপাড়া চা বাগান ১০৲ রেবতীমোহন পাল সহকারী ম্যানেজার ঐ বাগান ২৲ গোপালচন্দ্র বসু ঐ বাগানের তত্ত্বাবধায়ক ২৲ প্রমথনাথ ঘোষ রায় উক্ত বাগানের ২য় তত্ত্বাবধারক তারিনীপ্রসাদ রায় বি, এল জলপাইগুড়ি শ্যামাচরণ ঘোষ ঠাকুর ইশিবপুর ২৲ শ্রীনাথ হোড় বি এল জলপাইগুড়ি ১৲ পূর্ণচন্দ্র মিত্র উকিল জলপাইগুড়ি ১৲ হেমন্তকুমার বসু জলপাইগুড়ি ১৲ দেবেন্দ্রকুমার কর বর্ম্মা ঐ ১৲ অবিনাশচন্দ্র বসুবর্ম্মা ঐ ৷৷০ গগনচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা ব্রাহ্মণদী ১৲ সুকেশচন্দ্র দাস, বাইশরশী ১৲ শ্রীশচন্দ্র দাস সাকিন ঘটমাঝি ১৲ কুঞ্জবিহারী ভৌমিক মধ্যপাড়া ১৲ মোট ৫৪৷৷০ টাকা।

৭। বিগত পৌষমাসের আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় 'কায়স্থ মহিলায় দান' শীর্ষক ২ দফায় যে "সুরবালাবৃত্তি"র কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম তজ্জন্য কোন আবেদন পত্র অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। যে কায়স্থ মহিলা উক্ত বৃত্তির জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন তিনি মাসিক ২৲ টাকা পাইবেন। প্রতিভার পাঠক মহাশয়গণ মনোযোগী হইয়া উক্ত বৃত্তি প্রদানের উপযুক্ত মহিলার নাম ধাম অতি সত্বর আমাদের নিকট

লিখিয়া পাঠাইবেন। কোন সহায়হীনা অনাথা কায়স্থ-মহিলার আবেদন পত্র বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত মুদ্রিত হইবে।

৮। কায়স্থোপনয়ন।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত সোমসপুর কায়স্থ সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ২৬শে ফাল্গুন সোমবার নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—কুনিয়া শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী নন্দীর বাটীর কেন্দ্রে—১। কুমুদবিহারী নন্দী। ২। নলিনীরঞ্জন নন্দী ৩। বিধুভূষণ মজুমদার। ৪। অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। ৫। নন্দলাল সরকার। উক্ত কেন্দ্রে আচার্য্য শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার দেবশর্ম্মা, হোতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।—বিগত ২৮শে ফাল্গুন শনিবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চৌবাড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুর বাটির কেন্দ্রে ১। কালীপদ বসু। ২। পরিব্রাজক .. মৌলিকচন্দ্র বিশ্বাস। এই কেন্দ্রে আচার্য্য ছিলেন যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বিগত ২২শে পৌষ শুক্রবার সোমসপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ এবং বিগত ১৮শে পৌষ বৃহস্পতিবার সেনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৯। কায়স্থোপনয়ন।—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত দেববর্ম্মা মহাশয়ের ঢাকা তাঁতি-বাজারস্থ বাসাবাটীতে বিক্রমপুর বীরতারা গ্রামনিবাসী জগদীশচন্দ্র মজুমদার এবং বরাকর নিবাসী শশীকুমার বসু মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১০। রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের সত্বাধিকারী ও অধিনায়ক অধ্যাপক এম, এন, দাস মজুমদার বর্ত্তমান সময়ে (২৭শে ফাল্গুন ১৩২২) রাজসাহী নগরে তাঁহার অমানুষিক কীর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি এইক্ষণ ভারতে ইণ্ডিয়ান স্যাণ্ডো নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রাজসাহী নগরে ১১০ মণ ওজনে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকার লৌহ নির্ম্মিত রোলার তাহার শরীরের উপর দিয়া ৫০১৬০ জন লোক টানিয়া লইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তিনি গাত্রোত্থান করিয়া উপস্থিত দর্শকগণকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই স্তম্ভিত হইয়াছেন। ভারতে এই রূপ শারীরিক বলের পরিচয় আর কেহ দিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় আজ পর্য্যন্ত যে সকল টাকা সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিয়াছেন তাহা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ছিলেট, মৌলবীবাজার, চাঁদপুর এবং পাবনাদি স্থানে ৩৪২৲ টাকা পাশ্চাত্য সমর রিলিফফণ্ডে দান করিয়াছেন। বরিশাল জিলান্তর্গত ভোলা সবডিভিসনে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থে ৪০৲ টাকা, পাবনা ছাত্রদিগের পুস্তকাগারে ১০৲ টাকা, মাগুরা মহকুমার বালকদিগের ফুটবল খেলার জন্ম ১৫৲ টাকা এবং রাজসাহী স্কুলের সাহায্যার্থে ২২৲ টাকা ইত্যাদি দান কার্য্যদ্বারা উক্ত অধ্যাপকমহাশয় পরোপকারী, দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

বিগত ২৮শে ফাল্গুন রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনীকান্ত বাহাদুর রাজসাহী কলেজের পক্ষ হইতে ৭০৲ টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণ মেডেল তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চার উৎসাহের জন্য রাজসাহীতে ২টী বালককে ২টী রৌপ্য মেডেল উপহার দিয়াছেন।

১১। কায়স্থোপনয়ন :— রাজবাড়ী দত্তকুটির হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—ফরিদপুর জিলান্তর্গত চৌবাড়ীয়া গ্রামে রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু দেববর্ম্ম মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৮শে ফাল্গুন একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া কুল পুরোহিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সরকার মহাশয়দ্বয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহাদিগের নষ্ট সাবিত্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।

১২। বিনাপণে বিবাহ।—উক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ২৮শে ফাল্গুন উক্ত উকিল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুবর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান কালীপদ বসু দেববর্ম্মার সহিত মজমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহে কুঞ্জ বাবু বরপণ বাবদ কিম্বা খরচা বাবদ একটী পয়সাও গ্রহণ না করিয়া যেরূপ উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অব প্রশংসনীয়। আশা করি কায়স্থ সমাজে সকলেই কুঞ্জবাবুকে অনুসরণ করিয়া তাঁহা-দিগের পুত্রগণকে বিনাপণে ও স্বেচ্ছায় বিবাহ দিবেন।

১৩। ভ্রম সংশোধন।—বিগত ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় ৫১৯ পৃষ্ঠায় রামকুমার দাষ শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মিত্র নামের স্থলে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার মিত্র নাম হইবে।

১৪। সার্দ্ধ পঞ্চবর্ষ অমিতবিক্রমে ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমাদিগের পরম প্রিয়তম বড়লাট শ্রীযুক্তলর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর আগামী ৩১শে মার্চ্চ বোম্বাই হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। তাহার স্থলাভিষিক্ত সম্রাট প্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড মহামতি বোম্বাই নগরে ভারতবর্ষের ভারগ্রহণ করিয়া ভারতের রাজধানী দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিবেন। এই পঞ্চবর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় যে রাজনীতি ও কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন সম্রাট প্রতিনিধি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এরূপ অভিমান ও স্বার্থশূন্য মহানুভব ব্যক্তি আর আমরা কুত্রাপি দেখি নাই। তিনি হিমালয় হইতে আকুমারী ভারতীয় রাজন্যবর্গের এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নিকট অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যে ভীষণ পাশ্চাত্য মহাসমর আজ বিংশতি মাস সভ্যতার লীলাভূমি য়ুরোপকে বিদগ্ধ করিতেছে লর্ড হার্ডিঞ্জের কৌশলে সেই মহাসমরের কোন প্রকার উৎপাত ভারতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আরও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতে পারিবেন, ইহাই

আমরা শ্রীভগবান সমীপে প্রার্থনা করি তিনি যে মহাঋণে ভারতকে আবদ্ধ করিয়াছেন আমাদিগের অক্ষুণ্ণ রাজভক্তি এক মাত্র পরিশোধের উপায়। যখন সমগ্র পৃথিবী এই মহাসমরের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত তখন আমরা যে পরম সুখে অবস্থান করিতেছি ইহা সামান্য কথা নহে।

১৫। আমাদিগের নূতন সম্রাট প্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে আমরা সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। আমরা আশা করি তিনি সুস্থ শরীরে শাসন করিয়া নানাভাবে ভারতের মঙ্গল সাধন করুন। তাঁহার শুভাগমনের পূর্ব্বেই তদীয় সুখ্যাতির আলোকচ্ছটা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

১৬। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলান্তর্গত হাটগ্রাম হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ২৮শে ফাল্গুন চৌবাড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু উকিল মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু এবং জেলা যশোহরের রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মুলুক চাঁদ সরকার মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জিলান্তর্গত বেড়াদি গ্রাম হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ২রা চৈত্র বুধবার জিলা যশোহর বাঘুগ্রামে শ্রীযুক্ত বনমালীচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত পঞ্চ কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র। ২। উপেন্দ্রনাথ দাস। ৩। গঙ্গাচরণ দাস। ৪। জগন্নাথ ঘোষ এবং। ৫। অমূল্যকুমার ঘোষ, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, সর্ব্ব সাকিন বাঘুগ্রাম। এই উপনয়ন, কার্য্যে পরিণত করিতে উক্ত দীননাথ বসু মহাশয় বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন।

বিগত মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত কর্ম্মলীলা প্রবন্ধের নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা।	স্তম্ভ।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪৫৬,	২য়,	১০ম,	হইয়াছে,	হওয়ায়,
৫৬০,	২য়,	৮ম,	রাজধানী,	রাজরাণী
ঐ,	ঐ,	১৫শ,	দেশস্থ,	দেহস্থ
ঐ,	ঐ,	২৮শ,	নাই,	নই
৫০৭,	১ম,	১৯শ,	লক্ষ করেন,	লক্ষ করিয়া বলেন
ঐ,	২য়,	১০শ,	সম্বন্ধে,	সম্বন্ধ
৫০৮,	২য়,	২৩শ,	ঋষিবাক্য,	ঋষিবাক্যের

কর্ম্মলীলার ফাল্গুন সংখ্যার উপসংহারে প্রবন্ধ লেখকমহাশয় জার্ম্মান কবি গেটে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ইংরাজিতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"That which thou didst inherit from thy sires
In Order to possess it must be won."

ইহার ভাবার্থ এই যে, যাহা তুমি উত্তরাধিকারী স্বত্বে তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে পাও নাই তাহা লাভ করিতে, হইলে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ইংরাজী অংশ না দিয়া মনে করিয়াছিলাম যে যাহা আমরা উক্ত-

অধিকারী নহে পুরই নাই, তাহা অধিকার করিতে হইলে চেষ্টা করিতে হইবে। ফলতঃ যাহা আমরা উত্তরাধিকারী সত্বে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমাদিগের অধিকারে আছে, তজ্জন্য চেষ্টার কোন আবশ্যক করে না। এইরূপ লেখক মহাশয়ের পত্র প্রাপ্তে আমাদের ভ্রম সংশোধন করিলাম, এবং আমাদের ভ্রমের জন্য লেখক মহাশয় ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি উক্ত লেখক মহাশয়ের রচিত মাঘ সংখ্যার ৫৬৩ পৃষ্ঠার "বঙ্গ জননী" শীর্ষক পত্তে মধুর কোকিলরবে স্থলে মধুর কাকলিরবে হইবে এবং ৫৬৪পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অধ্যায় ৮ পংক্তিতে নাই হবে তার স্থলে নহি হবে তার হইবে। এবং উহার ১৬ পংক্তিতে প্রণব সাবিত্রী কার একবটে নয় ইহার স্থলে এক চেটে নয় হইবে।

১৮। কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত দাইহাট নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে লিখিতেছেন :—

আপনার স্নেহ লিপি প্রাপ্তে সমস্ত অবগত হইলাম। আমার সপ্তম বর্ষীয় পুত্রটীর অধ্যয়ন কোন্ বেদ বিদ্যালয়ে আরম্ভ করাইব তৎপরামর্শ লাভের জন্যই আপনাকে লিখিয়াছিলাম। আপনি আমাকে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিবার জন্ম লিখিয়াছেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র অকিঞ্চন দ্বারা দুরবস্থ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের কি উপকার হইতে পারে? যাঁহারা সমাজের প্রকৃত নেতা তাঁহারা একেবারে উদাস, তাই আমা মনে হয় বাণপ্রস্থী হইয়া তপস্যাদিদ্বার কায়স্থের গৌরব প্রকটিত করিব। যাহ হউক এখনও কিছুই পরিবর্ত্তন করি নাই যদ্ যাহা করিব আপনায় জানাইব ও প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিব। তবে যেক যে ভাবে বাস করে সেই ভাবে স্বপরিবারে এইস্থানে বাস করিব অত্রস্থ কায়স্থদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয় বিশুদ্ধ কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার করিব এবং উর্দ্দু পার্শী শিক্ষা করিব। ছেলেটীকে হিন্দি পড়াইতেছি। কিছুদিন পরে কেশী ঘাটে প্রথম শ্রেণীর শিল্প বিদ্যালয়ে (Technica Matriculation school) আগামী জুলাই মাসে ভর্ত্তি করিয়া দিব এব একাদশে উপনয়ন দিয়া বেদ বিদ্যালয়ে রাখিয় দিব। বিরাট কায়স্থ জাতির ভারতব্যাপী দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রুজল সংবরণ করা যায় না এদেশের কায়স্থগণ অনেকেই সম্মানিত ও বিদ্বান, কিন্তু কেহই বৈদিক আচার প্রতিপালন করেন না। অনেকেরই উপাধি মুন্সী, সাহে ইত্যাদি মুসলমানী কায়দা, বৈদিক ভাবে উদা সীন। ইহ দিগকে বৈদিক কার্য্যে মনোনি বেশ করাইবার চেষ্টা করাইতেছি। এখনকা উচ্চনীচ ভাব এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অবগত নহি এখনকার কায়স্থগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহাই করু না কেন, ব্রাহ্মণগণকে ইহাদের বাধ্য হইতে হয় বলিয়া বিদ্যার্থিগণ পংক্তিভোজে ইহাদিগ পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

অষ্টম বর্ষের

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পৃষ্ঠা।
আকিঞ্চন (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা কবিরত্ন	৩৬৫
আগমনী (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা	২০১
আগমনী	সম্পাদক	২৪৯
আগমনী	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	২৫০
আত্ম-বিলাপ (পদ্য)	শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা	২০২
আদিশূর	শ্রীরেবতীমোহন গুহবর্ম্মা এম.এ.বি.এল	৪৪৮,৪৮৮
আধুনিক উপন্যাস	শ্রীরাধারমণ দাস	২০০
আবাহন	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	২৫১
ইংরাজের আমলে কায়স্থের মান,	শ্রীরসিকলাল রায়	২১১
ঈশ্বর (পদ্য)	শ্রীমতী প্রেমকুসুম মজুমদার	৪৬৭
একখানি পত্র	শ্রী-মঃ	৪৪৮
একান্ত তোমারি (পদ্য)	শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	৩৬৭
কতদিন (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	৩২
কায়স্থ	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত, ভারতীভূষণ	১২৩,১৫০,১৯৫,২৯০
কায়স্থ-কুলভূষণ বিহারীলাল গুহরায়,	সম্পাদক	৩৮
কায়স্থজাতির বর্ত্তমান প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা,	শ্রীঅঘোরনাথ বসুবর্ম্মা কবিশেখর	৩৯১
কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব	সম্পাদক	২৯৮
কায়স্থ বীর, মহেন্দ্রনাথ	শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা	৪১৯
কায়স্থ সমাজের কর্ত্তব্য	শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডুবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	৭৬
কাক-সংবাদ	শ্রীকাক	৫৫১
কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত	শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা	২০১
কি যেন (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	১৩৩
কৈফিয়ৎ	শ্রীনিত্যগোপাল সরকার	১৫৯
কৈফিয়তের প্রতিবাদ	শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত	২৬২
কোকিল (পদ্য)	শ্রীমতী লীলাবতী ঘোষ	৪৬৫
গভীর মিলনে সুখ, দুঃখ (পদ্য)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা	২৪১
গরুড়স্তম্ভলিপি	সম্পাদক	৩০১, ৩৬০
গান (পদ্য)	শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা	১৩৪
গোরার কথা (পদ্য ১,২,)	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার	৪৬৫
জ্ঞানভক্তির মিলন (পদ্য)	শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস	৫১১

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পৃষ্ঠা।
চৌরাষ্টকম্ (পদ্য)	শ্রীহেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম,এ	৩০
জন্মাষ্টমী (পদ্য)	সম্পাদক	২৪০
জাপানে ধর্ম্মবিশ্বাস	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	৩৫২
জীবন সঙ্গীত (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	৩২
তব তরে [মৃতপত্নীর উদ্দেশ্যে] (পদ্য)	ঐ	২০৬
ত্যাগীভরত	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৪৫৭
তুমি কি আমার হবে ? (পদ্য)	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২০৯
দিনাজপুরের শোকসভা	শ্রীশশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ	৫৬৫
দুঃখ-বরণ (পদ্য)	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২০৮
দুঃখের কথা	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন	৩৭৪
ধর্ম্ম	শ্রীরসিকলাল দেব	২৪৩
নববর্ষ	সম্পাদক	১
নববর্ষ	শ্রীসত্যবন্ধু দাস	৮
নববর্ষ (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	১১
নববর্ষে আত্ম-নিবেদন	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা রায়চৌধুরী	১৫
নববর্ষের প্রীতি উপহার	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	২০
নব শিক্ষা (পদ্য)	শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন	৪৬৭
নবীন বর্ষ (পদ্য)	শ্রীভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা	৩১
ন্যায়ের প্রতি	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	১২৮
নারী নীতি	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন	৪০৭
পণপ্রথা (পদ্য)	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	৪৬৫
পরলোক বিজয়	সম্পাদক	২১৭
পরোপকার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৩০
পাশ্চাত্য মহাসমর (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	১৩১
পাশ্চাত্য শিক্ষা	সম্পাদক	৫৫৭
পুনর্জ্জন্ম (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা	৫০৯
প্রচার-প্রসঙ্গ	শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা	৪১৩, ৪৯৭, ৫৬২
প্রচার বিবরণ	শ্রীহরিহর ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী	৩১৩
প্রতিবাদ	শ্রীসুধন্বকুমার ঘোষ	৫১৪
প্রসিদ্ধ-সমাজসংস্কারক উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী	শ্রীঅঘোরনাথ বসুবর্ম্মা কবিশেখর	৪৯
প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার	৬৬৫
প্রেমের জয় (পদ্য)	শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন	৩৬৭
ফরিদপুর "কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতি,"	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা	৫১৯

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পৃষ্ঠা।
ফিরা'ও তাঁহারে (পদ্য)	শ্রীমতী উৎপলিনী দেবী	৫৩
বঙ্গ-জননী (পদ্য)	শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা	৪৬৩
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ইতিবৃত্ত	শ্রীগিরিশচন্দ্র দাষ	৯৭, ১৫৪, ৫০১, ৫৩৭
বঙ্গসাহিত্যে-কায়স্থ প্রভাব	শ্রীরতিনাথ মজুমদার	৮৬৫
বঙ্গীয় কায়স্থের প্রতি (পদ্য)	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	৪৮৫
বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী	সম্পাদক	৩০৯
বরপণ প্রথা	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৫৮
বরপণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা,	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন	২৭০
বর্ষশেষে	সম্পাদক	৫০৬
বর্ষাভিনন্দনম্	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৫
ব্রজনাথ মজুমদার	শ্রীরতিনাথ মজুমদার	৫৭৩
বাদল (পদ্য)	শ্রীমতি চারুশীলা দেবী	৩৯৩
বাণী বন্দনা (পদ্য)	শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা	৩৯৭
বাল্য রচনা (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন	১৩৪
বাসনা (পদ্য)	শ্রীসঃ	১৩৪
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ (পদ্য)	শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা	৫৭২
বিজয়া	সম্পাদক	২২৬
বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু	সম্পাদক	২০৭
বিবিধ-প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৪২,৯০,১৪০,১৮৯,২৮১, ৩২৬, ৩০২,৪৩১,৪৭৬,৫২২,৫৭২
বিমাতা (গল্প)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা	২৮৯
বিশ্বাস	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	৬৮৮
বৃটিশের জয় (পদ্য)	শ্রীহেমচন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা	১৩২
বেলা যায় (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	৩৬২
বৈষ্ণব সাহিত্যে কায়স্থ	শ্রীগৌরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার	৪৩৫,৪৮০
ভগবদ্ভক্তি ও কর্ম্মফল	শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা	৫৩১
ভবভয় হরণ (পদ্য)	শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা	১৫৩
ভাগ্য বিপর্য্যয় (গল্প)	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	৭৬
ভাঙ্গিওনা ভুল (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন	৩৬৪
ভারতবর্ষীয় হিন্দু মহাসম্মিলন	সম্পাদক	১২১
ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনী	সম্পাদক	৪২৮
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া (পদ্য)	শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা	৩২৫
ভুলায়ে রেখনা (পদ্য)	শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা দেবী	২০৮
ভুলের পরিণাম (পদ্য)	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	১০৪,২৭৫

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পৃষ্ঠা।
ভূতাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী	সম্পাদক	১৩৫
ভূত্য সমস্যা	শ্রীতারাপদ বসুবর্ম্মা	১৬৬
ভেঙ্গে দেও ভুল (পদ্য)	সম্পাদক	২০৩
ভেঙ্গে দেও ভুল (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন	৩৬৪
ময়মনসিংহে শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভ্যর্থনা	শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুহবর্ম্মা	৪৬৮
মস্তব্যের মন্তব্য	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা রায় চৌধুরী	৪৭১
মহা কুরুক্ষেত্র	শ্রীরতিনাথ মজুমদার	৪০২
মানুষের নিরুপায়ত্ব	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	২৫
মিনতি (পদ্য)	শ্রীসতিপ্রসাদ কর	২৪৩
মোক্তার সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন,	শ্রীহৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা	২২
রায় বরদাচরণ মিত্র বাহাদুর	সম্পাদক	১৩৯
রামকুমার দাষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র	৫১৫
রামচন্দ্র দেববর্ম্মা	সম্পাদক	১১৯
রাসলীলা	শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী	১৫৫
রাসলীলা	সম্পাদক	৩৬৮
শারদীয় আশ্বিনমাস (পদ্য)	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	২৪৯
শিক্ষা	শ্রীললিতমোহন পাল	৫৬০
শ্রীকৃষ্ণা দেবী	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	২৩১,৩৩৯
শ্রীগৌর কথা	শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা	৪৪১
শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্মোৎসব	শ্রীনিত্যগোপাল সরকার	৩৬
শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্মোৎসবের প্রতিবাদ,	শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত	৮৩
শ্রীশ্রীবিজয়া	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিতভারতীভূষণ	৩১৪
শ্রীশ্রীসরস্বতী (পদ্য)	ঐ	৪৬১
শুক্লযজুর্ব্বেদীয়ঈশাবাস্যোপনিষৎ,	শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	১৯৩,২৮৯,৩৩৭,৩৮৭
শ্রেষ্ঠত্ব (পদ্য)	শ্রীসঃ	১৩৪
সন্ধ্যা (পদ্য)	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার	২০৯
সমালোচনা	সম্পাদক, ৮৬, ১৮১, ২৭৭,৪২৪,৫২০,৫৬৮	
সারদামঙ্গল (পদ্য)	৺ উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার	৪৬০
সাহিত্যিক হুজুগপ্রিয়তার ফল,	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা	২৫৭
স্বাস্থ্য ও খাদ্যাখাদ্য	শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা	৩৫৬
স্মৃতিকথা (পদ্য)	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	৩৬৬
স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিতভারতীভূষণ	৪২২,৫৩৩
সেই আর্য্য (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	২০৫
সৌন্দর্য্যানুভূতি (পদ্য)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা	৩৪
হায় যুগীয়া	শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা	৮৫
হরিদ্বারে কুম্ভমেলা	জনৈক দর্শক ও সম্পাদক	২১১,৩০৬
হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি কি ?	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	১১৩
রুদ্রলীলা	শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা	৪৫৩,৫০৫